বনৌষধিদর্পণ।

বনৌষধির সার্থক পর্য্যায়, গুণ, পরিচয়, ঔষধার্থ ব্যবহৃতাংশ,
মাত্রা ও প্রয়োগবিধি সমন্বিত

অভিনব নিঘণ্টু।

শ্রীশ্রীকোচবিহারাধিপতির অনুজ্ঞাক্রমে ও তদীয় ব্যয়ে
কোচবিহারাধিপতির রাজবৈদ্য

শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ

দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন রচিত
উপক্রমণিকা সংবলিত।

বঙ্গাব্দাঃ ১৩১৫।

THE

VANAUSADHIDARPANA

OR

THE AYURVEDIC MATERIA MEDICA

WITH

QUOTATIONS AND COPIOUS ORIGINAL PRESCRIPTIONS
FROM STANDARD WORKS.

BY

KAVIRAJA BIRAJA CHARAN GUPTA KAVIBHUSANA
THE RAJVAIDYA OF COOCH BEHAR.

WITH

AN INTRODUCTION BY

MOHAMOHOPADHAYA KAVIRAJA BIJAYA RATNA SEN KAVIRANJANA.

S. C. AUDDY & CO.,—*Calcutta.*

1908.

উপক্রমণিকা

অধুনা যেরূপভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদির বহুল প্রচার লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বহির্দৃষ্টিতে বিদ্যাদেবীর চিকিৎসা অঙ্গের বিপুল শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতেছে বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টিতে বিচারশক্তি নিহিত আছে, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, উহা শোথের স্থূলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা এরূপ স্থূলতার পক্ষপাতী নহি। বরং ক্ষীণতাই আমাদের মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করি। শাস্ত্রেও কথিত আছে :—

"কৃশতাপি হিতা দেহে
স্থূলতা ন তু শোথতঃ।"

এতগুলি কথা বলিবার আমার বিশেষ প্রয়োজন এই যে, আমাকে বনৌষধিদর্পণ নামক পুস্তকখানি পাঠক সমাজে উপস্থিত করিতে হইতেছে। গ্রন্থের সদ্‌গুণে আমি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছি যে, আমার নিকট এই গ্রন্থ অভূতপূর্ব্ব বলিয়া অনুভূত হইল। ইহা শোথরোগীর স্থূলতা নহে; ইহা বাস্তবিকই বিদ্যাদেবীর চিকিৎসা দেহের সুস্থঅ-সুলভ উপচয়। চরক এবং সুশ্রুত প্রভৃতির পরে, বৈদ্যকে নানারূপ সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশেরই মৌলিকত্ব নাই বলিলেই চলে। কিন্তু এই গ্রন্থ প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থের সংগ্রহ হইলেও, ইহার গ্রন্থন প্রণালী প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, পাঠক ইহার মৌলিকত্ব অবধারণ করিতে পারিবেন।

শাস্ত্রে কথিত আছে—

"অভিধেয়ফলজ্ঞানবিরহস্তিমিতোদ্যমাঃ।
শ্রোতুমল্পমপি গ্রন্থং নাদ্রিয়ন্তে হি সাধবঃ।"

গ্রন্থের অভিধেয় জ্ঞান না থাকিলে, অতি অল্প অক্ষরও জানিবার জন্য পাঠকের আগ্রহ হয় না। অভিধেয় জ্ঞাত হইলেই, তাহাতে প্রয়োজন আছে কিনা, ইহা সহজেই পাঠকের ধারণা হইতে পারে। গ্রন্থের অভিপ্রায় কি তাহা অবগত হইলেও, তদ্বিষয়ে প্রয়োজন না থাকিলে, কাহারও তাহা পাঠ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। এজন্য অভিধেয় এবং প্রয়োজন পরিজ্ঞাত করানই উপক্রমণিকার একমাত্র প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জ্ঞাতব্য দুইটী থাকিলেও একটী অবগত হইতে পারিলেই অন্যটী অবগত হওয়ার সম্ভাবনা হয়। অর্থাৎ বনৌষধিদর্পণের অভিধেয় বলিলেই প্রয়োজনীয়তা স্বতঃই প্রতিভাত হইবে। অতএব ক্রমাবলম্বনে বনৌষধিদর্পণের অভিধেয় বিচার করা যাইতেছে।

অলঙ্কার শাস্ত্রে কথিত আছে—

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুক্ ভবতি"।

একটী শব্দ সম্যক্ প্রকারে অবগত এবং সুপ্রযুক্ত হইলে, তাহা কামদুঘা ধেনুর ন্যায় ফল প্রসব করে। ঔষধের সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। চরক বলিয়াছেন—

"ন নাম জ্ঞানমাত্রেণ রূপজ্ঞানেন বা পুনঃ ;
ওষধীনাং পরাং প্রাপ্তিং কশ্চিদ্ বেদিতুমর্হতি ॥
যোগবিন্নামরূপজ্ঞ স্তাসাং তত্ত্ববিদুচ্যতে।
কিং পুনর্যো বিজানীয়াদোষধীঃ সর্ব্বথা ভিষক্ ॥"
যোগমাসাদ্য যো বিদ্যাদ্দেশকালোপপাদিতম্।
পুরুষং পুরুষং বীক্ষ্য স বিজ্ঞেয়ো ভিষক্তমঃ ॥

(সূঃ ১অঃ)

বনৌষধিদর্পণ কেবল দ্রব্যগুণাভিধান নহে। ইহাতে উদ্ভিদের নাম, উৎপত্তি স্থান, পরিচয়, পরীক্ষা, ঔষধার্থ ব্যবহৃতাংশ, গুণ ও প্রয়োগ বিধি সংগৃহীত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে কোন একটী ঔষধ সর্ব্বথা অবগত হইতে এবং প্রয়োগ করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা বাস্তবিক ইহাতে দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

উদ্ভিদ্ সংখ্যা—প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের চিকিৎসা প্রসঙ্গে যে সকল উদ্ভিদ্ একাকী অথবা অপর একটী মাত্র উদ্ভিদের সহিত মিলিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, বনৌষধি-দর্পণে সেই সকল উদ্ভিদ্ই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু অপরিচিত বনৌষধি একাকী ব্যবহৃত হইলেও তাহা বর্ণিত হয় নাই,—যথা সৌশ্রুত নিবৃত্তসন্তাপীয় রসায়নোক্ত শ্বেত কাপোতী প্রভৃতি। সম্ভবতঃ ইহাকে আপেক্ষিকভাবে তুলনা করিলে সংখ্যায় ন্যূন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টি করিলে ইহারাই পুনরায় বহু বলিয়া পরিগণিত হইবে। কারণ, একটী ঔষধ বহুক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইয়া অল্প সংখ্যায়ও বহু ভেষজের ফল প্রসব করিয়াছে। লোকব্যবহারেও এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। একই ব্যক্তি বিভিন্ন গুণসমবায়ে বিভিন্ন সংজ্ঞায় অর্থাৎ ধাবক, পাচক, গায়ক, পূজক ইত্যাদি বহুনামে কথিত হইয়া থাকে। পাঠক বনৌষধিদর্পণ পাঠ করিয়া অবগত হইতে পারিবেন, এক অর্ক ১৭টী বিভিন্ন রোগে এবং কুটজ ৮টী পৃথক্ ব্যাধিতে কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সুতরাং অর্ক ১৭টী এবং কুটজ ৮টী দ্রব্যের ন্যায় গণনীয় হইতে পারে। অপরিজ্ঞাত বহু ভেষজ হইতে সম্যক্‌জ্ঞাত একটী ঔষধেরও মাহাত্ম্য অতি উচ্চ সীমায় অবস্থিত।

উদ্ভিদের সন্নিবেশ প্রণালী—কি চরক-সুশ্রুতাদি প্রাচীন সংহিতা, কি রাজ-নিঘণ্টু ও মদনপালভাবমিশ্রাদি কথিত দ্রব্যগুণাভিধান, সর্ব্বত্রই দ্রব্যাবলী গণ বা বর্গানুসারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পার্থক্য এই,—প্রাচীন সংহিতাকারগণ সমস্তভাবে এবং নবীন দ্রব্যগুণ বেত্তাগণ ব্যস্তভাবে গণ বা বর্গোক্ত ঔষধের গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গণ বা বর্গোক্ত দ্রব্যের নামোল্লেখ স্থলে প্রাচীন ও নবীনগণের ঐকমত্য দৃষ্ট হয় না;—একই দ্রব্য প্রাচীন ও নবীনগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন গণ বা বর্গে পঠিত হইয়াছে। প্রাচীন ও নবীনগণ কথিত গণ

বা বর্গ, আধুনিক উদ্ভিদ্ বিদ্যানুযায়ী বা বিশেষ কোন অনুশাসনানুসারে নিবদ্ধ নাই।
সুতরাং পাঠার্থী দ্বারা অমুক দ্রব্যটী কোন্ বর্গে আছে অবগত হইতে পারেন না।
বনৌষধিদর্পণকার দ্রব্য সন্নিবেশের পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বোধ ও আয়াসকর পথ পরিত্যাগ
পূর্ব্বক, সর্ব্বজনাদৃত বর্ণমালানুসারে বিন্যাসপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, পাঠকবর্গকে বিবিধ
আয়াস স্বীকার হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

উদ্ভিদের লাটিন্ নাম।—রক্সবর্গ প্রভৃতি নবীন উদ্ভিদ্বেত্তাগণের অনেকেই
কোন কোন উদ্ভিদের সংস্কৃত নাম নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যক দ্রব্যগুণাভিধানে
একই উদ্ভিদের বহুভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইন্দ্রবারুণী, কদম, কুটজ, কোবিদার,
কোশাতকী, প্রভৃতির বহুপ্রকার ভেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কেহই
এসকলের লাটিন্ নাম নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন নাই। বনৌষধিদর্পণে গ্রন্থকার বিশেষ
শ্রম ও পরীক্ষা পূর্ব্বক সেই সকল নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা, উদ্ভিদজ্ঞানার্থী
পাঠার্থীর যে মহান্ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

উদ্ভিদের পর্য্যায়।—বৈদ্যকে এক একটী উদ্ভিদের পর্য্যায়ে বহুনাম থাকিলেও,
শাস্ত্রে কএকটী নাম, বহু প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। আনুপূর্ব্ব পর্য্যায়, অভ্যাসে আয়ত্ত
করা, অধুনা স্বল্পমেধাবীর পক্ষে সহজসাধ্য নহে। অথচ যে সকল নামে, শাস্ত্রে সচরাচর
উদ্ভিজ্জগুলি কথিত হইয়াছে, তাহা, অবগত থাকিলে, পাঠককে নামজ্ঞানে বিমোহিত
হইতে হয় না। এজন্য গ্রন্থকার উদ্ভিজ্জগুলির সমস্ত পর্য্যায়বাচক শব্দ ব্যবহার না
করিয়া, কেবল চিকিৎসা প্রসঙ্গে বহুপ্রযুক্ত পর্য্যায়গুলিই ব্যবহার করিয়াছেন। অপিচ,
প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের মধ্যে ওষধির বিস্তৃত স্বরূপবর্ণনার পদ্ধতি বড় দেখা যায় না
কিন্তু কতকগুলি ওষধির এরূপ পর্য্যায়শব্দ রহিয়াছে, যে, তদ্দ্বারা তাহার স্বরূপই সূত্রাকারে
বর্ণিত হইয়াছে। বনৌষধিদর্পণে তৎসমুদায়ের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করা হইয়াছে।
বিবিধ দ্রব্যাভিধানোক্ত বহুসংখ্যক পর্য্যায় শব্দের মধ্যে, সার্থক শব্দগুলিকে পৃথক্‌রূপে
গ্রহণ করায়, অনেক স্থলে দ্রব্যের পরিচয়, গুণ, ব্যবহার ও উৎপত্তি বিবরণ জ্ঞাত হওয়ার
সৌকর্য্য সাধিত হইয়াছে।

উদ্ভিদের ভাষানাম।—উদ্ভিদের ভাষা নামের সীমা নাই। এক বাঙ্গালা-
নামেরই কত ভেদ। রাঢ়ে এক নাম, বঙ্গে অন্য নাম। আসামে এক নাম, পার্ব্বত্য
প্রদেশে অন্য নাম। কাশীতে এক নাম, পঞ্জাবে অন্য নাম। মূল কথায় যোজনান্তরেই
নামান্তর। বাস্তবিক রাজনিঘণ্টু রচয়িতা নরহরি যথার্থই বলিয়াছেন,—

"দেশে দেশে যোজনদ্বারণান্তে
ভিন্নাভাহ দ্রব্যনামানি লোকে।"

বনৌষধিদর্পণে ভেষজসমূহের বিভিন্নভাষায় নাম যথাসম্ভব সংগৃহীত হওয়ায়, বিভিন্ন

দেশের লোকদিগকে বুঝাইবার পথ যে, বিশেষ সুগম হইয়াছে, তাহা পাঠকমাত্রই অবশ্য স্বীকার করিবেন।

পূর্ব্বাচার্য্য মতসংগ্রহ।—বনৌষধিদর্পণে বর্ণিত প্রত্যেক উদ্ভিদের গুণ বীর্য্য ও ক্রিয়াদি ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যগুণাভিধান হইতে সংগৃহীত হওয়ায়, আয়ুর্বেদপাঠার্থীকে বিভিন্ন দ্রব্যগুণাভিধান সংগ্রহ ও অন্বেষণের বৃথা পরিশ্রম হইতে রক্ষা করা হইয়াছে।

পরিচয়।—অধিক দিনের কথা নহে বুদ্ধের চিকিৎসক জীবক, তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদাধ্যাপক ভিক্ষু-আত্রেয়ের নিকট, অধ্যয়নান্তে বিদায় প্রার্থনা জানাইলে, ভিক্ষু আত্রেয়, জীবকের আয়ুর্বেদাধিকার পরীক্ষার জন্ম বলিয়াছিলেন, তুমি এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চতুর্যোজনের মধ্যে যত উদ্ভিদ্ আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া আন এবং তাহাদিগের গুণ কি বল? জীবক তাহাই করিলে, অধ্যাপক তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। সুতরাং বলিতে হইবে, এমত একদিন অতীত হইয়াছে, যখন কেবল ভেষজদ্রব্যপরিচয় ও তাহার গুণজ্ঞান দ্বারাই আয়ুর্বেদাধিকারী নির্ণীত হইত। অধুনা তাহার বিনিময়ে চিকিৎসকেরা সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব-বিবর্জ্জিত এক শ্রেণীর নীচলোকের প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক ভেষজসংগ্রহ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। নিঘণ্টুর বিদ্যা কেবল পুস্তকগত হইয়াই রহিয়াছে। কি পরিতাপের বিষয়! যজ্ঞের ঘৃত কুক্কুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে! দেবভূমিতে পৈশাচিক তাণ্ডব-নৃত্য সংঘটিত হইতেছে!! তথাপি আমাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। বড়ই সুখের বিষয়, এই দুর্দ্দিনে বনৌষধিদর্পণকার প্রত্যেক ওষধির পরিচয়, অতিশয় সরল ভাষায় বর্ণন করিয়া ভেষজপরিচয়ের অতি সুগম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক ভেষজের নিম্নে তাহার প্রতিকৃতি প্রদান করিলে, ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। সমুচিত অর্থের অসচ্ছলতা নিবন্ধন, এক্ষেত্রে গ্রন্থকার হয়তো আমাদের সেই আশা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। আশা করি, জনসাধারণের হস্তাবলম্বন প্রাপ্ত হইলে, পুনর্মুদ্রণকালে আমরা এবিষয়ে এই গ্রন্থের পূর্ণতা দেখিয়া সুখী হইব।

মাত্রা।—কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা না জানিলে, সেই ভেষজ অব্যবহার্য্য অবস্থায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এজন্য মাত্রা বা পরিমাণজ্ঞান ভেষজ প্রয়োগের প্রাণ বলিতে হইবে। সুতরাং গুণজ্ঞানাপেক্ষা মাত্রাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত অল্প নহে। দর্পণকার সামান্যতঃ মাত্রার একএকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া [illegible] সম্[illegible] করিয়াছেন। মাত্রাজ্ঞান অতি দুরূহ।

"মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ।
ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রযোজয়েৎ॥

এজন্য আচার্য্যেরা সর্ব্বদাই মাত্রাপ্রয়োগের দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিয়া, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসকের প্রতি নির্ভর করিয়াছেন। দর্পণকারেরও এস্থলে প্রাচীন মত অনুসরণ করা সুসঙ্গতই হইয়াছে।

বৈদ্যকে ব্যবহার।—বনৌষধিদর্পণ কেবল দ্রব্যগুণসংগ্রহ নহে, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনানিচয়ের দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ গ্রন্থকার "বৈদ্যকে ব্যবহার" শীর্ষক অংশে ভেষজসমূহ, রোগসমূহে যথাশাস্ত্র প্রয়োগ করার উপদেশ সংগ্রহ করিয়া, ইহাকে একাধারে দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসাগ্রন্থরূপে পরিণত করিয়াছেন। অন্যান্য নিঘণ্টু পাঠে কেবল দ্রব্যের গুণজ্ঞান হইতে পারিত, পরন্তু, দ্রব্যের কোন অংশ চিকিৎসকের ব্যবহার্য্য তৎপক্ষে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইত। কিন্তু দর্পণে "বৈদ্যকে ব্যবহার" অংশ সংযোজিত হওয়ায় পাঠার্থীর সেই সংশয়সমূহ অনায়াসে নিরাকৃত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ এস্থলে করঞ্জদ্বয় গৃহীত হইতেছে।

নিঘণ্টু পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায়—

(১) করঞ্জ "কফাপিত্তাস্রদোষজিৎ" পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে এই পিত্তাস্রদোষ কি? করঞ্জের কোন্ অংশেরই বা এই গুণ? দর্পণকার গ্রন্থান্তরের সহিত একবাক্যতায় দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন "রক্তপিত্তে ডহর করঞ্জার বীজ মধু ও ঘৃতযোগে সেবন করিবে" (১৫৯ পৃঃ)।

(২) নিঘণ্টুতে আছে করঞ্জ "বিষবাতার্ত্তিনাশনঃ" এই বাতার্ত্তি কি? বাতব্যাধি না বাতশূল? আর কোন্ অংশেরইবা এইরূপ উপকারিতা?

দর্পণ বলিতেছেন "ডহর করঞ্জার কোমল পত্র তিলতৈলে ভাজিয়া বাতশূলরোগী সেবন করিবে" (১৫৮ পৃঃ)

(৩) নিঘণ্টু বলেন করঞ্জ চক্ষুষ্য। চক্ষুষ্য বলিলে চক্ষুর হিতকারক বুঝাইবে; কিন্তু চক্ষুর কি বিশিষ্ট পীড়ায় প্রযোজ্য তাহা বুঝা যায় না। তৎপরে প্রশ্ন হইবে করঞ্জের পত্র, মূল, বীজ কি পুষ্প কোন্ অংশই বা চক্ষুষ্য? অধিকন্তু ইহা বাহিরে কি ভিতরে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাও জানা যায় না।

বনৌষধিদর্পণ সংশয়চ্ছেদী বাক্যে বলিতেছেন "ডহর করঞ্জার বীজশস্য পলাশফুলের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া, তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি উত্তম মধুর সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিলে কুসুমনামক নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়" (১৫৮ পৃঃ)

কেবল বিশেষ জ্ঞান নহে, বনৌষধিদর্পণ পাঠে, পাঠক নিঘণ্টুপাঠীর অজ্ঞাত অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। অধুনা এতদ্দেশে যে সকল নিঘণ্টুর পঠন পাঠন প্রচলিত আছে তৎসমুদয়ের কোনটীতেই (১) জলোদরে পূতিকরঞ্জবীজ, (২) অম্লপিত্তে পূতিকরঞ্জ ত্বক, (৩) মসূরিকায় নাটাকরঞ্জের মূল বা পত্র, (৪) উরুস্তম্ভে ডহর করঞ্জবীজ এবং (৫) শ্লীপদে নাটাকরঞ্জের পত্রের স্বরসের ব্যবহার উপদিষ্ট হয় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন বৈদ্যকগ্রন্থ আনুপূর্ব্ব আলোড়ন করিয়া, এই অংশের সঙ্কলন, সংগ্রহ ও পুনরুক্তিদোষ বর্জ্জনার্থ, গ্রন্থকারকে যে কিরূপ প্রয়াস পাইতে হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও গ্রন্থকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না।

বক্তব্য—প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষে গ্রন্থকার "বক্তব্য" লিখিয়াছেন। এই বক্তব্য যিনিই মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তাঁহাকে অবিসংবাদিরূপে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা বিবিধ বৈদ্যক গূঢ়তত্ত্বের আকর। ইহা পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের ভূরিদর্শন এবং আয়ুর্ব্বেদ জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়।

নব্যমত—গ্রন্থকার দ্রব্যগুণাদি বিষয়ক অত্যাবশ্যক তত্ত্বসমূহ প্রতীচ্য শাস্ত্রাম্বুধি মন্থনপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়াও পরিতৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। প্রাচ্যজগতে এই সকল বনৌষধি সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা কিছু আলোচিত হইয়াছে, তাহাও পাঠকবর্গের চক্ষুঃপ্রান্তে উপস্থিত করিয়াছেন। মণিকাঞ্চন সংযোগের ন্যায় এতদ্দ্বারা বনৌষধিদর্পণ এক অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছে। এইমত সংগ্রহের জন্য গ্রন্থকারকে কত কত ইংরাজিগ্রন্থ অন্বেষণ ও অধ্যয়নশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশ্লেষণ পূর্ব্বক প্রত্যেক দ্রব্যের উপাদানবিভাগ (Constituents) প্রদর্শিত হওয়ায়, বুদ্ধিমান্ ভিষক্, দ্রব্যের অনুক্তগুণও স্বয়ং অবগত হইতে পারিবেন।

বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণ—গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনকালে, অন্ততঃ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত হওয়া, প্রত্যেক পাঠার্থীরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাচীন ইতিহাস সমূহ, প্রায়ই অতীতের বিস্মৃতিগর্ভে নিমগ্ন। যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও অনালোচনা দোষে, একপ্রকার অপরিজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকারের এই উদ্যম অসীম প্রশংসনীয়। এতদ্দ্বারা অনেক অমীমাংসিত বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে। অনেক ভ্রমসঙ্কুলমত সুতীক্ষ্ণ বিচারাস্ত্রে খণ্ডিত হইয়াছে। অবশ্য মতভেদ বা ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া বিচার করিলে বৈদ্যকগ্রন্থের এতাদৃশ বিশদ অথচ প্রাঞ্জল ইতিহাস, অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বাস্তবিক বলিতে গেলে বনৌষধিদর্পণে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত দ্রব্যগুণ জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ। ইহার এক একটী প্রবন্ধ এক একটী কল্প বলিলেও বলা যাইতে পারে। তত্ত্বপিপাসু আয়ুর্ব্বেদপাঠী ইহার যে কোন প্রবন্ধ পাঠ করিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন। ইহা ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলেও, বর্ত্তমান আকারে প্রকাশ করিতে যেরূপ বৈদ্যকশাস্ত্রাম্বুধি মন্থন করিতে হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রমস্বীকার প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। অধুনা Indigenous drugs লইয়া পাশ্চত্যজগতে সুমহান্ হুলস্থুল পড়িয়াছে। কত কত লোকেই তদ্বিষয়ক প্রস্তাব লিখিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। আমার বিবেচনায় এপর্য্যন্ত Indigenous drugs সম্বন্ধে এরূপ পূর্ণাবয়বের পুস্তক আর একখানিও মুদ্রিত হয় নাই। আশা করি, এই গ্রন্থ ইংরাজিতে অনূদিত হইলে, পাশ্চাত্য জগতে এতদ্বিষয়ক চর্চ্চার ও জ্ঞানলাভের দ্বার, বিশেষরূপে উন্মুক্ত হইবে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ইহা পূর্ণাবয়বে সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হইলে, এতদ্দ্বারা গ্রন্থকার চক্রপাণি এবং মাধবের ন্যায় চিরস্মরণীয় হইবেন।

বিষয় সন্নিবেশ পদ্ধতির ব্যাখ্যা—বনৌষধি দর্পণে নানাগ্রন্থ হইতে নানাবিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। আবশ্যকবোধে সংগ্রহপ্রণালী কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাত হইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ পাঠার্থী, বিবিধ নিঘণ্টুর মত একত্র দর্শন করিতে পারিবেন বলিয়া, বনৌষধি-দর্পণে প্রত্যেক উদ্ভিদের গুণবীর্য্যাদি, ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু, রাজনিঘণ্টু, ভাবপ্রকাশান্তর্গত দ্রব্যগুণ এবং রাজবল্লভ এই চারিখানি নিঘণ্টু হইতে নিয়মপূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়াছে। যদি কোন প্রবন্ধে উপরিলিখিত নিঘণ্টুচতুষ্টয়ের কোনটীর মত উদ্ধৃত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, সেই নিঘণ্টুতে সেই দ্রব্যের গুণাদি লিখিত হয় নাই, বা, যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ কোন উপাদেয়তা নাই।

চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট, হারীত, সিদ্ধযোগ, চক্রদত্ত, বঙ্গসেন এবং ভাবপ্রকাশ এই আটখানি বৈদ্যকগ্রন্থে বা ইহাদের কোন একটীতে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাপ্রসঙ্গে, যে সকল পরিচিত উদ্ভিদ্ একাকী বা অপর একটীমাত্র উদ্ভিদ্‌সহ ব্যবহৃত হইয়াছে, বনৌষধিদর্পণে কেবল সেই সকল উদ্ভিদ্‌ই বিবৃত হইয়াছে। যেগুলি ঐরূপ প্রযুক্ত হয় নাই, সেগুলি বর্ণিত হয় নাই। অর্থাৎ বনৌষধিদর্পণোক্ত প্রত্যেক উদ্ভিদ্ "বৈদ্যকে ব্যবহার" রূপ মানদণ্ডে তুলিত হইয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গে চক্রসংগ্রহাপেক্ষা সিদ্ধযোগের বিরলপ্রচার দৃষ্ট হয় এবং সিদ্ধযোগ ও চক্রসংগ্রহ ঔষধ সম্পত্তিতে প্রায় তুল্য; সুতরাং বিশিষ্টস্থল ভিন্ন সর্ব্বত্রই চক্রসংগ্রহ হইতে "বৈদ্যকে ব্যবহার" সংগৃহীত হইয়াছে। একটী দ্রব্যের কোন্ কোন্ অংশ, কতগুলি বিভিন্ন রোগে, কত প্রকারে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করা বনৌষধিদর্পণের যাদৃশ আকাঙ্ক্ষিত, কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা, তাদৃশ অভিলষিত নহে। এরূপ অভিলাষ, পুনরুক্তিদোষ ও নিরর্থক গ্রন্থগৌরবের হেতুবোধে, সর্ব্বত্র যত্নপূর্ব্বক পরিহৃত হইয়াছে। এবং বৈদ্যকে ব্যবহারের সর্ব্বত্র মৌলিক গ্রন্থোক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে; যেহেতু মূলগ্রন্থের অনুসন্ধান বিশেষশ্রমসাধ্য। চরক বা সুশ্রুত অমুক বস্তু অমুক রোগে ব্যবহার করিয়াছেন কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরদানাপেক্ষা, বৃন্দ, চক্রপাণি, বঙ্গসেন কি ভাবমিশ্র অমুক রোগে অমুক ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন কি? এই প্রশ্নের উত্তরপ্রদান অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য। কেন না বৃন্দাদির ঔষধাধ্যায় মৌলিকগ্রন্থের মত বিক্ষিপ্ত নহে। এজন্য দর্পণকার পাঠকবর্গকে মূলগ্রন্থান্বেষণের আয়াস স্বীকার হইতে রক্ষা করিবার জন্য, মূলগ্রন্থোক্ত ব্যবহারের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, "বৈদ্যক ব্যবহার" সংগ্রহ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে ব্যাধিতে যে দ্রব্যের ব্যবহার মূলগ্রন্থ ও সংগ্রহ গ্রন্থ উভয়েই আছে, সেখানে মূলগ্রন্থোক্ত ব্যবহারেরই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সংগ্রহোক্ত ব্যবহার সর্ব্বত্র উপেক্ষিত হইয়াছে। যথা—শ্বেত প্রদরে আমলকী বীজের ব্যবহার চক্রপাণি প্রভৃতি পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও, বনৌষধিদর্পণে কেবল চরকোক্ত শ্বেতপ্রদরে আমলকীবীজের ব্যবহারই সংগৃহীত হইয়াছে (৭০ পৃঃ)। কিন্তু যেখানে সংগ্রহে ব্যবহারগত

কিঞ্চিন্মাত্রও বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়াছে, সেখানে সংগ্রহোক্ত ব্যবহারও সংগৃহীত হইয়াছে। যেমন, কাসে কণ্টকারীর ব্যবহার চরক হইতে সঙ্কলিত হইলেও (১৩৭ পৃঃ), ব্যবহারগত বিশিষ্টত্ব আছে বলিয়া, চক্রপাণি এবং বঙ্গসেন হইতেও কাসে কণ্টকারীর ব্যবহার উদ্ধৃত হইয়াছে (১৩৭ পৃঃ)। যে রোগে যে বস্তুর ব্যবহার চরকেও আছে, সুশ্রুতেও আছে সে স্থলে অন্যতরের ব্যবহার মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু যেখানে উভয়ের মধ্যে ব্যবহারগত কিঞ্চিন্মাত্রও বিশেষত্ব আছে, সেখানে উভয় মতই উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—কল্পনার বিশিষ্টত্বহেতু কাসে কণ্টকারীর ব্যবহার চরক এবং সুশ্রুত উভয় গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছে (১৩৭ পৃঃ)।

উপসংহারে বক্তব্য এই—বনৌষধিদর্পণের যে সকল মহনীয়গুণ, সচরাচর অন্যত্র দেখা যায় না, সেইগুলি পাঠকবর্গের চক্ষুঃপ্রান্তে উপস্থিত করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিলাম। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা এককালে নির্ভুল বা দোষরহিত একথা বলা যাইতে পারে না। যতদিন মানবগণ দেবতুল্য পূর্ণতালাভ করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহাদের কার্য্যের পূর্ণতা লাভের আশা সুদূরপরাহত। গুণগ্রহণ জীবের ধর্ম্ম। গুণগ্রাহক না থাকিলে গুণীর অভ্যুদয় হইতে পারে না। শাস্ত্রে কথিত আছে—

"গুণবানপি সম্পন্নঃ কুম্ভঃ কূপে নিমজ্জতি।
যদি ভারসহো ন স্যাৎ তদ্‌গুণগ্রাহকোঽপরঃ॥

এজন্য আশা করি গুণগ্রাহী পাঠকগণ ইহার গুণ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করিবেন।

আরও একটী কথা, দর্পণকার, আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরের অগাধগর্ভে লুক্কায়িত বনৌষধিরত্ন-রাজির গুণক্রিয়া, দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া, পাঠকের লোচনপ্রান্তে উপস্থিত করিয়াছেন মাত্র। প্রকৃত পক্ষে ইহার শেষ লক্ষ্য এস্থলেই পর্য্যবসিত নহে। যে দিন এই সকল ঔষধ, দেশকালপাত্র বিশেষে প্রযুক্ত হইয়া বিস্ফারিত হইবে, সেইদিন দর্পণকারের শ্রম ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা লাভ করিবে এবং দ্রব্যগুণাভিধানও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

অবশেষে শ্রীল শ্রীযুক্ত কোচবিহারাধিপতি মহোদয়কে আমাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। চিকিৎসাগ্রন্থাদি পুরাকালে রাজানুগ্রহেই লিখিত ও পঠিত হইত। অধুনা মুদ্রাঙ্কণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এজন্য শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা ভূপ বাহাদুর তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রীপ্রবর শ্রীযুক্ত রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, সি, আই, ই, মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে তাঁহার রাজবৈদ্য শ্রীমান্ বিরজাচরণ গুপ্ত কবিরাজ কবিভূষণকে ঈদৃশ ব্যয়বহুল গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণের সাহায্য প্রদান করায়, উভয়েই ভারতবাসীর অসীম কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীবিজয়রত্ন সেন।

বৈদ্যকগ্রন্থের বিবরণ

বনৌষধি দর্পণে বিবিধ বৈদ্যকগ্রন্থের মতোদ্ধার করিয়াছি। কুতূহলী পাঠকের মনে ঐ সকল পুস্তকের পরিচয়-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে, অতএব আমরা সংক্ষেপে কতকগুলি বৈদ্যকগ্রন্থের বিবরণ যথামতি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

অতি প্রাচীনকাল হইতে এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত- আত্রেয় সম্প্রদায় ও ধান্বন্তরীয় সম্প্রদায়। যাঁহারা জ্বরাতিসারাদি ভেষজসাধ্য ব্যাধির প্রতীকার করিতেন, তাঁহারা কায়চিকিৎসক। আত্রেয়, কায়চিকিৎসক সম্প্রদায়ের আদিগুরু, অতএব কায়চিকিৎসকগণ আত্রেয় সম্প্রদায় নামে খ্যাত ছিলেন। যাঁহারা শস্ত্রক্ষারাগ্নি-সাধ্য ব্রণার্শোভগন্দরাদি ব্যাধির চিকিৎসা করিতেন তাঁহারা শল্যচিকিৎসক। ধন্বন্তরি, শল্যচিকিৎসকগণের আদিগুরু, অতএব শল্যচিকিৎসকগণ ধান্বন্তরীয় সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এতদ্ভিন্ন আর এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় যাঁহারা ঊর্দ্ধজত্রুগত অর্থাৎ শিরঃ, কর্ণ, নেত্র, ঘ্রাণ, মুখকুহরগত ব্যাধির প্রতীকার করিতেন, তাঁহারা শালাক্যী নামে বিশ্রুত এবং ইঁহাদের তন্ত্রের নাম শালাক্য। শালাকিগণও ধান্বন্তরীয় সম্প্রদায়ান্তর্গত। আমরা বৈদ্যকগ্রন্থরাশিকে সম্প্রদায়দ্বয়ানুসারে বিভক্ত করিয়া বিবৃত করিব।

আত্রেয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী।

যে দিন হিমগিরির পবিত্র পাদদেশে হুয়মান অগ্নির ন্যায় তপঃপ্রভাদীপ্ত, পুণ্যকর্ম্মা, মৈত্রীপর, পঞ্চাশদধিক ঋষি, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অধ্যয়নাদির বিঘ্নভূত ব্যাধির প্রতীকারার্থ সমবেত হইয়াছিলেন, সেই দিন ভারতের কি শুভদিন! যে দিন ভরদ্বাজ ঋষি, ভগবান্ ইন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিসূত্র, শাশ্বত, পুণ্য আয়ুর্ব্বেদ আয়ত্ত করিয়া, মর্ত্তে আগমনপূর্ব্বক আত্রেয়াদি ঋষিগণকে সেই প্রজাহিত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন সেইদিন এই ব্যাধি-পীড়িত জীবলোকের কি সুখের দিন! আর যেদিন ঋষিগণপরিবেষ্টিত অত্রিপুত্র পুনর্ব্বসু, অগ্নিবেশাদি ষট্‌শিষ্যের রচিত ছয়খানি তন্ত্র শ্রবণপূর্ব্বক প্রচার করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতীয় ভিষক্‌কুলের কি গৌরবের দিন! মর্ত্তে আয়ুর্ব্বেদের এই প্রথমাবতার দিনে 'শিবো বায়ুর্ববৌ সর্ব্বা ভাভিরুন্মীলিতা দিশঃ' 'নিপেতুঃ সজলাশ্চৈব দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ'—শুভবায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল, দশদিক্ অপূর্ব্ব শোভায় হাসিয়াছিল এবং স্বর্গ হইতে সজল কুসুমবৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। 'আয়ুর্ব্বেদোঽমৃতানাম্'—আয়ুর্ব্বেদ অমৃতের শ্রেষ্ঠ। এই অমৃতশ্রেষ্ঠের মর্ত্ত্যাবতারকালে প্রকৃতি ও দেবতার এইরূপ উল্লাস সর্ব্বথা যুক্ত।

আত্রেয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলীর পরিচয় দানের পূর্ব্বে, সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আত্রেয় ঋষির পরিচয় দেওয়া উচিত। যাঁহারা ভরদ্বাজ ও আত্রেয় একই লোক বলিয়া কল্পনা করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। বৈদ্যকে কুত্রাপি আত্রেয় ভরদ্বাজ নামে কীর্ত্তিত হন নাই।* ব্রহ্মচর্য্যাদির বিঘ্নভূত রোগের প্রশমোপায় নির্ণয় করিবার জন্য যে ঋষিগণ একত্রিত হইয়াছিলেন, সেই ঋষিসভায় সমাগত ঋষিগণের মধ্যে আত্রেয় ও ভরদ্বাজের পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। চরকমতে ভরদ্বাজ গুরু, আত্রেয় তাঁহার শিষ্য। হারীতমতে আত্রেয় গুরু, ভরদ্বাজ শিষ্য।† বাগ্‌ভট বলিয়াছেন "সোঽশ্বিনৌ তৌ সহস্রাক্ষং সোঽত্রিপুত্রাদিকান্ মুনীন্", অতএব বাগ্‌ভটের মতে অত্রিপুত্র আত্রেয় ইন্দ্রশিষ্য। অগ্নিবেশাদির গুরু আত্রেয়, ভরদ্বাজের গুরু বা শিষ্য কিম্বা ইন্দ্রশিষ্য যাহাই হউন তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু অপরাপর আত্রেয় হইতে অগ্নিবেশাদির গুরু পুনর্ব্বসু আত্রেয়কে পৃথক্ করিতে না পারিলে, বৈদ্যকগ্রন্থের কালনির্ণয়ে প্রমাদ ঘটিবে। আত্রেয় কয়জন? চরকোক্ত ঋষি সভাতেই আমরা তিন জন আত্রেয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। (১) অত্রিপুত্র আত্রেয়, (২) কৃষ্ণাত্রেয়, (৩) ভিক্ষু আত্রেয়।

(১) অত্রিপুত্র আত্রেয়—ইঁহার নামান্তর পুনর্ব্বসু। ইনি অগ্নিবেশাদি ষট্‌কায়-চিকিৎসকের গুরু এবং চরকসংহিতার বক্তৃরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইঁহারই নামানুসারে কায়চিকিৎকগণ আত্রেয় সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

(২) কৃষ্ণাত্রেয়—'বৈদ্যকশব্দসিন্ধু' সঙ্কলয়িতা কৃষ্ণাত্রেয়কেই চরকসংহিতার বক্তা স্থির করিয়াছেন। ইহা বিষম ভ্রম। চরকসংহিতার বক্তা চরকের কুত্রাপি কৃষ্ণাত্রেয় নামে কীর্ত্তিত হন নাই। টীকাকারগণ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে কৃষ্ণাত্রেয়ের মতোদ্ধার করিয়াছেন। সিদ্ধযোগের কবলাধিকারের টীকায় শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন—"শালাকিভিস্তু প্রতিদোষং পঠিতানি দ্রব্যাণি তথাচ কৃষ্ণাত্রেয়ঃ—" (আনন্দাশ্রমসংস্করণ ৬০০ পৃঃ)। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন—"নম্বু তন্ত্রান্তরীয়ৈঃ ষড়্‌বিধঃ পঠিতঃ তথাচ কৃষ্ণাত্রেয়ঃ" সিদ্ধযোগের উন্মাদাধিকারের টীকায় শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন—"ষোড়শগুণকান্তঃ কৃষ্ণাত্রেয়-পরিভাষায়াং মন্তব্যম্" (আঃ সং ১২১ পৃঃ)। এই সকল উক্তি পাঠ করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, কৃষ্ণাত্রেয় ধন্বন্তরিসম্প্রদায়ভুক্ত শালাক্যতন্ত্র প্রণেতা। শিবদাস, চক্রসংগ্রহোক্ত জ্বরাধিকারের দশমূলষট্‌পলক সূত্রের টীকায় "পঞ্চপ্রভৃতি যত্র স্যুঃ" এই চক্রটীপ্পনীর যে সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহাতে গোপুর রক্ষিত, জাতুকর্ণ, চরক সুশ্রুতাদিবৎ কৃষ্ণাত্রেয়েরও মতোদ্ধার করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে কৃষ্ণাত্রেয়ের কৃতি, চরকসংহিতা হইতে পৃথক্, এক হইলে কদাপি পৃথক্ পৃথক্ মতোদ্ধার করা হইত না। দৃঢ়বল, চরকোক্ত গ্রহণী চিকিৎসায় নাগরাদ্য চূর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। চক্রপাণি এবং বৃন্দও স্ব স্ব সংগ্রহে

---

* "কেচিৎ ভরদ্বাজাত্রেয়য়োঃ ঐক্যং মন্যন্তে। তন্ন। ভরদ্বাজসংজ্ঞেন আত্রেয়স্য ক্বচিদপি তন্ত্রপ্রদেশে অকীর্ত্তনাৎ"—চরক টীকায় চক্রপাণি।

† "হারীতে চাত্রেয়াদিগুরুতয়া ভরদ্বাজ উক্তঃ"—চরকটীকায় চক্রপাণি।

এই নাগরাদ্য চূর্ণ পাঠ করিয়াছেন। যে শ্রীকণ্ঠ এবং শিবদাসের টীকা হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া আমরা কৃষ্ণাত্রেয়কে শালাক্যতন্ত্র প্রণেতা বলিয়া স্থির করিলাম, সেই শ্রীকণ্ঠ এবং শিবদাসকৃত নাগরাদ্য চূর্ণের টীকায় "নাগরাদ্যমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েন পূজিতম্" এই পাঠের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে "কৃষ্ণাত্রেয়ঃ পুনর্ব্বসুঃ"। যখন আমরা দেখিতেছি টীকাদ্বয়ে আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয়ের ভিন্নত্ব প্রতিপাদক ভূরিপ্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় প্রমাণ নাই, তখন আমরা "কৃষ্ণাত্রেয় পুনর্ব্বসুঃ" এই পাঠ লিপিকর প্রমাদবোধে উপেক্ষা করিতে পারি। এতাদৃশী উপেক্ষা ভিন্ন টীকাকারগণের আত্ম-বিসম্বাদিত্ব খণ্ডনের অন্য পন্থা বিদ্যমান নাই। অত্রিপুত্র আত্রেয় ও কৃষ্ণাত্রেয়ের মধ্যে অত্রিপুত্র আত্রেয় প্রাচীনতর।

(৩) ভিক্ষু আত্রেয়—ইনি বুদ্ধ, বৌদ্ধসঙ্ঘ এবং রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক, জীবকের অধ্যাপক ও অত্রিসংহিতার প্রণেতা। পুনর্ব্বসু এবং কৃষ্ণাত্রেয়ের বিষয় আমরা বিশেষ কিছু জানি না, কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থকারগণের কৃপায় ভিক্ষু আত্রেয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি। তথাগতের সময়ে গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলায় একটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য শাস্ত্রতুল্য আয়ুর্ব্বেদেরও অধ্যাপনা হইত। অধ্যাপকগণ বিদ্যার্থীর নিকট হইতে প্রচুর ধন গ্রহণ করিতেন। রাজগৃহনিবাসী জীবক, তক্ষশিলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক ভিক্ষু আত্রেয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া, রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক হইয়াছিলেন। ইনি বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘেরও চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই জীবক বৈদ্যকে কৌমারভৃত্য অর্থাৎ শিশুপালন ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধগ্রন্থেও জীবক "জীবককোমারভচ্চ" নামে খ্যাত। কৌমার-ভৃত্যের রচয়িতা বলিয়াই জীবকের "কোমারভচ্চ" উপাধি। অত্রিসংহিতা পাঠে জানা যায় সংহিতাকর্ত্তা আত্রেয় গান্ধারাদি প্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তক্ষশিলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কেই যে এই প্রসিদ্ধি ঘটিয়া ছিল এইরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। "বুদ্ধদেব" রচয়িতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন,* বুদ্ধের চিকিৎসক ও জীবকের আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক আত্রেয় এবং অগ্নিবেশাদিরগুরু অত্রিপুত্র আত্রেয় অভিন্ন লোক। অত্রিপুত্র আত্রেয়ের শিষ্য অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক রচিত অগ্নিবেশতন্ত্র, কত সহস্র বৎসর পরে চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়াছিল। চরকসংস্কৃত এই অগ্নিবেশতন্ত্র (চরকসংহিতা), সুধীগণের মতে ন্যূনপক্ষে বুদ্ধাবির্ভাবের ২১ শতাব্দ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। চরকই যখন বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেন তখন সেই চরক যে গ্রন্থের প্রতিসংকর্ত্তা, সেই গ্রন্থের রচয়িতা অগ্নিবেশের গুরু আত্রেয় কিরূপে বুদ্ধের চিকিৎসক জীবকের অধ্যাপক হইবেন? অতএব অত্রিপুত্র আত্রেয় ও জীবকাধ্যাপক ভিক্ষু আত্রেয় সম্পূর্ণ পৃথক্ লোক। অত্রিপুত্র আত্রেয় এবং ভিক্ষু আত্রেয়ের মধ্যে ভিক্ষু আত্রেয় পরবর্ত্তী অত্রিপুত্র পূর্ব্ববর্ত্তী।

* বুদ্ধদেব, ২২১ পৃঃ।

এক্ষণে আত্রেয়ত্রয়ের মধ্যে অত্রিপুত্র আত্রেয়কে বিশিষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা হইল। আমরা বলিয়াছি কৃষ্ণাত্রেয় এবং ভিক্ষুআত্রেয় অপেক্ষা অত্রিপুত্র আত্রেয় প্রাচীনতম। কিন্তু চরকের ঋষিসভায় তিন জন আত্রেয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে, চরকসংহিতার অন্যস্থানেও (সূ: ২৫ অ:) দেখা যায় ভিক্ষুআত্রেয় এবং অত্রিপুত্র আত্রেয় একই সভায় বিষয়বিশেষ বিচার করিতেছেন। অতএব আত্রেয়ত্রয়ের সমসাময়িকত্ব প্রমাণ হইতেছে। বস্তুতঃ আত্রেয়ত্রয়ের সমসাময়িকত্ব বিচারসহ নহে। চরকসূত্রস্থানের প্রথমাধ্যায়ে ঋষিসভার আখ্যায়িকা আছে। এই অধ্যায়টী কাহার লিখিত? আমরা জানি অধুনা যাহা চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ, তাহা চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্রমাত্র। চরকসংহিতার কতটুকু অগ্নিবেশতন্ত্র হইতে অবিকল উদ্ধৃত, কতটুকু সংক্ষিপ্তকে বিস্তৃত বা বিস্তৃতকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখিত এবং কতটুকুই বা চরকের মৌলিক রচনা তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই, কেননা অধুনা কেবল অগ্নিবেশতন্ত্র দুর্লভ। কেবল অগ্নিবেশতন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া চরকসংহিতার চরকসংস্কারের স্বরূপ নির্দ্দেশ দুরূহ হইলেও উহার অধ্যায়বিশেষ চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়াছে কিনা, নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। চরকসূত্রস্থানের প্রথমাধ্যায়ে লিখিত আছে—

"বুদ্ধেবিশেষস্তত্রাসীন্নোপদেশান্তরং মুনেঃ।
তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমং অগ্নিবেশো যতোঽভবৎ"॥

অগ্নিবেশ স্বয়ং কদাপি স্বীয় বুদ্ধির বিশিষ্টত্ব এবং স্বীয়তন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন নাই, অতএব চরকসংহিতার শ্লোকস্থানের প্রথমাধ্যায় কদাচ কেবল অগ্নিবেশতন্ত্র হইতে অবিকল উদ্ধৃত নহে—চরক, দৃঢ়বল বা অন্য কেহ অবশ্য ইহার প্রতিসংস্কার করিয়াছেন। চরক-সূত্রস্থানের প্রথমাধ্যায়ের প্রতিসংস্কর্ত্তা যিনিই হউন তিনি গ্রন্থের গৌরববর্দ্ধন এবং মহাজন-সম্মতত্ব প্রদর্শনার্থ, সময়বিরুদ্ধত্বের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের একত্র সম্মিলন নির্ব্বাহ করিয়াছেন। অতএব আমরা অসমসাময়িক আত্রেয়ত্রয়ের একত্রোল্লেখ দেখিতে পাই। স্থানান্তরে অত্রিপুত্র আত্রেয় এবং ভিক্ষুআত্রেয়কে আমরা যে বক্তৃবোদ্ধব্যরূপে দেখিতে পাই, তৎখণ্ডনার্থ কিছু বলা উচিত। সুধীগণ, বৈদ্যকের বক্তা শ্রোতা লইয়া কদাপি কালবিচার করিবেন না—ইহা আখ্যায়িকা মাত্র—ঐতিহাসিক প্রমাণ নহে। আমাদের দেশে অদ্যাপি আর্ষবচনের প্রতি বহু আদর এবং অনার্ষবাক্যের প্রতি নিতান্ত অনাদর বিদ্যমান রহিয়াছে—প্রাচীন কালের বিদ্বৎসম্প্রদায়ে ইহা আরও সুপ্রথিত ছিল, সুতরাং যাহা স্বরূপতঃ নিজমত, পূর্ব্বাচার্য্যগণ শ্রোতৃসংগ্রহার্থ তাহাকেও আর্ষউক্তি বলিয়া প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে দৃঢ়বল বলিয়াছেন—

"কৃত্বা বহুভ্যস্তন্ত্রেভ্যো বিশেষাচ্চবলোচ্চয়ম্।
সপ্তদশৌষধাধ্যায়ৈঃ সিদ্ধিকল্পৈরপূরয়ৎ॥"

তিনিই আবার স্বরচিত অধ্যায়গুলির প্রত্যেকটীর শেষেই বলিয়াছেন "অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে" এবং আদিতে লিখিয়াছেন "অথাতো—চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যাম ইতিহস্মাহ

ভগবান্ আত্রেয়ঃ"। ভাবমিশ্রের সময় পর্য্যন্ত এই প্রণালী বলবৎ ছিল। অভিনব ক্রিয়া-রোগের নিদানচিকিৎসা লিপিবদ্ধ করিয়া, ভাবপ্রকাশকারকেও বলিতে হইয়াছে, "ইত্যাহুর্ম্ময়ঃ পুরা"। ইহা বৈদ্যকোক্ত বক্তৃবোদ্ধব্যের সামান্ত ব্যাখ্যা, ভিক্ষুআত্রেয় সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভিষকের অভাব ছিল না। যখন হিন্দু ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ে সজ্বর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন হিন্দুভিষক্‌ও বৌদ্ধ-ভিষক্‌কে বিলক্ষণ অবজ্ঞা করিতেন। এই অবজ্ঞার ফলে অনেক বৌদ্ধাচার্য্যকে, দেশকাল বিবেচনা না করিয়া অত্রিপুত্রের নিকট জিজ্ঞাসুরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। এবং অরুণের টীকা ভিন্ন যাবতীয় প্রচলিত বৈদ্যকগ্রন্থের টীকায় বৌদ্ধভিষক্ বা বৌদ্ধতন্ত্রকারের মতের অনুল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অত্রিপুত্র আত্রেয়ের ষট্‌শিষ্য—অগ্নিবেশ, ভেল, জাতূকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি। ষট্‌শিষ্যের রচিত ষট্‌তন্ত্র স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ।

অগ্নিবেশতন্ত্র—আত্রেয়ের ষট্‌শিষ্যের রচিত ছয়খানি তন্ত্রের মধ্যে অগ্নিবেশরচিত তন্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। সেই গুরু, সেই উপদেশ তথা প অপর পঞ্চাপেক্ষা অগ্নিবেশের তন্ত্র উপাদেয় হইল কেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে চরক আমাদিগকে বলিয়াছেন—

"বুদ্ধের্বিশেষস্তত্রাসীন্নোপদেশান্তরং মুনেঃ।
তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমং অগ্নিবেশো-যতোঽভবৎ॥"

অগ্নিবেশের বুদ্ধির উৎকর্ষ ছিল, সুতরাং তৎকৃততন্ত্র অপেক্ষাকৃত সুভাবিতবহুল হইয়াছিল। অধুনা অগ্নিবেশতন্ত্রের অপ্রচার দেখিয়া নানাজনে নানা প্রকার কল্পনা করেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, বাগ্‌ভটের সময়েই অগ্নিবেশতন্ত্রের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল। * এই সিদ্ধান্ত অমূলক। বাগ্‌ভট অষ্টাঙ্গহৃদয়ের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

তেঽগ্নিবেশাদিকাংস্তে তু পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে।
তেভ্যোঽতিবিপ্রকীর্ণেভ্যঃ প্রায়ঃ সারতরোচ্চয়ঃ।
ক্রিয়তেঽষ্টাঙ্গহৃদয়ং নাতিসংক্ষেপবিস্তরম্" ॥

অতিবিস্তর অগ্নিবেশাদি ষট্‌তন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া আমি নাতিসংক্ষেপবিস্তর এই অষ্টাঙ্গহৃদয় নিবদ্ধ করিতেছি। বাগ্‌ভটের সময়ে অগ্নিবেশতন্ত্র বিদ্যমান না থাকিলে, অগ্নিবেশতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার সম্ভব হয় না। অতএব বাগ্‌ভটের সময়ে অবশ্য অগ্নিবেশতন্ত্র বিদ্যমান ছিল।

---

* "The other five works seem to have perished. Vagbhata, the epitomiser of the Charak and Susruta mentions the works of Harita and Bhela, which were probably extant in his days" –(A History of Hindu Chemistry, P. XIII.)

প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রারম্ভে লিখিত আছে—

"ষট্সু কায়চিকিৎসাসু যে চোক্তাঃ পরমর্ষিভিঃ"।

টীকাকৃৎ ডল্বণ লিখিয়াছেন—"ষট্সু কায়চিকিৎসাসু অগ্নিবেশভেলজাতুকর্ণপরাশর-হারীতক্ষারপাণিপ্রোক্তাসু"। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে বৃদ্ধসুশ্রুত প্রতিসংস্কৃত হইয়া যখন আধুনিক সুশ্রুত লিখিত হইয়াছিল তখনও অগ্নিবেশতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। বিজয় রক্ষিতের শিষ্য ও বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগের টীকাকৃৎ শ্রীকণ্ঠদত্ত ব্যাখ্যাকুসুমাবলীতে অগ্নিবেশতন্ত্র হইতে যথেষ্ট পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। দিঙ্মাত্র উদাহৃত হইতেছে—জ্বরে বালুকাস্বেদের ব্যাখ্যায় শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন—

"তথাচাগ্নিবেশঃ—
প্রবেপমানে জ্বরিতে শীতে হৃষ্টতনূরুহে।
কট্যূরুজঙ্ঘাপার্শ্বাস্থিশূলিনে স্বেদনং হিতম্॥
সোহস্য মূত্রশকৃদ্ভেদি প্রবর্ত্তয়তি মারুতম্।
সন্ধিশ্রিতাংস্ততো দোষান্ মার্দ্দবীকুরুতে ভৃশম্॥

চরকসংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্রস্থিত পাঠই, শ্রীকণ্ঠ ভঙ্গিক্রমে তথাচাগ্নিবেশঃ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, একথা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু চরকসংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্রের (চরকসংহিতায়) কুত্রাপি উপরিধৃত পাঠ বিদ্যমান নাই। অতএব শ্রীকণ্ঠের সময়েও অগ্নিবেশতন্ত্রের লোপাপত্তি ঘটিয়াছিল না ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল। চক্রপাণি এবং শিবদাস স্ব স্ব টীকায় ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অগ্নিবেশোক্ত পরিভাষা উদ্ধৃত করিয়াছেন, অতএব উহাঁদের সময়ও সুধীসমাজে অগ্নিবেশতন্ত্রের প্রচার ছিল।

ভেলতন্ত্র—সুশ্রুতপ্রতিসংস্কর্ত্তা এবং বাগ্‌ভটের সময়ে আত্রেয় শিষ্যের ষট্তন্ত্রই যে বিদ্যমান ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে। বৃন্দ ও চক্রপাণি স্ব স্ব সংগ্রহোক্ত জ্বরচিকিৎসায় লিখিয়াছেন :—

"মাতুলুঙ্গার্দ্রকরসং কোষ্ণং ত্রিলবণান্বিতম্।
অম্লৈর্বা সিদ্ধিবিহিতং নস্যং তীক্ষ্ণং প্রয়োজয়েৎ।"

এই যোগের ব্যাখ্যায় শ্রীকণ্ঠ ও শিবদাস লিখিয়াছেন "ভালুকিতন্ত্রোক্তত্বাদস্য যোগস্য ভালুকিতন্ত্রৈব সিদ্ধিস্থানং জ্ঞেয়ম্' এই যোগটী ভালুকিতন্ত্রোক্ত, অতএব সিদ্ধিবিহিত শব্দে ভালুকিতন্ত্রের সিদ্ধিস্থান বিহিত জানিবে। মাধব নিদানের টীকাকৃৎ বিজয় রক্ষিত ভালুকিতন্ত্র হইতে ভূরি ভূরি পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ভেল ও ভালুকিতন্ত্র যদি একই গ্রন্থ হয় তাহা হইলে শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস এবং বিজয় রক্ষিতের সময়েও উহা বিদ্যমান ছিল। বার্ণেল সাহেব কৃত "তাঞ্জোর ক্যাটালগ্" নামক পুস্তকে "ভেলসংহিতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বার্ণেল লিখিয়াছেন "তাঞ্জোর পুস্তকালয়স্থিত ভেলসংহিতা প্রায় অখণ্ড। কিন্তু লিপিকর

প্রমাদবশাৎ ইহার অধ্যায়গুলি যথাযথ সন্নিবিষ্ট হয় নাই। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সহিত ভেলসংহিতা মিলাইয়া পাঠ করিলে, বাগ্‌ভট এই তন্ত্রকারের নিকট কত ঋণী, পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বার্ণেল, ভেলতন্ত্রের নিদান, বিমান, শারীর, ইন্দ্রিয়, চিকিৎসিত এবং কল্পস্থানের উল্লেখ করিয়া, প্রথমস্থানের পূর্ব্বে ? চিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ উহা সূত্র বা শ্লোকস্থান হইবে।

বার্ণেল কথিত ভেলসংহিতার স্থানবিভাগ চরকসংহিতার তুল্য, কেবল ইহাতে সিদ্ধিস্থান নাই। বার্ণেল বলেন, ভেলসংহিতায় গান্ধার এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিয়া অনুমিত হয়, গ্রন্থকার তদ্দেশে বাস করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন।

জাতূকর্ণ পরাশর ও ক্ষারপাণিতন্ত্র—বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, ও শিবদাস, জাতূকর্ণ, পরাশর ও ক্ষারপাণিরচিত তন্ত্র হইতে যথেষ্ট পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, অতএব সুধীসমাজে তত্তৎকালে এই সকল তন্ত্রের পঠন পাঠন প্রচলিত ছিল। অধুনা জাতূকর্ণাদি তন্ত্রত্রয় সুলভ নহে। বৈদ্যকগ্রন্থের পুনরুদ্ধারের জন্য অদ্যাপি দেশব্যাপী আন্তরিক কোন অনুষ্ঠানই করা হয় নাই, সুতরাং অগ্নিবেশাদিতন্ত্র অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে একথাও দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। কবে লোকহৃদয়ে প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থ উদ্ধারের স্পৃহা বলবতী হইবে ?

হারীতসংহিতা—বঙ্গে ও হিন্দুস্থানে হারীতসংহিতা মুদ্রিত হইয়াছে। মুদ্রিত হারীতসংহিতা পাঠ করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ইহার আত্রেয় অগ্নিবেশসতীর্থ হারীতঋষি রচিত নহে। নিতান্ত অর্ব্বাচীন কোন লোক প্রাচীন হারীততন্ত্র হইতে যথালাভ পাঠোদ্ধার করিয়া, আত্রেয়হারীত সম্বাদচ্ছলে এই অভিনব পুস্তক লিখিয়াছেন। অভিনিবেশ সহকারে মুদ্রিত হারীতসংহিতা পাঠ করিলে, প্রেক্ষাবান্ পাঠক মদুক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তথাপি সুলভ প্রতীতির জন্য যৎকিঞ্চিৎ উদাহৃত হইতেছে।

মুদ্রিত হারীতসংহিতার উপক্রমণিকা নিতান্ত কাল্পনিক। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদাবতার নাই, হারীতসতীর্থগণের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। মুদ্রিত হারীতের প্রারম্ভে দেখি—

> "শুভস্ফটিকবচ্ছুভ্রভূতিভূষিতবিগ্রহম্।
> জটাজূটাটবীমৌলিং ভাসিতং শুভ্রকুন্তলৈঃ
> আত্রেয়ং বহুশিষ্যৈস্তু রাজিতং তপসান্বিতম্
> পপ্রচ্ছ শিষ্যো হারীতঃ সর্ব্বজ্ঞান মিদং মহৎ॥"

চক্রপাণি চরকটীকায় হারীতোক্ত আয়ুর্ব্বেদাগমের বিবরণ সুগীর্বোধে আদ্যন্তমাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।* এই আদ্যন্ত উদ্ধৃত পাঠের সহিত মুদ্রিত হারীতধৃত পাঠের

* "শক্রাদহমধীতবান্ ইত্যাদিনা যতঃ পুনরসংযোগাঃ ত্রিসূত্রং ত্রিপ্রযোজনং। অত্রাত্রেয়াদি পর্য্যন্তা বিদ্বঃ সপ্ত মহর্ষয়ঃ। আত্রেয়াৎ হারীত ঋষি ইত্যন্তেন"—চরকটীকায় চক্রপাণি।

কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। চরকপাঠী জানেন, অগ্নিবেশ, চরক ও দৃঢ়বল আত্রেয়কে বিবিধ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে "ভূতিভূষিতবিগ্রহ" কিম্বা "জটাজুটাটবীমৌলি" রূপে পাঠকের নেত্রগোচর করান নাই। মুদ্রিত হারীতের আত্রেয় বলিয়াছেন—

"চতুর্ব্বিংশসহস্রৈস্তু ময়োক্তা চাদ্যসংহিতা।
তথা দ্বাদশসাহস্রা দ্বিতীয়া সংহিতা মতা॥
তৃতীয়া ষট্‌সহস্রৈস্তু চতুর্থী ত্রিভিরেবচ।
পঞ্চমী দিক্‌পঞ্চশতৈঃ প্রোক্তা পঞ্চাত্র সংহিতা॥"

পঞ্চসংহিতা-রচয়িতা এই আত্রেয়, অগ্নিবেশাদি গুরু আত্রেয় পুনর্বসু হইতে নিশ্চিত পৃথক্ লোক। ইন্দ্রশিষ্য ভরদ্বাজ যে ঋষিসভায় ত্রিস্কন্ধ আয়ুর্ব্বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, অগ্নিবেশাদির গুরু আত্রেয় সেই সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন। চরক ইহাঁকে ভরদ্বাজ শিষ্য বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। ইনি কুত্রাপি পঞ্চসংহিতার রচয়িতা বলিয়া আত্মপরিচয় দেন নাই। মুদ্রিত হারীতের বিষয় সন্নিবেশেও বিজাতীয় প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

আত্রেয় পূতচরিত্র জিতাত্মা ছয়জনমাত্র ঋষিকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎকালে চিকিৎসা জীবিকা ছিল না, কেবল দয়া চরিতার্থের নিমিত্ত অনুশীলিত হইত। পূর্ব্বাচার্য্য আমাদিগকে বলিয়াছেন এক অগ্নিবেশতন্ত্র ভিন্ন আত্রেয়শিষ্যের অপর তন্ত্রপঞ্চকের প্রতিসংস্কার হয় নাই,* সুতরাং পরবর্ত্তীকালসুলভ ভিষক্ ও আতুরগত চারিত্রভ্রংশ হারীতাদিতন্ত্রকে দূষিত করে নাই, এরূপ স্থলে মুদ্রিত হারীতের—

"আয়ুর্ব্বেদত্রয়ং সম্যক্ ন দদ্যো যস্তকস্যচিৎ।
নাভক্তায় স্বশাস্ত্রায় ন মূর্খায় নচাধমে॥"

এই তান্ত্রিককালোচিত শাস্ত্রগুপ্তির উপদেশ, অগ্নিবেশগুরু আত্রেয়মুখোদ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এবং—

"ভট্টো বা গণিকা গুণ্যা (?) চিকিৎস্যাস্তু বিশেষতঃ
রোগমুক্তা ইমে স্যুশ্চেৎ চিকিৎসাকীর্ত্তিকারিণী।
ব্যাধশ্চৌরস্তথা ম্লেচ্ছো বহ্নিদো মৎস্যবন্ধকঃ।
* * *
এতান্ ব্যাধিবিনিগ্রস্তান্ নৈব কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াম্।
এতেভ্যঃ স্বার্থসিদ্ধির্ন নোপকারোঽথমঙ্গলম্॥

ভাট ও বেশ্যার চিকিৎসা করিবে। ইহারা রোগমুক্ত হইলে দশজনের নিকট আরোগ্য সমাচার প্রচার করিবে সুতরাং তোমার এই চিকিৎসা কীর্ত্তিকারিণী হইবে। ব্যাধ, চৌর, ম্লেচ্ছ প্রভৃতির চিকিৎসা করিও না, যে হেতু এই চিকিৎসায় তোমার কোন স্বার্থ সিদ্ধ হইবে না।

---

* "জাতুকর্ণাদৌ প্রতিসংকর্ত্তুরভিধানোঽপি নাস্তি"—চরকটীকায় চক্রপাণি।

বার্থের মানদণ্ডে চিকিৎস্য ও অচিকিৎস্যের নির্দ্ধারণবিষয়ক এই উপদেশ, আয়ুর্ব্বেদের প্রথমাবতারপূত হিমালয়ের সেই শুভপাদদেশে উচ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় হারীতোক্ত পাঠবোধে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, মুদ্রিত হারীতে তাহা পাওয়া যায় না। চক্রপাণি, বিজয়রক্ষিত ও শিবদাসের টীকা হইতে উদাহরণস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে—চারক সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ের টীকায় চক্রপাণি লিখিয়াছেন "কেলুটে হারীত বচনং—কেলুটং স্বাদু বিটপং তৎকন্দঃ স্বাদুশীতলঃ' ইতি। মুদ্রিত হারীতে এ পাঠ নাই। ইহার কিঞ্চিৎ অগ্রে চক্রপাণি বলিয়াছেন—"উক্তঞ্চ হারীতে আনুপদেশে যবারি গুরু তৎ শ্লেষ্মবর্দ্ধনম্। বিপরীতমতোমুখ্যং জাঙ্গলং লঘু চোচ্যতে" মুদ্রিত হারীতে এ পাঠ দৃষ্ট হয় না। "প্রায়ঃ সর্ব্বং তিক্তং" ইত্যাদি পাঠের ব্যাখায় এই ২৭ অধ্যায়েরই স্থানান্তরে চক্রপাণি লিখিয়াছেন—"প্রায়ঃ সর্ব্বং তিক্তং ইত্যাদিশ্চ গ্রন্থো হারীতীয়ঃ ইহকেনাপি প্রমাদাল্লিখিতঃ" মুদ্রিত হারীতের গদ্যাংশে এই পাঠের অত্যন্তাভাব দৃষ্ট হয়। রুগ্বিনিশ্চয়ের টীকাকৃৎ বিজয়রক্ষিত বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"যদাহ-হারীতঃ শিরোগ্রহঃ স্বেদভবশ্চকাসো। জ্বরস্য লিঙ্গং কফবাতজস্য" ইতি. মুদ্রিত হারীতে বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—"শীতং বেপথুপর্ব্বভঙ্গবমথুর্গাত্রে জড়ত্বং রুজা" ইত্যাদি। মাধব নিদানের তৃষ্ণারোগের টীকায় লিখিত আছে—"হারিতেনাপি সপিত্তেন শ্লেষ্মণা তৃষ্ণা, নতু কেবলেন যদাহ—"স্বাদ্বম্ললবণাত্যর্থৈঃ ক্রুদ্ধঃশ্লেষ্মা সহোষ্মণা" ইত্যাদি। মুদ্রিত হারীতের তৃষ্ণারোগের লক্ষণে এ পাঠ নাই। শিবদাস, চরকটীকায় লিখিয়াছেন —"যত্তু হারীতে "ত্রিদোষমলমূত্রদেহধাতুসাম্যাচ্ছাগলং লঘু ইত্যুক্তং"। মুদ্রিত হারীতে ছাগমাংসের গুণই লিখিত নাই। আর পাঠোদ্ধারপূর্ব্বক গ্রন্থগৌরবের প্রয়োজন নাই।

যাঁহারা মুদ্রিতহারীতকে অগ্নিবেশসতীর্থ হারীতঋষি রচিত বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা মুদ্রিতহারীতের পরিশিষ্টাধ্যায়োক্ত—

> "চরকঃ সুশ্রুতশ্চৈব বাগ্‌ভটশ্চ তথাপর।
> মুখ্যাশ্চ সংহিতা বাচ্যা স্তিস্র এব যুগে যুগে" ॥

এই শ্লোকে চরকাদির নামোল্লেখ দেখিয়া কিরূপে স্বসিদ্ধান্ত অবিচলিত রাখিবেন?

বঙ্গে মুদ্রিত হারীতসংহিতার প্রকাশক শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র সেন বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়াছেন—"মহর্ষিণাত্রেয়েন মুনিপ্রবরায় হারীতায় যদ্যদুপদিষ্টং তৎসর্ব্বমেব লিপিকর-প্রমাদতো ভ্রষ্টপ্রায়মভবদিত্যালোচ্য তদ্বৈকল্যপরিহারার্থং বহুভিরায়াসৈরর্থবিত্তরশ্চৈ দেশান্তরাদানীতানি পুস্তকানি অত্র রাজধান্যাং যানি প্রাপ্তানি তানিচ সংগৃহ্য আয়াসবহুল্য-স্বীকৃত্যাপি বিবুধ্ব্যাক্তিমতং সমাদৃত্য পরিশোধনপুরঃসরং মুদ্রিতা প্রকাশিতা চেয়ং হারীত-সংহিতা।" অতএব বঙ্গের এই সংস্করণ অবলম্বনপূর্ব্বক আমরা হারীতের রচয়িতা বিষয়ক সমালোচনা লিখিলাম।

চরকসংহিতা—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে আত্রেয়শিষ্যগণের ষট্‌তন্ত্রের মধ্যে অগ্নিবেশতন্ত্র সর্ব্বত্রোম হইয়াছিল। কালে এই অগ্নিবেশতন্ত্র চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়া চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অগ্নিবেশতন্ত্র অধুনা সুলভ নহে, সুতরাং উহার সহিত প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্রের (চরকসংহিতার) তুলনা করিয়া, চরককৃত প্রতিসংস্কারের স্বরূপ নির্দ্ধারণ অসম্ভব, কিন্তু—

"বিস্তারয়তি লেশোক্তং সংক্ষিপত্যতিবিস্তরম্।
সংস্কর্ত্তা কুরুতে তন্ত্রং পুরাণঞ্চ পুনর্নবম্ "॥

এই দৃঢ়বলোক্তি পাঠ করিয়া আমরা চরককৃত সংস্কারের প্রকৃতি কিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারি। দৃঢ়বল, প্রতিসংস্কর্ত্তা চরককে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন, প্রতিসংস্কর্ত্তা গ্রন্থোক্ত সংক্ষিপ্তের বিস্তার করেন, অতি-বিস্তর বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করেন। অল্পকথায় বলিতে গেলে প্রতিসংস্কর্ত্তা পুরাণ গ্রন্থকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করেন। চরক, পুরাণ অগ্নিবেশতন্ত্রের প্রতিসংস্কারদ্বারা একখানি অভিনব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। চরকসংহিতা নামতঃ প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্র হইলেও স্বরূপতঃ একখানি নূতন গ্রন্থ। অতএব লোকে গ্রন্থকর্ত্তাকে বিস্মৃত হইয়া প্রতিসংস্কর্ত্তাকেই গ্রন্থকারের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সমগ্র অগ্নিবেশতন্ত্রই চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু দৃঢ়বল বলিয়াছেন—

"অস্মিন্ সপ্তদশধ্যায়াঃ কল্পসিদ্ধয় এবচ ;
নাসাদ্যন্তেঽগ্নিবেশস্য তন্ত্রে চরকসংস্কৃতে" ॥

চরকসংস্কৃতে অগ্নিবেশতন্ত্রের চিকিৎসিত স্থানের শেষ ১৭ অধ্যায়, কল্পস্থানের ১২ এবং সিদ্ধস্থানের ১২ অধ্যায় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ চরকসংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্রের শেষ ৪১ অধ্যায় চরক রচিত নহে। তবে এই অধ্যায়গুলির রচয়িতা কে? চরকসংহিতায় লিখিত আছে—

"অখণ্ডার্থং দৃঢ়বলোজাতঃ পঞ্চনদে পুরে।
কৃত্বা বহুভ্যস্তন্ত্রেভ্যো বিশেষাঞ্চ বলোচ্চয়ম্।
সপ্তদশৌষধাধ্যায়সিদ্ধিকল্পৈরপূরয়ৎ ॥"

চরক কর্ত্তৃক সংস্কৃত অথচ অপ্রাপ্তিহেতু খণ্ডিত অগ্নিবেশতন্ত্রকে পূরণ করিবার জন্য পঞ্জাববাসী দৃঢ়বল, বিবিধ-বৈদ্যকগ্রন্থ হইতে সারসঙ্কলন পূর্ব্বক, সপ্তদশঔষধাধ্যায়, সিদ্ধ ও কল্পস্থান সংযোজিত করিয়াছেন। অতএব যে বৈদ্যকগ্রন্থ চরকসংহিতা নামে বিখ্যাত, তাহার কর্ত্তা অগ্নিবেশ, প্রতিসংস্কর্ত্তা চরক এবং পূরক দৃঢ়বল।

চরকসংহিতায় চিকিৎসিত স্থান ৩০ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে প্রথম ১৩টী অধ্যায় চরকের, এবং শেষ ১৭টী অধ্যায় দৃঢ়বলের রচিত। চিকিৎসিত স্থানের ৩০টী অধ্যায়ের কোন্ অধ্যায়ে কি রোগের চিকিৎসা থাকিবে তাহাও চারক সূত্রস্থানের ৩০ অধ্যায়ের

সূচীতেই কথিত হইয়াছে, সুতরাং পাঠক মনে করিতে পারেন, চারক চিকিৎসিতের কোন্ অধ্যায়োক্ত কোন্ রোগের চিকিৎসা, চরক লিখিত এবং কি কিই বা দৃঢ়বলের রচিত ইহা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত সহজ। চারক সূত্রস্থানের ৩০শ অধ্যায়ের সূচীর যদি পাঠভেদ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে এ বিষয় নিতান্ত সহজ হইত বটে, কিন্তু ৩০ অধ্যায়োক্ত সূচীর পাঠভেদ বিদ্যমান থাকায়, চরকচিকিৎসাস্থানের কোন্ চিকিৎসা কাহার লিখিত, এবিষয় বিচার করিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইতেছে।

বম্বের নির্ণয়সাগর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত চরকের সূত্রস্থানের ত্রিংশদধ্যায়ের সূচীতে চিকিৎসিত স্থানের ৩০ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত সন্নিবেশ স্বীকৃত হইয়াছে।

১—রসায়ন, ২—বাজীকরণ, ৩—জ্বর, ৪—রক্তপিত্ত, ৫—গুল্ম, ৬—মেহ, ৭—কুষ্ঠ ৮—শোষ, ৯—অর্শ, ১০—অতীসার, ১১—বিসর্প, ১২—মদাত্যয়, ১৩—দ্বিব্রণীয়, ১৪—উন্মাদ, ১৫—অপস্মার, ১৬—ক্ষত, ১৭—শোথ, ১৮—উদর, ১৯—গ্রহণী, ২০—পাণ্ডু, ২১—হিক্কাশ্বাস, ২২—কাস, ২৩—ছর্দ্দি, ২৪—তৃষ্ণা, ২৫—বিষ, ২৬—ত্রিমর্ম্মীয়, ২৭—উরুস্তম্ভ, ২৮—বাতব্যাধি, ২৯—বাতরক্ত, ৩০—যোনিব্যাপৎ।

গঙ্গাধর কবিরত্ন কবিরাজের সংস্করণের ক্রম এইরূপ—

১—রসায়ন, ২—বাজীকরণ, ৩—জ্বর, ৪—রক্তপিত্ত, ৫—গুল্ম, ৬—মেহ, ৭—কুষ্ঠ, ৮—শোষ, ৯—উন্মাদ, ১০—অপস্মার, ১১—ক্ষত, ১২—শোথ, ১৩—উদর, ১৪—অর্শ, ১৫—গ্রহণী, ১৬—পাণ্ডু, ১৭—শ্বাস, ১৮—কাস, ১৯—অতীসার, ২০—ছর্দ্দি, ২১—বিসর্প, ২২—তৃষ্ণা, ২৩—বিষ, ২৪—মদাত্যয়, ২৫—দ্বিব্রণীয়, ২৬—ত্রিমর্ম্মীয়, ২৭—উরুস্তম্ভ, ২৮—বাতব্যাধি, ২৯—বাতরক্ত, ৩০—যোনিব্যাপৎ।

অধ্যায়োক্ত চিকিৎসাসন্নিবেশে মতভেদ থাকিলেও চিকিৎসিতের প্রথম ১৩টি অধ্যায় চরক কর্ত্তৃক সংস্কৃত এবং শেষ ১৭টি অধ্যায় দৃঢ়বল কর্ত্তৃক পূরিত, এ বিষয়ে মতভেদ নাই; সুতরাং সন্নিবেশভেদে ত্রয়োদশাধ্যায়ের অন্তর্গত হওয়ায়, "নির্ণয়সাগর" সংস্করণের মতে অর্শ, অতিসার, বিসর্প, মদাত্যয়, ও দ্বিব্রণীয় চিকিৎসা চরকের, এবং গঙ্গাধরের মতে ত্রয়োদশাধ্যায়ের বহিভূত হওয়ায় এইগুলি দৃঢ়বলের লিখিত। গঙ্গাধরের ক্রমানুসারে ত্রয়োদশাধ্যায়ের অন্তর্গত হওয়ায় উন্মাদ, অপস্মার, ক্ষত, শোথ ও উদররোগের চিকিৎসা চরকের, এবং নির্ণয় সাগর সংস্করণের মতে ত্রয়োদশাধ্যায়ের বহিভূর্ত হওয়ায় এই গুলি দৃঢ়বলের লিখিত। রসায়ন হইতে শোষ পর্য্যন্ত অষ্টাধ্যায়োক্ত আটটী রোগের চিকিৎসা যে চরকের লিখিত এ সম্বন্ধে উভয় সংস্করণেরই যেমন ঐক্যমতা দৃষ্ট হইতেছে, তদ্রূপ ত্রিমর্ম্মীয় হইতে যোনিব্যাপৎ পর্য্যন্ত অধ্যায়পঞ্চকোক্ত রোগপঞ্চকের চিকিৎসা, এবং গ্রহণী, পাণ্ডু, শ্বাস, কাস, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা ও বিষচিকিৎসা যে দৃঢ়বলের লিখিত এ বিষয়েও উভয় সংস্করণের মতভেদ নাই। তাহা হইলে অর্শ, অতিসার, বিসর্প, মদাত্যয়, দ্বিব্রণীয়, উন্মাদ, অপস্মার, ক্ষত, শোথ ও উদর এই দশটী রোগের চিকিৎসার রচয়িতা লইয়া বিবাদ। গঙ্গাধর বলেন, অর্শ, অতিসার,

বিসর্প, মদাত্যয় ও দ্বিব্রণীয় চিকিৎসা দৃঢ়বলের লিখিত; নির্ণয়সাগর প্রভৃতি সংস্করণের মতে চরকের লিখিত। গঙ্গাধর বলেন, উন্মাদ, অপস্মার, ক্ষত, শোথ ও উদরচিকিৎসা চরকের লিখিত, নির্ণয়সাগর প্রভৃতি সংস্করণের মতে এইগুলি দৃঢ়বলের লিখিত।

চারকচিকিৎসিতের পাঠ, বহুটীকাকার কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে নানাস্থানে সাদরে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে পূর্ব্বাচার্য্যোদ্ধৃত চারকচিকিৎসিতের পাঠ বিচার করিয়া, পূর্ব্ব কথিত দশটী রোগের চিকিৎসার লেখক নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব। বহুটীকাকার চারকচিকিৎসিতের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা গ্রন্থগৌরবভয়ে তৎসমুদায় বিচারস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া, সর্ব্বত্র সুপরিচিত এবং চিকিৎসক মাত্রের পঠিত মাধবনিদান ও চক্রসংগ্রহের টীকা অবলম্বন পূর্ব্বক, কথিত চিকিৎসিতদশকের রচয়িতা নির্ণয় করিতেছি।

টীকাকারগণ প্রায়ই চরক শব্দে প্রথমা, তৃতীয়া, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী বিভক্তি যোগ করিয়া চারক-পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চরকসংহিতায় চরক ও দৃঢ়বল দুইজনেরই রচনা রহিয়াছে, সুতরাং টীকাকারগণ সপ্তম্যন্ত চরক পদের উল্লেখ পূর্ব্বক যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন তৎপাঠের রচয়িতা নির্নীত হইতে পারে না, উহা চরকসংহিতার পাঠ, সুশ্রুত বা বাগ্‌ভটাদির নহে, এইমাত্র প্রকাশ করাই উদ্ধর্ত্তার ইচ্ছা, চরকের কি দৃঢ়বলের ইহা ব্যক্ত করা অভিপ্রেত নহে; অর্থাৎ সপ্তম্যন্ত চরকশব্দ টীকাকারগণের মতে গ্রন্থবাচক, গ্রন্থকর্ত্তৃবাচক নহে। অতএব আমরা দেখিতে পাই বিজয় রক্ষিত চরকসংহিতোক্ত সমগ্র বাতব্যাধি চিকিৎসা দৃঢ়বলের লিখিত স্বীকার করিয়াও * চরকোক্ত বাতব্যাধি-চিকিৎসিতের পাঠোদ্ধার কালে, "চরকেঽপ্যসাধ্যত্বং," "তত্র চরকে দীনা জিহ্বা সমুৎক্ষিপ্তা" প্রভৃতি স্থলে সপ্তম্যন্ত চরক পদের ব্যবহার করিয়াছেন। চরকশব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করিয়া, টীকাকারগণ যে সমস্ত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তত্তৎ স্থলে এবং লুপ্ত ষষ্ঠী স্থলেও চরক শব্দ গ্রন্থবাচক গ্রন্থকর্ত্তৃবাচক নহে। যদি গ্রন্থকারবাচক হইত তাহা হইলে চরক-সংহিতার হিক্কাশ্বাস চিকিৎসা দৃঢ়বল লিখিত স্বীকার করিয়াও † বিজয়রক্ষিত কদাপি "চরকমতেতু ব্যপেতাং ন প্রাপ্নোতি সাহি অক্রমূলাদসম্ভবেতি পঠ্যতে "বাক্যে চরকোক্ত হিক্কাশ্বাস চিকিৎসারই পাঠ উদ্ধৃত করিতেন না। কি বা চরকসংহিতার যে বাতব্যাধি চিকিৎসা দৃঢ়বলরচিত বলিয়া সর্ব্বসম্মত, সেই বাতব্যাধিচিকিৎসিতোক্ত মূলকাদ্যতৈলকে শিবদাস কদাপি "চরকস্য" বলিয়া পরিচিত করিতেন না। এস্থলে চরকশব্দ গ্রন্থবাচক, চরকঋষি কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃতাংশ এবং দৃঢ়বল কর্ত্তৃক পূরিতাংশ উভয়েরই সামান্য নাম চরক;

---

* "তদেষিত ইতি দৃঢ়বলস্য লক্ষণং," "দৃঢ়বলেন যদ্যপি আক্ষেপকাৎ পূর্ব্বং অন্তরায়ামবহিরায়ামৌ পঠিতৌ," "অথাহ দৃঢ়বলঃ অর্দ্দে তস্মিন্ মুখার্দ্ধে বা কেবলে স্যাৎতদর্দ্দিতম্"—বাতব্যাধি টীকায় বিজয়রক্ষিত-ধৃত চারকপাঠ।

† "অথাহঃ দৃঢ়বলঃ কফবাতাত্মকাবেতৌ পিত্তস্থানসমুদ্ভবৌ"—হিক্কাশ্বাসটীকায় বিজয়রক্ষিতধৃত চারকপাঠ।

সুতরাং দৃঢ়বলরচিত পাঠ গ্রন্থবাচক চরকশব্দের উল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধৃত হইলে কোন দোষ হয় না। ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিষয়ক বক্তব্য সমাপ্ত হইল। প্রথমা ও তৃতীয়া সম্বন্ধে বক্তব্য এই—আমরা বিবিধ বৈদ্যকগ্রন্থের টীকা আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, টীকাকারগণ চারক-চিকিৎসিতের যে অধ্যায়ের পাঠ উদ্ধারকালে প্রথমান্ত কি তৃতীয়ান্ত চরক পদের ব্যবহার করিয়াছেন, সেই অধ্যায়েকই তাঁহারা চরকসংস্কৃত বলিয়া জানিতেন। টীকাকারোদ্ধৃত চারক পাঠের রচয়িতা নির্ণয়ের যে লক্ষণ মৎকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইল, এতাধিকস্থলে এই লক্ষণের ব্যাপিত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে যে, যেখানে প্রথমান্ত বা তৃতীয়ান্ত চরকপদের লিপিকরপ্রমাদত্ব পাঠমাত্রে প্রতীত হয়, (যেমন চারক সিদ্ধিস্থানের পাঠোদ্ধারকালে সিদ্ধযোগের টীকা ব্যাখ্যাকুসুমাবলীর একস্থলে আছে "যদুক্তং দৃঢ়বলেন," আবার স্থানান্তরে বলা হইয়াছে "যদাহ চরকাচার্য্যঃ"। সিদ্ধিস্থান দৃঢ়বল রচিত একথা সর্ব্ববাদিসম্মত, সুতরাং এস্থলে প্রথমান্ত চরকাচার্য্যশব্দ স্পষ্ট লিপিকর প্রমাদ) এরূপ স্থল ত দূরের কথা সন্দিগ্ধস্থলেও যদি এই লক্ষণের অব্যাপকত্ব দৃষ্ট হয়, তবে তাহাও লিপিকরপ্রমাদবোধে উপেক্ষিত হইতে পারে।

যে দশটী রোগের চিকিৎসার রচয়িতা সম্বন্ধে মতভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে তত্তৎ চিকিৎসিতের পাঠ, বিজয়রক্ষিত বা শিবদাস প্রথমান্ত বা তৃতীয়ান্ত চরকপদের উল্লেখ পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন কি না অতঃপর তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।—

অর্শশ্চিকিৎসা—গঙ্গাধরের ক্রমানুসারে এই চিকিৎসা চিকিৎসিত স্থানের চতুর্দ্দশাধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট, সুতরাং তন্মতে ইহা দৃঢ়বললিখিত। বিজয়রক্ষিত নিদানের অর্শ টীকায় প্রথমান্ত ও তৃতীয়ান্ত চরকপদের উল্লেখপূর্ব্বক চারক অর্শশ্চিকিৎসিতের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন * অতএব বিজয়রক্ষিত অর্শশ্চিকিৎসা চরকলিখিত বলিয়াই অবগত ছিলেন। চারক অর্শশ্চিকিৎসিতের পাঠ কুত্রাপি দৃঢ়বলের নামোল্লেখ পূর্ব্বক উদ্ধৃত হয় নাই। নির্ণয়সাগর সংস্করণে অর্শশ্চিকিৎসা নবমাধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, চরকরচিত হওয়ায় অর্শশ্চিকিৎসা অবশ্য ত্রয়োদশাধ্যায়ের অন্তর্গত হইবে। চিকিৎসিত স্থানের প্রথম হইতে অষ্টমাধ্যায় পর্য্যন্ত আটটী অধ্যায়ে যে রসায়ন হইতে শোষ পর্য্যন্ত ৮টী রোগের চিকিৎসা নিবদ্ধ আছে এসম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই, সুতরাং অর্শশ্চিকিৎসা নবম হইতে ত্রয়োদশাধ্যায়ের মধ্যে যে কোন অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হওয়াই টীকাকারের অনুমোদিত। নির্ণয়সাগর সংস্করণে যখন ইহা নবমাধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তখন উহাই টীকাকারানুমোদিত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। গঙ্গাধরের সন্নিবেশ টীকাকারসম্মত নহে।

অতিসার চিকিৎসা—গঙ্গাধরের ক্রমানুসারে অতিসার চিকিৎসা চিকিৎসিতের ১৯শ অধ্যায়ে স্থিত, সুতরাং তন্মতে ইহা দৃঢ়বল লিখিত। বিজয়রক্ষিত প্রথমান্ত চরক পদের উল্লেখপূর্ব্বক মাধবনিদানের অতিসার টীকায়, চারক অতিসার চিকিৎসিতের পাঠোদ্ধার

* "আহ চরকঃ শিরোভ্যায়ত্য বাবন্বিমাংসব্যাপকেণ এব", "শিরোধাবানাদিক্রমেণ সর্ব্বেষাং অর্শসাং ক্রিয়োচ্যতে * * দর্শিতক্রমেণ", "আহ স এব অর্শাংসি নাম যান্যত্র" * *।

করিয়াছেন * পক্ষান্তরে কুত্রাপি দৃঢ়বলের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না, অতএব প্রমাণ হইতেছে, বিজয়রক্ষিত, চারক অতিসার চিকিৎসা, চরকলিখিত বলিয়াই জানিতেন। চরকলিখিত হওয়ায় অবশ্য অতিসার চিকিৎসা ত্রয়োদশাধ্যায়ের অন্তর্গত হইবে। অষ্টাধ্যায়ের মধ্যে হইতে পারে না, অতএব নির্ণয়সাগর সংস্করণের দশমাধ্যায়ে সন্নিবেশই টীকাকারানুমত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। গঙ্গাধরের সন্নিবেশ টীকাকারানুমোদিত নহে।

বিসর্প চিকিৎসা—এই চিকিৎসা গঙ্গাধরের ক্রমানুসারে ২১শ অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট, সুতরাং তন্মতে ইহা দৃঢ়বল রচিত। বিজয়রক্ষিত, চারকবিসর্পচিকিৎসিতের পাঠোদ্ধারকালে কুত্রাপি দৃঢ়বলের নামোল্লেখ না করিলেও, সর্ব্বত্র সপ্তমান্ত চরকপদের উল্লেখপূর্ব্বক চারক-বিসর্পোক্ত পাঠোদ্ধার করায়, চারক বিসর্পচিকিৎসিতের রচয়িতা সম্বন্ধে তাহার মত সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায় না। শিবদাস চক্রসংগ্রহের টীকায়, প্রথমান্ত চরকপদের উল্লেখ পূর্ব্বক চারকবিসর্পোক্ত পাঠ উদ্ধৃত করায় † প্রমাণ হইতেছে, শিবদাস বিসর্পচিকিৎসা চরক-লিখিত বলিয়াই জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং ইহা অবশ্য ত্রয়োদশাধ্যান্তর্গত। অষ্টমাধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না, অতএব নির্ণয়সাগর সংস্করণোক্ত একাদশাধ্যায়ে সন্নিবেশই টীকাকারগ্রাহ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। গঙ্গাধরের সন্নিবেশ পূর্ব্বাচার্য্য-মতবিরুদ্ধ।

মদাত্যয় চিকিৎসা—গঙ্গাধরের সন্নিবেশানুসারে মদাত্যয় চিকিৎসা ২৪শ অধ্যায়ে স্থিত, সুতরাং তন্মতে ইহা দৃঢ়বল লিখিত। বিজয়রক্ষিত প্রথমান্ত চরকপদের উল্লেখ পূর্ব্বক নিদানের মদাত্যয় চিকিৎসার টীকায় চারকমদাত্যয় চিকিৎসিতের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ‡ অতএব বিজয়রক্ষিত মদাত্যয়চিকিৎসা চরকলিখিত বলিয়াই জানিতেন। নির্ণয়সাগর-সংস্করণে মদাত্যয় চিকিৎসা দ্বাদশাধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হেতু ত্রয়োদশাধ্যান্তর্গত হওয়ায় এই সন্নিবেশ টীকাকারস্বীকৃত রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। গঙ্গাধরের সন্নিবেশ টীকাকার-সম্মত নহে।

দ্বিব্রণীয় চিকিৎসা—গঙ্গাধরের ক্রমানুসারে দ্বিব্রণীয় চিকিৎসা ২৫শ অধ্যায়ে স্থিত, সুতরাং তন্মতে ইহা দৃঢ়বলরচিত। বিজয়রক্ষিত নিদানটীকায় প্রথমান্ত বা তৃতীয়ান্ত চরকপদের উল্লেখ পূর্ব্বক চারকদ্বিব্রণীয় চিকিৎসিতের পাঠোদ্ধার করেন নাই, সুতরাং ইহার রচয়িতা সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় অজ্ঞাত। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি অন্যান্য কয়েক খানি টীকাতেও প্রথমান্ত বা তৃতীয়ান্ত চরকপদের উল্লেখ পূর্ব্বক চারকদ্বিব্রণীয়োক্ত পাঠ উদ্ধৃত হইতে দেখি নাই। সুতরাং দ্বিব্রণীয় চিকিৎসা কাহার লিখিত এসম্বন্ধে টীকাকারগণের মত নির্দ্ধারণ দুর্ঘট।

---

* "তথাহ চরকঃ—"অনুষ্ঠানপানীয়াতিসারাৎ" ।

† "যথাহ চরকঃ খদিরং সপ্তপর্ণকমুস্তমারগ্বধং ধবম্। কুরণ্টকং দেবদারুমন্যাদালেপনং ভিষক্"।

‡ "তথাহি চরকঃ –"প্রধানাধমমধ্যানাং রূপানাং ব্যক্তিলক্ষণঃ।
যথাস্থিরেবং সপ্তাত্যোর্মদং প্রকৃতিলক্ষণম্" ইতি।

উদর চিকিৎসা—গঙ্গাধরের ক্রমানুসারে উদরচিকিৎসিত ১৩শ অধ্যায়ে স্থিত; সুতরাং তন্মতে ইহা চরকলিখিত। নির্ণয়সাগর সংস্করণে ১৮শ অধ্যায়ে স্থিত, সুতরাং তন্মতে দৃঢ়বল লিখিত। বিজয়রক্ষিত নিদানের উদররোগের টীকায় তৃতীয়ান্ত চরকপদের উল্লেখ পূর্ব্বক চারক উদরচিকিৎসিতের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন * সুতরাং এস্থলে গঙ্গাধরের সন্নিবেশই টীকাকারানুমোদিত, নির্ণয়সাগরসংস্করণের ক্রম টীকাকারানুমত নহে। কিন্তু সুশ্রুতোক্ত উদররোগের শস্ত্রচিকিৎসা চরকোক্ত উদরচিকিৎসায় যথাবৎ উদ্ধৃত হইয়াছে, অতএব উদরচিকিৎসা সমগ্র না হউক অন্ততঃ উদররোগের শস্ত্রোপচারবিধি দৃঢ়বলের লিখিত। যদি ইহা চরক লিখিত বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ধন্বন্তরি অপেক্ষা প্রাচীনতর চরককে তৎশিষ্যের পরবর্ত্তী করা হয়। অতএব আমার বোধ হয় নির্ণয়সাগরসংস্করণোক্ত সন্নিবেশই সাধু।

উন্মাদ, অপস্মার, ক্ষত, ও শোথচিকিৎসা—গঙ্গাধরের ক্রমানুসারে এই সকল রোগের চিকিৎসা যথাক্রমে নবম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত অধ্যায়চতুষ্টয়ে স্থিত, সুতরাং তন্মতে চরক লিখিত। বিজয়রক্ষিত মাধবনিদানের, বা শিবদাস চক্রসংগ্রহের উন্মাদাদিশোথান্ত-রোগচতুষ্টয়ের টীকায় কুত্রাদি প্রথমান্ত বা তৃতীয়ান্ত চরকপদের উল্লেখ পূর্ব্বক উন্মাদাদি রোগ চতুষ্টয়ের চরকোক্ত পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই, সুতরাং চরকসংহিতায় উন্মাদ, অপস্মার, ক্ষত ও শোথচিকিৎসা কাহার লিখিত এসম্বন্ধে টীকাকারদ্বয়ের মত অজ্ঞাত, অথবা অজ্ঞাত বলাও সঙ্গত নহে, কেন না ইতঃপূর্ব্বে টীকাকারদ্বয়ের পাঠ উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে, অর্শ, অতিসার, বিসর্প, মদাত্যয় ও উদর এই পাঁচটী রোগের চিকিৎসা তাঁহাদের মতে চরক লিখিত, প্রথম হইতে অষ্টমাধ্যায় পর্য্যন্ত যে চরকলিখিত ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, সুতরাং চরক লিখিত ১৩টী অধ্যায় পাওয়া যাইতেছে। ১৩টী অধ্যায়ের অধিক চরক কর্ত্তৃক লিখিত হয় নাই ইহাও সর্ব্বসম্মত, অতএব পারিশেষ্যাৎ, উন্মাদ, অপস্মার, ক্ষত ও শোথচিকিৎসা দৃঢ়বল লিখিত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। নির্ণয়সাগর সংস্করণে চতুর্দ্দশে উন্মাদ, পঞ্চদশে অপস্মার, ষোড়শে ক্ষত এবং সপ্তদশে শোথসন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া নির্ণয়সাগর সংস্করণের ক্রমই সাধু।

আমরা চারকচিকিৎসিতের টীকাকারসম্মত সূচী নির্দ্দেশ বিষয়ক বিচারের উপসংহার করিলাম। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন চারকচিকিৎসিতের টীকাকারানুমোদিত সূচী কি? তবে আমরা সংক্ষেপে এই উত্তর দিব, নির্ণয়সাগরসংস্করণোক্ত সন্নিবেশ হইতে ত্রয়োদশাধ্যায়ের দ্বিতীয় চিকিৎসাকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের উদর চিকিৎসাকে ত্রয়োদশাধ্যায়ের স্থানান্তরিতকরিলেই টীকাকারসম্মত সূচী হইবে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অধুনা যে গ্রন্থ চরকসংহিতানামে প্রসিদ্ধ তাহার সূত্র

* "যতশ্চরকেণোক্তং তদথোবাকেঃ প্রায়োঽভিনির্বর্ত্তমানং জলোদরং স্যাৎ ইতি"।

নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়স্থান সমগ্র এবং চিকিৎসিত স্থানের ১৩টী অধ্যায় অগ্নিবেশরচিত অগ্নিবেশতন্ত্রের চরককৃত প্রতিসংস্কার মাত্র এবং চিকিৎসিত স্থানের শেষ ১৭টী অধ্যায় এবং কল্প ও সিদ্ধিস্থান, নানা বৈদ্যকগ্রন্থাবলম্বনে দৃঢ়বল কর্ত্তৃক যোজিত। বস্তুতঃই কি চরকসংহিতায় আদি হইতে চিকিৎসিত স্থানের ১৩শ অধ্যায়ের মধ্যে অগ্নিবেশ এবং চরক ভিন্ন অন্য কাহারও রচনা নাই? এই জিজ্ঞাসা হৃদয়ে ধারণ করিয়া যিনি অভিনিবেশ সহকারে চরকসংহিতা পাঠ করিয়াছেন তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, লোকতঃ চরকসংহিতার যে অংশ অগ্নিবেশকৃত এবং চরককর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত বলিয়া জ্ঞাত তাহাতে অন্যের রচনাও আছে। পাঠকের অনুসন্ধিৎসা বর্দ্ধনার্থ প্রমাণ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ উদাহৃত হইতেছে—চরকসংহিতার বিমান স্থানের অষ্টমাধ্যায়োক্ত শিষ্যোপনয়নে ধন্বন্তরিকে অভিমন্ত্রিত করা হইয়াছে।* চিকিৎসিত স্থানের পঞ্চমাধ্যায়ে পকগুল্মের ব্যধশোধনরোপণে ধান্বন্তরীয় সম্প্রদায়ের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে† শারীর স্থানের অষ্টমাধ্যায়ে গর্ভস্থ মৃতশিশুর বহিষ্করণার্থ শল্যহর্ত্তা চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে বলা হইয়াছে।‡ সূত্রস্থানের একাদশ অধ্যায়ে ভেষজ ও শাস্ত্র প্রণিধান তুল্যরূপ প্রশংসিত হইয়াছে।‖ অর্শশ্চিকিৎসায় শস্ত্রোপচার ও ভেষজোপযোগের ইষ্টানিষ্ট নিরপেক্ষভাবে সমালোচিত এবং শস্ত্রোপচারের সহচর অনিষ্টকারিত্বের উল্লেখ পূর্ব্বক ভেষজোপযোগের পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে।¶ বিধিশোণিতীয়াধ্যায়ের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ যাহাই বলুন, ইহাতে শাল্যতন্ত্রবৎ রক্তের দোষত্ব বা দোষ-সদৃশত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই সমুদয় পাঠ করিলে নিঃসংশয় প্রতীতি জন্মে যে, সুশ্রুত, ঔপধেনব, পৌষ্কলাবত, ঔরভ্র প্রভৃতি ধন্বন্তরি শিষ্যগণ, পৃথক্ পৃথক্ শল্যতন্ত্র রচনা করিয়া প্রচার করিলে, এবং জিতহস্ত অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসকগণ চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, দেশে শল্যচিকিৎসার উপাদেয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত করিলে, তদ্দর্শনে শল্যচিকিৎসার উপকারিত্বে আস্থাবান কোন লোক কর্ত্তৃক চরকসংহিতায় ঐ সমুদয় অংশ লিখিত হইয়াছে। যদি এই সকল স্থল অন্য কর্ত্তৃক

---

* "আশীঃ সংপ্রযুক্তৈর্মন্ত্রৈরগ্নিমগ্নিং ধন্বন্তরিং *" (বিমান—৮অঃ)।

† "তত্রৈব পিণ্ডিতে শূলে সংপক্বং গুল্মমাদিশেৎ। তত্র ধান্বন্তরীয়াণামধিকারঃ ক্রিয়াবিধৌ। বৈদ্যানাং কৃতযোগ্যানাং ব্যধশোধনরোপণে"। (চিঃ ৫ অঃ)

‡ "—ইত্যেবং লক্ষণাং ক্ষিপ্রং মৃতগর্ভের খিতি বিদ্যাৎ। তস্য গর্ভশল্যস্য * * * পরিদৃষ্টকর্ম্মণা শল্যহর্ত্রা-হরণমিত্যেকে"। (শারীর—৮ অঃ)।

‖ "প্রাজ্ঞো রোগে সমুৎপন্নে বাহ্যেনাভ্যন্তরেণ বা। কর্ম্মণা লভতে শর্ম্ম শস্ত্রোপক্রমণেন বা।" (সূত্র—১১অঃ)।

¶ "তস্মাদ্বয়েকে শস্ত্রেণ কর্ত্তনং হিতমর্শসাং। দাহং ক্ষারেণ চাপ্যেকে দাহমেকে তথাগ্নিনা। অস্ত্যেতদ্ভূরিতন্ত্রেণ ধীমতা দৃষ্টকর্ম্মণা ক্রিয়তে ত্রিবিধং কর্ম্ম ভ্রংশস্তত্র সুদারুণঃ। আয়ামঃ শ্বয়থুঃ শূলং মূর্চ্ছা রক্তাতিবর্ত্তনম্। পুনর্বিরোহো রূঢ়ানাং ক্লেদো ভ্রংশো গুদস্য চ। মরণং বা ভবেচ্ছীঘ্রং শস্ত্রক্ষারাগ্নিবিভ্রমাৎ। যত্তু কর্ম্ম সুখোপায়মল্পভ্রংশমদারুণম্। তদর্শসাং প্রবক্ষ্যামি সমূলানাং নিবৃত্তয়ে"। (চিঃ—৯ অঃ)।

লিখিত বলিয়া স্বীকার না করি, তাহা হইলে অগ্নিবেশ ও চরককে সুশ্রুতাদির পরবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অগ্নিবেশ ও চরক সুশ্রুতাদির পরবর্ত্তী হওয়া দূরের কথা, ধন্বন্তরির পরবর্ত্তী কিনা সন্দেহ। অতএব চরকসংহিতায় যে অংশ অগ্নিবেশকৃত এবং চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত বলিয়া বিজ্ঞাত, তন্মধ্যে অন্ততঃ উপরিলিখিত স্থলের পাঠাবলী অবশ্য অন্য কাহার রচিত। এই অন্যজন দৃঢ়বল ভিন্ন আর কেহই নহেন। দৃঢ়বল পূরক বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেও তিনি কেবল পূরক নহেন, দৃঢ়বল পূরক ও প্রতিসংস্কর্ত্তা।

চরকসংহিতায় চরকসংস্কৃতাংশে যেমন দৃঢ়বলের রচনা আছে, তদ্রূপ দৃঢ়বল পূরিতাংশেও অন্যের রচনা বিদ্যমান রহিয়াছে। পাঠকের প্রতীতির জন্য প্রমাণ স্বরূপ কিঞ্চিন্মাত্র উদাহৃত হইতেছে। বুদ্ধিমান্ অনুসন্ধান করিলে প্রমাণবাহুল্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

সর্ব্বব্যাধিবোধনে চরকসংহিতার অব্যাপিত্ব নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে বাগ্‌ভট লিখিয়াছেন—

"যদি চরক মধীতে তদ্ধ্রুবং সুশ্রুতাদি—
প্রণিগদিতগদানাং নামমাত্রেঽপি বাহ্যঃ।"

এই পাঠের ব্যাখ্যায় টীকাকার অরুণ লিখিয়াছেন—"সুশ্রুতাদি প্রণিগদিতগদানাং বর্ত্মসন্ধিসিতাসিতাদিজানাং রোগানাং ধ্রুবং সংজ্ঞামাত্রাবয়বেঽপি বাহ্যঃ কিন্তু হেতু-লক্ষণোপক্রমেণানভিজ্ঞ ইত্যপি শব্দার্থঃ।"

বাগ্‌ভট বলিতেছেন, যদি কেবল চরক পড় তাহা হইলে সুশ্রুত প্রণীত শল্যতন্ত্র এবং জনকাদিরচিত শালাক্যতন্ত্রোক্ত ঊর্দ্ধজত্রুগত অর্থাৎ শিরঃশ্রবণনয়নবদনগত পীড়ায় নামমাত্র তোমার জানা থাকিবে কিন্তু এই সকল পীড়ার চিকিৎসায় তোমার কিঞ্চিৎমাত্রও অভিজ্ঞতা জন্মিবে না। আমরা কিন্তু দেখিতেছি চরকসংহিতায় শিরঃ শ্রবণ ও বদনগত রোগের চিকিৎসা রহিয়াছে এবং "তৈমির্য্যকণ্ডূপৈল্লমলাপহ" অঞ্জন ও "তিমিরং পটলং কাচং মলকাত্ত বাপোহতি" এবম্বিধ বিবিধ নেত্ররোগহর যোগ বিদ্যমান রহিয়াছে। শল্যশালাক্যতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টিবিধ মুখরোগ এবং ষণ্ণবতি নেত্ররোগের উল্লেখ নাই বটে কিন্তু এই ত্রুটির জন্য—

"সংখ্যাম দৃষ্টাকৃতিনামভেদাৎ।
চৈতে চতুঃষষ্টিবিধা ভবন্তি॥
শালাক্যতন্ত্রে বিহিতানি তেষাং।
নিমিত্তরূপাকৃতিভেষজানি"॥
"নেত্রাময়া ষণ্ণবতিশ্চ তেষাং।
তেষামভিব্যক্তি রভিপ্রদিষ্টা
শালাক্যতন্ত্রেষু চিকিৎসিতঞ্চ
পরাধিকারেষু ন বিস্তরোক্তিঃ
শস্তেতি তেনাত্র ন নঃ প্রয়াসঃ।

এইরূপ কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে। বাগ্‌ভটের কালে চরকসংহিতায় নেত্ররোগাদির এবম্বিধ চিকিৎসা নিবদ্ধ থাকিলে, তিনি কদাপি "নামমাত্রেঽপি বাহ্যঃ" লিখিতেন না। অতএব চরকসংহিতাস্থিত নেত্ররোগাদির চিকিৎসা ও কৈফিয়ৎ, বাগ্‌ভট কর্ত্তৃক আরোপিত ন্যূনতা দোষ কথঞ্চিৎ পরিহারার্থ, বাগ্‌ভটের পরবর্ত্তী কোন লোক এইগুলি সংযোজিত করিয়াছেন। এই সংযোজক অবশ্য দৃঢ়বল ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি—কেননা দৃঢ়বল বাগ্‌ভটের পূর্ব্ববর্ত্তী, পরবর্ত্তী নহেন সুতরাং বাগ্‌ভট কর্ত্তৃক আরোপিত অব্যাপিত্ব দোষের নিরাকরণার্থ সংযোজন, তদ্দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। এই অজ্ঞাতনামা সংবর্দ্ধক মনে করিয়াছিলেন তৎকৃত সম্বর্দ্ধনে বাগ্‌ভট কর্ত্তৃক আরোপিত ন্যূনতাদোষ ত পরিহৃত হইলই অধিকন্তু তিনি সাহসপূর্ব্বক এমনও বলিয়াছেন—

"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ"

সমগ্র চরকসংহিতার কর্ত্তা বহু, ইহা সপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে আমরা দেখাইতেছি চরকসংহিতার যে অংশ অগ্নিবেশকৃত এবং চরকপ্রতিসংস্কৃত বলিয়া স্বীকৃত, তাহাতে দৃঢ়বল ভিন্নও বহুলোকের লেখনী সঞ্চালনের স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা কেবল সূত্র ও বিমানস্থান হইতে, রোগী, বৈদ্য এবং গুরুশিষ্য বিষয়ক ৪টী চিত্র সংগ্রহ করিয়া পাঠকের মানসচক্ষুর গোচরীভূত করিতেছি—

প্রথম চিত্র—এই চিত্রে আমরা দেখি, মৈত্রীপর ঋষি চিকিৎসক, সর্ব্বভূতে মূর্ত্তিমতী দয়া চিকিৎসার প্রবর্ত্তয়িত্রী, ব্রহ্মচর্য্যাদির বিঘ্নভূত ব্যাধির প্রশমনে লব্ধ আত্মপ্রসাদই চিকিৎসার ফল। এখানে স্বার্থের গন্ধ নাই, ব্যবসাদারীর লেশমাত্র নাই। যিনি ওষধির যোগজ্ঞ তিনিই উত্তম ভিষক্, যিনি যোগানভিজ্ঞ তিনি নিন্দার্হ। (চরক—সূত্রস্থান—১মঃ অঃ)।

দ্বিতীয় চিত্রে দেখিতে পাই, সম্প্রদায় বিশেষ চিকিৎসাকার্য্য গ্রহণ করিতেছেন। চিকিৎসা বিদ্যা পৃথক্ অধীত হইতেছে। বৈদ্য রাজাদিগের চিকিৎসা করেন, কিন্তু কারুণ্যই এখনও চিকিৎসাকার্য্যে মুখ্য প্রেরয়িত্রী। ভিষকের দায়িত্ব, শাস্ত্রজ্ঞানের ঔচিত্য এবং রোগী ও চিকিৎসকের সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, দৃষ্টকর্ম্মা, দক্ষ ও শুচি তিনি উত্তম চিকিৎসক। পীড়িতের প্রতি করুণা, উৎসাহের সহিত সাধ্য ব্যাধির চিকিৎসা, তুচ্ছ অসুস্থতায় অধিক ঔষধ না দেওয়া, সদ্বৈদ্যের লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। যাদৃচ্ছিকী সিদ্ধিলাভে প্রোৎসাহিত অজ্ঞগণ, চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, যাহাতে অনিষ্টোৎপাদন করিতে না পারে, তজ্জন্য ভিষঙ্মানীর নিন্দা ঘোষিত হইতেছে। (চরক সূত্রস্থান—৯মঃ অঃ)।

তৃতীয় চিত্রে দেখি, নানাবিধ অনার্ষ গ্রন্থের প্রচার হওয়ায়, কাহার গ্রন্থ পাঠ্য, বিচার করিবার আবশ্যকতা, উপস্থিত হইয়াছে। রীতিমত গুরুশিষ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত এবং আয়ুর্ব্বেদ যাহার কুলাগত বিদ্যা নহে তাহার আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। বৈদ্য এখন সম্পূর্ণ সামাজিক মনুষ্য, তিনি রীতিমত কায়দার সহিত লোকের অন্দরে গিয়া চিকিৎসা

করিতেছেন, এবং সুহৃৎ, উদাসীন ও প্রতিনিবিষ্ট সভায় বিচারপটু হইবার জন্ত বাদবিধি আয়ত্ত করিতেছেন। এখন গুরু প্রসন্ন হইলে তবে শিষ্যের নিকট গূঢ়ার্থ প্রকাশ করেন। সে সর্ব্বভূতে দয়া আর নাই, এখন রাজদ্বিষ্ট ও রাজদ্বেষী মহাজনদ্বিষ্ট ও মহাজন-বিদ্বেষী পীড়িত হইলে তাহার চিকিৎসা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর আত্মপ্রসাদে চিকিৎসা চরিতার্থা নহে, এক্ষণে উহা বৃত্তি হইয়াছে। কিন্তু জীবিকার জন্তও আতুরকে অতিদোহন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। (চরক—বিমানস্থান ৮মঃ অঃ)

চতুর্থ চিত্রে দেখা যায়, লোকের কণ্টকভূত এবং পীতমারুতসর্পতুল্য হাতুড়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। চিকিৎসকের সেই উচ্চ আদর্শ নীচ হইয়াছে হাতুড়েরা রোগী লইয়া পরস্পর কলহ ও নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যত নিরক্ষর চিকিৎসক অভ্যস্ত ২।১টী শ্লোক উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া প্রাকৃতজনসন্নিধানে পণ্ডিত বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহারা এতাদৃশ হীন ও আত্মবিস্মৃত, যে উহাদিগকে সদুপদেশ দেওয়া নিস্ফল ভাবিয়া, বিজ্ঞেরা রোগীকে সাবধান হইতে বলিতেছেন। এই সকল কুবৈদ্যের প্রতি রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। উত্তম বৈদ্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়ায় তাঁহারা বিশেষ করিয়া নমস্কারের পাত্র হইয়াছেন। (চরক সূত্রস্থান—২৯শঃ অঃ)।

পাঠক বলুন দেখি এই চারিটী চিত্র সমাজের বিভিন্ন চারি কালের চিত্র কিনা? আমার বোধ হয় চতুর্থ চিত্রকে যদি কেহ দৃঢ়বলের কিংবা মৎকথিত অজ্ঞাতনামা সংবর্দ্ধকেরও পরবর্ত্তী কালের বলিয়া স্থির করেন তাহা হইলেও অসঙ্গত হইবে না।

চরকসংহিতার কি চরকপ্রতিসংস্কৃতাংশ, কি দৃঢ়বল পূরিতাংশ, সর্ব্বত্রই যে অন্ত লোকের রচনা প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এ বিষয় বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হইল। যে চরকসংহিতা এতগুলি লোকের দ্বারা গ্রথিত সেই চরকসংহিতার বয়োনির্দ্ধারণ দ্বারা কদাপি চরকঋষির আবির্ভাব কাল নির্ণীত, কিম্বা চরকঋষির আবির্ভাব কাল নিশ্চিত হইলে চরক-সংহিতার রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। বিস্ময়ের বিষয় অনেকে এই অশক্য বিষয়ে নিরর্থক আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। যে চরকসংহিতায় প্রাচীন এবং অপ্রাচীন উভয়েরই রচনা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাকে যাঁহারা প্রাচীন বলিয়াই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রবন্ধ যে প্রমাণদৌর্ব্বল্যদোষে দুষ্ট হইবে ইহা বিচিত্র নহে। প্রবন্ধ লেখকগণ যে সকল প্রমাণের উপর চরকসংহিতার প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন আমরা সেই সমস্ত প্রমাণেরই প্রতিকূল প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহাদের প্রমাণ-দৌর্ব্বল্য বুঝাইয়া দিতেছি—(১) যিনি চরকের নিরাভরণ স্বভাবসুন্দর ভাষার উল্লেখ করিয়া চরককে উপনিষদের কালে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাঁহার অনুসন্ধান করা উচিত ছিল যে চরকে "বর্ষাসু তু মেঘজলাবততে গূঢ়ার্কচন্দ্রতারে ধারাকুলে বিয়তি ভূমৌ পঙ্কজলপটলসংবৃতায়াং তোয়তোয়দাদুপজতমারুতসংসর্গোপহতেষু" (বিমান ৮ অঃ) এবং "স্নিগ্ধতরুপ্রতানোপগূঢ়হংস-

চক্রবাকবলাকানন্দীমুখপুণ্ডরীককাদম্বমদ্গুভৃঙ্গরাজশতপত্রমত্তকোকিলমুদিতভরুণবিটপঃ”(কল্প ১ অঃ) প্রভৃতি বাণভট্টোচিত ভাষারও অভাব নাই।

(২) বিমানোক্ত বাদমার্গ-প্রযুক্ত, গোতমকথিত,ষোড়শাতিরিক্ত পদার্থ কিম্বা জৈমিনি-প্রোক্ত ষট্প্রমাণাতিরিক্ত প্রমাণের উল্লেখ আছে বলিয়া, চরকসংহিতা, যদি সৌত্রিক কালের পূর্ব্বে, ন্যায়শাস্ত্রের বাল্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে, "সামান্যঞ্চ বিশেষঞ্চ গুণান্ দ্রব্যাণি কর্ম্মচ। সমবায়ঞ্চ"—এবং "আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষানুমানং যুক্তিশ্চেতি" বাক্যে ষট্পদার্থ এবং চতুর্ব্বিধ প্রমাণের উল্লেখ আছে বলিয়া উহার অপ্রাচীনত্ব স্বীকৃত হইবে না কেন?

(৩) চরকসংহিতায় পৌরাণিক দেবতার নামগন্ধ নাই, অতএব চরক বৈদিক কালে রচিত ইহাই যাঁহার সিদ্ধান্ত, চরকসংহিতায় বিষমজ্বরোক্ত বিষ্ণু, চিকিৎসিতস্থানের ২৫শ অধ্যায়োক্ত লক্ষ্মী, জয়া, এবং বিজয় এবং শরীর স্থানের অষ্টমাধ্যায়োক্ত কার্ত্তিকের তাঁহার ভ্রমাপনোদন করিবেন।*

(৪) ব্যাধিবিশেষে গোমাংসের ব্যবস্থা দেখিয়া, যিনি অজাতশত্রুশাসনকালে রচিত বলিয়া অনুমান করেন † তিনি, জুগুপ্সিতহেতু অন্য মাংসচ্ছলে গোমাংস প্রদানের ব্যবস্থা (বিমান—৮ অঃ) এবং গোমাংস গুরু, উষ্ণ, অসাত্ম্য ও অশস্ত (চিঃ ১০ অঃ) এই উক্তি পাঠ করিয়া অবশ্য স্বীয় সিদ্ধান্তের সঙ্কোচ করিবেন।

তবে কি চরকসংহিতা প্রাচীন নহে? চরকসংহিতার যে অংশ অগ্নিবেশরচিত তাহা অতি প্রাচীন, যে যে অংশ চরককর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত তত্তৎস্থল অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন, যেটুকু দৃঢ়বলরচিত তাহা ইহা অপেক্ষাও নবীন এবং যাহা অজ্ঞাতনামা সংবর্দ্ধক কর্ত্তৃক যোজিত তাহা সর্ব্বাপেক্ষা নবীন। চরকসংহিতার যে অংশ অগ্নিবেশতন্ত্র হইতে অবিকল উদ্ধৃত, অগ্নিবেশসতীর্থগণ রচিত তন্ত্রমালা ভিন্ন, তৎসম প্রাচীনত্বস্পর্দ্ধী কোনও বৈদ্যকগ্রন্থ অধুনা বিদ্যমান নাই। চরক ঋষি ধন্বন্তরির পূর্ব্ববর্ত্তী সুতরাং চরকসংহিতার যে অংশ চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত তাহা বৃদ্ধসুশ্রুত হইতেও প্রাচীনতর। ধন্বন্তরিশিষ্য সুশ্রুত রচিত তন্ত্র বৃদ্ধসুশ্রুত নামে খ্যাত। অধুনা আমরা যে গ্রন্থকে সুশ্রুতসংহিতা বলি, তাহা বুদ্ধের পরবর্ত্তী নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বৃদ্ধসুশ্রুতাবলম্বনে প্রতিসংস্কৃত একখানি অভিনব শল্যতন্ত্র। এবিষয় যথাস্থানে বিশদরূপে বিবৃত হইবে। চরকসংহিতার যে যে স্থান বা অংশ দৃঢ়বল রচিত সেইগুলি বৃদ্ধসুশ্রুতাপেক্ষা নবীনতর এবং সুশ্রুতসংহিতা অষ্টাঙ্গসংগ্রহ ও অষ্টাঙ্গহৃদয়াপেক্ষা প্রাচীনতর। দৃঢ়বলরচনাকে বৃদ্ধসুশ্রুতাপেক্ষা নবীনতর এবং সুশ্রুতসংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিবার হেতু এই যে, দৃঢ়বল লিখিত উদর ও অশ্মরীরোগের

---

* শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচিত "A History of Hindu Chemistry" নামক পুস্তকে এবম্বিধ প্রমাণাবলম্বনেই চরকসংহিতার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

† বৈদ্যকশব্দসিন্ধুর বিজ্ঞাপন পৃ ১—১/০

শস্ত্রোপচার সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বৃদ্ধসুশ্রুত এক্ষণে দুর্লভ, সুতরাং নাগার্জ্জুন, বৃদ্ধসুশ্রুতের প্রতিসংস্কার দ্বারা যে সুশ্রুতসংহিতা রচনা করিয়াছেন অর্থাৎ অধুনা যে গ্রন্থ সুশ্রুতসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ, তাহার কতটুকু মূল বৃদ্ধসুশ্রুত হইতে অবিকল উদ্ধৃত এবং কোন কোন অংশই বা নাগার্জ্জুন কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত, তাহা নিদ্ধারণ করিবার কোনই উপায় নাই। উদর ও অশ্মরীর যে শস্ত্রোপচার দৃঢ়বল কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে সুশ্রুতসংহিতার সহিত তাহার ঐক্য দৃষ্ট হয়। যদি স্বীকার করা যায় যে, উহা মূল বৃদ্ধসুশ্রুতোক্ত চিকিৎসা প্রণালী, নাগার্জ্জুনের প্রতিসংস্কারবশাৎ আগত নহে, তাহা হইলে, দৃঢ়বল রচনা বৃদ্ধসুশ্রুতাপেক্ষা, এবং যদি স্বীকার করা যায় যে, উক্ত শস্ত্রোপচার পদ্ধতি বৃদ্ধসুশ্রুতোক্ত নহে, নাগার্জ্জুনই উহার আবিষ্কর্ত্তা, তাহা হইলে, দৃঢ়বলরচনা সুশ্রুত-সংহিতাপেক্ষা নবীনতর বলিয়া প্রমাণ হয়। আমরা এই সমস্ত শস্ত্রোপচারে নাগার্জ্জুনাপেক্ষা ধন্বন্তরিশিষ্যের (সুশ্রুতের) কর্তৃত্বস্বীকারই মনোরম বলিয়া মনে করি। দৃঢ়বলের রচনাকে অষ্টাঙ্গসংগ্রহ বা হৃদয়াপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া স্বীকার করিবার কারণ এই যে, বাগ্‌ভট চরকসংহিতার কল্প ও সিদ্ধি স্থান হইতে ভূরি ভূরি পাঠোদ্ধার করিয়া কচিৎ কিঞ্চিৎ ভাষান্তরিত করিয়া অষ্টাঙ্গহৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থান নাই—বোধ হয় প্রয়োজনও নাই, অতএব কিঞ্চিন্মাত্র উদাহৃত হইতেছে—

(১) মদনকল্পে দৃঢ়বল

(ক) "বমনদ্রব্যানাং মদনফলানি শ্রেষ্ঠানি" হইতে "শিক্যেঽবসজ্য স্থাপয়েৎ" এবং "তাসাং পিপ্পলীনাং" হইতে "রাত্রিমুষিতং বিমৃদ্য পূতং" পর্য্যন্ত (চরকসং—কল্প—১অঃ)

(খ) "ফলপিপ্পলীক্ষীরং তেন বা" হইতে "তনুকফোপদিগ্ধ ইতি" পর্য্যন্ত। (চরক—কল্প—১অঃ)

(২) জীমূতকল্পে—দৃঢ়বল

"পয়ঃ পুষ্পেঽস্য নির্বৃত্তে ফলে পেয়ং শৃতং পয়ঃ" হইতে "পিত্তশ্লেষ্মজ্বরা-র্দিতঃ" পর্য্যন্ত (চরক—কল্প—২অঃ)

(৩) ইক্ষ্বাকুকল্পে দৃঢ়বল—

"ক্ষতমধ্যে . ফলে জীর্ণে" হইতে বিষ-

(১) মদনকল্পে বাগ্‌ভট

(ক) "অথ বসন্তগ্রীষ্মযোরন্তরে" হইতে "রাত্রিমুষিতং বিমৃদিতং পূতং" পর্য্যন্ত। (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ—কল্প—১অঃ)

(খ) "মদনফলমজ্জসিদ্ধং হইতে "তনুকফোপদিগ্ধে" পর্য্যন্ত। (অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ—কল্প—১অঃ)

(২) জীমূতকল্পে বাগ্‌ভট

"পয়ঃ পুষ্পেঽস্য নির্বৃত্তে" হইতে "পিত্তশ্লেষ্মজ্বরী পিবেৎ"। (অষ্টাঙ্গ হৃদয়—কল্প—১অঃ)

(৩) ইক্ষ্বাকুকল্পে বাগ্‌ভট

"ক্ষতমধ্যে . ফলে জীর্ণে" হইতে "বিষগুল্মোদরগ্রন্থিগণ্ডেষু শ্লীপদেষু চ" পর্য্যন্ত। (অষ্টাঙ্গহৃদয়—কল্প—১অঃ)

শুদ্ধোদরগ্রহিগণেষু স্ত্রীপদেষুচ” পর্য্যন্ত।
(চরক কল্প—৩ অঃ)

বমনবিরেচনব্যাপৎসিদ্ধি প্রস্তাবে দৃঢ়বল—

(ক) “অস্নিগ্ধস্বিন্নদেহস্য রুক্ষস্যানবমৌষধং” হইতে “স্নিগ্ধংবা তহরৈঃ স্নেহৈঃ পুনস্তীক্ষ্ণেণ শোধয়েৎ” পর্য্যন্ত।

(খ) “বহুদোষস্য রুক্ষস্য হীনাগ্নে রল্পমৌষধং” হইতে “উদাবর্ত্তহরং সর্ব্বং কর্ম্মাধ্মাতস্য শস্যতে” পর্য্যন্ত।

(গ) “পীতৌষধস্য বেগানাং নিগ্রহান্মারুতাদয়ঃ” হইতে “তত্রবাতহরং সর্ব্বং স্নেহস্বেদাদি কারয়েৎ” পর্য্যন্ত।

(ঘ) “বমনস্যাতিযোগেতু” হইতে “যবাগুং তনুকাং দদ্যাৎ” পর্য্যন্ত।

(ঙ) “অতিতীক্ষ্ণং মৃদৌকোষ্ঠে লঘুদোষস্য ভেষজম্” হইতে “সামগন্ধর্ব্বশব্দাংশ্চ সংজ্ঞানাশেহস্য কারয়েৎ” পর্য্যন্ত।

চিরকসিংহিতা—কল্পস্থান ৬ অঃ)

বমন বিরেচনব্যাপৎসিদ্ধি প্রস্তাবে বাগ্‌ভট।

(ক) “অস্নিগ্ধস্বিন্নদেহস্য পুরাণরুক্ষমৌষধম্” হইতে “স্নিগ্ধং বাতহরৈঃ স্নেহৈঃ পুনস্তীক্ষ্ণেণ শোধয়েৎ” পর্য্যন্ত।

(খ) “বহুদোষস্য রুক্ষস্য মন্দাগ্নে রল্পমৌষধম্” হইতে “উদাবর্ত্তহরং সর্ব্বং কর্ম্মাধ্মাতস্য শস্যতে” পর্য্যন্ত।

(গ) পীতৌষধস্য বেগানাং বিগ্রহাম্মারুতাদয়ঃ” হইতে “তত্র বাতহরং সর্ব্বং স্নেহস্বেদাদি শস্যতে” পর্য্যন্ত।

(ঘ) “বমনস্যাতিযোগেতু” হইতে “যবাগুং তনুকাং দদ্যাৎ” পর্য্যন্ত।

(ঙ) “অতিযোগাচ্চ ভৈষজ্যাং” হইতে “সামবেণুগীতাদিনিস্বনম্” পর্য্যন্ত
(অষ্টাঙ্গ হৃদয়—কল্পস্থান ৩ অঃ)

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে বাগ্‌ভটের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দৃঢ়বল খণ্ডিত চরকসংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্রের পূরণ করিয়াছিলেন। বাগ্‌ভট, যাবতীয় ব্যাধিবোধনে চরকের অব্যাপিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র, যদি তাঁহার সময়ে চরক খণ্ডিত থাকিত তাহা হইলে তিনি অবশ্য চরকের চিকিৎসিতের ১৭শ অধ্যায় এবং সিদ্ধিকল্পস্থানের অভাবের উল্লেখ করিতেন। বাগ্‌ভটের পূর্ব্বে চরকসংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্রের শেষ ৪১শ অধ্যায়ের অপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল না, অতএব চরক অখণ্ড ছিল, কি দৃঢ়বল কর্ত্তৃক যোজিত হওয়ায় অখণ্ড ছিল? যদি কাহার এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, বাগভটের—

“ঋষিপ্রণীতে ভক্তিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ—
ভেড়াদ্যাঃ কি ন পঠ্যন্তে তস্মাৎ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্।”

এই উক্তি পাঠ করিয়া সেই সন্দেহ নিরাকৃত হওয়া উচিত। বাগ্‌ভট বলিতেছেন, ঋষিপ্রণীত তন্ত্রের প্রতি তোমাদের যদি এতই ভক্তি তবে চরক ও সুশ্রুত পাঠ পরিত্যাগ করিয়া ভেড়াদির তন্ত্র পড় না কেন? বাগভটের এই কথা পড়িয়া কি বোধ হয় না যে

তিনি চরকসুশ্রুতকে নিরবচ্ছিন্ন ঋষি প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না? বাগ্‌ভট, অগ্নিবেশতন্ত্রের প্রতিসংস্কর্ত্তা চরককে কি ঋষি বলিতে অস্বীকার করিতেছেন? না—ইহা কদাপি সম্ভব নহে, তিনি দৃঢ়বলপূরিতাংশসনাথ চরকসংহিতাকেই কেবল ঋষি প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না। তদ্রূপ বাগভট ধন্বন্তরিশিষ্য সুশ্রুতকে ঋষি বলিয়া জানিলেও, নাগার্জ্জুনসংস্কৃত সুশ্রুতসংহিতাকে ঋষিপ্রণীত বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না। বাগ্‌ভটের মনোগতভাব এই ভেলাদিতন্ত্র যেমন নিরবচ্ছিন্ন ঋষিপ্রণীত, চরকসংহিতা এবং সুশ্রুতসংহিতার অন্যের রচনা মিশ্রিত থাকায় এই দুইখানি তন্ত্র কেবল ঋষিপ্রণীত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। যদি লোকে দৃঢ়বল নাগার্জ্জুনের রচনা সাদরে পাঠ করে তবে আমার অষ্টাঙ্গহৃদয় আদৃত হইবে না কেন? বাগ্‌ভটের পূর্ব্বেই দৃঢ়বল চরকের শেষ ৪১শ অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছেন স্বীকার না করিলে, "ঋষিপ্রণীতেভক্তিশ্চেৎ" এই বাগ্‌ভট বাক্যের সঙ্গত অর্থ হয় না। কেবল বাগ্‌ভট কেন, দৃঢ়বল নিজেও আপনাকে ঋষি বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। যদি তাঁহার আর্ষাভিমান থাকিত তাহা হইলে কদাপি "প্রসাদং প্রাপ্য শূলিনঃ" বাক্যে তাঁহার দৈববলে বলীয়ান্ হওয়ার প্রয়োজন থাকিত না। চরকসংহিতায় যে অজ্ঞাতনামা সংযোজকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি যে বাগভটের পরবর্ত্তী ইহা ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে সুতরাং চরকসংহিতার যে যে স্থল তৎকর্তৃক সংযোজিত তত্তৎ অংশ অবশ্যই অষ্টাঙ্গহৃদয়াপেক্ষা নবীন বলিয়া স্বীকার করিতেহইবে।

পুষ্টি সুস্থজীবিতের লক্ষণ। কায়চিকিৎসার কোন কোন অংশ অদ্যাপি সুস্থভাবে জীবিত রহিয়াছে। সুতরাং কায়চিকিৎসার আদি এবং উপাদেয় গ্রন্থ চরকসংহিতাও, এই সুদীর্ঘকালে, পূর্ব্বোক্তির পিষ্টপেষণে পরিতৃপ্ত সমাজে থাকিয়াও, কিঞ্চিৎ উপচয় লাভ করিয়াছে। চরকসংহিতার বিরাটদেহে বৈদ্যক ইতিহাসের অতীত গাথা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রহিয়াছে। চরকসংহিতার নিশ্বাসবায়ু আমাদের নিকট অতীতকালের উত্তানহৃদয় ঋষিগণের পূতচরিত্রের হৃদয়োল্লাসকর আমোদ বহন করিয়া আনিতেছে। কেবল ভিষগ্‌বর্গের নহে, চরকসংহিতা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। চরকসংহিতা কেবল ভিষগ্‌বিদ্যা নহে, ইহা আত্মতত্ত্বের প্রকাশক, জ্ঞানরত্নের ভাণ্ডার, নীতিশিক্ষার গুরু, সদাচারের পথপ্রদর্শক, এবং বিবিধ কল্যাণপরম্পরার প্রস্রবণ।

চরকের টীকাকারগণ—চরকের কয়জন টীকার ছিলেন কেহ সমগ্রভাবে অনুসন্ধান পূর্ব্বক অদ্যাপি প্রকাশ করেন নাই। বিবিধ বৈদ্যকগ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমি যাঁহাদিগকে চরকের টীকাকার বলিয়া জনিতে পারিয়াছি, সপ্রমাণ তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতেছি।

১। **ঈশানদেব**—ব্যাখ্যাকুসুমাবলীধৃত "যথাবিষংযথাশল্যং" এই চরকনির্দ্দিষ্ট পাঠের ব্যাখ্যা দৃষ্টে অনুমিত হয় ইনি চরকটীকাকৃৎ। (পুথী সং ৭ পৃঃ)

২। শ্রীহরিচন্দ্র—ব্যাখ্যাকুসুমাবলীধৃত "সুবর্ণং সমলাঃ পঞ্চ" এই চরকনিষ্ঠপাঠের ব্যাখ্যাদর্শনে জানা যায় ইনি চরকটীকাকার। (পুঃ সং ২৯৯ পৃঃ)

৩। বাপ্যচন্দ্র—ব্যাখ্যাকুসুমাবলীধৃত "মনসঃ সম্ভ্রমোঽভীক্ষ্ম্মূর্দ্ধবাতঃ" এই চরকনিষ্ঠ পাঠব্যাখ্যায় ইহাঁর চরকটীকাকারত্ব প্রতীত হয়। (পুঃ সং ১২ পৃঃ)

৪। বকুল—ব্যাখ্যাকুসুমাবলীধৃত বকুলোক্ত মহাপৈশাচিক ঘৃতের ব্যাখ্যাপাঠে নিশ্চিত হয় বকুল চরকটীকাকার (পুঃ সং ১৮৯পৃঃ)

৫। আচার্য্যভীমদত্ত—ব্যাখ্যাকুসুমাবলীধৃত আচার্য্যভীমদত্তকৃত "শীতে শীতানিলস্পর্শসংরুদ্ধ" এই তন্ত্রাশিতীয়োক্ত পাঠব্যাখ্যায় প্রমাণ হয় ইনি চরকটীকাকার। (পুঃ সং ৬২৫)

৬। ভিষক্ ঈশ্বরসেন—ব্যাখ্যাকুসুমবলীধৃত ভিষগীশ্বরসেনকৃত—"তস্মাৎ সাধারণঃ সর্ব্বোবিধিঃ" এই তন্ত্রাশিতায়োক্ত পাঠব্যাখ্যায় ইহাঁর চরকটীকাকৃতিত্ব প্রমাণ হইতেছে। (পুঃ সং ৬৪০পৃঃ)

৭। নরদত্ত—ব্যাখ্যাকুসুমাবলীধৃত ব্রণশোথবিকারের চরকনিষ্ঠ "নিম্বকোলকপত্রাণি কষায়ঃ শোধনে হিতঃ" এই পাঠব্যাখ্যাদ্বারা ইহাঁর চরকটীকাকর্ত্তৃত্ব অনুমিত হয়। (পুঃ সং ৩৪৯ পৃঃ)। নরদন্ত নহে নরদত্ত। আমার বোধ হয় ইনিই চক্রপাণির গুরু। চরকটীকারম্ভে চক্রপাণি লিখিয়াছেন—"নরদত্তগুরুদ্দিষ্টচরকার্থানুগামিনী" ইত্যাদি।

৮। জিনদাস—ইনি চরকটীকাকার। (বৃন্দধৃত সিদ্ধযোগোক্ত সর্পিগুড়ের শ্রীকণ্ঠকৃত ব্যাখ্যা দেখ)।

৯। জৈজ্জট বা জেজ্জড়—ইনি চরকসুশ্রুত উভয় গ্রন্থেরই টীকাকার। (বিজয়রক্ষিতোক্ত অস্থর্ব্বরের ব্যাখ্যা এবং ডল্বণকৃত নিবন্ধসংগ্রহের প্রথমাধ্যায়ারম্ভ দেখ)।

১০। গুণাকর—বিজয়রক্ষিতধৃত চরকোক্ত অর্শঃপূর্ব্বরূপের ব্যাখ্যাপাঠে প্রতীতি জন্মে ইনি চরকটীকাকৃৎ।

১১। চক্রপাণি—ইহাঁর রচিত চরকটীকার নাম আয়ুর্ব্বেদদীপিকা। ইহা গুরু নরদত্তের ব্যাখ্যানুযায়ী লিখিত। চক্রপাণি, সুশ্রুতটীকায় ডল্বণকৃত লিটুবিধির ব্যাখ্যায় দোষারোপ করিয়াছেন সুতরাং ইনি ডল্বণের পরবর্ত্তী। শ্রীকণ্ঠ, ভূরি ভূরি চক্রের মতোদ্ধার করিয়াছেন অতএব চক্রপাণি শ্রীকণ্ঠের পূর্ব্ববর্ত্তী। শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিশারদ চক্রপাণির টীকার সহিত চরকসংহিতা প্রকাশ করিতেছেন। এজন্ত তিনি ধন্যবাদার্হ।

১২। শিবদাস।—টীকার নাম "চরকতত্ত্বদীপিকা"। চক্রসংগ্রহের অম্লাধিকারোক্ত "দশমূলষট্পলক" ঘৃতের ব্যাখ্যায় শিবদাস লিখিয়াছেন—"বিস্তরঃ পুনরস্মদীয়চরকতত্ত্বপ্রদীপিকায়ামেব গবেষণীয়মিতি"। অতএব জানা যাইতেছে যে, চক্রসংগ্রহের টীকা লিখিবার পূর্ব্বেই শিবদাস চরক টীকা লিখিয়াছিলেন। শিবদাসকৃত চরকটীকা দুষ্প্রাপ্য নহে—কিন্তু অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

১৩। গঙ্গাধর।—টীকার নাম জল্পকল্পতরু। ইহা মুদ্রিত হইলেও অধুনা তাদৃশ সুলভ নহে।

ঈশান হইতে গুণকর পর্য্যন্ত ১০ জন টীকাকারের রচিত চরকটীকা আমরা নামমাত্রে জ্ঞাত আছি। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই সমস্ত গ্রন্থ উদ্ধারের জন্ত কেহই আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন না। প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে এই সমস্ত টীকা শ্রীকণ্ঠের সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, হয়ত এখনও কোন স্থানে জীর্ণবস্ত্রাবৃত বা নগ্নদেহে অতিক্লেশে কীটাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। আমরা নিতান্ত ক্ষোভের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি ভারতীয় ভিষগ্বর্গের এই কীর্ত্তিস্তম্ভমালার কি কেহ রক্ষক নাই?

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ।—সিন্ধুদেশবাসী সিংহগুপ্ত পুত্র বাগ্‌ভটের আদ্য কৃতি। অতএব বৃদ্ধবাগ্‌ভট নামে প্রসিদ্ধ। অষ্টাঙ্গসংগ্রহে আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং স্বরূপতঃ ইহা আত্রেয় ও ধন্বন্তরি উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। কিন্তু বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—

"নিত্যোপযোগেঽন্তর্ব্বোধং সর্ব্বাঙ্গব্যাপিতাবতঃ।
সংগৃহীতং বিশেষেণ যত্র কায়চিকিৎসিতম্॥"

অতএব আমরা অষ্টাঙ্গসংগ্রহকে আত্রেয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিলাম। ঋষি প্রণীত বিবিধ বৈদ্যকগ্রন্থ বিদ্যমান থাকিতে এই অষ্টাঙ্গসংগ্রহ রচনার প্রয়োজন কি? বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—

"তেষামেকৈকমব্যাপি সমস্তব্যাধিবোধনে।
প্রতিতন্ত্রাভিযোগেতু পুরুষায়ুষঃ সংক্ষয়ঃ॥
অবতাধ্যয়নেনৈব যস্মাৎ প্রোক্তঃ পুনঃ পুনঃ।
তন্ত্রকারৈঃ সএবার্থঃ ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ বিশেষতঃ॥
তেঽর্থপ্রত্যায়নপরাঃ বচনে যত্ন নাদৃতাঃ।
সর্ব্বতন্ত্রান্ততঃ প্রায়ঃ সংহৃত্যাষ্টাঙ্গসংগ্রহঃ॥
অস্থানবিস্তরাক্ষেপপুনরুক্তাদিবর্জ্জিতঃ।
হেতুলিঙ্গৌষধস্কন্ধত্রয়মাত্র নিবন্ধনঃ॥
বিনিগূঢ়ার্থতত্ত্বানাং প্রদেশানাং প্রকাশকঃ।
শাস্ত্রতন্ত্রবিরোধানাং ভূয়িষ্ঠং বিনিবর্ত্তকঃ॥
যুগানুরূপসন্দর্ভো বিভাগেন করিষ্যতে"।

চরকপাঠী কায়চিকিৎসায় ব্যুৎপন্ন হইতে পারেন কিন্তু শল্য চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা জন্মে না। সুশ্রুতাধ্যায়ীর শল্য চিকিসায় ব্যুৎপত্তি জন্মে কিন্তু কায় চিকিৎসায় পটুতা জন্মে না। বিদেহ-রাজ জনককৃত তন্ত্র পাঠে শালাক্য চিকিৎসায় যেরূপ বোধাধিকার হয়, সুশ্রুত পাঠে

তাদৃশ ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়? এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হইলে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেই আয়ুক্ষয় হয়। প্রচীন তন্ত্রে একই বিষয় ভঙ্গিক্রমে বারম্বার উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেক বিষয় অস্থানে উক্ত হইয়াছে। অতএব প্রাচীন তন্ত্রগুলি অর্থপ্রত্যায়নপর বটে কিন্তু উহাদের রচনা প্রণালী আদৃত নহে। এই সমস্ত দোষ পরীহার পূর্ব্বক বিষ্যার্থীর পাঠ সৌকর্য্যার্থে, গূঢ়তত্ত্বপ্রকাশক, শল্য ও কায়তন্ত্রের বিরোধভঞ্জক, যুগানুরূপসন্দর্ভ এই অষ্টাঙ্গসংগ্রহ রচিত হইল।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ রচয়িতা বাগ্‌ভট বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাতিশয়বান্ এবং বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন। মঙ্গলাচরণে বাগ্‌ভট বুদ্ধকে এইরূপে প্রণাম করিয়াছেন—

"তৃষ্ণাদীর্ঘমসদ্বিকল্পশিরসং প্রদ্বেষচঞ্চৎফণম্।
কামক্রোধবিষং বিতর্কদশনং রাগপ্রচণ্ডেক্ষণম্।
মোহাস্যং স্বশরীরকোটরশয়ং চিত্তোরগং দারুণম্।
প্রজ্ঞামন্ত্রবলেন যঃ শমিতবান্ বুদ্ধায় তস্মৈ নমঃ।"

মুদ্রিত অষ্টাঙ্গসংগ্রহের উপোদ্ঘাতে শ্রীযুক্ত গণেশ শর্ম্মা লিখিয়াছেন "বুদ্ধায় তস্মৈ নমঃ ইত্যাদ্যুক্তত্বাৎ বাগ্‌ভটো বৌদ্ধমতানুযায়ী আসীৎ ইতি কেষাঞ্চিৎ মতম্। তত্তু ন সম্যক্। যতঃ অর্চ্চয়েদ্দেবগোবিপ্রবৃদ্ধবৈদ্যনৃপাতিথীন্। অথর্ব্ববিহিতা শান্তিঃ প্রতিকূলগ্রহার্চ্চনম্। মাতরং পিতরং দেবান্ বৈদ্যান্ বিপ্রান্ হরংহরিম্॥ পূজয়েচ্ছীলয়েদ্দানদমসত্যদয়ার্জ্জবান্" ইত্যাদি বাগ্‌ভটবচনানুরোধাৎ বুদ্ধশব্দস্য জ্ঞানবান্ ইত্যর্থপরত্বাচ্চ বাগ্‌ভটো বৈদিকধর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণ আসীৎ ন বৌদ্ধমতানুযায়ী ত্যধিগম্যতে"। "বাগ্‌ভটের গ্রন্থে দেবতা, গো, বিপ্র, বৃদ্ধ, নৃপ, অতিথি, প্রতিকূল গ্রহ, মাতা, পিতা, হরি, ও হরের পূজাবিহিত হইয়াছে, অথর্ব্ববিহিত শান্তি উপদিষ্ট হইয়াছে, দান, দম, সত্য, ও আর্জ্জব অনুশীলন করিতে বলা হইয়াছে, অতএব বাগ্‌ভট বৈদিক ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ নহেন। শ্লোকোক্ত বুদ্ধশব্দের অর্থ জ্ঞানবান্। গণেশ শর্ম্মার উক্তির প্রতিবাদ করিয়াই যেন অষ্টাঙ্গসংগ্রহের উপসংহারে বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—

"উপদিষ্টে বিচিত্রেঽস্মিন্ বক্তব্যার্থানুরোধতঃ।
কর্ত্তব্যমেব কর্ত্তব্যং প্রাণাবাধেঽপি নেতরৎ।
এতৎ স্বরূপং শাস্ত্রস্য যদব্যাপিত্বেন বর্ণ্যতে।
স্পৃশতি ন্যূনতা দোষো মহানব্যাপিনি ধ্রুবম্"।

আমি সংগ্রহকর্ত্তা, কর্ত্তব্যানুরোধে আমাকে প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর সকল বিষয়ই সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কর্ত্তব্য অবশ্যকর্ত্তব্য, প্রাণাবাধেও অন্যথা করা যায় না। যদি সমস্ত বিষয়ের সংগ্রহ না করি তাহা হইলে আমার গ্রন্থ ন্যূনতা দোষ দুষ্ট হইবে।" বাগ্‌ভটের হৃদয়নিহিত এই স্পষ্ট উক্তিপাঠ করিয়া, কোনও প্রেক্ষাবান্ পাঠক, আশা করি সংগ্রহোক্তেশে

লিখিত বিষয়ের মতামতের জন্য ভাগ্‌ভটকে দায়ী করিবেন না। অষ্টাঙ্গসংগ্রহের সূত্র স্থানের ২৭শ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"নমো ভগবতে ভৈষজ্যগুরবে বৈদূর্য্যপ্রভরাজায় তথাগতায়ার্হতে সম্যক্‌সম্বুদ্ধায়"। গণেশ শর্ম্মা বুদ্ধশব্দের জ্ঞানবান্ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু তথাগত ও অর্হৎ শব্দের কিরূপ অর্থান্তর কল্পনা করিবেন? কোনটাকে প্রচ্ছন্ন রাখিব? পূর্ব্বাচার্য্য কথিত সামিষ বাজীকরণ যোগগুলিকে রাগাগ্নিসন্দীপন এবং ক্লিষ্টসংকল্পজনন বোধে ঘৃণা করিয়া, বাগভট পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রতি শ্লেষযুক্ত কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন—

"হংসবর্হিণদক্ষাণ্ডা বস্তপ্যাত্যর্থশুক্রলাঃ।
মুনয়ঃ সদয়া ব্রূয়ুস্তাংস্তৈথবান্তথা কথম্।
কথঞ্চ সর্ব্ব এবৈতে যোগা রাগাগ্নিদীপনাঃ।
ক্লিষ্টসংকল্পজননাঃ প্রোক্তা সংসারবর্দ্ধনাঃ।
ত্রিকালদর্শিভি র্দিব্যৈঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতৈঃ
পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ কৃতং বর্ত্ম কো লঙ্ঘয়িতুমর্হতি"॥

এই উক্তি, জীবহিংসা অসহিষ্ণু, সংযমসর্ব্বস্ব, বিলাসবিতৃষ্ণ, তথাগতমতানুযায়ীরই সর্ব্বথা যোগ্য। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকৃৎ অরুণ ও বৌদ্ধাশয়েই বাগ্‌ভটোক্ত কোন কোন পাঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতএব "পাখণ্ডাশ্রমবর্ণানাং" (শারীর ৬ অঃ) পাঠের ব্যাখ্যায় আশ্রম শব্দে স্মৃত্যুক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ঃ পরীহার পূর্ব্বক, অমরসিংহ মতানুবাদী অরুণ লিখিয়াছেন—"আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থভিক্ষুবৈখানসভেদেন চত্বারঃ" ভিক্ষুর আশ্রমত্ব স্বীকার বৌদ্ধ গ্রন্থকারের আশয়ানুযায়ী করা হইয়াছে, অন্যথা অরুণ ভিক্ষুকে বর্জ্জন পূর্ব্বক স্মৃত্যুক্ত আশ্রমের উল্লেখ করিতেন।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহের উপসংহারে আয়ুর্ব্বেদের গূঢ়তত্ত্ব ও ভক্তির মিশ্রণে বাগ্‌ভট কি অপূর্ব্বভাবেই বুদ্ধের পূজা করিয়াছেনঃ—

কঃ প্রাকৃতোজয়েদ্রোগান্ নিত্যা মন্যোক্তবোধিনঃ।
মারুতামপ্রহোন্মাদমদান্ সুসদৃশাকৃতীন্।
কো জানীয়াচ্চিকিৎসেদ্বা দূরভিন্নক্রিয়াক্রমান্।
পর্ব্বভেদোহঙ্গমর্দস্তৃট্‌কাসঃ শ্বাসোহরুচিভ্রমঃ।
এতাল্লক্ষ্যিতে লিঙ্গান্তৈতান্তেবাভিলক্ষ্যিতে।
প্রাণাচার্য্যং বেদপারং প্রধাতং।
বুদ্ধ্যাযুক্তং পূজয়েন্নিত্যমস্মাৎ।
যস্মিন্ হৃত প্রাণযাত্রা নিবদ্ধা।
তস্মৈ দদ্যন্ কো ধনানাং ধনায়েৎ॥

অবশিষ্ট বিষয় অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সহিত লিখিত হইবে।

অষ্টাঙ্গহৃদয়—অষ্টাঙ্গসংগ্রহ সঙ্কলন্ করিয়া বাগ্‌ভট আবার অষ্টাঙ্গহৃদয় লিখিলেন কেন? অষ্টাঙ্গহৃদয়ের উপসংহারে বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—

"অষ্টাঙ্গবৈদ্যকমহোদধিমন্থনেন
যোঽষ্টাঙ্গসংগ্রহমহামৃতরাশি রাপ্তঃ
তস্মাদনল্পফলমল্পসমুদ্যমানাং
প্রীত্যর্থমেতদুদিতং পৃথগেব তন্ত্রম্"—

অষ্টাঙ্গ বৈদ্যকমহোদধি মন্থন পূর্ব্বক যে অমৃতরাশি প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহারা বিবিধ বৈদ্যকগ্রন্থপাঠে চেষ্টাবান্ নহেন তাঁহাদের প্রীতির জন্য অষ্টাঙ্গসংগ্রহ তুল্য ফলদায়ী এই অষ্টাঙ্গহৃদয় পৃথক্ কথিত হইল। বাগভটের এই উত্তরে আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না। অগস্ত্যরূপী বাগ্‌ভট অষ্টাঙ্গহৃদয়গণ্ডূষে বৈদ্যকমহোদধি পান করিয়াছেন বটে কিন্তু অষ্টাঙ্গসংগ্রহ যে অগাধ বৈদ্যকসমুদ্রের সারসঙ্কলন তৎতুলনায় অষ্টাঙ্গসংগ্রহ যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত। অষ্টাঙ্গসংগ্রহের রচনা এতাদৃশ ঋজু ও স্পষ্ট যে টীকায় প্রয়োজন হয় না। আমার বোধ হয় অষ্টাঙ্গহৃদয় ব্যাখ্যার জন্য অষ্টাঙ্গসংগ্রহের সাহায্য গ্রহণই প্রচুর; অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকৃৎ অরুণ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অষ্টাঙ্গসংগ্রহ হইতে ভূরি ভূরি পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। অষ্টাঙ্গসংগ্রহপাঠী জানেন সংগ্রহের গদ্যপদ্যাত্মক চিকিৎসাবর্ণন কত প্রসাদগুণশালী এবং কেমন হৃদয়গ্রাহী। পক্ষান্তরে কোনও প্রাচীন তন্ত্রকার খাদ্যৌষধ ভিন্ন ভেষজ বিশেষের (অবশ্য বর্গের গুণোল্লেখ আছে) গুণোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু অষ্টাঙ্গসংগ্রহে আমরা নিঘণ্টুপাঠের ফললাভ করি। অষ্টাঙ্গসংগ্রহ অস্থানবিস্তরাক্ষেপাদি পূর্ব্বকথিত দোষবর্জ্জিত। হৃদয়াপেক্ষা সংগ্রহ বিস্তৃত বটে, কিন্তু সুভাষিত বহুল। এই বিস্তরের অনুসরণে পাঠক পুরস্কৃত ভিন্ন বঞ্চিত হইবেন না। অতএব অষ্টাঙ্গসংগ্রহের যে প্রকীর্ণত্ব এতাদৃশ গুণের আকর সেই বিস্তরদোষ পরীহারার্থই কি বাগ্‌ভট পৃথক্ একখানি গ্রন্থরচনায় শ্রমস্বীকার করিলেন? না, অষ্টাঙ্গসংগ্রহ লিখিয়া অতৃপ্ত হইবার অন্য কারণ আছে—সেই অন্য হেতু কি? আমার বোধ হয় বাগ্‌ভট অষ্টাঙ্গসংগ্রহ লিখিয়া মনে করিয়াছিলেন তাঁহার গ্রন্থ ধারণস্মরণসুখ হইল না, অতএব তিনি অষ্টাঙ্গসংগ্রহের গদ্যপদ্যাত্মিকা পদ্ধতি সম্যক্ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল বিবিধ মধুরছন্দে অষ্টাঙ্গহৃদয় লিখিয়া বৈদ্যকের কটুতিক্ত ভেষজে কাব্যের মধুর রস সিঞ্চন করিয়াছিলেন। সংগ্রহের শ্রুতি-কঠোর গদ্যগ্রথিত বর্গ হৃদয়ে আসিয়া কেমন হৃদ্য হইয়াছে দেখাইতেছি। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের বামিকর বর্গ—

মদনমধুকলম্বানিম্ববিম্বীবিশালা
ত্রপুসকুটজমূর্বাদেবদালীকৃমিঘ্নম্
বিদুলদহনচিত্রাঃ কোষবত্যৌ করঞ্জঃ
কণলবণবচৈলা সর্ষপাশ্ছর্দনানি। সূ ১৫ অঃ।

সংগ্রহোক্ত নিরাক্তরণ যোগ হৃদয়ে আসিয়া কেমন মনোহর অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়াছে দেখুন—

"ছিন্ন্ প্রবিষ্কত্তাজিবিজয়া, বাট্যাঙ্গিধানামরৈঃ।
চূর্ণৈঃ কুত্তমিকুষ্ঠমূলসহিতৈ, র্ভাগোত্তরং বর্দ্ধিতৈঃ।
পীতঃ কোষ্ঠজলেন কোষ্ঠজকজো, জ্বোদরাদীনরম্।
শার্দ্দূলঃ প্রসভং প্রমথ্য হরতি, ব্যাধীন্ মৃগৌঘানিব" ॥ (চিঃ ১৪ অঃ)

বাগ্‌ভটের পূর্ব্বে বৈদ্যকগ্রন্থের লিখনপদ্ধতি গদ্যপদ্যময়ী ছিল। বাগ্‌ভটের পরবর্ত্তী বৈদ্যক গ্রন্থকারগণ ঐ চিরানুসৃত পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাগ্‌ভট প্রদর্শিত মার্গে গমন করিয়াছেন। বাগ্‌ভটের পর আর আমরা গদ্যপদ্যময় বৈদ্যকগ্রন্থ রচিত হইতে দেখি নাই। সর্ব্বত্রই ছন্দের আদর। আদর এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে পরবর্ত্তী সংগ্রহকার এবং টীকাকৃৎ উভয়েই গদ্যবদ্ধ সুভাষিত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছন্দোবদ্ধ অনুপাদের গ্রন্থও সাদরে প্রচার করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রম ইহার শত শত উদাহরণ দিতে পারিবেন। অন্যের জন্য দিঙ্‌মাত্র উদাহৃত হইল—সাহস, সন্ধারণ, ক্ষয়, বিষমাশন এই চারিটী যক্ষ্মার কারণ। সাহসাদির শোষকারণত্ব চারকনিদানস্থানের ষষ্ঠাধ্যায়ে যেরূপ সুব্যাখ্যাত হইয়াছে অন্য কুত্রাপি তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইহা গদ্যে লিখিত সুতরাং মাধব বা বিজয় রক্ষিত কেহই ইহার আদর না করিয়া, অন্যান্য হীনার্থ কিন্তু ছন্দোবদ্ধ পাঠের উল্লেখ পূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্"—এই ছন্দোব্যাসক্তি যতদিন পরিমিত ছিল ততদিন অগর্হিত ছিল, পরে অতিবর্দ্ধিত হইয়া, যখন বৈদ্যককে কাব্যে পরিণত করিয়াছিল, তখন ইহাকে সুধীগণ উন্নতির বিঘ্নভূত মনে করিয়াছিলেন। কেহ বলেন গদ্য অকৃত্রিম, ছন্দঃ কৃত্রিম। মনঃ গদ্যে চিন্তা করে, প্রযত্ন তাহাকে ছন্দোবদ্ধ করে, বিজ্ঞানের ভাবাকে প্রযত্নপ্রসূত ছন্দে শৃঙ্খলিত করিলে, মনের দ্বার খুলিয়া বক্তব্য প্রকাশে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, অতএব বিজ্ঞানের উন্নতি ব্যাহত হয়। কথাটী মন্দ নহে। কিন্তু ইহা অন্যদেশের পক্ষে যেমন সুপ্রযুক্ত হবঃশাস্ত্র ভারতীয় গ্রন্থকারগণের পক্ষে তাদৃশ নহে। এদেশে ছন্দোরচনা, যদি অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবিষ্কারের বিঘ্নভূত হইত, তাহা হইলে ছন্দোযুগের আবিষ্কৃত রসচিকিৎসা এতাদৃশী উন্নতি লাভ করিতে পারিত না।

বাগ্‌ভট বুদ্ধের সমসাময়িক হইলে তৎকালীন বৌদ্ধগ্রন্থে জীবকবৎ অবশ্য এই সুতাহরাগী ভিষকেরও নামোল্লেখ থাকিত। বাগ্‌ভট চরক ও দৃঢ়বলের পরবর্ত্তী এবং মাধব, বৃন্দ ও চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী। কেহ কেহ বলেন * বাগ্‌ভট প্রথমে ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বী এবং পরিণত বয়সে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অষ্টাঙ্গসংগ্রহ বাগ্‌ভটের পূর্ব্ববয়সের এবং অষ্টাঙ্গহৃদয় পশ্চিম বয়সের লেখা। সংগ্রহে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ প্রকাশ

* A History of Hindu Chemistry p.—XXVII. বৈদ্যকশব্দসিন্ধু—৯৮০ পৃঃ।

পাইয়াছে ইতঃপূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গহৃদয়েও তাঁহার বুদ্ধে ভক্তি তদ্রূপ অবিচলিত। মঙ্গলাচরণে সেই অপূর্ব্ব বৈদ্যকে নমস্কার, সেই বমনবিরেচনবিধিতে তথাগতে নমস্কার। এই একটী পরিবর্ত্তন দেখি, সংগ্রহে বাগ্‌ভট স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসানুসারে চিকিৎসাবিধিরও সমালোচনা করিয়াছিলেন, ("হংসবর্হিণদক্ষাণ্ডা ইত্যাদি)" অষ্টাঙ্গহৃদয়ে তাহা করেন নাই। ইহা পরিণত বয়সসুলভ ধীরতার পরিচায়ক, ভক্তির ন্যূনতাজ্ঞাপক নহে। সম্ভবতঃ বাগ্‌ভট মনে করিয়াছিলেন, আমি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য, আয়ুর্ব্বেদ কোন সম্প্রদায়বিশেষের জন্য লিখিত নহে, অতএব আমি স্বীয়ধর্ম্মবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কেন পূর্ব্বাচার্য্যকৃত বিধি বিশেষের নিন্দা করি। বাগ্‌ভটের রচিত দুইখান গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখা গেল, বাগ্‌ভট অগ্রেও বৌদ্ধ পরেও বৌদ্ধ। তাঁহার ধর্ম্মান্তরগ্রহণের কথা অলীক কিম্বদন্তী মাত্র।

কেহ বলেন বাগভটের কিঞ্চিন্মাত্র মৌলিকতা নাই। শল্য চিকিৎসায় কিঞ্চিৎ যোগ বিয়োগ করিয়াছেন মাত্র—অন্যত্র চরক-সুশ্রুতে যাহা আছে তাহাই স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।* বিস্ময়ের বিষয় এই মতের আবার অনেক পরিপোষক আছে। যাহা হউক বাগ্‌ভটের প্রতি এইরূপ দোষ আরোপ করা উচিত হয় নাই। পূর্ব্বে তন্ত্রে কি ছিল, বাগভটই বা কি করিয়াছেন, ইহা তিনি স্বয়ং অষ্টাঙ্গসংগ্রহের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন এবং আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। আমাদের স্থান অল্প, কিঞ্চিন্মাত্র লিখিতেছি। অষ্টাঙ্গসংগ্রহে বাগ্‌ভট যে বলিয়াছেন—

"ন মাত্রামাত্রমপ্যত্র কিঞ্চিদাগমবর্জ্জিতম্।
সোঽর্থঃ স গ্রন্থবন্ধশ্চ সংক্ষেপায় ক্রমোঽন্যথা॥"

ইহা সংগ্রহকারোচিত বিনয়মাত্র। তাঁহার অন্তরের কথা—

"পূর্ব্বোক্তমেববদতা কিমিবোদিতং স্যাৎ।
শ্রদ্ধালু তুষ্টিজননং ন ভবত্যপূর্ব্বম্।"

"পূর্ব্বোক্তই যদি বলি তাহা হইলে আমার কি বলা হইল? অপূর্ব্ব যদি বলি তাহা হইলে অনার্ষ বোধে লোকের তাহা শ্রদ্ধালু বা তুষ্টিজনন হইবে না। বাগ্‌ভটের মনে "শ্রদ্ধালু তুষ্টিজননং ন ভবত্যপূর্ব্বম্' এই আশঙ্কা বিদ্যমান থাকিলেও, তিনি ভীতভীতের ন্যায় আমাদিগকে অনেক অপূর্ব্ব তত্ত্ব শুনাইয়াছেন। এবং পাছে অনার্ষ বলিয়া অগ্রাহ্য হয় এইজন্য তিনি পাঠককে "তস্মাৎ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্" এই নিরবদ্য পন্থা অবলম্বন করিতে

* "The treatise of Vagbhata may be regarded as an epitome of the Charaka and Susruta with some gleanings from the works of Bhela and Harita, and contains little or nothing that is original. In surgery alone the author introduces certain modifications and additions." (A History of Hindu Chemistry—p. XXVII).

সবিনয় অনুরোধ করিয়াছেন। হায় ঋষিভক্তি! তুমি, পূর্ব্বোক্তের পিষ্টপেষণে অতৃপ্ত, অপূর্ব্বভাষণে নিতান্ত সাকাঙ্ক্ষ এমন কত কুশাগ্রধী মহাজনের চিত্তক্ষেত্র জন্মাইয়া, কত পিপাসু জ্ঞানার্থীকে অভিনব তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত করিয়াছ! তোমার কটাক্ষে ভীত হইয়া কত যথার্থনামা লোকশিক্ষক "জীর্ণমন্নে সুভাষিতম্" বলিয়া ক্রোড়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন! বাগ্‌ভটই প্রথম আমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে শুনাইয়াছেন—

"তাসাং শতানাং সপ্তানাং পাদোহস্রং বহতে পৃথক্।
বাতপিত্তকফৈর্জুষ্টং শুদ্ধঞ্চৈব স্থিতা মলাঃ।
শরীরমনুগৃহ্ণাতি পীড়য়ন্ত্যন্যথা পুনঃ॥" (শরীর ৩য়ঃ অঃ)।

টীকাকৃৎ অরুণদত্ত লিখিয়াছেন—"তেষাং পাদঃ পঞ্চসপ্তত্যধিকং শতং অস্রং বহতে। কিম্ভূতং রক্তং বাতপিত্তকফৈর্জুষ্টং সেবিতং, শুদ্ধঞ্চ তৈরনাক্রান্তং অদুষ্টম্। এবং পূর্ব্বোক্তেন নানেন প্রকারেণ মলাঃ স্থিতাঃ শরীরমনুগৃহ্ণন্তি বর্ত্তয়ন্তি। অন্যথা পুনর্বক্ষ্যমাণেন স্থিতাঃ পীড়য়ন্তি বিকারেণ যোজয়ন্তি।"

সুস্থ লোকের শরীরে কতকগুলি শিরায় অশুদ্ধ রক্ত এবং কতকগুলি শিরায় শুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। শুদ্ধশোণিতবাহিনী শিরাগুলি কেমন? বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—

"গূঢ়াঃ সমস্থিতাঃ স্নিগ্ধা রোহিণ্যঃ শুদ্ধশোণিতম্।" (শাঃ ৩ অঃ)।

রক্তসম্বহনতত্ত্বের আংশিক রহস্যোদ্ঘাটনের সহিত "ভেইন্" ও "আর্টারি"র কর্ম্মগত এমন সুন্দর পার্থক্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বে কেহ করেন নাই। এইরূপ কত আছে। আর যদি নাই থাকিত তাহা হইলে কেবল ইহার জন্যই বাগ্‌ভটের প্রতি আরোপিত দোষ প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত।

অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকারগণ—মৃগাঙ্কদত্তপুত্র অরুণদত্ত কৃত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরাখ্যা টীকা ভিন্ন চন্দ্রনন্দন এবং হেমাদ্রি নামক দুইজন টীকাকারের উল্লেখ দেখা যায়। অজীর্ণাধিকারে ও রসশেষাজীর্ণের টীকায় শ্রীকণ্ঠ, অরুণ, চন্দ্রনন্দন এবং হেমাদ্রি তিনজনেরই মতোদ্ধার করিয়াছেন। বাগ্‌ভটনিষ্ঠ পাঠব্যাখ্যায় শ্রীকণ্ঠ প্রায়ই "ইত্যরুণচন্দ্রনন্দনৌ" "ইত্যরুণহেমাদ্রী" বলিয়া মতোদ্ধার করিয়াছেন। কেহ বলেন * হেমাদ্রি কেবল সূত্রস্থানের টীকা করিয়াছেন। আমরা দেখি অষ্টাঙ্গহৃদয়ের কল্পস্থানের ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত—"কষায়যোনয়ঃ পঞ্চরসা লবণবর্জ্জিতাঃ" পাঠের হেমাদ্রিকৃত ব্যাখ্যা শ্রীকণ্ঠ সিদ্ধযোগের মিশ্রকাধিকারের টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব হেমাদ্রি কেবল সূত্রস্থানের টীকাকার এই মত অগ্রাহ্য। অরুণ, হেমাদ্রি বা চন্দ্রনন্দনের নাম উল্লেখ করেন নাই। টীকারম্ভে অরুণ বলিয়াছেন—

"কো মৎসারিণি লোকেঽস্মিন্ বৃথান্ কিঞ্চিৎ চিকীর্ষতি।
কিন্তু কশ্চিদ্ভবেৎ সাধুস্তত্তোঽয়ং মৎ পরিশ্রমঃ॥"

ইহা পড়িয়া বোধ হয়, জীবিতকালে অরুণের টীকা সর্ব্বজনসমাদৃত হয় নাই।

---

* বৈদ্যকশব্দসিন্ধু, পৃঃ ১।০

বাগ্‌ভটের পর এক কায়চিকিৎসা ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদের অবশিষ্ট অঙ্গ উপচয়াভাবে শীর্ণ হইতে লাগিল। পোষণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল মর্দ্দনমার্জ্জনে প্রাণীর যে অবস্থা ঘটিয়া থাকে, [illegible]হকারগণের হস্তে পড়িয়া ক্ষীণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। কায়চিকিৎসার একটী অঙ্গ—দ্রব্যের গুণ এবং যোগজ্ঞান, কিয়ৎকালের জন্য পুষ্টিলাভ করিয়াছিল বটে কিন্তু অন্যাঙ্গকে পরিত্যাগ করিয়া একাঙ্গের পুষ্টি সম্ভব নহে, সুতরাং কালে হেতু ও লিঙ্গসংজ্ঞক ক্ষীণাঙ্গের সহিত ইহারও ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল।

রুগ্‌বিনিশ্চয় (মাধবনিদান)—বাগ্‌ভটের পর হেতুলিঙ্গৌষধাত্মক আয়ুর্ব্বেদ বিভক্তভাবে পুনঃসংগ্রহে প্রয়োজন হইয়াছিল। এই যুগের সংগ্রহপুস্তকের মধ্যে হেতুলিঙ্গে মাধবের রোগবিনিশ্চয় (গদবিনিশ্চয়) এবং ঔষধে বৃন্দের সিদ্ধযোগ, চক্রের সংগ্রহ, বঙ্গসেনের চিকিৎসাসারসংগ্রহ এবং শার্ঙ্গধরের সংগ্রহ বিখ্যাত ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা দ্বারা অনুশীলিত। মাধবের নিদান ভিন্ন, ব্যাধিপরিচয়ার্থ সম্ভবতঃ আরও অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা হংসরাজনিদান, অঞ্জননিদান ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। মাধবের রোগবিনিশ্চয় যে সর্ব্বপ্রথম সংগৃহীত হইয়াছিল ইহা মাধব স্বয়ং গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন * পরবর্ত্তী বৃন্দ, চক্র প্রভৃতি সংগ্রহকারগণ মাধবের অবলম্বিত রোগসন্নিবেশ প্রণালী অনুসরণ পূর্ব্বক, গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বৈদ্যকে তিনজন মাধব প্রসিদ্ধ—রুগ্‌বিনিশ্চয়কর্ত্তা মাধব, দ্রব্যগুণবেত্তা মাধব † এবং সুশ্রুত টিপ্পণকার শ্রীমাধব। ইঁহারা তিন জন পৃথক্ ব্যক্তি কিনা নিশ্চয় বলিতে পারি না। মাধব রুগ্‌বিনিশ্চয়ে, চরক সুশ্রুত বা বাগ্‌ভটোক্ত পাঠ যথেষ্ট উদ্ধার করিয়াছেন।

মাধবনিদানের টীকা—ব্যাখ্যামধুকোষের অশ্মরী রোগ পর্য্যন্ত বিজয়রক্ষিত এবং প্রমেহ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তৎশিষ্য শ্রীকণ্ঠ দত্ত কর্ত্তৃক রচিত। ব্যাখ্যামধুকোষকৃৎ উপযুক্ত অথচ মাধবকর্ত্তৃক অনুক্ত বিষয়ের সন্নিবেশ দ্বারা রুগ্‌বিনিশ্চয়ের ত্রুটি কিয়ৎপরিমাণে ন্যূন করিয়াছেন। বিজয় এবং তৎশিষ্য শ্রীকণ্ঠ কর্ত্তৃক বহু বৈদ্যকগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। শ্রীকণ্ঠের সিদ্ধযোগের টীকা ব্যাখ্যাকুসুমাবলীর তুল্য বহুমতসংগ্রাহক টীকাগ্রন্থ আর নাই। বিজয় এবং শ্রীকণ্ঠের টীকা না থাকিলে, আমাদের কি ছিল আর কত হারাইয়াছি তাহার একটা ধারণাই হইত না। ভাবমিশ্র, বিচারস্থলে ব্যাখ্যামধুকোষ হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ‡ অতএব ব্যাখ্যা মধুকোষ ভাবমিশ্রের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

---

* "[illegible]"—"[illegible]"—বিজয়রক্ষিত।

† "[illegible] মাধবকরেণ [illegible]" [illegible]

‡ [illegible]

সিদ্ধযোগ*—এই চিকিৎসাসংগ্রহ বৃন্দ কর্ত্তৃক লিখিত। বৃন্দ এতাদৃশ বিনয়ান্বিত যে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়া লোকশিক্ষক বলিয়া পরিচিত হইতেও কুণ্ঠিত। গ্রন্থারম্ভে বৃন্দ বলিতেছেন—

"নানামতপ্রথিতদৃষ্টফলপ্রযোগৈঃ
প্রস্তাববাক্যসহিতৈরিহ সিদ্ধযোগঃ
বৃন্দেন মন্দমতিনাত্মহিতার্থিনায়ং
সংলিখ্যতে গদবিনিশ্চয়জক্রমেণ॥"

আমি মন্দমতি বৃন্দ, আত্মহিতার্থী হইয়া এই সিদ্ধযোগসংগ্রহ লিখিতেছি। বৃন্দের সিদ্ধযোগ কেবল পূর্ব্বাচার্য্যমতসংগ্রহ নহে। ইহাতে বৃন্দের আবিষ্কৃত এবং পরীক্ষিত বিবিধ যোগ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সিদ্ধযোগের উপসংহারে বৃন্দ বলিয়াছেন -

"ইতি বিবিধমুনীনাং বাক্যমালোচ্য যত্নাৎ।
স্বমতিপরিমিতৈর্বিখ্যাতিমদ্ভিঃ প্রয়োগৈঃ
গ্রথিত ইহ ময়ায়ং সংগ্রহো বৃন্দনাম্না
সপদি স হি লিখিত্বা সিদ্ধযোগঃ সমাপ্তঃ॥"

চক্রসংগ্রহের অধিকাংশ এই সিদ্ধযোগ হইতে গৃহীত হইয়াছে। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভটে অনুক্ত অথচ বৃন্দ কর্ত্তৃক উক্ত এবম্বিধ কতকগুলি সিদ্ধযোগের উল্লেখ পূর্ব্বক আমরা সিদ্ধ-যোগবিষয়ক বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি—

জ্বরে—চতুর্দ্দশাঙ্গ ও অষ্টাদশাঙ্গ কাথ, অঙ্গারকতৈল। **অর্শে**—প্রাণদা গুড়িকা, কাঙ্কায়নমোদক, বাহুশালগুড়, ভল্লাতকগুড়, **ক্রিমিতে**—বিড়ঙ্গঘৃত। **পাণ্ডুতে**—পুনর্নবামণ্ডুর। **রাজযক্ষ্মায়**—ছাগলাদ্যঘৃত। **শ্বাসে**—ভার্গীগুড়। **বাতব্যাধিতে**—নারায়ণ ও মহানারায়ণ তৈল, বৃহন্মাষ (সপ্তপ্রস্থমহামাষ) তৈল, কুব্জপ্রসারণী তৈল।

বাতরক্তে—কৈশোরগুগ্‌গুলু। **পরিণামশূলে**—শতাবরীমণ্ডুর। **হৃদ্রোগে**—অর্জ্জুন ঘৃত। **কুষ্ঠে**—গুগ্‌গুলু পঞ্চতিক্তক ঘৃত, মরিচাদ্য তৈল। **মুখরোগে**—বৃহৎ খদিরাদি বটিকা। **প্রদরে**—শীতকল্যাণক ঘৃত। **যোনিরোগে**—ফলঘৃত।

সিদ্ধযোগের টিপ্পনী ও টীকা—কেহ বলেন "সিদ্ধযোগের টিপ্পনী "বৃন্দটিপ্পনী" নামে খ্যাত। ইহার রচয়িতা কে জানা যায় না। বৃন্দটিপ্পনী এত প্রাচীন যে ইহার পাঠ সিদ্ধযোগের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে। মুদ্রিত সিদ্ধযোগোক্ত ফলঘৃতের পাঠে "অনুক্তং লক্ষণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ" এই বিধি সন্নিবিষ্ট হইলেও শ্রীকণ্ঠ ইহাকে বৃন্দটিপ্পনী-ধৃতপাঠবোধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃন্দটিপ্পনী চক্রপাণির পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল"।

* পুণার আনন্দাশ্রম প্রেস হইতে শ্রীকণ্ঠকৃত ব্যাখ্যাকুসুমাবলী টীকা সহিত সিদ্ধযোগের একটি উত্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সিদ্ধযোগ বঙ্গে প্রায় অজ্ঞাত। অতএব বিশিষ্ট স্থল ভিন্ন যশোধরবিবর্ণের "বৈদ্যকে ব্যবহারের" সর্ব্বত্র চক্রসংগ্রহ হইতে পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ বৃন্দটিপ্পনী পৃথক্ গ্রন্থ নহে, পরিভাষাদি বিষয়ে সিদ্ধযোগের স্থানে স্থানে বৃন্দ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই বৃন্দটিপ্পনী। এইরূপ চক্রসংগ্রহের চক্রকৃত মন্তব্য চক্রটিপ্পনী নামে খ্যাত। বৃন্দটিপ্পনীর সমালোচনা, শ্রীকণ্ঠ স্বীয় টীকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন॥ চক্রসংগ্রহের টীকাকার শিবদাস, শ্রীকণ্ঠের * মতোদ্ধার করিয়াছেন, অতএব শ্রীকণ্ঠ শিবদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। সিদ্ধযোগের টীকার নাম ব্যাখ্যাকুসুমাবলী—শ্রীকণ্ঠ দত্ত ইহার রচয়িতা। শ্রীকণ্ঠ চক্রপাণির অধস্তন।

চক্রসংগ্রহ—চক্রপাণিদত্তকৃত সংগ্রহ, বঙ্গে সুপ্রচলিত এবং বহুআদৃত। এই সংগ্রহ বৃন্দের সিদ্ধযোগ অবলম্বনে লিখিত। চক্রপাণি কেবল ইহাতে কতকগুলি অতিরিক্ত সিদ্ধযোগের সন্নিবেশ করিয়াছেন। যদি এই অতিরিক্ত সিদ্ধযোগরাশি বৃন্দের সিদ্ধযোগে সংযোজিত হয় কিংবা যদি এইগুলি চক্রসংগ্রহ হইতে দূরীকৃত হয়, তাহা হইলে সিদ্ধযোগাপেক্ষা চক্রসংগ্রহের বিশেষ কোন উপাদেয়তা থাকে না। উভয় গ্রন্থ উপাদেয়তায় তুল্য হইলে, প্রাচীনত্ব হেতু সিদ্ধযোগই আদৃত হইবে, সুতরাং অনাদৃত চক্রসংগ্রহের লোপাপত্তি ঘটিতে পারে, এই চিন্তা করিয়া চক্রপাণি, গ্রন্থের উপসংহারে, সিদ্ধযোগাপেক্ষা স্বীয় সংগ্রহের বিশিষ্টত্ব রক্ষার জন্য প্রক্ষেপ্তা এবং উদ্ধর্ত্তা উভয়কেই শাপ দিয়া লিখিয়াছেন—

"যঃ সিদ্ধযোগলিখিতাধিকসিদ্ধযোগান্
তত্রৈব নিক্ষিপতি কেবলমুদ্ধরেদ্বা
ভট্টত্রয়ত্রিপথবেদবিদা জনেন।
দত্তঃ পতেৎ সপদি মূর্দ্ধনি তস্য শাপঃ"॥

চক্রের অভিশাপ প্রদান নিষ্ফল হয় নাই। চক্রের আশঙ্কা দেখিয়া অনুমান হয়, অন্যকৃত সংগ্রহে কিঞ্চিৎ যোগবিয়োগ করিয়া অভিনব সংগ্রহগ্রন্থ প্রচারের আকাঙ্ক্ষা তৎকালে বৈদ্যসমাজে বলবতী ছিল। চক্রপাণির পিতা নারায়ণ, ইনি গৌড়াধিপতি নয়পালের পাকশালাধ্যক্ষ ছিলেন। এই নয়পাল, মহীপালের উত্তরাধিকারী এবং ১০৪০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। চক্রের অনুজের নাম ভানু। চক্রপাণি বিখ্যাত রোধ্রবলী সংজ্ঞক দত্তকুলোৎপন্ন। কেহ বলেন চক্রপাণি শৈব। জন্মভূমি বীরভূমিতে অদ্যাপি চক্রপাণি প্রতিষ্ঠিত চক্রপাণীশ্বর শিব আছেন। † অপরে বলেন চক্রপাণি মগধকে "মহাবোধি" প্রদেশ বলিয়াছেন, "বোধিসত্ত্বেন ভাষিতম্" লিখিয়াছেন এবং "সুখাবতীবর্ত্তি" "সৌগতমঞ্জনম" নাম ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন, অতএব স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত

* শিবদাস, চক্রোক্ত কফজবমনচিকিৎসায় শ্রীকণ্ঠোক্ত পাঠ বৃন্দটিপ্পনী বোধে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা নিশ্চিত লিপিকর প্রমাদ।

† বৈদ্যাকশব্দসিন্ধু—পৃঃ ১।০

ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল।* চরকের দৃঢ়বল যোজিতাংশে সুখাবতীবর্ত্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সৌগতমঞ্জনের নাম নিশান্তবর্ত্তি, বুদ্ধ কর্তৃক উক্ত হইয়াছিল বলিয়া এই অঞ্জনের নাম সৌগত। কোন বৌদ্ধতন্ত্র হইতে চক্র ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। "বোধিসত্বেন ভাষিতম্" ও তদ্রূপ কোন দেশ বা বৃক্ষের নাম বোধিশব্দযোগে প্রযুক্ত হইলে, যদি প্রযোক্তার বৌদ্ধানুরক্তি প্রকাশ পায় তাহা হইলে অনেককেই বৌদ্ধ বলা যায়। চরকেও ত অশ্বত্থবৃক্ষকে বোধিদ্রুম বলা হইয়াছে।† আদর করিয়া কোন সম্প্রদায়বিশেষের সিদ্ধযোগ উদ্ধৃত করিলে যদি তৎ সম্প্রদায়ানুরাগী হইতে হয় তাহা হইলে বনৌষধি-দর্পণের সঙ্কলয়িতাকেও খৃষ্টানুরাগী হইতে হয়।

চক্রপাণির সময়ে ধাতুরসোপরসবিষয়ক জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত ও ব্যাপকতা লাভ করিয়া, চিকিৎসারাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। বাগ্‌ভটের সময় হইতেই পারদ ও বিবিধ ধাতুর ভৈষজ্যতত্ত্ব কথঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যব্যবহৃত লৌহ-মণ্ডুরাদি কয়েকটী ধাতু ভিন্ন অন্যান্য ধাতু এবং পারদের ব্যবহারে বৃন্দের উদাসীনতা দর্শনে অনুমান হয়, বৃন্দের সময় পর্য্যন্ত রসোপরসাদির ব্যবহার সম্প্রদায় বিশেষের আলোচ্য হইলেও, উহাদের ব্যবহার কায়চিকিৎসক সম্প্রদায়ের অননুমোদিত ছিল। এবম্বিধ উপেক্ষা বিস্ময়কর নহে। রসচিকিৎসার গৌরব যখন দেশব্যাপ্ত, রসচিকিৎসা যখন গৃহে গৃহে আদৃত, সেই সময়েও চরকের কোন নবীন টীকাকার রসসম্বলিত ভেষজদাতাকে "বড়ে কবিরাজ" বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। গুণগ্রাহী উদারহৃদয় চক্রপাণি, স্বসংগ্রহে "রসপর্পটিকা" "তাম্রযোগ" প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট করিয়া, রসাদিব্যবহারে পরবর্ত্তী সংগ্রহকার-গণকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। পাছে লোকে প্রক্ষিপ্ত মনে করে, এইজন্য চক্রপাণি লিখিয়াছেন—"রসপর্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা"। উদ্ভিদের ভাষানাম পাঠে অনুমান হয় চক্রপাণি বঙ্গদেশীয়।

চক্রসংগ্রহের টীকা—শিবদাসপ্রণীত তত্ত্বচন্দ্রিকা ভিন্ন অধুনা চক্রসংগ্রহের অন্য টীকা পাওয়া যায় না। শিবদাস, প্রাচীন টীকা চন্দ্রপ্রভাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তত্ত্বচন্দ্রিকা লিখিয়াছেন।‡ চরকতত্ত্বপ্রদীপিকা অপেক্ষা তত্ত্বচন্দ্রিকার ভাষা গাঢ়তর। শিবদাস কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়াছেন—লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহীসেন শিখরেশ্বরের সভাসৎ ছিলেন। শিবদাস সাহীসেন হইতে ষষ্ঠপুরুষ অধস্তন। শিবদাসের পিতার নাম অনন্তসেন, ইনি গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক ছিলেন। শিবদাসের পৈতৃক নিবাস মালঞ্চি, মালঞ্চি বারেন্দ্রভূমি, পাবনার অন্তর্গত। শিবদাস মণ্ডূকপর্ণীর ভাষানাম 'মানামানি' লিখিয়াছেন। রাঢ় ও বঙ্গে

---

* The History of Hindu Chemistery—p. XXXI.

† "বোধি দ্রুমকষায়ন্তু পিবেৎ তং মধুনা সহ। বাতরক্তং জয়ত্যাশু ত্রিদোষমপিদারুণম্" (চিঃ ২৯ অঃ)।

‡ "টীকারত্নপ্রভা চক্রদত্তনির্ম্মিতসংগ্রহে। যদ্যপ্যাস্তে তথাপ্যেষ সংক্ষেপায় মমোদ্যমঃ।"

যাহা থুলকুড়ি বা থানকুনি নামে খ্যাত, কোচবিহার, রঙ্গপুর, রাজসাহী অঞ্চলের লোকে তাহাকেই "মানামানি" বলে। সুতরাং এতদ্বারাও শিবদাসের বারেন্দ্রভূমিনিবাসিত্ব প্রমাণ হইতেছে।

চিকিৎসাসারসংগ্রহ—বঙ্গসেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে প্রতিরোগের সনিদান চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। ব্যঞ্জনাধিকারে কুমড়াঘণ্ট এবং কুমড়াবড়ির উল্লেখ দেখিয়া নিশ্চিত হয় যে গ্রন্থকার বঙ্গদেশীয় লোক। বঙ্গসেনের পিতার নাম গদাধর। বঙ্গসেন রাসয়নাধিকার ভিন্ন অন্য কুত্রাপি ব্যাপকভাবে পারদ ব্যবহার করেন নাই। কাস প্রমেহাদি কতকগুলি পীড়ায় একটীও রসঘটিত ঔষধের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ভাবমিশ্র বঙ্গসেনের মতোদ্ধার করিয়াছেন * অতএব ইহাঁর ভাবমিশ্রপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

শার্ঙ্গধরসংগ্রহ—শার্ঙ্গধর সঙ্কলিত ঔষধসংগ্রহ। ইহা হিন্দুস্থানে প্রচলিত। শার্ঙ্গধরসংগ্রহ পূর্ব্ব, মধ্য ও উত্তর তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে পূর্ব্বখণ্ডে ৭, মধ্যমখণ্ডে ১২ এবং উত্তর খণ্ডে ১৩ এই ৩২ অধ্যায়ে গ্রন্থ সমাপ্ত। সমস্ত পুস্তকে ২৬০০শত শ্লোক আছে।† বিষয় সন্নিবেশে কিঞ্চিৎ বিশিষ্টত্ব দৃষ্ট হয়। অপরাপর সংগ্রহের ন্যায় ইহাতে রোগানুসারে ঔষধ সন্নিবেশের পরিবর্ত্তে কল্পনানুসারে (স্বরস, ক্বাথ, কল্ক চূর্ণ, গুড়িকা ইত্যাদি।) ঔষধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। চিকিৎসকগণ, বারম্বার প্রয়োগ করিয়া যে সকল ঔষধের উপকারিতা অনুভব করিয়াছেন, শার্ঙ্গধর সংগ্রহে সেই গুলি সুসংগৃহীত হইয়াছে।‡ ভাবমিশ্র, নামোল্লেখ পূর্ব্বক শার্ঙ্গধর সংগ্রহ হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, অতএব শার্ঙ্গধর ভাবমিশ্রের উর্দ্ধতন§। শার্ঙ্গধরের মধ্যখণ্ডের ১১ অধ্যায়ে ধাতুর শোধন জারণ বিধি লিখিত হইয়াছে। ইহাতে রসঘটিত বিবিধৌষধ সন্নিবিষ্ট আছে।

ভাবপ্রকাশ—বাগ্‌ভটের পর যে হেতুলিঙ্গৌষধাত্মক আয়ুর্ব্বেদ পৃথক্‌ভাবে সংগৃহীত হইতেছিল, বঙ্গসেন তাহাকে পুনঃ একত্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল বৈদ্যকগ্রন্থের অদ্যাপি পঠন পাঠন প্রচলিত, তৎসমুদয় অবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা করিলে, দেখিতে পাই বাগ্‌ভটের পর ভাবমিশ্র ভিন্ন আর কেহই অষ্টাঙ্গআয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ করেন নাই। ভাবমিশ্র কেবল প্রাচীন অষ্টাঙ্গের সংগ্রাহক নহেন, এই সুদীর্ঘকালে যাহা কিছু নূতন আহৃত হইয়াছিল, ভাবমিশ্র তাহাও যথাযথ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অতএব তাঁহার গ্রন্থে রসোপরস এবং বিবিধ ধাতু, অহিফেন, চোপচিনি, সোহারা প্রভৃতি অভিনব দ্রব্য এবং ফিরঙ্গ,

---

* "চক্রদত্তবঙ্গসেনবৃন্দাদয়স্ত্বত্রাস্থানে নাগরং পঠন্তি"। জ্বরোক্তষড়ঙ্গপানীয়।

† "দ্বাত্রিংশৎসম্মিতাধ্যায়ৈর্যুক্তেয়ং সংহিতা স্মৃতা। ষড়্বিংশতিশতান্যত্র শ্লোকানাং গণিতানি চ।"

‡ "প্রসিদ্ধযোগাঃ মুনিভিঃ প্রযুক্তা শ্চিকিৎসকৈর্যে বহুশোঽনুভূতাঃ। বিধীয়তে শার্ঙ্গধরেণ তেষাং। সুসংগ্রহঃ সজ্জনরঞ্জনায়।"

§ "শার্ঙ্গধরেতু—"তত্ত্বংরক্তো যথা মেদো মজ্জাঃ কেশাস্তথৈবচ। ওজশ্চ সপ্তধাতূনাং ক্রমাৎ সপ্তোপধাতবঃ'। পূঃ খঃ প্রঃ তাঃ।

শীতলা নাম মসূরিকা প্রভৃতি পূর্ব্বাকথিত রোগের উল্লেখ দেখিতে পাই। দীর্ঘকাল পরে, ভাবমিশ্র, লুপ্তপ্রায় শল্যশালাক্যাদি অঙ্গের কিরূপ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্ত কুতূহলী পাঠকের আগ্রহ জন্মিতে পারে। আমরা ধান্বন্তরীয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বিষয়কবক্তব্যে এ বিষয় আলোচনা করিব।

বৈদ্যজীবন—ভাবমিশ্রের পর বৈদ্যকসরস্বতী মৌনাবলম্বন করিলে, এতদ্দেশীয় ভিষক্‌গণ "কবিরাজ" হইয়া, বৈদ্যকের নামে কাব্যাভিনয় করিতেছিলেন। বাগ্‌ভটের কালে যে ছন্দালঙ্কারপ্রিয়তা বৈদ্যকে পবেশলাভ করিয়াছিল, বৈদ্যজীবন তাহার অস্বাস্থ্যকর অত্যারূঢ়ি মাত্র। দিবাকর সুত লোলিম্বরাজ কবি, রোগীকে কেমন সুচিকিৎসার পরামর্শ দিয়াছেন দেখুন—

"পিত্তজ্বরে কিং রসফাণ্টলেপৈঃ।
কিংবা কষায়ৈরমৃতেন কিংবা।
পেয়ং প্রিয়ায়া মুখমেকমেব।
লোলিম্বরাজেন সদানুভূতম্॥"

"গদভঞ্জনায় চতুরৈশ্চরকাদ্যৈ মুনিভির্ণাং করুণয়া যৎ কথিতম্।
অখিলং লিখামি খলু তস্য রহস্যং স্বকপোলকল্পিতমিহাস্তি ন কিঞ্চিৎ"।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রন্থকার কিরূপে উহা লিখিলেন বুঝিতে পারি না।

"ভিন্দন্তি কে কুঞ্জরকর্ণপালিম্?
কিমব্যয়ং ব্যক্তি রতে নবোঢ়া?
সম্বোধনং স্যুঃ কিমু রক্তপিত্তম্?
নিহন্তি বামোরু বদ ত্বমেব॥"

প্রথম প্রশ্নের উত্তর "সিংহাঃ", দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর "ন", তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর "নঃ" একত্র উচ্চারণে সিংহানন অর্থাৎ বাসক। লোলিম্বরাজে এইরূপ হেঁয়ালির অভাব নাই।

"ভুক্তোচ্চটাং ক্ষীরযুতাং বিলাসী।
ভুঙ্‌ক্তে শতং সুন্দরি! সুন্দরীণাম্।
ত্বং তাবদেকাসি-ময়া তু সাধ্যা।
ভুক্তা রতৌ পশ্য কুতূহলং মে"॥

বৈদ্যজীবন দম্পতির কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। এইরূপ উক্তি গ্রন্থকারের মতে নিশীথে নিভৃত কক্ষে উচ্চারণযোগ্য হইতে পারে কিন্তু গ্রন্থে স্থানলাভ করিতে পারে না। বৈদ্যজীবনের তিনখানি টীকা আছে। "বৈদ্যজীবনদীপিকা"—হরিহরানন্দনাথ ভারতীর শিষ্য সুখানন্দনাথ ইহার রচয়িতা। প্রয়াগদত্তকৃত "বৈদ্যজীবনটীকা"। এবং রুদ্রভট্ট কৃত টীকা।

নাবনীতক।—ইহা কোন বৌদ্ধ ভিষক্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত সিদ্ধযোগাবলী। "বাউয়ার ম্যানেস্ক্রিপ্ট" (Bower's Manuscript) নামক পুস্তকে নাবনীতকের অভিধেয় এবং সূচীবিষয়ক যে পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে পাঠকের অবগতির জন্য আমরা এস্থলে তাহাই লিখিতেছি—

"নমস্তথগতেভ্যঃ।
প্রাক্‌প্রণীত মহর্ষীণাং যোগমুখ্যৈঃ সমন্বিতম্।
বক্ষ্যেঽহং সিদ্ধসংকর্ষনাম্না বৈ নাবনীতকম্।
নানাব্যাধিপরীতানাং নৃণাং স্ত্রীণাঞ্চ যদ্ধিতম্।
কুমারাণাং হিতং যচ্চ তৎসর্ব্ব মিহবক্ষ্যতে।
সমাসরতবুদ্ধীনাং ভিষজাং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
যোগবাহুল্যতশ্চাপি বিস্তরজ্ঞং মনোঽনুগম্।
অধ্যায়ং চূর্ণযোগানাং প্রথমঞ্চাত্র বক্ষ্যতে।
দ্বিতীয়ং ঘৃতপানানাং তৃতীয়ং তৈলসংজ্ঞিতম্।
চতুর্থং মিশ্রকংনাম নানাব্যাধিচিকিৎসিতম্।
পঞ্চমং বস্তিযোগানাং রসায়নবিধানতঃ।
সপ্তমঞ্চ যবাগূনাং বৃষ্যমষ্টমমুচ্যতে।
নেত্রাঞ্জনানাং নবমং দশমং কেশরঞ্জনম্।
অভয়াকল্পনামাধ্যমত্রৈকাদশমুচ্যতে।
দ্বাদশংস্যাচ্ছেলজতো শ্চিত্রকস্য ত্রয়োদশম্।
কুমারভৃত্যমপ্যত্র স্যাচ্চতুর্দ্দশমিষ্যতে।
বন্ধ্যাচিকিৎসিতাখ্যঞ্চ জ্ঞেয়ং পঞ্চদশং বুধৈঃ।
সুভগা * চিকিৎসিতাখ্যঞ্চতথা ষোড়শকংমতম্।
নেদং দদ্যাদপুত্রায় নচা * ত্রা * ত্রেক * অঞ্জন।
অশিষ্যে প্রস্তবো নস্যাৎ কর্ত্তব্য ইতি মে মতিঃ।''

ইহা পাঠ করিয়া জানা যাইতেছে যে নাবনীতকের বিষয় সন্নিবেশ শাঙ্গধরতুল্য ঔষধ-কল্পনানুসারে বিন্যস্ত। "নেদং দদ্যাদপুত্রায়" ইত্যাদি পাঠ করিয়া বোধ হয়, বিকৃত তান্ত্রিক মত, অনবদ্য বৌদ্ধ ধর্ম্মশরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক, যখন উহাকে বিকলাঙ্গ করিতেছিল, নাবনীতক সেই সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল।

আত্রেয় সম্প্রদায়ের অপর কতকগুলি গ্রন্থের, গ্রন্থগৌরবভয়ে নামতঃ উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। অঞ্জননিদান।—অঞ্জনাচার্য্যকৃত রোগবিনিশ্চয় বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। ইহা বঙ্গের কেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যে

আদর্শ দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, ইহা অগ্নিবেশাচার্য্য কৃত, হয় সেই আদর্শ লিপিকরপ্রমাদ-দুষ্ট, নচেৎ এই অগ্নিবেশাচার্য্য আত্রেয় শিষ্য অগ্নিবেশ নহেন—পৃথক্ লোক। অঞ্জননিদান সংগ্রহগ্রন্থ—মাধবের রুগ্বিনিশ্চয়ের পরে লিখিত। যেহেতু মাধব গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন "নানামুনীনাংবচনৈরিদানীং" ইদানীং শব্দের অর্থ প্রথম। সুতরাং মাধবের গ্রন্থকে যাবতীয় রুগ্বিনিশ্চয়গ্রন্থের আদি বলিতে হয়। জয়কৃষ্ণমিশ্র রচিত অঞ্জননিদানের একখানি টীকা আছে।

২। রসকৌমুদী।—ভিষক্ মাধব প্রণীত। এ মাধব নিদানকার মাধব কি না সন্দেহ। ইহাতে রসঘটিত বিবিধ সিদ্ধফল ঔষধ, নানাগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

৩। হংসরাজনিদান।—হংসরাজ কৃত রোগনির্ণয়াত্মক পুস্তক। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহার পঠনপাঠন প্রচলিত আছে। বম্বের ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৪। বালতন্ত্র —শিশুচিকিৎসাগ্রন্থ। মহীধর পুত্র কল্যাণবৈদ্য কৃত। ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক হিন্দি অনুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। নামসাগর।—কেশ্রদেব কৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। মুদ্রিত হয় নাই। গোণ্ডার বিন্ধেশ্বরী প্রসাদের নিকট এই পুঁথি আছে।

৬। চিকিৎসাঞ্জন।—বিদ্যোপাধ্যায় কৃত রোগবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ।

৭। গূঢ়ার্থদীপিকা।—কাশীরামকৃত শার্ঙ্গধরসংগ্রহের টীকা। মুদ্রিত হয় নাই।

৮। যোগতরঙ্গিণী।—শ্রীমল্লভট্টকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। বম্বের ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৯। নাড়ীপ্রকাশ।—শঙ্করসেনকৃত। মুদ্রিত হইয়াছে।

১০। বৈদ্যবিনোদ।—শঙ্করসেন কৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১১। নাড়ীপরীক্ষাদিচিকিৎসাকথন।—সঞ্জীবেশ্বর শর্ম্মার পুত্র রত্নপাণিশর্ম্ম-কৃত নাড়ীজ্ঞান ও চিকিৎসাগ্রন্থ। মুদ্রিত হয় নাই।

১২। রসমঞ্জরী।—শালিনাথ কৃত ধাতুজারণমারণাদি এবং বিবিধৌষধ সংগ্রহ বিষয়ক পুস্তক। ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩। রসেন্দ্রকল্পদ্রুম।—দ্রাবিড়দেশবাসী বৈদিকব্রাহ্মণ নীলকান্তভট্টের পুত্র মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ ভট্ট বিরচিত। বিবিধ রসঘটিত ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য যে সমুদয় যন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে, এই গ্রন্থে তৎসমুদয় যন্ত্র অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠমাত্র প্রতীতি জন্মে, এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের কর্ম্মাভ্যাসজাত জ্ঞানের ফলস্বরূপ। মুদ্রণযোগ্য হইলেও অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

১৪। বৈদ্যরহস্য।—বংশীধরের পুত্র বিদ্যাপতি প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থ। ক্ষেম-রাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক হিন্দি ভাষাটীকাসহ মুদ্রিত।

১৫। সিদ্ধান্তচিন্তামণি।—মাধবনিদানের টীকা। খণ্ডিত, রচয়িতার নাম অজ্ঞাত।

১৬। মধুমতী।—দ্রাবিড়বাসী নীলকান্ত ভট্টের পুত্র, রামকৃষ্ণ ভট্টের শিষ্য নরসিংহ কবিরাজ রচিত দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

১৭। মূত্রপরীক্ষা।—রোগীর মূত্র পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয়াত্মক পুস্তক। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। অমুদ্রিত।

১৮। কালজ্ঞান।—রোগীর মূত্রমলনিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস পরীক্ষাপূর্ব্বক পীড়ার সাধ্যত্বাসাধ্যত্বাদি নির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। অমুদ্রিত।

১৯। শরীরনিশ্চয়াধিকার।—গর্ভাবস্থায় রমণীগণের যেরূপ আহার বিহার কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ক গ্রন্থ। ভবানীপ্রসাদ কবিরাজের শিষ্য রামদাস কর্ত্তৃক রচিত। অমুদ্রিত।

২০। পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়।—উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র গজপতির চিকিৎসক বিশ্বনাথ সেন রচিত পথ্যাদিবিষয়ক গ্রন্থ।

২১। বৈদ্যবল্লভ।—হিতরুচিপুত্র হস্তিরুচি প্রণীত জ্বরচিকিৎসা গ্রন্থ। ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২২। চিকিৎসাকণিকা।—ত্রিশঠাচার্য্য প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

২৩। মনোরমা।—জ্বরচিকিৎসাগ্রন্থ। গ্রন্থকার অজ্ঞাত। মুদ্রিত হয় নাই।

২৪। হিতোপদেশ।—শিশু, স্ত্রী ও বিষচিকিৎসার পুস্তক। রচয়িতা—শ্রীকান্ত দাশ। অমুদ্রিত।

২৫। যোগশতক।—জ্বরাদিব্যাধিপ্রশমক যোগশতকসংগ্রহ। শ্রীকণ্ঠদাস রচিত। বররুচি রচিত ইহার একখানি টীকা আছে, টীকার নাম—অভিধান চিন্তামণি। অমুদ্রিত।

২৬। মোমহনবিলাস।—ক্ষত্রিয় প্রয়াগদাশের পুত্র মোমহন কর্ত্তৃক, মহাম্মদ শার পুত্র ফিরোজশার রাজত্বকালে রচিত। ইহাতে বিশিষ্ট শিশুরোগ ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা এবং বৃষ্যবাজীকরণযোগাবলী লিখিত হইয়াছে। অমুদ্রিত।

২৭। কূটমুদ্গার।—ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। অজীর্ণচিকিৎসা ও পথ্যবিষয়ক পুস্তক।

২৮। আয়ুর্বেদাগমন।—ইহা আয়ুর্ব্বেদের ইতিবৃত্ত। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকার স্বসময় পর্য্যন্ত যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যের বিবরণ লিপি করিব বলিয়া গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ক্ষোভের বিষয় আমরা যে আদর্শ দেখিয়াছি তাহা খণ্ডিত। ইহা অখণ্ডভাবে সংগৃহীত হইলে আয়ুর্গ্রন্থের কাল বা পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

২৯। রসপ্রদীপ।—উপাদেয় রসগ্রন্থ। ভাবমিশ্র বহুস্থলে এই গ্রন্থোক্ত ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন। অমুদ্রিত।

৩০। শতশ্লোকী।—বোপদেবকৃত, চূর্ণ, গুড়িকা, লৌহ, ঘৃত, তৈল এবং কাথবিষয়ক শতশ্লোকময় গ্রন্থ। গ্রন্থকার আত্মপরিচয়ার্থ লিখিয়াছেন—

"দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহা- ।
স্থানং দেবপদাস্পদাগ্রজগণাগ্রণ্যং সহস্রং দ্বিজাঃ।
তত্রামীষু ধনেশকেশবাভিধৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌক্রমাৎ।
চক্রে শিষ্যসুতস্তয়োঃ কৃতিমিমাং শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥"

এই পুস্তক ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

৩১। বীরসিংহাবলোকন।—বীরসিংহকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৩২। বিশ্বকোষ।—মহেশ্বর কৃত বৈদ্যকশব্দাভিধান। অমুদ্রিত।

৩৩। যোগচিন্তামণি।—হর্ষকীর্ত্তিসূরিকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণ-দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৩৪। বালবোধ।—বামাচার্য্যকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

৩৫। বিষোদ্ধার।—বিবিধ বিষচিকিৎসাগ্রন্থ। গ্রন্থকার অজ্ঞাত। অমুদ্রিত।

৩৬। বৈদ্যরত্ন।—গোস্বামী শিবানন্দ ভট্ট কৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৩৭। রসেন্দ্রচিন্তামণি।—প্রসিদ্ধ রসগ্রন্থ। ভাবমিশ্র ইহা হইতে অনেক ঔষধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছে।

৩৮। সিদ্ধান্তমঞ্জরী।—বোপদেবকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

৩৯। ক্ষেমকুতূহল।—কৃষ্ণশর্ম্মকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

৪০। সাধ্যরোগরত্নাবলী।—শ্যামলালকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

৪১। বালচিকিৎসাপটল।—শিশুচিকিৎসাগ্রন্থ। গ্রন্থকার অজ্ঞাত। মুদ্রিত হয় নাই।

৪২। সারসংগ্রহ।—চক্রপাণিকৃত চিকিৎসাসংগ্রহ। মুদ্রিত হয় নাই।

৪৩। যোগরত্নাবলী।—শ্রীকণ্ঠকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। মুদ্রিত হয় নাই।

৪৪। গৌরীকাঞ্চলিকা।—চিকিৎসাসংগ্রহ—বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪৫—৪৯। শাল্মলীকল্প, শ্বেতাপরাজিতাকল্প, কৃষ্ণাপরাজিতাকল্প, বৃহতীকল্প, শ্বেতার্ক-কল্প।—এই পাঁচখানি ক্ষুদ্র পুঁথিতে, বিবিধ ব্যাধিতে, শাল্মলী, শ্বেতাপরাজিতা, কৃষ্ণাপরাজিতা, বৃহতী এবং শ্বেতার্কের প্রয়োগ লিখিত হইয়াছে। মুদ্রিত হয় নাই।

৪৫। নিবন্ধসংগ্রহ।—বৈদ্যক পারিভাষিক শব্দার্থবিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকার অজ্ঞাত। মুদ্রিত হয় নাই।

৪৬। বৈদ্যামৃতলহরী।—মথুরানাথ শুক্ল কৃত জ্বরচিকিৎসা পুস্তক।

৪৭। বাণীকরী।—বাণীকরীকৃত রোগাবলীর পৃথক্‌করণ বিষয়ক গ্রন্থ। মুদ্রিত হয় নাই।

৪৮। উপবনবিনোদন।—শার্ঙ্গধরকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

৪৯। সন্নিপাতমঞ্জরী।—ভবদেবকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

৫০। চিকিৎসাকল্পলতিকা।—ত্রিশঠাচার্য্যকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

৫১। রসসঙ্কেতকণিকা।—চামুণ্ডাকৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

৫২। রসসারামৃত।—রামসেনকৃত রসগ্রন্থ। মুদ্রিত হয় নাই।

৫৩। গূঢ়বোধক।—হেরম্বসেনকৃত কএকটী রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক। মুদ্রিত হয় নাই।

৫৪। রসরত্নাকর।—নিত্যনাথ বিরচিত বৃহৎ রসগ্রন্থ। রসজারণমারণাদি ভিন্ন ইহাতে বিবিধ তৈলৌষধাদিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৫৫। বৈদ্যবৃন্দ ও বৈদ্যামৃত।—নারায়ণকৃত রসগ্রন্থদ্বয়। অমুদ্রিত।

৫৬। বৈদ্যকল্পদ্রুম।—শুকদেবকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

৫৭-৫৯। বৈদ্যমনউৎসব, বৈদ্যরত্ন ও বৈদ্যসঞ্জীবনী।—বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে। অস্মদ্দেশে এই সকল চিকিৎসাগ্রন্থের পঠন পাঠন প্রচলিত না থাকিলেও দেশান্তরে এই ক্ষুদ্র সংগ্রহগ্রন্থত্রয় বিলক্ষণ আদৃত।

৬০। রসরত্নসমুচ্চয়।—উত্তম রসগ্রন্থ। পুণানগরীর আনন্দাশ্রম যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছে।

৬১-৬৪। রসরত্নাকর, রসরাজমহোদধি, রসরাজমহোদয়, রসরাজ-সুন্দর,—এই রসগ্রন্থ চতুষ্টয় বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রসরাজসুন্দর বৃহত্তম।

৬৫। যোগরত্নাকর।—বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। পুণানগরীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

৬৬। অর্কপ্রকাশ।—রাবণ প্রণীত। ইহাতে বিবিধ অর্কের গুণ বিবৃত হইয়াছে। ইহা বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

৬৭। প্রয়োগচিন্তামণি।—রামমাণিক্যসেন বিরচিত চিকিৎসা সংগ্রহ। কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছে।

৬৮। রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।—গোপালভট্ট কৃত প্রাচীন রসগ্রন্থ। কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছে।

অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে মধ্যপ্রদেশে নিম্নলিখিত পুঁথিগুলি আছে।—

৬৯। আতঙ্কদর্পণ।—বাচস্পতি কৃত মাধবনিদানের টীকা। ৭০। অভিনবচিন্তামণি।—চক্রপাণিদাসকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। ৭১। আরোগ্যচিন্তামণি।—চিকিৎসাগ্রন্থ। গ্রন্থকার অজ্ঞাত। ৭২। গদনিগ্রহ চিকিৎসাগ্রন্থ। গ্রন্থকার অজ্ঞাত। ৭৩। ভোজরাজ কৃত চারুচর্য্যা। ৭৪। গণেশ কৃত চিকিৎসামৃত। ৭৫। হরিভারতী কৃত চিকিৎসাসার ৭৬। নারায়ণকৃত জ্বরনির্ণয়। ৭৭। নারায়ণরাজ কৃত নারায়ণবিলাস। ৭৮। বীরসিংহকৃত নৃসিংহোদয়। ৭৯। পদার্থচন্দ্রিকা—চন্দ্রনন্দন কৃত অষ্টাঙ্গহৃদয়টীকা, খণ্ডিত। ৮০। বালতন্ত্র কল্যাণ কৃত শিশুচিকিৎসা গ্রন্থ। ৮১। রঘুনাথ কৃত ভোজনকুতুহল ৮২। রাঘব কৃত বৈদ্যবিলাস। ৮৩। সোমনাথ মহাপাত্র কৃত বৈদ্যসংক্ষিপ্তসার। ৮৪। বৈদ্যসর্ব্বস্ব। ৮৫। গোপালদাস কৃত বৈদ্যসংগ্রহ। ৮৬। নীলাম্বর পুরোহিত কৃত রসচন্দ্রিকা। ৮৭। যশোধর কৃত রসপ্রকাশসুধাকর। ৮৮। নরহরিভট্ট কৃত রসযোগমুক্তাবলী। ৮৯। নিত্যনাথ কৃত রসরত্নমালা। ৯০। গোবিন্দাচার্য্য কৃত রসসার।

এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুঁথি অনুসন্ধানার্থ ভ্রমণকারী পণ্ডিতগণের মন্তব্যপাঠে জানা যায় নিম্নলিখিত পুঁথিগুলি ঢাকায় আছে।—

৯১। জগন্নাথদত্ত কৃত চিকিৎসারত্ন। ৯২। হরানন্দ কৃত চিকিৎসাদীপিকা। ৯৩। রঘুনন্দন কৃত মুগ্ধবোধ। ৯৪। জগন্নাথ গুপ্ত কৃত সদ্বৈদ্যভাবাবলী।

মাধবনিদানটীকাকৃৎ বিজয়রক্ষিত ধৃত পূর্ব্বাকথিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার। (১) গদাধর, (২) বাপ্যচন্দ্র, (৩) বকুল, (৪) সুধীর, (৫) সুকীর, (৬) মৈত্রেয় (৭) সুধাস্ত সেন, (৮) পরাশর, (৯) প্রশ্নবিধানাখ্য টীকা, (১০) আষাঢ়বর্ম্ম, (১১) স্বামিদাস, (১২) খরনাদ, (১৩) নাগার্জ্জুনতন্ত্র, (১৪) করবীরাচার্য্য, (১৫) গৌতম, (১৬) চন্দ্রিকাকার, (১৭) বৃদ্ধভোজ, (১৮) বাৎস্যায়ন, (১৯) কল্যাণবিনিশ্চয়, (২০) বরাহ, (২১) হিরণ্যাক্ষ, (২২) আলম্বায়ন, (২৩) কাশ্যপ।

চক্রসংগ্রহের টীকায় শিবদাস ধৃত পূর্ব্বাকথিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার।—(১) চন্দ্রপ্রভা, (২) প্রয়োগরত্নাকর (৩) সূপশাস্ত্র, (৪) নিশ্চল, (৫) চন্দ্রট, (৬) রবিগুপ্ত, (৭) আয়ুর্বেদসার, (৮) আণুবর্ত্তটীকাকার, (৯) বৈদ্যপ্রসারক, (১০) শালিহোত্র, (১১) সিদ্ধসার, (১২) চন্দ্রকলা টীকাকার, (১৩) বৈদ্যপ্রদীপ, (১৪) দ্রব্যাবলী, (১৫) বিশ্বামিত্র, (১৬) রত্নশালা, (১৭) মাহেশ্বর।

বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগের টীকাকার শ্রীকণ্ঠ ধৃত পূর্ব্বাকথিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার।—(১) জৎগণপাঠব্যাখ্যা (২) জিনদাস, (৩) মুনিদাস, (৪) নাগার্জ্জুনবার্ত্তামালা, (৫) হরমেখল, (৬) বৈকারণ, (৭) গন্ধশাস্ত্র, (৮) করাল, (৯) সাত্যকি, (১০) ভদ্রশৌনক, (১১) লক্ষণটিপ্পন, (১২) বৈদ্যকসিদ্ধান্ত, (১৩) আচার্য্য ভীমদত্ত, (১৪) পাথণ্ডিকা।

সুশ্রুতটীকাকৃৎ ডল্লণ ধৃত পূর্ব্বাকথিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার।—(১) লক্ষণটীপ্পণীকার, (২) শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, (৩) জ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ শ্রীপতি, (৪) মাহেশ্বর, (৫) জমদগ্নি, (৬) অমর।

অষ্টাঙ্গহৃদয়টীকাকার অরুণ ধৃত পূর্ব্বাকথিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার।—(১) বালাদিত্য, (২) মাধ, (৩) দারুবাহী, (৪) আয়ুর্বেদাবতার, (৫) নগ্নজিৎ, (৬) নাগানন্দ, (৭) সিদ্ধসার, (৮) বাণভট্ট, (৯) রুদ্রট।

ধান্বন্তরীয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী।

যে দিন ঋষিগণপরিবৃত আশ্রমস্থ দিবোদাস কাশীরাজ

> "অহং হি ধন্বন্তরি রাদিদেবো।
> জরারুজামৃত্যুহরোঽমরাণাম্।
> শল্যাঙ্গমঙ্গৈ রপরৈরুপেতম্।
> প্রাপ্তোঽস্মি গাং ভূয় ইহোপদেষ্টুম্।"

বলিয়া আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক, ব্যাধিপীড়িত জীবলোকের ক্লেশ মোচনার্থ আয়ুর্ব্বেদ জিজ্ঞাসু শিষ্যভাবোপপন্ন সুশ্রুতাদি দ্বাদশ শিষ্যকে শল্যবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন, অধুনা অনভ্যস্তশল্যবিদ্য ভিষক্‌গণের পক্ষে সেই দিন কত সান্ত্বনার দিন।

ধন্বন্তরির দ্বাদশ শিষ্য যথা—সুশ্রুত, ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত, নিমি, কাঙ্কায়ন, গার্গ্য এবং গালব। ডল্বণমতে ভোজও ধন্বন্তরির শিষ্য।* সুশ্রুতসংহিতায় দেখি—

> "ঔপধেনব মৌরভ্রং সৌশ্রুতং পৌষ্কলাবতম্।
> শেষাণাং শল্যতন্ত্রাণাং মূলাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ॥ (সূঃ ৪ অঃ)।

* "ঔপধেনবাদয়ঃ সুশ্রুতান্তাঃ সপ্তশিষ্যাঃ, প্রভৃতি শব্দেন ভোজাদয়ঃ। অন্যেতু গোপুর রক্ষিত ইতি নাম দ্বয়ং মন্যন্তে। ইত্যৌপধেনবাদয়ো দ্বাদৌ। প্রকৃতিগ্রহণাৎ নিমিকাকাঙ্কায়নগার্গ্যগালবাইতি। এবংমতে দ্বাদশ শিষ্যাঃ। সুশ্রুত টীকায় ডল্বণ। টীকাকারগণ পাঠোদ্ধার কালে "গোপুররক্ষিতঃ" বলিয়াছেন কুত্রাপি "গোপুর রক্ষিতৌ" দৃষ্ট হয় না। অতএব আমরা একনাম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।

অতএব জানা যাইতেছে, ধন্বন্তরির দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ঔপধেনব, ঔরভ্র, সুশ্রুত, এবং পৌষ্কলাবত পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। "শেষাণাং শল্যতন্ত্রানাং" পাঠের ব্যাখ্যায় ডল্বণ লিখিয়াছেন "শেষাণাং করবীর্য্যগোপুররক্ষিত প্রভৃতি প্রণীতশল্যতন্ত্রানাং" সুতরাং করবীর্য্য, গোপুর রক্ষিতের ও পৃথক্ তন্ত্রকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। ডল্বণ গোপুর রক্ষিত শব্দের পর "প্রভৃতি" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সুতরাং ধন্বন্তরির অপরাপর শিষ্যগণ সকলে না হউক, অন্ততঃ তন্মধ্যে কেহ কেহ যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

সৌশ্রুততন্ত্র (বৃদ্ধসুশ্রুত)—ধন্বন্তরি শিষ্য সুশ্রুত প্রণীত গ্রন্থ সৌশ্রুততন্ত্র নামে খ্যাত ছিল। আমরা এক্ষণে যাহাকে সুশ্রুতসংহিতা বলিয়া পাঠ করি তাহা বৌদ্ধ-নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক সৌশ্রুত তন্ত্রাবলম্বনে প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থমাত্র। নাগার্জ্জুন চরকবৎ প্রতিসংস্কর্তৃরূপে আত্মপ্রকাশ করেন নাই। টীকাকার ডল্বণ আমাদিগকে বলিয়াছেন—"প্রতিসংস্কর্তাপীহ নাগার্জ্জুন এব"।

নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুতসংহিতা হইতে সৌশ্রুত তন্ত্রকে পৃথক্ করিবার জন্য টীকাকারগণ সৌশ্রুততন্ত্রকে বৃদ্ধসুশ্রুত এই আখ্যা দিয়াছেন। টীকাকারগণ বৃদ্ধসুশ্রুত হইতে যথেষ্ট পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। শিবদাসের টীকায় ও বৃদ্ধসুশ্রুত হইতে পাঠ উদ্ধৃত হইতে দেখি (চক্রদত্তের শাবণশেদের টীকা দেখ)। অতএব সুশ্রুতসংহিতা আদৃত হইলেও শিবদাসের সময় পর্য্যন্ত সৌশ্রুত তন্ত্রের (বৃদ্ধসুশ্রুতের) লোপাপত্তি ঘটে নাই জানা গেল।

ধন্বন্তরির অপরাপর শিষ্য কর্ত্তৃক রচিত তন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য এই—চক্রপাণি, সুশ্রুতটীকায় পৌষ্কলাবত তন্ত্র হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।* শিবদাস চক্রসংগ্রহের টীকায় গোপুর রক্ষিত ও বৈতরণ তন্ত্রোক্ত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।† এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে চক্রপাণি এবং শিবদাসের সময়ে পৌষ্কলাবত, গোপুররক্ষিত এবং বৈতরণ কৃত শল্যতন্ত্র বিদ্যমান এবং সুধীসমাজে উহাদের পঠনপাঠন প্রচলিত ছিল। অধুনা এই সমস্ত শল্যতন্ত্র দুর্ল্লভ।

সুশ্রুতসংহিতা।—ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সুশ্রুতসংহিতা, সৌশ্রুততন্ত্র বা বৃদ্ধসুশ্রুত মতোপজীবি নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত একখানি অভিনব তন্ত্র। অগ্নিবেশ-তন্ত্র চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়া চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু সৌশ্রুততন্ত্র নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইলেও সেই সুশ্রুতনামানুসারেই বিখ্যাত রহিয়াছে।

---

* অতএব পৌষ্কলাবতেঽপ্যুক্তং "আহারজবৎপরংধাম তদা[illegible] রক্ষিতং রক্তং প্রতিপাদ্যতে" (ভানুমতী সূঃ ১৪ অঃ)

† "যদাহ গোপুররক্ষিতঃ রক্তিকাদিষু মাষেষু যাবৎ কুড়বোত্তরেৎ" (অরাধিকারোক্ত [illegible] ষুক্তের টীকা)। "উক্তঞ্চ বৈতরণে সর্ব্বশস্ত্র বিনাঃ প্রাপ্য লেপবদ্ধ বিবর্জয়েৎ" (ব্রণশোথ টীকা)।

কেহ কেহ এরূপ ভ্রান্ত যে তাঁহারা টীকাকারোক্ত বৃদ্ধসুশ্রুত শব্দের বৃদ্ধশব্দ প্রাচীনত্ব জ্ঞাপকার্থে গ্রহণ করিয়া, সুশ্রুতসংহিতা ও বৃদ্ধসুশ্রুতকে একই গ্রন্থ বলিয়া কল্পনা করেন। এই ভ্রম নিতান্ত উপেক্ষণীয় ও ব্রীড়াজনক হইলেও, বহুব্যাপী বলিয়া আমি ইহার খণ্ডন করিতেছি। যাঁহারা এইরূপ ভ্রান্ত তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে বৃদ্ধসুশ্রুত এবং সুশ্রুতসংহিতা যদি একই গ্রন্থ হইত তাহা হইলে আমরা বৃদ্ধসুশ্রুতোদ্ধৃত পাঠ অবশ্য সুশ্রুতসংহিতায় দেখিতে পাইতাম, এবং সুশ্রুতসংহিতার পাঠ বিশেষের ব্যাখ্যাস্থলে কদাপি বৃদ্ধসুশ্রুত হইতে পাঠোদ্ধার করা হইত না। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি—

(১) মাধবনিদানের আগন্তুজ্বরের টীকায় বিজয় রক্ষিত লিখিয়াছেন "পুষ্পেভ্যো গন্ধরজসী ওষধিভ্যো যদানিলঃ ইত্যাদিনা বৃদ্ধসুশ্রুতেন পঠিতং তৃণপুষ্পাখ্যং জ্বরমত্রে-বান্তর্ভাবয়তি।" সুশ্রুতসংহিতায় এই তৃণপুষ্পাখ্য জ্বরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। (২) চক্রদত্তের বাতব্যাধিকারোক্ত শাবলেশ্বেদের টীকায় শিবদাস লিখিয়াছেন—"বৃদ্ধসুশ্রুতে তু কাকো-ল্যাদির্যথা—কাকোল্যৌ মধুকামেদে জীবকর্ষভকৌ সহে। ঋদ্ধির্বৃদ্ধিস্তুগাক্ষীরী পুণ্ডরীকং সপদ্মকম্। জীবন্তী সামৃতাশৃঙ্গী মৃদ্বীকাচেতি কুত্রচিৎ। কাকোল্যাদিরয়ং পিত্তশোণিতা-নিলনাশনঃ। সুশ্রুতসংহিতার কাকোল্যাদিগণ পদ্যে লিখিত নহে, গদ্যে লিখিত। (সুঃ ৩৯ অঃ দেখ)। (৩) সিদ্ধযোগটীকাকৃৎ শ্রীকণ্ঠদত্ত, অর্শোঽধিকারের পিপ্পল্যাদি তৈলের টীকায় লিখিয়াছেন—"বৃদ্ধসুশ্রুতে তু তৈলেঽস্মিংশ্চতুর্গুণং তোয়ং দর্শিতং তদ্যথা—

> শটীকৃষ্ণাপুষ্করাহ্বমদনামরদারুভিঃ।
> শতাহ্বকুষ্ঠযষ্ট্যাহ্ববচাবিল্বহুতাশনৈঃ।
> সংপিষ্টৈর্দ্বিগুণং ক্ষীরং তৈলং তোয়ং চতুর্গুণম্।
> পক্ত্বা বস্তৌ বিধাতব্যং মূঢ়বাতানুলোমনম্।

সুশ্রুতসংহিতার অর্শশ্চিকিৎসায় এই পাঠের অস্তিত্ব ত দূরের কথা পিপ্পল্যাদি তৈলেরই উল্লেখ নাই। (৪) সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রের ২৪শ অধ্যায়োক্ত প্রতিশ্যায় লক্ষণের টীকায়, ডল্বণ, প্রতিশ্যায়ের আমপক্ক লক্ষণ নির্দেশস্থলে বৃদ্ধসুশ্রুত হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। অতএব বৃদ্ধসুশ্রুত ও সুশ্রুতসংহিতা অবশ্য পৃথক্ গ্রন্থ। বৃদ্ধসুশ্রুত এক্ষণে দুর্লভ, সুতরাং আমরা নাগার্জ্জুনকৃত প্রতিসংস্কারের প্রকৃতি সম্যক্ অবগত নহি। সুশ্রুত-সংহিতার পাঠ ব্যাখ্যার স্থলে টীকাকারগণ বৃদ্ধসুশ্রুত হইতে যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তৎপাঠে অনুমিত হয় সুশ্রুতসংহিতা বৃদ্ধসুশ্রুতের সংক্ষিপ্তসারমাত্র। কেহ কেহ মনে করেন বৃদ্ধসুশ্রুত অর্থাৎ সৌশ্রুততন্ত্র শল্যতন্ত্র, সুতরাং সম্ভবতঃ ইহাতে শাস্ত্রসাধ্য অর্শ-ভগন্দরাদির চিকিৎসাই কথিত হইয়াছে কেবল ভেষজসাধ্য অতিসার কাসহিক্কাদির চিকিৎসা উপদিষ্ট হয় নাই। সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রে আমরা যে তাবৎ রোগের চিকিৎসা লিখিত দেখি, ইহা নাগার্জ্জুন বা অন্য কাহার দ্বার সংযোজিত, বৃদ্ধসুশ্রুত হইতে প্রতিসংস্কৃত

নহে। এরূপ মনে করা ভ্রম। হিক্কাদি কেবল ভেষজসাধ্য ব্যাধির টীকায় টীকাকারগণ বৃদ্ধ-সুশ্রুত হইতে পাঠোদ্ধার বা বৃদ্ধসুশ্রুতের মত ব্যাখ্যা করায় * স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে যে বৃদ্ধসুশ্রুতে শস্ত্রসাধ্যব্যাধি ভিন্ন ভেষজসাধ্য ব্যাধিরও নিদানচিকিৎসা লিখিত আছে। সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রে যাবতীয় রোগের নিদান ও চিকিৎসা যে কেবল বৃদ্ধসুশ্রুত হইতে প্রতিসংস্কার পূর্ব্বক লিখিত একথাও বলা যায় না। যেহেতু উত্তরতন্ত্রের প্রারম্ভে লিখিত আছে—

"শালাক্যশাস্ত্রাভিহিতা বিদেহাধিপকীর্ত্তিতাঃ।
যে চ বিস্তরতোদৃষ্টাঃ কুমারাবাধহেতবঃ।
ষট্‌সু কায়চিকিৎসাসু যে চোক্তাঃ পরমর্ষিভিঃ
উপসর্গাদয়োরোগা যে চাপ্যাগন্তবঃ স্মৃতাঃ"।

ইহা পাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে সুশ্রুতসংহিতার উর্দ্ধজত্রুগত রোগের নিদান চিকিৎসা নিমি, করালভট্ট, শৌনক ও জনককৃত শালাকাতন্ত্র হইতে, কৌমারভৃত্য অর্থাৎ শিশু চিকিৎসা ও শিশুরক্ষা বিধি পার্ব্বতক, জীবক, বন্ধক প্রভৃতি প্রণীত কৌমারভৃত্য হইতে এবং অন্যান্য চিকিৎসা আত্রেয়ের অগ্নিবেশাদি ষট্‌শিষ্যের তন্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রোক্ত বিবিধরোগের নিদান ও চিকিৎসার সঙ্কলয়িতা কে? নাগার্জ্জুন না অন্য কেহ? বৈদ্যকগ্রন্থানুসন্ধানে জানা যায় কাসশ্বাসাদি কতকগুলি পীড়ার নিদান চিকিৎসার সঙ্কলয়িতা অবশ্য নাগর্জ্জুন ভিন্ন অন্য লোক। কেন বলিতেছি—

বাগ্‌ভট অষ্টাঙ্গহৃদয়ের উপসংহারে বলিয়াছেন

ঋষিপ্রণীতে ভক্তিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ।
ভেড়াদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্।'

টীকাকারঅরুণদত্ত লিখিয়াছেন—তস্মাৎস্থিতমেতৎ সুভাষিতং গ্রাহ্যং নতু মুনিপ্রণীতমেব তন্ত্রম্। অতঃ চরকসুশ্রুতবৎ অনার্ষমপীদং গুণবত্ত্বাৎ মতিমদ্ভি র্গ্রাহ্যমেব"। এস্থলে চরক শব্দে যেমন দৃঢ়বল পূরিতাংশ সনাথ চরকসংহিতা, তদ্রূপ সুশ্রুতশব্দে নাগার্জ্জুন প্রতিসংস্কৃত আধুনিক সুশ্রুতসংহিতা—বৃদ্ধসুশ্রুত নহে। ধন্বন্তরি শিষ্য সুশ্রুতের ঋষিত্ব বা তৎপ্রণীত তন্ত্রের ঋষিপ্রণীতত্ব বাগ্‌ভট কদাপি অস্বীকার করেন নাই। তিনি নাগার্জ্জুন সংস্কৃত সুশ্রুতসংহিতা নামক তন্ত্রকেই অনার্ষ বলিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই—আত্রেয় শিষ্য ভেলাদি রচিত তন্ত্র উপেক্ষা করিয়া, সুভাষিত বহুল বলিয়া লোকে যদি নাগার্জ্জুন-সংস্কৃত তন্ত্রের আদর করে, তবে সুভাষিতপূর্ণ আমার এই অষ্টাঙ্গহৃদয় লোকে ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিবে না কেন? এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বাগ্‌ভটের পূর্ব্বেই নাগার্জ্জুনকর্ত্তৃক

---

* অন্তাকান্তুকমপি যমলবেগত্বং বৃদ্ধসুশ্রুতদর্শনাৎ জ্ঞেয়ম্। (ডহণ—উঃ ৫০ অঃ)

বৃদ্ধসুশ্রুত বা সৌশ্রুততন্ত্র প্রতিসংস্কৃত হইয়াছিল। নচেৎ বাগ্ভট কদাপি সুশ্রুতকে অনার্ষগ্রন্থ বলিতেন না। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের উপসংহারে বাগ্ভট বলিয়াছেন—

"অথ চরকবিহীনঃ প্রক্রিয়ায়ামথিন্নঃ।
কিমিহ খলু করোতু ব্যাধিতানাং বরাকঃ॥

টীকাকার অরুণদত্ত লিখিয়াছেন—"ব্যাধিতানাং কাসশ্বাসাদ্যভিভূতানাং কিমিব বরাকো অল্পধীঃ বিদধাতু? ন কিঞ্চিদ্ বিধাতুং শক্ত ইত্যর্থঃ।" এতৎ পাঠে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে বাগ্ভটের কালে, অথবা কেবল বাগ্ভটের সময়ে কেন, টীকাকার অরুণদত্তের সময় পর্য্যন্ত, সুশ্রুতসংহিতায় কাসশ্বাসাদি পীড়ার চিকিৎসা লিখিত ছিল না। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে সুশ্রুতসংহিতা পাঠ করিতেছি তাহাতে কায়চিকিৎসাতন্ত্রোক্ত যাবতীয় ব্যাধির সনিদান চিকিৎসা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে দেখিতেছি। এই কাসশ্বাসাদি ব্যাধির চিকিৎসা যদি নাগার্জ্জুন লিখিত হইত, তাহা হইলে বাগ্ভটের এবম্বিধ অব্যাপিত্ব দোষারোপের অবসর কদাপি ঘটিত না, কেন না নাগার্জ্জুন বাগ্ভটের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। অরুণের সময়েও যদি সুশ্রুতসংহিতায় এখনকার মত সমস্ত ব্যাধির নিদান ও চিকিৎসা সন্নিবিষ্ট থাকিত তাহা হইলে অরুণই বা ঐরূপ লিখিবেন কেন? বরং তাঁহার এইরূপ বলা উচিত ছিল যে বাগ্ভটের কালে সুশ্রুতসংহিতায় কাসশ্বাসাদির চিকিৎসা ছিল না বলিয়া বাগ্ভট এই অব্যাপিত্বদোষ দর্শাইয়াছেন, কিন্তু অধুনা যাবতীয় ব্যাধির সনিদান চিকিৎসা সুশ্রুতসংহিতায় সংযোজিত হওয়ায় উহার সেই ন্যূনতাদোষ নিরাকৃত হইয়াছে। সুতরাং সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রোক্ত অন্ততঃ কাসশ্বাসাদি কতকগুলি পীড়ার নিদান ও চিকিৎসা যে নাগার্জ্জুন ভিন্ন অন্য কেহ লিখিয়াছেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই। এই অন্য কেহ নিতান্ত অপ্রাচীন নহেন—মাধব রুগ্বিনিশ্চয়ে, সুশ্রুতসংহিতার কাস নিদানের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং ইঁহাকে মাধবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হয়।

চরকসংহিতা বিষয়ক প্রস্তাবে আমরা প্রমাণ করিয়াছি চরকসংহিতার পূরক ও প্রতিসংস্কর্ত্তা দৃঢ়বল বাগ্ভটের পূর্ব্ববর্ত্তী। এক্ষণে প্রমাণ করা হইল যে বৃদ্ধসুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুনও বাগ্ভটের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু দৃঢ়বল এবং নাগার্জ্জুনের মধ্যে কে পূর্ব্ববর্ত্তী কে পরবর্ত্তী? সুশ্রুতসংহিতোক্ত কতকগুলি ব্যাধির শস্ত্রচিকিৎসা দৃঢ়বল কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত হইয়া চরকসংহিতায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উদর ও অশ্মরী রোগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদররোগের শস্ত্রোপচার সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে মিলাইয়া পাঠ করিলেই প্রতীতি জন্মিবে। সুশ্রুতসংহিতার অশ্মরী চিকিৎসার প্রথমে ঔষধ, তদ্দ্বারা প্রশমিত না হইলে শস্ত্রোপচার বিধান করা হইয়াছে; যথা—

"ঘৃতৈঃ ক্ষারৈঃ কষায়ৈশ্চ ক্ষীরৈঃ সোত্তরবস্তিভিঃ।
যদি নোপশমং গচ্ছেচ্ছেদস্তত্রোত্তরো বিধিঃ"॥ (চিঃ ৭ অঃ)

চরকসংহিতার চিকিৎসিত স্থানের ২৬ অধ্যায়ে দৃঢ়বলও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন—

"তৈঃ শর্করাপ্রচ্যবতেঽশ্মরীতু।
শাম্যেন্নচেচ্ছল্যবিদুদ্ধরেৎ তাম্॥

এই সকল আলোচনা করিয়া বোধ হয় নাগার্জ্জুন দৃঢ়বলের পূর্ব্ববর্ত্তী। নাগার্জ্জুন যদি দৃঢ়বলের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেন তাহা হইলে চরকসংহিতার বহুস্থল সুশ্রুতসংহিতাপেক্ষা অপ্রাচীন হইল। বাগ্‌ভট কর্ত্তৃক আরোপিত ন্যূনতাদোষ পরীহারার্থ চরকসংহিতায় যেমন বাগ্‌ভট পরবর্ত্তী কোন সংযোজকের প্রমাণ পাওয়া যায়, সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রেরও যে তদ্রূপ কোন সংযোজক ছিলেন তাহা ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু দৃঢ়বলের পরও যেমন চরকের বহু প্রক্ষেপ্তার প্রমাণ পাওয়া যায়, সুশ্রুতের তদ্রূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না অতএব আধুনিক চরকসংহিতাপেক্ষা ইদানীন্তন সুশ্রুতসংহিতা প্রাচীনতর। সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রের ৩৩ অধ্যায়োক্ত অন্ধপূতনা প্রতিষেধে লিখিত আছে—

"জীর্ণাঞ্চ ভিক্ষুসজ্ঘাটীং ধূপনায়োপকল্পয়েৎ"

টীকাকার ডল্বণ লিখিয়াছেন—'ভিক্ষুরত্র শাক্যভিক্ষুঃ বৌদ্ধাখ্যঃ পরিব্রাজকশ্চ তয়ো জীর্ণ-সজ্ঘাটীং জীর্ণবস্ত্রং" এতৎপাঠে জানা যাইতেছে যে সুশ্রুতসংহিতা বুদ্ধাবির্ভাবের পরবর্ত্তীকালে নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়াছিল।

সুশ্রুতসংহিতার বিষয় সন্নিবেশ সুপ্রণালীবদ্ধ ও রচনা সংযত। ইহার মৃত নরদেহ ব্যবচ্ছেদ পূর্ব্বক অঙ্গবিনিশ্চয়ের উপদেশ, ছেদ্যাদিকর্ম্মে বিদ্যার্থীর যোগ্যতালাভার্থ যোগ্য-সূত্রীয়োক্ত কর্ম্মপথশিক্ষাপদ্ধতি, নানাবিধ বিচিত্রাকৃতি শস্ত্রের বর্ণন ও ব্যবহারবিধি, বিবিধ-ব্রণবন্ধনের (Bandage) যথাযথ ব্যবহার, ব্রণবন্ধনদ্রব্যাবলী, ব্রণিতের বিশেষ পথ্যনির্দ্দেশ, মূঢ়গর্ভ, অশ্মরী, অর্শ, অস্থিভগ্ন, বিদ্রধি, প্রভৃতির শস্ত্রোপচার এবং গণ্ড হইতে মাংস লইয়া কর্ণপালীতে সংযোজনপূর্ব্বক কর্ণপালীবর্দ্ধনের ব্যবস্থা পাঠ করিলে নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মে যে, সুশ্রুতসংহিতা যেকালে রচিত হইয়াছিল সে সময়ে শস্ত্রচিকিৎসা তৎকালোচিত উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

উত্তরতন্ত্রোক্ত কায়চিকিৎসাংশ বিবিধ তন্ত্র হইতে সংগৃহীত বলিয়া কথিত হইলেও ইহাতে মৌলিকতা এবং লিপিকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। চরক, বাগ্‌ভট বিদ্যমান থাকিতে, মাধব সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্র হইতে ভূরি ভূরি পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, ইহাতেই উহার উপাদেয়তা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। সুশ্রুতসংহিতায় কোন কোন নিদান ও চিকিৎসা এরূপ উত্তমরূপ বিবৃত হইয়াছে যে উহা সুভাষিতগুণে চরকসংহিতাকেও পরাজিত করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ জ্বরচিকিৎসার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সুশ্রুতসংহিতার সময়ে এদেশে বিজ্ঞানবিদোচিত তত্ত্বানুসন্ধিৎসা পরিস্ফুট হইয়াছিল। তখন আপ্ত অপেক্ষা প্রত্যক্ষ অধিকতর আদৃত হইত, শাস্ত্রবচনাপেক্ষা বাস্তব ঘটনা (Fact)

বলীয়ান্* ছিল। কায়চিকিৎসকগণ যাহা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও হেতুজিজ্ঞাসা দ্বারা পরীক্ষা পূর্ব্বক গৃহীত হইত। এই আচারগহন দেশেও শবচ্ছেদ পূর্ব্বক দ্বিজাতি সূর্য্য দর্শনেই পবিত্র হইতেন। পরিতাপের বিষয় উত্তরকালে এই স্বাস্থ্যকর ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত না হইয়া ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়াছিল।

বাগ্‌ভটের সময় পর্য্যন্ত শল্যচিকিৎসার বিশেষ কোন উন্নতি লক্ষিত না হইলেও উহা সজীব ছিল। বাগ্‌ভটের পর অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যার অনালোচনার সহিত শল্যচিকিৎসা বিকলাঙ্গ ও মৃতপ্রায় হইয়া বিদ্বৎ সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শল্যতন্ত্রে অকৃতশ্রম বরাক-বর্গের কুলাগতবিদ্যা রূপে কথঞ্চিৎ অস্তিত্বরক্ষা করিতে লাগিল। বাগ্‌ভটের পর ভাব-মিশ্রের সময় পর্য্যন্ত আর কোন শল্যতন্ত্র রচিত বা সংগৃহীত হয় নাই। তবে এই সময়ে হেতু—লিঙ্গৌষধাত্মক আয়ুর্ব্বেদ পৃথক্ পৃথক্ রচিত হইয়াছিল বটে। সুদীর্ঘকাল পরে ভাবমিশ্র আবার অষ্টাঙ্গআয়ুর্ব্বেদ একত্র করিয়া ভাবপ্রকাশ প্রণয়ন করেন। যে শল্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়া মহর্ষি সুশ্রুত আশা করিয়াছিলেন "কুশলেনাভিপন্নং তদ্ বহুধাভিপ্ররোহতি" আমি বীজ মাত্র উপদেশ দিলাম, কুশলজনের মানসক্ষেত্রে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কাণ্ড-শাখা পল্লবান্বিত মহান্ মহীরুহে পরিণত হইবে। হায়! মহর্ষির আশা সফল হয় নাই, আমাদের দোষে ভারতের বায়ুবারি মৃত্তিকায় যে মহার্হবীজ অঙ্কুরিত না হইয়া শুষ্ক হইয়া গেল, তাহাই সমুদ্রপারে গিয়া স্নিগ্ধ ছায়াতরুতে পরিণত হইয়াছে।

সুশ্রুতোক্ত অঙ্গবিনিশ্চয়বিদ্যা (Anatomy) ও শস্ত্রচিকিৎসা পরবর্ত্তীকালে কিঞ্চিন্মাত্রও উন্নতিলাভ করে নাই। পরন্তু যথার্থ মর্ম্মগ্রহবিরহে অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যা কিরূপ কদর্থিত এবং শস্ত্রচিকিৎসার গুরুত্ব অন্তর্হিত হইয়া কিরূপ লঘুভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে, ভাবপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত করিয়া সংপ্রতি আমরা তাহাই দেখাইব। সমগ্র অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যার পরবর্ত্তিকালজ অবনতি সম্যক্ বিবৃত করিতে হইলে, সৌশ্রুত শারীর জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া ভাবমিশ্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত অঙ্গবিভাগের সমালোচনা করিতে হয়। এস্থলে তাহা সম্ভব নহে, অতএব আমরা সর্ব্বজনবোধ্য, অতিস্থূল, সক্থি ও বাহুর অস্থিসংখ্যা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি—

পাদাঙ্গুলির অগ্র হইতে বঙ্ক্ষণ সন্ধি (Hip-joint) পর্য্যন্ত অধঃশাখাকে সক্থি বলে। সুশ্রুত সংহিতায় সক্থির অস্থিসংখ্যা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

(১) পাদাঙ্গুলির অস্থি—"একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যাং ত্রীণি ত্রীণি তানি পঞ্চদশ।

(২) তলকূর্চ্চ গুল্ফ ও পার্ষ্ণির অস্থি (Metatarsal and tarsal bones)—"তলকূর্চ্চ গুল্ফ সংশ্রিতানি দশ, পার্ষ্ণ্যামেকং"—সর্ব্বসমেত ১১।

(৩) জঙ্ঘার অস্থি—"জঙ্ঘায়াং দ্বে, জানুন্যেকং" সর্ব্বসমেত ৩। (জানু সন্ধির অস্থি (Patella) ইহার অন্তর্গত)।

(৪) ঊরুর অস্থি—"ঊরৌ একং"। সুশ্রুতসংহিতার এই গণনার সহিত নব্যগণের

গণনার স্থলবিশেষে অনৈক্য দৃষ্ট হয়—নব্যেরা বলেন, অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অপর পাদাঙ্গুলি চতুষ্টয়ে ৩টী করিয়া ১২টী এবং অঙ্গুষ্ঠে ২টী এই ১৪টী পাদাঙ্গুলির অস্থি—সুশ্রুত মতে প্রত্যেক অঙ্গুলীতে ৩টী করিয়া ১৫টী অস্থি। নব্যেরা বলেন Metatarsal bone ৭টি এবং Tarsal bone ৫টী সর্ব্বমেত ১২টী, সুশ্রুত মতে তলকূর্চ্চ গুল্‌ফপাষ্ণি'র অস্থি ১১টী। অর্থাৎ নব্যেরা অঙ্গুষ্ঠমূল গত তৃতীয় অস্থিকে তলকূর্চ্চের (Metatarsal) অস্থি বলিয়াছেন, সুশ্রুত-সংহিতায় উহা অঙ্গুষ্ঠের অস্থি বলিয়া গণিত হইয়াছে, সুতরাং সুশ্রুতে পাদাঙ্গুলির অস্থি সংখ্যায় একটী অস্থি অধিক এবং তলকূর্চ্চের অস্থি সংখ্যায় একটি কম লিখিত হইয়াছে। সুশ্রুতে বাহুর অস্থি সংখ্যা পৃথক্ লিখিত হয় নাই। সক্‌থির অস্থি সংখ্যা বাহুতে আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং সক্‌থির অস্থি নির্দ্দেশকালে তাঁহাকে আতিদেশিক প্রত্যঙ্গ বাহুর প্রতি ও লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছে। পদের অঙ্গুষ্ঠগত তৃতীয় অস্থিখানিকে অঙ্গুলির অস্থি না বলাই সঙ্গত, কিন্তু পাণির অঙ্গুষ্ঠগত তৃতীয় অস্থিখানি অঙ্গুলির অস্থি (Phalanx) কি তলকূর্চ্চাস্থি (Metacarpal bone) ঠিক্ বলা তত সহজ নহে। সুশ্রুতে উহা অঙ্গুলির অস্থিরূপে গণিত হইয়াছে বলিয়া আমরা সুশ্রুতকে দূষিতে পারি না, যেহেতু নব্যগণ সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়াও অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অঙ্গুষ্ঠের তৃতীয় অস্থিখানি Phalanx বা Metacarpal উভয়ের কোনটীই নহে তবে গণনাসৌকর্য্যার্থ উহাকে অঙ্গুলির অস্থি (Phalanx) বলাই ভাল। *

ভাবমিশ্র, সুশ্রুতোক্ত "তলকূর্চ্চগুল্‌ফসংশ্রিতানি দশ" এই গণনার ব্যাখ্যায়, স্বীয় প্রত্যক্ষদর্শনের অত্যন্তাভাববশাৎ কিরূপ ব্রীড়াজনক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। ভাবমিশ্র লিখিয়াছেন—

"পাদতলে পঞ্চাস্থিশলাকাঃ, তদাধারভূত মেকম্—এবং ষট্ ; কূর্চ্চে দ্বে, গুল্‌ফে দ্বে" ইতঃপূর্ব্বে ভাবমিশ্রপদাঙ্গুলীতে ১৫টী অস্থিগণনা করিয়াছেন অথচ "পাদতলে পঞ্চাস্থিশলাকাঃ লিখিয়াছেন! পাদাঙ্গুষ্ঠে তিনটী অস্থি স্বীকার করিলে পাদশলকাস্থি (Metatarsal bone) ৫টী হয় না, ৪টী বলিতে হয়, সুতরাং "পাদতলে পঞ্চাস্থিশলাকাঃ" এই উক্তি কল্পনামাত্র। "তদাধারভূত মেকমস্থি" এস্থলে তৎশব্দে অবশ্য পঞ্চাস্থিশলাকা বুঝাইতেছে। পাদপঞ্চাস্থি-শলাকার আধারভূত অস্থি একটী নহে ৪টী, যাহাদের ইংরাজিনাম কিউনীফর্ম অস্থিত্রয় এবং

* "The thumb consists of three bones, instead of four like the other fingers; and it has always been a question whether all three are to be regarded as phalanges, or whether that forming the proximal segment is a metacarpal bone. * * * It is evident in short that the first bone is neither truly a metacarpal bone nor a phalanx, but intermediate between the two. Taking all things into consideratfon it is perhaps most correct as it is certainly most convenient for description to continue to call it a metacarpal bone, and to consider that the second phalanx with its flexor perferatus tendon, is the digital segment which is missing in the thumb." (A Treatise on the human Skeleton—by Humphry, p. 395—6)

"কিউবয়েড"। কূর্চ্চগুল্‌ফের (Tarsal) অস্থি ৪টী নহে ৭টী। ভাবমিশ্রের উক্তি পাঠ মাত্রে প্রতীতি জন্মে কোন অঙ্গে বস্তুতঃ কতগুলি অস্থি আছে তাঁহার স্বরূপতঃ জানা নাই, কেবল দশটী পূরণ করিয়া দেওয়াই যেন তাঁহার কার্য্য। সুশ্রুতোক্ত "তলকূর্চ্চগুল্‌ফ-সংশ্রিতানি দশ" বাক্যের সুশ্রুতাভিপ্রেত ব্যাখ্যা এই—পাদতলে চত্বারি শলকাস্থীনি, কূর্চ্চগুল্‌ফসংশ্রিতানি ষট্।*

সক্‌থির অস্থি গণনা করিয়া কথিত হইয়াছে—"এতেন ইতর সক্‌থি বাহূচ ব্যাখ্যাতৌ"। অষ্টাঙ্গহৃদয় টীকাকার অরুণদত্ত সুশ্রুতোক্ত এই আতিদেশিক গণনার এইরূপ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ভুজয়োঃ সক্‌থিতুল্যানি ভেদা এষাস্তুনামতঃ।
পাণিঃস্যাৎ পাদবৎতত্র হস্তমূলঞ্চ পার্ষ্ণিবৎ।
মনিবন্ধো গুল্‌ফতুল্যঃ কূর্চ্চতুল্যোদ্বয়েঽপিচ।
প্রকোষ্ঠৌজঙ্ঘয়াতুল্যৌ জানুবৎকূর্পরোভবেৎ।
ঊরুবদ্ বাহুপৃষ্ঠং স্যাৎ—।" (শাঃ ৩অঃ টীকা)

সমগ্র সক্‌থির অস্থিসংখ্যার সহিত সমগ্রবাহুর অস্থিসংখ্যার সমতা আছে কিন্তু সক্‌থির যাবতীয় প্রত্যঙ্গের অস্থিসংখ্যার সহিত বাহুর সমস্ত প্রত্যঙ্গের অস্থিসংখ্যার সমতা নাই, সুতরাং অরুণ যে "ভেদা এষাস্তু নামতঃ" বলিয়াছেন ইহা অমূলক, কেবল নামতঃ ভেদ নহে সংখ্যাগত ভেদ ও আছে। কূর্চ্চগুল্‌ফের অস্থি (Tarsal bones) পার্ষ্ণির অস্থি সহিত ৭টী। কিন্তু কূর্চ্চমনিবন্ধের অস্থি ৮টী দুই পংক্তিতে স্থিত।† অতএব

"হস্তমূলঞ্চ পার্ষ্ণিবৎ।
মণিবন্ধো গুল্‌ফতুল্যো কূর্চ্চতুল্যো দ্বয়েঽপিচ"॥

এই গণনা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। জানুসন্ধিতে একটী অস্থি আছে (যাহার ইংরাজী নাম প্যাটেলা") কূর্পরসন্ধিতে (কনুয়ে) কোন অস্থি নাই, সুতরাং—

"জানুবৎ কূর্পরো ভবেৎ"।

এই গণনা অমূলক। পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ কর্তৃক অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যা কিরূপ অপব্যাখ্যাত হইয়াছে দেখাইবার জন্য দিঙ্‌মাত্র উদাহৃত হইল। অতঃপর শস্ত্রসাধ্য চিকিৎসার কথা বলিব। যে মূঢ়গর্ভ চিকিৎসার প্রারম্ভেই সুশ্রুতসংহিতায় লিখিত হইয়াছে—

* এই ছয়টী অস্থির ইংরাজি নাম—অষ্ট্রাগেলাস্, স্কেফয়িড্, তিনটী কিউনীফর্ম, কিউবায়েড্। পার্ষ্ণির অস্থিটীর নাম অস্ ক্যাল সিস্—ইহা তলকূর্চ্চাস্থির অন্তর্গত, আকারে বৃহত্তর বলিয়া বোধ হয় সুশ্রুতে ইহা পৃথক্ উক্ত হইয়াছে।

† এই আটটী অস্থির সামান্য নাম Carpal bones—প্রত্যেকের নাম—অস্ স্কেফইডিস্, সেমিলিউনার, কিউনীফর্ম, পাইসিফর্ম, অস্ ট্রাপিজিয়াম্, ট্রাপিজয়েড্, অস্ ম্যাগনাম্ এবং আনিফর্ম।

"নাতঃ কষ্টতমমস্তি যথামূঢ়গর্ভশল্যোদ্ধরণম্। অত্র হি যোনিযকৃৎপ্লীহান্ত্রবিবরগর্ভা-শয়ানাং মধ্যে কর্ম্ম কর্ত্তব্যং স্পর্শেন" ভাবমিশ্র সেই মূঢ়গর্ভ চিকিৎসার ভার স্ত্রীলোকের উপর অর্পণ করিয়া, প্রয়োজন হইলে তাহাকেই শস্ত্র ব্যবহারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন—

"যাভিঃ সঙ্কটকালেঽপি বহ্বো নার্য্যঃ প্রসাধিতাঃ।
সম্যক্ লব্ধং যশস্তাস্তু নার্য্যঃ কুর্য্যুরিমাং ক্রিয়াম্॥

(ভাবপ্রকাশ—মধ্য খণ্ড—৪র্থঃ ভাঃ)।

সুশ্রুতসংহিতার টীকাকারগণ।—বিবিধ বৈদ্যকগ্রন্থের টীকায় আমরা সুশ্রুত-সংহিতার টীকা, টিপ্পনী, পঞ্জিকা ও ভাষ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই, এস্থলে সেইগুলির নামোল্লেখ করিতেছি।—

ডল্বণ সুশ্রুতটীকারম্ভে লিখিয়াছেন।—জেজ্জট টীকাকার, গয়দাস ও ভাস্কর পঞ্জিকাকার, শ্রীমাধবব্রহ্মদেবাদি টিপ্পনকারের মতাবলম্বন পূর্ব্বক আমি এই টীকা রচনা করিতেছি। ইহাঁদের মধ্যে ব্রহ্মদেব জেজ্জটের পরবর্ত্তী।* বৈদ্যকে "গূঢ়পদভঙ্গটিপ্পনী" নামক একখানি সুশ্রুত টিপ্পনীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইহা মাধব বা ব্রহ্মদেব রচিত, কি অন্য কেহ ইহার রচয়িতা নিশ্চিত জানা যায় না। ডল্বণোক্ত "ব্রহ্মদেবাদি" পদে সোমের নাম গৃহীত হইতে পারে। এই সোমকৃত টিপ্পনী সোমটিপ্পন নামে খ্যাত—ডল্বণ ইহা হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

কার্ত্তিক।—"বাস্তোবচাড়ি রনিলে বিধিবৎ পিবেত্তু" এবং "গুর্ব্বন্নজামুল্লিখনৈর্জ্জয়েত্তু। ক্ষয়াদৃতে সর্ব্বকৃতাঞ্চ তৃষ্ণাম্" প্রভৃতি সুশ্রুতসংহিতানিষ্ঠ পাঠ ব্যাখ্যায় "কার্ত্তিকেন চাত্র দ্বাত্রিংশদ্ যুক্তয়ো হেতো তন্ত্রসারগবেষণে ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ং পঠিতম্" (নিঃ সং উঃ ৬৫মঃ) এই ডল্বণোক্তিপাঠে প্রতীতি জন্মে ইনি সুশ্রুত টীকাকার। সুশ্রুতসংহিতার হিক্কাচিকিৎ-সায় (৫১ অঃ উত্তরতন্ত্র) হিংস্রাদ্যঘৃতের উল্লেখ আছে। এই হিংস্রাদ্যঘৃত বৃন্দ সিদ্ধযোগে উদ্ধৃত করিয়া "কোলস্থানেঽত্র কর্ষঃ স্যাদন্যোঽদৃষ্টহেতুনা" এই টীপ্পনী লিখিয়াছেন। সিদ্ধযোগের টীকাকার শ্রীকণ্ঠ এই টিপ্পনীর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "কার্ত্তিকমতমিদং বৃন্দেন লিখিতম্"। সুশ্রুতটীকাকার ডল্বণ হিংস্রাদ্যঘৃতের টীকায় লিখিয়াছেন "অন্যে কর্ষপ্রমাণৈ রিতিমন্যন্তে" সম্ভবতঃ অন্যশব্দে এ স্থলে কার্ত্তিককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, কারণ শ্রীকণ্ঠ-বাক্যানুসারে কোলশব্দের কর্ষার্থ কার্ত্তিককৃত। অতএব সুশ্রুত টীকাকার কার্ত্তিক বৃন্দ ও ডল্বণের পূর্ব্ববর্ত্তী।

গোস্বামী।—সিদ্ধযোগের অর্শোঽধিকারোক্ত "বৈগুণ্যং নাড়কেঽপ্যত্র ভাগমাত্রোপ-লক্ষণাৎ" এই বৃন্দটিপ্পনীর টীকায় টীকাকার শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন—"আড়কেঽপ্যত্র ন

* শ্রীজেজ্জটাচার্য্যেণ এষ পাঠো বিসৃষ্টৈব পঠিতঃ। তন্মতানুসারিণা শ্রীব্রহ্মদেবেনাপি। ডল্বণ।

বৈগুণ্যমিতি সুশ্রুতক্ষারপাকাধ্যায়ে কৈশ্চিৎ ব্যাখ্যাতম্। তচ্চ তে হি চক্ষুষা ন পশ্যন্তি মনসাপি ন পশ্যন্তীতি বদতা টীকাকৃতা গোমিনা দূষিতম্” এই শ্রীকণ্ঠোক্তি পাঠ করিয়া জানা যাইতেছে, গোমী সুশ্রুতটীকাকার।

গদাধর ও গয়ী।—ইহাঁরা সুশ্রুতটীকাকার। শ্রীকণ্ঠদত্ত সিদ্ধযোগটীকার কোন কোন স্থলে গদাধরের মতোদ্ধার করিয়াছেন। ডল্বণ গয়ীর মত আদরের সহিত অনুসরণ করিয়াছেন।

পঞ্চনিদানের টীকায় সুশ্রুতশ্লোকবার্ত্তিকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই বার্ত্তিকের রচয়িতা কে জানা যায় নাই।

ডল্বণ।—ডল্বণ কৃত সুশ্রুতটীকার নাম নিবন্ধসংগ্রহ। নিবন্ধসংগ্রহ যে পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় টীকাটিপ্পনীর সারসংগ্রহ, যাঁহারা সুশ্রুতটীকায় কৃতশ্রম তাঁহারা একথা বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন। স্বয়ং ডল্বণও ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সর্ব্বমতসংগ্রাহক বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন।* ডল্বণ টীকারম্ভে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তৎপাঠে আমরা অবগত হই, ভাদানকদেশে মথুরানগরী সন্নিধানে অঙ্কোল নাম প্রসিদ্ধ বৈদ্যস্থান ছিল। এই স্থানে সোমবংশজ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। এই ভিষক্‌ব্রাহ্মণবংশে গোবিন্দের জন্ম হয়। গোবিন্দের পুত্র জয়পাল, জয়পালের পুত্র ভরতপাল, ইহাঁর পুত্র ডল্বণ। ডল্বণ সহনপালদেব নৃপতির নিতান্ত প্রিয় ছিলেন। ডল্বণের টীকায় শক্তিসঙ্গমতন্ত্র এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ শ্রীপতির উল্লেখ আছে। সুশ্রুতসংহিতা ব্যাখ্যা করিবার জন্য যে ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, পঞ্জিকা ও টিপ্পনী রাশি রচিত হইয়াছিল, ডল্বণের কৃপায় আমরা সেই গ্রন্থ রাশির কোন কোনটীর কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় পাইয়া থাকি। নিবন্ধসংগ্রহ মুদ্রিত হইয়াছে।

চক্রপাণি।—চক্রপাণি রচিত সুশ্রুতসংহিতার টীকার নাম ভানুমতী। চক্রপাণি ডল্বণের মত খণ্ডন করিয়াছেন, অতএব ডল্বণ চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী। চক্রপাণির ভানুমতী অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। ৺নিশিকান্ত সেন মহাশয় নিবন্ধসংগ্রহ ও ভানুমতীসহ যে সুশ্রুতসংহিতা মুদ্রিত করিতেছিলেন তাহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

কৌপালিক।—ইহা শালাক্যচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে নেত্ররোগের, লক্ষণ এবং চিকিৎসা বিবৃত হইয়াছে। কৌপালিক ইহার প্রণেতা।

বৈদ্যকগ্রন্থ পাঠে যে সকল শল্য ও শালাক্য তন্ত্রের বা তন্ত্রকর্ত্তার নাম অবগত হওয়া যায় আমরা নিম্নে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিতেছি—

বৃদ্ধভোজ, ভোজ, মহাবিদেহ, বিদেহ, বৃদ্ধকাশ্যপ, কাশ্যপ, নিমি, কাঙ্কায়ন, গার্গ্য, গালব, কৃষ্ণাত্রেয় ও চক্ষুষ্যেণ।

---

* “অত্রে চ পূর্ব্বপরিপাটীং পরিত্যজ্য বিনা গুণ্‌কেনেত্যাদিকম্ সমস্তমপি অসৌশ্রুতং ভণিত্বা পরিত্যজন্তি। অস্মাভিস্তু সর্ব্বমতানুসারিভি র্জ্জেজ্জটাভিপ্রায়েণ পঠিতঃ” (নিঃ সং—উঃ ৫২ অঃ)।

নিঘণ্টুর বিবরণ।

বনৌষধিদর্পণ, অভিনব প্রণালীতে সংগৃহীত নিঘণ্টু মাত্র; দ্রব্যের গুণ ও প্রয়োগ জ্ঞান কায়চিকিৎসকগণের পক্ষেই বিশিষ্টরূপ আলোচনীয় হইলেও, আদিনিঘণ্টুর কর্ত্তা আত্রেয় বা তৎসম্প্রদায়ের কেহ নহেন। ধন্বন্তরি আদি নিঘণ্টুবক্তা। অথচ পরে অনেক কায়চিকিৎসকই দ্রব্যগুণ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; অতএব বিশেষ বক্তব্যহেতু এবং অন্যতর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত করা অনুচিত বোধে, আমরা নিঘণ্টুগ্রন্থাবলীর পৃথক্ উল্লেখ করিতেছি।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু।—কাশিরাজ ধন্বন্তরি ইহার বক্তা এবং কোন অজ্ঞাতনামা ধন্বন্তরি শিষ্যকর্ত্তৃক ইহা সংগৃহীত। সংগ্রহকার গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন—

"নমামি ধন্বন্তরিমাদিদেবং সুরাসুরৈর্ব্বন্দিতপাদপদ্মম্।
লোকে জরারুগ্‌ভয়মৃত্যুনাশং ধাতারমীশং বিবিধৌষধীনাম্॥"

সুবর্ণাদি ষষ্ঠবর্গের শেষে আছে—

"দ্রব্যাবলিঃ সমাদিষ্টা ধন্বন্তরিমুখোদ্‌গতা"

কেহ কেহ ইহাকে গুড়ূচ্যাদি নিঘণ্টু নামে অভিহিত করেন। আমার বোধ হয় সংগ্রাহক ধন্বন্তরি শিষ্য ইহার নাম রাখিয়াছিলেন "দ্রব্যাবলি"। "ধন্বন্তরিমুখোদ্‌গতা" বিশেষণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে যে ধন্বন্তরির জীবিতাবস্থায় এই নিঘণ্টু নিবদ্ধ হইয়াছিল। কোন্ বর্গে কি কি দ্রব্যের গুণ লিখিত হইবে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক মিশ্রকাদি সপ্তমবর্গের শেষে লিখিত হইয়াছে—

"শতত্রয়ং চ দ্রব্যানাং ত্রিসপ্তত্যধিকোত্তরম্।
হিতায় বৈদ্যবিদুষাং দ্রব্যাবল্যাং প্রকাশিতম্॥"

ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে ৩৭৩টী দ্রব্য, গুড়ূচ্যাদি, শতপুষ্পাদি, চন্দনাদি, করবীরাদি, আম্রাদি, সুবর্ণাদি ও মিশ্রকাদি এই সাতবর্গে বিভক্তীকৃত হইয়া বিবৃত হইয়াছে।

ধন্বন্তরি বলিয়াছেন,—

"অনেকদেশান্তরভাষিতেষু
সর্ব্বেষথ প্রাকৃতসংস্কৃতেষু
গূঢ়েষগূঢ়েষু চ নাস্তি সংখ্যা
দ্রব্যাভিধানেষু তথৌষধীষু"

কত দ্রব্য আছে তাহার সংখ্যা নাই—এই সকল দ্রব্যের গূঢ়াগূঢ় প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভিন্ন

দেশ প্রথিত নাম যে কত আছে তাহারও সংখ্যা নাই। এরূপস্থলে নিঘণ্টুকারের কর্ত্তব্য কি? ধন্বন্তরি বলিতেছেন—

"প্রয়োজনং যস্যতু যাবদেব।
তাবৎ স গৃহ্লাতি যথাম্বু কূপাৎ।
তথানিঘণ্টাম্বুনিধে রনন্তাৎ।
গৃহ্লাম্যহং কিঞ্চিদিহৈকদেশম্॥"

কূপে প্রচুর জল আছে, কিন্তু যাহার যতটুকু প্রয়োজন সে ততটুকু লইয়া থাকে। অতএব নিঘণ্টুরূপ বারিধি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ করিয়া আমি এই নিঘণ্টু প্রকাশ করিতেছি। ভেষজের নাম সম্বন্ধে ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—

"একস্য নাম প্রথিতং বহূনাম্।
একস্য নামানি তথা বহূনি।
দ্রব্যস্য জাত্যাকৃতিবর্ণবীর্য্য—
রসপ্রভাবাদিগুণৈর্ভবন্তি॥
নাম শ্রুতং কেনচিদেকমেব।
তেনৈব জানাতি স ভেষজন্তু।
অন্যস্তথান্যেন তু বেত্তি নাম্না।
তদেব চান্যোঽথপরেণ কশ্চিৎ॥
বহুস্ততঃ প্রাকৃতসংস্কৃতানি।
নামানি বিজ্ঞায় বহূংশ্চ পৃষ্ট্বা।
দৃষ্ট্বা চ সংস্পৃশ্য চ জাতিলিঙ্গৈ।
র্বিদ্যাদ্ভিষগ্ ভেষজ মাদরেণ॥

জাতি, আকৃতি,বর্ণ, বীর্য্য, রস, ও প্রভাবাদি অনুসারে এক দ্রব্যের বহুনাম এবং বহুদ্রব্যের এক নাম প্রথিত আছে। তার পর কেহ ভেষজ বিশেষের একটীমাত্র নাম শুনিয়াছেন তিনি এই একনামেই সেই দ্রব্যটীকে জানেন। অন্যে উহার আর একটী নাম জানেন এবং তাঁহার নিকট উহা ঐ নামেই পরিচিত। এইরূপ তৃতীয় লোকের নিকট হয়ত আর একটী নামে ঐ ভেষজ বিজ্ঞাত। অতএব ভিষক প্রাকৃত সংস্কৃত বহু নাম জানিয়া এবং বহুলোককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়া, স্পর্শ করিয়া এবং ভেষজের জাতি লক্ষণাদি বিবেচনা পূর্ব্বক যত্নসহকারে ভেষজের পরিচয় করিবেন। প্রাকৃত নামগুলিকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক উপেক্ষা কর উচিত নয়, কেন না—

"গোপালাস্তাপসা ব্যাধা যে চান্যে বনচারিণঃ।
মূলজাতিশ্চ যে তেভ্যো ভেষজব্যক্তি রিষ্যতে॥

"প্রায়ো জনাঃ সন্তি বনেচরাস্তে। গোপাদয়ঃ প্রাকৃতনামসংজ্ঞাঃ।

প্রয়োজনার্থা বচনপ্রবৃত্তিঃ। যস্মাৎ ততঃ প্রাকৃতমিত্যদোষঃ"।

গোপাল, তাপস, ব্যাধ, এবং অন্যান্য বনচারী লোকগণ অনেক ভেষজের সহিত সুপরিচিত। ইহারা প্রায় প্রাকৃত নামে গ্রহণ পূর্ব্বক ভেষজের উল্লেখ করিয়া থাকে। হইলেই বা প্রাকৃত নাম? এই প্রাকৃত নামে যদি আমার পরিচয় জ্ঞান নির্ব্বাহ হয় তাহা হইলে প্রাকৃত বলিয়াই কি ইহা সদোষ হইবে?

ভিষকের পক্ষে নিঘণ্টুজ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনপূর্ব্বক ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—

"ক্রিয়াক্রমো ভেষজমূলমেব। তদ্ভেষজং চাপি নিঘণ্টুমূলম্॥"

"দ্রব্যাবলিং বিনা বৈদ্যাস্তেবৈদ্যা হাস্যভাজনম্।"

'দ্রব্যাবলিভিধানানাং তৃতীয়মপিলোচনম্॥'

মদনবিনোদ।—এই নিঘণ্টুর রচয়িতা রাজা মদনপাল, এজন্য লোকে ইহা মদনপাল নিঘণ্টু নামে খ্যাত। গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

কাচ্ছ নাম নগরে নৃপতিগণের টাকনাম বিশুদ্ধবংশে শ্রীরত্নপাল জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "জনতানন্দবৃন্দৈককন্দ," "স্বচ্ছকীর্ত্তি," "পরমদদলনোদ্দানদীক্ষৈকদক্ষ"। ইহাঁর পুত্র ক্ষোণিপাল, তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র, ইহাঁর পূর্ব্বতনুজ সহজপাল। এই সহজপালই গ্রন্থকারের পিতা। গ্রন্থারম্ভে মদনপাল আদি নিঘণ্টুবক্তা ধন্বন্তরিকে প্রণাম করিয়াছেন—

"মিথ্যাশনাদিকৃতদোষচয়েন কোপাৎ। নম্রস্ববর্দ্ধিতউপদ্রবনক্রভীমে।

রোগাম্বুধৌ ভবজনস্য নিমজ্জতো যঃ। পোতঃ প্রযচ্ছতু শুভানি স কাশিরাজঃ।"

মদনপালের পূর্ব্বে অনেকগুলি নিঘণ্টু রচিত হইয়াছিল। এই সকল নিঘণ্টুগ্রন্থ হইতে নাতিলঘু নাতিবিপুল এই নিঘণ্টু মদননৃপকর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। মদনবিনোদের প্রারম্ভে লিখিত আছে—

"কেচিৎ সন্তি নিঘণ্টবোঽতিগুরবঃ, কেচিৎ মহান্তঃ পরে।

কেচিৎ দুর্গমনামকাঃ কতিপয়ে, ভাবা স্বভাবোজ্ঝিতাঃ।

তস্মান্নাতিলঘুর্নচাতিবিপুলঃ, খ্যাতাদিনামা সতাম্॥

প্রীত্যৈ দ্রব্যগুণান্বিতোঽয়মধুনা, প্রস্তোময়া বধ্যতে॥

মদনপাল নৃপ প্রত্যেকবর্গের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণকে মধুরভাষায় নমস্কারপূর্ব্বক বর্ণারম্ভ করিয়াছেন। কুতূহলী পাঠকের তৃপ্তির জন্য আমরা দুইটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"মৃত্তক্ষিতাননেন কয়েতি বক্তে। প্রসারিতে বীক্ষ্য ততো জগন্তি।

সবিস্ময়ং সাদরমীক্ষ্যমানম্। যশোদয়া নন্দসুতং নমামি"।

"গোপালবালৈঃ সহ মল্লবিদ্যাবিনোদদক্ষং ধৃতকাকপক্ষম্।

উপাস্মহে বাঙ্মনসাতিদূরম্। মহঃপরং নীলমচিন্তনীয়ম্।"

রাজনিঘণ্টু—ইহার নামান্তর অভিধানচূড়ামণি, নরহরি ইহার প্রণেতা। বর্গশেষে গ্রন্থকারের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে নরহরি "কাশ্মীরাদিবংশাচার্য্যপরম্পরান্বয়" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে—

"ব্যক্তিঃ কৃতাত্র কর্ণাটমহারাষ্ট্রীয়ভাষয়া।
আন্ধ্রলাটাদিভাষাস্তু জ্ঞাতব্যাস্তদ্দ্বয়াশ্রয়াঃ॥"

দ্রব্যের পরিচয়ার্থ নরহরি কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নরহরি কাশ্মীরবাসী হইলে, কাশ্মীরের ভাষানাম লেখাই সঙ্গত ছিল, স্বদেশ প্রচলিত ভাষায় পরিচয়-দানার্থ চেষ্টাই স্বাভাবিক। ভাবপ্রকাশে হিন্দিভাষানাম, অভিধানরত্নমালা এবং রত্নাবলীতে বাঙ্গালাভাষানাম লিখিত হইয়াছে দেখিয়া, সুধীগণ স্বীকার করেন যে ভাবমিশ্র হিন্দুস্থানবাসী এবং হলায়ুধ ও মাধব বঙ্গদেশবাসী। এই সিদ্ধান্ত যদি অযুক্ত না হয়, তাহা হইলে নরহরিরও কর্ণাট বা মহারাষ্ট্রদেশবাসিত্ব স্বীকার করিতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বিবিধ নিঘণ্টু অবলম্বনপূর্ব্বক রাজনিঘণ্টু রচিত হইয়াছে। নরহরি বলিয়াছেন—

"ধন্বন্তরীয়মদনাদিহলায়ুধাদীন্।
বিশ্বপ্রকাশমমরকোষসশেষরাজৌ।
আলোক্য লোকবিদিতাংশ্চ বিচিন্ত্য শব্দান্।
দ্রব্যাভিধানগুণসংগ্রহ এষ সৃষ্টঃ॥"

বিবিধ গ্রন্থ উপজীব্য হইলেও ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুই বিশেষরূপ অনুসৃত হইয়াছে এমন কি ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুক্ত বহুপাঠ রাজনিঘণ্টুতে অবিকল উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়। উপজীব্য নিঘণ্টুরাশির মধ্যে ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুর বিশেষ উল্লেখ পূর্ব্বক নরহরি স্বীকার করিয়াছেন—

"আয়ুঃশ্রুতীনামতুলোপকারকম্।
ধন্বন্তরিগ্রন্থমতানুসারকম্।
আচক্ষ্মহে লক্ষণলক্ষ্যধারকম্।
নামোচ্চয়ং সর্ব্বরুজাপহারকম্॥"

রাজনিঘণ্টু যথার্থই নিঘণ্টুর রাজা। ইহার অভিধানচূড়ামণি নামও অন্বর্থ। নরহরির—

"নানাবিধৌষধিরসাহ্বয়বীর্য্যপাক—
প্রত্যেকসম্যগববোধকৃতশ্রমোপি।
মুহ্যত্যবশ্যমনবেক্ষ্য নিঘণ্টুমেতম্।
তস্মাদয়ং বিরচিতো ভিষজাং হিতায়॥"

এই সাহঙ্কারোক্তি সর্ব্বথা যুক্ত। বস্তুতই ভিষক্ বিবিধ দ্রব্যগুণাভিধানে কৃতশ্রম হইলেও "মুহ্যত্যবশ্যমনবেক্ষ্য নিঘণ্টুমেতম্" রাজনিঘণ্টু পাঠ না করিলে তাঁহার নিঘণ্টুজ্ঞান সর্ব্বাঙ্গ

অকুণ্ঠিত ও অপ্রতিহত হইবে না। কোভের বিষয় এরূপ সুভাষিতবহুল দ্রব্যগুণাভিধান বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্র অধীত হয় না। নরহরির গ্রন্থে অমরকোষের উল্লেখ আছে, অতএব ইনি অমরসিংহের পরবর্ত্তী। পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত সংস্করণ সর্ব্বোত্তম।

দ্রব্যগুণসংগ্রহ।—চক্রপাণি রচিত। চক্রপাণি গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক ছিলেন। রাজারা কবিরাজকে প্রায়ই নিত্যোপযোগী দ্রব্যের গুণ জিজ্ঞাসা করিতেন। অতএব বিবিধ খাদ্যৌষধ ও কৃতান্নবর্গ প্রভৃতির গুণসংগ্রহার্থ এই দ্রব্যগুণসংগ্রহ রচিত হইয়াছিল। যাহা নিরবচ্ছিন্ন ভেষজার্থে ব্যবহৃত হয় তদ্রূপ উদ্ভিদের গুণ ইহাতে প্রায় লিখিত হয় নাই। চক্রপাণি গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন—

"প্রায় পৃচ্ছন্তি যদ্রৈশাস্তদ্দ্রব্যগুণসংগ্রহঃ।
ধারণস্মরণসুখো যথা স্যাল্লিখ্যতে তথা॥"

অতএব ভিষক্‌গণের দ্রব্যগুণোপদেশার্থ ইহা প্রধানতঃ রচিত হয় নাই—নিত্যোপযোগী খাদ্যৌষধ ও নিত্যসেব্য বিহারাদির গুণজ্ঞানকুতূহলী গৃহস্থের জিজ্ঞাসাচরিতার্থ নিমিত্তই রচিত হইয়াছে। আমি যতদূর জানি কোনও নিঘণ্টুর টীকা রচিত হয় নাই,—কিন্তু চক্রপাণির এই দ্রব্যগুণসংগ্রহের টীকা আছে—শিবদাস এই টীকার রচয়িতা। শিবদাস টীকাশেষে লিখিয়াছেন—

"কৃতির্মমৈবাখিলতন্ত্রতত্ত্ববিৎ।
চিকিৎসকায়োপকরোতি যদ্যপি॥
তথাপি নব্যান্ ভিষজোঽল্পদৃশ্বনঃ।
পরান্ সহস্রানমুকূলয়িষ্যতি॥"

রাজবল্লভ।—রাজবল্লভবৈদ্যকৃত দ্রব্যগুণসংগ্রহ। প্রভাতাদি আহ্নিককৃত্যানুসারে রাজবল্লভ অধ্যায়পঞ্চকে বিভক্ত। ষষ্ঠাধ্যায়ে ঔষধের গুণ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও স্থূলভাবে লিখিত হইয়াছে। রাজবল্লভ পাঠ করিয়া ভিষকের দ্রব্যগুণে যে জ্ঞান জন্মে তাহা কার্য্যোপযোগী ও তৃপ্তিজনক নহে। রাজবল্লভে, অর্ক, গণিয়ারী, এরণ্ড, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, অতিবিষা, মধুক, গিরিকর্ণিকা, দূর্ব্বা, করঞ্জ, কুটজ, মুস্তক, গুড়ূচী, ধুস্তূর, গুগ্‌গুলু, তুলসী, অপামার্গ, বচ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদের ভেদ স্বীকৃত হয় নাই এবং নির্গুণ্ডী, বুকক, শেফালিকা ও কাঁকড়াশৃঙ্গীতুল্য ভূরিব্যবহৃত ঔষধের গুণোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। আড়ি, গর্গর, চিঙ্গড়, খলিশ প্রভৃতি মৎস্যের নাম নির্দ্দেশ পাঠ করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে রাজবল্লভ রাঢ়ীয় লোক।

ভাবপ্রকাশান্তর্গত দ্রব্যগুণসংগ্রহ।—ভাবমিশ্রকর্ত্তৃক সংগৃহীত দ্রব্যগুণসংগ্রহ যদি চ দ্রব্যগুণের আবিষ্কৃততম পূর্ণজ্ঞান লাভের পক্ষে সম্যক্ উপযোগী নহে, তথাপি কর্ম্মাভ্যাসের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। মোগলগণ যখন ভারতশাসন করিতেছিলেন তখন ভাবপ্রকাশ

রচিত হইয়াছিল। যূনানী চিকিৎসকগণকর্তৃক ব্যবহৃত এবং দেশান্তরাগত কতকগুলি ভেষজের গুণ ভাবপ্রকাশে বিবৃত হইয়াছে। ভাবমিশ্রের কালে এদেশে রসচিকিৎসা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সুদীর্ঘকাল কর্ম্মাভ্যাস ও বিবিধ রসগ্রন্থ প্রচার দ্বারা রসসিন্দূর হিঙ্গুল, রসকর্পূর প্রভৃতি রসঘটিত যোগের ও তুত্থক সিন্দূর, ফট্‌কিরি, নিশাদল, খর্পর, মনঃশিলা, হরিতাল, দারমুজ প্রভৃতি দ্রব্যের গুণ ও শোধনাদি তত্ত্ব বিধিপূর্ব্বক আলোচিত হইয়াছিল। ভাবমিশ্রের গ্রন্থে এই সমস্ত তত্ত্বের সার সংগৃহীত হইয়াছে। এই অংশে ভাবপ্রকাশ রাজনিঘণ্টু অপেক্ষাও উপাদেয়।

বৈদ্যকোক্ত কতকগুলি দ্রব্যগুণাভিধান এবং দ্রব্যগুণবেত্তা এস্থলে নামতঃ উল্লিখিত হইল—

(১) হলায়ুধ, (২) চন্দ্রনন্দনকৃত গণনিঘণ্টু, (৩) ভোজরাজনিঘণ্টু, (৪) শেষরাজ নিঘণ্টু, (৫) বোপদেবকৃত হৃদয়দীপ, (৬) মুদ্গলকৃত দ্রব্যরত্নাকরনিঘণ্টু, (৭) কেয়দেব কৃত কেয়দেবরত্নাকরনিঘণ্টু, (৮) কেশবকৃত সিদ্ধমন্ত্র, (৯) বিশ্বনাথ সেন কৃত পথ্যাপথ্য-নিঘণ্টু, (১০) ত্রিমল্লভট্ট কৃত দ্রব্যগুণশতশ্লোকী, (১১) রত্নাবলী, (১২) রত্নমালা, (১৩) মাধবকৃত দ্রব্যাবলী, (১৪) জুনাগড়নিবাসী রঘুনাথজী ইন্দ্রজী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত নিঘণ্টু-সংগ্রহ, (১৫) মুরাদাবাদবাসী শালিগ্রামবৈশ্য সঙ্কলিত বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকর।

এতদ্দেশীয় আচার্য্যগণের দ্রব্যপরিচয় প্রদানের আকাঙ্ক্ষা কেবল ভাষানাম নির্দ্দেশেই চরিতার্থ হয় নাই, দ্রব্যের পরিচয়দানার্থ বিবিধগ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। পরিতাপের বিষয় অধুনা এতদ্বিষয়ক অধিকাংশ পুস্তকই বিলুপ্তপ্রায়, কেবল "দ্রব্যচিহ্ন" নাম একখানি অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীকণ্ঠ ও ডল্বণের টীকায়, উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর পরিচয় প্রদান স্থলে "লক্ষণটিপ্পণ" নাম একখানি গ্রন্থ হইতে মতোদ্ধার করিতে দেখি— অধুনা এই গ্রন্থের অপ্রচার দৃষ্ট হয়।

য়ুরোপীয় চিকিৎসক ও উদ্ভিদ্‌বেত্তৃগণ এবং এতদ্দেশীয় ডাক্তারগণ ভেষজার্থ ব্যবহৃত ভারতীয় দ্রব্যাবলীর গুণ বিবৃত করিয়া কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রসঙ্গক্রমে এই সকল নিঘণ্টুর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

মেটিরিয়া মেডিকা পাটনা (Materia Medica Patna)।— পাটনার সিভিল্ সার্জ্জন্ ইর্ভাইন্ কর্তৃক লিখিত এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। ইহাতে পাটনার বণিক্ দোকান হইতে সংগৃহীত ৪৮০টী দ্রব্যের নাম, গুণ, মাত্রা ও মূল্য লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বক্তব্য তিন কলমে বিভক্ত—১ম কলমে দেশী নাম, ইংরাজি নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম; ২য় কলমে এবং ৩য় কলমে সংক্ষিপ্তগুণ, মাত্রা ও মূল্য লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, এতদ্দেশীয় লোকে যে দ্রব্যের যে গুণ স্বীকার করে এবং বিজ্ঞ হাকিমগণ যেরূপ ব্যবহার করেন তদনুসারেই দ্রব্যের গুণ লিখিত হইয়াছে।

পঞ্জাব প্লাণ্টস্ (Punjab Plants)।—ইহা ষ্টুয়ার্ট সাহেব রচিত, পঞ্জাব প্রদেশে সচরাচর ব্যবহৃত দ্রব্যের গুণবিবরণ। ইহাতে পঞ্জাব অঞ্চলের সাধারণ লোকের ব্যবহার ও জনশ্রুতি মূলতঃ অবলম্বনপূর্ব্বক, দ্রব্যের গুণ সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন পঞ্জাব প্রদর্শনীর জন্য যে সকল উদ্ভিদ্ সংগৃহীত হইয়াছিল তৎসমুদয় দর্শন করিয়া এবং টি, ই, বি, ব্রাউন, মিঃ বেডেন পাউয়েল্, উদ্ভিদ্ বিষয়ক বিবিধ তত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ ও রামসিংহ নামক এতদ্দেশীয় বুদ্ধিমান্ একজন বণিকের নিকট তিনি বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকে ন্যূনাধিক পাঁচশত দ্রব্যের গুণ বিবৃত হইয়াছে।

বম্বে ড্রগ্স্ (Bombay Drugs)।—শ্রীযুক্ত সখারাম অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রচিত এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। এই পুস্তক চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমাধ্যায়ে বিবিধ বণিক্ দ্রব্য, দ্বিতীয়াধ্যয়ের নাম Mineralia—ইহাতে রসোপরস ও ধাতু, তৃতীয়াধ্যায়ের নাম Animalia ইহাতে জঙ্গমভূতগ্রাম হইতে প্রাপ্ত ঔষধ এবং চতুর্থাধ্যায়ে ভেষজার্থ ব্যবহৃত আর্দ্র উদ্ভিদ্, যেগুলি বণিক দোকানে বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয় না, সেই সকল দ্রব্যের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে প্রত্যেক উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক ও দেশীয় নাম, ঔষধার্থ ব্যবহৃত অংশ এবং গুণ ও প্রয়োগবিধি লিখিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থকারকর্ত্তৃক অনুল্লিখিত কএকটী উদ্ভিদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উদ্ভিদ্‌বিশেষের যথার্থ পরিচয়দানার্থ গ্রন্থকার স্থানে স্থানে বিশেষ শ্রমস্বীকার করিয়াছেন। উদ্ভিদের গুণবর্ণন বিষয়ে গ্রন্থকার ফার্ম্মাকোপিয়া (১৮৬৮) এবং নিঘণ্টু প্রকাশের মতানুসরণ করিয়াছেন।

ইউজ্‌ফুল্ প্ল্যাণ্টস্ অভ্ ইণ্ডিয়া (Useful Plants of India)—কর্ণেল হিবার ড্রুরি কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় উদ্ভিদের পরিচয় এবং গুণাদি সম্বন্ধে রীডি, এন্‌শ্লি, রক্‌স্‌বর্গ, ওয়ালিচ্, ওয়াইট্, রয়লি প্রভৃতি যাঁহারা যে সমুদয় তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছিল, ড্রুরি এই পুস্তকে তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে ড্রুরির সংগ্রহকারোচিত ধীরতা ও বিচারশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ড্রুরি ৬০৩টী উদ্ভিদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক উদ্ভিদের ভারতীয় বিবিধ ভাষানাম, বর্ণন এবং ঔষধান্তর্থে ব্যবহার লিখিত হইয়াছে। বৈদেশিক কর্ত্তৃক সংগৃহীত ভাষানামে যে সমস্ত ত্রুটি থাকা সম্ভব, ড্রুরির পুস্তকে তাহাই লক্ষিত হয়। অথবা কেবল ড্রুরির পুস্তক কেন, বৈদেশিক কর্ত্তৃক রচিত অধিকাংশ পুস্তকই এই দোষদুষ্ট। ড্রুরির লিখিত উদ্ভিদের বর্ণন সংক্ষিপ্ত অথচ তৃপ্তিপ্রদ। ঔষধান্তর্গে ব্যবহারবিষয়ে ড্রুরির স্বমত কিছুই নাই—সমস্তই পূর্ব্বমতানুবাদ।

বেঙ্গল ডিস্পেন্সেটরী (Bengal Dispensatory)—ইহা ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। কলিকাতা মেডিক্যাল কালেজের তদানীন্তন মেটিরিয়া মেডিকার অধ্যাপক ওসেনেশী ইহার রচয়িতা। গ্রন্থকার বলিয়াছেন এই পুস্তক রক্‌স্‌বর্গ, ওয়ালিচ্, এন্‌শ্লি,

ওয়াইট্, আর্ণট, রয়লি, পিরিরা, লিণ্ডলে, রিচার্ড, এবং ফির পুস্তকাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। বেঙ্গল ডিস্পেন্সেটরী, দ্রব্যগুণবিষয়ক বহু মৌলিক পরীক্ষাসিদ্ধ তত্ত্বে পূর্ণ।

বাজার মেডিসিন্ (Bazar Medicine)—ডাঃ ওয়ারিং ইহার রচয়িতা। বাজারে সচরাচর দৃষ্ট ৮০টী দ্রব্যের গুণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি যদুদ্দেশে রচিত তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান্ হার্বালিষ্ট্ (Indian Herbalist)—শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র পাল রচিত। এই পুস্তকে রোগানুসারে দ্রব্যাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ যে দ্রব্য যে রোগ প্রশমনে প্রধান সেই রোগাধিকারে সেই দ্রব্য নিবিষ্ট হইয়াছে। রোগগুলি বর্ণমালানুসারে স্থাপিত হইয়াছে, যথা—Abscess, Anasarca, Apoplexy ইত্যাদি। বর্ণিতব্য বিষয় এইরূপ সজ্জিত হইয়াছে—প্রথমে দ্রব্যের লাটিন্ নাম, পরে বাঙ্‌লা নাম, শেষে মাত্রা, স্বরূপ (অর্থাৎ রস, চূর্ণ বা কাথ যেরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে) এবং গুণ লিখিত হইয়াছে। ভূমিকায় গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ উপকৃত হইতে পারিবেন মনে করিয়া আমরা নিম্নে গ্রন্থকারের উক্তির মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিতেছি—

ডাঃ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র পাল ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার হিন্দু চিকিৎসার উপর ঘৃণা ছিল। আমি সমস্ত দেশী চিকিৎসককে হাতুড়ে মনে করিতাম। কিন্তু হিন্দু চিকিৎসককে বহুদিনের পুরাণ জটিল কয়েকটী রোগ আরাম করিতে দেখিয়া, আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, অন্যান্য চিকিৎসাপ্রণালী অপেক্ষা হিন্দুচিকিৎসাপ্রণালী কোন অংশে হীন নহে। একজনের অভিন্যাস জ্বর (A continual fever characterized by violent cerebral symptoms) হইয়াছিল। একজন দেশী চিকিৎসক রোগীর নাসারন্ধ্রের এক স্থান চিরিয়া দিয়াছিল (to puncture the Schneiderian membrane of the nose), ইহাতে প্রচুর রক্তস্রাব হইয়া পীড়া প্রশমিত হইতে দেখিয়াছি। ছয়মাস-কাল বুচ্‌কী (Psoralia corylifolia) সেবন ও লেপন করিয়া শ্বেতকুষ্ঠ (White lepra) আরাম হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জানিয়াছি যে মুক্তাবর্ষীর পাতা ঘুংড়ীকাসির মহৌষধ। ঘোষা (Capsule of bitter gourd) প্লীহার উত্তম ঔষধ। সরলতা প্রকৃতির নিয়ম। দীর্ঘকালের পুরাণ জটিল ব্যাধি কিরূপ সহজ ও সুলভ উপায়ে আরাম করিতে হয়, ভারতবর্ষের লোকে তাহা বিলক্ষণ অবগত আছে। বহুমূত্র, উদরাময়, আমরক্তাতিসার, কুষ্ঠ, মনোবিকার, শ্বাস, বাত, কৃমি, পৃষ্ঠব্রণ, এবং কদর্য্য ক্ষতরোগ অতি উত্তমরূপে এবং অতি অল্পব্যয়ে দেশীয় ঔষধের দ্বারা আরাম হইয়া থাকে।" এই পুস্তক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। অধুনা ইহা সর্ব্বথা পুনর্মুদ্রণের উপযুক্ত।

ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা (Pharmacographia Indica)—ইহার রচয়িতা তিন জন (ডিমক্, ওয়ার্ডেন্ এবং হুপার) হইলেও ডিমকের নামেই প্রসিদ্ধ।

আমি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ দেখিয়াছি; ইহাই বোধ হয় শেষ সংস্করণ। বৈদেশিক রচিত ভারতীয় দ্রব্যগুণ বিষয়ক যতগুলি পুস্তক পাঠ করিয়াছি তন্মধ্যে এই খানিতে যাদৃশ সংস্কৃতগ্রন্থানুসন্ধিৎসা পরিলক্ষিত হয় অন্য কুত্রাপি তাদৃশ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ইহাকে আয়ুর্ব্বেদের মতসংগ্রাহক বলিতে পারি না। কেন না গ্রন্থকার নিয়মপূর্ব্বক সর্ব্বত্র আয়ুর্ব্বেদ মতের অনুসন্ধান করেন নাই। এই গ্রন্থে বর্ণয়িতব্য উদ্ভিদের জন্মস্থান, ইতিহাস, ব্যবহার, পরিচয় উপাদান বিশ্লেষণপূর্ব্বক উপাদান নির্দ্দেশ এবং যে গ্রন্থে বর্ণয়িতব্য উদ্ভিদের চিত্র আছে তাহার নাম ও পত্রাঙ্ক লিখিত হইয়াছে।

মেটিরিয়া মেডিকা অভ্ ইণ্ডিয়া এণ্ড দেয়ার্ থিরাপিউটিক্স্ (Materia Medica of India and their therapeutics)—রস্তমজী নসেরওয়াঞ্জী কোরি এবং নানা ভাই নভ্রসজী কৎরক্ ইহার রচয়িতা। নব্যগণের স্বতন্ত্র অনুসন্ধানলব্ধ দ্রব্যগুণবিষয়ক তত্ত্ব এবং এতদ্দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রীয় ও লৌকিক মত ইহাতে একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বনৌষধিদর্পণে এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে সুতরাং এসম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহা বম্বের "টাইমস্ অভ্ ইণ্ডিয়া" প্রেসে ১৯০৩ সালে মুদ্রিত।

এ ডিক্সনারী অভ্ দি একনমিক্ প্রডাক্টস্ অভ্ ইণ্ডিয়া (A Dictionary of the Economic Products of India)—ডাঃ ওয়াট্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এই বৃহৎ অভিধানে ঔষধার্থ বাণিজ্যার্থ ব্যবহৃত বিবিধ দ্রব্য বিষয়ক বিবিধ জ্ঞাতব্য একত্রিত এবং সুসন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্রব্যগুণবিষয়ক অন্যান্য পুস্তকাপেক্ষা ওয়াটের অভিধানের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কতকগুলি উদ্ভিদের গুণাগুণ সম্বন্ধে বহুচিকিৎসকের পরীক্ষালব্ধ মত সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তক গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ও ব্যবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ইণ্ডিজিনস্ ড্রগস্ অভ্ ইণ্ডিয়া (Indigenous Drugs of India)—ডাঃ কানাইলাল দে কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে বিচারবিতর্ক পরীহার পূর্ব্বক মিতাক্ষরে এতদ্দেশীয় উদ্ভিদের গুণ ও ব্যবহার লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা বৃহৎ গ্রন্থের অনুসরণে ভীত, তাঁহারা ইহা পাঠ করিলে সংক্ষেপে বস্তুতত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন।

অন্যান্য কতকগুলি পুস্তক—এতদ্ভিন্ন এন্স্লি রচিত মেটিরিয়া মেডিকা অভ্ ইণ্ডুস্তান (Metera Medica of Industan), লিস্বোয়া কৃত ইউজ্ফুল্ প্লাণ্টস্ বম্বে (Useful plants Bombay), বেণ্ট এবং ট্রিম্ কৃত মেডিক্যাল প্লাণ্টস্ (Medical Plants), বেডেন্ পাউয়েল রচিত পঞ্জাব প্রডাক্টস্ (Punjab Products), মুদেন্ সেরিফ্ প্রণীত সাপ্লিমেণ্ট টু দি ফার্ম্মাকোপিয়া অভ ইণ্ডিয়া (Suppliment to the Pharmacopœia of India) এবং গ্রেহাম কৃত ক্যাটালগ্ অব্ বম্বে প্লাণ্টস্ Catalogue of Bombay Plants) বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ। জন্ মার্টিন্ হানিংবার্জার কৃত থার্টিফাইভ্ ইয়ার্স ইন্দি ইষ্ট (Thirty-five years in the East) ভ্রমণবৃত্তান্ত হইলেও দ্রব্যগুণ বিষয়ক পুস্তক মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। ডাঃ রক্সবর্গ কৃত ফ্লোরা ইণ্ডিকা (Flora Indica) এবং মারি কৃত প্লাণ্টস্ এণ্ড ড্রগস্ সিণ্ড্ (Plants and Drugs Sind) প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক আছে যে গুলির মুখ্য বিষয় উদ্ভিদ্বর্ণন, উদ্ভিদের গুণ ও ব্যবহার, প্রসঙ্গক্রমে কচিৎ লিখিত হইয়াছে মাত্র।

দি মেটিরিয়া মেডিকা অভ্ দি হিণ্ডুজ্ (The Materia Medica of the Hindus)—কি বৈদেশিক কি এতদ্দেশীয় কর্তৃক ইংরাজিতে লিখিত ভারতীয় উদ্ভিদের গুণ ও ব্যবহার বিষয়ক পুস্তকাবলীর মধ্যে এই খানি ভিন্ন এমন আর একখানিও পুস্তক নাই, যাহা পাঠ করিয়া এতদ্দেশে ঔষধার্থ ব্যবহৃত উদ্ভিদের গুণ ও ব্যবহার বিষয়ে অয়ুর্ব্বেদের মত সম্যক্ অবগত হইয়া যায়। আমরা শিরোদেশে যে সমস্ত পুস্তকের নামোল্লেখ করিলাম তৎসমুদয়ের মধ্যে কতকগুলি পুস্তক প্রাকৃতজন বা চিকিৎসকেরা যে রোগে যে দ্রব্য ব্যবহার করেন, সেই ব্যবহার দৃষ্টে এবং কতকগুলি বা লোকমুখে দ্রব্যগুণ শ্রুত হইয়া লিখিত, কোন কোনটীতে স্থলে স্থলে নিঘণ্টুমত উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র। উদয়চাঁদের পুস্তকেও উদ্ভিদ্ বিশেষের গুণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া যেন কেহ সিদ্ধান্ত না করেন, যে তিনি উহার গুণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মত পূর্ণভাবে অবগত হইলেন। উদয়চাঁদ অনেক বিষয়ই পাঠকের নিকট অসম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। উদয়চাঁদের পুস্তকোক্ত ২।৪টী উদ্ভিদবিষয়ক প্রস্তাবের সহিত বনৌষধিদর্পণোক্ত তত্তৎ উদ্ভিদ্ বিষয়ক প্রবন্ধ মিলাইয়া পাঠ করিলেই মদুক্তির সত্যতা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। উদয়চাঁদের পুস্তকে, রোহিতক, বহুবার, ঘণ্টাপারুল, ঘোষা মুণ্ডিকা, হাকরমালী, হাড়জোড়া, হিজল, জয়ন্তী, ঝিণ্টী, কাঁচড়াদাম, কেশুর, কুসুমফুল, মালতী, মেষশৃঙ্গী, পিয়াজ, ফল্‌সা, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দ্রব্যের উল্লেখ নাই। তথাপি আদি পুস্তক বলিয়া উদয়চাঁদের গ্রন্থ আদরের সহিত অনুশীলিত হইবে।

আমরা বৈদ্যকগ্রন্থবিষয়ক বক্তব্যের উপসংহার করিলাম। আশা করি লোকের মনে লুপ্ত বৈদ্যক গ্রন্থের উদ্ধারের বাসনা জাগ্রত হইবে এবং অচিরে বিবিধ লুপ্ত বৈদ্যকগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া, সহৃদয়গণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। মুদ্রিত বৈদ্যকগ্রন্থের অধিকাংশ পুস্তকই এরূপ অশুদ্ধ যে, সেগুলিদ্বারা তর্কাস্থলের মীমাংসা, কি অধ্যয়ন অধ্যাপন কোনটীই উত্তমরূপ নির্ব্বাহ হইতে পারে না। উদাহরণ দেওয়া নিষ্ফল, আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রম এ বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। তথাপি অজ্ঞের জন্য দিঙ্মাত্র উদাহৃত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটির উল্লেখ না করিয়া একটা বড় ভুলের কথাই বলি। সুশ্রুতসংহিতার সূত্রস্থানের ৩৭ অধ্যায়ের টীকার প্রথমেই ডল্বণ লিখিতেছেন "কেচিৎ অত্রান্তরালে মিশ্রকাধ্যায়ং পঠন্তি। তন্ন পূর্ব্বাচার্য্যৈরেবাপঠিতত্বাৎ'' অর্থাৎ ৩৫ এবং ৩৭ অধ্যায়ের মধ্যে স্থিত ৩৬ অধ্যায়টিকে কেহ মিশ্রকাধ্যায় বলেন, পূর্ব্বাচার্য্যগণ একথা স্বীকার করেন নাই বলিয়া, ডল্বণও ৩৬ অধ্যায়কে মিশ্রকাধ্যায় বলিয়া অস্বীকার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করেন নাই। ডল্বণের মতে সুশ্রুত সংহিতার সূত্রস্থানের ৩৬ অধ্যায়ে "ভূমিপরীক্ষা" কথিত হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, যে মুদ্রিত টীকায় এইকথা আছে, সেই মুদ্রিত টীকাতেই ৩৬ অধ্যায়ের নাম মিশ্রকাধ্যায় এবং তাহার ডল্বণব্যাখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে। ডল্বণকথিত ৩৬ অধ্যায়স্থিত "ভূমিপরীক্ষা"র মূলও সুশ্রুতে নাই এবং নিবন্ধসংগ্রহে ডল্বণকৃত ব্যাখ্যাও নাই! হায়! আর কতকাল এইরূপ কুমুদ্রিত গ্রন্থ ভিষক্ সম্প্রদায়ের অবলম্বনীয় থাকিবে?

বনৌষধিদর্পণ।

অগরু—অগরু।

অগরু (অগুরু), লোহম্, জোঙ্গকম্। Aquilaria agallocha, A. ovata.

উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"ক্রিমিজম্," "ক্রিমিজগ্ধম্"। গুণ-প্রকাশিকা সংজ্ঞা—"বর্ণপ্রসাদনম্"।

কটু তিক্তোষ্ণমগরু স্নিগ্ধং বাতকফাপহম্। শ্রুতিনেত্ররুজং হন্তি মাঙ্গল্যং কুষ্ঠনুৎ পরম্॥ ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

স্বাদু স্ত্বগরুসারঃ স্যাৎ সুধূম্যো গন্ধধূমজঃ। স্বাদুঃ কটুকষায়োষ্ণঃ সধূমামোদবাতজিৎ। কৃষ্ণাগরু কটূষ্ণঞ্চ তিক্তং লেপে চ শীতলম্। পানে পিত্তহরং কিঞ্চিত্ত্রিদোষঘ্নমুদাহৃতম্। কাষ্ঠাগরু কটূষ্ণঞ্চ লেপে রূক্ষং কফাপহম্। দাহাগরু কটুকোষ্ণং কেশানাং বর্দ্ধনঞ্চ বর্ণ্যঞ্চ। অপনয়তি কেশদোষানাতনুতে সততঞ্চ সৌগন্ধ্যম্। মঙ্গল্যাগরু শিশিরং গন্ধাঢ্যং যোগবাহিকম্। রাজনিঘণ্টুঃ।

অগরূষ্ণং কটু ত্বচ্যং তিক্তং তীক্ষ্ণঞ্চ পিত্তলম্। লঘু কর্ণাক্ষিরোগঘ্নং শীতবাতকফপ্রণুৎ। কৃষ্ণং গুণাধিকং তত্তু লৌহবদ্বারি মজ্জতি। অগরু-প্রভবঃ স্নেহঃ কৃষ্ণাগরুসমো মতঃ। ভাবপ্রকাশঃ।

অগরু ব্রণজিত্তিক্তং কটূষ্ণং কফবাতজিৎ। রাজবল্লভঃ।

হিক্কায়াং কাললৌহম্—"মধুনা সংযুতং লেহ্যং চূর্ণং বা কাললৌহজম্" (চি: ২১ অ:)। চরকঃ।

লবণমেহে অগরু—"লবণমেহিনং পাঠাগরুকষায়ম্" (চি: ১১ অ:)। (২) দদ্রুকুষ্ঠকিটিমেষু অগরুসারস্নেহঃ—"শিংশপাগরুসারস্নেহা দদ্রুকুষ্ঠকিটিমেষু" (চি: ৩১ অ:)। সুশ্রুতঃ।

কাসে অগরু—"মধুনৈবচ জোঙ্গকম্" (চি: ৩ অ:)। (২) হিক্কাশ্বাসয়োঃ অগরু—"গুরু বাগরু" (চি: ৪ অ:)। বাগ্‌ভটঃ।

অগরুর অন্বর্থসংজ্ঞা।

উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"ক্রিমিজ," "কৃমিজগ্ধ"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"বর্ণপ্রসাদন"।

অগুরুর ভাষানাম—বাঙ্‌লা, হিন্দি, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতি, কর্ণাটী ও তামিলী ভাষায় "অগর্" নামে প্রখ্যাত। ইং—এলোউড্।

অগুরুর উৎপত্তি কথা—শ্রীহট্টে অগুরু বৃক্ষ জন্মে*। বৃক্ষ অতি বৃহৎ হয়। অগুরুসংগ্রাহকগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, অগুরুর বৃক্ষ অন্বেষণ পূর্ব্বক ছেদন করে। এবং কাণ্ড ও শাখার অসার কাষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া, নির্য্যাসবৎপদার্থযুক্ত সারকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই নির্য্যাসবৎপদার্থযুক্ত সারবান্ কাষ্ঠই অগুরু নামে প্রসিদ্ধ। কোন কোন স্থানে সংগ্রাহকেরা অগুরুবৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক, মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া রাখে। দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকায়, কাষ্ঠের অসার ভাগ জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তখন উত্তোলন পূর্ব্বক, অস্ত্রদ্বারা সহজে সারভাগ পৃথক্ করিয়া লয়। অগুরু বৃক্ষের সর্ব্বত্র নির্য্যাসবৎপদার্থ সঞ্চিত হয় না; বৃক্ষ যে যে স্থানে কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হয়, প্রায় সেই সেই স্থলেই উহা সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বাচার্য্যগণও এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। এবং এই জন্যই বোধ হয় তাঁহারা অগুরুকে "ক্রিমিজগ্ধ" ও "ক্রিমিজ" বলিতেন।

নানা প্রকার অগুরু—রাজ নিঘণ্টুকার ৪ প্রকার অগুরুর উল্লেখ করিয়াছেন—(১) কৃষ্ণাগুরু (২) কাষ্ঠাগুরু (৩) দাহাগুরু (৪) মঙ্গল্যাগুরু। ইহাদের মধ্যে দাহাগুরু গুর্জ্জরে এবং মঙ্গল্যাগুরু কেদারে প্রসিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নিঘণ্টুকারের

* আসাম প্রদেশ প্রাচীনকাল হইতে অগুরু বৃক্ষের জন্য বিখ্যাত। রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন "চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরঃ। তদ্গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাগুরুদ্রুমৈঃ। (রঘু. ৪র্থ সর্গ)।

মতে মঙ্গল্যাগুরু শ্রেষ্ঠ। রাজনিঘণ্টু-রচয়িতা, প্রোক্ত অগুরুচতুষ্টয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করেন নাই ; কিন্তু কৃষ্ণাগুরুর "কৃষ্ণকাষ্ঠ" ও "গন্ধরাজ" নাম এবং তিক্ততা, কাষ্ঠাগুরুর "পীতক" ও "অসার" নাম, দাহাগুরুর "তৈলাগুরু" নাম এবং "আতনুতে সততঞ্চ সৌগন্ধ্যম্" পাঠ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদ অনুমান করা যাইতে পারে। ভাবপ্রকাশকার অগুরুর চারি প্রকার ভেদ স্বীকার করেন নাই। নব্য লেখকেরা কৃত্রিম অকৃত্রিম নানা প্রকার অগুরুর বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা এই বিষয় বিশেষরূপ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডিমকের পুস্তক পাঠ করিবেন।

অগুরুর পরীক্ষা—যে অগুরু জলে নিমজ্জিত হয় তাহা উত্তম, যাহা অর্দ্ধনিমজ্জিত হয় তাহা মধ্যম এবং যাহা ভাসিয়া থাকে তাহাকে অধম বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বাচার্য্যগণও এইরূপেই অগুরুর উৎকর্ষাপকর্ষ পরীক্ষা করিতেন। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে— "কৃষ্ণং গুণাধিকং তত্তু লৌহবদ্বারি মজ্জতি"।

উত্তম অগুরুর স্বরূপবর্ণন—অগুরু কাষ্ঠখণ্ডের আকৃতি ও বর্ণ নানা প্রকার। সঞ্চিত নির্য্যাসবৎ পদার্থের ন্যূনাধিক্যানুসারে কোনটী ধূসর, কোনটী কটা রঙের, কোনটী বা কাল। শেষোক্তের নাম কৃষ্ণাগুরু—ইহাই উৎকৃষ্টতম। নির্য্যাসবৎ পদার্থ ত আর কাষ্ঠের সর্ব্বত্র সমভাবে সঞ্চিত হয় না ; সুতরাং যে যে স্থলে নির্য্যাসবৎপদার্থবিহীন কাষ্ঠ থাকে, সংগ্রাহকেরা তত্তৎ স্থল বর্জ্জন করিবার জন্য কাষ্ঠের স্থানে স্থানে গর্ত্ত করে ; অতএব অত্যুত্তম অগুরু কাষ্ঠের অঙ্গে বহুবিবর দৃষ্ট হয়। যে অগুরু জলে নিমজ্জিত হয়, যাহা চর্ব্বণ করিলে দাঁতে জড়াইয়া ধরে, যাহার স্বাদ কষায় ও তিক্ত, পেষণ করিলে যাহা চোঁচের মত না হইয়া একবারে চূর্ণ হইয়া যায়, যাহার গন্ধ মনোরম এবং দগ্ধ করিলে সৌরভে দিক্ আমোদিত করে, সেই অগুরুই সর্ব্বোত্তম। শ্রীহট্টজাত অগুরুর মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার নাম "ঘরকি"। শ্রীহট্টে এই ঘরকির সের, বার হইতে ষোল টাকা। অধুনা জনসাধারণের নিকট অগুরু নিতান্ত অপরিচিত বস্তু। বণিক্‌গণ যে কোন একটা সুগন্ধি কাষ্ঠকে অগুরু বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এবং লোকেও তুষ্ট হইয়া তাহাই অগুরু ভ্রমে ব্যবহার করে। অনেকে "অগুরুচন্দন"ও বলে। বলা বাহুল্য অগুরু ও চন্দন সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু।

ঔষধার্থ ব্যবহার—নির্য্যাসবৎ পদার্থ সমন্বিত কাষ্ঠ ও তৈল।

মাত্রা—কাষ্ঠচূর্ণ এক হইতে দুই আনা। ক্বাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে অগুরুর ব্যবহার।

চরক—হিক্কায় কৃষ্ণাগুরু—হিক্কারোগীকে মধুর সহিত কৃষ্ণাগুরু চূর্ণ সেবন করাইবে। (চিঃ ২১ অঃ)।

সুশ্রুত—লবণমেহে অগুরু—যাহার লবণমেহ হইয়াছে তাহাকে পাঠা ও অগুরুর কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **দদ্রু, কুষ্ঠ ও কিটিমরোগে অগুরু তৈল**—দদ্রু, কুষ্ঠ ও কিটিম নামক চর্ম্মরোগে অগুরু তৈল অভ্যঙ্গ করিতে দিবে (চিঃ ৩১ অঃ)।

বাগ্‌ভট—কাসে অগুরু—কাসরোগী মধুর সহিত অগুরু চূর্ণ সেবন করিবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **হিক্কাশ্বাসে কৃষ্ণাগুরু**—হিক্কা ও শ্বাসরোগী উত্তম কৃষ্ণাগুরুর ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিবে (চিঃ ৪ অঃ)।

বক্তব্য—এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে অনুলেপন জন্য এবং ঔষধার্থ অগুরু ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাবধিই যে ইহা মূল্যবান্ এবং দুর্লভ ছিল, একথা অগুরুর "রাজার্হ" এই নাম হইতেই বেশ বুঝা যায়। **চরকের** সূত্রস্থানের ৩য় অধ্যায়ে শিরো-বেদনাহর এবং শীতহর প্রলেপে অগুরুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। **চরকোক্ত** শীতঋতুচর্য্যায় অগুরু অনুলেপনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। **সুশ্রুত** ব্রণধূপন দ্রব্যের মধ্যে অগুরু পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৬ অঃ)। অগুরুর তৈল পীতবর্ণ। ইহাও অগুরুবৎ সুগন্ধি। **ভাবপ্রকাশকার** বলেন অগুরু তৈলের গুণ কৃষ্ণাগুরুর তুল্য—"অগুরুপ্রভবঃ স্নেহঃ কৃষ্ণাগুরুসমো মতঃ"। উত্তম অগুরুকাষ্ঠ জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া গাত্রে অনুলেপন করিলে, বর্ণ উজ্জ্বল হয়; এই জন্য অগুরুর একটী নাম 'বর্ণপ্রসাদন"।

Constituents—A Volatile Oil.

Actions and uses.—Used as perfume and as stimulant, cholagogue, also deobstruent. It is an ingredient in various nervine tonic, carminative and stimulant preparations. It is used in gout and rheumatism, also to check vomiting. A paste of Agara and Sápasandá, with brandy, is applied to the chest in bronchitis of children and to the head in headache. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 535).

নব্যমত—অগুরু অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হয়; অধিকন্তু ইহা উষ্ণ ও পিত্তনিঃসারক। নার্ভের বলকারক, পাচক এবং বাতশ্লেষ্মঘ্ন ঔষধের অন্যতম উপাদানরূপে অগুরু বহুশঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগুরু আমবাতে হিতকর, বমন নিবারণার্থও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কফীয় বেদনা এবং শিরোরোগে ব্রাণ্ডির সহিত অগুরুর প্রলেপ ফলপ্রদ। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—২য় খণ্ড, ৫৩৫ পৃঃ।)

অগস্তি—अगस्तिः ।

अगस्तिः, मुनिद्रुमः, कुम्भयोनिः । Sesbania grandiflora, Aeschynomene grandiflora.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"वक्रपुष्पः," "दीर्घफलकः," "शीघ्रपुष्पः" । **गुणप्रकाशिका संज्ञा**—"व्रणारिः" ।

सितपीतनीललोहितकुसुमभेदाच्चतुर्विधोऽगस्तिः । मधुरः शिशिरस्त्रिदोषश्रमकासविनाशनश्च भूतघ्नः । तथाच—अगस्त्यं शिशिरं शैत्यं त्रिदोषघ्नं श्रमापहम् । वलासकासवैवर्ण्यभूतघ्नञ्च वलापहम् ॥ **राजनिघण्टुः** ।

अगस्तिः पित्तकफजिच्चातुर्थकहरो हिमः । रूक्षो वातकरस्तिक्तः प्रतिश्यायनिवारणः ॥ **भावप्रकाशः** ।

अगस्तिकुसुमं शीतं चातुर्थकनिवारणम् । नक्तान्ध्यनाशनं तिक्तं कषायं कटुपाकि च । पीनसश्लेष्मपित्तघ्नं वातघ्नमिति कीर्त्तितम् । **पर्णन्तु** मुनिवृक्षस्य कटु तिक्तं गुरु स्मृतम् । मधुरं किञ्चिदुष्णञ्च स्वच्छं क्रिमिकफापहम् । कण्डूं विषं रक्तपित्तं नाशयेदिति कीर्त्तितम् । **मुनिशिम्बी** सरा प्रोक्ता वुद्धिदा रुचिदा लघुः । पाककाले तु मधुरा तिक्ताचैव स्मृतिप्रदा । त्रिदोषशूलकफहृत् पाण्डुरोगविषापनुत् । शोषगुल्महरा प्रोक्ता सा पक्वा रूक्षपित्तला । **वृहन्निघण्टुरत्नाकरः** ।

अगस्त्यं नातिशीतोष्णं नक्तान्धानां प्रशस्यते

सुश्रुतः—(सूः ४६ पुः वः) ।

निशान्ध्ये अगस्तिपत्रम्—"भृष्टं घृतं कुम्भयोनेः पत्रैः पाने च पूजितम्" (उः १३ अः) । **वाग्भटः** ।

(१) **अपस्मारे अगस्तिपत्रम्**—"अगस्तिपत्रं मरिचं मूत्रेण परि-

পেষিতম্। নস্যে মস্তমপস্মারং হন্তি শীঘ্রং নরস্যতু” (চিঃ ১৫)।
(২) বালানামপস্মারে অগস্তিপত্রম্——“রসস্থাগস্তিপত্রস্য মরিচৈঃ প্রতিযোজিতম্। এতেন প্রতিসীর্ষ্যংস্যাত্—”। (চিঃ ৪২)। হারীতঃ।

চাতুর্থকজ্বরে অগস্তিপত্রম্—“নস্যং চাতুর্থকং হন্তি রসো বাগস্ত্যপত্রজঃ” (জ্বরচিঃ) চক্রদত্তঃ।

বাতরক্তে অগস্তিপুষ্পম্——“অগস্তিপুষ্পচূর্ণেন মাহিষং জনয়েদ্দধি। তদুত্থনবনীতেন দেহজং স্ফুটনং জয়েত্” (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

অগস্তির পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা। “বক্রপুষ্পঃ,” “দীর্ঘফলক,” “শীঘ্রপুষ্প”। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“ব্রণারি”।

অগস্তির ভাষানাম—বাঃ—বকফুলের গাছ, বাস্‌কোনা ফুলের গাছ। হিঃ—অগস্তিয়া, হেতিয়া, হদগা। মঃ—অগস্তা, হদগা। গুঃ—অগথিয়ো। কঃ—অগসেয় মরণু। তেঃ—অনীসে, অবিসি। তাঃ—অর্গতি।

বর্ণন—বকফুলের গাছ সাধারণের নিকট সুপরিচিত। ইহা পল্লিমধ্যে ইতস্ততঃ এবং উদ্যানে জন্মে। বৃক্ষ অতি সত্বর বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হয়। গাছ ২০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। কাণ্ড সরল, ৮।৯ হাত দীর্ঘ। শাখা ঘন সন্নিবিষ্ট নহে—ফাঁক ফাঁক। দীর্ঘবৃন্তের দুই পার্শ্বে জোড়া জোড়া পাতা থাকে। পাতা সংখ্যায় ৮—১২ জোড়া বা তদধিক দৃষ্ট হয়। ফুল বড়—শুভ্র বা রক্তবর্ণ, এবং কোরকিতাবস্থায় চন্দ্রকলার মত বক্র থাকে। শ্রীহর্ষ কবি যথার্থই বলিয়াছেন “মুনিদ্রুমঃ কোরকিতঃ সিতদ্যুতি। র্বনেঽমুনামন্যত সিংহিকাসুতঃ। তমিস্রপক্ষত্রুটিকূটভক্ষিতঃ। কলাকলাপং কিল বৈধবং বমন্॥—নৈষধচরিত।

বকফুলের দলের বিষয়ে কিছু বলিব। একটী গোলাপ ফুল ও একটী ধুতুরা ফুল লইয়া দেখ, উভয় ফুলের দল অর্থাৎ পাপ্‌ড়ি এক রকম নহে। গোলাপ ফুলের দলগুলি পৃথক্ পৃথক্; এজন্য প্রস্ফুটিত গোলাপফুল পরিম্লান হইলে এক একটী পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া পড়ে। ধুতুরাফুলের দল পৃথক্ নহে—মিলিত, দেখিতে কল্‌কের মত। গোলাপফুল পৃথক্‌দল। ধুতুরা ফুল মিলিতদল। সকল ফুলই, হয় পৃথক্‌দল নয় মিলিতদল হইয়া থাকে। একটী চাঁপা ফুল আর একটী বকফুল লইয়া দেখ। উভয় ফুলই পৃথক্ দল বটে; কিন্তু উভয় পুষ্পের দলের আকৃতি কি একই প্রকার?—না। চাঁপাফুলের দলগুলি দেখিতে একই

প্রকার বটে ; কিন্তু বকফুলের পাঁচটী দল ত এক রকমের নহে—কতকগুলি বড়, কতকগুলি অতি ছোট, কোনটী বেশী চৌড়া কোনটী বা অল্প চৌড়া। তাহা হইলে পৃথক্‌দল-ফুল দুই প্রকারের হইল। এক প্রকারের দলগুলি সমাকৃতি আর এক প্রকারের দলগুলি বিষমাকৃতি। যত পৃথক্‌দল ফুল আছে, তাহাদের দল, হয় সমাকৃতি, নয় বিষমাকৃতি হইয়া থাকে। বকফুলের দল বিষমাকৃতি। বকফুলের গাছে শুঁটী হয়। এই শুঁটী লম্বা, পেনকলমের মত মোটা। আবার কতকগুলি গাছের শুঁটী চ্যাপ্টা হয়—যেমন পলাশ, কাঞ্চন, অপরাজিতা ইত্যাদি। শুঁটী যেমনই হউক, যে যে গাছের শুঁটী হয়, প্রায়ই তাহাদিগের ফুলে বকফুলের মত পাঁচটা পৃথক্ ও বিষমাকৃতি দল থাকে। এস্থলে মিলিতও পৃথক্‌দল পুষ্প এবং একজাতীয় পুষ্পের সহিত একজাতীয় ফলের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ব্যাঘাত হইল। অগস্তির পুষ্প ও শিম্বি মানুষের ভক্ষ্য।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, পুষ্প, শিম্বি।

বৈদ্যকে অগস্তির ব্যবহার।

সুশ্রুত—অগস্তির পুষ্প নাতিশীতোষ্ণ। ইহা নক্তান্ধদিগের (রাতকাণাদিগের) পক্ষে হিতকর (সুঃ ৪৬ অঃ পুষ্প বর্গ)।

বাগ্‌ভট—নক্তান্ধ্যে অগস্তি পত্র—অগস্তির পত্র শিলায় পেষণ পূর্ব্বক, গব্যঘৃত সহ পাক করিয়া, সেই ঘৃত নক্তান্ধদিগকে পান করিতে দিবে (উঃ ১৩ অঃ)। **পাক করিবার প্রণালী**— গব্যঘৃত এক সের, শিলাপিষ্ট অগস্তিপত্র ১ পোয়া, নীরস না হওয়া পর্য্যন্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ভর্জ্জিত পত্র বর্জ্জন পূর্ব্বক বস্ত্রপূত ঘৃত পান করিবে। মাত্রা ½ তোলা হইতে ১ তোলা।

হারীত—অপস্মারে অগস্তি পত্র—অগস্তিপত্র বহু, মরিচচূর্ণ অল্প, গোমূত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, নস্যার্থে অপস্মার রোগীকে প্রয়োগ করিবে (চিঃ ১৯ অঃ)। (২) **শিশুর অপস্মারে**—মরিচ চূর্ণ সহ অগস্তি পত্রের রসের নস্য দিবে। রসে তুলা ভিজাইয়া শিশুর নাসারন্ধ্রের নিকট স্থাপন করাই ভাল।

চক্রদত্ত—চাতুর্থকজ্বরে অগস্তি পত্র—যাহার ২ দিন ছাড়া জ্বর হয় তাহাকে অগস্তি পত্রের রসে নস্য প্রয়োগ করিবে (জ্বরচিঃ)। জ্বরাগমনদিবসে নস্য লইতে হইবে। প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধিবর্জ্জিত চাতুর্থকজ্বরে প্রয়োজ্য।

ভাবপ্রকাশ—বাতরক্তে অগস্তি পুষ্প—বকফুল চূর্ণ করিয়া, মাহিষ দুগ্ধে মিশ্রিত করিবে। এই দুগ্ধের দধি হইতে ননী তুলিয়া মাখিলে, বাতরক্ত জন্য গাকাটা ভাল হয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

বক্তব্য—চরকের পুষ্পবর্গে অগস্তির উল্লেখ নাই। অথবা কেবল পুষ্পবর্গে কেন সমগ্র **চরক** অনুসন্ধান করিয়াও অগস্তির নাম পাওয়া যায় নাই। **ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু-কার** অগস্তির গুণ বিবৃত করেন নাই। **রাজবল্লভে** অগস্তিপুষ্পের গুণ বর্ণিত হইয়াছে—পত্র ও শিম্বির গুণ লিখিত হয় নাই। **ভাবপ্রকাশকার** বলেন অগস্তির পত্র প্রতিশ্যায় অর্থাৎ তরুণসদ্দি নিবারক। **বৃহন্নিঘণ্টুকারের** মতে অগস্তির শিম্বি "সরা" অর্থাৎ রেচক।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ স্বীয় পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৪৭২ পৃষ্ঠায় অগস্তির সংস্কৃত নাম "স্থলপুষ্প" লিখিয়াছেন। প্রচলিত কোনও বৈদ্যক গ্রন্থে অগস্তির এ নাম পাওয়া যায় না। **ডিমকের** মতে অগস্তি পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের (Eastern Islands) বৃক্ষ। ভারতে এ বৃক্ষ ছিল না—পরে আনীত হইয়া ভারতের উদ্যানে প্রতিপালিত এবং এক্ষণে সম্পূর্ণ এতদ্দেশজাতের মত হইয়া পড়িয়াছে। একথা অমূলক। বিজ্ঞলোকেরা স্থির করিয়াছেন **সুশ্রুতসংহিতা** নিতান্ত ন্যূন পক্ষে ২,৪০০ বৎসরের পুস্তক। এই সুশ্রুতে অগস্তির উল্লেখ রহিয়াছে। ডিমক ও স্থানে স্থানে বস্তু বিশেষকে এতদ্দেশজাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কেননা প্রাচীনগ্রন্থ সুশ্রুতে উহার উল্লেখ আছে। যদি তাহাই হয়, তবে অগস্তি এতদ্দেশ-জাত হইবে না কেন?

Constituents—Tannin and gum.

Actions and uses—The root expectorant. The bark astringent bitter tonic. The juice of leaves and flowers is blown up the nostrils in nasal catarrh and headache with relief. The juice of the root is given with honey in catarrh. A paste of the root with the stramonium root is applied to painful swellings. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 229-30).

নব্যমত—অগস্তির মূল কফনিঃসারক। ত্বক্,—কষায়, তিক্ত, বলকারক। পত্র ও পুষ্পের রস নস্য করিলে পীনস, প্রতিশ্যায় ও শিরঃপীড়ার যন্ত্রণা লঘু হয়। মূলের রস মধুসহ তরুণকফরোগে প্রয়োজ্য। অগস্তির মূল ও ধুতূরার মূল সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক বেদনাযুক্ত স্ফীতঅঙ্গে প্রলেপ দেওয়া হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন. ক্ষোরি কৃত, ২য় খণ্ড, ২২৯—৩০পৃঃ)

অঙ্কোট—अङ्कोटः।

अङ्कोटः (ठः), अङ्कोलः। Alangium Lamarkii, Alangium hexapetalum.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"दृढ़कण्टकः," "लम्बपर्णः," "गन्धपुष्पः," "ताम्रफलः"। **गुणप्रकाशिका संज्ञा**—"रेची," "विषघ्नः," "वामकः", "गुप्तस्नेहः"।

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"अङ्कोठः संग्राही चिरितखलपत्रः, अङ्कोल इति लोके"। डल्वणः—(सुः टीः सूः ३६)।

अङ्कोलः स्निग्धतीक्ष्णोष्णः कटुको वातनाशनः। कुक्कुराखुविषं हन्ति ग्रहजन्तुविषापहः। भूतग्रहविषघ्नश्चैव कण्ठशूलस्य शोधनः। धन्वन्तरीय—निघण्टुः।

अङ्कोलः कटुकः स्निग्धो विषलूतादिदोषनुत्। कफानिलहरः सूतशुद्धिकृद्रेचनीयकः। राजनिघण्टुः।

अङ्कोटकः कटुस्तीक्ष्णः स्निग्धोष्णः स्तुवरो लघुः। रेचनः क्रिमिशूलामशोफग्रहविषापहः। विसर्पकफपित्तास्रमूषिकाहिविषापहः। तत् फलं शीतलं स्वादु श्लेष्मघ्नं वृंहणं गुरु। बल्यं विरेचनं वातपित्तदाहक्षयास्रजित्। भावप्रकाशः।

* * * *

रसोवान्तिकरश्चास्य विषदोषकफापहः। वातशूलशोथक्रिमिग्रहपीड़ामपित्तहा। रक्तदोषविसर्पघ्नः श्वानाखुविषनाशनः। स्रोतोविषं कटीशूलमतिसारञ्च नाशयेत्॥ वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

दन्तकाष्ठगते विषे अङ्कोटमूलम्—"अथवाङ्कोठमूलानि" (कल्प १ अः)। (२) अञ्जने विषसंसृष्टे अङ्कोटपुष्पम्—"एकैकं कारयेत् पुष्पं बन्धूकाङ्कोठयोरपि"—(कल्प १ अः) सुश्रुतः।

আখোর্বিষে অঙ্কোলমূলম্—"অঙ্কোলমূলকল্কো বা বস্তমূত্রেণ কল্পিতঃ। পানালেপনয়োর্যুক্তঃ সর্ব্বাখুবিষনাশনঃ" (উঃ ৩৮ অঃ)। বাগ্‌ভটঃ।

(১) অতিসারে অঙ্কোঠমূলম্—তণ্ডুলজলপিষ্টাঙ্কোঠমূলকর্ষার্দ্ধপানমপহরতি। সর্ব্বাতিসারগ্রহণীরোগসমূহং মহাঘোরম্ (অতিসার চিঃ)। (২) গরদোষে অঙ্কোটমূলম্—"অঙ্কোটমূলনিঃক্বাথং ফাণিতং সঘৃতং লিহেৎ। তৈলাক্তঃ স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গো গরদোষবিষাপহঃ (বিষ চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

মূত্রবিষে অঙ্কোটমূলম্—"ক্ষীরেণ পরিপেষিতা অঙ্কোঠবংশজা বাপি মূত্রবিষঘ্নী প্রযত্নতঃ" (মঃ খঃ ৪ ভাঃ) ভাবপ্রকাশঃ।

অঙ্কোটের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"দৃঢ়কণ্টক," "লম্বপর্ণ", "গন্ধপুষ্প", "তাম্রফল"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"রেচী", "বিষঘ্ন", "বামক", "গুপ্তস্নেহ"।

অঙ্কোটের ভাষানাম—বাঃ—আঁকোড়, ধল্ আঁকোড়। হিঃ—ঢেরা, টেরা। মঃ—অঙ্কোলী বৃক্ষ। গুঃ—অঙ্কোল্য। কঃ—অঙ্কুলে। তৈঃ—উড়ীকে।

বর্ণন—অঙ্কোট অযত্নসম্ভূত আরণ্য বৃক্ষ। এঁটেল মাটীতে উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হয়। হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় প্রচুর জন্মে। শুষ্ক ও উচ্চ ভূমিতে ইহার উৎপত্তি। মেদিনীপুরে বড় আমগাছের মত উচ্চ আঁকোড় গাছ দেখিয়াছি। পাতা লম্বা চৌড়ায় প্রায় আমের পাতার মত। পাতায় বর্ত্তুলাকৃতি শূন্যগর্ভ স্ফীতি দৃষ্ট হয়। গাছের গুঁড়িতে বা ডালে তীক্ষ্ণাগ্র কিছু থাকিলেই তাহাকে লোকে কণ্টক বলিয়া থাকে; কিন্তু গাছের ছাল তুলিলে যাহা ছালের সহিত উঠিয়া যায়, উদ্ভিদ্‌বিদ্যানুসারে তাহাই কণ্টক, আর ত্বক্ অপসারিত করিলেও, যাহা কাণ্ড বা শাখার অঙ্গীভূত হইয়া থাকে, তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্র শাখা বলে। বৃহতীর কণ্টক আছে। বিল্বের তীক্ষ্ণাগ্র শাখা আছে। সুতরাং উদ্ভিদ্‌বিদ্যানুসারে বলিতে হইলে, অঙ্কোটেরও তীক্ষ্ণাগ্র শাখা আছে। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল হয়। পুষ্পিতাবস্থায় বৃক্ষে পত্র থাকে না। আবার অঙ্কোটের কাণ্ড এমন, যে দেখিলেই শুষ্ককাষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়; এজন্য দূর হইতে পত্রহীন, পুষ্পিত অঙ্কোট বৃক্ষ দেখিলে মনে হয়, কেহ যেন শুষ্ক কাঠে কৃত্রিম পুষ্পের সন্নিবেশ করিয়াছে। বৈশাখী ঊষায় দূরাগত

অঙ্কোট পুষ্পের সৌরভ অতি হৃদ্য। এই "গন্ধপুষ্প" বৃক্ষ, সর্ব্বথা উদ্যানে পালিত হইবার যোগ্য। ইহার পুষ্প শুভ্র বর্ণ। ফল দেখিতে প্রায় ভাঁটার মত। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ফল পাকে। পাকা ফল বর্ণতঃ প্রায় কালজামের মত। বিশেষ কোন স্বাদ নাই—সামান্য মিষ্ট বলা যায়। পাকা ফল মৎস্যগন্ধি, অর্থাৎ উহাতে আঁসটে গন্ধ আছে। বালকে পাকা অঙ্কোট ফল খায়। ছোট ছোট আঁকোড় গাছে পল্লীগ্রামের লোকেরা ছড়ি তৈয়ার করে। অঙ্কোটমূলত্বক্ অতিতিক্ত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্ ও পুষ্প।

মাত্রা—মূলত্বক্ চূর্ণ ½ আনা হইতে এক আনা পর্য্যন্ত। ২½ আনা হইতে ৫ আনা মাত্রায় বমনকারক।

বৈদ্যকে অঙ্কোটের ব্যবহার।

সুশ্রুত—দন্তকাষ্ঠগতবিষে অঙ্কোটমূল—দন্তকাষ্ঠ বিষযুক্ত হইলে, জিহ্বা, দাঁতের মাঢ়ী ও ওষ্ঠ স্ফীত হয়। ইহার প্রতীকারার্থ অঙ্কোট মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া, স্ফীত স্থানে মধুর সহিত আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিবে, কিম্বা প্রলেপ দিবে (কঃ ১ অঃ)। (২) অঞ্জনগতবিষোপদ্রবে অঙ্কোটপুষ্প—বিষাক্ত অঞ্জনব্যবহারে অন্ধত্ব জন্মে, ইহার প্রতিকারার্থ অঙ্কোট পুষ্পের অঞ্জন ব্যবহার করাইবে (কঃ ১ অঃ)।

বাগ্‌ভট—মূষিকবিষে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোট মূলের ছাল, ছাগীর মূত্রে পেষণ করিয়া পান ও লেপন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূষিকবিষ বিনষ্ট হয়। (উঃ ৩৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—অতিসারে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোট মূলের ত্বক্ ১ তোলা, তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণী প্রশমিত হয় (অতিসার চিঃ)। এ মাত্রা অধুনা প্রযোজ্য নহে। (২) গরদোষে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোটমূল—ত্বকের কাথ প্রস্তুত করিয়া ঘনীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃপাক করিবে। এই ফানিতাকার কাথ গব্যঘৃত সহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে রোগীকে তিলতৈল মাখাইয়া স্বেদ দিবে। ইহা গরদোষ নাশক (বিষ চিঃ)। উপবিষ সেবনজন্য উপদ্রবকে গরদোষ বলে।

ভাবপ্রকাশ—কুকুর বিষে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোটমূলত্বক্ গব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। ইহা কুকুরবিষ নাশক (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

বক্তব্য—চরকে অঙ্কোট ফলের গুণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—“শ্লেষ্মলং গুরু বিষ্টম্ভি চাঙ্কোটফলমগ্নিজিৎ” (সূঃ ২৭ অঃ)। **চরকোক্ত** বিষচিকিৎসায় অমৃতঘৃতের কল্কে “পাঠাঙ্কোটাশ্বগন্ধার্ক” পাঠে অঙ্কোটের ব্যবহার দেখিতে পাই মাত্র। এতদ্ভিন্ন সমগ্র বিষচিকিৎসায় আর অঙ্কোট শব্দই নাই। **সুশ্রুতের** কল্পস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে মূষিককুক্কুরাদির বিষচিকিৎসা লিখিত আছে। **সুশ্রুতোক্ত** শ্ববিষ—চিকিৎসায় অঙ্কোট ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু মূষিকবিষচিকিৎসায়, মূষিকদষ্ট রোগীকে বমন করাইবার জন্য অঙ্কোট প্রয়োগ করা হইয়াছে—“ছর্দ্দনং জালিনীকাথৈঃ শুকাখ্যাঙ্কোটয়োরপি (কঃ ৬ অঃ)। অঙ্কোটের একটী নাম “বামক”। **চরকের** বিমান স্থানের ৮ম অধ্যায়ে এবং **সুশ্রুতের** সূত্র স্থানের ৩৯শৎ অধ্যায়ে বিরেচক ও বামক দ্রব্যের তালিকা আছে। এই তালিকায় অঙ্কোটের নাম নাই। **চরক** ও **সুশ্রুতোক্ত** কুষ্ঠ, অতিসার এবং গ্রহণীর চিকিৎসায় অঙ্কোটের নামোল্লেখ নাই। **সুশ্রুতের** অশ্মরী চিকিৎসাধ্যায়ে অঙ্কোট ফলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। “পিচুকাঙ্কোলকতকশাকেন্দীবরজৈঃ ফলৈঃ। চূর্ণিতৈঃ সগুড়ং তোয়ং শর্করানাশনং পিবেৎ” (চিঃ ৭ অঃ)। **নিঘণ্টুকার** অঙ্কোটফলকে “গুপ্তস্নেহ” বলিয়াছেন। **চরকের** সূত্র স্থানের ১৩শ অধ্যায়ে এবং **সুশ্রুতের** চিকিৎসিত স্থানের ৩১শৎ অধ্যায়ে উক্ত, স্থাবরস্নেহযোনি ফলের মধ্যে অঙ্কোটের উল্লেখ নাই। **নিঘণ্টুকার** অঙ্কোটের একটী নাম লিখিয়াছেন “রেচী”; কিন্তু **ডল্বণ** অঙ্কোটকে “সংগ্রাহী” বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। **চক্রদত্ত** ও **বঙ্গসেন** (বঙ্গসেন সঙ্কলিত “চিকিৎসাসার সংগ্রহ”—শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ, ৮১ পৃঃ দেখ) উভয়েই অতিসারের চিকিৎসায় সংগ্রাহী রূপে অঙ্কোট ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ অঙ্কোট রেচী কি সংগ্রাহী ইহার পরীক্ষা আবশ্যক।

নব্যমত সমালোচনা—ওয়াইট্‌ সাহেব কৃত “ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্” নামকপুস্তকের ১ম খণ্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠায় অঙ্কোট বৃক্ষের চিত্র অঙ্কিত আছে। এই অঙ্কনে কিঞ্চিৎ ত্রুটি রহিয়াছে। ইহাতে অঙ্কোটের কণ্টক এবং পত্রস্থিত অর্দ্ধদাকৃতি স্ফীতি অঙ্কিত হয় নাই। **ডিমাকের** পুস্তকে (২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ) অঙ্কোটের ফল কষায় ও অম্লাস্বাদ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমরা পক্ব অঙ্কোটফলের আস্বাদ লইয়া যেমন বুঝিয়াছি তদ্বিষয় পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

Constituents—Non-crystallizable, bitter, alkaloid, alangine. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 322).

Mr. Moodin Sheriff has drawn attention to the emetic properties of the bark in the *Pharmacopœia of India.* He says—"It has proved itself an efficient and safe emetic in doses of fifty grains ; in smaller doses it is nauseant and febrifuge. The bark is very bitter, and its repute in skin diseases is not without foundation. If it is continued for a sufficient period its influence over them is greater than that of *calotropis gigantea.*" Mr. Moodin Sheriff, in a further report upon this drug (1883), states—"It is a good substitute for Ipecacuanha, and proves useful in all diseases in which the latter is indicated, except dysentery. As a diaphoretic and antipyretic it has been found useful in relieving pyrexia. Dose as a nauseant, diuretic and febrifuge, 6 to 10 grains of the root bark ; as an alterative, 2 to 5 grains, it is given in leprosy and syphilis ; the natives consider it to be alexiteric, especially in cases of bites from rabid animals."—(*Pharmacographia Indica*—W. Dymock, Part II., p. 165).

নব্যমত—মুদেন্ সেরিফ্ বলেন—অঙ্কোঠ মূলত্বক্ ৫০ গ্রেণ মাত্রায়, যে, ফলপ্রদ এবং নিরাপদ বমনকারক ইহা পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এতদপেক্ষা অল্পমাত্রায় বিবমিষাজনক এবং জ্বরঘ্ন। অঙ্কোঠমূলত্বক্ অতি তিক্ত। চর্ম্মরোগনাশক বলিয়া ইহার যে খ্যাতি আছে, তাহা অমূলক নহে। যদি দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে চর্ম্মরোগ প্রশমন পক্ষে, ইহা আকন্দের অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া থাকে। অঙ্কোঠমূলত্বক্ ইপিকাকুয়ানার উত্তম প্রতিনিধি। আমাতিসার, রক্তাতিসার ভিন্ন যে সকল রোগে ইপিকাকুয়ানা প্রযোজ্য, তত্তাবৎ রোগেই অঙ্কোঠ ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে। জ্বর থাকিতে ৬—১০ গ্রেণ মাত্রায় অঙ্কোঠমূলত্বকচূর্ণ সেবন করিলে, ঘর্ম্ম হয়, জ্বরের ভোগকাল মন্দীভূত এবং শীতপিপাসাদাহাদি জ্বরলক্ষণ প্রশমিত হয়। ইহা ৬—১০ গ্রেণ মাত্রায় বিবমিষাজনক। ২—৫ গ্রেণ মাত্রায় রসায়ন (alterative)। এতদ্দেশীয় লোকে অঙ্কোঠকে ক্ষিপ্তজন্তুদংশনজন্য বিষদোষনাশক বলিয়া জানে। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—ডব্লিউ ডিমক্ কৃত, ২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ)।

অতসী ।—अतसी ।

रुद्रपत्नी, अतसी, उमा । Linum Usitatissimum.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"नील पुष्पिका"। **गुणप्रकाशिका संज्ञा**—"पिच्छिला", "तैलफला"।

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"अतसी मशिना इति लोके प्रसिद्धा" डल्वणः (सुः टीः सूः २६ अः)। "अतसी तिसीति विख्याता" चक्रपाणिः—(सुः टीः सूः २६ अः)।

रुद्रपत्नी तु मधुरा पित्तघ्ना बलकारिका। कफवातकरी चेषत् पित्तहृत् कुष्ठवातजित्। अन्यच्च—अतसी मधुरा तिक्ता स्निग्धा पाके कटुर्गुरुः। उष्णा दृक्शुक्रवातघ्नी कफपित्तविनाशिनी॥ **धन्वन्तरीय—निघण्टुः।**

अतसी मदगन्धाढ्या मधुरा बलकारिका। कफवातकरी चेषत्पित्तहृत् कुष्ठवातनुत्। **राजनिघण्टुः।**

अतस्युष्णा च तिक्ता च वातघ्नी श्लेष्मपित्तला। स्वादम्लमतसी तैलं वीर्य्योष्णं कटुपाकि च। **राजवल्लभः।**

अतसी मधुरा तिक्ता स्निग्धा पाके कटुर्गुरुः। उष्णा दृक्शुक्रवातघ्नी कफपित्तविनाशिनी। **भावप्रकाशः।**

पाके कट्वी च तिक्ता च कफवातव्रणापहा। पृष्ठशूलञ्च शोथञ्च पित्तं शुक्रं हरत्यवेत्। पर्णमस्याः कासकफवातनुच्छासहृत्तथा। **बृहन्निघण्टुरत्नाकरः।**

(१) **व्रणोपनाहने अतसी**—*"सातसीबीजदध्यम्ला सक्तुपिण्डिका।* शस्ता स्यादुपनाहने" (चिः १२ अः)। (२) **पक्वशोथप्रभेदने अतसी**—"* * उमाबगुग्गुलुः * *। इत्युक्तो भेषजगणः पक्वशोथप्रभेदनः" (चिः

১২ অঃ)। (২) বাতপ্রধানব্রণালেপনে অতসী—"সদাহা বেদনা-বন্তো যে ব্রণা মারুতোত্তরাঃ। তেষাং তিলানুমাংশ্চৈব ভৃষ্টান্ পয়সি নির্ব্বৃতান্। তেনৈব পয়সা পিষ্ট্বা কুর্য্যাদালেপনং ভিষক্" (চিঃ ১২ অঃ)। চরকঃ।

বাতাধিকবাতরক্তে উমা—"ক্ষীরপিষ্টমুমালেপং * *। কুর্য্যাচ্ছূলনিবৃত্ত্যর্থং * *" (চিঃ ২৫ অঃ)। (২) প্রমেহে উমাতৈলম্—"কুসুম্ভসর্ষপাতসী * * স্নেহাঃ প্রমেহেষু" (চিঃ ১১ অঃ)। সুশ্রুতঃ।

অতসীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"নীল পুষ্পিকা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"পিচ্ছিলা," "তৈলফলা"।

অতসীর ভাষানাম—বাঃ—মশিনা। হিঃ—তিসি, অলসী। মঃ—জবস, অঠ্ঠশী। গুঃ—অলসী। কঃ—অগসে। তৈঃ—নল্লপগশী চেট্টু। ফাঃ—তুখ্মেকতান্।

বর্ণন—অতসী ফলপাকান্ত। অতসীর পাতা সরু। ফুল নীলবর্ণ। তৈলের জন্য এদেশে প্রচুর পরিমাণে মশিনার আবাদ হয়। এদেশে তিন প্রকার মশিনা দেখা যায়—শাদা, লাল ও কটা রঙের। বিশুদ্ধ মশিনার তৈল দেখিতে জলের মত। তবে যে মশিনার তৈল পীতবর্ণ দেখায় তাহার কারণ উহার সহিত অন্য তৈল ভেজাল দেয়। মশিনা পিষিয়া শতকরা ৩০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়।

ঔষধার্থ ব্যবহার।—অতসীর বীজ, তৈল ও পত্র।

বৈদ্যকে অতসীর ব্যবহার।

চরক—ফোড়া পাকাইবার জন্য মশিনা—মশিনা জলে পেষণ পূর্ব্বক, উহার সহিত কিঞ্চিৎ যবের ছাতু মিশাইয়া, অম্লদধিসহ ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া যায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) ফোড়া ফাটাইবার জন্য মশিনা—মশিনার প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৩) বাতপ্রধান ব্রণে মশিনা—দাহ ও বেদনা-যুক্তব্রণে, তিল ও মশিনা কাঠখোলায় ভাজিয়া গরম থাকিতে থাকিতে গো-দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিবে। শীতল হইলে সেই দুগ্ধেই পেষণ করিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিবে (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত—বাতাধিকবাতরক্তে মশিনা—বাতাধিকবাতরক্তের বেদনা প্রশমনার্থ মশিনা দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) প্রমেহে মশিনার

তৈল—মশিনার তৈল প্রমেহ রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ৩১ অঃ)। মাত্রা—½—১ তোলা।

বক্তব্য—চরক ও সুশ্রুতে উপনাহস্বেদের (যাহাকে ইংরাজিতে পুল্‌টিশ্ বলে) উপাদান স্বরূপ অতসী ব্যবহৃত হইয়াছে—"উমন্না কুষ্ঠতৈলাভ্যাং যুক্ত্যাচোপনাহয়েৎ" (চরক সূঃ ১৪ অঃ)। "তিলাতসীসর্ষপকল্কৈস্তুবস্ত্রাবনদ্ধৈঃ স্বেদয়েৎ" (সুশ্রুত চিঃ ৩২ অঃ)। নিঘণ্টুগ্রন্থে মশিনাতৈলের গুণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"বাতঘ্নং মধুরং তেষু ক্ষৌমং তৈলং বলাসকৃৎ" (ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু) ("মধুরস্বতসী তৈলং পিচ্ছিল ক্ষানিলাপহম্। মদগন্ধি কষায়ঞ্চ কফকাসাপহারকম্" (রাজনিঘণ্টু)।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ (১মঃ খঃ, ২৩৯ পৃঃ) বলিয়াছেন,—হিন্দুরা, মশিনা ঔষধার্থে অতি অল্পই ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ডিমকোক্তির অসারতা পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

Constituents—The seed-nucleus contains a fixed oil 30 to 35 p. c.; the epithelium contains mucilage 15 p. c., proteid 25 p. c., amygdalin, resin, wax, sugar and ash 3 to 5 p. c. The ash contains phosphates, sulphates and chlorides of potassium,calcium and magnesium.—(*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 150).

Physiological action—Demulcent, expectorant, diuretic and emollient. In large doses it is laxative. In small doses it stimulates the kidneys. It is oxidized in the system and excreted as a resinoid body in the urine. Its infusion is given in inflammation of the mucous membranes of the respiratory, digestive and urinery organs; also in vesical and renal irritation.—(*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 151).

Therapeutics—As it contains a mucilaginous principle and a little oil it is given with honey in coughs and catarrh. As a demulcent and diuretic it is given in renal colic, cystitis, vesical irritation, strangury, vesical catarrh and calculi. Fumigation with the smoke of linseed-oil is used for colds in the head and hysteria. The decoction, owing to the oil it contains is useful enema. Ground meal is chiefly used for poultices applied to enlarged glands, boils, gouty and rheumatic swellings, to the chest in pneumonia &c. The oil is laxative and given in piles. Locally made into a emulsion with lime water it is a valuable non-oil irritant application in burns and scalds. * * The oil is often added to purgative enemata instead of the castor-oil.

Liber fibres are cooling to the body and lessen perspiration, and hence used as an article of dress.—*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 151.

নব্যমত—মশিনা, স্নিগ্ধতা-সম্পাদক, কফনিঃসারক, মূত্রকারক। অধিক মাত্রায় মৃদুরেচক। অল্প মাত্রায় সেবনে বৃক্কদ্বয়ের অর্থাৎ মূত্রোৎপাদক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াবৃদ্ধি হয়। মশিনা, পিচ্ছিল ও স্নেহান্বিত বলিয়া মধুসহ কফকাসে প্রযোজ্য। স্নিগ্ধ ও মূত্রকারকহেতু মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শর্করা এবং শূলরোগে হিতকর। মশিনাতৈলের ধূমগ্রহণ শিরঃস্থিত শ্লেষ্মা ও মূর্চ্ছার পক্ষে হিতকর। মশিনার কাথে তৈল থাকে বলিয়া, এই কাথ অনুবাসনবস্তিরূপে (Enema) ব্যবহৃত হইতে পারে। পিষ্টমশিনা, ফোড়া, বাতের বেদনা, এবং কফরোগে বক্ষোবেদনায় পুল্টিশরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মশিনার তৈল মৃদুরেচক। অর্শোরোগীর গাঢ়বিট্‌কতা থাকিলে মশিনার তৈল সেবন করান হয়। চূণের জলের সহিত এই তৈল মিশাইয়া, অগ্নি কিম্বা অত্যুষ্ণ তরল বস্তুদ্বারা দগ্ধ স্থানে লেপন করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্ খোরি কৃত, ২য় খণ্ড, ১৫১ পৃঃ)।

অতিবিষা—अतिविषा।

अतिविषा, अरुणा। Aconitum heterophyllum.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"श्वेतकन्दा", "भङ्गुरा", "घुणवल्लभा"।
गुणप्रकाशिका संज्ञा—"अतिसारघ्नी", "शिशुभैषज्यम्"।

कटूष्णाऽतिविषा तिक्ता कफपित्तज्वरापहा। आमातिसारकासघ्नी विषच्छर्दिविनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च।

विषा सोष्णा कटुस्तिक्ता पाचनी दीपनी हरेत्। कफपित्तातिसाराम-विषकासवमिक्रिमीन्। भावप्रकाशः।

पाचन्यतिविषा तिक्ता ग्राहिणी दोषनाशिनी। राजवल्लभः।

आमातिसारे अतिविषा—"दद्यात् सातिविषां पेयां सामे साम्लां सनागराम् (सू २ अ:)। (२) दीपनीयार्थेषु अतिविषा—"अतिविषा दीपनीयपाचनीयसांग्राहिकसर्व्वदोषहराणाम्" (सू: २५ अ:)। चरकः।

সর্ব্বকুষ্ঠ্যাময়ে অতিবিষা—"অঙ্কোটস্য ত্রয়োভাগা ভাগবৈকোঽতিবিষা-ভবঃ। তণ্ডুলোদকসম্মীতঃ সর্ব্বকুষ্ঠামযাপহঃ (জীঃ সং ১২১ পৃঃ)। (২) শিশোঃকাসজ্বরচ্ছর্দ্দিষু অতিবিষা—"কাসজ্বরচ্ছর্দ্দিভির্দ্দিতানাং সমাক্ষিকাত্মাতিবিষা তথৈকাম্" (জীঃ সং ৮১৬ পৃঃ)। বঙ্গসেনঃ।

অতিবিষার অন্বর্থসংজ্ঞা—পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"শ্বেতকন্দা", "ভঙ্গুরা", "ঘুণবল্লভা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অতিসারঘ্নী", "শিশুভৈষজ্য"।

অতিবিষার ভাষানাম—বাঃ—আতইচ্। হিঃ—অতীস্। মঃ—অতিবিষ। গুঃ—অতলসণীকলী। কঃ—অতিবিষা। তৈঃ—অতিবাসা।

বর্ণন—অতিবিষার ক্ষুপ হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশে জন্মে। ইহার পাতা নাকদোনার পাতার মত; কিন্তু চৌড়ায় কিছু ছোট। শাখা চ্যাপ্টা। পত্রবৃন্তের মূল হইতে পুষ্পদণ্ড নির্গত হয়। পুষ্পদণ্ড (পুষ্পদণ্ডের ব্যাখ্যা "আরগ্বধ" দেখ) পত্রবৃন্ত হইতে দীর্ঘতর। প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখিতে যেন টুপির মত। ঈষদ্দীর্ঘকন্দের গাত্র হইতে মূল নির্গত হয়। এই মূলই অতিবিষা নামে বিখ্যাত। রাজনিঘণ্টুর যে আদর্শ কাশী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে—"ত্রিবিধাতিবিষা জ্ঞেয়া শুক্লকৃষ্ণারুণা তথা"। মদনবিনোদের মতে "শ্যামকন্দাচোপবিষা সা বিজ্ঞেয়া চতুর্বিধা। রক্তা শ্বেতা ভৃশংকৃষ্ণা পীতবর্ণা তথৈব চ"। তাহা হইলে রাজনিঘণ্টুর মতে, শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ এই তিন প্রকার এবং মদনবিনোদের মতে, রক্ত, শ্বেত, অত্যন্তকৃষ্ণ এবং পীত এই চারি প্রকার অতিবিষা আছে। অধুনা কেবল একপ্রকার মাত্র আতইচ্ বাজারে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। ইহা কটা রঙের, ভাঙিলে ভিতরে সাদা। স্বাদ অতিতিক্ত।

মাত্রা—চূর্ণ ২—৪ আনা। নব্যগণের মতে আধ আনা হইতে দেড় আনা মাত্রায় বল্য, ¼ আনা হইতে ½ আনা মাত্রায় ক্রিমিঘ্ন এবং ২ আনা হইতে ১৩ আনা, কাহার মতে ১১ আনা মাত্রায় জ্বরপ্রতিষেধক।

বৈদ্যকে অতিবিষার ব্যবহার।

চরক—আমাতিসারে অতিবিষা—আতইচ্ ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, /২ জলে সিদ্ধ করিয়া /১ থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া, এই জলে অতীষ বস্তুর পেয়া প্রস্তুত করিবে।

ইহা কিঞ্চিৎ দাড়িমরসযোগে অম্লাস্বাদ করিয়া আমাতীসারীকে সেবন করাইবে (সূঃ ২ অঃ)।
(২) **অগ্নিবৃদ্ধিকর,** পাচক এবং সংগ্রাহক দ্রব্যের মধ্যে অতিবিষা শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)।

বঙ্গসেন—গ্রহণীতে অতিবিষা—অঙ্কোঠমূলের ত্বক্ ৩ ভাগ এবং অতিবিষা ১ ভাগ তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে গ্রহণী প্রশমিত হয় (জীঃ সং ১২১ পৃঃ)। (২) **শিশুর কাস** জ্বর বমনে অতিবিষা—শিশুর কাস জ্বর এবং বমন প্রতীকারার্থ অতিবিষা চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে (জীঃ সং ৮১৬ পৃঃ)।

বক্তব্য—**চরকের** চিকিৎসিতস্থানের ২৫ শ অধ্যায়ে এবং **সুশ্রুতের** কল্পস্থানের ২য় অধ্যায়ে স্থাবর বিষের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। **চরকোক্ত** মূলবিষের এবং **সুশ্রুতোক্ত** মূলবিষ বা কন্দবিষের নামমালায় অতিবিষার নামোল্লেখ দেখা যায় না। উপবিষের মধ্যেও ইহাকে পাঠ করা হয় নাই। সুশ্রুত ও চরকে যে সকল স্থাবর বিষের উল্লেখ দেখা যায় উহাদের অধিকাংশই এক্ষণে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুশ্রুতের প্রাচীন টীকাকার ডল্লণ লিখিয়াছেন "মূলাদিবিষাণাং যত্নপরৈরপি জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ তত্র তানি হিমবৎপ্রদেশে কিরাতশবরাদিভ্যোজ্ঞেয়ানি" (কঃ ২য়ঃ অঃ টীঃ)। **মদনপাল,** বর্ণভেদে অতিবিষার গুণান্তর স্বীকার করিয়াছেন। **রাজনিঘণ্টুকার** স্বীকার করেন নাই। **রাজনিঘণ্টুতে** অতিবিষাকে "কফপিত্তজ্বরাপহা" "আমাতীসারকাসঘ্নী" এবং 'বিষচ্ছর্দ্দি-বিনাশিনী" বলা হইয়াছে। **মদনপাল** বলেন, অতিবিষা, বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মরোগ-নাশিনী, রসায়নী এবং "লেপাচ্ছয়থুনাশিনী"। **সুশ্রুতোক্ত** অতিসার চিকিৎসায় এবং **চক্রদত্তের** অতিসার জ্বরাতিসার ও গ্রহণী চিকিৎসায় দ্রব্যান্তরসহ পুনঃ পুনঃ অতিবিষার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। **চরক ও সুশ্রুতোক্ত** জীর্ণজ্বর চিকিৎসায় কেবল অতিবিষার প্রয়োগ নাই। চরকে কলিঙ্গকত্বামলকী সারিবাতিবিষাস্থিরা" (চিঃ ৩ অঃ) পাঠে এবং সুশ্রুতে 'পিপ্পল্যতিবিষাদ্রাক্ষা" (উঃ ৩৯ অঃ) পাঠে বিষমজ্বরহরযূতে অন্যান্য বহু বস্তুর সহিত অতিবিষা ব্যবহৃত হইয়াছে। **চরকসুশ্রুত** এবং **বাগ্‌ভটোক্ত** গ্রহণী ও কাস চিকিৎসায় কিম্বা রসায়নাধিকারে কেবল অতিবিষার ব্যবহার দেখা যায় না।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ (১মঃ খণ্ড, ১৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন—" The earliest notices of Ativisha are to be found in Hindu works on Materia Medica, Sarangadhara and Chakradatta." এতৎপাঠে প্রতীতি জন্মে যে নিঘণ্ট-গ্রন্থ, শার্ঙ্গধর এবং চক্রদত্ত অপেক্ষা প্রাচীনতর পুস্তকে অতিবিষার উল্লেখ নাই। চক্রদত্তাদি

অপেক্ষা শতগুণে প্রাচীন চরকাদিতে যে অতিবিষার ভূরি ভূরি প্রয়োগ আছে তৎসমুদায় ইতঃপূর্ব্বেই আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি।

Constituents.—An intensely bitter alkaloid—Atisine, Aconitic acid, Tannic acid, Pectous substance, abundant starch, fat, a mixture of oleic, palmitic-stearic glycerides, vegetable mucilage, cane-sugar and ash, 2 p.-c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 3).

Actions and uses—Bitter, stomachic, aphrodisiac, tonic and antiperiodic, given during convalescence from such debilitating diseases as fevers, acute, inflammatory affections, etc., used also in cough, dyspepsia and in diarrhœa depending thereupon, in which case it is given in combination with aromatics, bitters and astringents such as Tinospora, Bonduc-nuts, Holarrhena etc. It has been given as an antiperiodic in malarial fevers with some success, but is much inferior to quinine. Combined with Vavading (বিড়ঙ্গ) it is given to expel worms. (Do. II. 3).

Dr. M. Sheriff considers that the ordinary doses are only useful as a tonic and that two drams or more should be given as an antiperiodic. (*Pharmacographia Indica*—W. Dymock, I, p. 16.)

নব্যমত—অতিবিষা, তিক্ত, পাচক, বৃষ্য, বলকারক এবং জ্বর-প্রতিষেধক। জ্বরাদি রোগাবসানে, দৌর্ব্বল্য দূরীকরণার্থ অতিবিষা ব্যবহৃত হয়। কাস, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্যেও অতিবিষা প্রয়োগ করা যায়। এই সকল রোগের উপসর্গভূত অতিসারে, সুগন্ধি, তিক্ত, এবং কষায় দ্রব্যের সহিত অতিবিষা ব্যবহার করিবে। ম্যালেরিয়া জ্বরে, জ্বর প্রতিষেধক-রূপে অতিবিষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বেশ ফলও পাওয়া যায় বটে; কিন্তু কুইনাইনের মত ফলপ্রদ নহে। অতিবিষা বিড়ঙ্গের সহিত সেবন করিলে অন্ত্রস্থ ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—২য় খণ্ড, ৩ পৃঃ)।

মুহেন্ সেরিফ্ বলেন—জ্বর প্রতিষেধক রূপে সচরাচর যে মাত্রায় (২—৩ আনা) অতিবিষা প্রয়োগ করা হয় তাহা বলসঞ্জননার্থ প্রয়োগ করা উচিত। জ্বর প্রতিষেধার্থ ১১ আনা বা তদধিক মাত্রায় ব্যবহার করিতে হইবে। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—১ম খণ্ড, ১৬ পৃঃ)।

অপরাজিতা—अपराजिता ।

श्वेतपुष्पाया नाम—श्वेता गिरिकर्णिका, अश्वखुरा । नील-पुष्पाया नाम—नीला गिरिकर्णिका, विष्णुक्रान्ता । Cletoria ternatia.

गिरिकर्णीद्वयं तिक्तं पित्तोपद्रवनाशनम् । चक्षुष्यं विषदोषघ्नं त्रिदोष-शमनञ्च तत् ॥ गिरिकर्णी हिमा तिक्ता पित्तोपद्रवनाशिनी । विषनेत्र—विकारांश्च हन्ति कुष्ठव्रणापहा ॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

गिरिकर्णी हिमा तिक्ता पित्तोपद्रवनाशिनी । चक्षुष्या विषदोषघ्नी त्रिदोषशमनी च सा । नीलाद्रिकर्णी शिशिरा सतिक्ता रक्तातिसारज्वर-दाहहन्त्री । विच्छर्दिकोन्मादमदभ्रमार्त्तिश्वासातिकासामयहारिणी च ॥ राजनिघण्टुः ।

अपराजिते कटू मेध्ये शीते कण्ठ्ये सुदृष्टिदे । कुष्ठमूत्रत्रिदोषामशोथव्रण-विषापहे । कषाये कटुके पाके तिक्ते च स्मृतिबुद्धिदे ॥ भावप्रकाशः ।

सर्पविषे अपराजिता—"सिन्धुवारस्य मूलञ्च श्वेता च गिरिकर्णिका । पानं दर्व्वीकरैर्दष्टे * * " (चिः २५ अः) । चरकः ।

भूतोन्मादे अपराजिता—"साज्यं भूतहरं नस्यं श्वेताज्येष्ठाम्बु—निष्पिष्टम् ॥ (उन्माद चिः)। (२) गलगण्डे अपराजिता—"घृतमिश्रं पीतमिव श्वेतगिरिकर्णिकामूलम् । (गलगण्ड चिः) । चक्रदत्तः ।

परिणामशूले अपराजिता—"विष्णुक्रान्ताजटाकल्कः सिताक्षौद्रयुतै-र्घृतम् । परिणामभवं शूलं नाशयेत् सप्तभिर्दिनैः" ॥ (२ खः ५ अः) । शार्ङ्गधरः ।

शोथे अपराजिता—"कल्को वा गिरिकर्ण्याश्च पीतः शोथविनाशनः" । (शोः सं ११८ पृः) । वङ्गसेनः ।

वल्मीकाश्मीपदयो: गिरिकर्णिका——"गिरिकर्णिका मूलन्तु—। पिष्ट्वा प्रलेपनं कार्य्यं वल्मीकाश्मीपदस्य च" ॥ (चि: २६ अ:)। हारीत:।

অপরাজিতার অন্বর্থসংজ্ঞা।—গুণপ্রকাশিকাসংজ্ঞা—"বিষহন্ত্রী", "ছর্দ্দিকা" [রাজনিঘণ্টু,—কাঃ আ:]

শ্বেত অপরাজিতার সংস্কৃত নাম—"শ্বেতা গিরিকর্ণিকা", "অশ্বক্ষুরা"।

নীল অপরাজিতার নাম—"নীলা গিরিকর্ণিকা", "বিষ্ণুক্রান্তা"।

অপরাজিতার ভাষানাম—বাঃ—অপরাজিতা। হিঃ—সফেদ্ কোয়ল, নীলীকোয়ল। মঃ—গোকর্ণী, কাষ্ঠী, পাণ্ঢরী। গুঃ—গরণী। কঃ—বিলীয় গিরিকর্ণিকে, নীলগিরিকর্ণিকে। তৈঃ—নীলগণ্টুনা। অঃ—মজীরয়ুতএর্হিদী।

বর্ণন—শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্পভেদে অপরাজিতা দুই প্রকার। ইহা বৃক্ষাশ্রিতা, লতা। প্রায়ই উদ্যানবৃতির শোভার্থ পালিত হয়। অপরাজিতার পাতা ছোট ছোট, প্রায় গোল। অপরাজিতার পত্র সন্নিবেশের কিঞ্চিৎ বিচিত্রতা আছে। দেখ—অপরাজিতা লতা হইতে একটী লম্বা বোঁটা (ইহাকে সাধারণবৃন্ত বলিতে পারি) নির্গত হইয়াছে, যাহা হইতে জোড়া জোড়া, ক্ষুদ্রবৃন্তসমন্বিত পত্র এবং সর্ব্বাগ্রে একটী অযুগ্মপত্র বাহির হইয়াছে। অপরাজিতার পত্র প্রায়ই ২—৩ জোড়া হইয়া থাকে এবং অগ্রভাগে একটী বেজোড় পাতা থাকিতে দেখা যায়। যাবতীয় অপরাজিতার পত্র গণনা কর, কুত্রাপি এইপ্রণালীর ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবে না। যুগ্মপত্রের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া, ৩ জোড়ার স্থলে ৪ জোড়া হইতে পারে; কিন্তু সর্ব্বাগ্রের অযুগ্ম পত্রটী থাকিবেই। বিল্ব, বরুণ প্রভৃতি ত্রিপত্র বৃক্ষের পত্রসন্নিবেশপ্রণালীও অপরাজিতার মত, কেবল উহাদের যুগ্মপত্রের সংখ্যার স্থিরত্ব লক্ষিত হয়, এই মাত্র প্রভেদ। আবার কতকগুলি গাছ আছে, যাহাদের পত্রসন্নিবেশ অপরাজিতারই মত, কেবল তাহাদের সর্ব্বাগ্রে অযুগ্ম পত্র নাই—সমস্ত পত্রই জোড়া জোড়া থাকে, যেমন বকফুলের পাতা। বকফুলের গাছের সমস্ত পাতা গণনা করিয়া দেখ, কুত্রাপি অগ্রভাগে অযুগ্মপত্র পাইবে না। অগস্তি ও অপরাজিতার পত্রের সাধারণ বৃন্তের শাখা নাই —অশাখ; কিন্তু এমন কতকগুলি গাছ আছে, যাহাদের সাধারণবৃন্তপার্শ্বে ক্ষুদ্রপত্রগুলির পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্রতর পত্রসমন্বিত শাখা থাকে—যেমন বাব্‌লার পাতা। বাব্‌লার সাধারণ পত্রবৃন্ত সশাখ। জিজ্ঞাসুর অনুসন্ধিৎসাবর্দ্ধনের জন্য এস্থলে কএক প্রকার মাত্র পত্রসন্নিবেশ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। অপরাজিতার ফুল, তফাতে তফাতে এক একটী হয়। অপরাজিতার শিম্বি চ্যাপ্টা, শিম্বির ভিতর বীজ থাকে—বীজ চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্‌।

মাত্রা—২—৪ আনা।

বৈদ্যকে অপরাজিতার ব্যবহার।

চরক—দর্বীকর সর্পদষ্টে অপরাজিতা—দর্বীকরসর্প (ফণাধরা সাপ) কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে নিসিন্দারের মূলের ছাল ও শ্বেত অপরাজিতার মূলের ছাল জলে বাটিয়া পান করাইবে (চিঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—ভূতোন্মাদে অপরাজিতা—শ্বেত অপরাজিতার মূলের রস তণ্ডুলোদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃত যোগে পান করিলে ভূতোন্মাদ প্রশমিত হয় (উন্মাদ চিঃ)। (২) **গলগণ্ডে** অপরাজিতা—শ্বেত অপরাজিতার মূল গব্যঘৃতসহ পেষণ পূর্ব্বক গলগণ্ড রোগীকে পান করাইবে (গলগণ্ড চিঃ)।

শার্ঙ্গধর—পরিণামশূলে অপরাজিতা—চিনি, মধু ও গব্যঘৃত যোগে নীল অপরাজিতার মূলত্বক্‌ সাতদিন সেবন করিলে পরিণামশূল নিবৃত্তি পায়।

বঙ্গসেন—শোথে অপরাজিতা—শ্বেত বা নীল অপরাজিতার মূলত্বক্‌ উষ্ণজলে পেষণ করিয়া পান করিলে শোথ বিনষ্ট হয়।

হারীত—শ্লীপদে অপরাজিতা--শ্লীপদে, অপরাজিতামূলের প্রলেপ দিবে (চিঃ ৩৮ অঃ)।

বক্তব্য—সুশ্রুতে দর্ব্বীকরসর্পের বিষচিকিৎসায় দ্রব্যান্তরের সহিত অপরাজিতার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—"শ্বেতা গিরিহ্বা কণিহী সিতাচ" (কঃ ৫ অঃ)। **সুশ্রুতোক্ত** শোথ ও উন্মাদ চিকিৎসায় অপরাজিতার উল্লেখ নাই। **সুশ্রুতের** সুত্রস্থানের ৩৯ অধ্যায়ে বামকদ্রব্যের যে তালিকা আছে তাহাতে অপরাজিতার নাম নাই; কিন্তু শিরোবিরেচকবর্গে অপরাজিতার উল্লেখ আছে। "করবীরাদীনামর্কান্তানাংমূলানি" বাক্যে অপরাজিতার মূলই শিরোবিরেচক বুঝিতে হইবে। **চরকোক্ত** বাস্তিকর দ্রব্যের মধ্যে অপরাজিতা পঠিত হয় নাই (বিঃ ৮ অঃ)। **চরক** ও সুশ্রুতবৎ ইহাকে শিরোবিরেচক-বর্গে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)। **চরকোক্ত** শোথচিকিৎসায় অপরাজিতার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। উন্মাদ চিকিৎসায় দ্রব্যান্তরের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। **চক্রদত্তের** শোথ ও শূল চিকিৎসায় অপরাজিতার প্রয়োগ নাই।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্‌ (১মঃ খণ্ড, ৪৫৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন অপরাজিতার সংস্কৃত নাম "গোকর্ণ"। প্রচলিত কোনও বৈদ্যকগ্রন্থে এ নাম পাওয়া যায় না। হয়ত "গিরিকর্ণিকা" ভ্রমে "গোকর্ণ" লিখিত হইয়াছে। "গোকর্ণী" অপরাজিতার মহারাষ্ট্রী নাম। নব্য লেখকেরা সকলেই একবাক্যে কালাদানার সহিত অপরাজিতাবীজের অতিসাদৃশ্য

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, কালাদানার গাত্র "টোল্‌খাওয়া" এবং বর্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ। অপরাজিতাবীজের গাত্র কুঁচের মত মসৃণ এবং বর্ণ চিক্কণকৃষ্ণ।

Constituents.—The root bark contains starch, tannin and resins. The seeds contain a fixed oil, a bitter resin which is the active principle, tannic acid, glucose a light-brown resin, and ash, 6 p. c.

Actions and uses.—The root is demulcent, diuretic and laxative, and is given in fever croup, chronic bronchitis, ascites, dropsy and enlargements of the abdominal viscera. As an demulcent the infusion is used to relieve irritation of the bladder and urethra and also given in bronchitis. The juice of fresh root is blown up the nostrils in hemicrania. The extract is a brisk purgative—a good substitute for Kaladanah, gulbas bija and jalap. (*R. N. Khory*—II., 206.)

Ainslie mentions the use of the root in croup, given with the object of causing nausea and vomiting. The author of the *Bengal Dispensatory* after extensive experiments denies its emetic properties, but says that an alcoholic extract proved a brisk purgative in doses of from 5 to 10 grains ; he found it however to give rise to griping and tenesmus and does not recommend its use. (*Pharmacographia Indica*,—W. Dymock, I., 459.)

নব্যমত—অপরাজিতার মূল, স্নিগ্ধ, মূত্রকারক, এবং মৃদুরেচক। ইহা, জ্বর, ঘুংড়ি-কাশি, পুরাণকাস, জলোদর, শোথ এবং প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। অপরাজিতার মূলের কাথ স্নিগ্ধ বলিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কাসে ব্যবহার করা যায়। অর্দ্ধাবভেদ অর্থাৎ "আধকপালে" রোগে আর্দ্র মূলের রস নস্য করিতে হয়। অপরাজিতামূলের এক্সট্রাক্ট ত্বরিতবিরেচক। ইহা কালাদানা, গুল্‌বাস্‌বীজ এবং জোলাপের উত্তম প্রতিনিধি। (মেটিরিয়ামেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—২য় খণ্ড, ২০৬ পৃঃ)।

এন্‌স্লি বলেন, বিবমিষাজননার্থ কিম্বা বমন করাইবার জন্য ঘুংড়িকাসিতে অপরাজিতা মূল ব্যবহার করা যাইতে পারে। "বেঙ্গল ডিস্পেন্সেটরী" নামক পুস্তকের রচয়িতা বহু পরীক্ষার পর অপরাজিতার বান্তিকরত্বগুণ অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, অপরাজিতামূলের "এল্‌কোহলিক্ এক্সট্রাক্ট" ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায় ত্বরিতবিরেচক বটে, কিন্তু ইহা সেবন করিলে রোগীর পেটকামড়ায় এবং বারবার মলত্যাগের ইচ্ছা ও বহু কুন্থনে অল্প মল নির্গত হইয়া থাকে ; সুতরাং তিনি ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন না। (ফার্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—১ম খণ্ড, ৪৫৯ পৃঃ)।

अपामार्ग—अपामार्गः ।

अपामार्गः, शिखरी, मयूरकः, प्रत्यक्पुष्पी, किणिही । Achyranthes aspera.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"प्रत्यक्पुष्पी" "खरमञ्जरी" "मयूरकः", "पंक्तिकण्टकः" ; **रक्तापामार्गस्य**—"रक्तविन्दुः", "अल्पपत्रकः" । **गुणप्रकाशिका संज्ञा**—"धवकः", "किणिही" ।

अपामार्गस्तु तिक्तोष्णः कटुश्च कफनाशनः । अर्शःकण्डूदरामघ्नो रक्तहृद्ग्राही वान्तिकृत् । **रक्तापामार्गकः** शीतः कटुकः कफवातनुत् । व्रणकण्डूविषघ्नश्च संग्राही वान्तिकृत् परः ॥ **धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च ।**

अपामार्गः सरस्तीक्ष्णो दीपनस्तिक्तकः कटुः । पाचनो रोचनश्छर्दिकफमेदोऽनिलापहः । निहन्ति हृद्रुजाध्मार्शःकण्डूशूलोदरापचीः । अपामार्गोऽरुणो वातविष्टम्भी कफकृद्धिमः । रुक्षः पूर्व्वगुणैर्न्यूनः कथितो गुणवेदिभिः । अपामार्गफलं स्वादु रसे पाके च दुर्ज्जरम् । विष्टम्भि वातलं रुक्षं रक्तपित्तप्रसादनम् । **भावप्रकाशः ।**

अपामार्गोऽग्निवत्तीक्ष्णः क्षेदनः स्रंसनः परः । **राजवल्लभः ।**

शिरोविरेचने अपामार्गतण्डुलः—"प्रत्यक्पुष्पी शिरोविरेचनानाम्" (सूः २५ अः)। **चरकः ।**

अर्शःसु अपामार्ग मूलम्—"अपामार्गमूलञ्च तण्डुलोदकेन सक्षौद्रमश्नरन्" (चिः ६ अः)। (२) **क्रिमिषु** अपामार्गः—"ततः शिरोविरेचिक्षीरसं क्षौद्रयुतं पिबेत्" (उः ५४ अः)। **सुश्रुतः ।**

सद्योव्रणेषु रक्तस्रुतौ अपामार्गपत्रम्— "अपामार्गस्य संसिक्तं पत्रोत्थेन रसेन वा। सद्योव्रणेषु रक्तन्तु प्रवृत्तं परितिष्ठति।" (व्रणशोथ चिः)। (२) **कर्णनादवाधिर्य्ययोः** अपामार्गक्षारः—"मार्गक्षारजले तत्तत्कल्केन साधितं तिलजम्। अपहरति कर्णनादं वाधिर्य्यञ्चापि पूरणतः॥" (कर्णरोगचिः)। (३) **नवे लचनोत्कोपे** अपामार्गमूलम्—"शिखरिमूलं ताम्रभाजने स्तोकसैन्धवोन्मिश्रम्। मस्तुनि घृष्टं भरनाबरति नवं लोचनोत्कोपम्"॥ (नेत्ररोग चिः)। **चक्रदत्तः।**

विसूचीकायां अपामार्गमूलम्—"जलपीतमपामार्गं मूलं हन्याद्विसूचीकाम्" (मः खः द्विः भाः)। **भावप्रकाशः।**

रक्तार्शःसु अपामार्गवीजम्—"अपामार्गस्य वीजानि कल्कस्तण्डुलवारिणा। पीतोरक्तार्शसां नाशं कुरुते नात्र संशयः"॥ (द्विः खः ५मः अः)। **शार्ङ्गधरः।**

उन्मादे अपामार्गमूलम्—"सितकुसुमवलायाः सार्धकर्षत्रयं यः। शिखरिचरणकोलं क्षीरपाकेन पक्वम्। पिवति तदनु शीतं प्रातरुत्थाय नित्यम्। जयति झटिति घोरं व्याधिमुन्मादसुग्रम्॥ "(उन्माद चिः)। (२) **आगन्तुव्रणरोपनार्थम्** अपामार्गमूलम्—"वलाशिखरिकामूलं पिष्ट्वा तैलं विपाचयेत्। मूलतैलमिति ख्यातं—"॥ (आगन्तुव्रणाधिकारे)। **वङ्गसेनः।**

निद्रानाशे अपामार्गः—"काकजङ्घालपामार्गः * *। काष्ठोनिद्राकरः शीघ्रं—"॥ (चिः १६ अः)। (२) **शोथे** अपामार्गः—"संस्वेदनक्रिया कार्य्या * * *। * * मयूरैः कोकिलाक्षैश्च—"। (चिः २६ अः)। **हारीतः।**

অপামার্গের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ময়ূরক" প্রত্যক্পুষ্পী" "খরমঞ্জরী" "পংক্তিকণ্টক"। রক্তাপামার্গের—"রক্তবিন্দু" "অরুণত্রক"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কবক" "কিণিহী" (ব্রণহন্তা)।

অপামার্গের ভাষানাম—বাঃ আপাঙ্। হিঃ চিরচিটা, লট্‌জীরা, ওঙ্গা। মঃ—আঘাড়া। গুঃ—অঘেড়ে। কঃ—উত্তরণে, চিচিরা। তৈঃ—ছচ্চিনিকে। কাঃ—খার-বাস্‌গোতা। অঃ—অৎকম্।

বর্ণন—অপামার্গ ক্ষুপ জলপাকান্ত। পল্লীগ্রামে অতি সুলভ। ইহা নিম্নভূমিতে জন্মে না। অপামার্গ, বর্ষার প্রথম বারিপাতে অঙ্কুরিত, বর্ষায় বর্দ্ধিত, শীতে পুষ্পফলে শোভিত এবং নিদাঘের রৌদ্রে পরিপক্ব ফল সহ শুষ্ক হইয়া থাকে। ক্ষুপ ২।২½ হাত দীর্ঘ হয়। পাতার বোঁটা ছোট, পত্রপ্রান্ত সামান্ত ঢেউখেলান। পাতায় অতি সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ রোম আছে। রক্ত অপামার্গের পাতায় রক্তবিন্দুর মত দাগ থাকে। শাখা চ্যাপ্টা, চৌকোণা। রক্ত অপামার্গের শাখা রক্তবর্ণ। উভয়েরই মঞ্জরী দীর্ঘ, কর্কশ এইজন্ত "খরমঞ্জরী" নাম। ফুল ছোট—রঙ্, লাল ও বেগুণেরঙে মিশ্রিত, যেন ময়ূরকণ্ঠের মত, এই জন্ত "ময়ূরক" নাম। অপামার্গের ফুল, ফুটিবার সময় উপরমুখে থাকে—পরে কিছু পাশের দিকে বাঁকে, শেষে পরিপক্ব ফল নিম্নমুখে ঝুলিয়া, একবারে মঞ্জরীর গায়ে লাগিয়া যায়। এইজন্ত পূর্ব্বাচার্য্য ইহার নাম দিয়াছেন "প্রত্যক্পুষ্পী"। অন্চ্ ধাতুর অর্থ গতি। ফলের ভিতর কটারঙের লম্বা বীজ থাকে—ইহারই নাম "অপামার্গতণ্ডুল"। অপামার্গতণ্ডুলের স্বাদ তিক্ত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—শাখা, পত্র, মূল, বীজ।

মাত্রা—পত্রের রস ১তোলা। কাথ একছটাক হইতে আধপোয়া। মূল—চারি আনা হইতে আধতোলা। বীজচূর্ণ—চারি আনা হইতে ছয় আনা।

বৈদ্যকে অপামার্গের ব্যবহার।

চরক—শিরোবিরেচনে অপামার্গতণ্ডুল—শিরোবিরেচক (যে বস্তুর নস্ত লইলে নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মস্রাব হয় তাহাকে শিরোবিরেচক বলে) বস্তুর মধ্যে অপামার্গ-তণ্ডুল শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)।

বৃন্দকৃত—অর্শে অপামার্গমূল—প্রত্যহ অপামার্গমূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ-পূর্ব্বক মধুসহ পান করিবে। (চিঃ ৬ অঃ)। টীকাকার শ্রীকণ্ঠ বলেন—"অপামার্গমূলযোগঃ পিত্তরক্তার্শসি। গব্যদাসস্তু কফাহুবন্ধরক্তজেষু"। পিত্তরক্তার্শ বা কফাহুবন্ধরক্তার্শোরোগী

এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। (২) ক্রিমিতে অপামার্গ—স্নেহবস্তির অনন্তর শিরীষ ও অপামার্গেররস মধুসহ পান করিবে (উঃ ৫৪ অঃ)।

চক্রদত্ত—সদ্যোব্রণের রক্তস্রাবে অপামার্গ—কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে, অপামার্গ পত্রের রস প্রচুর পরিমাণে ক্ষতমুখে সেচন করিলে রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায় (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) কর্ণনাদ ও বধিরতায় অপামার্গ ক্ষার—অপামার্গের অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষারের কাথ ও কল্কদ্বারা তিলতৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা নষ্ট হয় (কর্ণরোগ চিঃ)। (৩) নূতন লোচনোৎকোপে অর্থাৎ "চোক উঠায়" অপামার্গমূল—তামার পাত্রে দধির মাতের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে অপামার্গমূল ঘর্ষণ করিবে। এই বস্তুদ্বারা চক্ষু পূরণ করিলে, নূতন 'চোকউঠা" ভাল হয় (নেত্ররোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—বিসূচীকায় অপামার্গমূল—আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিসূচীকায় অপামার্গমূল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে।

শার্ঙ্গধর—রক্তার্শে অপামার্গবীজ—অপামার্গের বীজ তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ-পূর্ব্বক পান করিলে রক্তার্শ নিবৃত্তি পায়—এবিষয়ে সংশয় নাই।

বঙ্গসেন—উন্মাদে অপামার্গ—শ্বেতবেড়েলার মূলের ছাল ৭ তোলা, অপামার্গমূল ২ তোলা। একত্র কুট্টিত করিয়া /১॥৶০ জল এবং /॥/০ গব্যদুগ্ধ সহ কাথ প্রস্তুত করিবে। /॥/০ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পেয়। ইহা প্রবল উন্মাদরোগে প্রাতে সেব্য (উন্মাদ চিঃ)। (২) আগন্তুব্রণে অপামার্গ—বেড়েলা এবং অপামার্গমূলকল্ক দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল আগন্তুব্রণের রোপক (আগন্তুব্রণাধিকার)।

হারীত—নিদ্রানাশে অপামার্গ—কাকজঙ্ঘা ও অপামার্গের কাথ সেবনে অনিদ্রের নিদ্রা হয় (চিঃ ১৬ অঃ)। (২) শোথে অপামার্গ—অপামার্গ ও কোকিলাক্ষের কাথ দ্বারা বাষ্পস্বেদ কিম্বা উহাদের পিণ্ডস্বেদ শোথরোগীর হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)।

বক্তব্য—চরক সূত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ে ক্রিমিঘ্ন ও বমনোপগবর্গে অপামার্গ পাঠ করিয়াছেন। চরকোক্ত অর্শশ্চিকিৎসায় অপামার্গের নামোল্লেখ নাই। শোথে "ময়ূরকং মাগধিকাং সমূলাং" পাঠে অপামার্গের প্রয়োগ আছে। সুশ্রুতোক্ত শোথ চিকিৎসায় অপামার্গের উল্লেখ নাই। চক্রদত্তের লিঙ্গার্শশ্চিকিৎসায় ও ভল্লাতক-লৌহে অপামার্গের ব্যবহার আছে। শোথে অপামার্গের উল্লেখ নাই। চরক, বিমান-স্থানের অষ্টম অধ্যায়োক্ত বাস্তিকদ্রব্যমধ্যে অপামার্গ পাঠ করিয়াছেন। বিমানের ৭ম অধ্যায়ে ক্রিমিহর পথ্যোপদেশকালে অপামার্গের স্বরসে শালিতণ্ডুলের পিষ্টক প্রস্তুত

করিয়া সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। চরকোক্ত উন্মাদ চিকিৎসায় "পিষ্ট্বাতুল্যামপামার্গম্" ইত্যাদি পাঠে অঞ্জনার্থ অপামার্গ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেবনার্থ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। সুশ্রুতের উন্মাদ চিকিৎসায় অপামার্গের নামোল্লেখ নাই। সুশ্রুত শিরোবিরেচনবর্গে অপামার্গ পাঠ করিয়াছেন (সুঃ ৩৯ অঃ)। সুশ্রুত, সূত্রস্থানের ১১শ অধ্যায়ে ক্ষারপ্রস্তুত জন্য যে সকল উদ্ভিদের নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে অপামার্গের উল্লেখ আছে। অপামার্গ ব্রণে হিতকর; অতএব ইহার নাম "কিণিহী" (ব্রণহন্তা)।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ (৩য় খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ) "অধ্বশল্য" শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—"Roadside rice" অর্থাৎ পথিপার্শ্বস্থ তণ্ডুল। শল্যশব্দের অর্থ তণ্ডুল নহে—যাহা কিছু শরীরের পীড়াপ্রদ তাহাকেই শল্য বলে। ডল্হণ বলেন—"যৎকিঞ্চিৎ আবাধকরং শরীরে তৎসর্ব্বমেবপ্রবদন্তি শল্যম্" (সুঃ টীঃ ১মঃ অঃ)। অপামার্গের মঞ্জরী কর্কশ, বস্ত্র বা গাত্র স্পৃষ্ট হইলে ক্লেশপ্রদ এইজন্য উহাকে পথেরশল্য বলা হইয়াছে। ক্ষোরি (১মঃ খঃ, ৫০৪ পৃঃ) অপামার্গের অর্থ করিয়াছেন "Apa or Ab water and Marga a washerman"। এ অর্থ অপূর্ব্ব। মার্গ শব্দের রজক অর্থ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। উপরি লিখিত কল্পিত অর্থ নির্দ্দেশ দ্বারা ক্ষোরি এই বুঝাইতে চাহেন যে অপামার্গ—ক্ষার দ্বারা রজকেরা বস্ত্র পরিষ্কার করিত। অমরকোষের টীকাকার ভানুজিদীক্ষিত কৃত "অপামার্জ্জন্ত্যনেন" এই অর্থদ্বারাই যখন ক্ষোরির উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়, তখন তিনি কেন এ কল্পিত অর্থ রচনার ক্লেশ স্বীকার করিলেন?

Constituents.—The fruit contains a large percentage of alkaline ash containing potash. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, II. 504).

Actions and uses.—Astringent, diuretic and alterative; given in menorrhagia, diarrhœa and dysentery. Khar is largely used in anasarca ascites and dropsy. It is also given in cutaneous affections and enlargements of glands, and to loosen expectoration in cough. It has a great reputation in dog-bites, and bites of snakes and other venomous reptiles, for which purpose it is given internally and also applied externally. The juice is sometimes applied in toothache and the paste as eye-salve (anjan) in opacity of the cornea. A medicated oil is dropped into the ear in deafness and noises in the ears. (Do, II, 504-5).

The diuretic properties of the plant are well-known to the natives of India, and European physicians agree as to its value in dropsical affections; one ounce of the plant may be boiled in ten ounces of water for 15 minutes, and from 1 to 2 ounces o fthe decoction be given 3 times a day. (*Pharmacographia Indica.*—W. Dymock, III., p. 136).

নব্যমত—অপামার্গ, সঙ্কোচক, মূত্রকারক ও রসায়ন। ইহা রজঃস্রাব, অতিসার এবং আম ও রক্তাতিসারে সেব্য। অপামার্গক্ষার, অগম্ভীর শোথ, শোথ, জলোদর, চর্ম্মরোগ ও গলগণ্ডাদি রোগে প্রযোজ্য। অপিচ শুষ্ককাসে সেবন করিলে শ্লেষ্মা তরল করে। অপামার্গ, সর্প, কুকুর কিম্বা অন্যান্য বিষধর প্রাণী কর্ত্তৃক দংশন জন্য বিষদোষ নিবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদর্থে উহা সেবন ও লেপন উভয়তঃই ব্যবহৃত হয়। অপামার্গের স্বরস দন্তশূল নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্পষ্টদৃষ্টিতে অপামার্গ কল্কের প্রলেপ হিতকর। অপামার্গ সাধিত তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ, বধিরতা ও কর্ণনাদের পক্ষে প্রশস্ত। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—২য় খণ্ড, ৫০৪ পৃঃ)।

অপামার্গের মূত্রকরত্বগুণ, এতদ্দেশীয়গণের নিকট সুপরিচিত, য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণও শোথরোগে অপামার্গের উপকারিতা স্বীকার করেন। মূল শাখা পত্র সহিত অপামার্গ আধছটাক, পাঁচছটাক জলে ১৫ মিনিটকাল সিদ্ধ করিয়া আধছটাক হইতে একছটাক মাত্রায় দিনে৩ বার সেব্য। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—৩য় খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ)।

অম্লবেতস—अम्लवेतसम्।

अम्लवेतसम्। Rumex Vesicarius.

गुणप्रकाशिकासंज्ञा—“गुल्मघ्ना,” “शङ्खद्रावि,” “मांसद्रावि,” “रक्तसारि”।

कषायं कटुकोष्णमम्लवेतसकं विदुः। हृत्कफानिलजन्मोर्ध्वश्वासा-र्शोगुल्मजित्॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

अम्लवेतसमत्यम्लं कषायोष्णञ्च वातजित्। कफार्शःश्रमगुल्मघ्नमरो-चकहरं परम्॥ राजनिघण्टुः।

अम्लवेतसमत्यम्लं भेदनं लघु दीपनम्। हृद्रोगशूलगुल्मघ्नं पित्तलं लोम-हर्षणम्। रूक्षं विण्मूत्रदोषघ्नं प्लीहोदावर्त्तनाशनम्। हिक्कानाहारुचिश्वास-कासाजीर्णवमिप्रणुत्। कफवातामयध्वंसि छागमांसद्रवत्वकृत्। चणका-म्लमुष्णं भेदि लोहसूचीद्रवत्वकृत्। भावप्रकाशः।

"अम्लवेतसमत्यम्लमामाघ्नकफवातजित्। तदेव सिद्धं दोषघ्नं मलघ्नं भाति गुर्व्वपि॥ राजवल्लभः।

" अम्लवेतसं भेदनीयदीपनीयानुलोमिकवातश्लेष्मप्रशमनानाम् " (सू: २५ अ:)। चरकः।

प्लीह्नि अम्लवेतसम्—"अम्लवेतससंयुक्तः शिग्रुक्वाथः ससैन्धवः। पीतः प्लीहोदरं हन्ति पिप्पलीमरिचान्वितः"। (उदर चि:)। वङ्गसेनः।

অম্লবেতসের গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"গুল্মহা," "শঙ্খদ্রাবী," "মাংসদ্রাবী" "রক্তস্রাবী"।

অম্লবেতসের ভাষানাম—বাঃ থৈকল। কোঃ—থৈকড়। হিঃ—অমল্‌বেঁত্‌। মঃ—চুকা। গুঃ—অম্লবেত। ফাঃ—তুর্ষক্।

বর্ণন—অম্লবেতসের বৃক্ষ ফলের জন্য উদ্যানে রক্ষিত হয়। ফলকে থৈকল বলে। হুগলী অঞ্চলে যে গাছকে মাদারের গাছ এবং পূর্ব্ববঙ্গে যাহাকে ডাঁ্যাফল বা ডহুয়ার গাছ বলে অম্লবেতসের গাছ কতকটা সেইরূপ। গাছ বড় হয়, পাতা বড়, চৌড়া ও কর্কশ। আষাঢ়মাসে ফুল হয়—ফুল শাদা। শরৎকালে ফল পাকে। কাঁচা থৈকল হরিদ্বর্ণ, পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। আকারে নাশপাতির মত; কিন্তু তদপেক্ষা ত্রিচতুর্গুণ বৃহৎ হয়। কোচবিহার রাজ্যের সর্ব্বত্র অম্লবেতসের বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। রাজনিঘণ্টুকার যথার্থই বলিয়াছেন "ভোটদেশে প্রসিদ্ধম্"। আমাদের দেশে যেমন আমের আম্‌শী করে কোচবিহারের লোক সেইরূপ পাকা থৈকল কাটিয়া শুষ্ক করিয়া রাখে। কেহ কেহ ঐ শুষ্ক থৈকল সর্ষপতৈলে দীর্ঘকাল ভিজাইয়া রাখিয়া, ঐ তৈল বায়ুপ্রশমনার্থ ব্যবহার করে। শুষ্কথৈকল বড় চিম্‌শে—সহজে চূর্ণ করা যায় না। থৈকল অত্যন্ত অম্লাস্বাদ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল।

বৈদ্যকে অম্লবেতসের ব্যবহার।

চরক—ভেদনীয়, দীপনীয়, অনুলোমক এবং বাতশ্লেষ্মপ্রশমক দ্রব্যের মধ্যে অম্লবেতস শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)।

বঙ্গসেন—প্লীহায় অম্লবেতস—সজিনামূলের ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া উঁহাতে বহু থৈকল চূর্ণ এবং অল্প পিপুল ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্লীহোদরীকে সেবন করাইবে (উদর চিঃ)।

বক্তব্য—চরক অম্লবেতসকে হৃদ্যবর্গমধ্যে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)। **চরকের** গুল্মচিকিৎসায় দ্রব্যান্তরের সহিত অম্লবেতস বহুশঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—(১) "পুষ্করব্যোষধান্যাম্লবেতস"।—(২) "তিন্তিড়ীকাম্লবেতসৈঃ"। (৩) "শটীপুষ্করহিঙ্গ্বম্লবেতস"—"(চিঃ ৫ অঃ)। **সুশ্রুতোক্ত** গুল্মচিকিৎসায় বারম্বার অম্লবেতসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—(১) "হিঙ্গুসৌবর্চ্চল * * অম্লবেতসৈঃ"। (২) "হিঙ্গ্বম্লবেতসাজাজী—"(উঃ ৪২ অঃ)। অগ্নিমান্দ্যাধিকারোক্ত প্রসিদ্ধ **"ভাস্করলবণে"** অম্লবেতস পঠিত হইয়াছে। **চক্রোক্ত**—গুল্মাধিকারের "হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ," "কাঙ্কায়নগুড়িকা" ও "রসোনাদ্যঘৃতে" অম্লবেতস ব্যবহৃত হইয়াছে।

নব্যমত সমালোচনা—ডাঃ **উদয়চাঁদ,** এবং **রক্সবর্গ,** উভয়েই অম্লবেতসের বাঙ্‌লানাম "চুকাপালং" লিখিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয় উদয়চাঁদ অম্লবেতসের উল্লেখই করেন নাই ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তল্লিখিত চুক্রের লাটিন নাম পাঠে নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মে যে তিনি অম্লবেতসকেই চুক্র শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। চুক্রের অম্লবেতসার্থে প্রয়োগ গৌণ, চুক্রের মুখ্যার্থ চুকাপালং। যদি উদয়চাঁদোক্ত সংস্কৃত নাম চুক্র এবং বাঙ্‌লা নাম চুকাপালং ঠিক্ রাখিতে হয় তাহা হইলে লাটিন নামে ভুল হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যদি লাটিন নাম ঠিক্ রাখা যায়, তাহা হইলে সংস্কৃত নাম চুক্র বরং রাখা যায় (অম্লবেতস বলিলেই ঠিক্ হয়); কিন্তু বাঙ্‌লা নাম থৈকল অবশ্য লিখিতে হইবে।

অর্ক—अर्कः ।

अर्कः, क्षुपिका । श्वेतपुष्पस्य—अलर्कः । Calotropis jigantea, Calotropis procera.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"क्षीरदलः", "क्षीरकाण्डकः", 'तूलफलः", "शुकफलः"। राजार्कस्य—"सदापुष्पः"। शुक्लार्कस्य—"सुपुष्पः," "हस्तमजिका"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"खर्जूघ्नः"।

अर्कद्वितयो भवेदुष्णः शोधनः परमः स्मृतः। कण्डूव्रणहरो हन्ति जन्तु-संहतिमुच्चताम्। अर्कस्तु कटुरुष्णश्च वातघ्नो दीपनः सरः। शोफव्रणहरः कण्डूकुष्ठप्लीहक्रिमीञ्जयेत्। राजार्कः कटुतिक्तोष्णो श्लेष्ममेदोविषापहः। वातकुष्ठव्रणान् हन्ति शोफकण्डूविसर्पनुत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

अर्कस्तु कटुरुष्णश्च वातजिद्दीपनीयकः। शोथव्रणहरःकण्डूकुष्ठक्रिमि-विनाशनः। श्वेतार्कः कटुतिक्तोष्णोमलशोधनकारकः। मूत्रकृच्छ्राश्म शोफार्त्तिव्रणदोषविनाशनः। राजार्कः कटुतिक्तोष्णः कफमेदोविषापहः वातकुष्ठव्रणान् हन्ति शोफकण्डूविसर्पनुत्। श्वेतमन्दारकोऽत्युष्णस्तिक्तो मलविशोधनः। मूत्रकृच्छ्रव्रणान् हन्ति क्रिमीनत्यन्तदारुणान्। राज-निघण्टुः।

अर्कद्वयं सरं वातकुष्ठकण्डूविषव्रणान्। निहन्ति प्लीहगुल्मार्शः-श्लेष्मोदरशकृत्क्रिमीन्। अलर्ककुसुमं वृष्यं लघु दीपनपाचनम्। अरोचकप्रसेकार्शःश्वासकासनिवारणम्। रक्तार्कपुष्पं मधुरं सतिक्तं कुष्ठक्रिमिघ्नं कफनाशनञ्च। अर्शोविषं हन्ति च रक्तपित्तं संग्राहि गुल्मे श्वयथौ हितन्तत्। क्षीरमर्कस्य तिक्तोष्णं स्निग्धं सलवणं लघु। कुष्ठगुल्मोदरहरं श्रेष्ठमेतद्विरेचनम्। भावप्रकाशः।

अर्कः क्रिमिहरस्तीक्ष्णःसरोऽर्शःकफदोषजित्। तत्पयः क्रिमिदोषघ्नं हितं कुष्ठोदरार्शोजित्॥ राजवल्लभः।

अर्कमूलत्वचा स्वेदकरी श्वासनिवर्हणी। उष्णा च वामिका दैव फिरङ्ग-रोगनाशनी॥ इति कश्चित्।

वमने सविरेचने अर्कक्षीरम्—"क्षीरमर्कस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने (सु: १ अ:)। (२) अर्शःसु अर्कमूलम्—अर्कमूलं शमीपत्रमर्शोभ्यो धूपनं हितम्। (चि: ८ अ:)। (३) व्रणाच्छादनार्थे अर्कपत्रम्—

व्रणप्रच्छादने विद्वान् पत्राण्यर्कस्य चादिशेत्। (चिः १३ अः)। (४) ऊरुस्तम्भे शाकार्थं अर्कपत्रम्—"शाकैरलवणैरश्नाज्जलतैलोपसाधितैः। सुनिषण्णकनिम्बार्क * * * पल्लवैः"। (चिः २७ अः)। चरकः।

जातसत्त्वे कुष्ठे अर्कमूलम्—"क्वाथं वार्कालर्कसप्तच्छदानाम् (जातसत्त्वः पिबेत्)।" (चिः ८ अः)। (२) कर्णशूले अर्काङ्कुरः—"अर्काङ्कुरानम्लपिष्टां स्तैलाक्तान् लवणान्वितान्। सन्निदध्यात् स्नुहीकाण्डे कोरिते तच्छदावृते। पुटपाकक्रमस्विन्नान् पीड़येदारसागमात्। सुखोष्णं तद्रसं कर्णे दापयेच्छूलशान्तये। (उः २१ अः)। (३) श्वासे अर्काङ्कुरः—"पिबेत् सचूर्णं मधुना धानाश्चाप्यथ भक्षयेत्। अर्काङ्कुरैर्भावितानां यवानां साध्वनेकशः"। (उः ५१ अः)। (४) आलर्क विषे अर्कक्षीरम्—"पललं तिलतैलञ्च रूपिकायाः पयो गुड़ः। निहन्ति विषमालर्कं मेघवृन्दमिवानिलः। (कल्प ६ अः)। सुश्रुतः।

दन्तगतक्रिमिशूले अर्कक्षीरम्—सप्तच्छदार्कक्षीराभ्यां पूरणं क्रिमिशूलजित्। (उः २२ अः)। वाग्भटः।

वृद्ध्यामये अर्कमूलम्—"निष्पिष्टमारणालेन रूपिकामूलवल्कलम्। लेपोवृद्ध्यामयं हन्ति बद्धमूलमपि दृढ़म्। (वृद्धि-चिः)। (२) श्लीपदे अर्कमूलम्-"निष्पिष्ट मारनालेन रूपिकामूलवल्कलम्। प्रलेपात् श्लीपदं हन्ति बद्धमूलमपि दृढ़म्।" (श्लीपद-चिः)। (३) वृश्चिकदंशने अर्कपत्रम्—पुरधूपपूर्व्वमर्कच्छदमिव पिष्ट्वा क्षतो लेपः" (विष-चिः)। चक्रदत्तः।

प्लीह्नि अर्कपत्रम्—"अर्कपत्रं सलवणं पुटदग्धं सुचूर्णितम्। निहन्तिमस्तुना पीतं प्लीहान मतिदारुणम्॥ (मः खः २ भाः प्लीह-चिः)। (२) मेढ्रपाके अर्कपत्रम्—"जयाजात्यश्वमारार्कसम्पाकानां दलैः पृथक्। क्वतं प्रक्षालनं कार्यं मेढ्रपाके प्रयोजयेत्।" (मः खः ४ भाः उपदंश-चिः)। भावप्रकाशः।

বাতসম্ভবেঽর্শসি অর্কপত্রম্—"লবণান্যর্কপত্রাণি বিনীয় নবধান্যিচ। তৈলেনাম্লেনযুক্তানি যুক্ত্যা স্থানং দহেন্নিষক্। তত্যোদকেন মধুনৈবা রসৈরম্লৈস্তলাভতঃ। পীতঃ প্রশমযত্যেব ঋতোঽর্শী বাতসম্ভবম্॥" (অর্শোঽধিকারে)। (২) মুখকার্ষ্ণ্যে অর্কক্ষীরম্—"অর্কক্ষীরহরিদ্রাভ্যাং মর্দ্দযিত্বা প্রলেপনাত্। মুখকার্ষ্ণ্যং শমং যাতি চিরকালোদ্ভবং ধ্রুবম্॥ (ক্ষুদ্ররোগাধিকারে)। (৩) নয়নাময়ে অর্কমূলম্—"আর্কস্য মূলমাপোথ্য মুহূর্ত্তং বারিণি ন্যসেত্। এতদাশ্চ্যোতনং দৃষ্টং নয়নাময়নাশনম্। (নেত্ররোগাধিকারে)। বঙ্গসেনঃ।

অর্কের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষীরদল," "ক্ষীরকাণ্ডক," "তূলফল," "শুকফল;" রাজার্কের—"সদাপুষ্প;" শুক্লার্কের—"সুপুষ্প," "বৃত্তমল্লিকা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"খর্জ্জূঘ্ন" (কণ্ডূনাশক)।

অর্কের-ভাষানাম—সং—অর্ক, রূপিকা; শ্বেতপুষ্পের নাম—অলর্ক। বাঃ—আকন্দ, শ্বেতআকন্দ। হিঃ—মন্দার, লালআক, সফেদআক। মঃ—রুই, পাণ্ডরীরুই। কঃ—যক্কে, মন্দার যক্কে। তৈঃ—নীলজিল্লেডে ঘোলী, তেলাজিল্লোডে, জিল্লেট্টু; চেট্টু। গুঃ—আকডো, ভোলো আকডো। ফাঃ—খুর্ক, দুধ। অঃ—উষর।

বর্ণন—আকন্দের গাছ ২—৬ হাত উচ্চ হয়। উচ্চ, শুষ্ক ও উষর ভূমিতে জন্মে। কাণ্ডের ও প্রধান শাখার ত্বক্, অতি লঘু, শোলার মত নরম এবং বিদীর্ণ হইয়া থাকে। কোমল শাখা, ধোনা তূলার মত ঘন লোমে আবৃত এবং চ্যাপ্টা। পাতা লম্বা, অগ্রভাগের নিকট চৌড়া, বৃন্তের নিকট সামান্য সরু। পত্রবৃন্ত এত ছোট যে, পাতা যেন শাখাতেই লাগিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। পাতার সোজাদিকে বৃন্তের নিকট দলবদ্ধ তাম্রবর্ণ কর্কশ লোম আছে। পাতার সোজা দিক্‌কে উদর এবং উল্টা দিক্‌কে পৃষ্ঠ বলে। অর্কপত্রোদরে তূলার মত পাৎলা লোম আছে। পত্রের পৃষ্ঠে ঐ লোম অতি ঘনব্যাপ্ত; এজন্য পত্রপৃষ্ঠ শুভ্র দেখায়। শ্বেত আকন্দের ফুল একবারে দুধের মত শাদা নহে; কিন্তু শাদার উপর ঈষৎ পীত অর্থাৎ নবনীত বর্ণের হইয়া থাকে। রক্ত আকন্দের ফুল বেগুণে রঙের হয়। অর্কের পুষ্পাবির্ভাবকাল—বিশেষতঃ ফাল্গুন, চৈত্র। আকন্দের ফলের ভিতর তূলা থাকে। ফলের অগ্রভাগ দেখিতে পক্ষীর ঠোঁটের মত। কোমল শাখাগ্র ও পত্র ভগ্ন করিলে আঠা বাহির হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ক্ষীর, মূল, পত্র, অঙ্কুর, পুষ্প।

মাত্রা—মূলত্বক্ ½ আনা—১ আনা। শুষ্ক আঠা ½ আনা ১ আনা। অন্ত-র্ধূমদগ্ধ পত্র—২আনা—৪ আনা। পত্রের রস ২—৬ বিন্দু। অঙ্কুর, পুষ্প বা মূলের ক্বাথ ½ ছটাক—১ ছটাক। ৩ আনা হইতে ৫ আনা মাত্রায় অর্কমূলত্বক্ বান্তিকর।

বৈদ্যকে অর্কের ব্যবহার।

চরক—আকন্দের আঠা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে বমন ও বিরেচন হয় (সূঃ ১ অঃ)। (২) অর্শে অর্কমূল—অর্শের বলির পক্ষে আকন্দের মূল এবং শমীপত্রের ধূম হিতকর (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) ব্রণপ্রচ্ছাদনে অর্কপত্র—অর্কপত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদিত করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) উরুস্তম্ভ রোগীর শাকার্থ অর্কপত্র—উরুস্তম্ভ রোগীকে, তৈলাক্ত-জলে সিদ্ধ অলবণ অর্কপত্র সেবন করাইবে। (চিঃ ২৭ অঃ)।

সুশ্রুত—কুষ্ঠে ক্রিমি জন্মিলে অর্কমূলত্বক্—জাতসত্ব অর্থাৎ যাহার কুষ্ঠের ক্ষতে ক্রিমি জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে অর্ক, অলর্ক (শ্বেতপুষ্প অর্ক) এবং ছাতিমের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) কর্ণশূলে অর্কাঙ্কুর—আকন্দের পুষ্প ও পত্রাঙ্কুর কাঁজিতে বাটিয়া, কিঞ্চিৎ তিল তৈল ও সৈন্ধব লবণ সংযোগ করিয়া, একটী মনসার (স্নূহীর) ডাঁটাকে কুরিয়া উহার ভিতর রাখিবে। এই ডাঁটাকে আকন্দের পত্র দ্বারা আবৃত করিয়া, তদুপরি মৃত্তিকার লেপ দিয়া, শুষ্ক হইলে পুটপাক করিবে। স্নূহীকাণ্ডগর্ভ হইতে নিষ্কাসিত অর্কাঙ্কুরের রস ঈষদুষ্ণাবস্থায় বিন্দু বিন্দু কর্ণে দিলে, কান কট্‌কটানি (কর্ণশূল) নিবৃত্তি পায়। (উঃ ২১ অঃ)। (৩) শ্বাসে অর্কপত্র ও পুষ্প—আকন্দের পাতা ও ফুলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা বারম্বার (সাতবার) খোসা ছাড়ান ভর্জ্জিত যব ভাবনা দিয়া, চূর্ণ করিয়া, মধু সহ (২ আনা হইতে ৪ আনা মাত্রায়) শ্বাস রোগীকে সেবন করাইবে। (উঃ ৫১ অঃ)। (৪) কুক্কুরদংশন বিষে অর্কক্ষীর—উত্তমরূপ কুট্টিত তিল ২ তোলা, ইক্ষুগুড় ২ তোলা এবং শুষ্ক আকন্দের আঠা একত্র মিশ্রিত পূর্ব্বক কুক্কুর-দষ্ট ব্যক্তিকে পান করাইবে (কল্প ৬ অঃ)।

বাগ্‌ভট—দন্তগতক্রিমিশূলে অর্কক্ষীর—কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত দন্তবিবরে আকন্দের কিম্বা ছাতিমের আঠা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া পূরণ করিবে, রোগীকে নিষ্ঠীবন গলাধঃকরণ করিতে নিষেধ করিবে। ইহা দন্তশূলনাশক (উঃ ২২ অঃ)।

*চক্রদত্ত—বৃদ্ধিরোগে অর্কমূল—আকন্দের মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে অতি প্রবৃদ্ধ কুরণ্ডও বিনষ্ট হয় (বৃদ্ধি চিঃ)। (২) শ্লীপদে অর্কমূল—আকন্দের মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্রবৃদ্ধ শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ বিনাশ পায় (শ্লীপদ চিঃ)। (৩) বৃশ্চিকদংশনে অর্কপত্র—বৃশ্চিক দংশন করিলে, প্রথমে দষ্টস্থানে গুগ্‌গুলুর ধূম লাগাইয়া, পরে আকন্দের পাতা বাটিয়া লেপ দিলে দংশন জন্য জ্বালা নিবৃত্তি পায় (বিষ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—প্লীহায় অর্কপত্র—মাটীর হাঁড়িতে শুকীকৃত আকন্দপত্র এবং পাতার ১/২ সৈন্ধবলবণ চূর্ণ পর্য্যায়ক্রমে সাজাইয়া অন্তর্ধূমে ভস্ম করিবে। এই ভস্ম দধির মাতের সহিত সেবনে বৃহৎ ও দৃঢ় প্লীহা কোমল হইয়া স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয় (প্লীহাধিকার)। (২) মেঢ্রপাকে অর্কপত্র—মেঢ্রপাকে আকন্দের পাতার কাথ দ্বারা মেঢ্র প্রক্ষালন করিবে (উপদংশ চিঃ)।

বঙ্গসেন—বাতজ অর্শে অর্কপত্র—আকন্দের কুট্টিত কোমল পত্র যত, মিলিত পঞ্চলবণ উহার ১/২ ভাগ, কিঞ্চিৎ তিলতৈল এবং আমরুলশাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অন্তর্ধূমদগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষার উষ্ণোদকের সহিত, বাতজ অর্শরোগী পান করিবে (অর্শ চিঃ)। (২) মুখকার্ষ্ণ্যে অর্কক্ষীর—হরিদ্রাচূর্ণের সহিত আকন্দের আঠা মিশ্রিত করিয়া মুখের কাল দাগ লিপ্ত করিবে। যদি ঐ কাল দাগ দীর্ঘকালের হয় তাহা হইলেও ভাল হইবে (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)। (৩) নয়নাময়ে অর্কমূল—১ তোলা আকন্দের মূলের ছাল কুটিয়া এক পোয়া জলে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। চক্ষু লাল, ভারি, বেদনান্বিত, ক্লেদবহুল এবং চুল্‌কাইতে ইচ্ছা হইলে, এই জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষুর ভিতর দিবে (নেত্ররোগাধিকার)।

বক্তব্য—অর্কের ভেদ—চরকে এক প্রকার, সুশ্রুতে অর্ক এবং অলর্ক (শ্বেতার্ক) এই দুই প্রকার, ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে অর্ক এবং রাজার্ক, রাজনিঘণ্টুতে অর্ক, শ্বেতার্ক, রাজার্ক ও শ্বেতমন্দারক এই চারি প্রকার এবং ভাবপ্রকাশে শ্বেত ও রক্তভেদে দুই প্রকার অর্কের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে সচরাচর দুই প্রকার আকন্দ দেখা যায়—এক প্রকারের ফুল নবনীত বর্ণ, ইহাই শ্বেতার্ক। আর এক প্রকারের ফুল বেগুণে রঙের হয়, ইহাই রক্তার্ক। কিন্তু ধন্বন্তরীয় ও রাজনিঘণ্টুক্ত রাজার্ক ও শ্বেতমন্দারক কি? রাজার্কের পর্য্যায়ে রাজনিঘণ্টুকার লিখিয়াছেন "রাজার্কো বসুকো, হলর্কো মন্দারো গণরূপকঃ" সুতরাং জানা যাইতেছে অলর্ক এবং মন্দার বা মন্দারক রাজার্কেরই নামান্তর। অরুণদত্ত বলেন "মন্দারকঃ শ্বেতপুষ্পঃ (বাগ্‌ভটটীকা সূঃ ১৫ অঃ) অতএব রাজার্ক ও শ্বেতমন্দারক এই দুই প্রকার অর্ককে শ্বেতার্কেরই ভেদ বিশেষ

বলিতে পারা যায়। রাজনিঘণ্টুতে রাজার্ককে “সদাপুষ্প” এবং শ্বেতমন্দারককে “দীর্ঘ-পুষ্প” বলা হইয়াছে। আমরা বঙ্গদেশে যে শ্বেত আকন্দ দেখিয়া থাকি উহারা “সদাপুষ্প” নহে—ফাল্গুন চৈত্র মাসেই পুষ্পিত হয়। অতএব এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, যে জাতীয় শ্বেতার্কের বসন্ত ভিন্ন অন্য ঋতুতেও ফুল হয় তাহাই রাজার্ক এবং যে শ্বেতার্কের পুষ্প অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তাহাই শ্বেতমন্দারক। রক্তার্ক অপেক্ষা শ্বেতার্কের আঠা বেশী। সুশ্রুত টীকাকার ডল্বণ বলেন “অলর্কো মন্দারকঃ, যস্য ক্ষীরং ন বিনশ্যতি” (সুঃ টী ৩৮ অঃ অর্কাদি-বঃ)।

চরকের কুষ্ঠ চিকিৎসায়, কেবল অর্ক ব্যবহৃত হয় নাই, দ্রব্যান্তরের সহিত প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—“ বৃষকত্রিবৃদর্কনাগরকং,” “কুষ্ঠার্কতুথ,-” “কুষ্ঠার্কমূলসর্ষপ,-” “সপ্তচ্ছদার্ক-পল্লব।” চরকের শ্বাসচিকিৎসায়, কেবল মাত্র মুক্তাদ্যচূর্ণ” নাম ঔষধে অর্কের উল্লেখ দেখা যায়। চরকে কুক্কুর বিষের পৃথক চিকিৎসা নাই। সুশ্রুতের কল্পস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে “শৃগালশ্বতরক্ষ্বৃক্ষ” হইতে “স্বস্থস্থস্তো ন সিধ্যতি” পর্য্যন্ত গ্রন্থে উন্মত্ত শৃগাল কুকুরাদির লক্ষণ, তৎকর্ত্তৃক দষ্টের লক্ষণ এবং জলত্রাসাদি অরিষ্ট লক্ষণ অতি উত্তমরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কোচবিহারাধিপতি শ্রীশ্রীভূপবাহাদুরের চিকিৎসক ও ভূতপূর্ব্ব সিভিলসার্জ্জন্ ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত এম. বি, মহাশয় উহা শ্রবণ করিয়া সবিস্ময় বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। এবং স্বীয় “স্বাস্থ্য” নাম মাসিকপত্রে প্রকাশ করিবার জন্য অনুবাদ করাইয়াছিলেন। চরকে “মৃতসঞ্জীবনী” ও “অমৃতঘৃত” এবং বৃশ্চিকবিষ চিকিৎসায়, দ্রব্যান্তরের সহিত অতি অপ্রধানরূপে অর্ক ব্যবহৃত হইয়াছে। চরকে প্লীহোদর চিকিৎসায় অর্কের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। বাগ্‌ভটে কুক্কুরবিষ চিকিৎসায় সুশ্রুতোক্ত অর্কক্ষীর প্রয়োগ বিধি উদ্ধৃত হইয়াছে (উঃ ৩৮ অঃ)। চরকোক্ত গ্রহণী অধিকারের “ক্ষারগুড়িকা” নাম ঔষধে প্রচুর পরিমাণে অর্ক ব্যবহৃত হইয়াছে।বাগ্‌ভট গ্রহণী চিকিৎসায় অবিকল উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুশ্রুতোক্ত প্লীহোদর ও গ্রহণী চিকিৎসায় অর্কের প্রয়োগ নাই। চরক, অর্ককে ভেদনীয়, স্বেদোপগ এবং বমনোপগ বর্গে পাঠ করিয়াছেন (সুঃ ৪ অঃ)। স্বেদোপগ বমনোপগ শব্দের অর্থ, যে সকল বস্তু স্বেদন ও বমন ক্রিয়ার সহায়তা করে। সুশ্রুত উর্দ্ধভাগহর বর্গে অর্থাৎ বামক-দ্রব্যের তালিকায় অর্কের উল্লেখ করেন নাই। অধোভাগহর বর্গে অর্থাৎ বিরেচক দ্রব্যের তালিকায় অর্ক পাঠ করিয়াছেন। “শেষাণাং ক্ষীরাণি” বাক্যে আকন্দের ক্ষীরই বিরেচক বুঝিতে হইবে (সুঃ ৩৯ অঃ)। বমনদ্রব্যবিকল্প-বিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে সুশ্রুত “সদাপুষ্পী” পাঠ করিয়াছেন ইহা হইতে প্রতীতি জন্মে সুশ্রুতও অর্ককে বমনোপগ বলিয়া স্বীকার করেন।

নব্যমত সমালোচনা—ডাঃ উদয়চাঁদ বলিয়াছেন (হিন্দু মেটিরিয়া মেডিকা, ১৯১ পৃঃ) সংস্কৃত লেখকেরা অর্ক ও অলর্ক এই দুই প্রকার অর্ক জানিতেন। পাঠক এ কথা অবশ্য অমূলক বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন। ডিমকোক্ত Calotropis Gigantia কে রক্সবর্গ Asclepias Gigantea নাম দিয়াছেন। উভয়েই বলিয়াছেন (রক্সবর্গ ২৫১ পৃঃ, ডিমক ২য় খণ্ড, ৪২৮ পৃঃ) এই অর্ক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুলভ। ওয়াইট্ Calotropis Procera নামক অর্কের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন (ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্ ৪ খণ্ড ১২৭৮পৃঃ) সেই চিত্র, বঙ্গদেশে সচরাচর দৃষ্ট অর্কের মত নহে। এই চিত্রের বক্তব্যে ওয়াইট্ লিখিয়াছেন, বেরিলী জেলায় এই প্রকার অর্ক প্রচুর পরিমাণে জন্মে; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তথাকার লোকে ইহার পরিবর্ত্তে C. Gigantea ব্যবহার করে। ইহাতে বেশ বুঝা গেল, বঙ্গদেশে যে অর্ক সচরাচর দেখা যায় তাহাকে C. Gigantea বলাই সঙ্গত। C. Proceraকে সংস্কৃতে কি বলা উচিত উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিশারদেরা মীমাংসা করিবেন। রায় বেরিলী নিবাসী আমার একটী ছাত্রের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে রায় বেরিলীজাত অর্ককে শ্বেতমন্দারক বলা যায়।

Constituents.—Mudarine, caoutchouc, yellow bitter acrid resin. Mudarine an active principle, soluble in alcohol and ether, insoluble in cold water, and olive oil, possesses the singular property of congealing by heat and becoming again fluid on exposure to cold. (*Materia Medica of India*,—R. N. Khory, Part II., p. 395).

Actions and uses.—As an alterative the root with calomel and antimonial powder is given internally, and the bark made into paste applied to the legs and scrotum, in elephantiasis, to leprous ulcers, leucoderma and other skin diseases. The root-bark powdered, soaked in the milky juice, dried and made into cigars, is smoked as an inhalation in cough and asthma. Dried bark is an emetic, a very good substitute for ipecacuanha, and with opium it is used like Dover's powder in dysentery. The leaves are deobstruent, with rock salt are roasted in a close vessel and the ashes given with whey by the natives in enlargement of the liver and spleen, in intestinal worms, ascites anasarca, and in dysentery. As rubefacient the leaves are smeared with oil, and used as varalians, to relieve colicky pain and tympanitis. As a poultice they give relief to inflammatory swellings. The flowers are tonic, stomachic and digestive and used in cough and asthma etc. The juice is drastic, purgative and caustic, in combination with the juice of Euphorbia neriifolia applied to caried teeth to relieve

pain and dropped into the ear in ear-ache. Also applied to the cervix to procure abortion. Given in rheumatism, malarial and low hectic fevers ; and largely used in syphilis, hence known as vegetable mercury. The juice mixed with powdered wood of Berberis Asiatica and the juice of Euphorbia neriifolia made into tents and introduced into the rectum to relieve tenesmus. In scorpion and insect bites, it relieves the pain and burning. As a depilatory it is used by tanners, and also by women for removing hair from the pubes and other parts. It is a useful local application for the relief of painful joints and swellings, and for ringworm of the scalp. In combination with the juice of Nateio Thuhar and with the wood of Berberis Asiatica it is used as a caustic for closing sinuses and fistula in ano. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 396).

"Modern physiological research has shown that the juice applied to the skin acts as an irritant, the practice of applying it with salt to bruises and sprains to remove pain is therefore rational ; also the application of the fresh bark in chronic rheumatism, given internally in small doses the drug stimulates the capillaries and acts power fully upon the skin, it is therefore likely to be useful in elephantiasis and leprosy (*Casonora*). The benefit derived from the adminis tration of the flowers in asthma is probably due to their nauseant action. In large doses Calotropis causes vomiting and purging acting as an irritant emeto-Cathartic (*Pharmacographia Indica*—Part II., p. 434).

নব্যমত—অর্কমূলত্বক্, ক্যালোমেল্ ও এন্টিমোনিয়েল্ পাউডারের সহিত সেবন করিলে দোষের সংশোধন করে। ইহার প্রলেপ, বৃদ্ধি, শ্লীপদ কুষ্ঠক্ষত এবং বিবিধ চর্ম্মরোগের পক্ষে হিতকর। অর্কমূলত্বক্ চূর্ণ, আকন্দের আঠায় ভাবনা দিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইয়া, উহার চুরুট প্রস্তুত করিবে। অগ্নি সংযোগে ইহার ধূম পান করিলে শ্বাসের কষ্ট নিবৃত্তি পায়। শুষ্ক অর্কমূলত্বক্ বামক। ইহা ইপিকাকুয়ানার প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্কমূলত্বক্ অহিফেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া আমরক্তাতিসারে "ডোভার্স পাউডারের" মত প্রয়োগ করা যায়। কোনও অঙ্গ অর্কপত্র দ্বারা অধিককাল আচ্ছাদিত রাখিলে, সেই অঙ্গের লৌহিত্য জন্মে কিন্তু ফোস্কা পড়ে না। অর্কপত্রের এই গুণ থাকাতে, উদরাধ্মানে কিম্বা শূলবৎ বেদনায়, উদরে তৈলাক্ত অর্কপত্র স্থাপন করিলে শান্তি লাভ হয়। অর্কপত্রের প্রলেপ বেদনা ও স্ফীতির পক্ষে হিতকর। অর্কপুষ্প বলকারক, পাচক এবং কাসশ্বাসের পক্ষে হিতকর। আকন্দের আঠা অতিবিরেচক,

উষ্ণ ও ক্ষতোৎপাদক (caustic)। সিজের আঠার সহিত ইহা ক্রিমিভক্ষিত দন্তে ও কর্ণশূলে প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণার শান্তি হয়। আকন্দের আঠা, যোনিতে প্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাব হয়। অধিকন্ত ইহা বাত, ম্যালেরিয়া জ্বর এবং মৃদু "হেক্‌টিক্" জ্বরে ব্যবহৃত হয়। ফিরঙ্গরোগে (syphilis) আকন্দের ক্ষীরের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; এজন্য ইহাকে উদ্ভিজ্জ পারদ (vegetable mercury) বলে। সিজের আঠা ও দারুহরিদ্রা চূর্ণের সহিত, আকন্দের আঠার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইলে, অতি কুন্থনের সহিত বারম্বার মলত্যাগের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পায়। বৃশ্চিক কিম্বা অন্যান্য কীটদংশনে, অর্কক্ষীর দ্বারা দষ্ট স্থান লিপ্ত করিলে দংশন জ্বালা প্রশমিত হয়। লোমোৎপাটনার্থ, চর্ম্মব্যবসায়ীরা অর্কক্ষীর ব্যবহার করে। গুহ্য অঙ্গের লোমোৎপাটনার্থ নারীগণও ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। বেদনা ও স্ফীতিযুক্ত সন্ধিস্থানে কিম্বা কেশদদ্রুতে অর্কক্ষীরের প্রলেপ বিশেষ হিতকর। অর্কক্ষীর, দ্রব্যান্তরের সহিত, ভগন্দর কিম্বা নাড়ীব্রণের মুখবন্ধ হইলে, সেই রুদ্ধমুখ খুলিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্কক্ষীর অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, অতি—বমন ও অতিবিরেচন হইয়া বিষবৎ অনিষ্ট করে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৯৬ পৃঃ)।

অর্জ্জুন—अर्ज्जुनः।

अर्ज्जुनः, ककुभः। Terminalia arjuna, Pentaptera arjuna.

अर्ज्जुनस्तु कषायोष्णः कफघ्नो व्रणशोधनः। पित्तश्रमतृषार्त्तिघ्नो मारुतामयकोपनः। धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च।

ककुभः शीतलो हृद्यः क्षतक्षयविषास्रजित्। मेदोमेहव्रणान् हन्ति तुवरः कफपित्तहृत्। भावप्रकाशः।

पार्थःपथ्यः क्षते भग्ने रक्तस्तम्भनकुष्ठयोः। राजवल्लभः।

रक्तपित्ते अर्ज्जुनत्वक्—"धवत्वयोडुम्बर * * * शिशिरिजाता वा खदिरोजाता वा कल्कीजाता वा मदिता शृता वा। एते समस्ता गणशः पृथग्वा रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः। (चिः ४ अः)। (२) व्रणाच्छा-

दनार्थं अर्ज्जुनपत्रम्—"कदम्बार्ज्जुन * * *। व्रणप्रच्छादने विद्वान् * * *।" (चिः १३ अः)॥ चरकः।

शुक्रमेहे अर्ज्जुनत्वक्—"शुक्रमेहिनं ककुभचन्दनकषायं वा" (चिः ११ अः)। सुश्रुतः।

मूत्राघाते अर्ज्जुनत्वक्—"कषायं ककुभस्य वा" (चिः ११ अः)। (२) व्यङ्गेषु अर्ज्जुनत्वक्—"व्यङ्गेषु चार्ज्जुनत्वग्वा" (उः ३२ अः)। वाग्भटः।

रक्तातिसारे अर्ज्जुनत्वक्—"* * अर्ज्जुनत्वचः। पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः पृथक् शोणितनाशनाः (अतिसार-चिः)। (२) हृद्रोगे अर्ज्जुनत्वक् —"अर्ज्जुनस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं योज्यं हृदामये" (हृद्रोग-चिः)। (३) बल-सञ्जननार्थं अर्ज्जुनत्वक्—"* * ककुभस्य च वल्कलम्। रसायनं परं बल्यं * *"। (हृद्रोग-चिः)। (४) अस्थिभग्ने अर्ज्जुनत्वक्— "सघृतेन * * * अर्ज्जुनम्"। सन्धियुक्तोऽस्थिभग्ने च पिवेत् क्षीरेण मानवः। (भग्न-चिः) चक्रदत्तः।

क्षयकासे अर्ज्जुनत्वक्—"चूर्णं ककुभमिष्टं वासकरसभावितं बहु-वारान्। मधुघृतसितोपलाभि र्लेह्यं क्षयकासरक्तहरम्। (मः खः चिः भाः)। (२) मूत्ररोधज उदावर्त्ते अर्ज्जुनत्वक्—"मूत्ररोधजनिते * * * कषायं ककुभस्य च"। (मः खः दः भाः)। भावप्रकाशः।

पूयमेहे अर्ज्जुनत्वक्—"* * * पूयमेहे कषायश्च धवार्ज्जुनस्य" (चिः २८ अः)। हारीतः।

यक्ष्मायां अर्ज्जुनक्षारः—"केशराजोऽर्ज्जुनक्षारं प्रातः पीतश्चमस्तुना। निघ्नन्ति साममत्युग्रमचिराद् यक्ष्मीवजम्॥ (यक्ष्मविकारे) वङ्गसेनः।

অর্জ্জুনের ভাষানাম—বৈদ্যকে অর্জ্জুন ও ককুভ নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—অর্জ্জুন, অর্জ্জুন গাব। হিঃ—কোহ, কৌহ। মঃ—সাদড়োল। গুঃ—কড়ায়ো। তৈঃ—মট্টিচেট্টু। কঃ—তোরেমত্তি। আঃ—তুর্জ্জুন। উঃ—হজল।

বর্ণন—অর্জ্জুন গাছ ৩০।৩২ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। কাণ্ড অতিস্থূল হয়। বঙ্গদেশের বীরভূম অঞ্চলে প্রচুর জন্মে—ইহা আরণ্য বৃক্ষ। পত্রের আকৃতি নরজিহ্বাবৎ। পত্রপৃষ্ঠে বৃন্ত সন্নিকটে দুইটী অর্ব্বুদাকৃতি গ্রন্থি এমন ভাবে থাকে, যে পাতার উপর দিক্ দেখিয়া উহারা যে আছে এরূপ বোধ হয় না। পত্রপ্রান্ত অতি সামান্য খাঁজ কাটা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ফুল হয়। ফুল খুব ছোট, হরিদাভ শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডের চতুর্দ্দিকে বিন্যস্ত। কেশবৎ সূক্ষ্ম কেসরগুলি উচ্চ হইয়া থাকে। ফল অগ্রহায়ণ পৌষে পাকে। ফল দেখিতে কামরাঙ্গার মত শির উঠা, কিন্তু তদপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি এবং তাদৃশ মাংসল নহে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্, পত্র।

মাত্রা—ত্বক্‌চূর্ণ—২—৬ আনা।

বৈদ্যকে অর্জ্জুনের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে অর্জ্জুন—অর্জ্জুন ছাল রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল, অর্জ্জুন ছালের রস বা অর্জ্জুন ছাল জলে বাটিয়া, কিম্বা অর্জ্জুন ছালের কাথ পান করিলে রক্তপিত্তের উপশম হয়। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) ব্রণাচ্ছাদনার্থ অর্জ্জুনপত্র—অর্জ্জুনপত্র দ্বারা ক্ষত আচ্ছাদিত করিবে। (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত—শুক্রমেহে অর্জ্জুনত্বক্—যাহার শুক্রমেহ হইয়াছে তাহাকে অর্জ্জুন ছাল ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)।

বাগ্‌ভট—মূত্রাঘাতে অর্জ্জুনত্বক্—মূত্ররোধ হইলে অর্জ্জুন ছালের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) ব্যঙ্গে অর্জ্জুনত্বক্—ব্যঙ্গ (মেচেতা) নাম রোগের প্রতীকারার্থ অর্জ্জুনত্বক্ মধুসহ পেষণ পূর্ব্বক লেপ দিবে। (উঃ ৩২ অঃ)।

চক্রদত্ত—রক্তাতিসারে অর্জ্জুনত্বক্—অর্জ্জুন ছাল, ছাগদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ সহ পান করিবে। ইহাতে অতিসারের রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) হৃদ্রোগে অর্জ্জুনত্বক্—কুট্টিত অর্জ্জুন ছাল ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ আধপোয়া, জল দেড়পোয়া। কাথ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিবে। এই কাথ হৃদ্রোগে সেব্য (হৃদ্রোগ চিঃ)। (৩) বললাভার্থ অর্জ্জুনত্বক্—অর্জ্জুন ছাল দুগ্ধসহ পেষণ পূর্ব্বক, দুগ্ধ যোগে

পান করিলে, বললাভ হয় (হৃদ্রোগ চিঃ)। (৪) অস্থিভগ্নে অর্জ্জুনত্বক্—সন্ধিযুক্ত অস্থিভগ্নে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত অর্জ্জুনত্বক্ চূর্ণ পান করিতে দিবে (ভগ্নচিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—ক্ষয়কাসে অর্জ্জুনত্বক্—অর্জ্জুনের ছাল গুঁড়া করিয়া বাসকের পাতার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া, মিছরি, মধু ও গব্যঘৃতের সহিত লেহন করিবে। ইহা সরক্তক্ষয়কাসহর (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (২) মূত্ররোধজ উদাবর্ত্তে অর্জ্জুনত্বক্—মূত্ররোধ জন্য উদাবর্ত্তে অর্জ্জুন ছালের কাথ পান করাইবে (মঃ খঃ ৩য় ভাঃ)।

হারীত—পূয়মেহে অর্জ্জুনত্বক্—পূয়মেহীকে ধব ও অর্জ্জুনত্বকের কাথ পান করাইবে (চিঃ ২৮ অঃ)।

বঙ্গসেন—গ্রহণীতে অর্জ্জুনক্ষার—কেশরাজ এবং অর্জ্জুন ছালের অন্তর্ধূম-দগ্ধক্ষার, মস্তুর সহিত পান করিবে। ইহা বেদনাবহুল আমগ্রহণীর পক্ষে হিতকর (গ্রহণী চিঃ)।

বক্তব্য—চরকে উদর্দ্দপ্রশমন বর্গে অর্জ্জুনের উল্লেখ আছে (সূঃ ৪ অঃ)। এবং পিত্তমেহে "নিম্বার্জ্জুনাম্রাতনিশোৎপলানাং" "শিরীষসর্জ্জার্জ্জুনকেশরাণাং," কফমেহে "বিড়ঙ্গপাঠার্জ্জুনধন্বনাশ্চ," কফবাতজমেহে "বচাপটোলার্জ্জুন" পাঠে প্রমেহে দ্রব্যান্তরের সহিত অর্জ্জুনের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। চক্রদত্তের হৃদ্রোগ চিকিৎসা পাঠ করিয়া বোধ হয়, অর্জ্জুন, হৃদ্রোগহর দ্রব্যের রাজা; কিন্তু চরক সুশ্রুতোক্ত হৃদ্রোগ চিকিৎসায় অর্জ্জুনের নাম পর্য্যন্ত নাই। চরকে "উদুম্বরাশ্বত্থবটার্জ্জুনাখ্যো" পাঠে হৃদ্রোগে যে অতি সামান্যাকারে অর্জ্জুনের উল্লেখ আছে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। চরক সুশ্রুতোক্ত ক্ষয়কাসের চিকিৎসাতেও অর্জ্জুনের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। রক্তাতিসারে চক্রোক্ত অর্জ্জুনের প্রয়োগ, সুশ্রুতোক্তির অবিকল প্রতিলিপি (সুঃ উঃ ৪০ অঃ)।

Constituents.—The ash of the bark contains 34 p. c. of almost pure calcium carbonate. The bark also contains tannin.

Actions and uses.—Astringent and tonic, given in heart disease. Locally used as a wash for wounds, ulcers, contusions and specially used in promoting union of fractures and dispersion of ecchymosis; internally largely used by the natives in hæmorrhagic and other fluxes and as a lithontriptic. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 258.)

নব্যমত—অর্জ্জুনত্বক্, কষায় ও বলকারক। ইহা হৃদ্রোগরোগীর সেব্য। অর্জ্জুন-ত্বকের কাথ দ্বারা ক্ষতধৌতি প্রশস্ত। পিষ্ট অঙ্গে, অস্থিভগ্নে কিম্বা "কালসিটা পড়া ফুলায়"

(Ecchymosis) অর্জ্জুনত্বক্ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। এতদ্দেশীয় লোকে রক্তস্রুতি কিম্বা অন্যান্য স্রাবেও (যথা প্রবাহিকার শ্লেষ্মস্রাব, প্রদরের পূয়স্রাব ইত্যাদি) অর্জ্জুনত্বক্ সেবনার্থ প্রয়োগ করে। অপিচ ইহা অশ্মরী শর্করাদি প্রতিষেধক রূপেও ব্যবহৃত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ২৫৮ পৃঃ)।

অলাবু—অলাবু।

स्वादुनः संज्ञा—अलावु। कटुनः संज्ञा—कटुकालावु, इक्ष्वाकुः।
Cucurbita lagenaria.

स्वादुनोभेदौ—गोरक्षतुम्बी (कुम्भतुम्बी), क्षीरतुम्बी। कटुनोभेदः—भूतुम्बी।

कासश्वासच्छर्दिहरा विषार्त्ते कफवार्त्तिते। इक्ष्वाकुर्वमने शस्ता * *। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

कटुतुम्बी कटुस्तीक्ष्णा वान्तिकृच्छ्वासकासजित्। कुम्भतुम्बी समधुरा शिशिरा पित्तहारिणी। गुरुः सन्तर्पणी रुच्या वीर्य्यपुष्टिबलप्रदा। तुम्बी (क्षीरतुम्बी) समधुरा स्निग्धा पित्तघ्नी गर्भपोषकृत्। रुच्या धातप्रदा चैव बलपुष्टिविवर्द्धनी। भूतुम्बी कटुकोष्णा च सन्निपातापहारिणी। दन्तागदादन्तरोधधनुर्वातादिदोषनुत्॥ राजनिघण्टुः।

अलाबुः कथिता तुम्बी द्विधा दीर्घा च वर्त्तुला। मिष्टतुम्बीफलं हृद्यं पित्तश्लेष्मापहं गुरु। वृष्यं रुचिकरं प्रोक्तं धातुपुष्टिविवर्द्धनम्। इक्ष्वाकुः कटुतुम्बी स्यात् सा तुम्बी च महाफला। कटुतुम्बी हिमा हृद्या पित्तकासविषापहा तिक्ता कटु र्विपाके च। वातपित्तज्वरान्तकृत्। भावप्रकाशः।

অপুষ্পস্য প্রবালানাং মুষ্টিং প্রাদেশসংমিতাম্। ক্ষীরপ্রস্থে শৃতং দদ্যাৎ পিত্তোদ্রিক্তে কফজ্বরে। ফলস্বরসভাগঞ্চ ত্রিগুণক্ষীরসাধিতম্। উরঃ-ক্ষিতে কাফে দদ্যাৎ স্বরভেদে সপীনসে। হৃতমধ্যে ফলে জীর্ণে স্থিতং ক্ষীরং যদা দধি। জাতং স্যাৎ কফজে কাসে শ্বাসে বম্যঞ্চ তৎ পিবেৎ। মস্তুনা ফলমধ্যং বা পাণ্ডুকুষ্ঠবিষার্দ্দিতঃ। তেন তক্রং বিপক্কং বা সক্ষৌদ্রলবণং পিবেৎ। তুম্ব্যাঃ ফলরসৈঃ শুষ্কৈঃ সপুষ্পৈরবচূর্ণিতম্। কুর্দ্দয়েম্মাল্যমাঘ্রায় গন্ধসম্পৎসুখোচিতঃ। চরকসংহিতা কল্পঃ ২ অঃ [দৃঢ়বলঃ]।

অশ্মর্য্যাং তুম্বীবীজম্—"নৃত্যকুণ্ডলবীজানাং চূর্ণং মাক্ষিকসংযুতম্। অবিক্ষীরেণ সপ্তাহং পীতমশ্মরীপাতনম্॥" "তুম্বীবীজানাং চূর্ণং মাক্ষিকা-ন্বিতমবিক্ষীরেণ সপ্তাহং পীতমশ্মরীপাতনম্" (অরুণদত্তঃ)। (চিঃ ১১ অঃ)। বাগ্‌ভটঃ।

অশ্মর্য্যাং তিক্তালাবুরসঃ—"পক্বেক্ষ্বাকুরসঃ ক্ষারঃ সিতাযুক্তোঽশ্ম-রীহরঃ" (অশ্ম—চিঃ)। (২) গলগণ্ডে তিক্তালাবু—"তিক্তালাবুফলে পক্বে সপ্তাহমুষিতং জলম্। মদ্যং বা গলগণ্ডঘ্নং পানাৎ পথ্যানুসেবিনঃ"। (গলগণ্ড—চিঃ)। (৩) অর্শঃসু তিক্তালাবুবীজম্—"তুম্বীবীজং সোদ্ভিদস্তু কাঞ্জিপিষ্টং গুড়ীকৃতম্। অর্শোহরং গুদস্থং স্যাদধিমাক্ষিকমপ্রতঃ (অর্শঃ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

প্রদরে অলাবু—"অলাবুফলচূর্ণস্য শর্করাসহিতস্য চ। মধুনা মোদকং কৃত্বা খাদেৎ প্রদরশান্তয়ে"। (মঃ খঃ ৪র্থ-ভাঃ)। (২) যোনি-রোগে তিক্তালাবুপত্রম্—"তুম্বীপত্রং তথা লোধ্রং সমভাগং সুপেষয়েৎ। তেন লেপো ভগে কার্য্যঃ শীঘ্রং স্যাদ্‌যোনিরক্ষতা"। (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। দশন-ক্রিমিষু তিক্তালাবুমূলম্—"* * কটুতুম্বীমূলম্। সচূর্ণং দশন-বিধৃতং দশনক্রিমিনাশনং প্রাহুঃ"। ভাবপ্রকাশঃ।

ग्रीथे कटुतुम्बी—"लोमशा कटुतुम्बीच कांचिकेन अलेन वा। निःक्वाथ्य चापि संस्वेद स्तथैवोष्णेन तेन च" (चि २६ अः)। (२) कर्ण-रोगे कटुकालाबु—"तुम्बीरसञ्च धार्य्येत कर्णरोगे प्रशाम्यति" (चिः ४२ अः)। हारीतः।

বিবিধ অলাবুর নাম—মিষ্ট লাউকে সংস্কৃতে তুম্বী, অলাবূ এবং তিক্ত লাউকে কটুকালাবূ ও ইক্ষ্বাকু বলে। মিষ্টলাউ দুই প্রকার, যথা—গোরক্ষতুম্বী ও ক্ষীরতুম্বী। কটুকালাবুর ভেদ—ভূতুম্বী।

তুম্বীর ভাষানাম—বাঃ—লাউ, কদু। হিঃ—কদ্দূ, তোম্বী, লম্বা, লৌয়া। মঃ—দুধ্যা, ভোম্পঠ্ঠা। গুঃ—দুধীয়ুং দুধলুং। কঃ—কণ্ডউবলকায়ি। তৈঃ—তীয়্যাতুখড়ি কায়া। ফাঃ—কুদুশিরিন্, কুদুএদ্‌রোজ্। অঃ—যুক্তিনেহলুকরা।

ইক্ষ্বাকুর ভাষানাম—বাঃ—তেঁতোলাউ। হিঃ—তিৎলোকী, কড়বীতোম্বী। মঃ—কড়ূভোম্পঠ্ঠা। গুঃ—কড়বী তুম্বড়ী। কঃ—কহীসোরে। তৈঃ—চেতিআনব। ফাঃ—কটু দুতলখ। অঃ—করউলুমুর।

বর্ণন—বঙ্গদেশে নানা আকৃতির মিঠালাউ অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাঙ্গলায় আকৃতি ভেদে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম নাই। সকলকেই লাউ বা কদু বলে। রাজ-নিঘণ্টুকার গোরক্ষতুম্বী ও ক্ষীরতুম্বী এই দুই প্রকার মিষ্ট অলাবুর গুণ বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু ইহাদের কোন ইতরব্যবচ্ছেদক চিহ্নের উল্লেখ করেন নাই, কেবল ভাষানাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। রাজনিঘণ্টূক্ত ভাষানাম গুলিকে কর্ণাটী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার নাম বলিয়া বুঝিতে হইবে। গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন—"ব্যক্তিঃ কৃতাত্র কর্ণাটমহারাষ্ট্রীয়ভাষয়া"। কাশী হইতে সংগৃহীত রাজনিঘণ্টুর আদর্শ পুস্তকে, গোরক্ষতুম্বীর ভাষানাম "গোরখ-দুদ্দিকে" এবং ক্ষীরতুম্বীর ভাষানাম "হালুগুম্বলু" লিখিত আছে। ভূতুম্বীর ভাষানাম "নেলসারে"। কুম্ভতুম্বী গোরক্ষতুম্বীর নামান্তর।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, বীজ, ফল।

বৈদ্যকে অলাবুর ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—অশ্মরীতে তুম্বীবীজ—লাউবীজচূর্ণ মধুসহ মেষদুগ্ধ যোগে সপ্তাহ পান করিলে সঞ্চিত অশ্মরী মূত্রমার্গ দ্বারা পতিত হয় (চিঃ ১১ অঃ)। চূর্ণমাত্রা ৬—৮ আনা।

চক্রদত্ত—অশ্মরীতে তিক্তালাবুরস—পাকা তিৎলাউয়ের রস যবক্ষার ও চিনির সহিত পান করিবে। ইহা অশ্মরীহর (অশ্ম চিঃ)। মাত্রা—রস ২ তোলা, যবক্ষার ১ আনা, চিনি ||০ তোলা। (২) গলগণ্ডে তিক্তালাবু—পাকা তিৎলাউয়ের ভিতর সপ্তাহকাল জল বা মদ্য রাখিয়া, সেই জল বা মদ্য পান করিবে এবং গলগণ্ড রোগে যাহা পথ্য তাহাই সেবন করিবে। ইহা গলগণ্ডে হিতকর। (৩) অর্শে তিক্তালাবুবীজ তিৎলাউয়ের বীজ উদ্ভিদ্ লবণের সহিত কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক ৩টী গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা ত্রয় গুহ্যদেশে ধারণ করিয়া মাহিষ দধিযোগে ভোজন করিবে। ইহা অর্শের পক্ষে হিতকর।

ভাবপ্রকাশ—প্রদরে অলাবু—অলাবু চূর্ণ করিয়া চিনি ও মধুযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রদর শান্তির জন্য এই মোদক সেব্য (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (২) যোনি-রোগে তিক্তালাবুপত্র——প্রসূতির যোনিতে ক্ষত হইলে তিৎলাউয়ের পাতা এবং লোধ্র-ত্বক্ সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক লেপ দিবে (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (৩) দশনক্রিমিতে তিক্তালাবুমূল—তিৎলাউয়ের মূলচূর্ণে ক্রিমিভক্ষিত দন্তচ্ছিদ্র পূরণ করিবে। ইহা দন্তক্রিমিনাশক।

বক্তব্য—ঔষধের গুণান্তরাধান জন্য অলাবুর মধ্যে স্থাপন করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়, যথা—"স্থাপ্যং কটুকালাবুনি তৎসিদ্ধম্" (চরক চিঃ ৭ অঃ)।

Actions and uses.—The pulp of Karavi tumbadi is emetic and purgative. The oil is used as a cooling and emollient application for the head. The pulp of sweet dudhi is an ingredient in various confections. The seeds are nutritive and diuretic and constitute one of the five cucurbitaceous seeds. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 312).

নব্যমত—তিক্তালাবুর শাঁস বামক ও রেচক। তিক্তালাবুবীজজাততৈল, শীত এবং শিরঃস্নিগ্ধকর। বহু অবলেহ মোদকাদিতে মিষ্টালাবুর শাঁস ব্যবহৃত হয়। মিষ্ট অলাবুর বীজ পোষক এবং মূত্রকারক। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ৩১২ পৃঃ)।

অশোক—अशोकः।

अशोकः। Saraca Indica, Jonesia Asoka.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"रक्तपल्लवकः," "मधुपुष्पः","हेमपुष्पः"।

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"अशोकः लोहितकुसुमः स्वनामख्यातः" (डल्वणः सुः टीः सूः ३८ अः)।

अशोकः शीतलस्तिक्तः क्रिमीन् हन्ति प्रयोजितः। अपचीं नाशयत्येव सर्व्वव्रणविनाशनः। अशोको मधुरो हृद्यः सन्धानीयः सुगन्धिकः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

अशोकः शिशिरो हृद्यः पित्तदाहश्रमापहः। गुल्मशूलोदराध्माननाशनः क्रिमिकारकः। राजनिघण्टुः।

अशोकः शीतलस्तिक्तो ग्राही वर्ण्यः कषायकः। दोषापचीतृषादाह—क्रिमिशोषविषास्रजित्॥ भावप्रकाशः।

असृग्दरे अशोकत्वक्—"अशोकवल्कलक्वाथशृतं क्षीरं सुशीतलम्। यथाबलं पिवेत् प्रातस्तीव्रासृग्दरनाशनम्।" (असृग्दर—चिः)। (२) मूत्राघाते अशोकबीजम्—"जलेन खदिरीबीजं मूत्राघाताश्मरीहरम्" (मूत्रघात—चिः) "खदिरीबीजमशोकबीजमित्याहुः" (शिवदासः)। चक्रदत्तः।

অশোকের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা।—"রক্তপল্লব," "মধুপুষ্প," "হেমপুষ্প"।

অশোকের ভাষানাম—বাঃ অশোক ফুলের গাছ। হিঃ—অশোগি। মঃ—অশোক। গুঃ—আশুপালো, দেশী পীলাফুলনো।

বর্ণন—অশোক, ইতস্ততঃ বিস্তৃত বহুশাখাসমন্বিত উত্তম ছায়াতরু। শাখার বৃন্তের পার্শ্বে ৫।৬ জোড়া পাতা থাকে। পাতা প্রায় ১৮।২০ আঙ্গুল লম্বা। শাখাস্থ

চৌড়া। তরুণাবস্থায় রঞ্জিত এবং লম্বিত থাকে। পত্রপ্রান্ত কিঞ্চিৎ তরঙ্গায়িত। পুষ্প গুচ্ছাকারে হয়, প্রথমে লেবু রঙের, পরে রক্ত বর্ণের হইয়া থাকে। বসন্তকালে পুষ্পিত হয়—পুষ্পিত অশোকবৃক্ষ অতি নয়নানন্দকর। "বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী" পার্ব্বতী চিত্রিত করিবার সময় কালিদাস অশোক পুষ্পকে বিস্মৃত হন নাই। অশোকের চৌড়া শুঁটী হয়। শুঁটীর ভিতর বড় বড় বীজ থাকে। অশোকছালের স্বাদ কষায়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্, বীজ।

বৈদ্যকে অশোকের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—রক্তপ্রদরে অশোকছাল—কুট্টিত অশোকছাল ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ আধ পোয়া, জল দেড় পোয়া। দুগ্ধাবশেষ রাখিয়া, ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। শীতল হইলে পান করিতে দিবে (অসৃগ্দর চিঃ)। (২) মূত্রাঘাতে অশোকবীজ—অশোকবীজ একটী, শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইবে। ইহা মূত্রাঘাত (প্রস্রাবরোধ) ও অশ্মরীহর।

বক্তব্য—চরকের চিকিৎসিত স্থানের ৩০ অধ্যায়ে এবং সুশ্রুতের শরীরস্থানের ২য় অধ্যায়ে প্রদরের চিকিৎসা লিখিত আছে; কিন্তু অশোকের নামোল্লেখ নাই। রাজনিঘণ্টুতেও অশোকের প্রদরনাশক গুণ স্বীকৃত হয় নাই। চরক অশোককে বেদনাস্থাপন ও সংজ্ঞাস্থাপন বর্গমধ্যে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)। বেদনাস্থাপন শব্দের অর্থ যন্ত্রণা নিবারক (যাহাকে ইংরাজীতে "এনোডাইন্" বলে)। টীকাকৃৎ চক্রপাণি লিখিয়াছেন "বেদনায়াং সম্ভূতায়াং তাং নিহত্য শরীরং প্রকৃতৌ স্থাপয়তীতি বেদনাস্থাপনম্। রক্তপ্রদরে, কবিরাজেরা রক্তরোধক বলিয়াই অশোক ব্যবহার করেন, "বেদনাস্থাপন" বলিয়া ব্যবহার করেন না। যে সকল স্থলে হঠাৎ রক্ত রোধ করা অবিধি, তৎ তৎ স্থলে প্রমাদবশাৎ অশোক ব্যবহার করায়, প্রদররোগীর রক্তস্রাব বন্ধীভূত হইয়া যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে, বহুশঃ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। আমি যে সকল বৈদ্যক গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছি তন্মধ্যে বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগনাম পুস্তকেই সর্ব্বপ্রথম প্রদরে অশোক ব্যবহৃত হইয়াছে। অশোকঘৃত কোন্ সময় হইতে ব্যবহৃত হইতেছে ঠিক্ বলা কঠিন। চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ ও শার্ঙ্গধরে অশোকঘৃতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। রাঢ়ে বহুপ্রচলিত "সারকৌমুদী" নাম সংগ্রহগ্রন্থে এবং বঙ্গসেন সঙ্কলিত চিকিৎসাসারসংগ্রহে অশোকঘৃতের উল্লেখ আছে। সুশ্রুতোক্ত বাতব্যাধিতে প্রযুক্ত কল্যাণকলবণের উপাদানের মধ্যে অশোকের উল্লেখ দেখিতে পাই (চিঃ ৪ অঃ)।

Constituents.—Tannin and Catechin.

Actions and uses.—Astringent: the decoction with a number of aromatics is given in uterine affections. Chiefly in menorrhagia. (*Materia Medica of India*—By R. N. Khory, Part II., p. 217).

अश्वगन्धा—अश्वगन्धा।

अश्वगन्धा, हयगन्धा, वाजिगन्धा। Withania somnifera, Physalis fluxuosa.

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"पुष्टिदा","बल्या","वातघ्नी","वाजीकरी"।

अश्वगन्धा कषायोष्णा तिक्ता वातकफापहा। विषव्रणक्षयान् हन्ति कान्तिवीर्य्यबलप्रदा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

अश्वगन्धा कटूष्णा स्यात्तिक्ता च मदगन्धिका। बल्या वातहरा हन्ति कासश्वासक्षयव्रणान्। राजनिघण्टुः।

अश्वगन्धानिलश्लेष्मशोफश्वित्रक्षयापहा। बल्या रसायनी तिक्ता कषायोष्णातिशुक्रला। भावप्रकाशः।

अश्वगन्धा जराव्याधिनाशकः सुवरः स्मृतः। धातुहृद्विकरः किञ्चित् कटुको बलदः स्मृतः। बृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

अश्वगन्धापत्रलेपो ग्रन्थिगण्डापचीः हरेत्। शोढलनिघण्टुः।

श्वासे अश्वगन्धामूलक्षारः—"क्षारं वाप्यश्वगन्धाया लेहयेत् क्षौद्रसर्पिषा" (चि: २१ अ:) चरकः।

शोषे अश्वगन्धा—"क्षीरं पिबेद्वाप्यथवाजिगन्धा—। विपक्वमेवं लभते च पुष्टिम्। तदुत्थितं क्षीरघृतं सिताढ्यम्। प्रातः पिबेद्वाथ पयोऽनुपानम् (उ: ४१ अ:)। सुश्रुतः।

वातव्याधौ अश्वगन्धा—अश्वगन्धाकषाये च कल्के क्षीरचतुर्गुणम्। घृतं पक्वन्तु वातघ्नं वृष्यं मांसविवर्द्धनम्”। (वातव्याधि—चिः)। (२) उदरोपद्रवभूते शोथे अश्वगन्धा—“गोमूत्रपिष्टा मथवाश्वगन्धाम्” (उदर-चिः)। (३) वन्ध्यात्वे अश्वगन्धा—“क्वाथेन हयगन्धायाः साधितं सघृतं पयः। ऋतुस्नाता वाला पीत्वा धत्ते गर्भं न संशयः। (योनिव्यापच्चिः)। (४) शिशोःकार्श्ये अश्वगन्धा—“पीताऽश्वगन्धा पयसार्द्धमासम्। घृतेन तैलेन सुखाम्बुना वा। कृशस्य पुष्टिं वपुषो विधत्ते। बालस्य शस्यस्य यथाम्बुवृष्टिः”। (रसायनाधिकारे)। चक्रदत्तः।

ऊरुस्तम्भे वायौ अश्वगन्धा—“पिवेदुष्णाम्भसा पिष्टामश्वगन्धाम्।” (मः खः २ भाः)। भावप्रकाशः।

निद्रानाशे अश्वगन्धा—“चूर्णं हयगन्धायाः सितया सहितञ्च सर्पिषा लीढम्। विदधाति नष्टनिद्रे निद्रामाश्वेव सिद्धमिदम्”। (जलदोषादियोगाधिकारे) वङ्गसेनः।

অশ্বগন্ধার গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“পুষ্টিদা,” বল্যা”, ‘বাতঘ্নী”,“বাজীকরী”।

অশ্বগন্ধার ভাষানাম—বাঃ—অশ্বগন্ধা। হিঃ—অসগন্ধ। মঃ—আসকন্দ, অসন্ধ। গুঃ—আথসন্ধ। কঃ—আসান্দু, অঙ্গুর। তৈঃ পিল্লি আঙ্গা। ফাঃ—মেহেমন্ বররী।

বর্ণন—অশ্বগন্ধার ক্ষুপ, ২/২½ হাত উচ্চ এবং শাখাবহুল হইয়া থাকে। পাতা চৌড়া, বোঁটা ছোট, পাতায় রোম আছে। ফুল—ছোট, বোঁটা ছোট, পত্রবৃন্ত মূল হইতে নির্গত হয়, দলবদ্ধ হইয়া থাকে, পীতাভহরিদ্বর্ণ, দেখিতে কল্কের মত। ফল—ছোট, মটরের মত, লাল। মূল—সরু, মূলার মত, কিন্তু ক্ষীণ—উপরে কটারঙ, ভাঙ্গিলে ভিতরে সাদা। কাঁচা মূলে, অশ্বমূত্রের গন্ধ। শুষ্কাবস্থায় গন্ধ থাকে না বা অতি মৃদুভাবে থাকে। মূলের স্বাদ তিক্ত। বীজ অতি ক্ষুদ্র।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল।

মাত্রা—মূলচূর্ণ ৪ আনা হইতে ৮ আনা। ক্বাথ ২ আনা হইতে ৪ আনা।

বৈদ্যকে অশ্বগন্ধার ব্যবহার।

চরক—শ্বাসে অশ্বগন্ধামূলক্ষার—শ্বাসরোগীকে ঘৃতমধুসহ অন্তর্ধূমদগ্ধ অশ্বগন্ধার ক্ষার সেবন করাইবে (চিঃ ২১ অঃ)।

সুশ্রুত—শোষে অশ্বগন্ধা—শোষরোগী, কুট্টিত অশ্বগন্ধা ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ আধ পোয়া, জল দেড় পোয়া সহ, দুগ্ধাবশেষ রাখিয়া কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক, বস্ত্রপূত করিয়া পান করিবে। কিম্বা ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত অশ্বগন্ধাকাথ মন্থন পূর্ব্বক তদুত্থিত মাখমের ঘৃত পান করিবে। (উঃ ৪১ অঃ)। মাত্রা—½ তোলা হইতে ১ তোলা।

চক্রদত্ত—বাতব্যাধিতে অশ্বগন্ধা—অশ্বগন্ধার কাথ ও কল্কে এবং ঘৃতচতুর্গুণ-গব্যদুগ্ধ সহ গব্যঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিবে। এই ঘৃত বাতঘ্ন, বৃষ্য এবং মাংসবর্দ্ধক। (বাতব্যাধি চিঃ)। উদরোপদ্রবভূতে শোথে অশ্বগন্ধা—উদর রোগে শোথ হইলে, গোমূত্রে অশ্বগন্ধা পেষণ পূর্ব্বক পান করাইবে (উদর চিঃ)। (৩) বন্ধ্যাত্বে অশ্বগন্ধা—ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত অশ্বগন্ধার কাথে কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া, ঋতুস্নাতা বন্ধ্যা বালা পান করিবে। ইহা গর্ভপ্রদ (যোনিব্যাপৎ চিঃ)। (৪) শিশুর কৃশতায় অশ্বগন্ধা—শীর্ণ শিশুকে পুষ্ট করিবার জন্য, দুগ্ধ, ঘৃত, তিল তৈল কিম্বা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত অশ্বগন্ধা চূর্ণ সেবন করাইবে। (রসায়নাধিকার)। মাত্রা—বয়োঽনুসারে স্থির করিবে।

ভাবপ্রকাশ—হৃদয়গত বায়ুরোগে অশ্বগন্ধা—বায়ু হৃদয়গত হইলে, অশ্বগন্ধা উষ্ণজলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেব্য। (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

বঙ্গসেন—নষ্টনিদ্রের নিদ্রাজননার্থ অশ্বগন্ধা—অশ্বগন্ধাচূর্ণ, চিনি ও গব্যঘৃত সহ লেহন করিলে, নষ্টনিদ্রের নিদ্রালাভ হয়। ইহা পরীক্ষাসিদ্ধ (জলদোষাদি যোগাধিকার)।

বক্তব্য—যে সকল দ্রব্য "সদৈবার্দ্রা প্রযোক্তব্যা" বলিয়া বিধি আছে, তন্মধ্যে অশ্বগন্ধা অন্যতম। অশ্বগন্ধা কাঁচা ব্যবহার করিতে হয়। চরকের বাতব্যাধি চিকিৎসায় অশ্বগন্ধার কাথে তৈলপাক করিয়া ব্যবহার করিবার উপদেশ আছে ("কয়োহশ্ব-মশ্বগন্ধায়াঃ" চিঃ ২৮ অঃ)। ক্ষতক্ষীণ চিকিৎসায় অশ্বগন্ধার নামও নাই। সুশ্রুতোক্ত বাতব্যাধি চিকিৎসায় অশ্বগন্ধার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চরকে অশ্বগন্ধা বল্যবর্গে পঠিত হইয়াছে।

Constituents.—An alkaloid somniferin having hypnotic property, resin, fat and colouring matter. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 452).

Actions and uses.—Tonic alterative and sedative ; a paste of the root taken with milk and clarified butter helps the nutrition of weakly children. As an alterative a confection is given in consumption debility from old age and rheumatism. Native women combine it with various restoratives in nervous debility and leucorrhœa ; as a sedative and hypnotic the leaves moistened with castor oil are applied to carbuncles. "Narayan tel" (which contains Ashagandha) is dropped into the nose in deafness, and is used as an inunction over the body in hemiplegia, tetanus, rheumatism and lumbago and as an enema in dysentery and anal fistula. It is given internally in 15 to 60 ms., doses in consumption, emaciation of children, debility from old age, leprosy, nervous diseases and rheumatism (Do. II., p. 452).

"The authors of *Bombay flora* say that the seeds are employed to coagulate milk like those of W. Coagulans We have tried the experiment and find them to have some coagulating power. (*Pharmacographia Indica*—Part II., p. 567).

নব্যমত—অশ্বগন্ধা, বল্য, রসায়ন এবং অবসাদক। অশ্বগন্ধামূলচূর্ণ দুগ্ধ কিম্বা ঘৃত সহ ক্ষীণ শিশুকে সেবন করাইলে পুষ্টিলাভ হয়। অশ্বগন্ধা রসায়ন (Alterative) বলিয়া, খণ্ড মোদকাদিরূপে ক্ষয়রোগ, জরাকৃত দৌর্ব্বল্য ও বাতরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় রমণীগণ অন্যান্ত বহু পোষকদ্রব্যসহ, বাতজ দৌর্ব্বল্য ও প্রদরে অশ্বগন্ধা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অশ্বগন্ধার পত্র এরণ্ড তৈলে সিক্ত করিয়া, স্ফোটকাদির উপর স্থাপন করিলে তদ্দজ সুপ্ত হয় অর্থাৎ ঐ স্থলের ত্বক্ স্পর্শজ্ঞান রহিত হয়। বধিরতায় নারায়ণ তৈলের (অশ্বগন্ধা যাহার অন্যতম উপাদান) নস্ত এবং পক্ষাঘাত ধনুষ্টঙ্ক, বাত এবং কটীশূলে ইহার অভ্যঙ্গ ও আমরক্তাতিসার বিশেষে ইহার অনুবাসনবস্তি (Enema) প্রয়োগ করা হয়। এই নারায়ণ তৈল ১৫—৬০ ফোঁটা মাত্রায় ক্ষয়, শিশুরকার্শ্য, জরাজন্ত দৌর্ব্বল্য, কুষ্ঠ, বাতব্যাধি এবং বাতরোগে সেব্য (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া, আর, এন্. কোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫২ পৃঃ)।

"বম্বেফ্লোরা" নামক পুস্তক রচয়িতা বলেন অশ্বগন্ধাবীজের দুধ জমাট বাঁধাইবার শক্তি আছে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বস্তুতঃই অশ্বগন্ধা বীজে উক্ত শক্তি বিদ্যমান্ রহিয়াছে (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ড, ৫৬৭ পৃঃ)।

अश्वत्थ—अश्वत्थः।

अश्वत्थः, पिप्पलः, बोधिद्रुमः। Ficus religiosa.

अन्वर्थसंज्ञाः—"चलपत्रः," "गजभक्ष्यः," "सेव्यः," "बोधिद्रुमः," "अच्युतावासः," "धर्म्मवृक्षः"।

पिप्पलः सुमधुरस्तु कषायः शीतलश्च कफपित्तविनाशी। रक्तदाहशमनः स हि सद्यो योनिदोषहरणश्च किल पक्वः। अन्यच्च—अश्वत्थवृक्षस्य फलानि पक्वान्यतीव हृद्यानि च शीतलानि। कुर्व्वन्ति पित्तास्रविषार्त्तिदाहम् विच्छर्दिशोषारुचिदोषनाशम्। अश्वत्थिका तु मधुरा कषाया चास्र-पित्तजित्। विषदाहप्रशमनी गुर्व्विणीनां हितकारिणी। राजनिघण्टुः।

पिप्पलो दुर्जरः शीतः पित्तश्लेष्मव्रणास्रजित्। गुरुस्तुवरको रुक्षो वर्ण्यो योनिविशोधनः। भावप्रकाशः।

वातरक्ते अश्वत्थत्वक्—"बोधिद्रुमकषायन्तु पिबेत्तं मधुना सह वातरक्तं जयत्याशु त्रिदोषमपि दारुणम्। (चिः २८ अः)। (२) व्रणाच्छादनार्थम् अश्वत्थपत्रम्—"* * * पिप्पलस्य च। व्रण-प्रच्छादने विद्यात् (चिः ११ अः)। (३) व्रणे अश्वत्थत्वक्—"कक्षभीरुभ्य-राश्वत्थ—। त्वचमाश्वेव मज्जन्ति त्वक्चूर्णैश्चूर्णिता व्रणाः"॥ (चिः ११ अः)। चरकः।

नीलमेहे अश्वत्थत्वक्—"नीलमेहिनमश्वत्थकषायं वा पाययेत्" (चिः ११ अः)। (२) वाजीकरणार्थम् अश्वत्थफलमूलत्वक्शुङ्गाः—"अश्वत्थ फलमूलत्वक्शुङ्गसिद्धं पयो नरः। पीत्वा सशर्कराक्षौद्रं कुलिङ्ग इव हृष्यति" (चिः २६ अः)। सुश्रुतः।

वमने अश्वत्थवल्कलम्—"अश्वत्थवल्कलं शुष्कं दग्ध्वा निर्व्वापितं जले। तत्तोयपानमात्रेण छर्द्दिर्जयति दुस्तराम्"॥ (२) श्वासदमनार्थं

अश्वत्थवल्कलम्—"अश्वत्थस्य विशुष्कवल्कलजं चूर्णं तथा गुण्ठनात्" (व्रणशोथ-चिः)। (३) कर्णशूले अश्वत्थपत्रम्—"अश्वत्थपत्रखल्लंवा विधाय बहुपत्रकम्। तैलाक्तं मङ्गारपूर्णं विदध्याच्छ्रवणोपरि। यत्तैलं च्यवते तस्मात् खल्लादङ्गारतापितात्। तत्प्राप्तं श्रवणस्रोतः सद्यो गृह्णाति वेदनाम्"। (कर्णरोग-चिः)। (४) शिशोर्मुखपाके अश्वत्थत्वग्दलम्—"अश्वत्थत्वग्दल क्षौद्रै र्मुखपाके प्रलेपनम्। (बालरोग-चिः)। चक्रदत्तः।

অশ্বত্থের অন্বর্থসংজ্ঞা—"চলপত্র," "গজভক্ষা," "ক্ষীরদ্রুম," "সেব্য," "ধর্ম্মবৃক্ষ"।

অশ্বত্থের ভাষানাম—বৈদ্যকে অশ্বত্থ, পিপ্পল ও বোধিদ্রুম নামে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাঃ—আশুদ্ গাছ। হিঃ—পীপলবৃক্ষ। মঃ—পীপলো। কঃ—অরলী। তৈঃ—রাইচেট্টু, কুলুজুব্বিচেট্টু। ফাঃ—দরখ্ত লরজাং।

বর্ণন—অশ্বত্থ শ্রেষ্ঠতম ছায়াতরু। প্রায়ই পুরাণ ইমারতের উপর অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। পক্ষিগণ পক্ব অশ্বত্থ ফল ভক্ষণ করিয়া বিষ্ঠাত্যাগ করে, বিষ্ঠায় যে অবিকৃত অঙ্কুর-জননোপযোগী বীজ থাকে তাহাই অঙ্কুরিত হয়। চৈত্রে অশ্বত্থ বৃক্ষ পত্রশূন্য হয় এবং নিদাঘের প্রথমেই নবীনপত্রে সুশোভিত হইয়া থাকে। পত্রাগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া বর্দ্ধিত হয়। পত্রবৃন্ত দীর্ঘ ও ক্ষীণ সুতরাং পত্র লম্বিত থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, পত্রমুকুল, ত্বক্ ও ফল।

মাত্রা—ক্বাথ, আধপোয়া।

বৈদ্যকে অশ্বত্থের ব্যবহার।

চরক—বাতরক্তে অশ্বত্থত্বক্—অশ্বত্থছালের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দারুণ বাতরক্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ২৯ অঃ)। (২) ব্রণাচ্ছাদনে অশ্বত্থপত্র—অশ্বত্থপত্রে ব্রণপ্রচ্ছাদন করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (৩) ব্রণে অশ্বত্থত্বক্—অশ্বত্থছালের গুঁড়াদ্বারা ক্ষত পূরণ করিলে, শীঘ্র পুরিয়া উঠে (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত—নীলমেহে অশ্বত্থত্বক্—যাহার নীলমেহ হইয়াছে তাহাকে অশ্বত্থত্বকের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) বাজীকরণার্থ অশ্বত্থফলাদি—অশ্বত্থের ফল,

মূলের ছাল এবং শুঙ্গের (পত্র মুকুলের) কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

চক্রদত্ত—বমনে অশ্বত্থত্বক্—অশ্বত্থবৃক্ষের শুষ্কত্বক্ দগ্ধ করিয়া সেই অঙ্গার জলে নির্ব্বাপিত করিবে। এই জল পান করিলে বমন নিবৃত্তি পাইতে পারে (ছর্দ্দি চিঃ)। (২) পোড়াঘায়ে অশ্বত্থত্বক্—অশ্বত্থের ছাল গুঁড়া করিয়া পোড়া ঘায়ের উপর ছড়াইয়া দিলে, ঘা ভাল হয় (ব্রণশোথ চিঃ)। (৩) কর্ণশূলে অশ্বত্থপত্র—অশ্বত্থপত্র দ্বারা প্রস্তুত ঠোঙ্গা তৈলাক্ত করিয়া তপ্ত অঙ্গারে পূর্ণ করিলে যে তৈল ঠোঙ্গা হইতে চুয়াইয়া পড়িবে সেই তৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কানকট্‌কটানি ভাল হয় (কর্ণরোগ চিঃ)। (৪) শিশুর মুখপাকে অশ্বত্থত্বক্ ও পত্র—শিশুর মুখপাকে অশ্বত্থের ত্বক্ ও পত্র মধুর সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া, প্রলেপ দিবে।

বক্তব্য—অশ্বত্থত্বক্ "পঞ্চবল্কলের" অন্যতম। পঞ্চবল্কলের গুণ—"রসে কষায়ং শীতঞ্চ বর্ণ্যং দাহতৃষাপহম্। যোনিদোষং কফং শোফং হন্তীদং পঞ্চবল্কলম্" (ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু) "ত্বক্‌পঞ্চকং হিমং গ্রাহি ব্রণশোথবিসর্পজিৎ" (ভাবপ্রকাশ)। পঞ্চবল্কলের কাথ যোনিরোগে এবং উহার প্রলেপ বিসর্প রোগে বহুশঃ প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। চরক অশ্বত্থকে "মূত্রসংগ্রহণ" বর্গে পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং অশ্বত্থত্বক্ সোমরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সন্নিপাতজ্বরে অশ্বত্থ পত্রের রস ঔষধ বিশেষের অনুপানরূপে সেবন করান হয়। সুশ্রুত ন্যগ্রোধাদিগণে অশ্বত্থ পাঠ করিয়াছেন। (সূঃ ৩৮ অঃ)। চারক সিদ্ধিস্থানে, অতিসারে দেয় যবাগূ পাকার্থ দ্রব্যান্তরের সহিত অশ্বত্থশুঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে—"মন্দ্রাশ্বত্থশুঙ্গৈশ্চ যবাগূঃ তাজ্জলে শৃতা"। অবিকসিত পত্রমুকুলকে শুঙ্গ বলে ("শুঙ্গ ইত্যবিকসিতপত্রমুকুলম্"—চক্রসংগ্রহটীকায়াং শিবদাসঃ)।

Constituents.—The bark contains tannin, caoutchouc and wax.

Actions and uses.—with honey it is locally applied to aphthæ and sore mouth. The powder is given internally in asthma. The medicated oil is used as an astringent injection in leucorrhœa, into the rectum in dysentery, as a wash for unhealthy ulcers and as a gargle in salivation. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 559).

নব্যমত—শিশুর ওষ্ঠ, জিহ্বা, তালু কিম্বা মুখাভ্যন্তরে দধি বিন্দুর মত শুভ্র ক্ষত হইলে বা সাধারণ মুখক্ষতে মধুসহ অশ্বত্থত্বক্‌চূর্ণের প্রলেপ দিবে। অশ্বত্থত্বক্‌চূর্ণ মধুসহ শ্বাসরোগে সেব্য। অশ্বত্থত্বক্ সাধিত তৈল প্রদরে ও আমরক্তাতিসারে অনুবাসন বস্তিরূপে, উহার কাথ, বিকৃতক্ষতের ধাবনার্থ এবং লালাস্রাবে কবলার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মেটিরিয়া মেডিকা অব্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৫৫৯ পৃঃ)।

असन—असनः।

असनः, वीजकः। Termenalia tomentosa, Pentaptera tomentosa.

वीजकः सकषायश्च कफपित्तास्रनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

असनः कटुरुष्णश्च तिक्तो वातार्त्तिदोषनुत्। सारको गलदोषघ्नो रक्तमण्डलनाशनः। राजनिघण्टुः।

वीजकः कुष्ठविसर्पश्वित्रमेहगुदक्रिमीन्। हन्ति श्लेष्मास्रपित्तञ्च त्वच्यः केश्यो रसायनः॥ भावप्रकाशः।

असनस्यतु पुष्पाणि विपाके मधुराणि च। तिक्तानि पाचनीयानि वातलानि भवन्ति हि। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

रक्तपित्ते असनक्षारः—"तथा मधूकस्य तथासनस्य क्षाराः प्रयोज्या विधिनैव तेन" (चिः ५ अः)। चरकः।

कुष्ठे असनः—"यथा सर्व्वाणि कुष्ठानि हतः खदिरवीजकौ" (चिः ६ अः)। (२) चक्षुःकामित्वे असनसारः—"चक्षुःकामः प्राण—कामो वा वीजकसाराग्निमन्थमूलं निःक्वाथ्य माषप्रस्थं साधयेत्। तस्मिन् सिध्यति चित्रकमूलाना मक्षमात्रं कल्कं दद्यात्। आमलकरसचतुर्थभागम्। ततः स्विन्न मवतार्थ्य शीतीभूतं मधुसर्पिर्भ्यां संसृज्योपयुञ्जीत यथाबलम्। लवणं परिहरेत्। जीर्णे मुद्गामलकयूषेणालवणेन घृतवन्त मोदनमश्नीयात् (चिः २७ अः)। सुश्रुतः।

उपदंशे असनः—"क्वाथं पिबेद्वा खदिरासनाभ्यां। सगुग्गुलुं वा त्रिफलायुतं वा सर्व्वोपदंशापहरः प्रयोगः" (उपदंशाधिकारे)। (२) पक्षाघाते असनपुष्पम्—"असनस्यतु पुष्पाणि क्षयचूर्णानि कारयेत्। गुटिकां

কার্ষৈর্বিপক্কাং চ ভজস্ব বারিণা। এতাং যবাসনীং দদ্যাচ্ছোষেষু মতিমান্ ভিষক্॥ বঙ্গসেন:।

অসনের ভাষানাম—বৈদ্যকে অসন ও বীজক শব্দে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—পিয়াশাল। হিঃ—অস্‌না, সজ্‌। উঃ—সহাজু, কলাসহাজু। আঃ—অমরী। মঃ—বিবঠ্‌ঠা, বিবঠ্‌ঠ্যাচা গোঁদ। গুঃ—বীয়াং, হীরাদখণ, বীয়ানোগুঁদ। কঃ—কোপিয়হোণে। তৈঃ—মর্দ্দি। কাঃ—করম্‌কশ্‌।

বর্ণন—অসন বৃহৎ আরণ্য বৃক্ষ। ইহার ত্বক বিদীর্ণ হইয়া থাকে। পাতা বৃন্তসন্নিকটে চৌড়া, অগ্রভাগে সরু, পত্রপৃষ্ঠে লোম আছে। পাতার মাঝের শিরায় বোঁটার কাছে অর্ব্বুদের মত গ্রন্থি আছে। পুষ্প ক্ষুদ্র, বর্ণ—হরিদাভশ্বেত। পুষ্পকাল—বসন্ত। ফল শীতকালে পাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পুষ্প, ত্বক্‌, সারকাষ্ঠ।

বৈদ্যকে অসনের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে অসনক্ষার—অসনবৃক্ষের ত্বক্ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ঘৃত ও মধুযোগে রক্তপিত্তে সেবন করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। মাত্রা—২—৪ আনা।

সুশ্রুত—কুষ্ঠে অসন—অসন, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ নাশ করিতে পারে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **চক্ষুঃকামিত্বে** অসনসার—অসনের সারবান্ কাষ্ঠ ৮ তোলা, গনিয়ারী মূলের ছাল ৮ তোলা উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া আট সের জলের সহিত কাথ প্রস্তুত করিবে—চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া উহাতে দুই সের পরিপুষ্ট মাষকলায় সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইবার কালে উহাতে চিতার মূলচূর্ণ ২ তোলা এবং আধসের কাঁচা আমলকীর রস প্রদান করিবে। মাষকলায় বেশ সিদ্ধ হইলে, নামাইয়া শীতল হইলে মধু ও ঘৃতসহ, বলানুসারে ভোজন করিতে দিবে। লবণ পরিত্যাগ করিবে। মাষকলায় জীর্ণ হইলে, মুগ ও আমলকীর যূষ প্রস্তুত করিয়া, এই যূষের সহিত ঘৃত মিশ্রিত অন্ন বিনালবণে ভোজন করিতে দিবে (চিঃ ২৭ অঃ)

বঙ্গসেন—উপদংশে অসনসার—খদির কাষ্ঠ ও অসনসারের কাথ, শোধিত গুগ্‌গুলু কিম্বা ত্রিফলাচূর্ণসহ সেবন করিবে। ইহা উপদংশে হিতকর (উপদংশাধিকারে)। (২) **পশ্চাত্তকে নীৰ বালরোগে** অসনপুষ্প—অসনপুষ্পের অতি সূক্ষ্মচূর্ণ প্রস্তুত

করিয়া তক্রবারি (আমানি) দ্বারা বটী প্রস্তুত করিয়া, পশ্চাত্তকরোগগ্রস্ত বালককে সেবন করাইবে।

বক্তব্য—চরক উদর্দপ্রশমনবর্গে এবং সুশ্রুত সালসারাদিবর্গে, অসন পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত রক্তপিত্ত চিকিৎসায় অসন পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন—"শিরীষ-রোধ্রাসনশাল্মলীনাম্। পুষ্পানি শিগ্রোশ্চবিচূর্ণ্য লেহো। মধ্বন্বিতঃ শোণিতপিত্তরোগে" (উঃ ৪৫ অঃ)।

Constituents.—The ash of the bark contains much potash and tannin.

Actions and uses.—Astringent, used in diarrhœa, dyspepsia and leucorrhœa, like the bark of J. Catappa. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 263.)

নব্যমত—অসনত্বক্, কষায়। ইহা অতিসার, গ্রহণী এবং প্রদরে ব্যবহৃত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ২৬৩ পৃঃ)।

অস্থিসংহার—अस्थिसंहारः।

अस्थिसंहारः, अस्थिशृङ्खला, वज्रवल्ली। Vitis quadrangularis.

अस्थिसंहारकः प्रोक्तो वातश्लेष्महरोऽस्थियुक्। उष्णः सरः क्रिमिघ्नश्च दुर्नामघ्नोऽक्षिरोगजित्। रूक्षः स्वादु लघु वृष्यः पाचनः पित्तलः स्मृतः। भावप्रकाशः।

वज्रवल्ली सरा रुच्या क्रिमिदुर्नामनाशिनी। दीपन्युष्णा विपाकेऽम्ला स्वाद्वी हृद्या बलप्रदा। अर्शसान्तु विशेषेण हिता चैवाग्निदीपनी। चतुर्धारा वाक्कवल्ली भूतोपद्रवसूदना। अस्थ्याध्मानवातांश्च तिमिरं वातरक्तकम्। अपस्मारं वातरोगं नाशयेदिति कीर्त्तितम्। बृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

भग्नरोगे अस्थिसंहारः—"सहतेनास्थिसंहारं * *। अस्थि-च्युतेऽस्थिभग्ने च पिबेत् क्षीरेण मानवः। (भग्न—चिः)। चक्रदत्तः।

"বায়ুপ্রশমনে অস্থিসংহারমজ্জা—"কাণ্ডমস্থিসংহৃতমস্থিশৃঙ্খলায়া মাষার্দ্ধং বিদলমত্র চূর্ণং তদর্দ্ধম্। সম্পিষ্ট তদনু ততস্তিলস্য তৈলেনমন্দং বটকমতীব বাতহারি"। ভাবপ্রকাশঃ।

অস্থিসংহারের ভাষানাম—বাঃ—হাড়ভাঙ্গা বা হাড়যোড়া। হিঃ—হড়সংহারী হড়জোড়, হড়সঙ্করী। গুঃ—হাড়সাঙ্কলা, বেধারী, ত্রধারী, চোধারী। মঃ—কাণ্ডবেল, ত্রিধারী, চৌধারী। তৈঃ—নালেহ। কোঃ—হাড় জোড়া।

বর্ণন—অস্থিসংহার বৃক্ষাশ্রয়ী বা ভূলুষ্ঠিত থাকে। কাণ্ড শৃঙ্খল বা মালাকৃতি, চারশিরা, কচিৎ ত্রিশিরা। ডাঁটার একটী গ্রন্থি যদি কাটিয়া মাটীতে ফেলিয়া রাখা যায়, তবে ইহা হইতেই সুদীর্ঘ লতা জন্মিতে পারে; এজন্ত ইহার একটী নাম "কাণ্ডবল্লী।" ফুল শাদা ও ছোট, ফল মটরের মত। "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্" পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠায় অস্থিসংহারের প্রতিকৃতি আছে।

বৈদ্যকে অস্থিসংহারের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—ভগ্নরোগে অস্থিসংহার—সন্ধিযুক্ত অস্থিভগ্নে, অস্থিসংহারের কাণ্ড পেষণ পূর্ব্বক গব্যঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পান করিবে (ভগ্ন চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—বায়ুপ্রশমনার্থ অস্থিসংহারমজ্জা—হাড়যোড়ার ডাঁটার ছাল ছাড়াইয়া লইবে, এই ডাঁটা যত তার অর্দ্ধেক খোসা ছাড়ান যে কোন কলায় (বাতহর বলিয়া মাষকলায়ই ভাল) লইয়া একত্রে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া বর্ত্তুলাকার বটক প্রস্তুত করিবে। এই বটক তিল তৈলে ভাজিয়া খাইবে। ইহা অতীব বায়ুনাশক।

বক্তব্য—চরক, রাজনিঘণ্ট ও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে অস্থিসংহারের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সুশ্রুতোক্ত ভগ্নরোগ চিকিৎসায় অস্থিসংহারের নাম নাই। চক্রবৎ বৃন্দ ও ভগ্নাধিকারে অস্থিসংহার ব্যবহার করিয়াছেন। রাজবল্লভে লিখিত আছে—"অস্থিভগ্নেঽস্থিসংহারো হিতো বল্যোঽনিলাপহঃ"।

Actions and uses.—Alterative and stimulant, given in dyspepsia, loss of appetite and scurvy; also in irregular menstruation. The juice is given mixed with gopi chandan, ghee and sugar. Paste of the fresh stem is astringent and locally applied to dislocations, sores and fractured limbs; juice of the stem is dropped into the ear in otorrhœa and

into the nose to check epistaxis. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 136)

নব্যমত—অস্থিসংহার, রসায়ন, উষ্ণ। ইহা গ্রহণী—অগ্নিমান্দ্য এবং "স্কার্ভিরোগে" ব্যবহৃত হয়। অস্থিসংহারের রস, গোপী চন্দন, ঘৃত এবং চিনির সহিত, যে সকল স্ত্রীলোকের অনিয়মিত ঋতু হয় তাহাদিগকে সেবন করাইবে। আর্দ্র অস্থিসংহার পেষণ পূর্ব্বক অস্থিবিশ্লেষ, অস্থিভগ্ন কিম্বা ক্ষতে প্রলেপ দিবে। পূতিকর্ণে ইহার রসে কর্ণ-পূরণ করিবে।

আকারকরভ—आकारकरभः।

आकारकरभः। Anacyclus pyrethrum.

अक्षोलकरोष्णो वीर्य्येण बलकृत् कटुको मतः। प्रतिश्यायञ्च शोथञ्च वातञ्चैव विनाशयेत्। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

फिरङ्गरोगे आकारकरभः—"पारद टङ्कमानः स्यात् खदिर टङ्क—सम्मितः। आकारकरभश्चापि चास्य टङ्कद्वयोम्मितः। टङ्कत्रयोम्मितं क्षौद्रं खल्वे सर्व्वं विनिक्षिपेत्। संमर्द्य तस्य सर्व्वस्य कुर्य्यात् समवटी भिषक्। स रोगी भक्षयेत् प्रातरेकैका मम्बुना वटीम्। वर्ज्जयेदम्ललवणं फिरङ्ग स्तस्य नश्यति"। भावप्रकाशः।

আকারকরভের ভাষানাম—বাঃ, হিঃ—আকরকরা। তৈঃ—অকলকরা। তুঃ—অকীরকরম। ইং—স্প্যানিশ্ পেলিটরী।

বর্ণন—আকরকরা (মূল) লম্বা, সঙ্কোচিত, দুই প্রান্ত ক্রমে সরু। উপরের রঙ্ কটা, ভাঙ্গিলে ভিতরে শাদা। চর্ব্বণ করিলে প্রথমে সামান্য মিষ্ট বোধ হয়, পরে ঝাল লাগে, মুখ জ্বালা করে, জিহ্বার অগ্রভাগ এবং ঠোঁট চিন্‌চিন্ করে। অনেকে "আকরকরাবচ" বলে; বস্তুতঃ আকরকরা ও বচ ভিন্ন বস্তু।

ঔষধার্থ ব্যবহার—শুষ্ক মূল।

বৈদ্যকে আকরকরার ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ—ফিরঙ্গরোগে আকরকরা—বিশুদ্ধ পারদ আধতোলা, খদিরচূর্ণ আধতোলা, আকরকরাচূর্ণ এক তোলা, মধু দেড়তোলা, একত্র খলে মর্দন পূর্ব্বক ৭টী বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতে জলসহ এক একটী বটী সেবন করিলে ফিরঙ্গরোগ (সিফিলিস্) বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনকালে অম্ল ও লবণ পরিত্যাগ করিবে (ফিরঙ্গ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, ধন্বন্তরীয় ও রাজনিঘণ্টু এবং রাজ-বল্লভে আকরকরার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

Constituents.—Pyrethrin—an acrid brown resin, Pyrethrine 5 p. c.—an alkaloid, 2 fixed oils, inulin 50 p. c. gum, salts a trace of tannin.

Physiological action.—Stimulant, rubefacient irritant and sialagogue ; locally rubefacient. When chewed it at first irritates or stimulates the nerves and vessels of the mouth, salivary and buccal glands and then deadens and blunts their sensibility. In small doses it is stimulant and cordial. As a masticatory sialagogue it produces pricking sensation in the tongue with heat pungency and copious flow of saliva, constriction in the fauces and increased buccal mucus. In large doses it is an irritant mucous membrane of the intestines, causing bloody stools, tetanoid spasms and profound stupor. The pulse becomes accelerated.

Therapeutics.—The infusion is given with lesser galangal and ginger in low states of the system with drowsiness and lethargy. The tincture is given in neuralgic headache, toothache due to caries, in paralysis of the tongue and in neuralgia of the face. As a local anæsthetic gargle or lotion or a mouth-wash it is used in sore throat, relaxed uvula aphonia &c. As a sternutatory, the powder is inhaled in chronic catarrh of the frontal sinuses. The confection is given in impotence and in chronic seminal weakness. As a sialagogue it is an efficient remedy in chronic iodine poisoning where it secures a prompt and rapid elimination." (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 349.)

নব্যমত—আকরকরা, উষ্ণ, উত্তেজক, এবং প্রলেপে ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক। আকরকরা চর্ব্বণ করিলে জিহ্বা চিন্‌চিন্ করে, মুখ গরম ও অসাড় বোধ হয়, ঝাল লাগে এবং প্রচুর লালাস্রাব হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে অন্ত্রের শ্লেষ্মধরা কলায় (Mucous membrane) উত্তেজনাহেতু রক্তমিশ্রিত মল, বারবার মলত্যাগের উদ্বেগ, সংজ্ঞাহীনতা এবং নাড়ী বেগবতী হইয়া থাকে। অল্প মাত্রায় উষ্ণ ও জড়তানাশক।

আদার সহিত আকরকরার ক্বাথ, তন্দ্রা এবং জড়তা বিনাশার্থ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। আকরকরার টীংচার শিরোরোগবিশেষে (Neuralgic headache) এবং ক্রিমি ভক্ষিত দন্তের শূলপ্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু উহা জিহ্বাস্তম্ভ এবং মুখমণ্ডলস্থ নার্ভের বেদনায় হিতকর। আকরকরার টীংচার দ্বারা প্রস্তুত লোশন্ কিম্বা আকরকরার শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া গলক্ষত এবং আল্জিব্ বাড়িলে, কিম্বা মূক, মিন্মিন, গদ্গদ ও স্বরভঙ্গাদি রোগে কবল বা মুখধাবনার্থ ব্যবহার করাইবে। ক্ষবথূৎপাদক (হাঁচিকারক) বলিয়া, প্রতিশ্যায় ও পীনসরোগে আকরকরা চূর্ণের নস্য গ্রহণ করিবে। আকরকরা, খণ্ড মোদকাদিরূপে, ধ্বজভঙ্গ ও পুরাণ শুক্রক্ষয়জ দৌর্ব্বল্যে সেব্য। লালাস্রাবকারী বলিয়া, আকরকরা, আইডিন্জাত পুরাণ বিষরোগের ফলপ্রদ ঔষধ। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৪৯ পৃঃ)।

আত্মগুপ্তা—आत्मगुप्ता ।

आत्मगुप्ता, स्वयंगुप्ता, शूकशिम्बी, वानरी, कपिकच्छुः । Mucuna pruciens, Catpopogan pruiens, Eng : Cowhage plant.

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"प्रावृषेण्या" परिचयज्ञापिका संज्ञा—"कपिरोमफला," "शूकवती"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"सद्यःशोथा," "वृष्या"।

कपिकच्छू रसे स्वादु स्तिक्ता शीतानिलापहा। वृष्या पित्तास्रहन्त्री च दुष्टव्रणविनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च।

कपिकच्छुर्भृशं वृष्या मधुरा बृंहणी गुरुः। तिक्ता वातहरी बल्या कफ-पित्तास्रनाशिनी। तद्बीजं वातशमनं स्मृतं वाजीकरं परम्। भावप्रकाशः।

वाजीकरणार्थे कपिकच्छुफलम्—"स्वयंगुप्ताफलैर्युक्तं माषसूपं पिबेन्नरः" (चि: २६ अः)। सुश्रुतः।

रक्तपित्ते शूकशिम्बीधान्यं शाकञ्च—"शूकशिम्बीभवं धान्यं रक्ते शाकञ्च शस्यते" (चिः २ अः)। वाग्भटः।

वातव्याधौ शूकशिम्बीमूलस्वरसः—"तथात्मगुप्तास्वरसं पिबेद्वा * * * मासादसौ वज्रसमानबाहुः" (वातव्याधि-चिः)। चक्रदत्तः।

योनिसङ्कीर्णीकरणे कपिकच्छुमूलम्—"कपिकच्छुभवं मूलं क्वाथयेद्विधिना भिषक्। योनिः सङ्कीर्णतां याति क्वाथेनानेन धावयेत् (मः खः ४ भाः)। भावप्रकाशः

আত্মগুপ্তার উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"প্রাবৃষেণ্যা"।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"কপিরোমফলা", "শূকবতী"।

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"সদ্যঃশোথা", "বৃষ্যা"।

আত্মগুপ্তার ভাষানাম—বৈদ্যকে "স্বয়ংগুপ্তা", "কপিকচ্ছু","শূকশিম্বী","বানরী" নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—আলকুশী, দয়ালের শুঁড়া কোঃ—বানরবিচা। হিঃ—কৌছ, কিবাচ। মঃ—কুহিলিচেবীজ। গুঃ—কউচো, ভেরবনী শীগনাবী। কঃ—নসুগুরী। তৈঃ—পিল্লিঅডুগু। তাঃ—পুনাইক, কালি। বম্—কুহিল। ইং—কাউহেজ্ প্লান্ট্।

বর্ণন—শূকশিম্বী লতা ফলপাকান্ত। কিছু আশ্রয় পূর্ব্বক প্রতান বিস্তার করে। স্থূল শাখার গাত্রে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতা ও লোম এবং সরু ও কোমল শাখায় কেবল লোম থাকে। আলকুশীর লতা ত্রিপত্র। মধ্যের পত্র অণ্ডাকার, পার্শ্বের পাতা দুটী বৃন্তের দিকে বেশী বিস্তৃত। পত্রোদরে অতি সূক্ষ্ম ছোট ছোট এবং পত্রপৃষ্ঠে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও ঘনসন্নিবিষ্ট রৌপ্যবর্ণের রোম দৃষ্ট হয়। শুঁটীর আকার ইতালীয় অক্ষর *f* এর মত। শিম্বির রোম বড় বড় ও তাম্রবর্ণ। ইহা যে "সদ্যঃশোথা," গায়ে লাগিলে একথা বেশ বুঝা যায়। প্রতি শিম্বির ভিতর ৪—৬টী বীজ থাকে। বীজ শিমের বীজের মত। ফুল বড় হয়—রঙ্ ঘোরাল বেগুণে। বর্ষায় বীজ অঙ্কুরিত হইয়া লতা বর্দ্ধিত হয়—শরৎকালে ফুলে শিম্বিতে শোভিত হয় এবং শীতে শিম্বি পুষ্ট হয়। বীজের বিশেষ কোন স্বাদ নাই। সংস্কৃতে যাহাকে "কাকাণ্ড" বা "কাকাণ্ডোল" বলে তাহার লতাও আলকুশীর মত। কাকাণ্ডের শুঁটীও আলকুশীর তুল্য, কেবল ইহাতে আলকুশীর শুঁটীর মত রোম নাই; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে শুঁটীর গায়ে অতি স্পষ্ট লম্বা লম্বা আলির মত উচ্চতা আছে; এজন্য শুঁটীর গাত্র বড়ই উচ্চনীচ হইয়া থাকে। ছাপরা অঞ্চলের লোকে শিমের মত ইহার আবাদ করে এবং শিমের মত ইহাও তরকারীতে খাইয়া থাকে। চরকের

সূঃ ২৭ অধ্যায়ের টীকায় শিবদাস লিখিয়াছেন "শূকশিম্বসদৃশশিম্বঃ কাকাণ্ডঃ শূকরশিম্বীতিলোকে"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, বীজ।

মাত্রা—মূলস্বরস—১ তোলা।

বৈদ্যকে আত্মগুপ্তার ব্যবহার।

সুশ্রুত—বলাধান ও বাজীকরণার্থ আলকুশী বীজ—আলকুশী বীজ ভাঙিয়া মাষকলায়ের সহিত যূষ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বললাভ ও বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

বাগ্‌ভট—রক্তপিত্তে আলকুশী বীজ ও শাক—আলকুশীর বীজ ভাঙিয়া দালের মত পাক করিয়া কিম্বা আলকুশীর শাক রুচিমত পাক করিয়া রক্তপিত্তীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২ অঃ)।

চক্রদত্ত—বাতব্যাধিতে আলকুশীমূল—আলকুশীর মূলের রস প্রত্যহ পান করিলে, এক মাসের মধ্যে অববাহুক নাম বাতব্যাধি নিবৃত্তি পাইয়া রোগীর বাহু বজ্রসমান দৃঢ় হয় (বাতব্যাধি চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—যোনিসঙ্কীর্ণকরণার্থ আলকুশী মূল—আলকুশী মূলের কাথে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া যোনিতে ঐ বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিলে যোনি সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

বক্তব্য—চরকোক্ত বল্যবর্গে (সূঃ ৪ অঃ) ঋষভী পাঠ করা হইয়াছে। চক্রপাণি অর্থ করেন "ঋষভী শূকশিম্বা"। চরকের চিকিৎসিত স্থানের ২য় অধ্যায়োক্ত বাজীকরণ যোগে আলকুশী বীজের ভূরিপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। চরকোক্ত রক্তপিত্ত চিকিৎসায় আত্মগুপ্তার উল্লেখ নাই, অমৃতাদ্য তৈলে কপিকচ্ছুর উল্লেখ আছে। সুশ্রুতোক্ত রক্তপিত্ত ও বাতব্যাধির চিকিৎসায় আত্মগুপ্তার নামোল্লেখ দেখা যায় না। আলকুশী বীজের তৈলের গুণ—"গুরুরূক্ষং স্নিগ্ধমধুরং কষায়কাত্মগুপ্তজম্" (ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু)। আত্মগুপ্তা এবং কাকাণ্ড বা কাকাণ্ডোলের বীজ খাদ্যৌষধ। চরক বলিয়াছেন ইহাদের গুণ মাষকলায়ের তুল্য—"কাকাণ্ডোলাত্মগুপ্তানাং মাষবৎ ফলমাদিশেৎ," (সূ ২৭ অঃ)। আলকুশীর সুপক্ব বীজ চূর্ণ করিয়া ময়দার মত হইলে, ঘৃতমধুশর্করাদুগ্ধযোগে মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া সেবন করা যায়। ইহা উত্তম বাজীকরণ খাদ্য।

Constituents.—Resin, tannin and fat and a trace of manganese.

Actions and uses.—The seeds are nervine tonic, emmenagogue

and aphrodisiac, used in leucorrhœa, menstrual derangements and paralysis. The confection is given in paralysis and seminal debility, The hairs of the pods are vermifuge and given in round worms. They work mechanically by injuring the worms and promoting their expulsion. When applied to the skin or to the mucous membrane, the hairs produce a painful irritation and eruption, and hence are very dangerous if left in the intestines. In such cases their administration should always be followed by a purge of calomel and jalap. Dose of hairs 1 to 3 grs. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 219).

নব্যমত—আলকুশীর বীজ নার্ভের বলকারক, আর্ত্তব রজঃ স্রাবকারী এবং বৃষ্য। প্রদর, ঋতু কৃচ্ছ্রতা, ঋতুবৈষম্য এবং বাতব্যাধিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। আলকুশী বীজের খণ্ড পায়সাদি প্রস্তুত করাইয়া বাতব্যাধি ও ক্ষীণশুক্র রোগগ্রস্তকে সেবন করাইবে। শিম্বির লোম চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে বৃত্তকৃমি নষ্ট ও নিঃসারিত হয়। শিম্বির লোম ত্বক্ বা শ্লেষ্মধরাকলা স্পৃষ্ট হইলে বিষম কণ্ডূ উৎপন্ন করে। সুতরাং যদি ভক্ষিত লোম অন্ত্রে থাকিয়া যায় তাহা হইলে বিষম প্রমাদ ঘটে। এই অনর্থোৎপত্তি নিরাকরণার্থ উহা সেবন করিবার পর—ক্যালোমেল কিম্বা জোলাপ দ্বারা বিরেচন করাইবে। শিম্বি লোমের মাত্রা—১—৩ গ্রেণ (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ২১৯ পৃঃ)।

আমলকী—आमलकी।

आमलकम्, धात्रीफलम्, Phyllanthus emobhica.

कषायं कटुतिक्ताम्लं स्वादु चामलकं हिमम्। रुच्यं त्रिदोषघ्नञ्च ज्वरघ्नञ्च रसायनम्। हन्ति वातं तदम्लत्वात् पित्तं माधुर्य्यशैत्यतः। कफं रूक्षकषायत्वात् फलं धात्र्यास्त्रिदोषजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

आमलकं कषायाम्लं मधुरं शिशिरं लघु। दाहपित्तवमीमेहशोफघ्नञ्च रसायनम्। अन्यच्च—कटुमधुरकषायं किञ्चिदम्लं कफघ्नम्। रुचिकर मतिशीतं हन्ति पित्तास्रतापम्। श्रमवमनविबन्धाऽऽध्मानविष्टम्भदोष।—प्रशमनममृताभं चामलक्याः फलं स्यात्। राजनिघण्टुः।

हरितकी समं धात्रीफलं किन्तु विशेषतः । रक्तपित्तप्रमेहघ्नं परं वृष्यं रसायनम् । हन्ति वातं तदम्लत्वात् पित्तं माधुर्य्यशैत्यतः । कफं रूक्ष-कषायत्वात् फलं धात्र्यास्त्रिदोषजित् । यस्य यस्य फलस्येह वीर्य्यं भवति यादृशम् । तस्य तस्यैव वीर्य्येण मज्जानमपि निर्द्दिशेत् । भावप्रकाशः ।

आदावन्ते च मध्ये च भोजनस्य प्रशस्यते । निरत्ययं दोषहरं फलेष्वाम-लकीफलम् । राजवल्लभः ।

विसर्पज्वरे आमलकम्—"रसमामलकानान्वा घृतमिश्रं प्रदापयेत् । स एव गुरुकोष्ठाय त्रिवृन्मूलयुतो हितः" (चिः ११ अः) । (२) हिक्कायां आमलकम्—"पिप्पलीमधुयुक्तौ वा रसौ धात्रीकपित्थयोः" (चिः २१ अः) । (३) श्वेतप्रदरे आमलकीवीजम्—"जलेनामलकाद्वीजकल्कं वा ससिता-मधु । मधुनाऽऽमलकाचूर्णं रसं वा लेहयेत् सिते (चिः ३० अः) । चरकः ।

अर्शःसु आमलकम्—"एष एव * * * आमलकगुडूचीषु तक्रकल्पः (चिः ६ अः) । (२) वातरक्ते आमलकम्—"सर्व्वेषु पुराणघृत-मामलकरसविपक्वं वा पानार्थे" (चिः ५ अः) । (३) प्रमेहे आमलकम्—महाधनो वा श्यामाकनीवारवृत्ति रामलक * * * फलाहारा मृगैः सह वसेत् (चिः ११ अः) । (४) मूत्रदोषरुजातुरे आमलकम्—"प्रपौण्ड्रामलकानान्तु रसं कुड़वसम्मितं पीत्वागदो भवेज्जन्तु मूत्रदोषरुजा-तुरः" (उः ५८ अः) । सुश्रुतः ।

कासे आमलकम्—"चूर्णमामलकानान्वा क्षीरपक्वं घृतान्वितम्" (चिः ३ अः) । (२) प्रमेहे आमलकम्—"रसमामलकस्य वा" (चिः १२ अः) । वाग्भटः ।

रक्तपित्ते आमलकम्—"नासाप्रवृत्तं रुधिरं घृतभृष्टं सुश्लक्ष्णपिष्ट-मामलकम् । सेतुरिव तोयवेगं रुणद्धि मूर्द्धनि प्रलेपेन" (रक्तपित्त-चिः) । (२) पित्तशूले आमलकम्—"धात्रीरसं * * * । पिबेत्सशर्करं

सद्यः··पित्तयुक्तनिसूदनम् (मूत्र-चिः)। (३) शीतपित्ते आमलकम्—
"* * * गुड़मामलकैः सह" (उदर्द चिः)। चक्रदत्तः।

मूत्रनिग्रहे आमलकी—"आमलक्याश्च कल्केन वस्तिभागं प्रलेपयेत्।
तेन प्रशाम्यति क्षिप्रं नियमान्मूत्रनिग्रहः"। (२) योनिदाहे आमलकम्—
"धात्रीरसं सितायुक्तं योनिदाहे पिबेत् सदा" (योनिरोग-चिः)।
भावप्रकाशः।

वातजायां छर्द्यां आमलकी—"आमलक्या रसेनाथ घृष्टं चन्दनकं
मधु। गुटिकामलमानेन लेह्यो हन्ति वमिं ध्रुवम्" (चिः ११ अः)।
(२) शिरःक्षते आमलकी—"तथामलक्याः फलमेव पिष्टा घृतेन कल्केन
प्रलेपनञ्च। निवार्य्यते मस्तकजं क्षतञ्च शिरोऽर्त्तिसङ्घान् विनिहन्ति चैतत्"।
(चिः ४२ अः)। हारीतः।

सरक्ते मूत्रकृच्छ्रे आमलकी—"धात्रीरसं चेक्षुरसं पिबेद्वा कृच्छ्रे सरक्ते
मधुना विमिश्रम्"। (मूत्रकृच्छ्राधिकारे)। (२) नवहृत्कोपे धात्रीफलम्—
"धात्रीफलनिर्य्यासः नवहृत्कोपं निहन्ति पूरणतः"। (नेत्र-चिः)।
(३) शिशो विङ्क्षिनामरोगे आमलकी—"आमलक्याः पलान्यष्टौ गोमूत्रे
सप्त भावयेत्। भावयित्वातपे पश्चाद्विङ्क्षिलिंसा प्रशाम्यति" (बालरोग-चिः)
वङ्गसेनः।

আমলকীর ভাষানাম—বৈদ্যকে ধাত্রী শব্দে বহুশঃপ্রযুক্ত। বাঃ—আমলা। হিঃ—
আঁম্রা, আমলা। মঃ—আবঠা। গুঃ—আঁবলা। কঃ—নেল্লি। তৈঃ—উসরকায়। উঃ—
অণ্ড। ফাঃ—আমলজঃ। আঃ—অম্‌লজ্।

বর্ণন—আমলকীর বৃক্ষ অতি বৃহৎ হয়। ইহা আরণ্য বৃক্ষ, কচিৎ উদ্যানে
রক্ষিত হয়। পাতা তেঁতুলের পাতার মত। ছোট ছোট পীতবর্ণ পুষ্প হয়—ফল
সকলেরই সুপরিচিত। কাশীর আমলকী বঙ্গদেশের আমলকী অপেক্ষা বৃহত্তর। পুষ্ট
আমলকী পাণ্ডুবর্ণ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল, ফল।

মাত্রা—স্বরস-২ তোলা। চূর্ণ—৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে আমলকীর ব্যবহার।

চরক—**বিসর্পজ্বরে** আমলকী—বিসর্পজ্বরে গব্যঘৃত মিশ্রিত আমলকীর রস পান করিবে। যদি রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তেউড়ীর গুঁড়া মিশ্রিত করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **হিক্কায়** আমলকী—আমলকী ও কয়েদ বেলের (কপিথ) রস পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ হিক্কা রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২১ অঃ)। (৩) **শ্বেতপ্রদরে** আমলকী বীজ ও আমলকী—শ্বেতপ্রদরে পক্ক আমলকীর বীজ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক চিনি ও মধুর সহিত কিম্বা আমলকীর চূর্ণ বা রস মধুর সহিত সেব্য (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত—**অর্শে** আমলকী—আমলকী উত্তমরূপ পেষণ করিয়া কোন মৃৎপাত্রের অভ্যন্তরে লেপন করিবে। এই পাত্রে ঘোল রাখিয়া দিবে। অর্শোরোগীকে এই ঘোল পান করিতে দিবে। ইহা অর্শোরোগে হিতকর (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **বাতরক্তে** আমলকী—পুরাণঘৃত আমলকীর রসের সহিত পাক করিয়া বাতরক্তে পানার্থ প্রয়োগ করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) **প্রমেহরোগীর আহারার্থ** আমলকী—প্রমেহী শ্যামাকনীবার-ভোজী হইয়া আমলকী প্রভৃতি ফল আহার করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) **প্রস্রাবের যন্ত্রণায়** আমলকী—মূত্রদোষরুজাতুর অধিক মাত্রায় আমলকীর রস পান করিবে (উঃ ৫৮ অঃ)।

বাগ্‌ভট—**কাসে** আমলকী—কাসরোগী আমলকীচূর্ণ সহ দুগ্ধপাক করিয়া, ঘৃতসহ পান করিবে চিঃ ৩ অঃ)। আমলকীচূর্ণ ২ তোলা, দুগ্ধ আধ পোয়া, জল দেড় পোয়া জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে আধ তোলা গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেব্য। (২) **প্রমেহে** আমলকী—প্রমেহী, মধুসহ আমলকীর রস পান করিবে (চিঃ ১২ অঃ)।

চক্রদত্ত—**রক্তপিত্তে** আমলকী—নাসিকা হইতে রক্তস্রুতি রোধ করিবার জন্য ঘৃত ভর্জ্জিত শুষ্ক আমলকী কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিবে। (রক্তপিত্ত চিঃ)। (২) **পিত্তশূলে** আমলকী—পিত্তশূলী চিনির সহিত আমলকীর রস পান করিবে (শূল চিঃ)। (৩) **শীতপিত্তে** আমলকী—শীতপিত্ত রোগী পুরাণ ইক্ষু গুড়ের সহিত আমলকী চূর্ণ সেবন করিবে। (উদর্দ্দকোঠাদি চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—**মূত্ররোধে** আমলকী—মূত্ররোধে আমলকী পেষণ পূর্ব্বক নাভির নিম্নদেশ প্রলিপ্ত করিবে। (২) **যোনিদাহে** আমলকী—যোনিদাহে আমলকীর রস চিনিসহ পেয় (যোনি রোগ-চিঃ)।

হারীত—**বাতজবমনে** আমলকী—আমলকীর রসে শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করিয়া পান করিবে। আমলকীর তুল্য ইহার এক একটী গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া মধুসহ সেবন করাইলে

বাতজন্ত বমন নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) শিরঃক্ষতে আমলকী—আমলকী, চিনি ও ঘৃতের সহিত পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে লেপন করিলে শিরঃক্ষত বিনষ্ট হয়। ইহা শিরঃপীড়ায়ও ব্যবহার করা যায় (চিঃ ৪২ অঃ)। মাথায় খুস্কি নিবারণের জন্য কিম্বা কেশ-মজ্জতেও ইহা প্রযোজ্য।

বঙ্গসেন—সরক্তমূত্রকৃচ্ছ্রে আমলকী—অতি যন্ত্রনার সহিত রক্তসহ মূত্র নির্গম হইলে ইক্ষুরস ও কাঁচা আমলকীর রস সমভাগে মধুসহ পান করিবে (মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার)। (২) নবলোচনকোপে আমলকী—"চোক উঠিলে" স্বপক আমলকীর রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিবে—চোকউঠার প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা ও লৌহিত্য নিবৃত্তি পায় (নেত্র চিঃ)। (৩) বিচ্ছি নাম শিশুরোগে আমলকী—আমলকী চূর্ণ গোমূত্রে সাত বার ভাবনা দিয়া শিশুর বিচ্ছিযুক্ত অঙ্গে প্রলেপ দিবে। (বালরোগাধিকার)।

বক্তব্য—আমলকীর মোরব্বা উত্তম খাদ্যোষধ। কিন্তু সচরাচর আমলকীর মোরব্বাকে অতি মধুরাস্বাদ করিবার জন্য উচিতাধিক মিষ্ট দেওয়া হইয়া থাকে।

Constituents.—Gallic acid, tannic acid, gum, sugar, albumen, cellalose and mineral matter.

Action and uses.—The fresh fruit is refrigerant, diuretic and laxative, and is used in chronic constipation. The dried fruit is cooling stomachic and astringent. a powder of the fruit nilotphar kesara and rose water is used as a paste to the forehead in cephalagia. It is also applied to the pubes in irritability of the bladder and in retention of urine. With grapes and honey it is a favourite cooling drink for fever and diarrhœa. An extract, prepared from the wood is astringent like kátho. Its branches put into muddy water render the latter clear. It is one of the ingredients in the preparation known as triphala. (*Materia Medica of India*—R. N Khory, Part II., p. 550-1).

নব্যমত—নবীন আমলকীফল, স্নিগ্ধ ও মূত্রকারক এবং মৃদুরেচক হেতু পুরাণ কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক আমলকী, শীতল, পাচক ও কষায়। শিরঃপীড়ায়, কুঙ্কুম, নীলোৎপল এবং গোলাপ জলের সহিত আমলকী উত্তমরূপ পেষণ করিয়া কপালে প্রলেপ দিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র কিম্বা মূত্ররোধ প্রতিকারার্থ বস্তিদেশে আমলকীর প্রলেপ হিতকর। আঙ্গুর এবং মধুর সহিত আমলকী উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক সরবৎ প্রস্তুত করিবে। এই সরবৎ জ্বরবিশেষে এবং অতিসারে পানীয়রূপে ব্যবহার করা যায়। খদিরের এক্সট্রাক্টের মত আমলকী কাষ্ঠের এক্সট্রাক্টও স্তম্ভক এবং কষায়। আমলকীর শাখা আবিল জলে স্থাপন করিলে আবিল জল নির্ম্মল হয়। আমলকী ত্রিফলার অন্যতম উপাদান (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ৫৫০ পৃঃ)।

আম্র—आम्रः।

आम्रः, चूतः, सहकारः। Mangifera Indica.

रक्तपित्तकरं बालमापूर्णं पित्तवर्द्धनम्। पक्वमाम्रं जयेद्वायुं मांस-शुक्रबलप्रदम्। चरकः, सूः २७ अः।

पित्तानिलकरं बालं पित्तलं बद्धकेसरं। हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्। कषायानुरसं स्वादु वातघ्नं बृंहणं गुरु। पित्ताविरोधि सम्पक्वमाम्रं शुक्रविवर्द्धनम्। बृंहणं मधुरं बल्यं गुरु विष्टभ्य जीर्य्यति। सुश्रुतः, (सू ४६ अः)।

बालं कषायं कट्वम्लं रुच्यं वातास्रपित्तकृत्। सम्पूर्णमाम्रमम्लञ्च रक्तपित्तकफप्रदम्। हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्। कषायानुरसं स्वादु वातघ्नं बृंहणं गुरु। पित्तावरोधि सम्पक्वमाम्रं शुक्रविवर्द्धनम्। मधुरं बृंहणं बल्यं गुरु विष्टभ्य जीर्णकृत्। सहकाररसोहृद्यः सुरभिः स्निग्ध-रोचनः। स्वङ्मूलपल्लवं ग्राहि कषायं कफपित्तजित्। पक्वाम्रं सकषाया-म्लं भेदनं कफवातजित्। हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्। अथ क्षुद्राम्रगुणाः—कोशाम्रोऽम्लः कटुः पाके वीर्य्योष्णोऽथानिलापहः। कफपित्तकरोरुच्यः कुष्ठघ्नो रक्तशोधनः। अथ राजाम्रगुणाः—राजाम्र-युगलं चाम्लमुष्णवीर्य्यञ्च पित्तलम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

आम्रःकषायाम्लरसः सुगन्धिः। कण्ठामयघ्नोऽग्निकरश्च बालः। पित्तप्रकोपानिलरक्तदोषप्रदः पटुत्वादिरुचिप्रदश्च। बालं पित्तानिलकफ-करं तच्चबद्धास्थि तादृक्। पक्वं दोषत्रितयशमनं स्वादुपुष्टिं गुरु च। धत्ते धातुप्रचयमधिकं तर्पणं कान्तिकारि। स्यातं तृष्णाश्रमशमकृतौ चूतजातं फलं स्यात्। अथ क्षुद्राम्रगुणाः—कोशाम्रमम्लमनिलापहरं कफार्त्ति-पित्तप्रदं गुरु विदाहविशोफकारि। पक्वं भवेन्मधुर मौषदपारमल्पं पट्वादिवुक्तरुचिदीपनपुष्टिबल्यम्। अथ राजाम्रगुणाः—राजाम्राः कोमलाः

सर्व्वे कंटूष्णाः पित्तदाहदाः। सुपक्वाः स्वादुमधुराः पुष्टिवीर्य्यबलप्रदाः। राजनिघण्टुः।

आम्रपुष्पगुणाः—आम्रपुष्पमतिसारकफपित्तप्रमेहनुत्। असृग्दुष्टिहरं शीतं रुचिकृद्ग्राहि वातलम्। बालाम्रगुणाः—आम्रं बालं कषायाम्लं रुच्यं मारुतपित्तकृत्। तरुणाम्रन्तु तदत्यम्लं रूक्षं दोषत्रयास्रकृत्। आम्रपेषिकागुणाः—आम्रमामं त्वचाहीनं मातपेऽतिविशोषितम्। अम्लं स्वादु कषायं स्याद् भेदनं कफवातजित्। पक्वाम्रगुणाः—पक्वन्तु मधुरं वृष्यं स्निग्धं बलसुखप्रदम्। गुरु वातहरं हृद्यं वर्ण्यं शीतमपित्तलम्। कषायानुरसं वह्निश्लेष्मशुक्रविवर्द्धनम्। तदेववृक्षसम्पक्वं गुरु वातहरं परम्। मधुराम्लरसं किञ्चिद्भवेत् पित्तप्रकोपनम्। आम्रं कृत्रिमपक्वन्तु तद्भवेत् पित्तनाशनम्। रसस्याम्लस्य हीनत्तु माधुर्य्याच्च विशेषतः। चूषितं तत्परं रुच्यं बल्यं वीर्य्यकरं लघु। शीतलं शीघ्रपाकि स्यात् वातपित्तहरं सरम्। तद्रसो गालितो बल्यो गुरु र्वातहरः सरः। अहृद्यस्तर्पणोऽतीव बृंहणः कफवर्द्धनः। आम्रखण्डं गुरु परं रोचनं चिरपाकि च। मधुरं बृंहणं बल्यं शीतलं वातनाशनम्। वृष्यं वर्णकरं स्वादु दुग्धाम्रं गुरु शीतलम्। वातपित्तहरं रुच्यं बृंहणं बलवर्द्धनम्। मन्दानलत्वं विषमज्वरञ्च रक्तामयं बद्धगुदोदरञ्च। आम्रातियोगान्नयनामयं वा करोति तस्मादति तानि नाद्यात्। एतदाम्रविषयं मधुराम्लपरं मतु। मधुरस्य परं नेत्रहितत्वाद्या गुणा यतः। शुण्ठ्यम्भसोऽनुपानं स्यादाम्राणामतिभक्षणे। जीरकं वा प्रयोक्तव्यं सह सौवर्च्चलेन वा। आम्रावर्त्तलक्षणं—पक्वस्य सहकारस्य पटे विस्तारितो रसः। घर्म्मशुष्को मुहुर्दत्त आम्रावर्त्त इति स्मृतः। तद्गुणाः—आम्रावर्त्तस्तृषाच्छर्दिवातपित्तहरः सरः। रुच्यः सूर्य्यांशुभिः पाकाल्लघुश्च स हि कीर्त्तितः। आम्रबीजगुणाः—आम्रबीजं कषायं स्याच्छर्द्यतिसारनाशनम्। ईषदम्लञ्च मधुरं तथा हृदयदाहनुत्। आम्रपल्लवगुणाः—आम्रस्य पल्लवं रुच्यं कफपित्तविनाशनम्। भावप्रकाशः।

आम्रास्थितैलगुणाः—आम्रतैलन्तु तुवरं स्वादु वक्त्रञ्च तिक्तकम्। सुगन्धि मुखरोगघ्नं नाशनं कफवातनुत्। आम्रान्तस्त्वग्गुणाः—आम्रान्तस्त्वग् ग्राहिणी तु तुवरा दाहकारिणी। पित्तमेहकफानाञ्च नाशिनी योनि—शुद्धिकृत्। आम्रमूलगुणाः—आम्रमूलन्तु तुवरं ग्राहि शीतं रुचिप्रदम्। सुगन्धि कफवातानां नाशनं परिकीर्त्तितम्। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

घ्राणात् प्रवृत्ते रुधिरे आम्रास्थिरसः—"नस्यं तथाम्रास्थिरसः" (चिः ४ अः)। (२) पित्तजवमने आम्रपत्रम्—"जम्ब्वाम्रयोः पल्लवजं कषायम्। पिवेत् सुशीतं मधुसंयुतं वा" (चिः २२ अः)। चरकः।

रक्तातिसारे आम्रत्वक्—"* आम्रार्ज्जुनत्वचः। पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः पृथक् शोणितनाशनाः"। (अतिसार—चिः)। (२) प्लीहोदरे पक्वाम्ररसः—"प्लीहन्युपरमोयोगः पक्वाम्ररसोऽथवा समधुः" (प्लीह—चिः)। चक्रदत्तः।

मत्स्यभक्षणजे अजीर्णे आममाम्रम्—"आममाम्रफलं मत्स्ये" (मः खः २यः भाः)। (२) मांसभोजनजे अजीर्णे आम्रवीजम्—"तद्वीजं पिशिते हितं" (मः खः २यः भाः)। (३) अतिसारे आम्र-मध्यत्वक्—"* * तथा मध्यत्वगाम्रजा। अतिसारं व्यपोहन्ति दोषरूपाः न संशयः"। (मः खः १मः भाः) भावप्रकाशः।

पक्वातिसारे आम्रपल्लवम्—"नवचूतस्य पर्णानि कपित्थफलमेव च। पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन पक्वातिसारशान्तये"। (अतिसार—चिः)। (२) शोथे रसालमूलम्—पुनर्नवापत्ररसालमूलं। संक्षुद्य तोयार्द्धकशेषसिद्धम्। चतुर्थ-भागेन घृतं विपक्वम्। प्रकल्पन्तु तत्कल्कपलाष्टकेन। संसेवितं वातवलास-रोगान्। सर्व्वांश्च शोथानपि दुस्तरांश्च। गुल्मोदरप्लीहगुदोद्भवांश्च। निहन्ति वह्निं कुरुते हि पुंसाम्। (शोथ—चिः)। (३) वालानां मुखपाके आम्रक्षारः—"मुखपाकेतु वालानां चाम्रक्षारमयो रसः। गैरिकं क्षौद्रसंयुक्तं लेपनं वरसाधनम्॥ (वालरोगाधिकारे)। वङ्गसेनः।

আম্রের ভাষানাম—বাঃ—আম। হিঃ—আম। মঃ—আম্বা। গুঃ—আম্বো। কঃ—মাবিনফল। তৈঃ—মাবিডি। ফাঃ—আম্বা। অঃ—অম্বজ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্, পত্র, ফল, বীজ।

মাত্রা—আর্দ্রত্বক্ ৮—১২ আনা। বীজশস্য ৪—৮ আনা। ফলরস ২—৫ তোলা।

বৈদ্যকে আম্রের ব্যবহার।

চরক—**নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে** আম্রাস্থি—নাসিকা হইতে রক্তপাত হইলে আমের কুশির (আঁঠির শাঁস) রসের নস্য লইবে (চিঃ ৪অঃ)। (২) **পিত্তজবমনে** আম্র-পল্লব—আম ও জামের পাতার কাথ, শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পিত্তজবমনের নিবৃত্তির জন্য পান করাইবে (চিঃ ২৩ অঃ)।

চক্রদত্ত—**রক্তাতিসারে** আম্রত্বক্—আমের ছাল ছাগীদুগ্ধে উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে রক্তাতিসারের শোণিতস্রুতি নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (১) **প্লীহায়** পকাম্র—মিষ্ট পাকা আমের রস মধুর সহিত প্লীহরোগীকে পান করাইবে (প্লীহ চিঃ)। ইহা বায়ুপ্রধান প্লীহোদরে প্রয়োজ্য।

ভাবপ্রকাশ—**মৎস্যভক্ষণজ অজীর্ণে** কাঁচা আম—অতিরিক্ত মৎস্যভক্ষণজ অজীর্ণের প্রতীকারার্থ কাঁচা আম সেব্য। (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (২) **মাংসভক্ষণজ অজীর্ণে** আম্রের অস্থি—আমের আঁঠির শাঁস সেবন করিলে মাংসভক্ষণজ অজীর্ণ প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৩) **অতিসারে** আম্রমধ্যত্বক্—আমের ছালের উপরের স্তর চাঁচিয়া ফেলিয়া, সেই ছাল গোদধিতে উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে অতিসার এবং তজ্জনিত উদরের দাহ ও বেদনা আশু প্রশমিত হয়।

বঙ্গসেন—**পকাতিসারে** আম্রপল্লব—আম্রের নবীন পত্র এবং কাঁচা কয়েদ্ বেলের শাঁস সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে। ইহা পকাতি-সার প্রশমক (অতিসার চিঃ)। (২) **শোথে** আম্রমূলত্বক্—পুনর্ণবা পত্র ও আম্রমূলত্বক্ প্রত্যেকে ছয়সের এক পোয়া লইয়া, কুট্টিত করিয়া, ৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ৪ সের মূর্চ্ছিত ঘৃত ঐ কাথসহ যথারীতি পাক করিবে। আধ সের পুনর্ণবা পত্র এবং আধ সের আম্রমূলত্বক্ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক ১৬ সের জলে মিশ্রিত করিয়া, এই জল দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পুনঃ পাক করিতে হইবে। অতঃপর শেষপাক নির্ব্বাহ করিয়া, এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহা শোথ, জ্বর অগ্নি-মান্দ্যাদির পক্ষে হিতকর (শোথ চিঃ)। (৩) **বালকের মুখপাকে** আম্রসার—বালকের

মুখবিবরে ক্ষত হইলে আম্রের সারবান্ কাষ্ঠচূর্ণ, গৈরিক এবং রসাঞ্জন সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুসহ লেপন করিবে (বালরোগাধিকার)।

Constituents.—The dried unripe peeled fruit contains water 21 p. c., watery extract 61·5 p. c. cellulose 5 p. c. insoluble ash 1·5, soluble ash 1·9. The soluble ash contains alkalies as potash ½, tartaric and citric acids 7, and malic acid 12·6. The ripe fruit contains yellow colouring matter, chlorophyll product, soluble in ether bisulphide of carbon and benzol, less readily soluble in alcohol. The bark contains tannin The kernel contains gallic acid and tannin, fat, sugar, gum and ash.

Physiological action.—The bark is astringent and tonic. The ripe fruit is invigorating, refreshing and nutrient also somewhat laxative. The unripe fruit is acid, astringent and antiscorbutic. Ambosi is a valuable antiscorbutic owing to its containing citric acid. The ashes of the leaves are applied to burns and scalds. Tender leaves dried and made into a powder are used in diabetes. The kernel is astringent and anthelmintic. Amba-no-chik or the gum resin, mixed with lime juice, is used locally in scabies. The bark is astringent anthelmintic and used in nasal catarrh and for lumbrici. As an astringent it is given in diarrhœa, also to check hæmorrhages from the nose, stomach, intestines, uterus and lungs. It also checks profuse muco-purulent discharges as leucorrhœa, gonorrhœa &c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 164).

নব্যমত—আম্রত্বক্ কষায় ও বল্য। পক্কাম্র রসায়ন, তৃপ্তিপ্রদ, পুষ্টিকর এবং কিয়ৎপরিমাণে রেচক। কাঁচা আম, অম্ল, কষায় এবং "স্কার্ভি" রোগের প্রতিষেধক ও প্রশমক। আম্‌শীতে সাইট্রিক্ এসিড্ আছে বলিয়া উহা "স্কার্ভি" রোগ প্রশম ও প্রতিষেধ পক্ষে অতি প্রশস্ত। আম্র পত্রভস্ম, অগ্নিদগ্ধ কিম্বা অত্যুষ্ণ তরল পদার্থ দ্বারা দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দেওয়া হয়। আম্রকিসলয় শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া "ডায়েবিটিশ্" রোগে সেব্য। আম্রের অস্থি (কুশি) কষায়, ও কৃমিঘ্ন। আম্রবৃক্ষের নির্য্যাস লেবুর রসের সহিত "স্ক্যাবিশ্" নাম চর্ম্ম রোগে প্রলেপ দিবে। আম্রত্বক্ কষায়, ক্রিমিঘ্ন এবং পীনস রোগে প্রযোজ্য। কষায় বলিয়া ইহা অতিসার, এবং নাসিকা, পাকস্থলী, অন্ত্র, গর্ভাশয় ও ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব কিম্বা প্রদর ও প্রমেহের শ্লেষ্মস্রাব রোধ করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। (খোরি, ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)।

আরগ্বধ—আরগ্বধঃ।

আরগ্বধঃ, রাজবৃক্ষঃ, সম্পাকঃ। Casia fistula.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"স্বর্ণপুষ্পঃ," "দীর্ঘফলঃ" গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কণ্ডূঘ্নঃ," "জ্বরান্তকঃ," "কুষ্ঠসূদনঃ," "রেচনঃ"।

আরগ্বধো রসে তিক্তো গুরূষ্ণঃ ক্রিমিশূলনুৎ। কফোদরপ্রমেহঘ্নঃ কৃচ্ছ্রগুল্মত্রিদোষজিৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

আরগ্বধোঽতিমধুরঃ শীতঃ শূলাপহারকঃ। জ্বরকণ্ডূকুষ্ঠমেহকফবিষ্টম্ভনাশনঃ। রাজনিঘণ্টুঃ।

আরগ্বধো গুরুঃ স্বাদুঃ শীতলঃ স্রংসনো গুরুঃ। জ্বরহৃদ্রোগপিত্তাস্র বাতোদাবর্ত্তশূলনুৎ। তৎফলং স্রংসনং রুচ্যং কুষ্ঠপিত্তকফাপহম্। জ্বরে তৎ সততং পথ্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্। ভাবপ্রকাশঃ।

রাজবৃক্ষোঽধিকঃ পথ্যঃ মৃদুর্মধুরশীতলঃ। তৎ ফলং মধুরং বৃষ্যং বাতপিত্তহরং সরম্॥ রাজবল্লভঃ।

জ্বরে আরগ্বধফলম্—"আরগ্বধং বা পয়সা মৃদ্বীকানাং রসেন বা। * * জ্বরিতঃ পিবেৎ"। (চিঃ ৩ অঃ)। (২) রক্তপিত্তে আরগ্বধফলম্—"* * ফলান্যারগ্বধস্য বা। বিরেচনং প্রযুঞ্জীত প্রভূতমধুশর্করম্"। (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) পিত্তোদরে আরগ্বধফলম্—"* * শৃতেনারগ্বধেনবা। * * পিত্তোদরং জয়েৎ"। (চিঃ ১৮ অঃ)। (৪) কামলায়াং আরগ্বধফলম্—"আরগ্বধং রসেনেক্ষোর্বিদার্য্যামলকস্য বা। * * * পিবেদ্বা কামলাপহম্"। (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) কুষ্ঠে আরগ্বধপত্রম্—"* * * রাজবৃক্ষপত্রাণি। পিষ্টা * * চতুর্বিধঃ কুষ্ঠঘ্নলেপঃ।" (চিঃ ৭ অঃ)। (৬) বিসর্পে আরগ্বধপত্রম্—"আরগ্বধস্য পত্রাণি * * *। ত্বগ্গাত্রলেপনং কুর্য্যাৎ * * *"।

(चि: ११ अः)। (७) ऊरुस्तम्भे शाकार्थं आरग्वधपत्रम्—"शाकैरलवणै-रथाज्जलतैलोपसाधितैः। * * * वेत्रारग्वधपल्लवैः"॥ (चि: २७ अः)। चरकः।

उपदंशे व्रतप्रक्षालनार्थं आरग्वधपत्रम्—"* * * पत्राणि जात्यारग्वधयोस्तथा। प्रक्षालने प्रयोज्यानि * * *॥" (चि: १८ अः)। (२) हारिद्रमेहे आरग्वधः—"हरिद्रामेहिनं राजवृक्षकषायं" (चि: ११ अः)॥ सुश्रुतः।

कफविद्रधौ आरग्वधपत्रम्—"आरग्वधाम्बुना धौतं" (चि: १३ अः)। (२) कफजारोचके आरग्वधः—"* * दीप्यकारग्वधोदकम्" (चि: ५ अः)। (३) राजयक्ष्मणि आरग्वधः—* * विरेचनं दद्यात् त्रिवृच्छ्यामानृपद्रुमान्। शर्करामधुसर्पिर्भिः पयसा तर्पणेन वा" (चि: ५ अः)। (४) कुष्ठे आरग्वधमूलम्—"आरग्वधस्य मूलेन शतवत्वा शृतं घृतम्। पिबेत् कुष्ठं जयत्याशु भजन् सखदिरं जलम् (चि: १८ अः)। वाग्भटः।

आमवाते आरग्वधपत्रम्—"आरग्वधस्य पत्राणि भृष्टानि कटुतैलतः। आमघ्नानि नरः कुर्य्यात् सायं भक्तावृतानि च। भावप्रकाशः।

पित्तज्वरे आरग्वधः—"द्राक्षारग्वधयोश्चापि" (ज्वर—चि:)। (२) गण्डमालायां आरग्वधः—"आरग्वधशिफां क्षिप्रं पिष्ट्वा तण्डुल-वारिणा। सम्यङ्नस्यप्रलेपाभ्यां गण्डमालाहराः पराः"॥ (गण्डमाला—चि:)। चक्रदत्तः।

दद्रुकिटिमकुष्ठेषु आरग्वधपत्रम्—"आरग्वधस्य पत्राणि आरनालेन लेपयेत्। दद्रुकिटिमकुष्ठानि हन्ति सिध्मानमेव च"॥ वङ्गसेनः।

আরগ্বধের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা——"স্বর্ণপুষ্প," "দীর্ঘফল"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কণ্ডূঘ্ন," "জ্বরান্তক," "কুষ্ঠসূদন," "রেচন"।

আরগ্বধের ভাষানাম—বৈদ্যকে, আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, সম্পাক, নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—সোণালু, সোঁদাল। কোঃ—কানাইলড়ি, বানরলাঠি। হিঃ—অমলতাস্, ধনবহেড়া। মঃ—বাহবা, বাব্যাচ্যা, সঙ্গাতিলগর। গুঃ—গরমালো, গরমালোনো গোল। কঃ—বড়িলু বাহবা হেগকে। তৈঃ—রেল্লকায়া। অঃ—খ্যারেচম্বর। উঃ—সন্দরী, সোনরী। আঃ—কানাইলড়ি।

বর্ণন—সোণালুর বৃক্ষ অযত্নসম্ভূত, যত্র তত্র জন্মিয়া থাকে। পাতা, প্রায়ই ৩-৬ জোড়া হইয়া থাকে, অগ্রে অযুগ্মপত্র থাকেনা, পত্রের পৃষ্ঠ ও উদর মসৃণ, বৃন্ত হ্রস্ব। পুষ্প পীতবর্ণ, এবং সুদীর্ঘ, অবনত, অশাখ পুষ্পদণ্ডে স্থিত। পুষ্পদণ্ড কি? পুষ্পদণ্ড কি বলিতে গেলেই পুষ্পবিন্যাস সম্বন্ধেও কিছু বলিতে হয়। গাছে ফুল থাকে; কিন্তু উদ্ভিদ্ বিশেষে এই থাকার বিশেষ বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। কোনও গাছের ফুল কেবল কাণ্ড বা শাখার অগ্রভাগেই ফুটিয়া থাকে—যেমন গোলাপ ফুল। আবার কোন কোন ফুল, কাণ্ড বা শাখা হইতে নির্গত পত্রের বৃন্তমূল সন্নিকটে ফুটিয়া থাকে—যেমন জবাফুল। আবার কোন কোন বৃক্ষে এই দুই প্রকারেই ফুল ফুটিয়া থাকে—যেমন গাম্ভারী বৃক্ষ। কোন কোন উদ্ভিদের ফুল মৃত্তিকাধঃস্থিত কন্দ হইতে নির্গত হয়, যেমন ভুঁইচাপার ফুল। ফুল, কাণ্ড বা শাখার অগ্রভাগ হইতেই বাহির হউক কিম্বা পত্রবৃন্ত সন্নিকট হইতেই বাহির হউক, উহা নানারকমে বাহির হইয়া থাকে। কোন গাছের এক একটী ফুল একএকটী বোঁটায় থাকে, আবার কোন গাছের শাখাগ্র বা পত্রবৃন্ত সন্নিহিত স্থান হইতে একটী ডাঁটার মত বাহির হয়, এবং ঐ ডাঁটা ফুল ধারণ করে। এই ডাঁটাকেই পুষ্পদণ্ড বলা হয়। কোন কোন উদ্ভিদের পুষ্পদণ্ডের আবার শাখা প্রশাখা থাকে। পত্রের সাধারণ বৃন্ত যেমন অশাখ এবং সশাখ হইয়া থাকে, (অপরাজিতার বর্ণন দেখ), পুষ্পদণ্ডও তদ্রূপ অশাখ ও সশাখ হয়। আরগ্বধের পুষ্পদণ্ডের শাখা আছে। গণিয়ারীর পুষ্পদণ্ডের শাখা নাই। কোন পুষ্পদণ্ডের প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় একটী করিয়া ফুল থাকে—যেমন সেগুণের, আবার কাহারও বা অনেক ফুল থাকে যেমন ধনে ও মৌরীর। অশাখ পুষ্পদণ্ডে—ফুল নানা রকমে থাকে—কোথাও পুষ্পদণ্ডের দুই পার্শ্বে থাকে, কোথাও বা পুষ্পদণ্ডের চারি পাশ ঘিরিয়া থাকে। এই ঘিরিয়া থাকা আবার দুই রকমের দেখা যায়, কোথাও খুব কাছাকাছি থাকে—যেমন কাঁটানটের ফুল, আবার কোথাও বা তফাতে তফাতে থাকে—যেমন তুলসীর ফুল। যে সকল ফুল, পুষ্পদণ্ডের চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া থাকে, তাহাদের বৃন্ত প্রায়ই অতি হ্রস্ব কচিৎ বা তাহারা বৃন্তহীনও হইয়া থাকে। আমরা যাহাকে মঞ্জরী বলি, তাহা হ্রস্ববৃন্ত বা বৃন্তহীন

পুষ্পসমন্বিত পুষ্পদণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায়, পুষ্পবিন্যাসের উপরি কথিত ভেদ সমূহের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা রচনা আমার অভিপ্রেত নহে। পাঠকের মনে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আলোচনার স্পৃহা বলবতী করাই আমার উদ্দেশ্য; সুতরাং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা কথিত পারিভাষিক সংজ্ঞাদ্বারা আমার বক্তব্য দুর্ব্বোধ করার প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রে ব্যবহারার্থ সংজ্ঞা আবশ্যক। বস্তুতত্ত্ব, পারিভাষিক সংজ্ঞার সাহায্য না লইয়াও স্থূলতঃ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পারিভাষিক সংজ্ঞা বিনা বস্তুতত্ত্ব প্রকাশের উদাহরণ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে যথেষ্ট আছে। যাঁহারা সংজ্ঞার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব লইয়া বস্তুতত্ত্বের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্বালোচনায় পদে পদে অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদে রক্তসম্বহন বা রক্তসঞ্চালন শব্দ নাই, অথচ রক্তসম্বহনতত্ত্ব আছে। কথায় কথায় আমরা প্রকৃত বিষয় হইতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করি। সোনালু বৃক্ষ যখন পুষ্পিত হয় তখন উহাকে বাস্তবিকই "রাজদ্রুম" বলিতে ইচ্ছা হয়। এমন সুন্দর ফুলকে নির্গন্ধ দেখিয়া কাহার না ক্ষোভ জন্মে? সোণালুর ফল নলাকৃতি, হস্তাধিক দীর্ঘ, বৃক্ষে লম্বিত থাকে। ফলের উপরিভাগ মসৃণ, পাকিলে গাঢ় ধূসরবর্ণ হয়। বীজ—চক্রাকার, উপরি উপরি মালাকারে সজ্জিত এবং কৃষ্ণবর্ণ অহিফেনবৎ পদার্থে আবৃত থাকে। পুষ্পকাল—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্‌, পত্র, বীজের আঠা।

মাত্রা—মূলত্বকের কাথ—৫—১০ তোলা। ফলের আঠা ২—৪ আনা; বিরেচনার্থ ½—১ তোলা।

বৈদ্যকে আরগ্বধের ব্যবহার।

চরক—জ্বরে আরগ্বধ—জ্বররোগীর কোষ্ঠশুদ্ধিজন্য ঈষদুষ্ণ গব্যদুগ্ধ বা কিস্‌মিসের কাথের সহিত সোণালু ফলের আঠা সেবন করিতে দিবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) রক্তপিত্তে আরগ্বধ—সোণালুফলের আঠা প্রচুর মধু ও চিনি সহ ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তীকে, বিরেচনার্থ সেবন করাইবে (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) পিত্তোদরে আরগ্বধ—ক্ষীর পরিভাষানুসারে দুই তোল সোণালু ফলের আঠার, কাথ প্রস্তুত করিয়া, পিত্তোদরীকে সেবন করাইবে (চিঃ ১৮ অঃ)। (৪) কামলায় আরগ্বধ—সোণালু ফলের আঠা, ইক্ষু, ভূমিকুষ্মাণ্ড বা কাঁচা আমলকীর রসের সহিত কামলারোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) কুষ্ঠে সোণালুর পাতা—সোণালুর পাতা বাটিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)। (৬) বিসর্পে সোণালুর পাতা—সোণালুর পাতা বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া কফজ বিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৭) ঊরুস্তম্ভে শাকার্থ সোণালু পাতা—তিলতৈলাক্ত জলে সোণালুর পাতা সিদ্ধ করিয়া বিনা লবণে ঊরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২৭ অঃ)।

সুশ্রুত—উপদংশে, প্রক্ষালনার্থ সোণালুর পাতা—জাতি (চামেলী) ও সোণালুর পাতার কাথে উপদংশের ক্ষত প্রক্ষালন করাইবে (চিঃ ১৯ অঃ)। (২) হারিদ্র্যমেহে আরগ্বধ—সোণালুর পাতার কিম্বা মূলত্বকের কাথ, হরিদ্রামেহী সেবন করিবে (চিঃ ১১ অঃ)।

বাগ্‌ভট—কফবিদ্রধিতে আরগ্বধপত্র—কফজ বিদ্রধির ক্ষত, সোণালু পাতার কাথ দ্বারা ধৌত করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) কফজ অরোচকে আরগ্বধ—কফজ অরোচকে যমানী ও সোণালু ফলের আঠার কাথ পান করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) রাজযক্ষ্মায় আরগ্বধ—বহুদোষ, বলবান্ যক্ষ্মরোগীকে, বিরেচনার্থ, মধুচিনিযুক্তসহ কিম্বা দুগ্ধ বা অন্য তর্পকবস্তু সহ সোণালু ফলের আঠা সেবন করাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৪) কুষ্ঠে আরগ্বধ মূল—সোণালু মূলের কাথ দ্বারা একশত বার ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত কুষ্ঠরোগী পান করিবে। ঔষধ সেবনকালে স্নান ও পানার্থ খদিরযুক্ত জল ব্যবহার করিতে হইবে (চিঃ ১৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—পিত্তজ্বরে আরগ্বধ—পিত্তজ্বরী সোণালুর আঠা ও কিস্‌মিসের কাথ পান করিবে (জ্বর চিঃ)। (২) গণ্ডমালায় সোণালুমূল—সোণালু মূলের ছাল সদ্যঃ সংগ্রহ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক গলগণ্ড রোগীকে নস্য করাইবে এবং গলগণ্ডে প্রলেপ দিবে। (গলগণ্ড চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—আমবাতে আরগ্বধ পত্র—সার্ষপ তৈলে সোণালুর পাতা ভাজিয়া সন্ধ্যাকালে সেবন পূর্ব্বক অন্ন ভোজন করিবে। ইহা আমদোষনাশক।

বক্তব্য—রাজনিঘণ্টু রচয়িতার মতে ক্ষুদ্র আরগ্বধের নাম কর্ণিকার। এই ক্ষুদ্রত্ব কোন্ অংশে তাহা জানিতে পারা যায় না। কর্ণিকারের ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুক্ত একটী নাম "আরোগ্যশিম্বী" আর রাজনিঘণ্টুক্ত অপর নাম "পংক্তিবীজক"। কালিদাস বলিয়াছেন—"আকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারং"; সুতরাং বুঝিতে পারিতেছি যে কর্ণিকারের ফল শিম্বিবৎ দীর্ঘ, বীজ পংক্তিবদ্ধ থাকে এবং উহার ফুল পীতবর্ণ।

Constituents.—The pulp consists of suger 60 p. c. mucilage, astringent matter, gluten, colouring matter pectin, calcium oxalate and ash.

Actions and uses.—Laxative—pulp seldom used alone, as it causes colic, griping and flatulence. Used as an adjunct to other purgatives. When given for a long time it tinges the urine dark-brown. The pulp is employed to adulterate essence of coffee. The seeds are emetic.

Therapeutics.—The bark and leaves mixed with oil, are applied to pustules. The root is a strong purgative. The pulp recommended

to persons of dyspeptic habits. Dose of the pulp as a laxative, 30 to 80 grs. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 200).

নব্যমত—সোণালু ফলমজ্জা মৃদুরেচক। শূলবৎ বেদনা, পরিকর্ত্তিকা (পেট-কামড়ানি) ও উদরাধ্মান জন্মায় বলিয়া, কেবল সোণালু ফলমজ্জা কচিৎ ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রায়ই অন্যান্য রেচক ভৈষজ্যের উত্তরসাধক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল সেবন করিলে মূত্র গাঢ় বাদামী রঙের হয়। "এসেন্স অফ্ কফির" সহিত সোণালু ফলমজ্জা ভেজাল দেয়। সোনালু বীজ বমনকারি। সোনালুর ছাল ও পাতা তৈলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক "পশ্চূল" নামক স্ফোটক বিশেষে প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহার মূল তীব্রবিরেচক। ইহার ফলমজ্জা সংগ্রহগ্রহণীপ্রবণ ব্যক্তিগণের পক্ষে হিতকর। ফলমজ্জা ৩০—৮০ গ্রেণ মাত্রায়, মৃদু রেচক। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর এন্ ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ২০০ পৃঃ)।

আদ্রক—आर्द्रकम्।

आर्द्रकं, शृङ्गवेरं। शुण्ठ्या नाम—"विश्वौषधं," "नागरं," "विश्वभेषजं"। Zingiber officinale.

कटूष्णमार्द्रकं वृष्यं विपाके शीतलं लघु। दीपनं रुचिदं शोफकफकण्ठा-मयापहम्। कफानिलहरं स्वर्य्यं विबन्धानाहशूलजित्। कटूष्णं रोचनं हृद्यं वृष्यं चैवाऽऽर्द्रकं स्मृतम्॥ धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च।

स्निग्धोष्णा कटुका शुण्ठी वृष्या शोथकफापहा। हन्ति वातोदरश्वास-पाण्डुश्लीपदनाशिनी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

शुण्ठी कटूष्णा स्निग्धा च कफशोफानिलापहा। शूलविबन्धोदराध्मान-श्वासश्लीपदहारिणी॥ राजनिघण्टुः।

शुण्ठी रुच्यामवातघ्नी पाचनी कटुका लघुः। स्निग्धोष्णा मधुरा पाके कफवातविबन्धनुत्। वृष्या स्वर्य्या वमिश्वासशूलकासहृदामयान्। हन्ति श्लीपदशोथार्शःआनाहोदरमारुतान्। आग्नेयगुणभूयिष्ठात् तोयांशपरिशोष-कृत्। संगृह्णाति मलं तत्तु ग्राहि शुण्ठ्यादयो यथा। विबन्धभेदिनी

या तु सा कथं ग्राहिणी भवेत्। शक्ति विवक्षभेदे स्यात् यतो न मलपातनी ॥
भावप्रकाशः।

मूत्रमार्गात् सरुजं रक्तस्रुतौ नागरम्—"नागरकैः शृतम्वा" (चिः ४ षः)। (२) अर्शःसु शुण्ठी—"सनागरं चित्रकं वा सीधुयुतं प्रयोजयेत्" (चिः ८ षः)। (३) अतिसारे शुण्ठी—"ह्रीवेरशृङ्गवेराभ्यां पक्वं वा पाययेज्जलम्" (चिः १० षः)। (४) क्षतक्षीणे शुण्ठी—* * कल्कोऽथ शुण्ठीमधुकयोस्तथा" (चिः ११ षः)। (५) शोथे आर्द्रकम्—"प्रयोजयेदार्द्रकनागरम्वा तुल्यं गुड़ेनार्द्धपलाभिवृद्ध्या" (चिः १७ षः)। (६) उदररोगे आर्द्रकम्—"शृङ्गवेरार्द्रकरसः पाने क्षीरसमो मतः। तैलं रसेन तेनैव सिद्धं दशगुणेन वा"। (चिः १८ षः)। (७) आमपाचनार्थं शुण्ठी—"नागरक्षोष्णवारिणा" (चिः १९ षः)। चरकः।

कर्णशूले आर्द्रकम्—"कर्णशूलेतु शृङ्गवेररसं तैलमधुसंसृष्टं सैन्धवोपहितं सुखोष्णं कर्णे दद्यात्" (चिः ५ षः)। (२) कामलायां शुण्ठी—"* कामलिनां * * हिता। * * सगुड़ा शुण्ठी"। (उः ४४ षः)। (३) गुल्मे शुण्ठी—"पिबेच्चित्रनागरम्वा"। (उः ४२ षः)।
सुश्रुतः।

सन्निपातज्वरे आर्द्रकम्—"आर्द्रकस्वरसोपेतं सैन्धवं कटुकत्रयम्। आकण्ठं धारयेदास्ये निष्ठीवेच्च पुनः पुनः।" (ज्वर—चिः)। (२) अतिसारे आर्द्रकम्—"तलालवालं सुदृढं पिष्टैर्वामलकै र्भिषक्। आर्द्रकस्वरसेनाशु पूरयेन्नाभिमण्डलम्। नदीवेगोपमं घोरं अतिसारं निरोधयेत्। (अतिसार—चिः)। (३) ग्रहण्यां शुण्ठी—"घृतं नागरकल्केन सिद्धं वातानुलोमनम्। ग्रहणीपाण्डुरोगघ्नं प्लीहकासज्वरापहम् (ग्रहणी—चिः)। (४) अग्निसन्दीपनार्थं आर्द्रकम्—"भोजनाग्रे सदापथ्यं जिह्वा-

কণ্ঠবিশোধনম্। অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্॥ (অগ্নিমান্দ্য—চিঃ)। (৫) কাসে আর্দ্রকম্—"স্বরসং শৃঙ্গবেরস্য মাক্ষিকেণ সমন্বিতম্। পায়য়েৎ শ্বাসকাসঘ্নং প্রতিশ্যায়কফাপহম্॥ (কাস-চিঃ)। (৬) ঊরুস্তম্ভে শুণ্ঠী—"* অথ নাগরম্। ঊরুস্তম্ভে পিবেন্মূত্রৈর্দশমূলীরসেন বা"। (ঊরুস্তম্ভ—চিঃ)। (৭) আমবাতে শুণ্ঠী—"কর্ষং নাগরচূর্ণস্য কাঞ্জিকেন পিবেৎ সদা। আমবাতপ্রশমনং কফবাতহরং পরম্" (আমবাত—চিঃ)। (৮) হৃদ্রোগে শুণ্ঠী—"নাগরং বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নিবর্দ্ধনম্। শ্বাসকাসানিলহরং শূলহৃদ্রোগনাশনম্। (হৃদ্রোগ—চিঃ)। (৯) শিরোরোগে শুণ্ঠী—"নাগরকল্কমিশ্রং ক্ষীরং নস্যেন যোজিতং পুংসাম্। নানাদোষোদ্ভূতাং শিরোরুজাং হন্তি তীব্রতরাম্। (শিরোরোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

আমাতিসারসম্ভবায়াং পীড়ায়াং শুণ্ঠী—"চূর্ণং কিঞ্চিদ্-ঘৃতাভ্যক্তং শুণ্ঠ্যা এরণ্ডজৈর্দলৈঃ। বেষ্টিতং পুটপাকেন বিপচেন্মন্দবহ্নিনা। তত উদ্ধৃত্য তচ্চূর্ণং গ্রাহ্যং প্রাতঃ সিতান্বিতম্। তেন যান্তি শমং পীড়া আমাতিসারসম্ভবাঃ (দ্বিঃ খঃ ১মঃ অঃ)। (২) আমবাতে শুণ্ঠীপুট-পাকঃ—"শুণ্ঠী কল্কং বিনিক্ষিপ্য রসৈরেরণ্ডমূলজৈঃ। বিপচেৎ পুট-পাকেন তদ্রসঃ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ। আমবাতসমুদ্ভূতাং পীড়াং জয়তি দুস্তরাম্। (দ্বিঃ খঃ ১মঃ অঃ)। (৩) বৃষণবাতে আর্দ্রকম্—"আর্দ্রকস্বরসঃ ক্ষৌদ্র-যুক্তো বৃষণবাতনুৎ। (দ্বিঃ খঃ ১মঃ অঃ)। শার্ঙ্গধরঃ।

বিষমজ্বরে শুণ্ঠী—"মহাবলামূলমহৌষধাভ্যাম্। ক্বাথো নিহন্যাদ্বিষমজ্বরং হি। শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তম্। বিনাশয়েৎ দ্বিত্রিদিনপ্রয়োগাৎ।" (মঃ খঃ ১ মঃ ভাঃ)। (২) বিসূচীকায়াং শুণ্ঠী "বিল্বনাগরনিঃক্বাথো হন্যাচ্ছর্দিংবিসূচীকাম্" (মঃ খঃ দ্বিঃ ভাঃ)। (৩) খর্জুরশৃঙ্গাটকাতিভক্ষণাজ্জাতে অতিসারে শুণ্ঠী—"খর্জুর-শৃঙ্গাটকয়োঃ প্রশস্তং বিশ্বৌষধম্"। (মঃ খঃ দ্বিঃ ভাঃ)। (৪) হিক্কায়াং

মুখষ্ঠী—"শিরার্শস্য পয়স্ত্যাগং হিতং নাগরসাধিতম্" (ম: ম: হি: ভা:)। (৫) গুল্মে আর্দ্রকম্—"সুবর্চিকা চৈকমিতা তত্ সমানাদ্রিকাঽপি চ। তমী ভুঞ্জীত যুগপদ্‌ গুল্মামযনিবৃত্তয়ে"। (ম: ম: হ: ভা:)। (৬) শীতপিত্তে আর্দ্রকম্—"আর্দ্রকস্য রসঃ পেয়ঃ পুরাণগুড়সংযুতঃ। শীতপিত্তাপহঃ শ্রেষ্ঠো বহ্নিমান্দ্যবিনাশনঃ।" ভাবপ্রকাশঃ।

আর্দ্রকের নাম—আদা, বৈদ্যকে অদ্রক ও "শৃঙ্গবের" নামে এবং শুঁঠ, "বিশ্বৌষধ", "বিশ্বভেষজ" এবং "নাগর" নামে ভূরিপ্রযুক্ত।

আদার ভাষানাম—বাঃ আদা। হিঃ—আদ্ রক্। মঃ—আলং। গুঃ—আদু। কঃ—অল্ল। তৈঃ অল্লং। অঃ—জিঞ্জি বিল্‌তর। ফাঃ—জিঞ্জি।

শুঁঠের ভাষানাম—বাঃ—শুঁট। হিঃ—সোঁঠ। মঃ—সুঁঠ। গুঃ—শুণ্ঠ্য। কঃ—শুণ্ঠি। তৈঃ—শোঁঠী। ফাঃ—জঞ্জবীল্।

বর্ণন—এই উদ্ভিদ্ অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। ইহার কন্দের নাম আদা। বঙ্গদেশে আদার আবাদ হয়। য়ুরোপে প্রচুর পরিমাণে আদা রপ্তানি হইয়া থাকে। পরিপুষ্ট আর্দ্রক কন্দ উত্তমরূপ ধৌত করিয়া ঝুড়িতে রাখিয়া ঝাঁকিয়া ছাল তুলিয়া ফেলে, পরে রৌদ্রে ক্রমশঃ শুষ্ক করিয়া লইলেই, শুঁঠ প্রস্তুত হয়। সুবিধার জন্য কৃষকেরা এই প্রণালী অবলম্বন করে; কিন্তু ইহাতে খোসা ভাল করিয়া ছাড়ান হয় না। ভাল করিয়া খোসা ছাড়াইলে শুঁঠ দেখিতে উত্তম শুভ্রবর্ণ হয় এবং বহুদিন অবিকৃত থাকে। সম্পূর্ণ ত্বক্ বিবর্জ্জিত শুঁঠকে হিন্দিতে "ভুগুরী শুঁঠ" বলে।

মাত্রা—স্বরস ১—২ তোলা। চূর্ণ ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে আর্দ্রক ও নাগরের ব্যবহার।

চরক—মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাবে নাগর—মূত্রদ্বার হইতে রক্তপাত হইলে, কুট্টিত শুঁঠ ১ তোলা, দেড় পোয়া জল, আধ পোয়া গব্যদুগ্ধের সহিত কাথ করিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিয়া সেব্য (চিঃ ৪ অঃ)। (২) অর্শে শুঁঠ—অর্শোরোগী, চিতামূল ও শুঁঠচূর্ণ সমভাগে সীধু নাম মদ্যের সহিত সেবন করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) অতিসারে শুঁঠ—বালা ও শুঁঠ সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক সেব্য। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও অতিসারহর (চিঃ ১০ অঃ)। (৪) ক্ষতক্ষীণে শুঁঠ—ক্ষতক্ষীণ রোগী শুঁঠের চূর্ণ প্রত্যহ

সেবন করিবে। ঔষধ সেবন কালে অন্ন ত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিতে হইবে। ইহা বলারোগ্যপ্রদ (চিঃ ১৬ অঃ)। (৫) **শোথে** আদা—পুরাণ গুড় ও আদা তুল্য-ভাগে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া এক মাস সেবন করাইবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ বা মাংস যূষের সহিত অন্ন পথ্য দিবে। ইহা শ্বাসের পক্ষেও হিতকর। (চিঃ ১৭ অঃ)। (৬) **উদররোগে** আদা—আদার রস ও দুগ্ধ সমভাগে সেব্য। কিম্বা দশগুণ আদার রসের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া সেই তৈল সেবন ও অভ্যঙ্গ করিবে (চিঃ ১৮ অঃ)। (৭) **আমপরিপাচনার্থ** শুঁঠ—গরম জলের সহিত শুণ্ঠীচূর্ণ পান করিলে আম পরিপাক প্রাপ্ত হয় (চিঃ ১৯ অঃ)।

সুশ্রুত—কর্ণশূলে আদা—তিল তৈল ও আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে বিন্দু বিন্দু করিয়া কাণের ভিতর দিবে। ইহাতে কানের বেদনা নিবৃত্তি পাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **কামলায়** শুঁঠ—কামলারোগীর পক্ষে, পুরাণ গুড়ের সহিত শুঁঠ সেবন হিতকর (উঃ ৪৪ অঃ)। (৩) **গুল্মে** শুঁঠ—গুল্ম-রোগীর বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত ত্রিবৃৎ ও শুণ্ঠীচূর্ণ সেবন করাইবে (উঃ ৪২ অঃ)।

চক্রদত্ত—সন্নিপাতজ্বরে আদা—আদার রসে সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিবে এবং কিছুক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিয়া, পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলিবে। ইহাতে বুকের, গলার, কণ্ঠের কফ বাহির হইয়া, লঘুতা জন্মিবে (জ্বর চিঃ)। (২) **অতিসারে** আদা—উত্তানস্থিত রোগীর নাভীর চতুর্দ্দিকে পিষ্ট-আমলকীর আলবাল প্রস্তুত করিয়া, মধ্যস্থল আদার রসে পূর্ণ করিবে, ইহা অতিসারের পক্ষে হিতকর (অতিসার চিঃ)। (৩) **গ্রহণীতে** শুঁঠ—শুণ্ঠী কল্কের সহিত গব্যঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেব্য। ইহা বায়ুর অনুলোমক এবং গ্রহণী বিশেষে প্রযোজ্য (গ্রহণী চিঃ) (৪) **ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য** আদা—মধ্যাহ্নের আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে সৈন্ধব লবণ সহ ৪।৫ টুকরা আদা চিবাইয়া, ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে, বেশ অগ্নিবৃদ্ধি করে (অগ্নিমান্দ্য চিঃ)। (৫) **কাসে** আদা—আদার রস মধুর সহিত সেবন করিলে নূতন সর্দ্দি এবং শ্বাসকাসের উপশম হয় (কাস চিঃ)। (৬) **ঊরুস্তম্ভে** শুণ্ঠী—ঊরুস্তম্ভ রোগী গোমূত্র বা দশমূলের কাথের সহিত শুণ্ঠীচূর্ণ পান করিবে (ঊরুস্তম্ভ চিঃ)। (৭) আমবাতে শুঁঠ—আমবাত রোগী কাঁজির সহিত শুঁঠচূর্ণ পান করিবে (আমবাত চিঃ)। (৮) **হৃদ্রোগে** শুঁঠ—শুঁঠের কাথ গরম গরম পান করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। ইহা হৃদ্রোগ ও কাসাদির পক্ষে ও হিতকর (হৃদ্রোগে চিঃ)। (৯) **শিরোরোগে** শুঁঠ—শুণ্ঠীচূর্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত পূর্ব্বক নস্য করিলে তীব্র শিরোবেদনা প্রশমিত হয় (শিরোরোগ চিঃ)।

শার্ঙ্গধর—আমাতিসারে পেটের ব্যথায় শুঁঠ—শুণ্ঠীচূর্ণে কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত মাখাইয়া এরণ্ড পত্র বেষ্টন পূর্ব্বক মাটীর প্রলেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পুটপাক করিবে। এই চূর্ণ প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেবন করিলে আমাতিসারের বেদনা নিবৃত্তি পায় (দ্বিঃ খঃ ১ অঃ)। (২) আমবাতে শুণ্ঠীপুটপাক—শুণ্ঠীচূর্ণ এরণ্ডমূলের রসে সিক্ত করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। এই পিণ্ড এরণ্ড পত্র দ্বারা আবৃত করিয়া পুটপাক করিবে। ইহার রস মধুর সহিত পান করিলে প্রবল আমবাত জয় করা যায়। (৩) বৃষণবাতে আর্দ্রক—আদার রস মধুর সহিত পান করিলে বৃষণবাত বিনাশ পায় (দ্বিঃ খঃ ১অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—বিষমজ্বরে শুণ্ঠী—পীতপুষ্প বেড়েলার মূলের ছাল ও শুণ্ঠী সমভাগে লইয়া কাথ করিবে। ২।৩ দিন এই কাথ পান করিলে শীতকম্পদাহসমন্বিত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় (মঃ খঃ ১ ভাঃ)। (২) বমন ও বিসূচীকায় শুঁঠ—বেলশুঁঠ ও শুণ্ঠীর কাথ পান করিলে বমন ও বিসূচীকা প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। (৩) খেজুর ও পানিফলভক্ষণজ অজীর্ণে শুঁঠ—খেজুর ও পানিফলের অতিভোজন জন্য জাত অজীর্ণে শুঁঠ সেবন করিবে (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৪) হিক্কায় শুঁঠ—ছাগীদুগ্ধ দ্বারা ক্ষীর পরিভাষানুসারে প্রস্তুত শুণ্ঠীর কাথ হিক্কানাশক। (৫) গুল্মে আদা—সর্জ্জিকাক্ষার ও আদা সমভাগে গুল্মরোগে সেব্য (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)। (৬) শীতপিত্তে আদা—শীতপিত্তরোগে পুরাণ গুড়ের সহিত আদার রস সেব্য।

Constituents.—A volatile oil 2 p. c., fat, a crude liquid oleo resin, gingerol or gingerin, mucilage, resin, starch 20 p. c.; ash 4 p. c.

Actions and uses.—Dried ginger is aromatic, stimulant and carminative, produces a sensation of warmth at the epigastrium and expels flatus; as a carminative it is given in colic; as a masticatory in relaxed throat and to increase the saliva. Locally it is rubefacient, anodyne and sialogogue. When chewed fresh ginger is stomachic and disgestive. The dry rhizome powdered and made into a paste with warm water is used as cataplasm or fomentations to the forehead in headaches, neuralgia, colic and toothache; also given in atonic dyspepsia loss of appetite, to correct flatulence in colic diarrhœa, chronic bronchial cough, palpitation of the heart, dropsy, cholera and tympanitis, and as a corrective to nauseous medicines and to check griping of purgatives. It is also used as a flavouring adjuvant to bitters. The juice is given as an adjuvant to laxatives, as castor oil; with garlic and honey it is used for cough and asthma. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 601.)

নব্যমত—শুঁঠ, সুগন্ধি, উষ্ণ ও বায়ুনাশক। সেবন করিলে পেট গরম বা পেট জ্বালা করে এইরূপ অনুভব হয়। ইহা উদরে সঞ্চিত বায়ু নিঃসারিত করিয়া উদরাধ্মান প্রশমিত করে। বায়ুনাশক বলিয়া শুঁঠ শূলরোগে প্রযোজ্য। গলরোগ বিশেষে (Relaxed throat) এবং লালাস্রাব বর্দ্ধিত করিবার জন্য শুঁঠ চর্ব্বণ করিতে দিবে। প্রলেপাদি বাহ্য প্রয়োগে শুণ্ঠী ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক বেদনাহর এবং লালাস্রাবকারী। আর্দ্রক চর্ব্বণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে পাচক। শুঁঠচূর্ণ গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শিরঃপীড়িত রোগীর ললাটে প্রলেপ দিবে কিম্বা তদ্দারা পিণ্ডস্বেদ দিবে। শুঁঠী নার্ভের শূল, শূলরোগ, দন্তশূল, গ্রহণী বিশেষ (Atonic Dyspepsia) অগ্নিমান্দ্য, উদরাধ্মান, প্রবাহিকা, কাস, "বুক ধড়ফড় করা," শোথ, বিসূচীকা ও উদরধ্মান রোগে ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু ইহা বিবমিষোৎপাদক কিম্বা বিরেচক ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে বিবমিষা ও বিরেচন জন্য পরিকর্ত্তিকা জন্মিতে পারে না। তিক্ত ভেষজ দ্রব্যকে সুগন্ধি করিবার জন্যও শুণ্ঠীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এরণ্ড তৈল প্রভৃতি বিরেচক ভেষজের সহিত আদার রস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রসোন ও মধুর সহিত শুণ্ঠী কাসশ্বাসে প্রয়োগ করা যায় (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া, আর, এন কোরি, ২য় খণ্ড, ৬০১ পৃঃ)।

আস্ফোতা—আস্ফোতা।

আস্ফোতা। Echites dichotoma.

পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্——"আস্ফোতা আফরমালীতি লোকে" শিবদাসঃ।

আস্ফোতা বিষকুণ্ডলী। রাজবল্লভঃ।

বিষে আস্ফোতামূলম্—"বিষে বটকনাস্ফোতামূললেপো মদপ্রদঃ"। (বৃন্দবোধিঃ)। চক্রদত্তঃ।

আস্ফোতার ভাষানাম—বঙ্গভাষায় আস্ফোতাকে হাপরমালী বলে।

বর্ণন—হাপরমালীর ক্ষুপ প্রায়ই ভূলুণ্ঠিত থাকে। ইহা শুষ্ক ভূমিতে জন্মে। শাখার গ্রন্থি হইতে শিফা নির্গত হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পাতা কর্কশ নহে; ইহাতে রোম নাই। পাতার উপরদিক্ চিক্কণ, যেন তৈলাক্ত, পত্রপ্রান্ত তরঙ্গায়িত। পাতা

ছিঁড়িলে বা কচি ডাল ভাঙ্গিলে খুব শাদা আঠা পড়ে। ফুল শাদা—দেখিতে ঠিক্ যেন বাটির মত। চৈত্র, বৈশাখে ফুল হয়। ফুলের গন্ধ, বকুল ফুলের মত। রাঢ় দেশে বালিকারা "পুণ্য পুষ্করিণী" ব্রতে হাপরমালীর ফুলে পূজা করে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—আঠা, মূলত্বক্।

বৈদ্যকে আস্ফোতার ব্যবহার।

চক্রদত্ত—চিপ্পে আস্ফোতা মূল—সোহাগা ও হাপরমালীর আর্দ্র মূলত্বক্ সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক লেপ দিলে নখকুনী ভাল হয় (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু, মদনবিনোদ, রাজনিঘণ্টু প্রভৃতি প্রাচীন দ্রব্যগুণ বিষয়ক গ্রন্থে আস্ফোতার পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। প্রাচীনগণ স্ফোতা বা আস্ফোতা শব্দ সারিবার পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন এবং আস্ফোতার অর্থ নির্দ্দেশ স্থলে, ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার, "আস্ফোতা সারিবা গিরিকর্ণিকা চ" লিখিয়াছেন। ডল্বণ যে সর্ব্বত্রই আস্ফোতা শব্দের অর্থ সারিবা লিখিয়াছেন, সুশ্রুতটীকায় কৃতশ্রম ব্যক্তি তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। বৈদ্যকে শুক্লসারিবা, কৃষ্ণসারিবা, উৎপলসারিবা শব্দ পাওয়া যায়। হাপরমালী পূর্ব্বে কোন প্রকার সারিবা নামে পরিচিত ছিল কি না, ইহার বিচার আবশ্যক। সারিবা বিষয়ক প্রবন্ধে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস সর্ব্বত্রই আস্ফোতা শব্দের অর্থ হাপরমালী লিখিয়াছেন (অগ্নিমান্দ্যের "ক্ষার গুড়" ও বাতব্যাধির মজ্জমেহোক্ত আস্ফোতা শব্দের টীকা দেখ)। রাজবল্লভ, শ্যামালতা, অনন্তমূল এবং আস্ফোতার গুণ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে রাজবল্লভ রচয়িতা, আস্ফোতা ও সারিবা পৃথক্ বস্তু বলিয়া জানিতেন। চরক-সুশ্রুতোক্ত আস্ফোতার প্রয়োগ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না, যেহেতু আমরা এস্থলে আস্ফোতা শব্দ হাপরমালী অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছি। চরকসুশ্রুতাদিবৎ সারিবা অর্থে প্রয়োগ করি নাই।

ইঙ্গুদী—হিঙ্গুটী।

হিঙ্গুটী (বঃ)। Balanites Roxburghii, B. Indica, B. Egyptica.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তীক্ষ্ণকণ্টকঃ," "তৈলফলঃ," "কীটুফলঃ," "মুনিবৃক্ষঃ"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"অঙ্গারবৃক্ষঃ,"

"মূলারি"। পূর্ব্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—"ইঙ্গুদী কণ্টকীবৃক্ষঃ (ডল্বণাঃ সু: টী: ৪৫ অ:)।

ইঙ্গুদঃ কুষ্ঠভূতাদিগ্রহব্রণবিষক্রমীন্। হন্ত্যুষ্ণঃ শ্বিত্রশূলঘ্নস্তিক্তকঃ কটুপাকবান্॥ ভাবপ্রকাশঃ।

ইঙ্গুদী মদগন্ধী স্যাৎ কটূষ্ণা ফেনিলা লঘুঃ। রসায়নী হন্তি জন্তু-বাতামযকফব্রণান্॥ রাজনিঘণ্টুঃ।

কুষ্ঠেষু ইঙ্গুদীতৈলম্—"* * তৈলান্যথেঙ্গুদীনাঞ্চ কুষ্ঠেষু হিতান্যাহুঃ * *।" (চি: ৭ অ:)। চরকঃ।

মূষিকবিষে ইঙ্গুদী—"শিরীষেঙ্গুদকল্কন্তু লিহ্যাৎসহ সমাক্ষিকম্" (কল্প: ৬ অ:)। (২) রক্তপিত্তে ইঙ্গুদীফলমজ্জা—"মজ্জানমিঙ্গুদস্যৈবং পিবেৎমধুকসংযুতম্"। (উ: ৪৫ অ:)। সুশ্রুতঃ।

ইঙ্গুদীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তীক্ষ্ণকণ্টক," "ক্রোষ্টুফল," "তৈলফল," "পূতিগন্ধ"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অনিলান্তক" "শূলারি,"।

ইঙ্গুদীর ভাষানাম—হিঃ—হিঙ্গন। তৈঃ—নগুনদন্, গরিচেট্টু, রিংগ্রী।

বর্ণন—ইঙ্গুদীর বৃক্ষ ১২।১৪ হাত উচ্চ হয়। পাতা প্রায় কাঁঠাল পাতার মত—চৌড়ায় তদপেক্ষা কিছু কম। অক্ষোঠের মত ইহার তীক্ষ্ণাগ্র শাখা আছে। ফুল ছোট, ফুলের বর্ণ—হরিদ্রাভ শ্বেত। বসন্তকালে পুষ্পিত হয়। ফল বড় হয়—ফলের উপরি, যেন পাঁচ ভাগে ফলটী ভাগ করার মত দাগ থাকে। বীজ এত শক্ত, যে অগ্রভাগে ছিদ্র করিয়া শস্যনিষ্কাশন পূর্ব্বক, উহাতে বারুদ ভরিয়া বম্ তৈয়ার করে, এইরূপ জনশ্রুতি। ফলে এক রকম কেমন দুর্গন্ধ আছে। ফল স্বাদে তিক্ত, অতি বিরেচক। বঙ্গদেশে ইঙ্গুদী বৃক্ষ জন্মে না। দিল্লী সন্নিকৃষ্ট স্থানে, যমুনা তীরে এবং হিমালয়ের পাদদেশে ইঙ্গুদী বৃক্ষ দেখা যায়। কালিদাস, মালিনীতীরশোভী কণ্বের আশ্রম বর্ণনে লিখিয়াছেন "প্রস্নিগ্ধাঃ কচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ"। ইঙ্গুদীর ফলে তৈল হয়, ঋষিরা এই তৈল ব্যবহার করিতেন। দুষ্মন্তের বিদূষক বলিতেছেন "মা কদাপি তপস্বিন ইঙ্গুদী-

তৈলমিশ্রচিক্কণশীর্ষস্ত হস্তে পতিষ্যতি"। দেখো শকুন্তলা যেন কোন ইঙ্গুদীতৈলচিক্কণমস্তক তপোধনের হস্তগতা না হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফলমজ্জা, তৈল।

বৈদ্যকে ইঙ্গুদীর ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে ইঙ্গুদীতৈল—কুষ্ঠের পক্ষে ইঙ্গুদীতৈল হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)।

সুশ্রুত—মূষিকবিষে ইঙ্গুদীফলমজ্জা—মূষিকবিষ প্রতীকারার্থ শিরীষ ও ইঙ্গুদীর কল্ক সমভাগে মধুযোগে সেব্য (কল্প ৬ অঃ)। (২) রক্তপিত্তে ইঙ্গুদীফলমজ্জা—রক্তপিত্তে ইঙ্গুদীফলমজ্জা যষ্টিমধু সহ সেব্য (উঃ ৪৫ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, ফলবর্গে (সূঃ ২৭ অঃ) বলিয়াছেন "ইঙ্গুদং তিক্তমধুরং স্নিগ্ধোষ্ণং কফবাতজিৎ"। সুশ্রুত ইঙ্গুদীত্বকের শিরোবিরেচনত্ব নির্দেশ করিয়াছেন—"ইঙ্গুদী—মেষশৃঙ্গীত্বচৌ" (সূঃ ৩৯ অঃ)। কোন ইংরাজ বলিয়াছেন ইঙ্গুদী ফলের মদ নিগ্রোরা পান করে। চরকের সূত্র স্থানের ২৫শ অধ্যায়ে, যে সকল পুষ্পফলমূলাদি হইতে মদ্য প্রস্তুত হইত তৎসমুদায়ের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু উহাদের মধ্যে ইঙ্গুদীর উল্লেখ নাই। সুশ্রুত, ইঙ্গুদী তৈলকে রেচক, কুষ্ঠ, মেহও শিরোরোগ নাশক বলিয়াছেন (সূঃ ৪৫ অঃ)।

Constituents.—The bark yields a principle allied to saponin. From the seeds is extracted the oil known as zachun oil or zaitun oil of Africa. The oil resembles that of Arachis hypogœa ; it congeals at zero. It contains fatty acids. It is a slow drying oil, and becomes white when exposed to the sunlight. The pulp contains an organic acid, saponin, mucilage and sugar.

Actions and uses.—Leaves acrid, purgative, anthelmintic and expectorant, used in worms in children, cough and irritation of the throat. It is a good emulsifier. In action it resembles senega. The oil expressed from the seeds is applied to burns and excoriations, and also to freckles. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 143-4).

নব্যমত—ইঙ্গুদীর পত্র কটু, উষ্ণ, বিরেচক, কৃমিঘ্ন, কফনিঃসারক। ইহা শিশুর কৃমি, কাস ও কণ্ঠোধ্বংসে ব্যবহৃত হয়। ইঙ্গুদী পত্রের গুণ "সিনেগা"র মত। গাত্রের চর্ম্ম উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইলে, রৌদ্রদগ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ অঙ্গে কিম্বা গ্রীষ্মাতিশয্যে ত্বক্ দগ্ধপ্রায় হইলে, ইঙ্গুদীবীজজাত তৈল অভ্যঙ্গ করিবে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ১৪৩-৪ পৃঃ)।

इन्द्रवारुणी—इन्द्रवारुणी।

इन्द्रवारुणी, ऐन्द्री, गवाक्षी—Bryonia Scabrella or Cucumis Trigonis. **महेन्द्रवारुणी, विशाला**—Citrulls Colocynthis, Cacumis Colocynthis. **श्वेतपुष्पी विशाला**—Trichosanthes palmata.

"इन्द्रवारुण्याः परिचयज्ञापिका संज्ञा—"पीतपुष्पी," "क्षुद्रफला," "बालकप्रिया"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"विषघ्नी"।—विशालायाः परिचयज्ञापिका संज्ञा—"दीर्घवल्ली," "महाफला," "चित्रफला," "रम्या"।

इन्द्रवारुणिकाऽत्युष्णा रेचनी कटुका तथा। क्रिमिश्लेष्मव्रणान् हन्ति हन्ति सर्व्वोदराण्यपि॥ इन्द्रवारुद्वयं तिक्तं कटु पाके रसे लघु। वीर्य्योष्णं कामलापित्तकफश्लीपदनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

इन्द्रवारुणिका तिक्ता कटुःशीता च रेचनी। गुल्मपित्तोदरश्लेष-क्रिमिकुष्ठज्वरापहा॥ महेन्द्रवारुणी ज्ञेया पूर्व्वोक्तगुणभागिनी रसे वीर्य्ये विपाके च किञ्चिद्दोषा गुणाधिका॥ राजनिघण्टुः।

गवादनीद्वयं तिक्तं पाके कटु सरं लघु। वीर्य्योष्णं कामलापित्तकफश्ली-होदरापहम्। कासश्वासापहं कुष्ठगुल्मग्रन्थिव्रणप्रणुत्। प्रमेहमूढ़गर्भा-गण्डामयविषापहम्। भावप्रकाशः।

कामलायां गवाक्षी—"* * हिता गवाक्षी सगुड़ा * *"। (उः ४४ अः)। सुश्रुतः।

मूर्च्छा ऐन्द्रीमूलम्—"ऐन्द्रीमूलभवं चूर्णं चतुर्तैलेन मर्दितम्। नश्याद् गोपयसा पीतं सर्व्वहृद्विनिवारणम्"। (रुचि—चिः)। (२) गलगण्ड-मालायां ऐन्द्री—"ऐन्द्र्या वा * * मूर्व्वा गोमूत्रयोगतः। गण्डमालां

হরিতাং চিরকালোত্থিতামপি"। (গলগণ্ডাদি—চিঃ)। (২) অন্তঃ-শল্যনির্হরণার্থং গবাক্ষীমূলম্—"গবাক্ষীমূলতস্তথা" (ভগ্নমো—চিঃ)। (৩) উন্মাদে গবাক্ষীফলম্—"গ্রহরাক্ষসজিদ্বল্যং গবাক্ষীফলমূলজম্"। (উন্মাদ—চিঃ)। (৪) স্তনোত্থিতায়াং পীড়ায়াং বিশালামূলম্—"বিশালামূললেপস্তু হন্তি পীড়াং স্তনোত্থিতাম্" (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

সন্নিপাতে ইন্দ্রবারুণিকামূলম্—"ইন্দ্রবারুণিকামূলং মাগধী—গুড়সংযুতম্। ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রন্তু সন্নিপাতং ব্যপোহতি। (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

ইন্দ্রবারুণীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"পীতপুষ্পী," "ক্ষুদ্রফলা", "বালকপ্রিয়া"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"বিষঘ্নী"। বিশালার পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"দীর্ঘবল্লী," "মহাফলা," "চিত্রফলা", "রম্যা"।

ভাষানাম—ইন্দ্রবারুণীর বাঙলা নাম—রাখালশশা, হিন্দী নাম—ছোটাইন্দ্রায়ন্। বিশালার বাঙলা নাম—মাখাল, হিন্দি নাম—ইন্দ্রায়ন্ বা বড়িইন্দ্রায়ন্। মঃ—লঘুইন্দ্রবন, কাঁবউঠঠ। গুঃ—ইন্দর বাণীযুঁ। কঃ—হাম্মেক্কেক। তৈঃ—এতিপুচ্ছা। ফাঃ—খুর্জজাতলখ। অঃ—হঞ্জল। শ্বেতপুষ্পী বিশালাকে বঙ্গে শ্বেতপুষ্প মাখাল বা শ্বেতমাখাল বলে।

বর্ণন—ইন্দ্রবারুণীলতা গুল্মাদি আশ্রয় করিয়া প্রতান বিস্তার করে। ইহার পাতা তেলাকুচার পাতা অপেক্ষা ছোট। পাতার ধার অসমান—ভাগ ভাগ করা, অনেক তফাতে তফাতে এক একটী পাতা থাকে, পাতায় রোম নাই। পাতার বোঁটায় এবং ডাঁটাতে রোম আছে। পত্রবৃন্তের নিকট হইতে পুষ্প ও একটী লম্বা আবর্ত্তিতাগ্র আকর্ষণী বাহির হয়। এতদ্দ্বারা লতা আশ্রয় বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া থাকে। ফুলের আকৃতি ঘণ্টার মত, উপরিভাগ পাঁচভাগে খণ্ডিত, হরিদ্রাবর্ণ—পুংপুষ্পের বৃন্ত দীর্ঘ, স্ত্রীপুষ্পের বৃন্ত হ্রস্ব। ফল কুলের মত। মাখালের (মহেন্দ্রবারুণী বা বিশালার) লতা দীর্ঘ হয়। পাতার ধারে বহু গভীর খাঁজ আছে। পত্রপৃষ্ঠে, পত্রবৃন্তে এবং ডাঁটায় রোম আছে। পত্রবৃন্ত সন্নিহিত স্থান হইতে পুষ্প নির্গম হয়। পুষ্পবৃন্ত নাতিদীর্ঘ, পুষ্প পীতবর্ণ। ফল বড় ও গোল, কচিৎ বা অতি অল্প লম্বা। কাঁচা ফলের গায়ে ডোরা থাকে—পাকিলে

সিন্দুরবর্ণ হয়। ফলের ভিতর কৃষ্ণবর্ণ শস্যে বীজ থাকে। ফল ও মূল অতি তিক্ত। শ্বেতপুষ্পী বিশালার লতা উচ্চ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে। পার্থক্য এই, ইহার পাতা করতলবৎ চৌড়া, ফুল শাদা, ফল লেবুর মত। ইহাও পাকিলে লাল হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, ফল।

মাত্রা—মূলস্বরস ১—২ তোলা। মূলচূর্ণ ৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে ইন্দ্রবারুণী ও বিশালার ব্যবহার।

সুশ্রুত—কামলারোগে ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর মূলের রস গুড়ের সহিত সেব্য। বিরেচক বলিয়া ইহা কামলারোগে হিতকর (উঃ ৪৪ অঃ)।

চক্রদত্ত—বৃদ্ধিরোগে ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর মূলচূর্ণ এরণ্ড তৈলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক গোদুগ্ধের সহিত তিন দিন সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধি নিবৃত্তি পায় (বৃদ্ধি চিঃ)। (২) গণ্ডমালায় ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর মূল, গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে ঘোর গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালা চিঃ)। (৩) অন্তঃশল্য নির্হরণার্থ ইন্দ্রবারুণী—অন্তঃশল্য নির্হরণ অর্থাৎ শরীরের কোন স্থানে যদি কাঁকর, কাঁটা কি অন্য কোন বস্তু বিদ্ধ থাকে, তবে তাহা বাহির করিবার জন্য, ইন্দ্রবারুণীর মূল পেষণ পূর্ব্বক সেই শল্যবিদ্ধ স্থানে প্রলেপ দিবে (ব্রণশোথ চিঃ)। (৪) উন্মাদে ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর পাকা ফল গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক নস্য করিলে ব্রহ্মরাক্ষসগৃহীত উন্মাদ জয় করা যায় (উন্মাদ চিঃ)। (৫) স্তনপীড়ায় বিশালা—মাখালের মূল পেষণ করিয়া স্তনে লেপ দিলে স্তনপীড়া (ঠুন্‌কো) নিবৃত্তি পায়। (স্ত্রীরোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—সন্ধিবাতে ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীমূল কিঞ্চিৎ পিপুল ও গুড় সহ পেষণ পূর্ব্বক সেব্য। ইহা সন্ধিবাতে হিতকর (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে, ইন্দ্রবারুণী, মহেন্দ্রবারুণী বা বিশালা ও শ্বেতপুষ্পী বিশালার এবং রাজনিঘণ্টুতে ইন্দ্রবারুণী ও মহেন্দ্রবারুণীর গুণ পর্য্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইয়াছে। বাগ্‌ভটটীকাকার অরুণ বাগ্‌ভটের টীকায় বহুস্থলে ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুক্ত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাগ্‌ভট সূত্র স্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়োক্ত বর্ষাভূ ও আরুক শব্দের টীকায় "তথাচ নিঘণ্টুঃ" "নিঘণ্টাবুক্তং" বলিয়া অরুণ যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুক্ত পুনর্নবা এবং আরুকের পর্য্যায় গুণাদি মিলাইয়া পাঠ করিলেই একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুর রচয়িতা বা বক্তা যে সুশ্রুতগুরু ধন্বন্তরি, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অরুণও "তথাচ ধন্বন্তরিরাখ্যৎ" বলিয়া ধন্বন্তরীয়

নিঘণ্টুক্ত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন (বাগ্‌ভট—সূত্রস্থান ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৬৮ পৃঃ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সংস্করণ)। সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রমাণ করা হইল যে, সুশ্রুত টীকাকার ডল্লণ এবং বাগ্‌ভট টীকাকার অরুণের বহু পূর্ব্বে ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু রচিত হইয়াছিল। সুশ্রুতসংহিতায় উদ্ভিদের যে সকল নাম ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলি, স্বগুরুধন্বন্তরি কথিত নিঘণ্টুক্ত অর্থেই যে প্রযুক্ত হওয়া সম্ভব ইহা বোধ হয় প্রেক্ষাবান্ ব্যক্তিকে বুঝাইতে হইবে না। আমরা ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু দর্শনে অবগত হই যে "গবাক্ষী," ইন্দ্রবারুণীর এবং "মৃগের্ব্বারু," শ্বেতপুষ্পী বিশালার পর্য্যায়; কিন্তু ডল্লণ লিখিয়াছেন "মৃগের্ব্বারু রিন্দ্রবারুণী" "গবাক্ষী শ্বেতপুষ্পা ইন্দ্রবারুণী" (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৯ অঃ টীকা)। সুশ্রুতমতসম্বাদী বাগ্‌ভটের "মদনমধুকলম্বানিম্ববিম্বীবিশালা" ও "নিকুম্ভকুম্ভ-ত্রিফলাগবাক্ষী" পাঠের টীকায় অরুণ লিখিয়াছেন "বিশালা ইন্দ্রবারুণী" "গবাক্ষী, বিশালা, দ্বিতীয়েন্দ্রবারুণী" (বাগ্‌ভট সূত্রস্থান ১৫ অঃ টীকা)। ডল্লণ ও অরুণের এই ব্যাখ্যা ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু বিরুদ্ধ; সুতরাং এই অর্থ গ্রন্থকার সুশ্রুতেরও অভিপ্রেত নহে। ব্যাখ্যা নিঘণ্টু সম্মত না হইলেও ডল্লণ ও অরুণ তবু ইন্দ্রবারুণীদ্বয়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। চক্রপাণি কিন্তু এই পার্থক্যের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। ইনি মৃগের্ব্বারু (মাখাল) ও গবাক্ষী (রাখালশশা) শব্দে একই উদ্ভিদ্ বুঝাইয়াছেন "মৃগের্ব্বারুঃ গোরক্ষকর্কটী," (ভানুমতী সূঃ ৩৯ অঃ)। "গবাক্ষী গোরক্ষকর্কটী"—(ভানুমতী সূঃ ৩৬ অঃ "অজগন্ধাজশৃঙ্গীচ-গবাক্ষী" ইত্যাদি পাঠের ব্যাখ্যা)। চক্রপাণির এই অপব্যাখ্যা শিষ্যপরম্পরায় পল্লবিত হইয়াছিল। চক্রপাণির পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক রচিত যে সকল টীকা আমি পাঠ করিয়াছি তাহাদের কোনটীতেই ইন্দ্রবারুণীদ্বয়ের পার্থক্য রক্ষিত হইতে দেখি নাই। সকলেই গবাক্ষী ও বিশালা উভয়কেই গোরক্ষকর্কটী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস এবং বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগের কুসুমাবলী নাম টীকা রচয়িতা শ্রীকণ্ঠদত্ত উভয়েই যে এই দোষে দোষী এ কথা আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রম ব্যক্তির বিলক্ষণ জানা আছে। চক্রপাণি কর্ত্তৃক রক্ষিত এই বহুব্যাপক গোরক্ষকর্কটী নাম, কালক্রমে রাখালশশা এই বাঙ্‌লা নাম ধারণ করিয়া, মহেন্দ্রবারুণীকে (মাখাল) একবারে বাদ দিয়া কতকগুলি ইন্দ্রবারুণীসমদর্শন লতাকে রাখালশশা বলিয়া স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছে। রাঢ়ে যেগুলি কুঁদ্রুকি, বন বা তিৎকাঁকড়ি এবং বনগুমুক্ নামে প্রসিদ্ধ, বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশে সেই গুলিকেই অজ্ঞলোকে ইন্দ্রবারুণীরূপে ব্যবহার করে। কোচবিহারের লোকে পটোল সদৃশপত্র এক প্রকার লতাকে কেহ কেহ বা "বন খামাস্" (বক্তশশা) কিম্বা "ঘুঘুর" কে রাখালশশা বা মামা লাড়ু বলিয়া জানে। বস্তুতঃ যাহা রাখালশশা (ইন্দ্রবারুণী) আমরা শিরোভাগে তাহারই বর্ণন করিয়াছি। ঠিক এইরূপ ভাষানামের দোষেই, ভুল কম আছে

এমন অনেক উদ্ভিদ্ই, ভূমিকুষ্মাণ্ড ভ্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিদারী বিষয়ক প্রবন্ধে একথা বিবৃত হইবে।

নব্যমত সমালোচনা—বৃহন্নিঘণ্টু রত্নাকরের সঙ্কলয়িতা **শালিগ্রাম** বৈশ্য ইন্দ্রবারুণীর পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছেন "ফল সূক্ষ্ম কাঁটাযুক্ত লাল রংগকা হোতা হৈ"। ইন্দ্রবারুণীর বা মহেন্দ্রবারুণীর ফলে কাঁটা থাকে না। রাঢ়ে মাখাল সদৃশ এক প্রকার লতা যত্র তত্র জন্মিয়া থাকে। এই সুদীর্ঘ লতা উচ্চ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। ইহার ফল মহেন্দ্রবারুণীর অর্থাৎ মাখালের ফলাপেক্ষা লম্বা এবং ফলের গায়ে কাঁকরোলের মত কাঁটা থাকে। রাঢ়ে এই ফলকে "রাখালফল" বলে। রাখাল ফল বিষ। ক্ষিপ্ত কুকুর মারিবার জন্য পক্ব রাখালফল খাদ্যসহ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। বৈশ্যজি বোধ হয় ইহাকেই ইন্দ্রায়ন বলিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। রাখাল ফলের লাটিন্ নাম Ecballium Elaterium.

Constituents.—The pulp contains colocynthin, also colocynthein (a resin), colocynthitin, pectin, gum, no starch, ash 11 p. c. The seeds contain a fixed oil 17 p. c. albuminoids 6 p. c., and ash 3 p c. *(Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 308).

Therapeutics.—"A snuff of the powdered root is irritating to the eyes and nostrils. In India the root is given in rheumatism and enlargements of the abdominal viscera in children ; a paste of the fruit or the root with that of nuxvomica is applied to boils and pimples to hasten maturation. In minute doses, it is very beneficial in colic, sciatica, ovarian and other neuralgias ; and also to relieve pain of glaucoma." (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 308).

নব্যমত—ইন্দ্রবারুণীমূলচূর্ণের নস্য গ্রহণ করিলে হাঁচি হয় এবং চক্ষুর প্রদাহ জন্মে। ইন্দ্রবারুণীমূল, বাতে এবং বালকের প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধি রোগে সেব্য। ইন্দ্রবারুণীর ফল কিম্বা মূল এবং কুচিলা পেষণ পূর্ব্বক অপক্ব স্ফোটক প্রলিপ্ত করিলে, শীঘ্র পক্বতা প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্র-বারুণী অত্যল্প মাত্রায় শূল, বাতব্যাধি বিশেষ (Sciatica), "ওভেরিয়ান্ নিউর্যালজিয়া" এবং অন্যান্য "নিউর্যালজিয়া" রোগে বিশেষ উপকারী। "গ্লাকোমা" রোগের বেদনা নিবারণার্থেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ৩০৮ পৃঃ)।

ऐक्षू—इक्षुः ।

इक्षुः । Saccharum officinarum.

इक्षुः सरो गुरुः स्निग्धोवृंहणः कफमूत्रजित् । वृष्यः शीतः पवनजिद्‌भुक्ते वातप्रकोपनः । अतीव मधुरोमूले मध्ये मधुर एवच । अग्रे त्वचि च विज्ञेय इक्षूणां लवणोरसः । इक्षुयुग्मं रसे स्वादु पित्तघ्नं वृष्यशीतलम् । ग्रन्थान्तरे—गुरु श्लेष्मप्रदं वातरक्तपित्तविनाशनम् । शर्करासमवीर्य्यस्तु दन्तनिष्पीड़ितोरसः । गुरुर्विदाही विष्टम्भी यन्त्रकस्तु प्रकीर्त्तितः । पक्कोगुरुरसः स्निग्धः सुतीक्ष्णःकफवातनुत् । इक्षुविशेषगुणाः—वृष्यः शीतोष्णपित्तं शमयति मधुरो वृंहणं श्लेष्मकारी । स्निग्धोक्ष्णोऽथवल्योऽप्यतिशमनपरो मूत्रशुद्धिं करोति । मेदोवृद्धिं विधत्ते शमयति च मलं तर्पणं चेन्द्रियाणाम् । दन्तैर्निष्पीड्य साक्षादमृतमयरसं भक्षयेदिक्षुदण्डम् । भक्षयेदिक्षुकं काले भोजनस्याग्रतो नरः । स्वभावान्मधुरोप्येष भुक्ते वातप्रकोपनम् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

इक्षवःपञ्चधा प्रोक्ता नानावर्णगुणान्विताः । सितः पुण्ड्रः कारङ्कः कृष्णोरक्तश्च ते क्रमात् । * * गुणाः—सितेक्षुः कठिनोरुक्षोगुरुश्च कफमूत्रकृत् । दीपनः पित्तदाहघ्नो विपाके कोष्णदः स्मृतः । पुण्ड्रोऽतिमधुरः शीतः कफकृत् पित्तनाशनः । दाहश्रमहरोरुच्यो रसे सन्तर्पणः परः । कारङ्कशालिर्मधुरः शीतलो रुचिकृन्मृदुः । पित्तदाहहरोहृद्यस्तेजोवलविवर्द्धनः । कृष्णेक्षुरुक्तोमधुरश्चपाके । स्वादुः सुहृद्यः कटुकोरसाढ्यः । त्रिदोषहारी शमवीर्य्यदश्च । सुवल्यदायी वहुवीर्य्यदायी । लोहितेक्षुश्चमधुरःपाकेस्याच्छीतलो मृदुः पित्तदाहहरोहृद्यस्तेजोवलविवर्द्धनः । * * अभुक्ते पित्तहाश्चैते भुक्ते वातप्रकोपनाः । भुक्तमध्ये गुरुतरा इतीक्षूणां गुणाश्रयः । * * * पक्केक्षुरसः स्निग्धः स्यात् कफवात नाशनोऽतिगुरुः । अतिपाकेन विदाहं तनुते पित्तास्रदोषशोषांश्च ॥ राजनिघण्टुः ।

* * कोशकारोगुरुः शीतो रक्तपित्तक्षयापहः। कान्तारेक्षुर्गुरु वृष्यः श्लेष्मलो वृंहणः सरः। दीर्घपोरः सुकठिनः सक्षारो वंशकः स्मृतः। शतपर्व्वा भवेत् किञ्चित् कोशकारगुणान्वितः। विशेषात् किञ्चिदुष्णश्च सक्षारः पवनापहः। तापसेक्षुर्भवेन्मृद्वी मधुरा श्लेष्मकोपनी। तर्पणी रुचिकृच्चापि वृष्या च वलकारिणी। एवं गुणैस्तु काण्डेक्षुः स तु वातप्रकोपनः। सूचीपत्रो नीलपोरो नैपाली दीर्घपत्रकः वातलाः कफपित्तघ्नाः सकषायाः विदाहिनः। मनोगुप्ता वातहरी तृष्णामयविनाशिनी सुशीता मधुरातीव रक्तपित्तप्रणाशिनी। फाणितलक्षणम्—इक्षोः रसस्तु यः पक्वः किञ्चिद्गाढ़ो वहुद्रवः। स एवेक्षु विकारेषु ख्यातः फाणितसंज्ञया। तद्गुणाः—फाणितं गुर्व्वभिष्यन्दि वृंहणं कफशुक्रकृत्। वातपित्तश्रमान् हन्ति मूत्रवस्तिविशोधनम्। मत्स्यण्डीलक्षणम्—इक्षोरसो यः सम्पक्वो घनः किञ्चिद्द्रवान्वितः। मन्दं यत् स्यन्दते तस्मान्मत्स्यण्डीति निगद्यते। तद्गुणाः—मत्स्यण्डी भेदिनी वल्या लघ्वी पित्तानिलापहा। मधुरा वृंहणी वृष्या रक्तदोषापहा स्मृता। गुड़लक्षणम्—इक्षोरसः यः सम्पक्वो जायते लोष्ट्रवद्दृढ़ः। स गुड़ो गौड़देशे तु मत्स्यण्डेव गुड़ोमतः। तद्गुणाः—गुड़ोवृष्यो गुरुः स्निग्धो वातघ्नो मूत्रशोधनः। नातिपित्तहरो मेदःकफकृमिवलप्रदः। पुराणस्य गुणाः—गुड़ोजीर्णो लघुः पथ्योऽनभिष्यन्द्यग्निपुष्टिकृत्। पित्तघ्नो मधुरो वृष्यो वातघ्नोऽसृक्प्रसादनः। नवीनगुड़गुणाः—गुड़ो नवः कफश्वासकासकृमिकरोऽग्निकृत्। श्लेष्माणमाशु विनिहन्ति सदार्द्रकेण। पित्तं निहन्ति च तदेवहरीतकीभिः। शुण्ठ्या समं हरति वातमशेषमित्थम्। दोषत्रयक्षयकराय नमो गुड़ाय। खण्डगुणाः—खण्डन्तु मधुरं वृष्यं चक्षुष्यं वृंहणं हिमम्। वातपित्तहरं स्निग्धं वल्यं वान्तिहरं परम्।

शर्करालक्षणम्—खण्डन्तु सिकतारूपं सुश्वेतं शर्करा सिता। तद्गुणाः

—सिता सुमधुरा रूक्षा वातपित्तास्रदाहहृत्। मूर्च्छाच्छर्दिज्वरान् हन्ति। सुशीता शुक्रकारिणी। भावप्रकाशः।

मूत्रकरत्वे इक्षुः—"इक्षुर्मूत्रजननानाम्"। (सूः २५ अः)। (२) रक्तपित्ते इक्षुः—"मधूदकस्येक्षुरसस्य चैव। पानाच्छमं गच्छति रक्तपित्तम्"। (चिः ४ अः)। (३) घ्राणमार्गात् रक्तस्रुतौ इक्षुः—"द्राक्षारसस्येक्षुरसस्य नस्यम्"। (चिः ५ अः)। (४) ग्रहण्यां इक्षुः—"तद्वद् द्राक्षेक्षुखर्ज्जूरस्वरसानासुतान् पिबेत्" (चिः १९ अः)। चरकः।

पाण्डुरोगे इक्षुः—"धात्रीफलानां रसमिक्षुजस्य। मन्थं पिबेत् क्षौद्रयुतं हिताशी"। (उः ४४ अः)। (२) क्षतोत्थे कासे इक्षुः—"क्षतोत्थे पिबेद् घृतस्येक्षुरसे विपक्वम्"। (उः ५२ अः)। सुश्रुतः।

अग्निविसर्पे इक्षुः—"सेचयेत् * * * । * * * इक्षुरसेन वा। (चिः १८ अः)। वाग्भटः।

ইক্ষুর ভাষানাম—বাঃ—আক্, কুশের। হিঃ—ইখ্, গন্না, গাঁড়া। মঃ—ঊঁস। গুঃ—শেরডী, শেরডেন্থু মূল। কঃ—কবু, কব্বিন্মেক্ক। তৈঃ—চিরকু। ফাঃ—নেশ্কর। আঃ—কম্বুস্ শকর।

বৈদ্যকে ইক্ষুর ব্যবহার।

চরক—মূত্রকরত্বে ইক্ষু—মূত্রজনকদ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) রক্তপিত্তে ইক্ষু—ইক্ষুরস রক্তপিত্ত প্রশমক (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে ইক্ষু—নাসিকা হইতে রক্ত পড়িলে ইক্ষুরসের নস্য লইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৪) গ্রহণীতে ইক্ষু—ইক্ষুরসের আসব গ্রহণীরোগে হিতকর (চিঃ ১৯ অঃ)। প্রস্তুত করিবার প্রণালী—ইক্ষুরস জ্বাল দিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট রাখিয়া শীতল হইলে, উহাতে এক চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া, গাঁজিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, আবৃতমুখ মৃৎ বা প্রস্তর পাত্রে রাখিবে। ইহারই নাম ইক্ষুরসাসব বা আসুত ইক্ষুরস।

সুশ্রুত—পাণ্ডুরোগে ইক্ষু—যব, তণ্ডুল, খৈ ও কলায়ের চূর্ণকে শক্তু বলে। পাণ্ডুরোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক এই সকল শক্তুর কোনটা কাঁচা আমলকী বা ইক্ষুর রস ও মধু সহ তরল করিয়া সেবন করাইবে (উঃ ৪৪ অঃ)। টীকাকার অন্ত অর্থও

করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিকট যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাই লিখিত হইল। (২) ক্ষতোত্থে কাসে ইক্ষু—ক্ষতোত্থকাসে চতুর্গুণ ইক্ষুরসে পক্ব গব্যঘৃত পান করিবে (উঃ ৫২ অঃ)।

বাগ্‌ভট—অগ্নিবিসর্পে ইক্ষু—অগ্নিবিসর্পরোগে রোগীর গাত্রে, ইক্ষুরস সেচন করিবে (চিঃ ১৮ অঃ)।

বক্তব্য—চরকে পৌণ্ড্রক ও বংশক এই দুই প্রকার (চরক সূঃ ২৭ অঃ) এবং সুশ্রুতে পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তাপসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু, সূচীপত্রক, নৈপালী, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশকৃৎ এই দ্বাদশ প্রকার (সুশ্রুত সূঃ ৪৫ অঃ) ইক্ষুর উল্লেখ আছে।

Constituents.—The juice contains saccharine matter, water mucilage, resin, fat, albumen, &c.

Actions and uses.—Preservative, demulcent, antiseptic, aperient and dietetic; sugar-cane increases the salubility of lime in water. It is used as a food and nutrient to adipose tissue, hence sugar or sugar forming food is needed in health; absence of it in dietary leads to rapid emaciation. It is also diuretic, cooling, demulcent and laxative. As a refringerant drink, it is given in biliousness and jaundice. It is a good remedy in cough, hiccough, apthæ and hoarseness and locally in granulation of the eyelids and cornea. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 643).

নব্যমত—ইক্ষুরস, চুণের, জলেদ্রবীভবন ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে। ইহা উপাদেয় মেদোবর্দ্ধক খাদ্য। অতএব স্বাস্থ্যানুবর্ত্তনের জন্য, শর্করা কিম্বা শর্করা যাহার অন্যতম উপাদান এরূপ খাদ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। খাদ্যে শর্করার অত্যন্তাভাব ঘটিলে শরীর শীর্ণ হইয়া থাকে। শর্করা ও সিতোপলা (মিছরি) মূত্রকারক, শীত এবং মৃদুরেচক। পিত্তদুষ্টি ও কামলারোগে, শীতপানীয়রূপে শর্করা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিতোপলা, কাস, হিক্কা, ও স্বরভেদে হিতকর। অধিকন্তু ইহার বাহ্য প্রয়োগ অক্ষিপল্লব এবং অক্ষিতারার ক্ষতের রোপক। ক্রিমিরোগে ইহার বস্তি ফলপ্রদ। ইক্ষুর সিরাপ্, বিস্বাদ হেতু বিবমিষাজনক ঔষধের স্বাদ আচ্ছাদিত করিবার জন্য কিম্বা শিশুসেব্য ঔষধকে সুস্বাদু করণার্থই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নচেৎ স্বতন্ত্রভাবে ব্যাধিপ্রশমনকল্পে ইহার তাদৃশ উপাদেয়তা নাই। ইক্ষুসিরাপ্, বস্তুবিশেষের পক্ষে পচন নিবারক হইলেও ইহা উৎসেচন (fermentation) নিবারক নহে। (আর, এন্, খোরি—মেটিরিয়া মেডিকা অব্ ইণ্ডিয়া, ২য় খণ্ড, ৬৪৩ পৃঃ)।

উড়ুম্বর—उदुम्बरः।

उदुम्बरः, Ficus glomerata. काकोदुम्बरिकायाः—फल्गुः, मलपूः F. oppositifolia, F. hispida.

उदुम्बरस्य परिचयज्ञापिका संज्ञा—"क्षीरवृक्षः," "जन्तुफलः," "सदाफलः," "अपुष्पफलसम्बन्धः," "सितवल्कलः"।

काकोदुम्बरिकायाः परिचयज्ञापिका संज्ञा—"फलसम्भारी" "खरपत्री"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"कुष्ठघ्नी"।

उदुम्बरं कषायं स्यात् पक्वं तु मधुरं हिमम्। क्रिमिकृत्पित्तरक्तघ्नं मूर्च्छादाहतृषापहम्। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च।

औदुम्बरं फलमतीव हिमं सुपक्वम्। पित्तापहं च मधुरं श्रमशोफहारि। आमं कषायमतिदीपनरोचनञ्च। मांसस्य वृद्धिकरमस्रविकारकारि। राजनिघण्टुः।

काकोदुम्बरिका ग्राहिका कुष्ठव्रणापहा। रक्तपित्तहरा शोफपाण्डुश्लेष्महरा च सा। अन्यच्च—काकोदुम्बरिका शीता पाके शीघ्रा-ऽम्लिका कटुः। त्वग्दोषरक्तपित्तघ्नी तत्फलं चातिसारहृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

काकोदुम्बरिका शीता पक्वाऽम्लिकाकटुः। त्वग्दोषपित्तरक्तघ्नी तद्वल्कं चातिसारजित्। उदुम्बरत्वचा शीता कषाया व्रणनाशिनी। दुर्विषौगर्भसंरक्षे हिता स्तन्यप्रदायिनी। राजनिघण्टुः।

उदुम्बरो हिमो रूक्षो गुरुः पित्तकफास्रजित्। मधुरस्तुवरो वर्ण्यो व्रणशोधनरोपणः। मलपूः स्तम्भनतिक्ता शीतला तुवरा भवेत्। कफपित्तव्रणश्वित्रकुष्ठपाण्डुर्शःकामलाः। भावप्रकाशः।

श्वित्रे काकोदुम्बरः--"श्वित्रे स्रंसनमग्र्यं मलपूरस इष्यते सगुडः" (चिः ७ अः)। (२) योनिरोगे उदुम्बरः—"उदुम्बरस्य दुग्धेन षट्कृत्वा भावितांस्तिलान्। तैलं क्वाथेन तस्यैव सिद्धं धार्य्यन्तुपूर्व्ववत्"। (चिः ३० अः)। चरकः।

रक्तपित्ते उदुम्बरः—"उदुम्बरफलं पिष्ट्वा पिबेत् तद्रसमेव वा" (उः ४५ अः)। सुश्रुतः।

अत्यग्निप्रशमने उदुम्बरत्वक्—"नारीक्षीरेण संयुक्तां पिबेदौडुम्बरीं त्वचम् (अग्निमान्द्य –चिः)। (२) रक्तपित्ते काकोदुम्बरः—"समाक्षिकः फल्गुफलोद्भवो वा। पीतोरसः शोणितमाशु हन्ति"। (रक्तपित्त—चिः)। (३) पित्तजतृष्णायां पक्कोदुम्बरफलम्—"पित्तजायान्तु तृष्णायां पक्कोदुम्बरजो रसः। तत् क्वाथो वा हिमस्तद्वत् * * * (तृष्णा —चिः)। चक्रदत्तः।

असृग्दरे उदुम्बरफलं—"क्षौद्रयुक्तं फलरसमौदुम्बरभवं पिबेत्। असृग्दरविनाशाय सशर्करपयोऽन्नभुक्" (मः खः ४ भाः)। भावप्रकाशः।

वातव्याधौ काकोदुम्बरदुग्धम्—"काकोदुम्बरदुग्धैः सरामठैर्हरेत् सर्व्वयोगविच्। कपिकच्छुमूलयुक्तैर्नस्यैरववाहुजां पीड़ाम्"। (वातव्याधि —चिः)। (२) योनिगाढ़ीकरणे उदुम्बरफलम्—"पलाशोदुम्बरफलं तिलतैलसमन्वितम्। मधुना योनिमालिप्य गाढ़ीकरणमुत्तमम्"। (स्त्रीरोग—चिः)। (३) सारमेयविषे काकोदुम्बरमूलम्—"काकोदुम्बरमूलन्तु धुस्तूरफलकान्वितम्। पिबेत्तण्डुलतोयेन सारमेयविषापहम्"। (विष—चिः)। वङ्गसेनः।

উডুম্বরের ভাষানাম—বঙ্গদেশে যে ডুমুরের তরকারী খায় তাহার সংস্কৃত নাম "কাকোডুম্বরিকা"। কঙ্ক ও মলপূ ইহার নামান্তর। আর যাহাকে যজ্ঞডুমুর বলে, তাহার সংস্কৃত নাম "উডুম্বর," কাশীঅঞ্চলে ইহাও ব্যঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হয়। উডুম্বরের হিঃ—

গুলর। মঃ—উম্বর। গুঃ—উম্বরো। কঃ—অত্তি। তৈঃ—বাড়ুচেট্টু। কাঃ—অঞ্জীরে আদম্। অঃ—জমীযু্। কোঃ—ডুম্‌রী। কাকোডুম্বরের—হিঃ——কঠুম্বর। মঃ—কাঠঠাউম্বর, বোখাড়া। গুঃ—টেডউম্বর। কঃ—কাঅত্তি। তৈঃ—ব্রহ্মমেডিচেট্টু, কাকী বাড়ুচেট্টু। কাঃ—অঞ্জীরেদস্তী। অঃ—তন্‌বরি। কোঃ—খোক্‌সা।

যজ্ঞডুমুরের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষীরবৃক্ষ," "জন্তুফল," "সদাফল," "অপুষ্পফলসম্বন্ধ," "সিতবল্কল"। ডুমুরের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ফলসস্তারী," "খরপত্রী"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কুষ্ঠঘ্নী"।

বর্ণন—ডুমুরের গাছ সুপরিচিত। যজ্ঞডুমুরের গাছ ডুমুরের গাছ অপেক্ষা বৃহত্তর ও ইহার কাণ্ড "সিতবল্কল"। যজ্ঞডুমুরের পাতা ডুমুরের পাতার মত চৌড়া নহে। ডুমুরের পাতা কর্কশ, যজ্ঞডুমুরের পাতা কর্কশ নহে। ইহাতে শূন্যগর্ভ অর্ব্বুদাকৃতি স্ফীতি থাকে। ডুমুরের ফল অপেক্ষা যজ্ঞডুমুরের ফল বৃহত্তর। যজ্ঞডুমুরের ফল পাকিলে লাল হয়, পাকাফলের ভিতর পোকা থাকে অতএব "জন্তুফল" নাম। কাঁচাফল কাটিলে আঠা বাহির হয়। যজ্ঞডুমুরের পাকাফল মধুর। গ্রীষ্মকালে, পাকা যজ্ঞডুমুরের ফলের সরবৎ উত্তম পানীয়।

উডুম্বরের ফুল আছে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় অনভিজ্ঞ লোকে বলে ডুমুরের ফুল নাই। এই ভ্রম অপনোদনার্থে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। ডুমুরের ফুল দেখা যায় না; অতএব ডুমুরের ফুল নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করা ভ্রম। যে সকল ফুলের পুষ্পধি কোষ্ঠাকৃতি অর্থাৎ শূন্যগর্ভ বর্ত্তুলাকার সেই সকল পুষ্প আমাদের নয়নগোচর হয় না। পুষ্পধি কি? দল, পুংকেসর ও গর্ভকেসর এইগুলি লইয়া পুষ্প। পুষ্পে দল পুংকেসর ও গর্ভকেসর থরে থরে সাজান থাকে—সকলের বাহিরে দলের আবর্ত্ত, দলের আবর্ত্তের পর পুংকেসরের আবর্ত্ত, পুংকেসরের আবর্ত্তের পর অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে গর্ভকেসরের আবর্ত্ত। সকল পুষ্পেরই যে এই তিনটী আবর্ত্ত থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। এমন বহু পুষ্প আছে, যাহাদের দল নাই। দল না থাকিলে পুষ্পত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। পুষ্প, উদ্ভিদের জননেন্দ্রিয়; সুতরাং ফলোৎপাদনই পুষ্পের কার্য্য। এই কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য পুংকেসর এবং গর্ভকেসরেরই প্রয়োজন। পুংকেসর এবং গর্ভকেসর এতদুভয়ের আবর্ত্তও সকল পুষ্পে থাকে না। পুষ্প চারিপ্রকার; পুংপুষ্প, স্ত্রীপুষ্প, উভয়লিঙ্গপুষ্প এবং নপুংসকপুষ্প। যে পুষ্পে কেবল পুংকেসর থাকে তাহা পুংপুষ্প, যাহাতে কেবল গর্ভকেসর থাকে তাহা স্ত্রীপুষ্প, যে পুষ্পে পুংকেসর ও গর্ভকেসর উভয়ই থাকে তাহা উভয়লিঙ্গপুষ্প এবং যাহাতে পুংকেসর বা গর্ভকেসর উভয়ের কোনটীই থাকে না তাহা নপুংসক পুষ্প বলিয়া অভিহিত হয়। পুষ্পের আবর্ত্ত একটীই হউক্ আর তিনটীই হউক, যে স্থানে এই আবর্ত্ত অধিষ্ঠিত থাকে

সেই স্থানের নাম পুষ্পধি। বিবিধাকৃতির আধের ধারণ করিবার উপযোগী হইতে হইলে, আধারের আকৃতি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই পদ্মফুলের পুষ্পধি থালার মত এবং ডুমুরের পুষ্পধি কোষ্ঠাকৃতি। পদ্মফুলের দল ঝরিয়া গেলে নালের অগ্রভাগে, নালের দিকে ক্রমশঃ ক্ষীণ এবং অগ্রভাগ থালার মত যে একটা প্রত্যঙ্গ (রাঢ়ে ইহাকে "পদ্মের টাটি" বলে) দৃষ্ট হয়, তাহাই পদ্মফুলের পুষ্পধি। আর যাহাকে ডুমুর বলি তাহাই ডুমুরফুলের পুষ্পধি। পুষ্পধি কোষ্ঠাকৃতি হইলেই পুষ্প পুষ্পধির ভিতরে থাকিবে। যে যে উদ্ভিদের পুষ্পধি কোষ্ঠাকার তৎসমুদয় উদ্ভিদেরই ফুল, পুষ্পধিদ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া, আমাদের নয়নগোচর হয় না। অশ্বত্থ, বট ও পাকুড়ের পুষ্পধি ডুমুরের পুষ্পধির মত কোষ্ঠাকার ও মাংসল; সুতরাং ডুমুরের ফুলের মত উহাদেরও ফুল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। পুষ্পধি ছেদন করিলে উহার ভিতরে ফুল দেখা যায়। একটা ডুমুর দ্বিধা ছেদন করিয়া দেখ, ডুমুরের মাংসল পুষ্পধি হইতে বহুসংখ্যক অতি সূক্ষ্ম সূত্রাকৃতি বস্তু নির্গত হইয়াছে, যাহাদের অগ্রভাগে সর্ষপতুল্য বীজ সংলগ্ন রহিয়াছে। এই একএকটা বীজ একএকটা ক্ষুদ্রপুষ্পের পরিণতাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব উডুম্বরকে "অপুষ্প" না বলিয়া "গুপ্তপুষ্প" বলা উচিত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, ফল, আঠা, বৃক্ষত্বক্।

বৈদ্যকে উডুম্বর ও কাকোডুম্বরিকার ব্যবহার।

চরক—শ্বিত্রে কাকোডুম্বর—শ্বিত্ররোগে, পুরাণ গুড়সহ ডুমুরের রস বিরেচনার্থ সেব্য (চিঃ ৭ অঃ)। (২) যোনিরোগে উডুম্বরক্ষীর ও ত্বক্—যজ্ঞডুমুরের আঠায়, তিল ছয়বার ভাবনা দিয়া, এই তিল হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিবে। যজ্ঞডুমুরের ছালের চতুর্গুণ ক্বাথ সহ ঐ তৈল পাক করিয়া, পিচ্ছিলাদি যোনিতে ধারণ করিতে দিবে (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত—রক্তপিত্তে যজ্ঞডুমুর—রক্তপিত্তরোগী যজ্ঞডুমুরের ফলের রস পান করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—অত্যগ্নিপ্রশমনার্থ উডুম্বরত্বক্—যজ্ঞডুমুরের ত্বক্ নারীস্তন্যের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে অত্যগ্নি প্রশমিত হয় (অগ্নিমান্দ্য চিঃ)। (২) রক্তপিত্তে কাকোডুম্বর—ডুমুরের ফলের রস মধুসহ পান করিলে রক্তপিত্তীয় শোণিত নির্গম নিবৃত্তি পায় (রক্তপিত্ত চিঃ)। (৩) পিত্তজতৃষ্ণায় উডুম্বরফল—যজ্ঞডুমুরের পাকাফলের রস কিম্বা ক্বাথ বা শীতকষায় পিত্তজতৃষ্ণায় পক্ষে হিতকর (তৃষ্ণা চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—প্রদরে যজ্ঞডুমুর—যজ্ঞডুমুরের ফলের রস মধুসহ পান করিলে

প্রদর বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবন কালে রোগী শর্করা ও দুগ্ধসহ অন্ন পথ্য করিবে। (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

বঙ্গসেন—বাতব্যাধিতে ডুমুরের আঠা—যজ্ঞডুমুরের আঠা ও হিঙ্গুর সহিত আলকুশীর মূল উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক অববাহুক রোগীকে নস্ত করাইবে (বাতব্যাধি চিঃ)। (২) যোনি গাঢ়ীকরণে উড়ুম্বরফল—পলাশবীজ, যজ্ঞডুমুরের ফল, তিলতৈলসহ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক, ইহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে, শিথিল যোনি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ)। (৩) সারমেয়বিষে ডুমুরের মূল—ডুমুরের মূলত্বক্ ও ধুস্তুর বীজ (শোধিত) তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে কুক্কুরবিষ বিনষ্ট হয় (বিষ চিঃ)। মাত্রা—ডুমুর মূলত্বক্ ৪ আনা, ধুতুরাবীজ ১ আনা।

বক্তব্য—রাজনিঘণ্টুকার তিনপ্রকার ডুমুরের উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—উড়ুম্বর, নদ্যুড়ুম্বর ও কাকোড়ুম্বর। আগুদ্বয়ের বিষয় বলিয়াছি। এক্ষণে নদ্যুড়ুম্বর সম্বন্ধে বলিতেছি। কাণ্ড হ্রস্ব, শাখা ক্ষীণ, বিটপাকার, প্রায় শাখোটকবৎ পত্র, ভূলুণ্ঠিত শাখাগ্র এবং কেবল জলাসন্ন ভূমিতে কিম্বা অত্যন্ত আর্দ্রস্থলে, যে এক প্রকার ডুমুরের গাছ দেখা যায় তাহাই নদ্যুড়ুম্বর। কোচবিহারের লোকে ইহাকে খুক্সি বলে। ইহার ফলের অগ্রভাগ স্থূল ও গোল এবং বৃন্তের দিকে ক্রমশঃ ক্ষীণ। ফলগাত্রে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অর্ব্বুদ আছে। কাঁচাফল হরিদ্বর্ণ, পক্কফল পীতবর্ণ। পক্কফল অতি কোমল—টিপিলে সঙ্কুচিত হয়—ছেদন করিলে ভিতরে ঠিক্ ডুমুরের মত বীজসন্নিবেশ দৃষ্ট হয়। অজ্ঞলোকে নদ্যুড়ুম্বরকেই বলাডুমুর বা বলালতা (ত্রায়মাণার ভাষানাম) ভ্রমে ব্যবহার করে। বস্তুতঃ ইহা ত্রায়মাণা নহে। রক্সবর্গ যাহাকে "ফিকাস্ কিউনিয়া" বলেন, কোচবিহারে তাহা প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ওয়াইট্ কৃত "ফিকাস্ কিউনিয়ার" অঙ্কনের (৬৪৮ পৃঃ) সহিত কোচবিহারে অস্মদ্দৃষ্ট উদ্ভিদের সর্ব্বথা তুল্যত্ব লক্ষিত হয়। ইহার বাঙ্গলা নাম অজ্ঞাত। রাঢ়ে এই প্রকার ডুমুর দেখি নাই। ইহার গাছ শাখাবহুল। শাখা ভূমির-দিকে আনত। ফল কাকোড়ুম্বর ফলবৎ, কেবল পাকিলে লাল হয়—এবং ফলগাত্রে নদ্যুড়ুম্বর ফলবৎ অর্ব্বুদ, অধিকন্তু অতি সূক্ষ্ম শুভ্র রোম আছে। ফলের ভিতর রক্তবর্ণ। বীজ সন্নিবেশ সর্ব্বথা ডুমুরের মত। উড়ুম্বরের ত্বক্ পঞ্চবল্কলের অন্যতম। সেচন ও ধাবনার্থ পঞ্চবল্কলের কাথ বিসর্প ও প্রদরাদিতে প্রযোজ্য।

Constituents.—Tannin, wax and caoutchouc.

Actions and uses.—Astringent, carminative and stomachic ; given in hæmaturia, menorrhagia and hæmoptysis. With cumin and sugar, the juice from the root is given in gonorrhœa ; a decoction of the root bark with nimado is used as a gargle in salivation, as a wash for ulcers and as an injection in leucorrhœa. The milky juice is given internally

as an alterative, tonic and also applied as a lepa to the chest, abdomen, and to rheumatic joints, mumps and other glandular enlargements. The application is covered with a pad of cotton. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 558).

নব্যমত—যজ্ঞডুমুর, কষায়, বায়ুনাশক, আধ্মানহর এবং পাচক। ইহা রক্তমূত্রতা, রক্তপ্রদর, রক্তপিত্ত বা রক্তবমনাদি রোগে সেব্য। মূলের রস, চিনি ও কৃষ্ণজীরার সহিত "গণোরিয়া" রোগে সেবনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূলত্বকের ক্বাথ অত্যধিক লালাস্রুতিতে ("মুখ আসিলে") কবলার্থ, ক্ষত ধাবনার্থ এবং শ্বেতপ্রদরে বস্তিপ্রয়োগার্থ (পিচ্‌কারী) ব্যবহৃত হয়। আঠা, রসায়ন ও বললাভার্থ সেব্য। সন্ধিগত বাতের স্ফীতি, কর্ণমূলশোথ ও ব্রণাদি রোগে যজ্ঞডুমুরের আঠার প্রলেপ হিতকর। আঠার প্রলেপ দিয়া, তূলার দ্বারা প্রলিপ্ত অঙ্গ আচ্ছাদিত করিবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্ খোরি, ২য় খণ্ড, ৫৫৮ পৃঃ)।

উপোদকী—उपोदकी।

उपोदकी, उपोदका, पोतकी। Basella alba. **तस्या भेदाः— वनजोपोदकी, क्षुद्रोपोदकी, मूलपोती।**

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"**उपोदिका पोइ**" (**डल्वनः सुः टीः सूः ४६ अः**)।

उपोदकी कषायोष्णा कटुका मधुरा च सा। निद्रालस्यकरी रुच्या विष्टम्भ-श्लेष्मकारिणी। क्षुद्रोपोदक्या गुणाः—रसवीर्य्यविपाकेषु सदृशी पूर्व्वया त्वयं (?)। वनजोपोदकी तिक्ता कटूष्णा रोचनी च सा। मूलपोती त्रिदोषघ्नी हृद्या वल्या लघुश्च सा। वलपुष्टिकरा रुच्या जठरानलदीपनी। राजनिघण्टुः।

पोतकी शीतला स्निग्धा श्लेष्मला वातपित्तनुत्। अकण्ठ्या पिच्छिला निद्राशुक्रदा रक्तपित्तनुत्। वलदा रुचिकृत् पथ्या वृंहणी पित्तकारिणी। भावप्रकाशः।

अर्श:सु अतिस्रुते रक्ते उपोदकी—"* * * तत्रैवोपोदिका सबदराम्ल"। (चि: ९ अ:)। (২) अतिसारे उपोदकी—"उपोदिकायाः * *। * * साधितं * *। दधि दाड़िमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्"। (चि: १० अ:)। चरकः।

अर्व्वुदादिषु उपोदका—"उपोदकारसाभ्यक्तास्तत्पत्रपरिवेष्टिताः। प्रयान्त्यचिरान्नृणां पिड़काश्चार्व्वुदादयः"। (स्नीपदाधिकारे)। वङ्गसेनः।

উপোদকীর ভাষানাম—বাঃ—পুঁইশাক্। হিঃ—পোইকা শাক্। মঃ—মায়াইঠ্ঠ্ লঘুবখোর। গুঃ—পোথী।

বর্ণন—রাজনিঘণ্টুকার উপোদকী, বনজোপোদকী, ক্ষুদ্রোপোদকী ও মূলপোতী এই চারি প্রকার পুঁইশাকের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যাহা আমরা শাকার্থে ব্যবহার করিয়া থাকি এবং যাহা গৃহে গৃহে পালিত হয় যাহার পাতা প্রায় গোল, বর্ণ গাঢ় হরিৎ, যাহার পক্কফল পীড়ন করিলে বেগুণে রঙের রস নির্গত হয়, তাহারই নাম উপোদকী। আর যাহা আরণ্যলতা, অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ এবং লাল, তাহার লাটিন নাম ঈয়া (yerra)। সংস্কৃত নাম কি নিশ্চিত বলা যায় না। বাঙ্‌লা নাম রক্তবনপুঁই। রক্সবর্গ আরও কএক প্রকার আরণ্য ও পালিত পুঁয়ের বিবরণ লিখিয়াছেন (২৭৫ পৃঃ দেখ)। ক্ষুদ্রোপোদকী এবং মূলপোতীর বাঙ্‌লা নাম অজ্ঞাত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—শাক।

বৈদ্যকে উপোদকীর ব্যবহার।

চরক—অর্শে উপোদকী—অর্শোরোগীর অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে পুঁইশাক ও কুল, ঘোলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) অতিসারে উপোদকী—পুঁইশাক, দধি ও দাড়িমসহ সিদ্ধ করিয়া, বহু স্নেহসহ ভোজন করাইবে। ইহা প্রবাহিকার প্রযোজ্য (চিঃ ১০ অঃ)।

বঙ্গসেন—পিড়কা ও অর্ব্বুদাদিতে, পুঁইশাকের রস মাখাইয়া পুঁইপাতা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। (স্লীপদাধিকারে)।

বক্তব্য—চরকের কোন নবীন ব্যাখ্যাতার মতে উপোদিকার ভাষানাম পুদিনা। পুঁই বলিবার কারণ—(১) পূর্ব্বাচার্য্য, উপদিকার ভাষানাম পুঁই লিখিয়াছেন।

(২) নিঘণ্টুতে উপোদিকার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। এই ভেদ পুঁইয়েই সঙ্গত হয়—পুদিনা অর্থ করিলে ভেদাস্বীকার ব্যর্থ হয়; যেহেতু পুদিনার তত্তৎ ভেদ শাস্ত্রতঃ ও লোকতঃ অজ্ঞাত। (৩) ভাবপ্রকাশকার ইহাকে "পিচ্ছিলা" বলিয়াছেন, পুদিনা পিচ্ছিল নহে। (৪) পুদিনা কটু ও অম্ল; কিন্তু কুত্রাপি উপোদিকাকে অম্ল বলা হয় নাই। চরকোক্ত কটুকস্কন্ধে মূলক, সর্ষপ, লশুন, করঞ্জ, শিগ্রু, বিবিধ তুলসী পঠিত হইয়াছে, কিন্তু উপোদকীর উল্লেখ নাই। (৫) আকরে শাকবর্গে উপোদিকার গুণ এইরূপ লিখিত আছে—"মধুরা মধুরাপাকে ভেদিনী শ্লেষ্মবর্দ্ধনী। বৃষ্যা স্নিগ্ধা চ শীতাচ মদঘ্নীচাপ্যুপোদিকা" (চরক—সূঃ ২৭ অঃ)। "স্বাদু পাকরসা বৃষ্যা বাতপিত্তমদাপহা। উপোদিকা সদা স্নিগ্ধা বল্যা শ্লেষ্মকরী হিমা" (সুশ্রুত সূঃ ৪৬ অঃ)। পুদিনা কাঁচা খায়—চারক শাকবর্গে উক্ত কোন পত্র শাকেরই কাঁচা খাওয়ার প্রচার আছে বলিয়া জানিনা। পক্ষান্তরে মুনি শাকবর্গে শাক পাক করিয়া খাইবারই উপদেশ দিয়াছেন—"স্বিন্নং নিষ্পীড়িতরসং স্নেহাঢ্যন্তৎ প্রশস্যতে"।

উশীর—উশীরম্‌।

বীরণমূলকম্, উশীরম্। Andropogon Muricatus.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সুগন্ধিমূলকম্"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"জলামোদম্"।

উশীরং শীতলং তিক্তং দাহক্লান্তিহরস্তু তত্। বাতঘ্নং জ্বরহৃচ্ছ্লেষ্মহৃদুক্তং হন্তি চ যোগতঃ। উশীরং স্বেদদৌর্গন্ধ্যপিত্তঘ্নং স্নিগ্ধতিক্তকম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

উশীরং শীতলং তিক্তং দাহশ্রমহরং পরম্। পিত্তজ্বরার্তিশমনং জলসৌগন্ধ্যদায়কম্। রাজনিঘণ্টুঃ।

উশীরং পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্। মধুরং জ্বরহৃদ্বান্তিমদনুত্ কফপিত্তহৃত্। তৃষ্ণাস্রবিষবিসর্পদাহকৃচ্ছ্রব্রণাপহম্। ভাবপ্রকাশঃ।

উশীরং স্বেদদৌর্গন্ধ্যদাহপিত্তাস্ররোগজিত্। রাজবল্লভঃ।

अथ सुगन्धितृणानां वैद्यकोक्तगुणाः लिख्यन्ते—

१। **लामज्जकम्।** Andropogon Nardus.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"सुनालम्," "इष्टकापथकम्," "दीर्घमूलम्" "जलाश्रयम्"।

लामज्जकं भवेत्तिक्तं हिमं चात्यन्तमिष्यते। पित्तप्रशान्तिजननं विषरक्तविनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

लामज्जकं हिमं तिक्तं मधुरं वातपित्तजित्। तृड्दाहश्रममूर्च्छार्त्तिरक्तपित्तज्वरापहम्। राजनिघण्टुः।

लामज्जकं हिमं तिक्तं लघु दोषत्रयास्रजित्। त्वगामयस्वेदकृच्छ्रदाहपित्तास्ररोगनुत्। भावप्रकाशः।

२। **कत्तृणम् रोहिषम्।** Andropogon Laniger.

कत्तृणं श्वासकासघ्नं हृद्रोगशमनं परम्। विसूच्यजीर्णशूलघ्नं कफपित्तास्रनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

कुतृणं दशनामाढ्यं कटुतिक्तकफापहम्। शस्त्रशस्त्यादिदोषघ्नं बालग्रहविनाशनम्। राजनिघण्टुः।

रोहिषं तुवरं तिक्तं कटुपाकं व्यपोहति हृत्कण्ठव्याधिपित्तास्रशूलकासकफज्वरान्। भावप्रकाशः।

३। **अन्यद्रोहिषकम्, दीर्घरोहिषकम्।** Andropogon, Martine.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"दीर्घनालम्," "हृच्छदम्," "तिक्तसारम्," "कुत्सितम्"।

दीर्घरोहिषकं तिक्तं कटूष्णं कफवातजित्। भूतग्रहविषघ्नञ्च व्रणक्षत—विरोपणम्। राजनिघण्टुः।

४। कापटम् (कर्त्तृणभेदः)। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"गन्धवधूः"। गुणाः—कफवातहरा चोष्णा दीपनी रक्तपित्तजित्। धन्वन्तरीय निघण्टुः।

५। गुण्ठः (कर्त्तृणभेदः)। उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"शृङ्गभेदी"। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"पृथुकन्दकः"। गुणाः—कषायानुरसः स्वादुः शीतलो मूत्रकृच्छ्रहा। रक्तपित्तहरो गुण्ठो रजःशुक्रविशोधनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

६। भूतृणः। Andropogon, Citrarum. परिचयज्ञापिका संज्ञा—"मालातृणः," "प्रलम्बः," "अतिच्छत्रकः," "गुह्यबीजः," "सुगन्धः," "अतिगन्धः," "पुंस्त्वविग्रहः"। उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"शृङ्गरोहः" :

भूतृणोलघुरुष्णश्च रुक्षः श्लेष्मामयापहः। अस्य प्रयोगः सहसा हन्ति-जन्तून् समुद्धतान्। अन्यच्च—भूतृणः कटुतिक्तश्च वातसन्तापनाशनः हन्ति भूतग्रहावेशान् विषदोषांश्च दारुणान्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। एतेन राजनिघण्टूक्तांर्गतार्थत्वम्। भूतृणं कटुकं तिक्तं तीक्ष्णोष्णं रेचनं लघु। विदाहि दीपनं रुक्ष्यमनेत्रं मुखशोधनम्। अहृद्यं बहुविट्कञ्च पित्तरक्तप्रदूषणम्। भावप्रकाशः।

७। सुगन्धभूतृणः। गुणाः—गन्धद्रव्यं सुगन्धिस्वादीयत्तिक्तं रसायनम्। स्निग्धं मधुरशीतञ्च कफपित्तश्रमापहम्। राजनिघण्टुः।

रक्तपित्ते उशीरम्—"उशीरकालीयक * *। पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिका। सशर्करास्तण्डुलधावनाप्लुताः। रक्तं सपित्तं तमकं पिपासां दाहज्वरपीडाः शमयन्ति सद्यः। (चिः ४ पः)। (२) छर्द्दौ उशीरम्—लोशीरवाल्यं घनकोदकं वा (चि: २१ पः)। चरकः।

জ্বরে উশীরং—উদকাদ্বিগুণং ক্ষীরং শিংশপোশীরমেব চ। তত্ক্ষীরশেষং ক্বথিতং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহম্। (জ্বর—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

ভাষানাম—বীরণের মূল বৈদ্যকে উশীর নামে প্রসিদ্ধ। বাঃ—গন্ধবেণার মূল। হিঃ—খশ্, বীরণ, গাণ্ডর। মঃ—কাঠ্‌ঠাবাঠ্‌ঠা। গুঃ—কালোবালো। কঃ—বালদবেস। তৈঃ—অবরুগট্টি। তঃ—বেত্তেবের। বম্—খশ্ খশ্।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সুগন্ধিমূলক"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"জলামোদ"।

বর্ণন—বেণার মূলকে হিন্দিতে খশ্ বলে। খশ্ অনেকেই দেখিয়াছেন। গ্রীষ্মকালে ঘরের জানালায় এবং গাড়ির ছাদের উপর ধনিগণ খশের টাটি ব্যবহার করেন। জলসিক্ত হইলে খশের টাটি সৌরভে দিক্ আমোদিত করে। বেণারমূল লম্বা ও পীতবর্ণ। খশের আতর বিলাসীর প্রিয়বস্তু। এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে উশীর অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

ঔষধার্থব্যবহার—মূল ও তৃণ।

মাত্রা—কাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে উশীরের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে উশীর—উশীর এবং শ্বেত চন্দন সমভাগে তণ্ডুলোদকে উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদক যোগে আপ্লুত করিয়া শর্করাসহ পান করিলে রক্তপিত্তাদি প্রশমিত হয়। (২) বমনে উশীর—ছোলাভিজান জলে, উশীর ও ধন্যাক রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে। ছাঁকিয়া প্রাতে পান করিলে বমন উপশমিত হয়।

ভাবপ্রকাশ—জ্বরে উশীর—শিশুগাছের সারকাষ্ঠ এবং উশীর সমভাগে কুট্টিত করিয়া দ্বিগুণ দুগ্ধসহ মিশ্রিত জলে কাথ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিবে। ইহা পান করিলে জ্বর নিবৃত্তি পায়।

বক্তব্য—প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে অন্যান্য সুগন্ধি তৃণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। এই প্রবন্ধের শিরোদেশে, লামজ্জক, কতৃণ, দীর্ঘরোহিষক, কপট, শুণ্ঠ, ভূতৃণ ও সুগন্ধভূতৃণ এই সাতপ্রকার সুগন্ধিতৃণের বৈদ্যকোক্তগুণ ও পরিচয়াদিবোধিকা সংজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলিব।

১। লামজ্জক—হিন্দিতেও লামজ্জক বলে। ভাবপ্রকাশকার বলিয়াছেন "লামজ্জকমুশীরবৎ পীতচ্ছবি তৃণবিশেষঃ" লামজ্জক, উশীরের মত পীতবর্ণ তৃণবিশেষ। নিঘণ্টপাঠে জানা যায়, লামজ্জক "সুনাল", "দীর্ঘমূল" এবং "জলাশ্রয়" অর্থাৎ জলে বা

জলাসন্নভূমিতে জন্মে। সুতরাং জানা যাইতেছে, যে বীরণ তুল্য তৃণ, পীতবর্ণ, যাহার উত্তম নাল অর্থাৎ কাণ্ড আছে, যাহার মূল লম্বা হয় এবং যাহা জলে বা জলাসন্ন ভূমিতে জন্মিয়া থাকে তাহাই লামজ্জক। শিবদাস বলেন লামজ্জক সুগন্ধি বীরণমূল, উশীর নির্গন্ধ বীরণমূল। এমত আদৃত হইতে পারে না। নিঘণ্টুকারের মতে উশীরের একটী নাম "সুগন্ধিমূলক"। আর নির্গন্ধ বস্তু অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু উশীরের অনুলেপনার্থ ব্যবহার কাব্যশাস্ত্র প্রসিদ্ধ।

২। কতৃণ—ইহার অপর সংস্কৃত নাম "রোহিষ"। হিন্দিতে ইহাকে "রোহিষ্তৃণ" বলে। ছাপরা অঞ্চলে "গুলাব্ কাঁড়া" বলে। রোহিষের পত্রে এবং মূলে গোলাপফুলের গন্ধ আছে বলিয়াই "গুলাব্ কাঁড়া" নাম হইয়াছে। রোহিষতৃণ সুরভি বলিয়া উদ্যানে রক্ষিত হয়। চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস এবং বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগের টীকাকার শ্রীকণ্ঠদত্ত উভয়েই কতৃণ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—গন্ধতৃণ (কাসাধিকারোক্ত "কট-ফলাদি" পাচনের টীকা দেখ)। গন্ধতৃণ শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ হইতে পারে না; যেহেতু আমরা দেখিয়াছি বৈদ্যকে নানা প্রকার গন্ধতৃণের নাম লিখিত আছে। আজ কাল রাঢ়ে এবং কলিকাতা অঞ্চলে লোকে যে সুগন্ধি তৃণকে "গন্ধতৃণ" বলিয়া থাকে, তাহার পাতা মর্দ্দন করিলে লেবুরমত গন্ধ পাওয়া যায়—ইহা রোহিষতৃণ নহে। রোহিষ-তৃণ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর জন্মিলেও রাঢ়ে বঙ্গে নিতান্ত সুলভ নহে।

ভূতৃণ—রাঢ়ে এবং কলিকাতা অঞ্চলে ইহা গন্ধতৃণ নামে সুপরিচিত। ইহার পাতা মর্দ্দন করিলে ঠিক্ লেবুর মত গন্ধ বাহির হয়। রাঢ়ে আরণ্যভূতৃণ দেখি নাই, সর্ব্বত্রই উদ্যানে যত্নরক্ষিত অবস্থায় দেখিয়াছি। ইহা একবার রোপণ করিলে বহুকাল থাকে এবং ক্রমশঃ স্তবকারিতা প্রাপ্ত হয়। ভূতৃণের পাতা স্নিগ্ধ হরিদ্বর্ণ এবং স্পর্শে কিঞ্চিৎ কর্কশ।

অবশিষ্ট কপটশুণ্ঠাদি তৃণের ভাষানাম আমার অজ্ঞাত। ঝারবঙ্গ ও ছাপরা অঞ্চলে একপ্রকার সুগন্ধি আরণ্যতৃণ জন্মে, ইহাকে "মুটমুড়" বলে। মুটমুড় ঘাসে তত্তৎ অঞ্চলের লোকে গৃহচ্ছাদন করে—ঘর ছাওয়ার পর ১০।১২ দিন বেশ গন্ধ থাকে।

ANDROPOGON MURICATUS.

Constituents.—A volatile oil, a resinous substance of a deep red brown colour, a coloring matter, a salt of lime, oxide of iron and woody matters. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 637).

Actions and uses.—Tonic stimulant, antispasmodic, diaphoretic, diuretic and emmenagogue; given in flatulence, fever, deranged menstruation, hysteria, convulsions. Rheumatism, gout, &c.; also used in perfumery. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 637).

ANDROPOGON LANIGER.

Constituents.—The grass contains an essential oil.

Actions and uses.—Tonic, stimulant, diaphoretic and carminative; given in fever, in enlarged glands, dyspepsia, hysteria and cough. A paste of the roots is used as an inunction to the body in fevers. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 636).

ANDROPOGON CITRARUM.

Constituents.—The volatile oil—lemon grass oil, oil of verbena, Indian Melissa oil, contains citrol and is obtained by distillation from the fresh plant. The oil is of a pale sherry colour, and of a pungent and agreeable taste, approaching that of ginger. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 636).

নব্যমত—উশীর (খশ্ খশ্), বল্য, উষ্ণ, আক্ষেপকবায়ুপ্রশমক, ঘর্ম্মপ্রদ, মূত্রকারক ও রজঃপ্রবর্ত্তক। ইহা উদরাধ্মান, জ্বর, রজঃকৃচ্ছ্র, মূর্চ্ছা, অপস্মার, তড়্কা, বাত, আমবাত প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য। উশীর হইতে আতরাদি প্রস্তুত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ৬৩৭ পৃঃ)। রোহিষতৃণ, বলকারক, উষ্ণ, ঘর্ম্মপ্রদ ও আধ্মানহর। ইহা জ্বর, গ্রন্থিস্ফীতিমূলক কর্ণমূলশোথ, ব্রণাদি রোগ, গ্রহণী, মূর্চ্ছা, অপস্মার এবং কফরোগে ব্যবহৃত হয়। পিষ্ট (জলে বা কাঁজিতে) মূল, জ্বররোগীর অনুলেপনার্থ প্রশস্ত। (ঐ ২য় খণ্ড ৬৩৬ পৃঃ)।

এরণ্ড—एरण्डः।

एरण्डः, रुबुः, रुबुकः, उरुबूकः। Recinus Communis.

तद्भेदाः—श्वेतैरण्डः, रक्तैरण्डः, स्थूलैरण्डः। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"उत्तानपत्रकः," "दीर्घदण्डकः," "त्रिपुटीफलः," "चित्रबीजः," "वेगमदः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"वातारिः"।

एरण्डोऽपि द्वये तिक्तः स्वादूष्णोऽनिलनाशनः। उदावर्त्तशोथगुल्म-वस्तिशूलामवातजित्। गुरुर्वातप्रशमनो विकारान् शोणितादपि।

फलं स्वादु च सक्षारं लघूष्णं भेदि वातजित्। एरण्डयुगलं हृष्यं स्वादु पित्तसमीरजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

श्वेतैरण्डः स कटुकरसस्तिक्त उष्णः कफार्त्ति।—ध्वंसं धत्ते ज्वरहर-मरुत्कासहारी रसार्द्रः। रक्तैरण्डः श्वयथुपचनः शान्तिरक्तार्शिपाण्डु। —भ्रान्तिश्वासज्वरकफहरोऽरोचकघ्नो लघुश्च। राजनिघण्टुः।

एरण्डयुग्मं मधुरमुष्णं गुरु विनाशयेत्। शूलशोथकटीवस्तिशिरः—पीड़ोदरज्वरान्। ब्रध्नश्वासकफानाहश्वासकुष्ठाममारुतान्। एरण्डपत्रं वातघ्नं कफक्रिमिविनाशनम्। मूत्रकृच्छ्रहरञ्चापि पित्तरक्तप्रकोपनम्। वाताग्र्यंग्रदलं गुल्मवस्तिशूलहरं परम्। कफवातक्रमीन् हन्ति वृद्धिं सप्त-विधामपि। एरण्डफलमत्युष्णं गुल्मशूलानिलापहम्। यकृत्प्लीहोदरार्शोघ्नं कटुकं दीपनं परम्। तद्वन्मज्जा च विड्भेदी वातश्लेष्मोदरापहः। भाव-प्रकाशः।

एरण्डतैलं मधुरं गुरु श्लेष्माभिवर्द्धनम्। वातासृग्गुल्महृद्रोगजीर्णज्वर-हरं परम्। राजवल्लभः।

ज्वरे एरण्डमूलम्—"एरण्डमूलोत्क्वथितं ज्वरात् सपरिकर्त्तिकात्। पयो विमुच्यते पीत्वा * *"। (चिः ३ अः)। (२) प्रवाहिकायां एरण्डमूलम्—"शृतमेरण्डमूलेन * * पयः। एवं क्षीरप्रयोगैश्च रक्तं पिच्छावशाम्यति। शूलं प्रवाहिकायैव विबन्धश्चोपशाम्यति" (चिः १० अः)। (३) उदरे एरण्डमूलम्—"* * उरुबूकमूलेन वा—(चिः १८ अः)। (४) कासे एरण्डपत्रक्षारः—"एरण्डपत्रक्षारं वा व्योषतैलगुड़ान्वितम्। लिह्यात् * *"। (चिः २२ अः)। (५) वातरक्ते एरण्डबीजम्—"क्षीरपिष्टं * * एरण्डस्य फलानि च। कुर्य्यादुपनाहमेतद्वा * *"। (चिः २९ अः)। चरकः।

वृद्धौ एरण्डतैलम्—"सक्षीरं वा पिबेत्कालं तैलमेरण्डसम्भवम्।" (चिः १८ अः)। (२) वाताभिष्यन्दौ एरण्डः—"एरण्डपल्लवे मूले त्वचि वाजं पयः शृतम्। * * सुखोष्णं सेचने हितम्" (उः ८ अः)। सुश्रुतः।

राल्यान्ध्ये एरण्डपत्रम्—"* * पत्रवाणि च भक्षयेत्। तथाति-मुक्तकैरण्ड * *"। (उ ११ अः)। वाग्भटः।

ज्वरदाहे एरण्डपत्रम्—"ततोदाहे तु सञ्जाते पत्रैरेरण्डसम्भवैः। शीतलैर्वारितैरङ्गे दाहं तस्यापनोदयेत्" (मः खः १म भाः)। (२) कटी-शूले गृध्रस्याञ्च एरण्डवीजम्—"निस्तुषैरण्डवीजानि पिष्ट्वा क्षीरे विपाचयेत्। तत्पानन्तु कटीशूले गृध्रस्यां परमौषधम् (मः खः २य भाः)। (३) आमवाते एरण्डतैलम्—"आमवातगजेन्द्रस्य शरीरवनचारिणः। एक एव निहन्त्याशु एरण्डगजकेशरी—" (मः खः २य भाः)। (४) शूले एरण्डमूलम्—"विश्वमेरण्डजं मूलं क्वाथयित्वा जलं पिबेत्। हिङ्गुसौवर्चलोपेतं सद्यः शूलनिवारणम्। (मः खः १य भाः)। (५) स्थौल्ये एरण्डमूलम्—"यष्टीरुवूकमूलं मधुदिग्धं खाद्यते निशां सकलाम्। तस्य सलिलस्य पानाज् जठरे वृद्धिं शमं याति" (मः खः १य भाः)। भाव-प्रकाशः।

शूले एरण्डतैलम्—"तैलमेरण्डजं वापि मधुकक्वाथसंयुतम्। शूलं पित्तोद्भवं हन्याद् गुल्मं पैत्तिकमेव च"। (शूल—चिः)। चक्रदत्तः।

मेदोवृद्धिविनाशाय वातारिपत्रक्षारः—"क्षारं वातारिपत्रस्य हिङ्गु-युक्तं पिबेन्नरः। मेदोवृद्धिविनाशाय भक्तमण्डसमन्वितम्" (मेदोऽधिकारः)। (२) कर्णशूले एरण्डपत्रम्—"एरण्डपत्रपुटपाकविपाचिताम्बु।—तुषार्द्र-कस्वरसमिश्रं मधुकेन मिश्रम्। पथ्या च तैलवचेन युतं सुखोष्णम्। कर्णे व्रणं हरति तत्क्षणमेव दत्तम् (कर्णरोगाधिकारः)। (३) गलगण्डेऽपि

এরণ্ডপত্রম্—"এরণ্ডপত্রস্বরসোঽথবা সৈন্ধবসংযুতঃ। নবদ্বক্রোপশমনঃ ✻ ✻ (নীরোগাধিকারঃ)। বঙ্গসেনঃ।

এরণ্ডের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"উত্তানপত্রক," "দীর্ঘদণ্ডক," "ত্রিপুটীফল," "চিত্রবীজ," "স্নেহপ্রদ"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"বাতারি"।

ভাষানাম—এরণ্ড, বৈদ্যকে রুবু, রুবুক এবং উরুবুক নামে ভূরি প্রযুক্ত। বাঃ—ভেলভ্যারেণ্ডা। কোঃ—হেণ্ডা। হিঃ—অণ্ডসফেদ, অণ্ডলাল। মঃ—এরণ্ড, এরণ্ডোলী। গুঃ—ধোলো এরণ্ড, রাতোএরণ্ড। কঃ—এরণ্ড, আণ্ডলকে। তৈঃ—আমুডামু, আমিদপুচেট্ট। ফাঃ—বেন্দজীর, সুখেমাবেন্দজীর। অঃ—খির্বা, হবুল খিরবা।

বর্ণন—এরণ্ডের গাছ ৬।৭ হাত উচ্চ হয়। কোমলকাণ্ডে ও পত্রবৃন্তে শুভ্রধূলিবৎ বস্তু লিপ্ত থাকে। ইহার পাতা খুব চৌড়া এবং দেখিতে পঞ্চাঙ্গুলসনাথ পাণির ন্যায়। পত্রবৃন্ত অতি দীর্ঘ এবং ফাঁপা। ফলের গায়ে হরিদ্বর্ণের উচ্চ কোমল কাঁটা থাকে। বীজ কটা ও কাল চিহ্নে চিত্রিত। এরণ্ডের গাছ অতি সত্বর বর্দ্ধিত হয়। কুৎসিত ও আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানেও অতি আনন্দে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়াই বোধ হয়, কোন রসজ্ঞ, এরণ্ডকে "তুচ্ছদ্রুম" বলিয়াছেন। নচেৎ উপকারিতায় এরণ্ড তুচ্ছ নহে। রক্তৈরণ্ড সর্ব্বথা শ্বেতৈরণ্ড তুল্য। কেবল ইহার কোমলকাণ্ড রক্তাভ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্, পত্র, বীজ, তৈল।

মাত্রা—মূলত্বক্ কল্ক ½—১ তোলা, মূলত্বক্ কাথ ৫—১০ তোলা, মূলত্বক্ স্বরস ১—২ তোলা। পত্রকল্ক ১—২ তোলা, পত্রক্ষার ½—১ তোলা। বীজ শস্য ২টা। তৈল ২½ তোলা হইতে ৪ তোলা।

বৈদ্যকে এরণ্ডের ব্যবহার।

চরক—জ্বরে এরণ্ডমূল—জ্বররোগীর মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ পীড়া থাকিলে ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত এরণ্ড মূলত্বকের কাথ পান করাইবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) প্রবাহিকায়—এরণ্ডমূল—মল বদ্ধ থাকিয়া শূল ও রক্তযুক্ত প্রবাহিকা ("আমাশয়") জন্মিলে ক্ষীর-পরিভাষানুসারে পক্ব এরণ্ডমূলত্বকের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) উদররোগে এরণ্ডবীজ—ক্ষীরপরিভাষানুসারে এরণ্ডবীজের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পিত্তোদর প্রশমিত হয় (চিঃ ১৮ অঃ)। (৪) কাসে এরণ্ডপত্র ক্ষার—এরণ্ডপত্রের অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষার, ত্রিকটু, তিল তৈল এবং পুরাণগুড়সহ কাসরোগী সেবন করিবে

(চিঃ ২২ অঃ)। (৫) বাতরক্তে এরণ্ডবীজ—বাতাধিক বাতরক্তের বেদনা প্রশমনার্থ দুগ্ধপিষ্ট এরণ্ড বীজের প্রলেপ দিবে (চিঃ ২৯ অঃ)।

সুশ্রুত—বৃদ্ধি রোগে এরণ্ডতৈল—বাতজ বৃদ্ধিরোগে দুগ্ধের সহিত একমাস এরণ্ডতৈল পান করিবে (চিঃ ১৯ অঃ)। বাতাভিষ্যন্দিরোগে এরণ্ড—এরণ্ডপত্র, মূল, বা ত্বক্ ছাগীদুগ্ধে পাক করিয়া, সুখোষ্ণ থাকিতে, চক্ষুতে ঐ দুগ্ধ সেচন করিবে।

বাগ্‌ভট—রাত্র্যান্ধ্যে এরণ্ডপত্র—যে রাত্রিতে দেখিতে পায় না, তাহাকে ঘৃত-ভর্জিত এরণ্ডপত্র সেবন করাইবে। (উঃ ১৩ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—জ্বরের দাহে এরণ্ডপত্র—জ্বররোগীর দাহনিবৃত্তির জন্য তাহাকে এরণ্ডপত্রোপরি শয়ন করাইবে, কিম্বা গাত্রে এরণ্ডপত্র স্থাপন করিবে (মঃ খঃ ১ ভাঃ)। (২) গৃধ্রসী ও কটীশূলে এরণ্ডবীজ—এরণ্ডবীজের পায়স প্রস্তুত করিয়া, কটীশূলী ও গৃধ্রসী রোগী সেবন করিবে (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। (৩) আমবাতে এরণ্ড—শরীরবনচারী আমবাতগজের এরণ্ডই একমাত্র বিনাশক (মঃ খঃ ২ ভাঃ)। (৪) শূলে এরণ্ডমূল—শুঠ এবং এরণ্ডমূলত্বকের কাথ, হিঙ্গু ও সচললবণযোগে পান করিলে, সদ্যঃ শূল নিবারিত হয় (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)। (৫) স্থৌল্যে এরণ্ডমূল—কোমল এরণ্ডমূল উত্তমরূপ ধৌত করিয়া, রাত্রিতে মধু লিপ্ত করিয়া রাখিবে। উহা হইতে যে রস নিঃসৃত হইবে, প্রাতে তাহা পান করিলে, জঠরের মেদোবৃদ্ধি হ্রাস পায় (মঃ খঃ ৩ ভাঃ)।

চক্রদত্ত—শূলে এরণ্ডতৈল—যষ্টিমধুর কাথ যোগে এরণ্ডতৈল পান করিলে পিত্তজ-শূল এবং পৈত্তিক গুল্ম প্রশমিত হয় (শূল চিঃ)।

বঙ্গসেন—মেদোবৃদ্ধিরোগে এরণ্ডপত্র ক্ষার—অন্তর্ধূমদগ্ধ এরণ্ডপত্রের ক্ষার, হিঙ্গুযুক্ত করিয়া অন্নমণ্ডের সহিত সেবন করিবে (মেদোঽধিকার)। (২) কর্ণশূলে এরণ্ডপত্র—এরণ্ডপত্রের পুটপকরস ও আদার রস সমভাগে লইয়া, যষ্টিমধুর কল্কসহ পাক করিবে। ইহার সহিত তিলতৈলও সৈন্ধবলবণ যোগ করিয়া, ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণে পূরণ করিলে, তৎক্ষণাৎ কর্ণশূল প্রশমিত হয়। (কর্ণরোগাধিকার)। (৩) নবদৃকোপে এরণ্ডপত্র—সৈন্ধবযুক্ত এরণ্ডপত্ররস, নূতন "চোক্‌উঠার" পক্ষে হিতকর (নেত্ররোগাধিকার)।

Constituents.—Fixed oil 45 p. c. an inert alkaloid, recinin, proteids, 20 p. c. ; starch mucilage, sugar, ash 10 p. c. : also a poisonous albuminoid principle called ricin.

Actions and uses.—All the constituents of the seeds except the oil are drastic, generally given with ginger tea or with dicoction of deshmuladi kvath. The oil is non-irritant ; when it reaches the

duodenum it is decomposed by the pancreatic juice into recinoleic acid which irritates the bowels, stimulates the intestinal glands and the muscular coat and cause purgation; it does not stimulate the liver. It acts in 4 or 5 hours, causing liquid stools without pain or griping and has a sedative effect on the intestines. With glycerine the effects of the oil are increased. Recinoleic acid is absorbed into the blood tissues and is excreted with the human milk which when sucked imparts to the child its purgative action. Ricin, a toxic ferment is a violent irritant of the intestines, kidneys and bladder. It gives rise to inflammation of the bile duct and very often to jaundice and to dysuria. The oil is best given in flatulence, costiveness, fever, rheumatism and in inflammation of the genito-urinary organs and nephritis, cystitis, gonorrhœa, calculi, stricture of rectum or urethra. In diarrhœa due to the presence of irritating substances in the intestines leading to congestion or to excessive secretions it acts without exhausting the strength. It is used after operations on the abdominal or pelvic visera. It overcomes constipation of typhoid fever, during pregnancy and before labour and in post-partem conditions. In intestinal or renal colic it is given with the juice of fresh ginger with prompt relief. It expels lumbrici. In enteritis, peritonitis and dysentery it is given with laudanum. If depression exists, oil of turpentine 5 to 10 ms. may be added. A poultice of the crushed seeds is used to promote suppuration, to mature boils and to reduce gouty and rheumatic swellings; as a galactagogue varalians or poultices of the leaves are applied to inflamed breasts in women during lactation. Hot leaves are applied to the hypogastrium to increase the flow of menses. The root bark is an alterative and given in chronic visceral enlargements and in chronic skin diseases. (*Materia Medica of India.*—R. N. Khory, Part II., p. 553).

নব্যমত—তৈল ভিন্ন, এরণ্ডবীজের যাবতীয় উপাদান অতিবিরেচক। এরণ্ডতৈল—সচরাচর, আদার রস, (নারিকেলোদক), চা কিম্বা দশমূলের কাথ সহ পান করা হয়। এই তৈল উত্তেজক নহে; পীত এরণ্ডতৈল গ্রহণীতে (Duodenum) উপস্থিত হইলে, প্যাঙ্ক্রিয়াসের রসের সহিত একীভূত হইয়া রেশিনোলিক্ এসিডে পরিণত হয়। এই এসিড্ অন্ত্র, অন্ত্রের পেশীরচিত আবরণ এবং অন্ত্রস্থিত গ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত করে; সুতরাং বিরেচনক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, ইহা যকৃতের কার্য্যশক্তি বর্দ্ধিত করে না। তৈলপানের ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যেই বিরেচন আরম্ভ হয় এবং শূল ও কুন্থন বিনা তরল মল নির্গত হইতে থাকে। এই তৈল অন্ত্রের অবসাদ আনয়ন করে; অতএব এরণ্ডতৈলকৃত

বিরেচনের পর প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হয়। এরণ্ডতৈলের সহিত গ্লিশিরীণ্ মিশ্রিত করিলে তৈলের রেচনী শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। রেশিনোলিক্ এসিড্, রক্ত ও বিভিন্ন শারীর-কলা (Tissues) দ্বারা শোষিত এবং নারী স্তন্যের সহিত নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই স্তন্য পান করিলে স্তন্যপায়ী শিশুরও বিরেচন হয়। এরণ্ডতৈল, উদরাধ্মান, কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর, বাত, মূত্রোৎপাদক ইন্দ্রিয়ের প্রদাহ, বস্তির প্রদাহ (মূত্রকৃচ্ছ্র মূত্রাঘাত), "গণোরিয়া"; অশ্মরী এবং গুদ ও মূত্রমার্গের সঙ্কোচোৎপাদক পীড়ায় (Stricture) প্রশস্ত। অন্ত্রের উত্তেজনার হেতুভূত কোন বস্তু অন্ত্রে থাকিলে, অন্ত্রে রক্তাধিক্য কিম্বা অতিসার হয়। এই অবস্থায় এরণ্ডতৈল পান করাইবে। কোষ্ঠের (abdominal or pelvic viscera) শস্ত্রোপচারের পর এরণ্ডতৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টাইফয়েড্ জ্বরের, গর্ভাবস্থার এবং প্রসবের পূর্ব্বের ও পরের কোষ্ঠবদ্ধ, এরণ্ডতৈল পানে জয় করা যায়। শূল বিশেষে (intestinal or renal colic) আদার রসের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে তৎক্ষণাৎ শূল প্রশমিত হয়। এরণ্ডতৈল অন্ত্রস্থ দীর্ঘবৃত্ত ক্রিমিকে পাতিত করে। অন্ত্রপ্রদাহ (Enteritis) অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহ (Peritonitis), আম ও রক্তাতিসারে "লডেনমের" সহিত এরণ্ডতৈল সেব্য। রোগীর অবসন্নতা দৃষ্ট হইলে ৫-১০ বিন্দু তার্পিণতৈল উহার সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে। পিষ্ট এরণ্ডবীজের প্রলেপ, পাকোন্মুখ স্ফোটককে সত্বর পরিপক্ক এবং বাতের স্ফীততা হ্রাস করে। স্তন্যদাত্রী নারীর স্ফীত ও বেদনান্বিত স্তনে উষ্ণ এরণ্ডপত্র স্থাপন কিম্বা উহার প্রলেপ দিলে স্তন্যস্রাব করাইয়া স্ফীতি ও বেদনা প্রশমিত করে। উষ্ণ এরণ্ডপত্র বস্তিদেশে স্থাপন করিলে আর্ত্তব রজঃস্রাব বর্দ্ধিত হয়। এরণ্ড-মূল ত্বক রসায়ন, অপিচ ইহা পুরাণ প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধি কিম্বা চিরজাতচর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৩।

এর্ব্বারু—এর্ব্বারুঃ।

কর্কটী, এ(উ)র্ব্বারুঃ। Cucumis utillissimus.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষীরজা," "তোয়ফলা"।

উর্ব্বারুকং পিত্তহরং সুশীতলম্। মূত্রামযঘ্নং মধুরং রুচিপ্রদম্। সন্তাপমূর্চ্ছাপহরং হৃদিনদম্। বাতপ্রকোপায় জলন্ত বীরিতম্। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু রাজনিঘণ্টুষ।

कर्कटी शीतला रूक्षा ग्राहिणी मधुरा गुरुः रुच्या पित्तहरा सामा पक्वा तृष्णाग्निपित्तकृत्। भावप्रकाशः।

अथ त्रपुसस्य तद्विशेषाणां वालुकादीनाञ्च वैद्यकोक्तगुणाः लिख्यन्ते—

त्रपुसं छर्द्दिहृत् प्रोक्तं मूत्रवस्तिविशोधनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। स्यात् त्रपुसीफलं रुच्यं मधुरं शिशिरं गुरु। भ्रमपित्तविदाहार्त्तिंशान्तिबहुमूत्रदम्। राजनिघण्टुः।

वालुकगुणाः—रक्तपित्तहरं भेदि लघूष्णं पक्व मग्निकृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। वालुकी मधुरा शीताऽऽस्यानहृद् याश्रमापहा। पित्तप्रशमनी रुच्या कुरुते कासपीनसौ। राजनिघण्टुः।

कर्कटी मधुरा शीता त्वतिक्ता कफपित्तजित्। रक्तदोषहरा पक्वा मूत्ररोधार्त्तिनाशनी। मूत्रावरोधशमनं बहुमूत्रकारि। कृच्छ्राश्मरीप्रशमनं विनिहन्ति पित्तम्। शान्तिश्रमघ्नबहुदाहनिवारि रुच्यम्। श्लेष्मापहं लघु च कर्कटिकाफलं स्यात्। राजनिघण्टुः।

षड्भुजागुणाः—तिक्तं बाल्ये तदनु मधुरं किञ्चिदम्लञ्चपाके। स्निग्धं चेतद्वततमं तर्पणं पुष्टिदायि। हृद्यं दाहश्रमविशमनं मूत्रहृच्च धत्ते। पित्तोन्मादापहरकफदं षाड्भुजं वीर्य्यकारि। राजनिघण्टुः।

शीर्णवृन्तं लघु स्वादु भेद्युष्णं वह्निपित्तकृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

मृगाक्षी कटुका तिक्ता पाकेऽम्ला वातनाशनी। पित्तकृत् पीनसहरा दीपनी रुचिकृत् परा। राजनिघण्टुः।

चीनाकर्कटिका रुच्या शिशिरा पित्तनाशनी मधुरा तृप्तिदा हृद्या दाहशोषापहारिणी। राजनिघण्टुः।

चिर्भिटं मधुरं रूक्षं गुरु पित्तकफापहम् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः । बाल्ये तिक्ता चिर्भिटा किञ्चिदम्ला । गौल्योपेता दीपनी सा च पाके । शुष्का रूक्षा श्लेष्मवातारुचिघ्नी । जाड्यघ्नी सा रोचनी दीपनी च । राजनिघण्टुः ।

गोपालकर्कटी शीता मधुरा पित्तनाशनी । मूत्रकृच्छ्राश्मरीमेह-दाहशोषनिवर्त्तनी । राजनिघण्टुः ।

डङ्गरी शीतला रूक्षा दाहपित्तास्रदोषजित् । शोषकृत् तर्पणी गौल्या जाड्यहा मूत्ररोधनुत् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः । बालं डाङ्गरिकं फलं सुमधुरं शीतञ्च पित्तापहम् । तृष्णादाहनिबर्हणं च रुचिकृत् सन्तर्पणं पुष्टिदम् । वीर्य्यौघप्रचयकरं बलप्रदमिदं भ्रान्तिश्रमध्वंसनम् । पक्वं चेत् कुरुते तदेव मधुरं तृड्दाहरक्तं गुरु । राजनिघण्टुः ।

वल्लीफलानां प्रवरं कुष्माण्डं वातपित्तजित् । वस्तिशुद्धिकरं वृष्यं हृद्यं चेतोविकारजित् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः । मूत्राघातहरं प्रमेह-शमनं कृच्छ्राश्मरीच्छेदनम् । विण्मूत्रग्लपनं तृषार्त्तिशमनं जीर्णाङ्गपुष्टिप्रदम् । वृष्यं स्वादुतरं त्वरोचकहरं वल्यञ्च पित्तापहम् । कुष्माण्डं प्रवरं वदन्ति भिषजो वल्लीफलानां पुनः । राजनिघण्टुः ।

मांसलफलगुणाः—कलिङ्गो मधुरः शीतः पित्तदाहश्रमापहः । हृद्यः सन्तर्पणो वल्यो वीर्य्यपुष्टिविवर्द्धनः । राजनिघण्टुः ।

वन्ध्यकर्कोटकीगुणाः—नागारिर्लूताविषजिद्धन्ति श्लेष्मविषव्रयम् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः । वन्ध्यकर्कोटकी तिक्ता कटूष्णा च कफापहा । ज्वरादिविषघ्नी च शस्यते सा रसायने । राजनिघण्टुः ।

कर्कोटकीयुग्मं तिक्तं हन्ति श्लेष्मविषव्रयम् । मधुना च शिरोरोगी वन्ध्यास्त्वाः प्रशस्यते । धन्वन्तरीयनिघण्टुः । कर्कोटकी कटूष्णा च तिक्ता विषविनाशनी । वातघ्नी पित्तघ्नैव दीपनी रुचिकारिणी ।

कर्कारुगुणाः—कर्कारुर्मधुरा शीता दीपनी कफवातजित्। मूत्रकृच्छ्रहरा चैव रक्तदोषकरी च सा। राजनिघण्टुः।

कुष्माण्डी—कटुकषाया तिक्ता रुचिकारिणी च दीपनदा। रक्तानिलदोषकरी पथ्याऽपि सा फले प्रोक्ता। कारवीकान्दमर्दघ्नं मलरोधविशोधनम्। योनिनिर्गतदोषघ्नं गर्भस्रावविनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

अश्मरीशर्कराकृच्छ्रेषु एर्व्वारुबीजम्—"एर्वारुबीजं * * *। द्राक्षारसेनाश्मरीशर्करासु सर्व्वेषु कृच्छ्रेषु प्रशस्त एषः"। (चिः २६ अः)। चरकः।

मूत्ररोधजे उदावर्त्ते एर्व्वारुबीजम्—"एर्व्वारुबीजतोयेन पिबेद्वालवणीकृतम् (उः ५५ अः)। (२) मूत्राघाते एर्व्वारुबीजम्—"कल्कमेर्व्वारुबीजानामक्षमात्रं ससैन्धवम्। धान्याम्लयुक्तं पीत्वैव मूत्रकृच्छ्रात् प्रमुच्यते (उः ५८ अः)। सुश्रुतः।

এর্বারু প্রভৃতির ভাষানাম—এর্ব্বারুকে বাঙ্‌লায় কাঁকুড় বলে। হিঃ—ককড়ী। মঃ—কাঁকড়ী। গুঃ—কাঁকড়ী। কঃ—কোয়সৌত। তৈঃ—দোসকায়া। কাঃ—খ্যাট্‌ভাব্। অঃ—কিস্‌সাকদম্। ত্রপুসের ভাষানাম—বাঃ—শশা। হিঃ—ক্ষীরা। মঃ—তবসেঁ। গুঃ—তাঁসনী। কঃ—তসেঁয় কায়ি। তৈঃ—দোজকইথ। তা—মহেবেহরিকোষণো। কাঃ—শিয়ায়খুর্দ। চির্ভিটের ভাষানাম—বাঃ—ফুটী। হিঃ—কচরিয়া, গুরুতীহঁ। মঃ—চিবুড। গুঃ—চিভডাং। তৈঃ—বুডরজ পণ্ডু। খড়্‌ভুজার ভাষানাম—বাঃ—খর্মুজ। হিঃ—খরবুজা। মঃ—খর্বুজ। গুঃ—তলিয়া শকরটেটী। কঃ—খড়্‌জসৌতে। তৈঃ—খরবুজং। কাঃ—খুরপুজা। অঃ—বিত্তিখ্। মাংসল ফল বা কলিঙ্গের ভাষানাম—বাঃ—তর্মুজ্। হিঃ—তরবুজ্। মঃ—কলিঙ্গড। গুঃ—তড়বুচ। কঃ—কোণ্ডে। তৈঃ—তরবুজং পুচ্চকায়া। তাঃ—তরপুজ। কাঃ—হিন্দবানা। অঃ—বত্তিখহিন্দী।

বর্ণন—নিঘণ্টুগ্রন্থে চতুর্দ্দশপ্রকার ত্রপুষ বিশেষের উল্লেখ দেখা যায়; যথা—বালুক, কর্কটী, বহুভুজা, শীর্ণবৃন্ত, মৃগাক্ষী, চীনাকর্কটিকা, চির্ভিট, গোপালকর্কটী, ডঙ্গরী, মাংসলফল, বন্ধ্যাকর্কোটকী, কর্কোটকী, কয়কা, ও কুড়ুহুঞ্চী।

শশা অনেক রকম আছে। এক রকম শশা লম্বা এবং মোটা হয়, রাঢ়ে ইহা "পাঁড়শশা" নামে খ্যাত। এ শশা শরৎকালে পরিপক্ক হয়—পরিপক্কাবস্থায় ইহা অম্লাস্বাদ হইয়া থাকে। "পাঁড়শশা" অপেক্ষা ছোট ও ক্ষীণ শশা যদি শাদা রঙের হয় তাহাকে রাঢ়ে "দুদে শশা" বলে। ইহাও শরৎকালে জন্মে। যে শশা চারি অঙ্গুলি হইতে দ্বাদশাঙ্গুলির অধিক দীর্ঘ হয় না, কিন্তু স্থূলত্বে "দুদে শশার" মত তাহার নাম "ক্ষিতি শশা"। ক্ষিতি শশা চৈত্র বৈশাখে প্রচুর জন্মে। রাঢ়ে প্রসিদ্ধ দামোদর নদের কূলে বালুকামিশ্রিত মৃত্তিকাতে, অতি সুস্বাদু "ক্ষিতি শশা" জন্মে। কাঁকুড় স্থূল ও খর্ব্বাকৃত। কাঁকড়ী দীর্ঘ, ক্ষীণ ও রেখাবন্ধুর। কাঁকড়ী তিক্ত হইলে তিৎকাঁকড়ী বলে। ফুটী পক্কাবস্থায় স্বয়ং ফাটিয়া যায়। পক্কাবস্থায় স্বয়ং না ফাটিলে এবং ঈষদম্লাস্বাদ হইলে, "গুমুক্" বলে। স্বাদে তিক্ত ও আকারে ক্ষুদ্র হইলে, "বনগুমুক্" বলে। তরমুজ রাঢ়ে দুই প্রকারের দেখিয়াছি। এক প্রকার তরমুজের বীজ, পাকিলে কাল হয়, অন্য প্রকারের লাল হয়। কাল বীজের তরমুজকে রাঢ়ের কৃষকেরা খর্মুজ বলে। আমরা চির্ভিটের বাঙ্গলা যে খর্মুজ লিখিয়াছি, সে এ খর্মুজ নহে। উহা লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের খর্মুজ বুঝিতে হইবে। কর্কোটকীর বাঙ্গলা নাম কাঁকরোল। যে কাঁকরোলের গাছে ফল হয় না তাহাকে বন্ধ্যাকর্কোটী বলে। কোচবিহার রাজ্যের সর্ব্বত্র এবং রঙ্গপুর অঞ্চলে কাঁকরোলের রীতিমত আবাদ হইয়া থাকে এবং বাজারে বিক্রীত হয়। গ্রীষ্মকালে কাঁকরোলের লতা বর্দ্ধিত হয় এবং বর্ষায় ফল প্রসব করে। কাঁকরোলের ফল অণ্ডাকার এবং গায়ে কোমল কাঁটা থাকে, পাকিলে পীতবর্ণ হয়। রাঢ়ে যাহাকে "খিকরলা" বলে, আমার বোধ হয় তাহাও একপ্রকার আরণ্যকর্কোটকী মাত্র।

বৈদ্যকে এর্ব্বারুর ব্যবহার।

চরক—মূত্রকৃচ্ছ্রে এর্ব্বারুবীজ—কিস্‌মিসের কাথের সহিত এর্ব্বারুবীজ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রের পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত—মূত্ররোধজ উদাবর্ত্তরোগে এর্ব্বারুবীজ—জলের সহিত এর্ব্বারুবীজ পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ যোগে মূত্ররোধজাত উদাবর্ত্তে পান করিবে (উঃ ৫৫ অঃ)। (২) মূত্রাঘাতে এর্ব্বারুবীজ—এর্ব্বারুবীজ দুই তোলা কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ যোগে পেষণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৮ অঃ)।

বক্তব্য—চরক ফলবর্গে এর্কারু প্রভৃতি পাঠ করেন নাই। মূত্রবিরেচনীয় বর্গেও চরক, এর্কারু ত্রপুসের উল্লেখ করেন নাই। চরক, কর্কারু ও চির্ভিটি শাক অতিসারে ব্যবহার করিয়াছেন (চিঃ ১০ অঃ)। সুশ্রুত বলেন "ত্রপুসের্কারুকর্কারুকতুম্বী কুষ্মাণ্ডস্নেহাঃ মূত্রসঙ্গেষু" (চিঃ ৩১ অঃ)। ত্রপুস এর্কারু কর্কারু তুম্বী ও কুষ্মাণ্ড বীজের তৈল মূত্ররোধে হিতকর।

এলা—एला।

सूक्ष्मैला, बहुला, त्रुटिः। स्थूलैला, त्रिपुटा, पृथ्वीका। Elettaria Cardamomum, Amomum Subelatum.

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"द्राविड़ी"।

सूक्ष्मैला मूत्रकृच्छ्रघ्नी श्वासकासक्षये हिता। सूक्ष्मैला शीतला स्वादु-हृद्या रोचनदीपनी। स्थूलैलागुणाः—एला तिक्ता च लघ्वी स्यात् कफवातविषव्रणान्। वस्तिकण्डूरुजो हन्ति मुखमस्तकशोधनी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

एलाद्वयं शीतलतिक्तमुक्तं। सुगन्धि पित्तार्त्तिकफापहारि। करोति हृद्रोगमलार्त्तिवस्तिपुंस्त्वभ्रमन्न त्वचिरा गुणाढ्या। राजनिघण्टुः।

मूत्रेत्वभिहते एला—"एलामप्यथ मद्येन * *"। (उः ५५ अः)। सुश्रुतः।

कफजे मूत्रकृच्छ्रे एला—"पिबेन्मद्येन सूक्ष्मैलां धात्रीफलरसेन वा"। (चिः ११ अः)। वाग्भटः।

हृद्रोगे सूक्ष्मैला—"सूक्ष्मैला मागधीमूलं प्रलीढं सर्पिषा सह। नाशयत्याशु हृद्रोगं श्वासानपि विशेषतः"। (हृद्रोगाधिकारे)। वङ्गसेनः।

ছোট এলাচকে সংস্কৃতে সূক্ষ্মৈলা, বহুলা ও ত্রুটি এবং বড় এলাচকে, স্থূলৈলা, ত্রিপুটা ও পৃথ্বীকা বলে। টীকাকারগণ এলা শব্দের অর্থ সূক্ষ্মৈলা লিখিয়াছেন (ভানুমতী—এলাদিগণ)। কাব্যেও সূক্ষ্মৈলা অর্থে এলাশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—"এলালতাস্ফালন-লব্ধগন্ধঃ "(মাঘ ৩য় সর্গ)—এখানে এলালতা শব্দে সূক্ষ্মৈলালতা। নচেৎ লব্ধগন্ধ পদের অর্থ হয় না। সূক্ষ্মৈলালতাই সুগন্ধি স্থূলৈলার পত্রাদি সুগন্ধি নহে। দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন হয়, এজন্ত ছোট এলাচের নাম "দ্রাবিড়ী"।

বড়এলাচের ভাষানাম—হিঃ—বড়িইলায়চি, লাল ইলায়চি। মাঃ—থোরবেলা, বেলদোড়ে। গুঃ—মোটীএলাচী, এলচা। কঃ—পয়ডুলকী। তৈঃ—পেদ্দএলাকুলু। তাঃ—এলম্। ফাঃ—হৈলকলাং। অঃ—কাকুলে কিবার্।

ছোটএলাচের ভাষানাম—হিঃ—ছোটী ইলায়চি, গুজরাতি ইলায়চি। মঃ—বেলচি। গুঃ—এলচি কাগদী। তৈঃ—এলাকু। দ্রাঃ—এলোকুন্নকাপু। ফাঃ—হৈল্। অঃ—কাকিলেসিগার্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—২—৪ আনা।

বৈদ্যকে এলার ব্যবহার।

সুশ্রুত—মূত্রাভিহতে এলা—আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন মদ্যের সহিত ছোট এলাচের চূর্ণ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৫ অঃ)।

বাগ্‌ভট—মূত্রকৃচ্ছ্রে এলা—কফজমূত্রকৃচ্ছ্ররোগী আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন প্রকার মদ্য কিম্বা, আমলকীর রসের সহিত ছোটএলাচ চূর্ণ পান করিবে (চিঃ ১১ অঃ)।

বঙ্গসেন—হৃদ্রোগে সূক্ষ্মৈলা—ছোটএলাচ চূর্ণ এবং পিপুলমূলচূর্ণ সমভাগে লইয়া গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিবে। ইহা হৃদ্রোগ ও গুল্মের পক্ষে হিতকর (হৃদ্রোগাধিকার)।

বক্তব্য—চরক, বিষঘ্ন, শ্বাসহর ও অঙ্গমর্দ্দপ্রশমন বর্গে এলা পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)।

Constituents—Fixed oil 10 p. c., volatile oil—the active principle 5 p. c., potassium salt 3 p. c., starch 3 p. c., nitrogenous mucilage 2 p. c., yellow colouring matter, ligneous fibre 77 p. c. and ash 6 to 10 p. c. containing manganese. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 597).

Actions and uses.—Carminative stomachic, stimulant, aromatic and masticatory ; used for the same purpose as other carminatives. As a corrective it is given in flatulence, griping of purgative and other medicines. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 597.)

নব্যমত—এলা, আধ্মানহর, পাচক, উষ্ণ ও সুগন্ধি। ইহা পানের মশলারূপে চর্ব্বনার্থ এবং অন্যান্য আধ্মাননাশক ও বাতঘ্নবস্তুবৎ ভেষজার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিরেচকাদি ঔষধ সেবন করিলে কখন কখন পেটকামড়ানি ও পেটফাঁপা উপস্থিত হয়, কিন্তু তত্তৎ ঔষধের সহিত এলা ব্যবহৃত হইলে আর ঐ প্রকার উপসর্গের আশঙ্কা থাকে না। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, ৫৯৭ পৃঃ)।

कङ्गुनी—काङ्गुनी।

काङ्गु:, काङ्गुनिका, प्रियङ्गु:। Panicum Italicum.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"काङ्गुनिका कायनीति" (चक्रसंग्रह-टीकायां शिवदास:)। "प्रियङ्गु: कायनीति प्रसिद्धा" (चरकटीकायां चक्रपाणि:)।

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"पीततण्डुल:"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"वातल:," "भग्नसंबन्धन:"।

प्रियङ्गुर्मधुरो रूक्ष: कषाय: स्वादुशीतल:। वातकृत् पित्तदाहघ्नो वृष्यो भग्नास्थिबन्धकृत्। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च।

कङ्गुभेदवरकगुणा:—वरक: स्थूलकङ्गुश्च रूक्ष: स्थूलप्रियङ्गुक:। वरको मधुरो रूक्ष: कषायो वातपित्तकृत्। राजनिघण्टु:।

कङ्गुस्तु भग्नसन्धानवातकृत् बृंहणी गुरु:। रूक्षा श्लेष्महरातीव वाजिनां गुणकृद्भृशम्। भावप्रकाश:। कङ्गुका बृंहणी गुर्व्वी भग्नसन्धानकृन्मता। राजवल्लभ:॥ कृष्णा रक्ताश्च पीताश्च श्वेताश्चैव प्रियङ्गव:। यथोत्तरं प्रधाना: स्यू रूक्षा कफहरा: स्मृता:। सुश्रुत:—(सू: ४६ अ: कुधान्यव:)।

নাড়ীব্রণে কঙ্গুনিকামূলম্—"মাহিষদধিকোদ্রবান্নমিশ্রং হরতি চিরবিরূঢ়ম্। ভুক্তং কঙ্গুনিকামূলচূর্ণমতিদারুণাং নাড়ীম্" (নাড়ীব্রণ চিঃ)। (২) রক্তপিত্তে কঙ্গুঃ—"শ্যামাকশ্চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ ভোজনং রক্তপিত্তিনাম্"। (রক্তপিত্ত চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

অন্নদ্রবাখ্যশূলে কঙ্গুঃ—"প্রিয়ঙ্গুতণ্ডুলৈঃ সিদ্ধং পায়সং মার্জরং হিতম্" (শূল চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

কঙ্গুনিকার ভাষানাম—বাঃ—কাউন্ বা কাঙ্‌নীদানা। হিঃ—কঙ্গণী। মঃ—কাংগ। কঃ—নবনে। তৈঃ—কোরলু। কোঃ—কাউন্। ফাঃ—গল্।

কঙ্গুনীর ভেদ—শিরোদেশোদ্ধৃত সুশ্রুতোক্তি পাঠে জানা যায় কঙ্গু ৪ প্রকার; যথা—কৃষ্ণ, রক্ত, পীত ও শ্বেত। নিঘণ্টুদ্বয় কঙ্গুনিকের নাম, "পীততণ্ডুল' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি রক্তাদিভেদ স্বীকৃত হইত তাহা হইলে এরূপ নাম লিখিত হইত না। নবীন সংগ্রহকার ভাবমিশ্রও কৃষ্ণাদি চতুর্বিধ কঙ্গুর উল্লেখ করিয়াছেন। পীতকঙ্গু ভিন্ন কৃষ্ণাদি অপর কঙ্গুত্রয় আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই।

বর্ণন—কঙ্গু এক প্রকার তৃণধান্য। সুশ্রুত কঙ্গুকে কুধান্য বর্গে পাঠ করিয়াছেন। কোচবিহার রাজ্যে কঙ্গু অর্থাৎ কাউনের প্রচুর আবাদ হয়। পৌষমাসে কাউন বপন করে এবং বৈশাখের শেষে বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমে ধান্য ছেদন করে। ধান্যের নাল অপেক্ষা কঙ্গুর নাল স্থূলতর এবং দৃঢ়তর হয়। অতিবর্দ্ধিত না হইলে কঙ্গুস্তম্ব ভূপতিত হয় না। তুষসহিত কাউনের বর্ণ পীত এবং কঙ্গুতণ্ডুলের বর্ণ ঈষৎ পীত। কঙ্গুতণ্ডুল অর্থাৎ কাঙ্গনি দানা সাগুদানা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূলতর। কঙ্গুতণ্ডুলচূর্ণের স্বাদ মধুর। প্রতি বিঘায় আট মোণ ধান্য জন্মে। কোচবিহারে এক মোণ কাউনের মূল্য ১॥০ টাকা।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল ও তণ্ডুল। মাত্রা—মূল ½—১তোলা। তণ্ডুল, বিশেষতঃ পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যকে কঙ্গুনীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—নাড়ীব্রণে কঙ্গুনিকামূল—কঙ্গুনিকামূলচূর্ণ, মাহিষদধি ও কোদ্রব—তণ্ডুলের অন্নসহ ভোজন করিলে, চিরজাত নাড়ীব্রণ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে (নাড়ীব্রণ-চিঃ)। (২) রক্তপিত্তে কঙ্গু—কঙ্গুতণ্ডুল রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে প্রশস্ত (রক্তপিত্ত চিঃ)।

১২৮

বঙ্গসেন—অম্লদ্রবাখ্যশূলে কঙ্গু—যাহার অন্নদ্রবাখ্যশূল হইয়াছে তাহাকে কাউনের পায়স শর্করা যোগে ভোজন করিতে দিবে (শূল চিঃ)।

বক্তব্য—প্রসঙ্গক্রমে আমরা এস্থলে কাউন সদৃশ চীনাধানের কথা লিখিতেছি। কোচবিহারের সর্ব্বত্র চীনাধানের প্রচুর আবাদ হয়। চীনার সংস্কৃত নাম কি? "প্রশাতিকাস্তঃ শ্যামাকলোহিত্যাণুপ্রিয়ঙ্গবঃ" (সূঃ ২৭ অঃ) এই চারক পাঠ ব্যাখ্যায় টীকাকৃৎ শিবদাস লিখিয়াছেন "অণুশ্চীনঃ চীনা ইতিলোকে"। চরকে চীনধান্যেরও পৃথক্ উল্লেখ আছে; যথা—"বরকোদ্দালকোচীনশারদোজ্জলদর্দ্দুরাঃ" (সূঃ ২৭ অঃ)। অধুনা যাহাকে কৃষকেরা চীনা বলে তাহার সংস্কৃত নাম "অণু" কি "চীন"? ভাবপ্রকাশকার লিখিয়াছেন, "চীনকঃ কঙ্গুভেদোঽস্তি স জ্ঞেয়ঃ কঙ্গুবদ্‌গুণৈঃ"। সুতরাং বোধ হয় চীনার সংস্কৃত নাম চীন। চরকের চীন ও ভাবমিশ্রের চীনক বোধ হয় এক। ইহাতে শিবদাসের মত অনাদৃত হইয়া পড়ে। কুধান্য ষষ্টিকধান্য ত দূরের কথা, চরক সুশ্রুতোক্ত শালি ধান্যগুলিরই যথার্থ ভাষানাম দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ করা যায় না। এই ভাষানাম-বিভ্রাট বহুদিন হইতেই ঘটিয়াছে। টীকাকার ডল্বণ বলিয়াছেন—"অত্র লোহিতশাল্যাদয়স্তেষু তেষু দেশেষু তৈর্নামভিঃ প্রসিদ্ধাঃ। একমেব হি দ্রব্যং নানা দেশেষু নানাশব্দৈরভিধীয়তে;" যথা—বহবোঽন্নং ভক্তমাহুঃ, দাক্ষিণাত্যাঃ সুকুর মিতি। কোন কোন সাহসিক অনুবাদক রক্তশালির ভাষা-নাম "দাদখানি" লিখিয়াছেন।

চিনাধান্য পৌষে বপন করিয়া চৈত্রে ছেদন করে। চিনাধানের গাছ কাউনের অপেক্ষা ছোট হয়। তুষ সহিত চীনার বর্ণ চিক্কণ কৃষ্ণ। চিনার দানা কাউনের দানা অপেক্ষা স্থূলতর, পীতবর্ণ এবং স্বাদে ঈষৎ তিক্ত। এক বিঘায় ছয় মোণ চিনা জন্মে। কোচবিহারে চৈত্র বৈশাখে চিনার মোণ ১৷৹ টাকা। ভাবপ্রকাশকার লিখিয়াছেন কঙ্গুতণ্ডুল অশ্বের পক্ষে গুণকর।

কট্ফল—কট্ফলঃ।

कट्फलः। Myrica sapida. M. nagi.

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"उग्रगन्धः," च "रञ्जनकः"।

कट्फलः कफवातघ्नो गुल्ममेहाग्निमान्द्यजित्। रुचिष्यो ज्वरदुर्नाम-ग्रहणीपाण्डुरोगहा। अन्यच्च—कट्फलस्तु कषायश्च कफवातविकारजित्। श्वासगुल्मरोगघ्नं कासश्वासज्वरापहम्॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

कट्फलः कटुरुष्णश्च कासश्वासज्वरापहः। उष्णदाहहरो रुच्यो मुखरोग-शमप्रदः। राजनिघण्टुः।

कट्फलस्तुवरस्तिक्तः कटुर्वातकफज्वरान्। हन्ति श्वासप्रमेहार्शः-कासकण्ठामयारुचीः। भावप्रकाशः।

कट्फलं कफरोगघ्नं श्वासकासज्वरापहम्। राजवल्लभः।

रक्तपित्ते कट्फलः—"प्रियङ्गुकाकट्फलमङ्गगैरिकाः। पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिकाः। सशर्करास्तण्डुलधावनाप्लुताः। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः"। (चिः ४ अः)। (२) अतिसारे कट्फलः—"कट्फलं मधुयुक्तं वा मुच्यते जठरामयात्" (चिः ११ अः)। (३) व्रणे कट्फलः— * * कट्फलैः। त्वचमाश्वेव गृह्णन्ति त्वक्चूर्णैश्चूर्णिता व्रणाः" (चिः १३ अः)। चरकः।

शिरोरोगे कट्फलः—"घ्रेयं कट्फलचूर्णञ्च"। (उः २६ अः)। सुश्रुतः।

गलगण्डे कट्फलः—"कट्फलचूर्णान्तर्गलघर्षी गलगण्ड मपहरति"। (गलगण्डगण्डमाला चिः)। चक्रदत्तः।

কট্‌ফলের গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"উগ্রগন্ধ," "রঞ্জনক"।

কট্‌ফলের ভাষানাম—বাঃ—কট্‌ফল, কায়ছাল। হিঃ—কায়ফল। মঃ—হুর্ত্যাচী-শাল, কঠঠ। গুঃ—কায়ফল। তৈঃ—পাপরবুডম্‌। কাঃ—উহুল্‌ বর্ক। অঃ—দার্শীশয়ান্‌। ইং—The Box Myrtle.

বর্ণন—কট্‌ফল নাম শুনিলেই বোধ হয় ইহা বুঝি কোনও গাছের ফল; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কট্‌ফল গাছের ছালকে কট্‌ফল বা কায়ছাল বলে। কট্‌ফলের গাছ, হিমালয়ের সন্নিহিত নাতুচ্চপ্রদেশ, নেপাল, খাসিয়া পাহাড় এবং ব্রহ্মদেশের পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে। কট্‌ফল, পুরু, শক্ত, ফিকে লালবর্ণ ছাল। ইহার চূর্ণের বর্ণ ইষ্টকচূর্ণ

তুল্য। নস্য করিলে খুব হাঁচি হয়। কট্‌ফলের গন্ধ উগ্র। কট্‌ফলের কাথ রঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্য ইহার অন্যতম নাম "রঞ্জনক"। কট্‌ফলের স্বাদ কষায় ও ঝাল। কট্‌ফলের ফল জায়ফল অপেক্ষা বৃহত্তর, দীর্ঘতর এবং কোমলতর। ইহা জায়ফলাপেক্ষা ঝালে এবং গন্ধে ন্যূন। অধিকন্তু জায়ফল যেমন তৈলাক্ত, কট্‌ফলের ফল তাদৃশ তৈলাক্ত নহে। কর্ত্তিত কট্‌ফলের ফল স্পর্শ করিলে আঙ্গুলে জড়াইয়া যায়। "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টশ্" নাম পুস্তকের ৭৬৫ পৃষ্ঠায় কট্‌ফল বৃক্ষের চিত্র আছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্। ক্ষোরি বলেন কট্‌ফলের ফলও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যকে কট্‌ফল স্থলে, কট্‌ফলত্বক্‌গ্রহণ ব্যবহারতঃ প্রসিদ্ধ।

মাত্রা—ত্বক্‌চূর্ণ ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে কট্‌ফলের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে কট্‌ফল—কট্‌ফল ও রক্তচন্দন সমভাগে তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক, চিনি সহযোগে পান করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) অতিসারে কট্‌ফল—মধুসহ কট্‌ফল চূর্ণ সেবন করিলে, উদরাময় হইতে মুক্ত হওয়া যায় (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) ব্রণে কট্‌ফল—ব্রণে কট্‌ফলচূর্ণ প্রদানে, ক্ষত শীঘ্র পূরিয়া উঠে (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত—শিরোরোগে কট্‌ফল—শিরোরোগে কট্‌ফলচূর্ণের নস্য লইবে (উঃ ২৬ অঃ)।

চক্রদত্ত—গলগণ্ডে কট্‌ফল—গলার ভিতর কট্‌ফলচূর্ণ ঘর্ষণ করিলে গলগণ্ড বিনষ্ট হয় (গলগণ্ডগণ্ডমালা চিঃ)।

বক্তব্য—চরক সন্ধানীয়, শুক্রশোধন ও বেদনাস্থাপন বর্গে কট্‌ফল পাঠ করিয়াছেন; সুতরাং চরকের মতে কট্‌ফল সন্ধানকৃৎ অর্থাৎ ভিন্নপ্রত্যঙ্গের সংযোজক। এইজন্য ইহা উরঃক্ষত এবং অস্থিভঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুশ্রুত বলিয়াছেন "বাতপিত্তশ্লেষ্মকুণপগ্রন্থিপূতিপূয়ক্ষীণমূত্রপুরীষরেতসঃ প্রজোৎপাদনে ন সমর্থা ভবন্তি" (শারীর ২য় অঃ)। কট্‌ফল শুক্রশোধন অর্থাৎ এতদ্দ্বারা বাতাদি পুরীষান্ত শুক্রদোষ নিবৃত্তি পায়। যাহা শরীরান্তর্গত যন্ত্রণার প্রশমক তাহাকে "বেদনাস্থাপন" বলে। সুশ্রুত—শারীর স্থানের ২য় অধ্যায়োক্ত শুক্রদোষের চিকিৎসায় কট্‌ফলের প্রয়োগ নাই। সুশ্রুত, রোধ্রাদি, লাক্ষাদি, সুরসাদি ও পরুষকাদি বর্গে কট্‌ফল পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৩৮ অঃ)।

Constituents.—The bark contains tannin, saccharine matter and salts.

Actions and uses.—Stimulant, alterative, aromatic, diaphoretic and astringent ; given in fevers, catarrh of the intestinal mucous membrane, diarrhœa, dysentery, scrofula, chronic gonorrhœa, catarrh of the lungs, asthma &c. The powdered bark is used as a sternutatory. The seeds—a paste of them with stimulant balsams is mixed with ginger and externally used as a rubefacient and as a stimulant application to the fore-arms, calves and extremities during the collapse stage of cholera. Its powder is locally applied to strengthen the gums ; also as a lep for bruises, sprains and fractures. With catechu, asafetida and camphor, a paste of it is applied over piles with benefit. The arillus is used as an ingredient in numerous carminative mixtures. The powder or the lotion of the bark is applied to putrid sores. Pessaries made of it are given to promote secretion of menses. The bark when chewed acts as a sialogogue and relieves toothache. An oil prepared from it is dropped into the ear in earache to allay pain. Fruits when boiled yield a kind of wax, called wax myrtle, which is used as a healing application to ulcers. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 572.)

নব্যমত—কট্‌ফল, উষ্ণ, রসায়ন, সুগন্ধি, ঘর্ম্মপ্রদ ও কষায়। ইহা, জ্বর, প্রবাহিকা, অতিসার, আমরক্তাতিসার, গণ্ডমালা, "গণোরিয়া," কফরোগ, শ্বাস প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কট্‌ফল চূর্ণের নস্য ক্ষবথূৎপাদক। উত্তেজক "ব্যাল্‌সাম্‌" ও কটফল বীজ পেষণ পূর্ব্বক আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, প্রলিপ্তস্থানের লৌহিত্য জন্মে। বিসূচীকা রোগে, রোগী হিমাঙ্গ হইলে, রোগীর হস্ত, পদ ও পিণ্ডিকায় ইহার চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া, শারীরোষ্মা পুনরানয়নের চেষ্টা করা হয়। কট্‌ফলচূর্ণ মাঢ়ীতে ঘর্ষণ করিলে, মাঢ়ী শক্ত হয় ; সুতরাং অকারণে রক্তনির্গম নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। ঘৃষ্ট, পিষ্ট কিম্বা অস্থিভগ্নে কট্‌ফলের প্রলেপ হিতকর। খদির, হিঙ্গু ও কর্পূর সহ কট্‌ফলের প্রলেপ অর্শের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বিবিধ আধ্মানহর ও বায়ুনাশক ঔষধের সহিত কট্‌ফল-বীজ ত্বক্‌ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কট্‌ফলের চূর্ণ কিম্বা পিষ্টকট্‌ফল জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জল পচা ঘায়ে প্রয়োগ করিবে। কট্‌ফলের পিচুবর্ত্তি (Pessary) যোনিতে ধারণ করিলে, আর্ত্তবস্রাব বর্দ্ধিত হয়। কট্‌ফল চর্ব্বণ করিলে, লালাস্রাব বর্দ্ধিত ও দন্তশূল প্রশমিত হয়। কট্‌ফলপক্কতৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবৃত্তি পায়। কট্‌ফলের ফল সিদ্ধ করিলে মধুথবৎ পদার্থ নির্গত হয়। ইহা ক্ষতের রোপক। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্‌ ইণ্ডিয়া—আর, এন্‌, কোরি, ২য় খণ্ড, ৫৭২ পৃঃ)।

কটুকা—কাটুকা।

কাটুকা (কী), কাটুরোহিণী। Picrorrhiza Kurroa, Veronica Lindleyana.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"শতপর্ব্বা," "কাণ্ডরুহা," "চক্রাঙ্গী," "মৎস্যশকলা"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"আমঘ্নী"।

কাটুকা পিত্তজিত্তিক্তা কটুঃ শীতাস্রদাহজিৎ। বলাসারোচকান্ হন্তি বিষমজ্বরনাশিনী। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ**।

কাটুকাऽতিকটুস্তিক্তা শীতপিত্তাস্রদোষজিৎ। বলাসারোচকশ্বাস-জ্বরহৃদ্রোগনী চ সা। **রাজনিঘণ্টুঃ**।

কাট্বী তু কাটুকা পাকে তিক্তা রুক্ষা হিমা লঘুঃ। ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্তজ্বরাপহা। প্রমেহশ্বাসকাসাস্রদাহকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ। **ভাব-প্রকাশঃ**।

কাটুকা তু সরা রুক্ষা কফপিত্তজ্বরাপহা। **রাজবল্লভঃ**।

হৃদ্রোগে কাটুকী—"যষ্ট্যাহ্বকাতিক্তকরোহিণীভ্যাং কল্কং পিবেচ্চাপি সিতাজলেন"। (চিঃ ২৬ অঃ)। (২) **স্তন্যশুদ্ধয়ে কাটুরোহিণী**—"পায়য়েতাऽথবা স্তন্যশুদ্ধয়ে কাটুরোহিণীম্"। (চিঃ ৩০ অঃ)। **চরকঃ**।

কফপিত্তজ্বরে কাটুকী—"সশর্করামক্ষমাত্রাং কাটুকামুষ্ণবারিণা। পীত্বা জ্বরং জয়েজ্জন্তুঃ কফপিত্তসমুদ্ভবম্"। (উঃ ৩৯ অঃ)। (২) **হিক্কায়াম্ কাটুকী**—"* * গৈরিকং কাটুরোহিণী *। মধু-যুক্তাঃ কর্ত্তব্যাস্তে হিক্কাসু বিজানতা"। (উঃ ৫০ অঃ)। **সুশ্রুতঃ**।

কটুকার ভাষানাম—কট্‌কী, বৈদ্যকে কটুরোহিণী, তিক্তকরোহিণী ও কটুকী নামে ভূরি প্রযুক্ত।

বাঃ—কট্‌কী। হিঃ—কুট্‌কী। মঃ—কুট্‌কী, কাঠ্ঠী কুট্‌কী। গুঃ—কড়ু। কঃ—কেদারকটুকী। তৈঃ—কাটকরোহিণী, নল্ল কোলকর।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"শতপর্ব্বা," "কাণ্ডরুহা," "চক্রাঙ্গী," "মৎস্তশকলা"।
গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"আমঘ্নী"।

বর্ণন কটুকী বণিক্ দ্রব্য। ইহা কাশ্মীর হইতে সিকিম্ পর্য্যন্ত হিমগিরির প্রত্যন্ত প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। বহুলোক, কটুকীর সংগ্রহ ও দেশান্তর প্রেরণ কার্য্যে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কটুকী নাম উদ্ভিদের হ্রস্ব কন্দকে কটুকী বলে। কট্‌কী গ্রন্থিবহুল এইজন্য ইহার নাম "শতপর্ব্বা"। গুড়ূচীবৎ কটুকী "কাণ্ডরুহা"। কট্‌কীর গাত্রে অঙ্গুরীয়বৎ চিহ্ন থাকে এজন্য "চক্রাঙ্গী" নাম। কটুকী পেন কলমের মত মোটা হয়—সহজে ভাঙ্গা যায়। ভাঙ্গিলে দেখা যায় যেন আঁশেরমত "চোক্‌লা" রহিয়াছে, এইজন্যই বোধ হয়, নিঘণ্টুকার কট্‌কীকে "মৎস্তশকলা" বলিয়াছেন। স্বাদে অতি তিক্ত, অতএব কটুকী।

ঔষধার্থ ব্যবহার—হ্রস্বকন্দ।

মাত্রা—হ্রস্বকন্দ চূর্ণ—১—২½ আনা। বিরেচনার্থ ৫ আনা।

বৈদ্যকে কটুকীর ব্যবহার।

চরক—হৃদ্রোগে কটুকী—যষ্টিমধু ও কটুকী সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক শর্করা যোগে জলের সহিত পান করিবে। ইহা হৃদ্রোগে হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)। (২) স্তন্যশুদ্ধির জন্য কটুকী—যে প্রসূতির স্তন্যের দোষ আছে, তাহাকে কটুকীর কাথ পান করাইবে (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত—কফপিত্তজ্বরে কটুকী—দুইতোলা কটুকীচূর্ণ চিনির সহিত উষ্ণ—জল যোগে পান করিবে (উঃ ৩৯ অঃ)। এ মাত্রা অধুনা প্রযোজ্য নহে। বিরেচনার্থ আমরা কটুকার যে মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহাই প্রযোজ্য। (২) হিক্কায় কটুকী—স্বর্ণগৈরিকচূর্ণ ও কটুকীচূর্ণ সমভাগে মধু যোগে, হিক্কারোগী, লেহন করিবে (উঃ ৫০ অঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুর আদর্শবিশেষে উষ্ণদুগ্ধে প্রক্ষালন পূর্ব্বক কটুকী শোধন করিবার উপদেশ আছে। চরক, ভেদনীয়, স্তন্যশোধন ও লেখনীয় বর্গে কটুকী

পাঠ করিয়াছেন। যে দ্রব্য দেহের ধাতু ও মল শোষণ পূর্ব্বক কর্ষণ করে, তাহাকে "লেখন" বলে। ভাবপ্রকাশকার বলিয়াছেন—"ধাতূমলান্ বা দেহস্থ বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ। লেখনন্তদ্ যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবাঃ"। নব্যেরা কটুকীকে "টনিক্" অর্থাৎ বল্য বলেন।

Constituents.—A bitter principle Picrorhizin, Picrorhizetin, Cathartic acid glucose, wax &c. Picrorhizin is a glucoside and obtained by exhausting the powdered drug with ether. It is soluble in water and alcohol and insoluble in ether. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II. p. 457).

Action and uses.—Alterative, bitter, stomachic and cholagogue ; given in dyspepsia, chronic dysentery, asthma, hepatic derangements jaundice &c. Its action on the liver is similar to, but milder than that of colocynth. It is a valuable antiperiodic in low continued fevers ; it is given to children in worms. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 457).

নব্যমত—কটুকী, রসায়ন, তিক্ত, পাচক ও পিত্তনিঃসারক। ইহা অজীর্ণ, গ্রহণী, শ্বাস, পিত্তবিকার, কামলা প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। যকৃতের উপর ইহার ক্রিয়া, ইন্দ্রবারুণীর তুল্য ; কিন্তু তদপেক্ষা মৃদুতর। ইহা বিষমজ্বরের অতি উত্তম ঔষধ। শিশুর ক্রিমিরোগে কটুকী সেব্য। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫৭ পৃঃ)

কণ্টকারী—কণ্টকারী।

নিদিগ্ধিকা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী। Solanum Jaquini, S. diffusum S. Xanthocarpum.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষুদ্রা," "বহুকণ্টা," "ক্ষুদ্রকণ্টা," "ক্ষুদ্রফলা," "চিত্রফলা"।

কণ্টকারী কটুস্তিক্তা তথোষ্ণা শ্বাসকাসজিৎ। অরুচিজ্বরবাতাম-দোষহৃদ্রোগনাশিনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

কণ্টকারী কটূষ্ণা চ দীপনী শ্বাসকাসজিৎ। প্রতিশ্যায়ার্ত্তিদোষঘ্নী কফবাতজ্বরার্ত্তিনুৎ। রাজনির্ঘণ্টুঃ।

কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ। রূক্ষোষ্ণা পাচনী কাসশ্বাসজ্বরকফানিলান্। নিহন্তি পীনসং পার্শ্বপীড়াক্রিমিহৃদামযান্। * ফলং কটু রসে পাকে চ কটুকং ভবেৎ। শুক্রস্য রেচনং ভেদি তিক্তং পিত্তাগ্নিকৃল্লঘু। হন্যাৎ কফমরুৎকণ্ডূকাসমেদঃক্রিমিজ্বরান্। তদ্বৎ-প্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্রা বিশেষাদ্‌গর্ভকারিণী। ভাবপ্রকাশঃ।

বাতোল্বণেষু অর্শঃসু কণ্টকারী—"কণ্টকার্য্যা শৃতং বাপি * *। অনুপানং ভিষগ্‌দদ্যাৎ বাতবর্চ্চোঽনুলোমনম্ (চিঃ ৮ অঃ)। (২) মদাত্যযস্য পিপাসাযাম্ কণ্টকারী—"তৃষ্যতে সলিলঞ্চাস্মৈ * *। * * কণ্টকার্য্যাঽথবা শৃতম্ (চিঃ ১২ অঃ)। (৩) কাসে কণ্টকারী-কৃতযূষঃ—"কণ্টকারীরসে সিদ্ধো মুদ্গযূষঃ সুসংস্কৃতঃ। সগৌরাঽঽমলকঃ সাম্লঃ সর্ব্বকাসভিষগ্‌জিতম্॥" (চিঃ ২২ অঃ)। (৪) অশ্মর্য্যাং কণ্টকারী—"* * বৃহতীদ্বযঞ্চ। পাঠোত্থং দধ্না মধুরৈশ্চ পেযম্। দিনানি সপ্তাঽশ্মরীভেদনায॥ (চিঃ ২৬ অঃ)। চরকঃ।

অলসে কণ্টকারী—"সিদ্ধং রসে কণ্টকার্য্যা স্নেহং বা যাবপং হিতম্" (চিঃ ২০ অঃ)। (২) বাতাভিষ্যন্দে কণ্টকারী—'কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলেষু সুখোষ্ণং সেচনে হিতম্" (উঃ ৯ অঃ)। (৩) শ্বাসে কণ্টকারী—"নিদিগ্ধিকাযামলকপ্রমাণম্। হিঙ্গূদ্ভযুক্তং মধুনা প্রযুক্তম্। লিহ্যেন্নরঃ শ্বাসনিপীড়িতো হি। শ্বাসং জযত্যেব বলাৎ ত্র্যহেণ" (উঃ ৫১ অঃ)। (৪) কাসে কণ্টকারী—"সম্যগ্বিপক্বং দ্বিগুণেন সর্পিঃ। নিদিগ্ধিকাযাঃ স্বরসেন চৈতৎ। শ্বাসাগ্নিসাদস্বরভেদভিন্নান্। নিহন্ত্যুদীর্ণানপি পঞ্চ-কাসান্" (উঃ ৫২ অঃ)। (৫) মূত্রদোষহরত্বে কণ্টকারী—"নিদিগ্ধি-

কায়াঃ স্বরসং পিবেৎ কুড়বসংমিতম্। মূত্রদোষহরং কল্কং মথবা ক্ষৌদ্র-সংযুতম্"। (উঃ ৫৮ অঃ)। সুশ্রুতঃ।

কাসে কণ্টকারী—"কণ্টকারীকৃতঃ ক্কাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা" (কাস—চিঃ)। (২) মূত্রকৃচ্ছ্রে কণ্টকারী—"নিদিগ্ধিকারসো বাপি সক্ষৌদ্রঃ কৃচ্ছ্রনাশনঃ" (মূত্রকৃচ্ছ্র—চিঃ)। (৩) মূত্রাঘাতে কণ্টকারী—"নিদিগ্ধিকায়াঃ স্বরসং পিবেদ্বস্ত্রান্তরস্রুতম্" (মূত্রাঘাত—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

শিশোশ্চিরজে কাসে ব্যাঘ্রীকুসুমকেসরঃ—"ব্যাঘ্রীকুসুমসঞ্জাতকেসরৈ-রবলেহিকা। জগ্ধ্বাঽপি চিরজং জাতং শিশোঃ কাসং ব্যপোহতি॥" বঙ্গসেনঃ।

কণ্টকারীর ভাষানাম—কণ্টকারী, নিদিগ্ধিকা ক্ষুদ্রা ও ব্যাঘ্রী শব্দে বৈদ্যকে ভূরি-প্রযুক্ত। বাঃ—কন্টিকারী। হিঃ—কটেরী, লঘুকটাই, ভটকটেয়া, রেঙ্গনী। মঃ—রিঙ্গনী, ভূই রিঙ্গনী, লঘুরিঙ্গনী। গুঃ—বেঠীভোরিঙ্গনী। কঃ—নেল্লগুল্লু। তৈঃ—বেরটীমুলঙ্গা, ত্রাকুডিচেট্টু। উঃ—কণ্টমারিষ।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষুদ্রা," "বহুকণ্টা," "ক্ষুদ্রকণ্টা," "ক্ষুদ্রফলা," "চিত্রফলা"।

বর্ণন—কণ্টকারীর ক্ষুপ ভূলুণ্ঠিত থাকে। উচ্চ শুষ্ক ভূমিতে জন্মে। নদীর চরে অতি আনন্দে বর্দ্ধিত হয়। কণ্টকারী, শীতে অঙ্কুরিত, নিদাঘে পুষ্পফলে শোভিত এবং বর্ষার বারিপাতে ক্লিন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। শাখা, পত্রের পৃষ্ঠোদর, পত্রবৃন্ত ও পুষ্পদণ্ড সর্ব্বত্রই তীক্ষ্ণাগ্র প্রচুর কণ্টক আছে বলিয়া ইহা যথার্থ ই "দুস্পর্শা"। কণ্টকারীর ফুল নীলবর্ণ, মিলিত দল, অশাখপুষ্পদণ্ডে স্থিত। দলাগ্র পাঁচভাগে চিরিত। পরাগকোষ স্থূল পীতবর্ণ। ফল, বর্ত্তুলাকার অপক্কাবস্থায় সবুজবর্ণ, ফলের গাত্রে শাদা ডোরা থাকে, পাকিলে পীতবর্ণ হয়। বীজ, বেগুনের বীজের মত। শ্বেতকণ্টকারীর পুষ্প শ্বেতবর্ণ। শ্বেতকণ্টকারী সুলভ নহে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রক্ষুপ, ফুল ও ফল।

মাত্রা—ক্কাথ—৫—১০ তোলা স্বরস ১—২ তোলা। কল্ক ৪৮ আনা।

বৈদ্যকে কণ্টকারীর ব্যবহার।

চরক—বাতোল্বণ অর্শে কণ্টকারী—ঔষধ সেবনের কিঞ্চিৎ পরে, যাহা সেবন করা যায়, তাহাকে অনুপান বলে। বায়ুপ্রধান অর্শরোগীর বায়ু সরল করিবার এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য, কণ্টকারীর ক্বাথ অনুপেয় (চিঃ ৯ অঃ)। (২) মদাত্যয়ের পিপাসায় কণ্টকারী—মদাত্যয়ের পিপাসায় ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত কণ্টকারীর জল পান করিতে দিবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৩) কাসে কণ্টকারীকৃতযূষ—ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত কণ্টকারীর জলে মুগকলায়ের যূষ পাক করিবে। হরিদ্রা এবং অম্লাস্বাদ জন্মে এতাবৎ মাত্র আমলকীর রস, উহাতে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা কাসরোগে হিতকর (চিঃ ২২ অঃ)। (৪) অশ্মরীতে কণ্টকারী—বৃহতীও কণ্টকারীর মূলত্বক্ অনম্ল দধির সহিত পেষণ করিয়া, সাতদিন পান করিলে, অশ্মরী চূর্ণ হইয়া যায় (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত—অলসে (পাঁকুইয়ে) কণ্টকারী—কণ্টকারীর চতুর্গুণ রসে পক্ব, সার্ষপ তৈল সেচন করিলে পাঁকুই প্রশমিত হয় (চিঃ ২০ অঃ)। বাতাভিষ্যন্দরোগে কণ্টকারী—বাতজ অভিষ্যন্দরোগে ("চোক্ উঠা"), কণ্টকারীর মূল ছাগীদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া, ঈষদুষ্ণ থাকিতে ঐ দুগ্ধ চক্ষুতে সেচন করিবে (উঃ ৯ অঃ)। (৩) শকুনীগ্রহ প্রতিষেধার্থ কণ্টকারী—শকুনীগ্রহ প্রতিষেধার্থ শিশুকে কণ্টকারীমূল ধারণ করাইবে (উঃ ৩০ অঃ)। (৪) শ্বাসে কণ্টকারী—কণ্টকারীর কল্ক আমলকী প্রমাণ, তদর্দ্ধপরিমিত হিঙ্গুসহ মধু যোগে সেবন করিলে, প্রবলশ্বাস তিনদিনে প্রশমিত হয় (উঃ ৫১ অঃ)। (৫) কাসে কণ্টকারী—দ্বিগুণ কণ্টকারীর রসে বিপক্ব ঘৃত পান করিলে, কাসস্বরভেদাদি প্রশমিত হয় (উঃ ৫২ অঃ)। (৫) মূত্রদোষহরণে কণ্টকারী—কণ্টকারীর স্বরস কিম্বা কল্ক সেবন করিলে মূত্রদোষ (কৃচ্ছ্রাদি) নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—কাসে কণ্টকারী—কণ্টকারীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার কাসনাশক (কাসচিঃ)। (২) মূত্রকৃচ্ছ্রে কণ্টকারী—কণ্টকারীর রস মধুসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয় (মূত্রকৃচ্ছ্র চিঃ)। (৩) মূত্রাঘাতে কণ্টকারী—কণ্টকারীর রস বস্ত্রপূত করিয়া পান করিলে, মূত্ররোধ প্রশমিত হইয়া থাকে (মূত্রাঘাতচিঃ)। মূত্রকৃচ্ছ্রে, অতীব যন্ত্রণার সহিত অল্প মাত্রায় বারম্বার মূত্র নির্গম হয়। মূত্রাঘাতে একবারে প্রস্রাব হয় না। কণ্টকারী মূত্রকারিণী বলিয়া উভয় রোগেই প্রযোজ্য।

বঙ্গসেন—শিশুর কাসে কণ্টকারীফুল—কণ্টকারীফুলের কেসর চূর্ণ করিয়া, মধুসহ লেহন করাইলে, শিশুর পুরাণকাস বিনষ্ট হয় (বালরোগাধিকারে)।

বক্তব্য—চরক, কণ্ঠ্য, হিক্কানিগ্রহণ, কাসহর, শোথহর, শীতপ্রশমন ও অঙ্গমর্দ্দ প্রশমন বর্গে কণ্টকারী পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)। যাহা সেবন করিলে কণ্ঠস্বর বৰ্দ্ধিত হয়, এবং যাহা কণ্ঠের হিতকর তাহাকে কণ্ঠ্য বলে। অতএব স্বরভেদে কণ্টকারী প্রযোজ্য। কণ্টকারী শীতপ্রশমন বলিয়া সন্নিপাতজ্বরে হিতকর। অঙ্গমর্দ্দ প্রশমন হেতু কণ্টকারী বাতে ও জ্বরে প্রয়োগ করা যায়। সুশ্রুত বৃহত্যাদি বর্গে কণ্টকারী পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৩৮ অঃ)। শ্বেতকণ্টকারীকে ভাবপ্রকাশকার "গর্ভকারিণী" বলিয়াছেন ; সুতরাং ইহা, বন্ধ্যাত্বদোষ নিবারণার্থ সেব্য।

Constituents.—The fruit contains fatty acids, wax and an alkaloid. The dried leaves contain an alkaloid and an organic acid. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 450).

Actions and uses.—Aperient, carminative, expectorant, and diuretic. The confection (Kantakáryavaleha) is given in asthma, cough, catarrhal affections of the lungs, fever flatulence and pain in the chest ; as a diuretic, the decoction is given in dysuria, cystic calculi and dropsy ; also given in costiveness. A paste of the seeds is locally applied to promote suppuration of boils, buboes and other indolent chronic abscesses. Fumigation of the fruits is largely used by the natives as sialogogue and applied for the relief of pain in caried teeth. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 450 .

নব্যমত—কণ্টকারী, সর অর্থাৎ মৃদুরেচক, আধ্মানহর, বায়ুনাশক, কফনিঃসারক এবং মূত্রল। "কণ্টকার্য্যবলেহ" (যাহার প্রধানতম উপাদান কণ্টকারী) শ্বাস, কফরোগ, ফুস্ফুসাশ্রিতকফদোষ, জ্বর, আধ্মান ও বক্ষঃ এবং পার্শ্বশূলে সেব্য। কণ্টকারীর কাথ, মূত্রকারক বলিয়া, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিগতঅশ্মরী এবং শোথ রোগে হিতকর। সরত্ব হেতু কোষ্ঠবদ্ধে উপকারী। অপকস্ফোটক ব্রণাদিতে কণ্টকারী বীজের প্রলেপ দিলে, পক্বতা প্রাপ্ত হয়। কণ্টকারী বীজের ধূম, লালাস্রাববর্দ্ধক বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকে প্রায়শঃ ব্যবহার করিয়া থাকে। অধিকন্তু ক্রিমিভক্ষিত দন্তের শূল প্রশমনকল্পে এই ধূম অতি প্রশস্ত। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫০ পৃঃ)।

কতক—कतकः।

कतकम्, अम्बुप्रसादनम्। Strychnos potatorum.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"कतकफलं स्वनामख्यातं, शशकपुरीषप्रतिमफलं अम्बुप्रसादनम्" (डल्वणः, सुः सूः चिः १८ अः)।

गुणप्रकाशिकासंज्ञा—"अम्बुप्रसादः," "नेत्रविकारजित्"।

कतकं शीतलं प्राहु स्तृष्णाविषविनाशनम्। नेत्रोत्थरोगविध्वंसि विधिनाऽञ्जनयोगतः। कतकस्य फलं तिक्तं चक्षुष्यं पिच्छलं स्नु। वारिप्रसादनं कृच्छ्रशर्करा मश्मरीं जयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

कतकः कटुतिक्तोष्णश्चक्षुष्यः क्रिमिदोषनुत् रुचिकृच्छूलदोषघ्नो बीजमम्बुप्रसादनः। राजनिघण्टुः।

कतकस्य फलं नेत्र्यं जलनिर्म्मलताकरं। वातश्लेष्महरं शीतं मधुरं तुवरं गुरु। भावप्रकाशः।

* छर्द्दिः स्वेदस्य जनकं शोफं पाण्डुं विषं जयेत्। * कतकस्य च मूलन्तु सर्व्वकुष्ठहरं परम्। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

अश्मर्य्यां कतकम्—"* * कतकादिकानाम्। एकैकशो वा विधिनैव तेन" (चिः २६ अः)। चरकः।

अर्ज्जुने कतकम्—"* * कतकः सैन्धवेन वा। * * अञ्जन मर्ज्जुने" (नेत्ररोग—चिः)। चक्रदत्तः।

नेत्रप्रसादनार्थम् कतकम्—"कतकस्य फलं घृष्टा मधुना नेत्र मञ्जयेत्। ईषत् कर्पूरसहितं तत् स्यान्नेत्रप्रसादनम्"। भावप्रकाशः।

কতকের ভাষানাম—বাঃ—নির্ম্মালীফল। হিঃ—নির্ম্মলীফল, পারপসারী। মঃ—নিবর্হ্ঠীচ্যা, বিয়া, চিল্লার। গুঃ—নির্ম্মলী। কঃ—চিল্লিকাপি।

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"অম্বুপ্রসাদ" "নেত্রবিকারজিৎ"।

বর্ণন—কতকবৃক্ষ বঙ্গদেশে তাদৃশ সুলভ নহে। ইহা দাক্ষিণাত্য ও লঙ্কাদ্বীপের অরণ্য ও পর্ব্বতে জন্মে। কুচিলার বৃক্ষাপেক্ষা ইহার বৃক্ষ উচ্চতর। কতকের পুষ্প হরিদাভ পীতবর্ণ। পক্ক ফল কৃষ্ণবর্ণ। বীজ চ্যাপ্টা—বোতামের মত। কুচিলার বীজাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। কুচিলার বীজ যেমন "চিম্‌শে," ইহা তেমন নহে। বীজের বিশেষ কোন স্বাদ নাই।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ।

মাত্রা—বীজ ১—২ আনা। বমনার্থ—৩ আনা।

বৈদ্যকে কতকের ব্যবহার।

চরক—অশ্মরীতে কতক—নির্ম্মালীফলের রস এবং অষ্টগুণ গব্যদুগ্ধদ্বারা ঘৃতপাক করিয়া, অশ্মরীরোগে সেব্য। (চিঃ ২৬অঃ)।

চক্রদত্ত—নেত্ররোগে কতক—নির্ম্মালীফল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ সহ উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে। ইহা অঞ্জন করিলে অর্জ্জুন নাম নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। এই রোগে নেত্রশুক্লভাগে শশরুধিরবর্ণ বিন্দুবৎ চিহ্ন জন্মে।

ভাবপ্রকাশ—নেত্রপ্রসাদনার্থ কতক—নির্ম্মালীফল মধুতে ঘসিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর সহ চক্ষুতে অঞ্জন করিবে। এতদ্দ্বারা চক্ষু হইতে জল ও পিচুটী পড়া নিবারিত হইয়া চক্ষু নির্ম্মল হয় ও দৃষ্টিপ্রসাদ জন্মে।

বক্তব্য—চরক, বিষয়বর্গে কতক পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ) চরক, বমনোপ-বর্গে, কিম্বা সুশ্রুত, ঊর্দ্ধভাগহর বর্গে (সূঃ ৩৯ অঃ) কতক পাঠ করেন নাই। নব্যেরা কিন্তু অধিক মাত্রায় কতকবীজ বান্তিকর বলিয়াছেন। কতকের একটী নাম "অম্বুপ্রসাদন" কতকবীজ ঘসিয়া আবিলজলে মিশ্রিত করিলে জলের ময়লা অধঃক্ষিপ্ত হইয়া জল নির্ম্মল হয়—ফট্‌কিরি অপেক্ষা ইহা নির্দোষ বলিয়া, ইহার ব্যবহার সমধিক স্পৃহনীয়।

Constituents.—Contains no strychnine but brucin is present.

Actions and uses.—Alterative tonic, stomachic and demulcent, rubbed down with honey and camphor, it is applied to the eye to prevent lachrymation and to remove opacities; also applied to the abdomen to relieve colic. Its infusion is recommended in irritation of the urinary organs as gonorrhœa, diabetes and as an emetic in cough. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 409).

নব্যমত—কতক, রসায়ন, বল্য, পাচক, শীত। কতকবীজ মধুসহ প্রস্তরপাত্রে ঘর্ষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কর্পূরসহ নেত্রে অঞ্জন করিলে অশ্রুস্রাব ও অস্পষ্টদৃষ্টি নিবৃত্তি পায় এবং উদরে লেপ দিলে শূল প্রশমিত হয়। কতকের শীতকষায় "গণোরিয়া" ও সোমরোগে হিতকর। ইহা কফরোগে বমনকারক স্বরূপও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪০৯ পৃঃ)।

কদম্ব—कदम्बः ।

धाराकदम्बः—Anthocephalus Cadamba, Wild Cinchona. **धूलिकदम्बः**—Adina Cordifolia.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—धाराकदम्बस्य—"सुवासः," "प्रावृषेण्यः" । धूलिकदम्बस्य—"क्रमुकप्रसूनः," "वसन्तपुष्पः" ।

कदम्बस्तु कषायः स्याद्रसे शीतो गुरुऽपि च । व्रणसंहरणश्चापि कासदाहविषापहः । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

कदम्बस्तिक्तकटुकः कषायो वातनाशनः । शीतलः कफपित्तार्त्तिनाशनः शुक्रवर्द्धनः । त्रिकदम्बाः कटुवर्णा विषशोफहरा हिमाः । कषायास्तिक्तपित्तघ्ना वीर्य्यवृद्धिकराः पराः । राजनिघण्टुः ।

कदम्बो मधुरः शीतः कषायो लवणो गुरुः । सरो विष्टम्भकृद्रूक्षः कफस्तन्याऽनिलप्रदः । भावप्रकाशः ।

व्रणाच्छादनार्थं कदम्बपत्रम्—"कदम्बार्जुन निम्बानां * * । व्रणप्रच्छादने विद्वान् पत्राण्यर्कस्य चाऽऽदिशेत्" । (चिः ११ अः)।

(২) **মূত্রস্য বৈবর্ণ্যে কৃচ্ছ্রতায়াঞ্চ কদম্বঃ—"বিদারীভিঃ কদম্বৈর্ব্বা * * শৃতম্। ঘৃতং পয়শ্চ মূত্রস্য বৈবর্ণ্যে কৃচ্ছ্রনির্গমে" (চিঃ ২২ অঃ)। চরকঃ।**

কদম্বের ভেদ ও ভাষানাম—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে ধারা ও ধূলি কদম্ব এবং রাজনিঘণ্টুতে ধারা, ধূলি ও ভূমি এই তিন প্রকার কদম্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধারাকদম্বের নামান্তর "প্রাবৃষ্য" বা "প্রাবৃষেণ্য" এবং "সুবাস," অর্থাৎ ধারাকদম্বের ফুল বর্ষাকালে হয়, পুষ্প "সুবাস"; সুতরাং জানা যাইতেছে যাহাকে সচরাচর লোকে কদম্ বলে তাহাই "ধারা কদম্ব"। "ধূলিকদম্বের" নামান্তর "বসন্তপুষ্প ও "ক্রমুকপ্রসূন" অর্থাৎ ধূলিকদম্বের ফুল বসন্তকালে হয় এবং ইহার ফুল (বস্তুতঃ ইহা ফুল নহে, পুষ্পধি) সুপারির মত। আমরা জানি, যাহাকে লোকে কেলিকদম্ বলে, বসন্তকালেই তাহার ফুল হয় এবং কেলিকদমের ফুল আকৃতিতে বড় কুল বা সুপারির মত; সুতরাং ধূলিকদম্বের ভাষানাম যে কেলিকদম্ব ইহাতে আর সংশয় নাই। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার ভূমিকদম্ব নামে কোন কদম্বের উল্লেখ করেন নাই। ভূমিকদম্ব ও ভূকদম্ব সম্ভবতঃ একই উদ্ভিদ্। এক হইলে, ভূমিকদম্বকে কদম্ব হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া, ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার সুবিচার প্রদর্শন করিয়াছেন; কারণ ভূমিকদম্ব, মুণ্ডিকা—মুণ্ডিকা বৃক্ষ নহে, প্রতানবতী। অথবা এই প্রকার বৃক্ষবিটপের একনামতঃ উল্লেখ দোষাবহ ছিল না। বিটপকরঞ্জ, বৃক্ষকরঞ্জবৎ বিটপকদম্ব, বৃক্ষকদম্বও গ্রাহ্য। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, টীকাকার "কদম্ব" শব্দ-ব্যাখ্যায় "কদম্বঃ বৃক্ষকদম্বঃ" বলিয়া (ডহ্বণ সূঃ ৩৮ অঃ রোধ্রাদিবঃ টীঃ) বিটপকদম্বের (ভূকদম্ব) প্রতিষেধ করিয়াছেন। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার, নীপশব্দ, ধারা এবং ধূলি উভয় কদম্বের পর্য্যায়েই পাঠ করিয়াছেন। কালিদাস মেঘদূতে লিখিয়াছেন "সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্"। এখানে ত্বংশব্দে মেঘ; সুতরাং নীপ "প্রাবৃষেণ্য" হইল। বধূগণ যখন আদর সহকারে সীমন্তে ধারণ করিতেন, তখন নীপ অবশ্যই "সুবাস" ও সুন্দর। এতদ্দ্বারা নীপ ধূলিকদম্ব না হইয়া, ধারাকদম্ব বলিয়া প্রমাণ হইলেও, বোধ হয় নীপ কদম্বের সাধারণ নাম। ধূলিকদম্ব অর্থাৎ কেলিকদম্বের ফুলও সুগন্ধি; কিন্তু ধারাকদম্ববৎ সুন্দর নহে। কোচবিহারের লোক, কেলিকদম্কে "খেলিকদম্" বলে।

বর্ণন—কদম্বের অর্থাৎ ধারাকদম্বের বৃক্ষ অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। কেলি-কদম্বের বৃক্ষ ধারাকদম্বের বৃক্ষাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। কেলিকদম্ব বহুশাখ। ইহার ফুল ও পাতা, ধারাকদম্বের পুষ্প ও পত্রাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। কদম্বের ফুল বর্ষাকালে হয়। কেলি-কদম্বের ফুল বসন্তকালে ফুটিতে আরম্ভ করিয়া, বর্ষারম্ভ পর্য্যন্ত থাকে। পূর্ব্বে পুষ্পদণ্ডের

বিষয় কিছু বলিয়াছি (আরগ্বধ দেখ)। পুষ্পদণ্ড নানাকৃতির হয়। যে বর্ত্তুলাকৃতি প্রত্যঙ্গের উপর কদম্বের পুষ্প সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহা বস্তুতঃ ফুল বা ফল নহে—উহা কদম্ব পুষ্পের বর্ত্তুলাকৃতি পুষ্পদণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। উদ্ভিদের পুষ্পাবির্ভাবকালের নিয়তত্ব নাই। মৃত্তিকা ও জলবায়ুর অবস্থার সহিত পুষ্পাগমের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। রাঢ়ে রথযাত্রার পূর্ব্বে কদমের ফুল হয় না। কোচবিহারে চৈত্রের শেষেও কদম্ব বৃক্ষ পুষ্পিত হয়। বৈশাখী রজনীতে দূরাগত কদম্বপুষ্পের গন্ধ অতি মনোরম। কোচবিহার বর্ষা-প্রধান প্রদেশ বলিয়া এইরূপ হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল, পত্র ও ত্বক্।

মাত্রা—ফলস্বরস ১—২ তোলা। ত্বক্চূর্ণ —১—২ আনা।

বৈদ্যকে কদম্বের ব্যবহার।

চরক—**ব্রণাচ্ছাদনার্থ** কদম্বপত্র—কদম্বের পত্র দ্বারা ক্ষত আচ্ছাদিত করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) **মূত্রের বৈবর্ণ্যে** ও কৃচ্ছ্রতায় কদম্ব—কদম্বের কাথ ও গব্যদুগ্ধসহ যথাবিধি পক্ক ঘৃত পান করিলে মূত্রের বিবর্ণতা ও কৃচ্ছ্রনির্গম নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

বক্তব্য—**চরক**, বমনোপগবর্গে নীপ এবং বেদনাস্থাপনবর্গে কদম্ব এবং শুক্র-শোধনবর্গে কদম্বনির্য্যাস পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত**, রোধ্রাদি ও ন্যগ্রোধাদিগণে কদম্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

নব্যমত সমালোচনা—ডাঃ উদয়চাঁদ, ডিমক্ ও ক্ষোরি, ধারাকদম্বের বাঙ্গলা নাম কেলিকদম্ব লিখিয়াছেন। "বৈদ্যকশব্দসিন্ধু" সঙ্কলয়িতাও উঁহাদের মতানুসরণে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কেলিকদম্বের সংস্কৃত নাম যে ধূলিকদম্ব, ধারাকদম্ব নহে, ইহা ইতঃ পূর্ব্বেই বিশদরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে।

Adina Cordifolia.—Constituents.—Cinchotannic acid, a red oxidized product, a bitter principle, starch, and calcium oxalate (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 325).

Actions and uses.—Bitter, tonic and febrifuge. Like cinchona it is used in fevers, dyspepsia, anorexia. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 325).

Anthocephalus Cadamba.—Wild Cinchona—**Actions and uses.**—Tonic, the juice is given to children with cumin and sugar in gastric irritability. The fruit is cooling, refrigerant and febrifuge, and given

in fever with great thirst. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 325).

নব্যমত—কেলিকদম্বত্বক্ তিক্ত, বল্য এবং জ্বরঘ্ন। সিঙ্কোনার মত ইহাও জ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী এবং অগ্নিমান্দ্যে হিতকর। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ)।

ধারাকদম্ব অর্থাৎ কদম্বকে লোকে বন্যসিঙ্কোনা বলে। ইহার ত্বক্ বলকারক, ত্বকের রস, জীরাচূর্ণ ও চিনিসহ শিশুর বমন প্রতিকারার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফল, শীতল, শ্রমাপহ জ্বরঘ্ন। জ্বরের প্রবলপিপাসায় ফলরস সেব্য। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ)।

কদলী—কদ্‌লী।

कदली, मोचा। Musa Paradisiaca, M. Sapientum.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"अम्बुसारा," "निःसारा," "दीर्घपत्रा," "स्वादुफला," "सकृत्फला," "गुच्छफला"। **गिरिकदल्याः**—"बहु-बीजा," "गजवल्लभा"। **गुणप्रकाशिका संज्ञा—काष्ठकदल्याः**—"विषघ्नी"।

कदली मधुरा शीता रम्या पित्तहरा मृदुः। कदल्यास्तु फलं स्वादु कषायं नातिशीतलम्। रक्तपित्तहरं हृद्यं रुच्यं कफकरं गुरु। कन्दस्तु वातलो रूक्षः शीतोऽसृक्कृमिकुष्ठनुत्। स्यात् काष्ठकदली रुच्या रक्तपित्तहरा हिमा। गुरुर्मन्दाग्निजननी दुर्जरा मधुरा परा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

बालं फलं मधुरमल्पतयाकषायम्। पित्तापहं शिशिररुच्यमथापि नालम्। पुष्पं तदप्यनुगुणं कृमिहारि कन्दम्। पर्णञ्च मूत्रशमनं कदलीभवं स्यात्। रम्भापक्वफलं कषायमधुरं बल्यञ्च शीतन्तथा।

पित्तघांस्रविमर्दनं गुरुतरं पथ्यञ्च मन्दानले। सद्यः शुक्रविवृद्धिदं क्लमहरं तृष्णापहं कान्तिदम्। दीप्ताग्नौ सुखदं कफामयकरं सन्तर्पणं दुर्जरम्। गिरिकदली मधुरहिमा बलवीर्य्यविवृद्धिदायिनी रुच्या। तृट्पित्तदाह-शोषप्रशमनकर्त्री च दुर्जरा च गुरुः। सुवर्णमोचा मधुरा हिमा च। स्वल्पाशने दीपनकारिणी च। तृष्णापहा दाहविमोचनी च। कफापहा वृष्यकरी गुरुश्च। राजनिघण्टुः।

मोचाफलं स्वादुशीतं विष्टम्भि कफनुद्गुरु। स्निग्धं पित्तास्रतृड्दाह-क्षतक्षयसमीरजित्। पक्वं स्वादु हिमं पाके स्वादु वृष्यञ्च बृंहणम्। क्षुत्तृष्णा नेत्रगदहृन्मोहघ्नं रुचिमांसकृत्। माणिक्यमर्त्त्यामृतचम्पकाद्या। भेदाः कदल्या बहवोऽपि सन्ति। उक्ता गुणास्तेष्वधिका भवन्ति। निर्दोषता-स्वादुता च तेषाम्। भावप्रकाशः।

कदलं मधुरं वृष्यं कषायं नातिशीतलम्। रक्तपित्तहरं हृद्यं रुच्यं श्लेष्मकरं गुरु। तदेव चम्पकाख्यन्तु वातपित्तहरं गुरु। वृष्यञ्चैवाति-शीतञ्च मधुरं रसपाकयोः। कदलीमोचकं हृद्यं कफघ्नं क्रिमिनाशनम्। तृष्णाशोषज्वरं हन्ति दीपनं वस्तिशोधनम्। कदल्या बलकृन्मूलं वात-पित्तहरं गुरु। राजवल्लभः।

संपक्वं पनसं मोचं राजादनफलानि च। स्वादूनि सकषायाणि स्निग्ध-शीतगुरूणि च। कषायविषदत्वाच्च सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्। चरकः (सूः २७ अः फः वः)। मोचं स्वादुरसं प्रोक्तं कषायं नातिशीतलम्। रक्त-पित्तहरं वृष्यं रुच्यं श्लेष्मकरं गुरु। सुश्रुतः—(सूः ४६ अः फः वः)।

कर्णरोगे कदली—"कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः कटुकः कर्णपूरणे" (उः २१ अः)। सुश्रुतः।

प्रदरे आमं मोचम्—"गुडेन वदरीचूर्णं मोचमामम्—" (असृग्दर—चिः)। चक्रदत्तः।

सिध्मे कदलीक्षारः—"* सिध्मम्। क्षारेण वा कदल्या रजनी-मिश्रेण नाशयति" ॥ (कुष्ठ चिः)। (२) सोमरोगे पक्वकदलीफलम्—"कदलीनां फलं पक्वं धात्रीफलरसं मधु। शर्करासहितं खादेत् सोमधारण मुत्तमम्" (सोमरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

কদলীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"অংশুমারা," "নিঃসারা," "দীর্ঘপত্রা," "স্বাদুফলা," "সকৃৎফলা," "গুচ্ছফলা"। গিরিকদলীর—"বহুবীজা,"; "গজবল্লভা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—কাষ্ঠকদলীর—"বিষঘ্নী"।

কদলীর ভাষানাম—বাঃ—কলা। হিঃ—কেরা। মঃ—কেঠ্ঠ। গুঃ—কেল্য। কঃ—কদলী। তৈঃ—চক্রাকেলী। তাঃ—বাঠ্ঠে। বঃ—হগাপী। অঃ—মেয়জ্। ফাঃ—মাঙ্গ্।

কদলীভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে কদলী ও কাষ্ঠকদলী, রাজনিঘণ্টুতে কদলী, কাষ্ঠকদলী, গিরিকদলী এবং সুবর্ণমোচা; ভাবপ্রকাশে মাণিক্য, মর্ত্ত্য, অমৃত ও চম্পক কদলীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অধুনা নানাস্থানে নানাপ্রকার কদলীর আবাদ হয়। আসাম প্রদেশে বক্ষ্যমাণ ১৫শ কদলীভেদ সাধারণের নিকট সুপরিচিত—আঠিয়া, জেপা আঠিয়া, ভীমকলা, কনকধোল, বরৎমানি, ছেনিচম্পা, মনুহর, ভোট্‌মনুহর, সিমুলমনুহর, পুরা, মালভোগ, বরট্‌মানি, বনকলা, জাহাজি ও দাঘজোয়া।

ঔষধার্থ ব্যবহার—নাল, মূল, কন্দ, পুষ্প, পত্র, ফল।

বৈদ্যকে কদলীর ব্যবহার।

সুশ্রুত—কর্ণরোগে কদলীস্বরস—কর্ণশূলপ্রতীকারার্থ কদলীবাগুড়ার (কলার "পেটোর") রস, ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণ পূরণ করিবে (উঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত—প্রদরে অপক্ককদলীফল—খোসা সহিত কাঁচাকলা চূর্ণ করিয়া গুড়সহ কফপিত্তজ অসৃগ্দরে সেবন করাইবে (অসৃগ্দর চিঃ)।

বঙ্গসেন—সিধ্মরোগে কদলীক্ষার—কলারক্ষার ও পিষ্টহরিদ্রা একত্র লেপন করিলে সিধ্ম (ছুলি) বিনাশ প্রাপ্ত হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (২) সোমরোগে পক্ককদলীফল—

কাঁচা আমলকীর রস, চিনি ও মধু যোগে পককদলী ভোজন করিলে সোমরোগ নিবৃত্তি পায় (সোমরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—প্রাচীন নিঘণ্টুগ্রন্থে মোচা শব্দ কদলীবৃক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। রাজবল্লভকারই "মোচা" (কলার ফুল) অর্থে মোচক শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। রাজনিঘণ্টুকার কদলীকন্দ (কলার এঁটে), কদলীপুষ্প (মোচা) ও কদলীমালের (থোড়) গুণ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইঁহার মতে কদলীপত্র শূলশমক। চরকের "দশেমানি" তে কদলী পঠিত হয় নাই। সুশ্রুত ক্ষারযোগ্য বৃক্ষবর্গে কদলী পাঠ করিয়াছেন (সুঃ ১১ অঃ)। কদলীকন্দসম্ভব ক্ষারজলকে কোচবিহারের লোকে "ছ্যাকা" বলে। এই ছ্যাঁকা লবণের পরিবর্ত্তে ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ শাক পাককালে ছ্যাঁকার ব্যবহার এখনও বলবৎ রহিয়াছে। এ প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত। টীকাকৃৎ বিজয়রক্ষিত লিখিয়া গিয়াছেন "ক্ষারোদকসাধিতং ব্যঞ্জনমস্তি কামরূপাদৌ" (গ্রহণী—ব্যাখ্যামধুকোষ)। দরিদ্রলোকে কদলীক্ষার দ্বারা মলিনবস্ত্র ধৌত করিয়া থাকে।

Constituents.—The ash contains potash and soda salts phosphoric acid and magnesia. The ripe fruit contains starch, sugar, gum, fat, albuminoids and non-nitrogenous extractives. (*Materia Medica of India* —R. N. Khory, Part II., p. 598).

Actions and uses.—Demulcent, nutritive and astringent ; the fruit is used in soreness of the throat, dry cough and in irritability of the bladder. The root is used as an anthelmintic. The meal prepared from the fruits is nutritive ; the strach prepared from the unripe fruits is astringent and used in bowel complaints. A syrup of banana is given in chronic bronchitis with benefit. In hæmoptysis and hæmorragic fluxes, the juice of the stem obtained by incisions is very beneficial. The young leaves are a good substitute for gutta percha tissue in dressing wounds as cooling dressing for blistered surfaces. The natives use the leaves as a shade protector in eye diseases (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 599).

"**Emerson.**—Notices the use of the sap to alloy thirst in cholera". • • • "Pereira (*Materia Medica*—Part II., p. 222)has drawn attention to the nutritive properties of the meal prepared from the unripe fruit." • • "Starch prepared from the unripe fruit is used in the treatment of bowel complaints in Bengal. A specimen we

examined consisted almost wholly of pure starch with a trace of astringent extractive." In America a syrup of bananas is said to be singularly effective in relieving chronic bronchitis. The preparation is simple, requiring only that the fruit shall be cut in small pieces and with an equal weight of sugar be placed in a close jar, which is set cold water and slowly heated to the boiling point, when it is to be removed from the fire and allowed to cool. The dose mentioned is a teaspoonful every hour." (Dymock—*Pharmacographia Indica*—Part III., pp. 444-5).

নব্যমত—কদলীফল, তর্পক, পোষক এবং কষায়। ইহা গলক্ষত, শুষ্ককাস এবং মূত্রকৃচ্ছাদি বস্তির উত্তেজনজাত পীড়ায় হিতকর। কদলীমূল ক্রিমিঘ্ন। শুষ্কীকৃত অপক্ক কদলী চূর্ণ, উত্তম পুষ্টিপ্রদ খাদ্যৌষধ। ইহা উদরাময়গ্রস্ত রোগীর প্রশস্ত পথ্য। পুরাণ কাস রোগে কদলীর সিরাপ, ফলপ্রদ। রক্তপিত্ত, রক্তবমন, রক্তনিষ্ঠীবন রোগে, কদলীকাণ্ড ভেদ করিলে যে রস নির্গত হয়, তাহা পান করিবে। ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। কচি কলাপাতা, ক্ষত বন্ধনার্থে "গাটাপার্চ্চার" প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। অধিকন্তু ইহা ব্লিষ্টারের পক্ষে স্নিগ্ধ আচ্ছাদক। এতদ্দেশীয় লোকে, নেত্ররোগে, কচি কলাপাতা দ্বারা নেত্র আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ইহাতে চক্ষু শীতল থাকে এবং সূর্য্যোত্তাপ হইতে রক্ষিত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ৫৯৯ পৃঃ)।

এমার্সন বলেন কদলী বৃক্ষের রস, বিসূচীকার তৃষ্ণা প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। পেরিরা অপক্ক কদলীফল চূর্ণের পুষ্টিকরত্ব গুণ স্বীকার করিয়াছেন। আমেরিকায়, কদলীফলের সিরাপ, পুরাণ কাসের (chronic bronchitis) একমাত্র ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কদলীফলের সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী—অতি ক্ষুদ্রাকারে কর্ত্তিত কদলীফল এবং কর্ত্তিত কদলীফলের সমাংশ চিনি একত্র আবৃতমুখ পাত্রে (জারে) স্থাপন করিবে। এই পাত্র, উত্তমরূপ নিমজ্জিত হয় এতাদৃশ শীতলজলপূর্ণ কোন পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে জ্বাল দিবে। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে জ্বাল বন্ধ করিয়া, নামাইবে এবং শীতল হইলে জল হইতে উত্তোলন করিয়া, পাত্রমধ্যস্থিত সিরাপ ব্যবহার করিবে। মাত্রা—চায় চামচের ১ চামচ, ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেব্য। (ডিমক্—ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—৩য় খণ্ড, ৪৪৪—৪৫ পৃঃ)।

कपिथ्थ—कपित्थः ।

कपित्थः, दधित्थः । Feronia Elephantum, Anisiphalins Rumphii, Cratæva Vallanga.

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"ग्राही" । परिचयज्ञापिका संज्ञा —"गन्धफलः," "चिरपाकी," "कठिनफलः" ।

कपित्थमाममस्वर्य्यं कफघ्नं ग्राहि वातलम् । कफानिलहरं पक्कं मधुराम्लरसं गुरु । श्वासकासारुचिहरं तृष्णाघ्नं कण्ठशोधनम् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

कपित्थोमधुराम्लश्च कषायस्तिक्तशीतलः । वृष्यः पित्तानिलं हन्ति संग्राही व्रणनाशनः । राजनिघण्टुः ।

कपित्थमामं संग्राहि कषायं लघु लेखनम् । पक्कं गुरु तृषाहिक्काशमनं वातपित्तजित् । स्यादम्लं तुवरं कण्ठशोधनं ग्राहि दुर्ज्जरम् । भाव-प्रकाशः ।

कपित्थमामं कण्ठघ्नं विषघ्नं ग्राहि वातलम् । मधुराम्लकषायत्वात् सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम् । तदेव पक्कं दोषघ्नं गुरु ग्राहि विषापहम् । राजवल्लभः ।

* हिक्काकासं नाशयति वीजञ्चक्षयापहम् । शोषव्यथां विषञ्चैव विसर्पञ्चैव नाशयेत् । वीजतैलञ्च तुवरं ग्राहकं स्वादु पित्तनुत् । पाको-र्वीं वं कफञ्चैव हिक्कां वान्तिञ्च नाशयेत् । विषनाशकरं पुष्पं पर्णं वान्तति-सारजित् । हिक्कां नाशयतीत्येवं प्रोक्तं पूर्व्वैर्महर्षिभिः ॥ वृहन्निघण्टु-रत्नाकरः ।

अर्शःसु कपित्थम्—"दधिन्वविल्वयूषम्वा * (चिः ८ षः) । (२) हिक्कायां कपित्थम्—"पिप्पलीमधुयुक्तो वा रसो धात्रीकपित्थयोः"

(चिः २१ अः)। (३) कण्ठगतविषे कपित्थम्—"कपित्थमामं ससितक्षौद्रं कण्ठगते विषे" (चिः २५ अः)। (४) रक्तपित्ते कपित्थपत्रम्—"पत्रकल्कौ घृते भृष्टौ राजादनकपित्थयोः। पित्तानिलहरौ पैत्ते सर्व्वेष्वेवास्रपित्त-जित्" (चिः १० अः)। चरकः।

विषसंसृष्टाञ्जनजविकारे कपित्थम्—"कपित्थमेषशृङ्ग्याश्च पुष्पं * * (कः १ अः)। (२) वमने कपित्थम्—"दधित्थरससंयुक्तां पिप्पलीं माक्षिकान्विताम्। मुहुर्मुहुर्नरो लीढ्वा छर्द्दिभ्यः प्रतिमुच्यते"। (उः ४९ अः)। (३) न्यच्छव्यङ्गनीलिकासु कपित्थम्—"कपित्थराजादनयोः कल्कं वा हित मुच्यते" (चिः २० अः)। सुश्रुतः।

कफजवमने कपित्थम्—"खादेत् कपित्थं सव्योषम्" (चि ६ अः)। (२) कफजकर्णरोगे कपित्थम्—"रसेन * कपित्थस्य च पूरयेत्" (चिः १८ अः)। वाग्भटः।

प्रवाहिकायां कपित्थम्—"धातकीवदरीपत्रं कपित्थं *। * एकतो दध्ना पिबेत् प्रवाहिकाहितः (मः खः १मः भाः)। भावप्रकाशः।

प्रदरे कपित्थपत्रम्—"कपित्थवेणुपत्रञ्च सममेकत्र पेषयेत्। मधुना सह दातव्यं तीव्रप्रदरनाशनम्" (स्त्रीरोगाधिकारे)। वङ्गसेनः।

কপিথের ভাষানাম—বাঃ—কয়েদ্। হিঃ—কৈথ্। মঃ—কঁবঠ, কবিঠ্। গুঃ—কৌঁট, কাঠ, কোঠবতী। কঃ—বেলন্। তৈঃ—এলাংগাকায়া।

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"গ্রাহী"। পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"কঠিন-ফল," "গন্ধফল," "চিত্রপাকী"।

বর্ণন—কপিথ তরু অশ্বথ বৃক্ষের মত উচ্চ হয়। ফলের জন্য কচিৎ ইহার বৃক্ষ যত্ন রক্ষিত হইলেও, প্রায়ই গ্রাম্য পুষ্করিণী বা পথিপার্শ্বে অযত্নসম্ভূত হইয়া ফল ও ছায়া দান

করে। পর্ণঋৎ শীতঋতু, অন্যান্য বৃক্ষের ন্যায় ইহারও তাবৎ পত্র হরণ করে, এবং বসন্ত নূতন পাতায় ইহাকে সাজাইয়া দেয়। যে সকল বৃক্ষ কোন ঋতুতেই একবারে পত্র বিবর্জিত হয় না, তাহাদিগকে "চিরহরিত্" বলে, কপিত্থবৃক্ষ চিরহরিত্ নহে। কপিত্থের পাতা কামিনীফুলের পাতা অপেক্ষা ছোট, চিক্কণ ও সুগন্ধি। নিদাঘশেষে, প্রাবৃটের প্রথম বারিপাতে, কপিত্থবৃক্ষ পুষ্পিত হয়, ফুল ছোট ছোট সাদা। ফল বড়, গোল, উপরটা শাদা ও কর্কশ। পৌষ মাঘে ফল পাকে। ফল বিলম্বে পাকে বলিয়া "চিরপাকী" নাম। পাকা কয়েদের গন্ধ অতি হৃদ্য। শাঁসে বীজ নিমজ্জিত থাকে। "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টাস্" নাম পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় কপিত্থ বৃক্ষের প্রতিকৃতি আছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, পুষ্প, ফল।

মাত্রা—পুষ্প ও পত্রকল্ক ৪—৮ আনা। ফলশস্য ২—৪ তোলা। ফলস্বরস ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে কপিত্থের ব্যবহার।

চরক—অর্শে কপিত্থ—অর্শরোগীর মলভেদ থাকিলে কাঁচা কয়েদ্ ও কাঁচা বেলের যূষ পান করাইবে; কিম্বা এই যূষের সহিত ছাগমাংসের যূষ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। কোন ঔষধের যূষ প্রস্তুত করিতে হইলে, উহার সহিত তত্তৎ অবস্থার হিতকর কোন প্রকার কলায় ও দিতে হয়; যেহেতু কলায় যূষযোনি। (২) হিক্কায় কপিত্থ—কাঁচা কয়েদের রস পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ হিক্কারোগীকে পান করাইবে (চিঃ ২১ অঃ)। (৩) কণ্ঠগত বিষে কপিত্থ—যে কোন প্রকার জঙ্গমবিষ কণ্ঠপ্রাপ্ত হইলে চিনি ও মধুর সহিত কাঁচা কয়েদ্ ভক্ষণ করিবে (চিঃ ২৫ অঃ)। (৪) রক্তপিত্তে কপিত্থপত্র—রাজাদন ও কপিত্থের পত্র পেষণ পূর্ব্বক, ঘৃতভর্জ্জিত করিয়া ভক্ষণ করিলে, পিত্তবায়ু নাশ করে। ইহা সর্ব্বপ্রকার রক্তপিত্তের পক্ষে হিতকর (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত—বিষসংসৃষ্টাঞ্জনজন্য রোগে কপিত্থ পুষ্প—কপিত্থ ও মেষশৃঙ্গীর পুষ্প দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করাইলে, বিষদুষ্টঅঞ্জনজন্য পীড়া প্রশমিত হয় (কল্পঃ ১ অঃ)। (২) বমনে কপিত্থ—কয়েদের রস ও মধুর সহিত পিপ্পলীচূর্ণ বারম্বার লেহন করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (উঃ ৪৯ অঃ)। (৩) ন্যচ্ছব্যঙ্গাদিতে কপিত্থ—কয়েদ্ ও রাজাদনের শাঁস পেষণ পূর্ব্বক ন্যচ্ছব্যঙ্গাদিতে প্রলেপ দিবে (চিঃ ২০ অঃ)।

বাগ্ভট—শ্বাসে কপিত্থ—শ্বাসরোগী কয়েদের রস পান করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) কফজ বমনে কপিত্থ—ত্রিকটু চূর্ণের সহিত কয়েদ্ ভক্ষণ করিলে কফজবমি প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)। (৩) কফজ কর্ণরোগে কপিত্থ—কফজকর্ণরোগী কয়েদের রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিবে (চিঃ ১৮ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—প্রবাহিকায় কপিত্থ—কাঁচা কয়েদের শাঁস দধির সহিত পেষণ পূর্ব্বক প্রবাহিকার্দ্দিত ব্যক্তি পান করিবে (মঃ খঃ ১মঃ ভাঃ)।

বঙ্গসেন—প্রদরে কপিত্থপত্র—কয়েদের পাতা ও বাঁশপাতা সমভাগে উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক মধুসহ সেবন করাইবে, ইহা তীব্র প্রদরের পক্ষে হিতকর (স্ত্রীরোগাধিকার)।

বক্তব্য—চরকোক্ত "দশেমানি"র মধ্যে কপিত্থের উল্লেখ নাই। বিমানোক্ত অম্ল ও কষায়স্কন্ধে ও কপিত্থের নাম নাই।

Constituents.—The pulp contains a large quantity of citric acid with potash lime and iron. The leaves yield an essential oil similar to that obtained from bael leaves. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 130).

Actions and uses.—The young leaves are stomachic lithontriptic and carminative used in dyspepsia and diarrhœa ; also used in lessening red sand from the urine. The unripe fruit is astringent, and like bael, is used in diarrhœa and dysentery. The ripe fruit is refreshing, antiscorbutic digestive and tonic, the syrup is used in salivation, Sore throat and in strengthening the gums. The gum is a good substitute for gum-arabic, the mucilage is more viscid than that of gum-arabic, and is used with honey is diarrhœa dysentery and to relieve tenesmus of the bowels. The pulp or the powdered rind is used as a local application for bites of venomous insects. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 130).

নব্যমত—কপিত্থের কোমলপত্র পাচক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক অর্থাৎ ইহা সেবন করিলে, অশ্মরীরোগীর বস্তিতে অশ্মরীর পুনঃসঞ্চয় হইতে পারে না। অধিকন্তু ইহা আধ্মানহর এবং অজীর্ণ গ্রহণী অতিসার ও শর্করা অর্থাৎ মূত্রসহ রক্তবর্ণ বালুকাবৎ বস্তু নির্গমে, সেব্য। কপিত্থের কাঁচাফল কষায়—ইহা বিল্ববৎ অতিসার এবং আমরক্তাতিসারে প্রযোজ্য। পক্কফল, সন্তর্পক, শ্রমহর, "স্কার্ভি" রোগনাশক (শাকসব্জি সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক, নিরবচ্ছিন্ন মাংস ভোজন জন্য রক্তবিকৃতিজপীড়া বিশেষকে "স্কার্ভি" বলে), পাচক, বলকারক। ইহার সিরাপ, অতি লালাস্রাব, গলক্ষত এবং দন্তবেষ্ট দৃঢ়ীকরণার্থ ব্যবহৃত হয়। কপিত্থের নির্য্যাস, আরবি গঁদের প্রতিনিধিরূপে প্রয়োগ করা যায়। ইহা অতিসার ও আমরক্তাতিসারে মধুসহ সেব্য। অতিসারীর পরিকর্ত্তিকা ও কুন্থন বিদ্যমান্ থাকিলে, ইহা বিশেষ উপকারী। ফলের খোসার প্রলেপ, বিষধরকীটদংশনে হিতকর। (মেটিরিয়া মেডিকা অব ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, ১৩০ পৃঃ)।

कम्पिल्लक—काम्पिल्लकः।

काम्पिल्लकः। Mallotus Phillippensis, Rottlera Tinctoria.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"लघुपत्रकः," "लोहिताङ्गः," "रक्तफलः," "बहुपुष्पः," "बहुफलः"।

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"रञ्जनः," "रेची"।

काम्पिल्लको विरेची स्यात् कटूष्णो व्रणनाशनः। गुल्मोदरविबन्धाध्मश्लेष्मकृमिविनाशनः। पित्तव्रणाध्मानविबन्धनिघ्नः। श्लेष्मोदरार्त्तिकृमि गुल्मवैरी। शूलामशोथव्रणगुल्महारी। काम्पिल्लको रेचनदापहारी। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

काम्पिल्लको विरेची स्यात् कटूष्णोव्रणनाशनः। कफकासार्त्तिहारी च जन्तुकृमिहरो लघुः। राजनिघण्टुः।

काम्पिल्लः कफपित्तास्रकृमिगुल्मोदरव्रणान्। हन्ति रेची कटूष्णश्च मेहाऽऽनाहविषाश्मनुत्। भावप्रकाशः।

तच्छाकं शीतलं तिक्तं वातलं ग्राहि दीपनम्। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

गुल्मे काम्पिल्लकः—"लिह्यात् काम्पिल्लकस्यापि विरेकार्थं मधुद्रवम्" (चिः ५ अः)। (२) व्रणरोपणार्थम् काम्पिल्लकः—"* तैलं काम्पिल्लबीजं वा। * प्रधानं व्रणरोपणम्" (चिः ११ अः)। चरकः।

कृमिषु काम्पिल्लकः—"काम्पिल्लचूर्णंकर्षार्द्धं गुड़ेन सह भक्षितम्। पातयेत् कृमीन् सर्वानुदरस्थानसंशयः। (कृमि—चिः)। भावप्रकाशः।

কম্পিল্লকের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"লঘুপত্রক," "লোহিতাঙ্গ," "রক্তফল," "বহুপুষ্প," "বহুফল"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"রঞ্জন," "রেচী"।

কম্পিল্লকের ভাষানাম—বাঃ—কমলাগুঁড়ি। হিঃ—কবীলা, কম্বিলা। মঃ—কপীলা। গুঃ—কপীলো। কঃ—কম্পিল্লকং। ফাঃ—কম্বিলায়। অঃ—কম্বীর।

বর্ণন—কম্পিল্লক বৃক্ষ কাশ্মীর হইতে সিংহল পর্য্যন্ত প্রদেশে এবং ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর ও আন্দামান দ্বীপে প্রচুর জন্মে। বৃক্ষ অতি বৃহৎ হয় না। ইহার পাতা ডুমুরের পাতার মত। পত্রবৃন্ত সন্নিকটে দুইটী অর্ব্বুদাকৃতি গ্রন্থি আছে। ফল ছোট কুলের মত। পক্কফলের গাত্রে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র দানাদার যে পদার্থ সঞ্চিত থাকে তাহাই কমলাগুঁড়ি নামে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা নির্গন্ধ এবং প্রায় স্বাদহীন।

কমলাগুঁড়ির ভেদ ও পরীক্ষা—কম্পিল্লক ফলগাত্রেই যে কেবল কমলাগুঁড়ি সঞ্চিত হয় এমন নহে, শাখাদিতেও সঞ্চিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, কঙ্কন, মান্দ্রাজ এবং গঞ্জাম প্রদেশের বণিকেরা বস্ত্র বা তণ্ডুল বিনিময়ে পাহাড়ীদিগের নিকট হইতে কমলাগুঁড়ি সংগ্রহ করে। সংগ্রাহকগণ কমলাগুঁড়িকে "কপিলা" এবং "কপিলী" এই দুই প্রকারে পৃথক্ করিয়া থাকে। কেবল কম্পিল্লকফল, ঝুড়িতে রাখিয়া আলোড়িত করিলে যে রজঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই "কপিলী" নামে খ্যাত। "কপিলী" কমলাগুঁড়িই শ্রেষ্ঠ। ফল ভিন্ন বৃক্ষের অন্যাংশ হইতে সংগৃহীত কমলাগুঁড়িকে "কপিলা" বলে। কপিলী রক্তবর্ণ, কপিলা হরিদ্রাভরক্তবর্ণ। কপিলা কপিলী অপেক্ষা হীনগুণ। বাজারে সচরাচর যে কমলাগুঁড়ি বিক্রীত হইয়া থাকে, উহাতে ধূলিবালুকা প্রচুর মিশ্রিত থাকে। এইরূপ কদর্য্য কমলাগুঁড়ির ব্যবহার নিরাপদ ও ফলপ্রদ নহে। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কমলাগুঁড়ি দুর্লভ বলিলেও হয়; কারণ প্রথমতঃ, বৃক্ষস্থিত কম্পিল্লকফলরজঃ ধূলিকণবাহী বায়ু সংস্পর্শেই দূষিত হইয়া থাকে। তৎপরে ব্যবসায়ীরা ভেজাল দিয়া আরও অধিকতর দূষিত করিয়া ফেলে। কমলাগুঁড়ির পরীক্ষা—জলার্দ্র অঙ্গুল্যগ্র দ্বারা কমলাগুঁড়ি লইয়া শ্বেতবর্ণ একখণ্ড কাগজের উপর দৃঢ়ভাবে ঘর্ষণ করিলে, যদি উহা মসৃণ বর্ত্তিতে পরিণত এবং কাগজ যদি উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত হয়, তাহা হইলে, ঐ কমলাগুঁড়ি উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। বণিক্‌গণ এই প্রকারেই কমলাগুঁড়ির পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—"কম্পিল্লকফলরজঃ" (সুশ্রুত, সূঃ ৩৯ অঃ) এই বাক্যে কম্পিল্লকের ফলরজেরই ঔষধার্থ ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে।

মাত্রা—২ আনা হইতে ১ তোলা।

বৈদ্যকে কম্পিল্লকের ব্যবহার।

চরক—গুল্মে কম্পিল্লক—বিরেচনার্থ, গুল্মরোগীকে, মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া, কম্পিল্লক সেবন করাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) ব্রণরোপণার্থ কম্পিল্লক—কম্পিল্লকসহ পক্ক তৈল শ্রেষ্ঠ ব্রণরোপক। (চিঃ ১৩ অঃ)। মাংসাঙ্কুর উৎপাদনপূর্ব্বক ক্ষতপূরণ করাকে রোপণ বলে।

ভাবপ্রকাশ—কৃমিতে কম্পিল্লক—কম্পিল্লক ১ তোলা গুড়ের সহিত সেবন করিলে উদরস্থ কৃমি নিশ্চিত পতিত হইয়া থাকে (কৃমি চিঃ)।

বক্তব্য—চরক কৃমিঘ্নবর্গে কম্পিল্লক পাঠ করেন নাই।

Constituents.—Resins 80 p. c. tannic acid gum ; volatile oil, rottlerin; albuminous matter 7 p. c. ; colouring matter, cellulose 7 p. c. and ash 4 p. c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 550).

Actions and uses.—Cathertic and anthelmintic ; given with treacle it kills and expells round and thread worms ; as a purgative it causes nausea but does not cause vomiting ; it relieves colicky pain and removes bile. It is a local remedy for ringworm, pityriasis, freckles and scabies. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 550.)

নব্যমত—কমলাগুঁড়ি, বিরেচক ও ক্রিমিঘ্ন। গুড়ের সহিত সেবন করিলে, অন্ত্রস্থ সূত্রবৎ ক্রিমি পাতিত করে। বিরেচনার্থ কমলাগুঁড়ি সেবন করিলে, বিবমিষা উপস্থিত হয় ; কিন্তু বমন হয় না। ইহা পিত্তের অধঃপ্রবর্ত্তক এবং শূলবৎ বেদনাপ্রশমক। কমলাগুঁড়ির প্রলেপ, দদ্রু প্রভৃতি বিবিধ চর্ম্মরোগনাশক। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ৫৫০ পৃঃ)।

করঞ্জদ্বয়—करञ्जद्वयम्।

करञ्जः (क्ली:), नक्तमालः, चिरबिल्वः। Pongamia Glabra.
प्रकीर्यः, पूतिकरञ्जः, पूतिकः। Cæsalpinia Bonducella.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—नक्तमालस्य "पूतिपर्णः," "स्निग्धपत्रः," "कुञ्जपुष्पः"।

करञ्जश्चोष्णतिक्तः स्यात् कफपित्तास्रदोषजित्। व्रणघ्नीहस्तमोनृहन्ति भूतघ्नो योनिरोगहा। चिरविल्वः करञ्जश्च तोऽप्युवातकफापहः। महाकरञ्जस्तिक्तोष्णः कटुको विषनाशनः। कण्डूविचर्च्चिका कुष्ठत्वग्दोषव्रणनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

करञ्जः कटुरुष्णश्च चक्षुष्यो वातनाशनः। तस्य स्नेहोऽति स्निग्धश्च वातघ्नः स्थिरदीप्तिदः॥ घृतकरञ्जः कटूष्णो वातहृद्व्रणनाशनः। सर्व्वत्वग्दोषशमनो विषस्यार्शविनाशनः॥ करञ्जः (गुच्छकरञ्जः) कटुतिक्तोष्णः विषवातार्त्तिनाशनः। कण्डूविचर्च्चिकाकुष्ठस्पर्शत्वग्दोषनाशनः। रीठाकरञ्जस्तिक्तोष्ण कटुस्निग्धश्च वातजित्। कफघ्नः कुष्ठकण्डूति विषविस्फोटनाशनः॥ करञ्जतैलं नयनार्त्तिनाशनं। वातामयध्वंसनमुष्णतीक्ष्णकम्। कुष्ठार्त्तिकण्डूतिविचर्च्चिकापहम्। लेपेन नानाविधचर्म्मदोषनुत्। राजनिघण्टुः।

करञ्जः कटुकस्तीक्ष्णो वीर्य्योष्णो योनिदोषहृत्। कुष्ठोदावर्त्तगुल्मार्शोव्रणक्रिमिकफापहः। तत्पत्रं कफवातार्शःक्रिमिशोथहरं परम्। भेदनं कटुकं पाके वीर्य्योष्णं पित्तलं लघु। तत्फलं कफवातघ्नं मेहार्शःक्रिमिकुष्ठजित्। घृतपर्णकरञ्जोऽपि करञ्जसदृशो गुणैः। भावप्रकाशः।

कुष्ठे करञ्जफलम्—"* कुटजकरञ्जयोःफलम्। * लेपः कुष्ठापहः शिवः" (चिः ७ अः)। (२) अर्शःसु करञ्जपत्रम्—"प्राग्भक्तं यमके भृष्टान् शक्तुभिश्चावचूर्णितान्। करञ्जपल्लवान् दद्याद्वातवर्चोऽनुलोमनम्" (चिः ८ अः)। (३) विसर्पे करञ्जत्वक्—"सुखोष्णया प्रदिह्यात् *। * नक्तमालत्वचाऽपिवा"। (चिः ११ अः)। चरकः।

कण्डुपामाविचर्च्चिकासु नक्तमालतैलम्—"तैलं वा नक्तमालजम्" (चिः २० अः)। (२) वातअश्मरी चिरविल्वाङ्कुरः—"चिरविल्वाङ्कुराम्

वापि तैलभृष्टांस्तु भक्षयेत्" (उ: ४२ अ:)। (३) रक्तपित्ते करञ्जबीजम् —करञ्जबीजं मधुसर्पिषो च। * * घ्नन्ति त्रयः पित्तमसृक् च योगाः" (उ: ४५ अ:)। (४) मूर्च्छायां करञ्जपत्रम्--"पिबेद्वृषवागूमथवा सिद्धां पत्रैः करञ्जजैः" (उ: ५० अ:)। (५) ऊरुस्तम्भे करञ्जबीजम्— "दिग्ध्याच्च मूत्राढ्यैः करञ्जफलसर्षपैः" (चि: ५ अ:)। (६) श्लीपदे पूतिकरञ्जः—"पूतिकरञ्जपत्राणां रसं वापि यथाबलम्" (चि: १८ अ:)। (७) क्रिमिषु पूतिकरञ्जः—"पूतिकस्वरसं वापि पिबेद्वा मधुना सह" (उ: ५४ अ:)। (८) कुष्ठे करञ्जतैलम्—"कारञ्जं वा सार्षपं वा चतेषु। योज्यं तैलं *" (चि: ९ अ:)। सुश्रुतः।

ग्रन्थिविसर्पे नक्तमालत्वक्—"नक्तमालत्वचा *। लेपो भिन्द्याच्चिरोत्थामपि" (चि: १८ अ:)। वाग्भटः।

पक्वशोथप्रभेदने चिरबिल्वमूलम्—"चिरबिल्वाग्निकौ * *।" (व्रणशोथ—चि:)। (२) नेत्ररोगे करञ्जबीजम्—"बहुशः पलाशकुसुमस्वरसैः परिभाविता जयत्यचिरात्। नक्ताह्वबीजवर्त्तिः कुसुमचयं हन्तु चिरजमपि"। (नेत्ररोग—चि:)। (३) मसूरिकाप्रथमाविर्भावकाले पूतिकरञ्जः—"* सोषधावायपूतिः। * प्रथममथगदे दृश्यमाने प्रयोज्याः" (मसूरिका—चि:)। चक्रदत्तः।

जलोदरे पूतिकरञ्जबीजम्—"पूतिकरञ्जबीजं * * काञ्जिकपीतं शमयेज्जलोदरमपि" (उदर—चि:)। (२) अम्लपित्ते पूतिकरञ्जशृङ्गम्— "पूतिकरञ्जशृङ्गानि घृतभृष्टानि रोगिणे। निवेद्य भोजने कार्यं वमनं क्षौद्रवारिणा" (अम्लपित्त—चि:)। (३) मसूरिकायां पूतिकरञ्जः—"रसं पूतिकरञ्जस्य चामलक्या रसं तथा। पिबेत् शर्कराचीर्णं शोफशुत् कफपैत्तिके" (मसूरिका—चि:)। वङ्गसेनः।

ডহরকরঞ্জার সংস্কৃত নাম—করঞ্জ (ক), নক্তমাল, চিরবিল্ব। **নাটাকরঞ্জার সংস্কৃত নাম**—প্রকীর্য্য পূতিকরঞ্জ, পূতিক। নিঘণ্টুতে পূতিক শব্দ, করঞ্জদ্বয়েরই পর্য্যায়ে পঠিত হইলেও পূতিক, নাটাকরঞ্জার্থেই ভূরিপ্রযুক্ত।

নক্তমালের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"স্নিগ্ধপত্র," "পূতিপর্ণ," "গুচ্ছপুষ্প"।

নক্তমালের ভাষানাম—বাঃ—ডহরকরঞ্জা। হিঃ—করঞ্জ, কিরমাল, সুখচিন্। মঃ—চাপড়াকরঞ্জ, ঘাণেরাকরঞ্জ, বাবঠ্ঠা। গুঃ—করঞ্জ; চরেলকণসে। কঃ—নাপসীয়-মরণু, বারুবহিলিগিলু। তৈঃ—কানুগচেট্টু, কঞ্জ। তাঃ—পুঙ্গামারং। বঃ—থয়েন্ পিরিঞ্জু।

পূতিকরঞ্জের ভাষানাম—বাঃ—নাটাকরঞ্জা। হিঃ—কাঁট্করঞ্জ, করঞ্জুবা। বং—কাঁটাকরঞ্জ। মঃ—সাগরগোটা। গুঃ—কাকঁচ, তেনাংফল কাঙ্কচিয়া। কঃ—করঞ্জভেহ্ন। তৈঃ—কচ্কাই, গুচ্চেপিকা। ফাঃ—খায়্, ইবলিশ্। অঃ—অক্তমক্ত্। কোঃ—নাটাতিতা।

বর্ণন—নক্তমাল, উচ্চ, বহুশাখান্বিত, উত্তম ছায়াতরু। ইহা প্রায়ই পল্বল, পুষ্করিণী, কিম্বা নদীতীরে জন্মিয়া থাকে; সুতরাং ইহার "ডহরকরঞ্জা" নাম অন্বর্থ। **কালিদাস** বেবাতীর বর্ণনে নক্তমালকে বিস্মৃত হন নাই—"স নর্ম্মদারোধসি শীকরার্দ্রৈঃ। মরুদ্ভি-রানর্ত্তিতনক্তমালে"। (রঘু ৫।৪২)। নক্তমালের পত্র প্রায় পাকুড়ের মত, অধিকন্তু ইহা তৈলাক্তের মত চিক্কণ, মসৃণ এবং গাঢ় হরিদ্বর্ণ। বৃক্ষের কাণ্ডত্বক্ মসৃণ এবং স্থানে স্থানে বিচিত্র চিহ্নাঙ্কিত। পুষ্প আকাশবৎ নীলবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছাকারে স্থিত। পুষ্পদণ্ড পত্রার্দ্ধদীর্ঘ। চৈত্র বৈশাখে পুষ্পিত হয়। পুষ্প সর্ব্বথা শিম্বিধারী উদ্ভিদের পুষ্পতুল্য। শিম্বি অণ্ডাকৃতি দীর্ঘ। শিম্বির অগ্রভাগ, হঠাৎ সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত এবং ঈষদ্বক্র। প্রতি শিম্বিতে একটীমাত্র বীজ থাকে।

পূতিকরঞ্জ বৃক্ষাশ্রয়িবিটপ বা ভূমিস্পৃষ্ট শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট ক্ষুপ। নক্তমাল বৃক্ষকরঞ্জ। ইহা "বিটপকরঞ্জ"। এবং ইহাতে প্রচুর কণ্টক আছে বলিয়া "কণ্টকিকরঞ্জ" নামেও খ্যাত। পত্র অল্পাধিক রোমাবৃত, ৩—৮ জোড়া। জোড়া জোড়া পাতার মধ্যে ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক আছে। পুষ্প বৃহৎ, গন্ধকবর্ণ। শিম্বি প্রায় গোল, দীর্ঘ ঘন কণ্টকাবৃত। প্রতি শিম্বিতে একটী বা দুইটী বীজ থাকে। বীজের বর্ণ কড়ির মত, আবরণ বেশ কঠিন। রাঢ়ে নাটাকরঞ্জার বীজকে "কুঁচুলেবিচি" বলে। কণ্টকাধিক্য হেতু দুস্পর্শ বলিয়া লোকে নাটাকরঞ্জা গাছের বেড়া দেয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্, পত্র, বীজশস্য, কাণ্ডত্বক্।

বৈদ্যকে করঞ্জদ্বয়ের ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে ডহরকরঞ্জার ফল—ইন্দ্রযব এবং ডহরকরঞ্জার ফলের লেপ সিদ্ধ কুষ্ঠাপহ (চিঃ ৭ অঃ)। (২) অর্শোরোগে ডহরকরঞ্জার পত্র—অর্শোরোগী অন্ন ভোজনের পূর্ব্বে, তিল তৈল ও গব্য ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ডহরকরঞ্জার পত্র ভাজিয়া শক্তুর সহিত সেবন করিবে। ইহা বাতবর্চ্চের অনুলোমক (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) বিসর্পে ডহরকরঞ্জার ত্বক্ পিষ্ট ঈষদুষ্ণ ডহরকরঞ্জার ত্বক্ বিসর্পরোগীর গাত্রে লেপন করিবে (চিঃ ১১ অঃ)।

সুশ্রুত—কচ্ছুপামার্বিচর্চ্চিকায় ডহরকরঞ্জা তৈল—ডহরকরঞ্জা বীজের তৈল কচ্ছ্বাদি চর্ম্মরোগে হিতকর (চিঃ ২০ অঃ)। (২) বাতজশূলে ডহরকরঞ্জাঙ্কুর—ডহর-করঞ্জার কোমল পত্র তিল তৈলে ভাজিয়া বাতশূলরোগী সেবন করিবে (উঃ ৪২ অঃ)। (৩) রক্তপিত্তে ডহরকরঞ্জবীজ—ডহরকরঞ্জবীজ মধু ও ঘৃতযোগে সেবন করিবে। ইহা রক্তপিত্তনাশক (উঃ ৪৫ অঃ)। (৪) বমনে ডহরকরঞ্জাপত্র—ডহরকরঞ্জাপত্র দ্বারা সিদ্ধ যবাগূ বমন নিবারনার্থ সেব্য (উঃ ৫০ অঃ)। (৫) উরুস্তম্ভে ডহরকরঞ্জা বীজ—ডহরকরঞ্জার ফল ও সর্ষপ, গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। ইহা উরুস্তম্ভে হিতকর (চিঃ ৫ অঃ)। (৬) শ্লীপদে নাটাকরঞ্জ—শ্লীপদ রোগী সার্ষপ তৈল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক, যথাবল নাটাকরঞ্জার পত্রের রস পান করিবে (চিঃ ১৯ অঃ)। (৭) কৃমিতে নাটাকরঞ্জ—উদরস্থ কৃমি বিনাশার্থ মধুসহ নাটাকরঞ্জ পাতার বা মূলের রস পান করিবে (উঃ ৫৪ অঃ)। (৮) কুষ্ঠে করঞ্জতৈল—কুষ্ঠের ক্ষতে ডহরকরঞ্জা বীজের তৈল কিম্বা সার্ষপ তৈল সেচন করিবে (চিঃ ৯ অঃ)।

বাগ্ভট—গ্রন্থিবিসর্পে ডহরকরঞ্জত্বক্—ডহরকরঞ্জত্বকের প্রলেপ শিলা পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে—গ্রন্থিবিসর্প যে বিলীনতা প্রাপ্ত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? (চিঃ ১৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—পক্বশোথপ্রভেদনে ডহরকরঞ্জমূল—ডহরকরঞ্জার মূলত্বক্ প্রলেপ দিলে পক্ব স্ফোটক বিদীর্ণ হয়। (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) নেত্ররোগে করঞ্জবীজ—ডহরকরঞ্জার বীজশস্য পলাশ ফুলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি উত্তম মধুসহ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিলে, কুসুম নাম নেত্ররোগ বিনষ্ট হয় (নেত্ররোগ চিঃ)। (৩ মসূরিকার প্রথমাবির্ভাব কালে পূতিকরঞ্জ—মসূরিকা প্রথম দৃষ্ট হইলে নাটাকরঞ্জার মূলত্বক্ জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (মসূরিকা চিঃ)।

বঙ্গসেন—জলোদরে পূতিকরঞ্জবীজ—নাটাকরঞ্জার বীজশস্য কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, জলোদর নিবৃত্তি পায় (উদর চিঃ)। (২) অম্লপিত্তে পূতিকরঞ্জগুণ—অম্লপিত্ত রোগীকে, অন্ন ভোজনের পূর্ব্বে গব্যঘৃতভৃষ্ট নাটাকরঞ্জার পত্রমুকুল সেবন করাইয়া পরে, ঈষদুষ্ণ জল পান করাইয়া বমন করাইবে। (অম্লপিত্ত চিঃ)। (৩) কফপৈত্তিক মসূরিকায় নাটাকরঞ্জ নাটাকরঞ্জার পত্র বা মূলস্বরস এবং আমলকীর রস, চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে, কফপৈত্তিক মসূরিকা ও শোথ বিনষ্ট হয় (মসূরিকা চিঃ)।

বক্তব্য—করঞ্জদ্বয় শব্দে ডহরকরঞ্জ ও নাটাকরঞ্জ করঞ্জদ্বয়মিতি একশ্চিরবিল্বো দ্বিতীয়ঃ কণ্টকী বিটপকরঞ্জঃ—ডল্বণঃ (সুঃ ৩৮ অঃ)। এতদ্ভিন্ন আরও চারি প্রকার করঞ্জ বঙ্গে প্রসিদ্ধ। যথা—অম্লকরঞ্জ, বিষকরঞ্জ, মাকড়া করঞ্জ ও গেঁটে করঞ্জ। ইহাদের যথাক্রমে সংস্কৃত নাম করমর্দ্দক, অঙ্গারবল্লী, মর্কটী ও ষড়্‌গ্রন্থ। করঞ্জদ্বয়, ভেষজার্থ ভূরি ব্যবহৃত, অপরে ক্বচিৎ প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়।

চরক ডহরকরঞ্জকে লেখনীয়, ভেদনীয় এবং কণ্ডুঘ্ন বর্গে পাঠ করিয়াছেন। "ফলিনী"বর্গে প্রকীর্য্যা ও উদকীর্য্যা (ডহরকরঞ্জ) পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন "এতানি বমনে চৈব যোজ্যান্তাস্থাপনেষু চ (সুঃ ১ অঃ)। কিঞ্চিৎ অগ্রে বলিয়াছেন "ইমাং স্ত্রীন পরান্ বৃক্ষানাহর্ষেবাং হিতাত্বচঃ। পূতিকঃ কৃষ্ণগন্ধাচ—। বিরেচনে প্রয়োক্তব্যঃ পূতিকস্তিল্বকস্তথা" (সুঃ ১ অঃ)। সুতরাং দেখা যাইতেছে চরক মতে ডহরকরঞ্জ ও নাটাকরঞ্জ ফলশস্য বাস্তিকর এবং পূতিকত্বক্ বিরেচক। সৌশ্রুত মতে করঞ্জফলশস্য বাস্তিকর এবং পূতিকপত্র বিরেচক (সুঃ ৩৯ অঃ)। সুশ্রুত আরগ্বধাদি, সালসারাদি, অর্কাদি ও শ্যামাদিগণে করঞ্জদ্বয় পাঠ করিয়াছেন। তৈলযোনিফলবর্গে চরক (সুঃ ১৩ অঃ) করঞ্জ এবং সুশ্রুত (চিঃ ৩১ অঃ) করঞ্জ ও পূতিক পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত করঞ্জ ও পূতিক তৈলকে দুষ্টব্রণের হিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাকবর্গে সুশ্রুত লিখিয়াছেন "স্রং সনং কটুকং পাকে লঘুবাতকফাপহম্। শোথঘ্নমুষ্ণবীর্য্যঞ্চ পত্রং পূতিকরঞ্জজম্।"

Constituents *of Pongamia Glabra.*—The seeds contain a bitter and pale sherry coloured oil 27 p. c., known as pongamia oil or Honge oil. The bark contains a bitter alkaloid resin, mucilage, sugar but no tannin. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 225).

Actions and uses *of Pongamia Glabra.*—The oil is stimulant, parasiticide and non-irritant ; it does not stain the skin ; used in scabies, herpes, porrigo capitis, piyriasis versicolor, psoriasis and other skin affections ; generally used combined with an equal quantity of

lemon juice ; also used as an embrocation in rheumatism. The leaves are stimulant , carminative and alterative and are used in dyspepsia, diarrhœa, flatulency also in leprosy, epilepsy and abdominal enlargements. The juice of the root is demulcent and cooling, and used in gonorrhœa and to clean foul ulcers and fistulous openings. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 225).

Rheede notices the uses of a bath prepared with the leaves to remove rheumatic pains ; and they appear to be in general use for this purpose. **Ainslie** says that the juice of the root is used for cleansing foul ulcers and closing fistulous sores. He also notices the oil and its use in itch and rheumatism. **Gibson** speakes very highly of the oil as a remedy in scabies, herpes, and other cutaneous diseases of a similar nature ; it should be mixed with an equal quantity of lemon juice and be well shaken, when it forms a rich yellow liniment which we have used successfully in porrigo capitis, pityriasis and psoriasis. **Dr. P. S. Mootooswamy** mentions the use of the root with cocoanut milk and lime water as a remedy for gonorrhœa in Tanjore, and of the leaves in flatulency, dyspepsia and diarrhœa. He has noticed the use of the flowers as a remedy for diabetes, and of the pods worn round the neck as a protective against whooping cough. (Indian Med. Gaz., 1888). **Dr. B. Evers** has seen the seeds administered internally for the last named affection. (*Pharmacograpia Indica*—Dymock, Part I., p. 469).

Constituents *of Cæsalpinia Bonducella.*- The kernels contain a non-alkaloidal bitter principle, guilandina. The cotyledons of the seeds contain a fixed oil 25, bitter principle or resin 2, sugar 6, salts 3, albuminoid matter 20, starch 35, and tannin. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 203).

Actions and uses *of Cæsalpinia Bonducella.*—The kernels are bitter tonic, antiperiodic and anthelmintic. The juice of fresh leaves is febrifuge and used in chronic fevers. The seeds, powdered and mixed with black pepper are febrifuge and alterative tonic and are given in general debility to check hæmorrhages and in quotidian, tertian, quartan fevers. As an anthelmintic, the kernels mixed with the leaves and flowers of butia frondosa and with the flowering tops of Artemisia maritima are given for intestinal worms. The fixed oil is emollient and used as an embrocation and to remove freckles from the face and to stop the discharges from the ear ; sagaragota with

powdered cloves is given to relieve the pain of colic and vomiting. The seeds are worn as necklaces by pregnant women under the belief that it prevents abortion. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 203).

The seeds roasted and powdered are administered for hydrocele internally and at the same time applied externally, spread upon castor-oil leaves. They are also given internally in leprosy, and are thought to be anthelmintic. The oil in which they have been boiled for a long time is applied to wounds to promote cicatrization The oil expressed from the seeds is used as a cosmetic; it is said to soften the skin and remove pimples &c. The seeds are given with gúr (molasses) in hysteria. A decoction of the roasted seed is used for consumption and asthma. (*Pharmacographia Indica*—Dymock, Part I., pp. 497-8).

নব্যমত—ডহরকরঞ্জার তৈল, উষ্ণ ও কীটনাশক। অভ্যঙ্গে ত্বকের প্রদাহ বা লৌহিত্য জন্মে না, কিম্বা গায়ে কোনরূপ দাগ লাগে না। সমাংশ লেবুর রসের সহিত এই তৈল বিবিধ চর্ম্মরোগে মর্দ্দনার্থ ব্যবহৃত হয়। ডহরকরঞ্জার পত্র উষ্ণ, আধ্মানহর ও রসায়ন। ইহা গ্রহণী, অতিসার, উদরাধ্মান, কুষ্ঠ, অপস্মার, এবং প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধিতে প্রযোজ্য। মূলের রস, স্নিগ্ধ ও শীতল। ইহা গণোরিয়া রোগে, ক্লিন্নক্ষত এবং ভগন্দরের ক্ষত শোধনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ২২৫ পৃঃ)।

রৌডি বলেন, ডহরকরঞ্জের পত্রক্বাথে অবগাহন করিলে বাতের বেদনা প্রশমিত হয়। এন্স্লি বলেন কদর্য্যক্ষত শোধনার্থ এবং ভগন্দর ক্ষতের পূরণার্থ ডহরকরঞ্জের মূল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার তৈল, কণ্ডূ ও বাতের পক্ষে উপকারী। গীব্‌সন্ বলেন সমভাগ লেবুর রসের সহিত ডহরকরঞ্জের তৈল আলোড়িত করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহা বিবিধ চর্ম্মরোগের মহৌষধ। ডাঃ পি, এস্, মতুস্বামী বলেন, নারিকেল দুগ্ধ ও চূণের জলের সহিত ডহরকরঞ্জের মূলত্বক, গণোরিয়ার উত্তম ঔষধ বলিয়া তাঞ্জোরের লোকে ব্যবহার করে। ইহার পুষ্প সোমরোগে (Diabetes) সেবনার্থ ব্যবহৃত এবং শিম্বির মালা ঘুংড়িকাসির প্রতিষেধক রূপে কণ্ঠে ধৃত হইয়া থাকে। ডাঃ ঈভান্স বলেন ডহরকরঞ্জের বীজ ঘুড়িকাসিতে সেবন করিতে দেখিয়াছি। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১ম খণ্ড, ৪৯৯ পৃঃ)।

নাটাকরঞ্জের বীজশস্য, তিক্তবল্য, জ্বরনিবারক ও ক্রিমিঘ্ন। আর্দ্রপত্রস্বরস, অম্লঘ্ন, বিষমজ্বরে ব্যবহৃত হয়। বীজশস্যচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, পালাজ্বরে

(১/২ আনা—৩ আনা মাত্রায়) সেব্য। অধিকন্তু ইহা রক্তপিত্তহর, দৌর্ব্বল্য নাশক ও রসায়ন। বীজশস্য, পলাশের পত্রপুষ্প এবং মস্তরুর (Artimisia Absinthium) মঞ্জরীর সহিত অন্ত্রের ক্রিমিবিনাশনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজজাত তৈল মুখের আতাম্র-পীতবর্ণ-চিহ্ন (Freckle) দূরীকরণার্থ এবং কর্ণস্রাবে প্রযোজ্য। বীজশস্য ও লবণ, চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে শূলবেদনা ও বমন প্রশমিত হয়। কোন কোন দেশের নারীগণের বিশ্বাস নাটা-বীজের মালা সসত্ত্বাবস্থায় গলায় রাখিলে গর্ভস্রাব হয় না। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ২০৩ পৃঃ)।

জলে সিদ্ধ ও চূর্ণীকৃত নাটাবীজশস্য বৃদ্ধিরোগীকে সেবন করাইবে এবং এরণ্ড-পত্রোপরি ঐ চূর্ণ স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা কুরণ্ড আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। ক্বচিৎ এই চূর্ণ কুষ্ঠরোগীকেও সেবন করান হয়। তৈলে নাটাবীজ বহুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল ক্ষতরোপণার্থ ব্যবহৃত হয়। বীজজাত তৈলের অভ্যঙ্গে ব্যঙ্গাদি প্রশমিত হয় এবং ত্বক্-সৌকুমার্য্য জন্মে। নাটাবীজশস্য গুড়ের সহিত মূর্চ্ছারোগীকে সেবন করাইবে। জলে সিদ্ধ নাটাবীজ ২ তোলা লইয়া যথাবিধি কাথ প্রস্তুত করিবে, এই কাথ জ্বরকাস ও শ্বাসে সেব্য (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১ম খণ্ড, ৪৯৭-৯৮ পৃঃ)।

বীজবৎ নাটামূলেরও জ্বরঘ্নী শক্তি আছে। পত্রজাত তৈল আক্ষেপকাদি বাতব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন নাটাবীজচূর্ণ তামাকের সহিত মিশাইয়া সাজিয়া খাইলে শূলের বেদনা আরাম হয়। (ওয়াট্—ডিক্সেনারি অফ্ দি একোনমিক্ প্রডাক্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া)।

করবীর—করবীরঃ।

শ্বেতপুষ্পস্য—করবীরঃ, অশ্বঘ্নঃ। রক্তপুষ্পস্য—করবীরকঃ, চণ্ডকঃ, লগুড়ঃ। Nerium Odorum. **পীতকরবীরকঃ,** Nerium Thebaci.

করবীরঃ কটুস্তিক্তো বীর্য্যে চোষ্ণো জ্বরাপহঃ। চক্ষুষ্যঃ কুষ্ঠকণ্ডুঘ্নঃ প্রলেপাদ্বিষমন্যথা। করবীরদ্বয়ং তিক্তং সবিষং কুষ্ঠজিৎ কটু। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

करवीरः कटुस्तीक्ष्णः कुष्ठकण्डूतिनाशनः । व्रणार्त्तिविषविस्फोट-शमनोऽश्वहतिप्रदः । रक्तस्तु करवीरः स्यात् कटुस्तीक्ष्णो विशोधकः । त्वग्दोषव्रणकण्डूतिकुष्ठहारी विषापहः । पीतकरवीरकोऽन्यः पीतप्रसवः सुगन्धिकुसुमश्च । कृष्णस्तु कृष्णकुसुम श्चतुर्विधोऽयं गुणे तुल्यः । राज-निघण्टुः ।

करवीरद्वयं तिक्तं कषायं कटुकञ्च तत् । व्रणलाघवकृन्नेत्रकोपकुष्ठ-व्रणापहम् । वीर्य्योष्णं कृमिकण्डूघ्नं भक्षितं विषवन्मतम् । भावप्रकाशः ।

हलिनीकरवीरौ च कुष्ठदुष्टव्रणापहौ । राजवल्लभः ।

कुष्ठे करवीरमूलत्वक्—"स्नाने पाने च मता तथाष्टमश्चाश्वमारस्य" (चिः ७ अः) । (२) पालित्ये करवीरमूलत्वक्—"* क्षीरपिष्टौ दुग्धिकाकरवीरकौ । उत्पाट्य पलितं देयौ तावुभौ पलितापहौ (चिः २६ अः) । चरकः ।

अश्मर्य्यां करवीरक्षारः—"पाटला करवीराणां क्षारमेवं समाचरेत्" (चिः ७ अः) । टीका—"पाटलेत्यादि । एतेन वातकफसमुद्भूताया अश्मर्य्या मधुरक्षीरघृताशिनः क्षारयोगा योज्याः" डल्वणः । (२) उपदंशे करवीर-पत्रम्—"करवीरस्य पत्राणि * * । प्रक्षालने प्रयोज्यानि * * ॥ (चिः १८ अः) । सुश्रुतः ।

व्रणदारणार्थं करवीरमूलम्—"* चित्रको हयमारकः । * * दारणम्" ॥ (व्रणशोथ चिः) । (२) पामायां करवीरमूलम्—"लेपाद्वि-निहन्ति पामां तैलं करवीरसिद्धं वा" (कुष्ठ—चिः) । (३) नेत्रकोपे करवीरः—"करवीरतरुणकिशलयछेदोद्भवो बहुलसलिलसंपूर्णम् । नयनयुगं भवति दृढं सहसैव तत्क्षणात् कुपितम् (नेत्ररोग- चिः) । चक्रदत्तः ।

উপদংশে করবীরমূলম্—"করবীরস্য মূলেন পরিপিষ্টেন বারিণা। অসাধ্যাঽপি ব্রজত্যস্তং লিঙ্গোত্থা ত্বক্ প্রলেপনাৎ"। (উপদংশ—চিঃ) ভাবপ্রকাশঃ।

শ্বেতকরবীরের সংস্কৃত নাম—করবীর, অশ্বঘ্ন। রক্তকরবীরের সংস্কৃত নাম—করবীরক, চণ্ডক, লগুড়।

করবীরের ভেদ—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ কুসুম ভেদে করবীর চারি প্রকার। বৈদ্যকে শ্বেতকরবীরেরই ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

শ্বেতরক্তাদি করবীরের ভাষানাম—বাঃ—শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, পীতকরবী (কল্কে ফুল), কলিকরবী। হিঃ—সফেদ্‌কনের, লালকনের, পীলীকনের, ফুল্‌কীকনের। মাঃ—কণ্হেরপাণ্ডরী, তাংবড়ী, পিংবঠ্ঠী। গুঃ—কনের, ধোলাংফুলনী, রাতাফুলনী, গুলাবীফুলনী, পীলাফুলনী। কঃ—বাকনলিঙ্গে, কেগনলিঙ্গে। তৈঃ—কানেরচেট্টু। ফাঃ—খরজেহরা। অঃ—সুমুল, হিমারদ্‌ফলী।

বর্ণন—শ্বেত ও রক্তকরবীর গাছ উদ্যানে রক্ষিত হয়। এই করবীরদ্বয় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পীতকরবী আরণ্য বৃক্ষ, কচিৎ পুষ্পার্থ গৃহস্থলীতে রক্ষিত হয়। রাঢ়ে ইহা "কল্কে ফুলের গাছ" নামে খ্যাত। কোমল শাখা, কাণ্ডত্বক্, পত্রবৃন্ত ভগ্ন করিলে প্রচুর ক্ষীর নিঃসৃত হয়। পত্র শ্বেতরক্তকরবীরবৎ। ফল, মধ্যভাগে আলিদ্বারা উচ্চ। ফলত্বক মাংসল। বীজশস্য ও ত্বক্ অতিরিক্ত। কৃষ্ণকরবী অপেক্ষাকৃত দুর্লভতম। কৃষ্ণকরবীর পাতা বামুনহাটীর পাতার মত, বৃক্ষ পীতকরবীতুল্য বৃহৎ হয় না, ফল গোল, ফলের গাত্রে তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টক থাকে। ফল পরিপক্ক হইলে মধ্যভাগে বিদীর্ণ হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হয়। ৬৭টী বীজ উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত থাকে। বীজগুলি চক্রাকৃতি, সিকির অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে না।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক ও পত্র। মাত্রা—মূলত্বকচূর্ণ ½ আনা হইতে ½ আনা। পীতকরবীর ত্বক্‌চূর্ণ ½—১ আনা।

বৈদ্যকে করবীরের ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে করবীরত্বক্—কুষ্ঠরোগী করবীরমূলত্বক্ সাধিত জল স্নান ও পানার্থে ব্যবহার করিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) পালিত্যে করবীর মূলত্বক্—চূর্ণিকা কিম্বা

করবীর মূলত্বক্‌, দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক শিরঃস্থিত পক্বকেশ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা শিরঃ প্রলিপ্ত করিবে ইহা ব্যবহার করিলে, কেশ পুনঃপকতা প্রাপ্ত হয় না (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত—অশ্মরীতে করবীরক্ষার—শুষ্ক করবীরমূলত্বক্‌ রুদ্ধমুখ মৃৎপাত্রে অন্তর্ধুম-দগ্ধ করিবে। এই ক্ষার ½ আনা—১ আনা মাত্রায় অশ্মরীরোগী মধুসহ সেবন করিবে। ঔষধসেবী মধুররস, ঘৃত ও দুগ্ধবহুল ভোজন করিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) উপদংশে করবীরপত্র—করবীর পত্রপক্ব জলদ্বারা উপদংশধৌতি প্রশস্ত (চিঃ ১৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—ব্রণদারণার্থে করবীর মূলত্বক্‌—পক্ব-স্ফোটক, জলপিষ্ট করবীর মূলত্বক্‌ দ্বারা প্রলিপ্ত করিলে বিদীর্ণ হয় (ব্রণশোথ চিঃ)। (২ পামারোগে করবীর মূলত্বক্‌ —করবীর মূলত্বক্‌ দ্বারা পক্ব তিল তৈলের লেপ দিলে, পামা অর্থাৎ পাঁচড়া খোস্‌ আরাম হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (৩) নেত্রকোপে করবীর—করবীরের কোমলপত্র ভগ্ন করিলে যে রস নির্গত হয় তদ্দ্বারা নেত্রে অঞ্জন করিলে, বহুঅশ্রুপাতান্বিত নেত্রকোপ প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—উপদংশে করবীর মূলত্বক্‌—জলপিষ্ট করবীর মূলত্বক্‌ দ্বারা প্রলেপ দিলে উপদংশ প্রশমিত হয় (উপদংশ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক (চিঃ ২৫ অঃ) ও সুশ্রুত (কঃ ২ অঃ) করবীরকে "মূলবিষ" বলিয়াছেন। সুশ্রুত শিরোবিরেচক বর্গে করবীর পাঠ করিয়াছেন। "করবীরাদীনা-মর্কান্তানাং মূলানি" বাক্যে করবীরের মূলই শিরোবিরেচক। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার কেবল প্রলেপাদি কার্য্যে করবীর ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন—"প্রলেপাদ্বিষমন্যথা"। ভাবপ্রকাশকারও বলিয়াছেন "ভক্ষিতং বিষবন্মতম্‌"। আকরে, সেবনার্থ করবীর প্রয়োগের নিতান্ত অসদ্ভাব না থাকিলেও সেবনার্থ করবীরের ব্যবহার অতি সীমাবদ্ধ ও নিতান্ত দুর্লভ। মৎকৃত অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি চরক কেবল কুষ্ঠে এবং সুশ্রুত কেবল অশ্মরীতে সেবনার্থ অদ্বিতীয়ভাবে করবীর ব্যবহার করিয়াছেন। বঙ্গসেন উদররোগোক্ত "মহাক্ষার" নাম ঔষধের অন্যতম উপাদানরূপে করবীর পাঠ করিয়াছেন। ৪ আনা মাত্রায় করবীর মূলত্বক্‌ চূর্ণ সেবন করিয়াই, অতি তীব্র বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। করবীর যে অশ্বশরীরেও বিষবৎ কার্য্য করে, ইহা করবীরের "অশ্বঘ্ন," "হয়মারক" নাম হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। অশ্ব শব্দ উপলক্ষণ। কচ্ছুমার্জ্জারগবাদির পক্ষেও বিষ। নিঘণ্টুতে কেবল শ্বেতপুষ্প করবীরের পর্য্যায়েই "অশ্বঘ্ন," "হয়মারক" পঠিত হইলেও, রক্তকরবীরের হয়মারকত্বে সন্দেহ করা সঙ্গত নহে; যেহেতু নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন—"চতুর্বিধোঽয়ং গুণে তুল্যঃ"। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার

শ্বেত ও রক্ত এই দুই প্রকার মাত্র এবং রাজনিঘণ্টুকার শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চতুর্বিধ করবীরের উল্লেখ করিয়াছেন। আকরে, কুত্রাপি পীত ও কৃষ্ণ করবীরের উল্লেখ দেখি নাই। বৈদ্যকোক্ত করবীর শব্দে শ্বেত ও রক্তের অন্যতর করবীর বুঝিতে হইবে।

Constituents.—The tuber contains two bitter non crystallizable principles. Neriodorin and neriodorein (both powerful heart poisons) ; a glucoside. Rosaginine and essential oil ; and a crystalline body, neriene identical with digitaleine, tannic acid -wax. The leaves contain an alkaloid oleandrine ; a glucoside pseudocurarine also Neriene and Neriantine (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 388).

Actions and uses. Oleandrin, if hypodermically injected, causes the heart beats to fall from 75 or 80 to 10 or 12 ; if continued for sometime the heart ceases to beat and with it the respiration. Both the root and root bark are powerful diuretic and cardiac tonic, like strophanthine and digitalin --an infusion is given in cardiac systole as well as in dropsy. The root is often used to procure abortion and for the purpose of self-destruction Villagers use the powder of the dried leaves as a remedy for colic, and as an errhine. The wood is employed as rat's-bane. The paste is applied to chancres and ulcers on the genitals and on ringworm. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 389).

Constituents *of Thevetia Nerifolia* (পীতকরবীর)—The seeds contain 41 p. c. of a bland oil. The bark contains Thevetin.

Preparations.—Tincture (1 in 5) dose 5 to 15 ms. as an anti-periodic ; 20 to 60 ms. as a cathartic and emetic.

Actions and uses.—Two grains of this bark is equal to 10 grains of cinchona bark. The bark is bitter, antiperiodic ; it is given with benefit in remittent and intermittent fevers. In large doses it acts as an emetic and purgative and in poisonous doses as an acrid poison. The oil is emetic and purgative, like olive oil it is used externally. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 392).

"The antiperiodic properties of the bark have been conformed by by **Dr. G. Bidie** and **Dr. J. Shortt** Their trials with it in various forms of remittent fever proved highly satisfactory and leave little doubt that it is a remedy of considerable power. It is employed in the form of tincture (one ounce of the freshly-dried bark macerated

for 8 days in 5 ounces of rectified spirit) in doses of from 10-15 drops thrice daily. (*Pharmacographia Indica*—Dymock, Part II., 406-7).

নব্যমত—"ওলিয়েণ্ড্রিন্"—(রক্ত ও শ্বেতকরবীরের উপাদানভূত একটা বস্তু)। পিচকারী দ্বারা ত্বগভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলে (injection) নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ৭৫।৮০ হইতে ১০।১২ বারে পরিণত হয়। অধিকক্ষণ পিচকারী করিলে হৃদয়ের স্পন্দনরাহিত্য এবং শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ উপস্থিত হয়। করবীর মূল এবং মূলত্বক্ উভয়ই অমোঘ মূত্রকারক ও ষ্ট্রোপেন্থাইন্ ও ডিজিটেটিনের মত হৃদয়ের বলপ্রদ। ইহার ক্বাথ হৃদ্বৈকল্য বিশেষে (Cardiac sytole) ও শোথরোগে প্রযোজ্য। গর্ভপাতন কিম্বা আত্মঘাতার্থ করবীর মূল প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। পল্লীবাসিগণ, শুষ্ককরবীর পত্রচূর্ণ শূলরোগে ও শিরো-বিরেচনার্থ ব্যবহার করে। করবীর মূলত্বকের প্রলেপ ফিরঙ্গক্ষত, শিশ্নক্ষত ও দদ্রুর পক্ষে হিতকর। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৮৯ পৃঃ)।

পীতকরবীর—পীত করবীর ত্বকচূর্ণে, সিঙ্কোনা ত্বকচূর্ণের পঞ্চগুণ জ্বরঘ্নী শক্তি বিদ্যমান্ আছে। অর্থাৎ ২ আনা পীতকরবীর ত্বক্চূর্ণ ১৬ আনা সিঙ্কোনা ত্বক্চূর্ণের সমান। নবজ্বর ও বিষমজ্বরে পীতকরবীর ত্বক্ সেবন করাইয়া ফল পাওয়া গিয়াছে। অধিক মাত্রায় ইহা বমনকারক ও বিরেচক। বিষক্রিয়াকর মাত্রায় সেবিত হইলে "এসিড্‌বিষের" লক্ষণ প্রকাশ পায়। বীজজাত তৈল বাস্তিকর ও বিরেচক। অভ্যঙ্গার্থ ইহা অলিভ্ অয়েলের মত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৯২ পৃঃ।)

পীতকরবীর ত্বকের জ্বরনিবারণী শক্তি, ডাঃ জি, বিডি এবং ডাঃ জে, সর্ট কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও সমর্থিত হইয়াছে। বিডি ও সর্ট বিবিধ অবিরাম জ্বরে, উহা সেবন করাইয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন; সুতরাং করবীর মূলত্বক যে জ্বররোগের মহৌষধ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিডি ও সর্ট ত্বকচূর্ণ ব্যবহার করান নাই, তাঁহারা কুট্টিত সদ্যঃশুষ্ক ½ ছটাক ত্বক্, ২½ ছটাক রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিটে ৮ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ স্পিরিট্ ১০—১৫ বিন্দু মাত্রায় দিবসে তিনবার সেবনার্থ ব্যবস্থা করিতেন। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ড, ৪০৬-৭ পৃঃ)।

কর্কটশৃঙ্গী—कर्कटशृङ्गी।

कर्कट(क)शृङ्गी, कुलीरशृङ्गी। Pistacia Integerrima.

तिक्ता कर्कटशृङ्गी च गुरुश्चोर्द्ध्वसमीरजित्। कासश्वासार्त्तियक्ष्मघ्नी वान्तितृष्णारुचीर्जयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

तिक्ता कर्कटशृङ्गी तु गुरु कफानिलापहा। हिक्कातिसारकासघ्नी श्वासपित्तास्रनाशिनी। राजनिघण्टुः।

शृङ्गी कषाया तिक्तोष्णा कफवातक्षयज्वरान्। श्वासोर्द्ध्ववाततृट्कासहिक्कारुचिवमीन् हरेत्। भावप्रकाशः।

वमने कर्कटशृङ्गी—"* मुस्तायुतां कर्कटकस्य शृङ्गीम्। * मधुसम्प्रयुक्तां। लिह्यात् कफच्छर्द्दिविनिग्रहार्थम्"॥ (चि: २१ अ:)। चरकः।

रतिवर्द्धनार्थं कर्कटशृङ्गी—"कुलीरशृङ्ग्या यः कल्कमालोड्य पयसा पिबेत्। सिताघृतपयोऽश्नाशी स नारीषु वृषायते" (उ: ४० अ:)। वाग्भटः।

शिशोः श्वासे कुलीरशृङ्गी—"कुलीरशृङ्गीचूर्णञ्च मूलकस्य फलं तथा। युक्तोऽयं मधुसर्पिर्भ्यां लेहः श्वासापहः शिशोः"॥ (बालरोग—चि:)। वङ्गसेनः।

কর্কটশৃঙ্গীর ভাষানাম—বাঃ—কাঁকড়াশৃঙ্গী। হিঃ—ককড়াশিঙ্গী। মঃ—কাঁকড়শিঙ্গী। গুঃ—কাকড়াশিঙ্গী। কঃ—কর্কটশৃঙ্গী। তৈঃ—কর্কটাশৃঙ্গী।

বর্ণন—কাঁকড়াশৃঙ্গী লম্বা, দুই প্রান্তে ক্রমশঃ সরু, ফাঁপা, একপ্রকার বণিক্দ্রব্য। কোন কোনটির গাত্র তোব্ড়ান এবং ক্ষীণপ্রান্তদ্বয় মোড়া। উপরি ইষ্টকবর্ণ, চূর্ণ করিলে লাল দেখায়। টিপিলে সহজেই ভাঙ্গা যায়। ইহার চূর্ণ সুগন্ধি। নব্যেরা বলেন Pistacia integerrima (কাহার মতে Rhus succedanea) বৃক্ষের পত্র ও পত্রবৃন্তোপরি কীটকর্ত্তৃক কাঁকড়াশৃঙ্গী রচিত হয়। ডিমক্ বলেন কাঁকড়াশৃঙ্গীর গর্ভে যে ধূলিবৎ পদার্থ

থাকে তাহা বস্তুতঃ ধূলি নহে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে যে ঐ ধূলিবৎ পদার্থ কাঁকড়াশৃঙ্গীর কারণভূত কীটের মৃতদেহ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মাত্রা—২ আনা।

বৈদ্যকে কর্কটশৃঙ্গীর ব্যবহার।

চরক—কফচ্ছর্দ্দিতে কর্কটকশৃঙ্গী— মুথা ও কাঁকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ সমভাগে একত্র মধুসহ লেহন করিলে, কফজ বমন নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২৩ অঃ)।

বাগ্‌ভট—রতিবর্দ্ধনার্থ কর্কটকশৃঙ্গী—কাঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ, দুগ্ধের সহিত সেবন করিয়া, চিনিঘৃতদুগ্ধান্নভোজী হইলে, গ্রাম্যধর্ম্মে বৃষবৎ সামর্থ্য লাভ হয় (উঃ ৪০ অঃ)।

বঙ্গসেন—শিশুর শ্বাসে কাঁকড়াশৃঙ্গী—কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মূলার বীজচূর্ণ, সমভাগে একত্র মধু ও ঘৃতসহ, শ্বাসবিনাশার্থ শিশুকে সেবন করাইবে (বালরোগ চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, হিক্কানিগ্রহণ ও কাসহর বর্গে এবং সুশ্রুত কাকোল্যাদিগণে কর্কটশৃঙ্গী পাঠ করিয়াছেন। কর্কটশৃঙ্গী, কীটকর্তৃক উৎপাদিত, এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়, এমন কোন শব্দই নিঘণ্টু কিম্বা আকরে পাওয়া যায় না।

কর্পূর—কর্পূরঃ।

পক্বকর্পূরঃ—Cinnamomum Camphora. **অপক্বকর্পূরঃ**—Dryobalanops Aromatica, Borneo Camphor.

कर्पूरं कटु तिक्तञ्च मधुरं शिशिरं विदुः। तृष्णामेदोविषदोषघ्नं चक्षुष्यं मदकारकम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

कर्पूरभेदाः—पोतासो भीमसेनस्तदनु शितकरः शङ्करावाससंज्ञः। प्रांशुः पिञ्जोऽब्दसारस्तदनु हिमयुता वालुका जूटिका च। पश्चादस्मा-तुषारस्तदुपरि सहिमः शीतलः पक्विकाख्या। कर्पूरस्येति भेदा गुणरसमहसां वैषम्येन हृद्याः। गुणाः—कर्पूरः शिशिरस्तिक्तः स्निग्धश्चोष्णोऽस्र

दाहदः। चिरस्थो दाहदोषघ्नः स शीतः शुभ्रलात् परः। कर्पूरलक्षणानि—शिरो मध्यं तलश्चेति कर्पूरस्त्रिविधः स्मृतः। शिरस्तत्राग्रसञ्जातं मध्यं पर्वतले तलम्। भास्वद्विशदपुलकं शिरोजातन्तु मध्यमम्। सामान्य पुलकं स्वच्छं तले चूर्णन्तु गौरकम्। स्तम्भगर्भस्थितं श्रेष्ठं स्तम्भबाह्ये च मध्यमम्। स्वच्छमीषद्धरिद्राभं शुभं तन्मध्यमं स्मृतम्। सुदृढं शुभ्रकृष्णञ्च पुलकं वाधमं वदेत्। स्वच्छं भृङ्गारपत्रं लघुतरविशदं तोलने तिक्तकञ्चेत्। स्वादे शैत्यं सुहृद्यं बहलपरिमलामोदसौरभ्यदायि। निःस्नेहं दार्ढ्यपत्रं शुभतरमितिचेद्राजयोग्यं प्रशस्तम्। कर्पूरं चान्यथाचेद्बहुतरमशने स्फोटदायि व्रणाय। चीनकश्चीनकर्पूरः कृत्रिमो धवलः पटुः। मेघसारतुषारश्च हीपकर्पूरजः स्मृतः। चीनकः कटुतिक्तोष्णः ईषच्छीतः कफापहः। कण्ठदोषहरो मेध्यः पाचनः क्रिमिनाशनः। कर्पूरतैलं कटुकोष्णकफापहारि। वातामयज्वरदार्ढ्यदपित्तहारि। राजनिघण्टुः।

कर्पूरः शीतलो वृष्यश्चक्षुष्यो लेखनो लघुः। सुरभिर्मधुरस्तिक्तः कफपित्तविषापहः। दाहतृष्णास्यवैरस्यमेदोदौर्गन्ध्यनाशनः। कर्पूरो द्विविधः प्रोक्तः पक्वापक्वप्रभेदतः। पक्वात् कर्पूरतः प्राहुरपक्वं गुणवत्तरं। भावप्रकाशः।

कर्पूरं शीतलं पाके चक्षुष्यं कफनाशनम्। पक्वकर्पूरतः प्राहुरपक्वं गुणवत्तरम्। राजवल्लभः।

सद्यःशस्त्रक्षते कर्पूरः—"कर्पूरपूरितं वक्त्रं सद्यतं संप्ररोहति। सद्यःशस्त्रक्षतं पुंसां व्यथापाकविवर्ज्जितम्" ॥ (व्रणशोथ—चिः)। चक्रदत्तः।

परिलेहीनाम कर्णपालीरोगे कर्पूरः—"वहुशो गोमयैस्तप्तैः स्वेदितं परिलेहितम्। वल्लतारैः समाक्लिन्नेदथामूत्रेण कल्कितैः॥ (कर्णरोग—चिः)।

মূর্চ্ছানাম নিবৰোগি কর্পূরঃ—"বটক্ষীরেণ সংযুক্তং স্বচ্ছকর্পূরজং রজঃ। ত্রিসপ্তরজনী হন্তি মূর্চ্ছাং ব্যাধি ঘনীরতম্"। (নিবৰোগ—দ্বিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

কর্পূরের ভাষানাম—বাঃ—কপ্পূর। হিঃ—কপুর। মঃ—কাপূর। গুঃ—কপুর। কঃ—কর্পূর। তৈঃ—কর্পূরামু। ফাঃ—কাপুর। অঃ—কাফুর্।

কর্পূরের ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে কর্পূরের কোনও ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। রাজনিঘণ্টুকার, গুণ, স্বাদ ও বীর্য্য অনুসারে চতুর্দ্দশ প্রকার কর্পূরের নামোল্লেখ করিয়াছেন; যথা—পোতাস, ভীমসেন, সিতকর, শঙ্করাবাস, প্রাংশু, পিঞ্জ, অব্দসার, হিমবুতা, বালুকা, জুটিকা, তুষার, হিম, শীতল ও পক্কিকা (পঞ্চিকা, পচ্চিকা)। উৎ-পত্তিস্থানভেদে পুনঃ কর্পূর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—শিরঃ, মধ্য এবং তল। ইহাদের লক্ষণাদি শিরোদেশোদ্ধৃত রাজনিঘণ্টুবচনে দ্রষ্টব্য। রাজনিঘণ্টুকার এতদ্ভিন্ন "চীনকর্পূর" নাম এক প্রকার কর্পূরের গুণপর্য্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রাজবল্লভ ও ভাবপ্রকাশে পক্ক ও অপক্ক কর্পূরের উল্লেখ দেখা যায়। রাজনিঘণ্টুতে পক্কাপক্ক কর্পূরের কথা নাই। কেবল চীনকর্পূরকে "কৃত্রিম" বলা হইয়াছে মাত্র।

কর্পূরের ভেদ (নব্যমত)—চীন ও জাপান কর্পূর এবং বোর্ণিও ও সুমাত্রা কর্পূর, নব্যগণ প্রধানতঃ এই দুই প্রকার কর্পূরভেদ স্বীকার করেন। ডিমক্ বলেন, চীন ও জাপান কর্পূর "সিনেমোমাম্ ক্যাম্ফোরা" বৃক্ষে এবং বোর্ণিও ও সুমাত্রা কর্পূর, "ড্রাইও বেলানপ্স এরোমেটিকা" বৃক্ষে জন্মে। প্রথমটী প্রাচীনোক্ত পক্ক এবং দ্বিতীয়টী অপক্ক কর্পূর। বিশুদ্ধ চীন ও জাপান কর্পূর, এদেশে অতি অল্পই আসে, অধিকাংশই অবিশুদ্ধরূপে আসিয়া থাকে। এই অবিশুদ্ধ কর্পূরকে ভারি করিবার জন্য বোম্বাই অঞ্চলে, প্রণালীবিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক কর্পূরে জল শোষিত করায়—১৪ ভাগ কর্পূরে ২½ ভাগ জল শোষণ করিতে পারে। অবিশুদ্ধ চীন ও জাপান কর্পূরের মধ্যে জাপান কর্পূর অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত। সাধারণতঃ এই দুই প্রকার কর্পূরই বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। জাপান হইতে যে বিশুদ্ধ কর্পূর আমদানী হয় তাহা, বৃহৎ, চতুষ্কোণ, পিষ্টাকৃতি, দেড় ইঞ্চি স্থূল এবং মধ্যস্থলে কৃতচ্ছিদ্র। ইহা বিশুদ্ধতায় প্রায় য়ুরোপ হইতে আমদানী কর্পূরের তুল্য। বিশুদ্ধ জাপান কর্পূর টিনমোড়া বাক্সে আসে—এক একটী বাক্সে দুই সের তের ছটাক কর্পূর থাকে। অবিশুদ্ধ জাপান কর্পূর দানাদার হইলেও প্রায় জড়াইয়া গিয়া পিণ্ডাকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা অবিশুদ্ধ চীনকর্পূরের মত আর্দ্র নহে—শুষ্ক। এবং

সচরাচর প্রায় বর্ণান্তরিত হয় না। কচিৎ ইহার বর্ণ রক্তাভ হইয়া থাকে। অবিশুদ্ধ চীনকর্পূর, ঈষৎ শুভ্র বা কটারঙের দানাদার বস্তু। ইহাতে জল থাকে বলিয়া অত্যধিক আর্দ্র হয়। ইহা টিনমোড়া বাক্সে আমদানী হয়—এক একটী বাক্সে এক মণ ষোল সের কর্পূর থাকে।

বোর্ণিও ও সুমাত্রা কর্পূর—বোর্ণিও কর্পূর সাধারণ কর্পূরাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন এবং ভারি, এজন্য জলে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। সাধারণ কর্পূরের মত ইহা শীঘ্র "উবিয়া" যায় না, কিম্বা বোতলে রাখিলে বোতলের গায়ে জমিয়া যায় না। অধিকন্তু ইহাকে দ্রবীভূত করিতে হইলে, সাধারণ কর্পূরাপেক্ষা অধিক উত্তাপ দিতে হয়। ডিমকের মতে বোর্ণিও কর্পূরই ভীমসেনী কর্পূর। আজকাল উত্তম বোর্ণিও কর্পূর আধ সেরের মূল্য ১০০ টাকা এবং অপেক্ষাকৃত হীন গুণান্বিতের মূল্য ৭০।৮০ টাকা। মিঃ জন্ ম্যাক্-ডোনাল্ড, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে, সুমাত্রাকর্পূরের সংগ্রহ প্রণালীর এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—"সুমাত্রাদ্বীপের কর্পূরসংগ্রাহকগণ কর্পূর সংগ্রহে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে নানা প্রকার দৈবানুষ্ঠান করিয়া থাকে। পরে পুরাণ কর্পূরবৃক্ষ অন্বেষণপূর্ব্বক, উহার কাণ্ড বিদ্ধ করে। ইহা হইতে যদি প্রচুর তৈলস্রাব হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ বৃক্ষের অভ্যন্তরে জমাট্ কর্পূর আছে। অনন্তর বৃক্ষের কাণ্ডশাখা খণ্ড খণ্ড ও বহুধা বিভক্ত করিয়া, কর্পূর সংগ্রহ করে। একটী বৃক্ষে সচরাচর ১৫৷৷ সের কর্পূর পাওয়া যায়। সংগৃহীত কর্পূর পরিষ্কার করিবার জন্য সাবানের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পুনঃ পুনঃ ধৌত করি। থাকে। তদনন্তর তিন প্রকার বিভিন্ন চালুনি দিয়া চালিয়া, কর্পূরকে "শিরঃ," "উদর" এবং "পাদ" এই তিন শ্রেণীতে পৃথক্ করে, অনন্তর তিন প্রকারেরই কিছু কিছু লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া বিক্রয়ার্থ চীনদেশে প্রেরণ করে"।

বৈদ্যকে কর্পূরের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—সদ্যঃশস্ত্রক্ষতে কর্পূর—কোন স্থান শস্ত্রে কাটিয়া যাইলে, তৎক্ষণাৎ গব্যঘৃতসহ মিশ্রিত কর্পূর চূর্ণ দ্বারা সেই ক্ষত পূরণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে, পাক ও ব্যথা জন্মিতে পারে না, পরন্তু ক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে (ব্রণশোথ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—পরিলেহীনাম কর্ণপালীরোগে কর্পূর—কানের পাতায় বহুরসস্রাবী ক্লেদযুক্ত যে এক প্রকার ক্ষত হয় তাহাকে পরিলেহী বলে। এই রোগে তপ্ত গোবরের পোট্‌লী দ্বারা বারম্বার স্বেদ দিয়া, ছাগমূত্রে কর্পূর চূর্ণ পেষণপূর্ব্বক, ক্ষত প্রলিপ্ত করিবে (কর্ণরোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—শুক্রনাম অক্ষিরোগে কর্পূর—কর্পূরের সূক্ষ্ম চূর্ণ বটের আঠায় সিক্ত করিয়া, নেত্রে অঞ্জন করিলে, ঘন ও উন্নত শুক্র বিনষ্ট হইয়া থাকে (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরকের "দশেমানি"তে কর্পূরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সূত্রস্থানের ৫ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—"ধার্য্যমাস্যেন বৈশদ্যরুচিসৌগন্ধ্যমিচ্ছতা। * তথা কর্পূর-নির্য্যাসং—"। সৌশ্রুত সূত্রস্থানের ৪৬শ অধ্যায়ে কর্পূরের গুণোল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—"স তিক্তঃ সুরভিঃ শীতঃ কর্পূরো লঘুলেখনঃ। তৃষ্ণায়াং মুখশোষে চ বৈরস্যে চাপি পূজিতঃ"। বৃদ্ধবাগ্‌ভটে (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ) কথিত হইয়াছে—"রুচিবৈশদ্যসৌগন্ধ্যমিচ্ছন্ বক্ত্রেন ধারয়েৎ। জাতীলবঙ্গকর্পূর—"। আকরোক্ত কিম্বা বৃন্দচক্রকৃত সংগ্রহোক্ত কাস, শ্বাস, প্রমেহ বা গ্রহণী চিকিৎসায় কর্পূরের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, কিন্তু রসচিকিৎসার প্রসারের সহিত এই সমস্ত পীড়ায় কর্পূরের ব্যবহার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আকরোক্ত বৃষ্যযোগেও কর্পূর ব্যবহৃত হয় নাই। ভাবপ্রকাশকার কর্পূরকে বৃষ্য বলিয়াছেন।

Actions and uses.—Camphor is locally rubefacient and resolvent. In medical doses it stimulates the heart, respiration, and the vasomator ganglia; and stimulates and increases the sexual appetite; after a time it depresses the generative function. It stimulates the uterus and increases the menstrual flow. On the skin it produces increased diaphoresis. As an anodyne it allays pain, relieves sexual excitement as chordee and other neurotic affections. It is eliminated by the skin, kidneys and bronchi; often causes dysuria. In large doses it produces gastro-enteritis and symptoms of irritant poison. It depresses the heart, gives rise to cold sweats, cold hands and feet, coma, convulsions and death. In comparatively large doses it is given in puerperal mania An inema of camphor is given to expel worms (ascarides). Externally it is used as a wash for ulcers. In toothache, camphor dissolved in alcohol and applied to the cavites of carious teeth gives relief; used as a snuff it checks coryza. The liniment is useful for sprains, bruises, for rheumatic pains of joints, also in spasmodic pains in muscles. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 526).

নব্যমত—কর্পূর, বাহ্যপ্রয়োগে, ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক এবং শোথ ও অর্ব্বুদের বিলীনত্বসাধক। যোগ্যমাত্রায় সেবিত হইলে, কর্পূর, হৃদয়ের কার্য্যতৎপরতা, নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস এবং রক্তসঞ্চলন ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে। কর্পূর, স্ত্রীসম্ভোগ স্পৃহাবর্দ্ধক বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল সেবন করিলে ইহা জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ জন্মাইয়া থাকে। ইহা সেবনে

গর্ভাশয়ের উত্তেজন উপস্থিত হয় এবং আর্ত্তবরজঃস্রাব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কর্পূর, বেদনাহর। "গনোরিয়া" রোগীর শিশ্নে, অতি যন্ত্রণাদায়ক আকর্ষণবৎ পীড়া কিম্বা শিশ্নের অধোবক্রতা জন্মিয়া থাকে—এই অবস্থায় কর্পূর, বেদনাহররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভক্ষিত কর্পূর মূর্ত্যন্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক ঘর্ম্ম, মূত্র এবং শ্লেষ্মার সহিত বহিঃক্ষিপ্ত হয়। এবং প্রায় মূত্রাল্পতা ও মূত্রণক্লেশ উৎপাদন করে। অধিক মাত্রায় কর্পূর সেবন করিলে, পাকস্থালী ও অন্ত্রের প্রদাহ জন্মে; এবং উত্তেজক বিষভক্ষণের অপরাপর লক্ষণ প্রকাশ পায়। কর্পূরের মাত্রাধিক্য হইলে, হৃদয়ের অবসাদ, শারীরোষ্মার লঘুতার সহিত ঘর্ম্ম, হস্তপদের শীতলতা, ধাতুষ্মার হ্রাস ও ঘর্ম্ম, আক্ষেপ এবং অবশেষে মৃত্যু আনয়ন করে। সন্তান প্রসবের পর মনোবিকার জন্মিলে, অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায়, কর্পূর ব্যবহার করা যাইতে পারে। কৃমিবহিষ্করণার্থ কর্পূরের বস্তিপ্রদান (পিচ্‌কারি) হিতকর। ক্ষতধৌতি জন্য কর্পূর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কৃমিভক্ষিত দন্তের শূলপ্রশমনার্থ, কর্পূর মদ্যে দ্রবীভূত করিয়া, তদ্দ্বারা কৃমিভক্ষিত দন্তগহ্বর পূরণ করিবে। কর্পূরের নস্য নাসাস্রাবে হিতকর। পৃষ্ঠ পিষ্টের, সন্ধিগত বাতের এবং পেশীর আক্ষেপজাত বেদনায়, অলিভ্ অয়েল ৪ ভাগ, কর্পূর ১ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্ কোরি, ২য় ভাঃ, ২৬-৭ পৃঃ)।

কসেরু—কসেরুঃ।

কসেরুঃ।—Scirpus Kysoor.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষুদ্রমুস্তা," "সুকরেষ্টঃ"। **গুণ-প্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"গন্ধকন্দকঃ"।

কসেরু দ্বিবিধং তত্তু মহদ্রাজকসেরুকম্। মুস্তাকৃতি লঘু স্যাচ্চ-চিঞ্চোড়মিতি স্মৃতম্। কসেরুকদ্বয়ং শীতং মধুরং তুবরং গুরু। পিত্তশোণিত-দাহঘ্নং নয়নাময়নাশনম্। গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্মরুচিস্তন্যকরং স্মৃতম্। ভাবপ্রকাশঃ।

*** শীতাদনকসেরুকম্। * গুরুবিষ্টম্ভি শীতলম্। রাজবল্লভঃ।**

বিসর্পে কশেরুঃ—"* মধূলা চ কশেরুকা"। (চিঃ ১১ অঃ)। চরকঃ।

রক্তাভিষ্যন্দে কশেরুঃ—"কশেরুমধুকাভ্যাং বা চূর্ণমম্বরসংহতম্। ন্যস্তমপ্স্বন্তরীক্ষাসু হিতমাশ্চ্যোতনং ভবেৎ"। (উঃ ১২ অঃ) সুশ্রুতঃ।

কসেরুর ভাষানাম—বাঃ—কেশুর। হিঃ—কসেরু, চিচোড়। মঃ—কচরা, কুরডা। কঃ—সেকিনগড্ডে। তৈঃ—ইট্টিকোতি।

কসেরুর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"ক্ষুদ্রমুস্তা", "শূকরেষ্ট"। গুণ-প্রকাশিকা সংজ্ঞা—"গন্ধকন্দকঃ"।

বর্ণন—কসেরু তৃণের ক্ষুদ্র কন্দ কেশুর নামে খ্যাত। পল্বল সন্নিকটে কিম্বা নিম্ন আর্দ্র ভূমিতে কেশুর জন্মে। ভাবপ্রকাশকারের মতে যাহার কন্দ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয় তাহাই কসেরু এবং যাহা ক্ষুদ্র মুস্তাকৃতি তাহাকে "চিচোড়" বলে। কসেরু চর্ব্বণ করিলে, কিঞ্চিৎ মুস্তার গন্ধ অনুভূত হয়। রাজনিঘণ্টুকার, কসেরু, রাজকসেরু শব্দ মুস্তার পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ।

বৈদ্যকে কসেরুকের ব্যবহার।

চরক—বিসর্পে কসেরু—বিসর্পে, গব্যঘৃতযোগে পিষ্ট কসেরুর প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)।

সুশ্রুত—রক্তাভিষ্যন্দে কসেরু—কেশুর ও যষ্টিমধু চূর্ণ, বস্ত্রে পোট্টলী বদ্ধ করিয়া আকাশোদকে ভিজাইয়া রাখিয়া, এই জল চক্ষুতে সেচন করিবে। ইহা রক্তাভিষ্যন্দে হিতকর। (উঃ ১২ অঃ)।

বক্তব্য—চরক ও সুশ্রুত কসেরুকে গুরু, বিষ্টম্ভি, শীতল বলিয়াছেন (চরক সূঃ ২৭ অঃ, সুশ্রুত সূঃ ৪৬ অঃ)।

কাকজঙ্ঘা—काकजङ्घा।

काकजङ्घा।—Leea Hirta.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"काकजङ्घा," "पारावतपदी," "लोमशा"। उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"नदीकान्ता"।

काकजङ्घा च तिक्तोष्णा रक्तपित्तज्वरापहा। कृमिदोषहरी वर्ण्या विषदोषहरा मता। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

काकजङ्घातु तिक्तोष्णा कृमिश्लेष्मकफापहा। बाधिर्य्याजीर्णजिज्जीर्ण-विषमज्वरहारिणी। राजनिघण्टुः।

काकजङ्घा हिमा तिक्ता कषाया कफपित्तजित्। निहन्ति ज्वर-पित्तास्रज्वरकण्डूविषक्रमीन्। भावप्रकाशः।

काकजङ्घा हिमा हन्ति रक्तपित्तकफज्वरान्। मदनविनोदः।

निद्रानाशे काकजङ्घा—"काकजङ्घाजटा निद्राञ्जनयेच्छिरसि स्थिता" (ज्वर—चिः)। (२) यक्ष्मणि काकजङ्घा—दुग्धेन केवलेन तु वायस-जङ्घा निपीतेव" (यक्ष्म—चिः)। (३) श्विव्रि भार्ङ्गी—"भार्ङ्गीमिर्यूषः ससैन्धवश्चित्रिष्ठीवसंमिश्रः। श्रीवह्न्युपरमो योगः" (श्रीह—चिः)। (४) दशनकृमिपातनार्थं काकजङ्घा—"गोजीवायसजङ्घा * मूल मिकैकम्। संचर्व्व दशनविधृतं दशनकृमिपातनमाहुः" (दन्तरोग—चिः)। (५) पाण्डुप्रदरे काकजङ्घा—"काकजानुका—(आढ़क)—मूलम्वा *। पाण्डुप्रदरशान्त्यर्थं प्रपिबेत्तण्डुलाम्बुना" (पक्कज्वर—चि:)। चक्रदत्तः।

কাকজঙ্ঘার পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"কাকজঙ্ঘা," "পারাবতপদী," "লোমশা"। উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"নদীকান্তা"।

কাকজঙ্ঘার ভাষানাম—বাঃ—কাউয়াঠুটী, কাউয়াঠেঙা। কোঃ—কাউয়া-ঠোকা। হিঃ—কাকজঙ্ঘা, মসী। মঃ—কাঙ্গাচৈঁঝড়ে। গুঃ—অঘেডী। কঃ—জীরী-চিলেচ। তৈঃ—নাগাড়ুচ্চীনিকে।

বর্ণন—কাকজঙ্ঘার ক্ষুপ, বনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিগোচর হইলেও, ইহা জলাসন্ন আর্দ্র ভূমিতেই জন্মিতে ভাল বাসে, এইজন্য ইহার একটী নাম "নদীকান্তা"। কাকজঙ্ঘার শাখা, গ্রন্থিযুক্ত, পাকান ও কর্কশ বলিয়া, কাকের জঙ্ঘার (জানুনিম্নভাগের) সহিত সাদৃশ্য-দর্শনে, পূর্ব্বাচার্য্য, ইহার নাম কাকজঙ্ঘা রাখিয়াছেন। পত্র দীর্ঘ, পত্রপ্রান্ত চিরিত, এই জন্য "পারাবতপদী" নাম কল্পিত হইয়াছে। পত্রে, বিশেষতঃ পত্রপৃষ্ঠে লোম আছে—অতএব "লোমশা" নাম। পুষ্প ক্ষুদ্র, কৃষ্ণবর্ণ, মিলিতদল। বর্ষাকালে পুষ্পিত হয়। পক্ব ফল কৃষ্ণবর্ণ, চ্যাপ্টা, ছয়কোণা—শুষ্ক হইলে ফলটী ছয় ভাগে চিহ্নিত হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ—বিশেষতঃ মূল। মাত্রা—মূলকল্ক ২-৪ আনা। কাথ—৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে কাকজঙ্ঘার ব্যবহার।

চক্রদত্ত—নিদ্রানাশে কাকজঙ্ঘা—কাকজঙ্ঘার মূল, মস্তকে ধারণ করিলে অনিদ্ররোগীর নিদ্রা হয়। (জ্বর—চিঃ)। (২) যক্ষ্মায় কাকজঙ্ঘা—দুগ্ধের সহিত কাক-জঙ্ঘার কল্কপান, যক্ষ্মরোগীর পক্ষে হিতকর (যক্ষ্ম—চিঃ)। (৩) প্লীহায় কাকজঙ্ঘা—কাকজঙ্ঘার কাথে, সৈন্ধব লবণ ও তিন্তিড়ী মিশ্রিত পূর্ব্বক পান করিবে। ইহা প্লীহোদরে প্রশস্ত। (৪) দশনকৃমিপাতনার্থ কাকজঙ্ঘা—কাকজঙ্ঘার মূল চর্ব্বণ পূর্ব্বক কৃমি-ভক্ষিত দন্তোপরি স্থাপন করিলে দন্তগত কৃমি পতিত হয় (দন্তরোগ—চিঃ)। (৫) শ্বেতপ্রদরে কাকজঙ্ঘা—শ্বেতপ্রদর শান্তির জন্য কাকজঙ্ঘার মূলকল্ক, তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে (অসৃগ্দর—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে কাকজঙ্ঘার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সৌশ্রুত আরগ্বধাদিবর্গে শার্ঙ্গষ্টা পঠিত হইয়াছে। রাজবল্লভে কাকজঙ্ঘার গুণ বিবৃত হয় নাই।

কাকমাচী—काकमाची ।

काकमाची, काकाह्वा, वायसी । Solanum Nigrum, Solanum Rubrum.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"बहुफला," "गुच्छफला," "कटुफला"।
গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"रसायनवरा," "कुष्ठनाशनी" ।

काकमाची त्रिदोषघ्नी सरा स्वर्य्या सतिक्तका । हन्ति दोषत्रयं कुष्ठं वृष्या शोषघ्ना रसायनी । ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ ।

काकमाची कटुस्तिक्ता रसोष्णा कफनाशनी । शूलार्शः शोफदोषघ्नी कुष्ठकण्डूतिहारिणी । রাজনিঘণ্টুঃ ।

काकमाची त्रिदोषघ्नी स्निग्धोष्णा स्वरशुक्रदा । तिक्ता रसायनी शोथ-कुष्ठार्शोज्वरमेहजित् । कटु र्नेत्रहिता हिक्काच्छर्द्दिहृद्रोगनाशनी । भाव-प्रकाशः ।

त्रिदोषशमनी वृष्या काकमाची रसायनी । राजवल्लभः ।

कुष्ठे काकमाची—"पिष्टा च काकमाचीं चतुर्विधः कुष्ठनुल्लेपः" (चि: ७ अ:) । (२) विसर्पे काकमाची—"इन्द्राणीशाकं काकाह्वां * * । पृथगालेपनं कुर्य्याद्द्वयशः सर्व्वशोऽपिवा । प्रदेहाः सर्व्व एवैते देयाः स्वल्पघृताप्लुताः" (चि: ११ अ:) । (३) शोथे काकमाची—"* सवायसीमूलकापत्रनिम्बं । शाकार्थिनां शाक मतिप्रशस्तम्" (चि: १७ अ:) । (४) ऊरुस्तम्भे काकमाची—"शाकैरलवणैरशाल्यजलैर्ल्लोपसाधितैः । वायसीवास्तुकैः *" (चि: २७ अ:) । चरकः ।

स्थावरे विषे काकमाची—"काकादनी काकमाची अरवेष्वश्वा तम्" (क: ६ अ:) । सुश्रुतः ।

পিল্লে কাকমাচীফলম্—"কাকমাচীফলৈকেন ঘৃতযুক্তেন বুদ্ধিমান্। ধূপয়েত্ পিল্লরোগার্ত্তং পতন্তি ক্রিময়োঽপিচ (নেত্ররোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

কাকমাচীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"বহুফলা," "গুচ্ছফলা," "কটুফলা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"রসায়নবরা," "কুষ্ঠনাশনী"।

কাকমাচীর ভাষানাম—বাঃ—কাইন্তাশাক, গুড়কামাই। হিঃ—মকোয়, কবৈয়া। মঃ—লঘুকাবঠ্‌ঠী, কামোনি। গুঃ—পীলুডী। কঃ—কাবইকাকে। কাঃ—রোবাতরীথ্। অঃ—এনবুস্‌সালব্। ইং—নাইট্ সেড্।

বর্ণন—কাকমাচীর ক্ষুপ ১½।২ হাত উচ্চ হয়। ইহা ফলপাকান্ত। পত্রাগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তের দিকে পত্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া দীর্ঘ পত্রবৃন্ত পার্শ্বে ক্রমশঃ অবসিত কচিৎ বা বিষমভাবে অবসিত। পত্রোদর, মসৃণ, কচিৎ বিরল লোমান্বিত, গাঢ় হরিদ্বর্ণ। পত্রপৃষ্ঠ শিরাবন্ধুর ও ফিকে সবুজবর্ণ। পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, কচিৎ তরঙ্গায়িত। বহুশাখ। শাখা চতুষ্কোণ, স্থানে স্থানে বেগুনে রঙে চিহ্নিত। পুষ্প, পুষ্পদণ্ডে, গুচ্ছাকারে, দীর্ঘবৃন্তে অধোমুখে লম্বিত।: প্রতি পুষ্পদণ্ডে ২-৮টী পুষ্প থাকে। পুষ্প শুভ্রবর্ণ, দেখিতে প্রায় লঙ্কার ফুলের মত। ফল, বৃহতীর তুল্য, অপক্কাবস্থায় ফলগাত্রে শাদা ডোরা থাকে, এবং স্বাদে কটু। পক্কফল বেগুনে রঙের, স্বাদে মধুর *। বীজ, বেগুনের বীজের মত, কেবল তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। মাঘ ফাল্গুনে পুষ্পিত হয়। ছাপরা অঞ্চলের লোকে কাকমাচীকে "ভঁটকুঁয়া" বলে। পাকাফল বালকে খায়। কোচবিহারে কাকমাচী প্রচুর জন্মে। ওয়াইট্ সাহেব কৃত "ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টস্" নাম পুস্তকের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় কাকমাচীর প্রতিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ। মাত্রা—কোমল শাখাগ্র ও পত্র স্বরস, নব্যমতে ২॥ তোলা হইতে ১০ তোলা।

বৈদ্যকে কাকমাচীর ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে কাকমাচী—কাকমাচীপত্র কল্কের প্রলেপ কুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। (২) বিসর্পে কাকমাচী—কিঞ্চিৎ ঘৃতযোগে কাকমাচীপত্রের প্রলেপ বিসর্পে প্রশস্ত (চিঃ ১ অঃ)। শোথে কাকমাচী—শাকার্থী শোথরোগীকে কাকমাচীর শাক সেবনার্থ ব্যবস্থা

* বাগ্‌ভটের সূঃ ১০ম অধ্যায়োক্ত মধুরসাদিগণের টীকায় অরুণ লিখিয়াছেন "কাকমাচী গুরুফলা"।

করিবে (চিঃ ১৭ অঃ) : (৪) **উরুস্তম্ভে** কাকমাচী—কাকমাচী শাক তিলতৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া, বিনালবণে উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করিতে দিবে (চিঃ ২১ অঃ)।

সুশ্রুত—মূষিকবিষে কাকমাচী—কাকাদনী ও কাকমাচীর স্বরসে পক্ব ঘৃত, মূষিকবিষে হিতকর (কঃ ৬ অঃ)।

চক্রদত্ত—পিল্লে কাকমাচীফল—চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া ঘৃতাভ্যক্ত কাকমাচীফলের ধূম গ্রহণ করিলে পিল্লনাম নেত্ররোগ (ক্লেদযুক্ত নেত্ররোগ) প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ চিঃ)।

Constituents.—The berries contain solanin, whicn is a compound of sugar and solanidine—an alkaloid having the property of dilating the pupils.

Actions and uses.—The herb is alterative, sedative diaphoretic, diuretic, hydragogue and expectorant, locally anodyne. Solanine is a powerful protoplasmic poison, acting upon amœboid organisms and ciliated epithelial cells. Its solution 1 p. c. prevents the growth of bacteria. It coagulates albumen. If kept for sometime in contact with blood, it dissolves the red corpuscles. As an alterative the herb is given in skin diseases such as psoriasis, eczema and in syphilis; as a diuretic in gout, rheumatism, dropsy, gonorrhœa, renal and vesical catarrh, coughs, splenic and hepatic enlargements, &c. The syrup is used as a cooling drink and as a diaphoretic in fevers. The leaves made hot are applied to painful and swellen testicles and on swelled legs and hands. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 451).

In India the juice of *S. Nigrum* is given in doses of from 6-8 ounces in the treatment of chronic enlargements of the liver, and is considered a valuable alterative and diuretic. The juice after expression is warmed in an earthen vessel until it loses its green colour and becomes redish brown; when cool it is strained and administered in the morning. It is said to act as a hydrogogue, cathartic and diuretic. Mr. M. Sheriff in his supplement to the *Pharmacopœia of India* speaks very favourably of it when used in this way. In smaller doses (1·2 ozs.) it is a valuable alterative in chronic skin diseases, such as psoriasis. In the Concan the young shoots are cooked as a vegetable and given in these diseases. Dr. D. B Master of Bombay informs us that he has seen them used with great success in psoriasis. Loureiro states that

the herb is anodyne, and should be used with caution ; he notices its use externally to allay pain. (*Pharmacographia Indica*—Part II., p. 550).

Toxicology—Burton Brown (*Punjab Poisons*) records the death of three children after eating the berries of **S. Nigrum** ; the symptoms observed were, a feeling of sickness followed by vomiting, pain in the belly and intense thirst pupils dilated with impaired vision, headache, giddiness, delirium, purging and convulsions, sleep ending in coma. (*Pharmacographia Indica*—Part II., p. 555).

নব্যমত—কাকমাচীর **ক্ষুপ,** রসায়ন, অবসাদক, ঘর্ম্ম ও মূত্রপ্রদ, শোথঘ্ন এবং কফনিঃসারক। ইহার প্রলেপ বেদনাহর। রসায়ন হেতু কাকমাচী, বিবিধ চর্ম্ম রোগে ও ফিরঙ্গ রোগে (syphilis) এবং মূত্রপ্রদ বলিয়া, বিবিধ বাত, শোথ, "গণোরিয়া," কফরোগ, প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগে সেব্য। কাকমাচীর "সিরাপ" শীতপানীয় এবং জ্বররোগে সেবন করিলে, ঘর্ম্মপ্রদ। কাকমাচীর **পত্র,** উষ্ণ করিয়া, যন্ত্রণাপ্রদ স্ফীত কোষ ও স্ফীত হস্ত পদে স্থাপিত করিবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫১ পৃঃ)।

পরম রসায়ন এবং মূত্রকর বলিয়া, পুরাণ যকৃদ্বিবৃদ্ধি রোগে, তিন ছটাক হইতে এক পোয়া মাত্রায় কাকমাচীর রস সেবনার্থ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। একটী মৃৎপাত্রে কাকমাচীর স্বরস জ্বালে চড়াইবে। রসের সবুজবর্ণ ঈষৎ লাল হইয়া আসিলে নামাইবে। শীতল হইলে, বস্ত্রপূত করিয়া, প্রাতে সেব্য। ইহা শোথহর, রেচক ও মূত্রকর। মিঃ মূদেন্ সেরিফ্, "ফার্ম্মাকোপিয়া ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে বলিয়াছেন—কাকমাচীর রস উপরি লিখিত প্রণালীতে পাক করিয়া, সেবন করাইলে বিশেষ গুণকর হয়। আধ ছটাক হইতে এক ছটাক মাত্রায়, ইহা বিবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কঙ্কন প্রদেশের লোকে, কাকমাচী শাখাগ্র শাকবৎ পাক করিয়া চর্ম্মরোগগ্রস্ত রোগীকে সেবন করায়। বম্বের ডাঃ ডি, বি, মাষ্টার বলেন তিনি কোন বিশেষ চর্ম্মরোগে (psoriasis), কাকমাচী ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফললাভ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—২য় খণ্ড, ৫৫০ পৃঃ)।

"পঞ্জাব্ পয়জন্" রচয়িতা বার্টন্ ব্রাউন্ বলেন, কাকমাচীর ফল ভোজন করিয়া তিনটী শিশুকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছেন। (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—২য় খণ্ড, ৫৫৫ পৃঃ)।

কারবেল্ল—कारवेल्लः।

कारवेल्लः, कारवल्ली—Momordica Charantia (longer one). कारवेल्ली—M. Muricata (smaller one).

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"चिरितपत्रः," "सूक्ष्मवल्ली," "काण्ड-कटुकः," "पीतपुष्पः"।

काण्डीरः कटुतिक्तोष्णः सरो दुष्टव्रणार्त्तिजित्। लूतागुल्मोदरप्लीह-शूलमन्दाग्निनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्ट राजनिघण्टुश्च।

तत्फलगुणाः—कारवेल्लश्चातितिक्त मग्निदीप्तिकरं लघु। उष्णं शीतं भेदकञ्च स्वादु पथ्यं समीरितम्। पवविषं कफं वातं रक्तदोषं ज्वरं क्रमीन्। पित्तं पाण्डुश्च कुष्ठञ्च नाशयेत् *। वैद्यकनिघण्टुः।

कारवेल्लं हिमं भेदि लघु तिक्त मवातलम्। ज्वरपित्तकफास्रघ्नं पाण्डुमेहक्रमीन् हरेत्। तद्गुणा कारवेल्ली स्याद्विशेषाद्दीपनी लघुः। भावप्रकाशः।

कारवेल्लमहृष्यञ्च रोचनं कफपित्तजित्। राजवल्लभः।

वातशोणिते कारवेल्लम्—"कारवेल्लककाथमात्रसिद्धं वा" (चिः ५ पः)। सुश्रुतः।

ज्वरिषः शाकार्थं कारवेल्लम्—"* कारवेल्लकम्। * शाकार्थे ज्वरिताय प्रदापयेत्" (ज्वर - चिः)। (२) मसूरिकायां कारवेल्लम्—"सुषवीपत्रनिर्य्यासं हरिद्राचूर्णसंयुतम् रोमान्तीज्वरविस्फोटमसूरीशान्तये पिबेत्" (मसूरिका - चिः)। (३) योनावन्तःप्रविष्टे कारवेल्लकम्—"सुषवीमूललेपेन प्रविष्टान्तर्बहि र्भवेत्" (योनिव्यापद्—चिः)। चक्रदत्तः।

বিসুচীকায়াং কারবেল্লম্—"সতৈলং কারবেল্লম্বু নাময়েত্তি বিসুচী-কাম্" (মঃ খঃ ২য়ঃ ভাঃ)। **ভাবপ্রকাশঃ।**

কারবেল্লের ভাষানাম—বাঃ—করলাউচ্ছে, বড়উচ্ছে। হিঃ—করেলা। গুঃ—কারেলা, কডবাবেলা। মঃ—কারলেং। কঃ—হাগল। তৈঃ—করিলা। উঃ—শলরা। কাঃ—কারেলাহ। অঃ—কিস্সা উল্হিমার। **কারবেল্লীর ভাষানাম**—বাঃ—উচ্ছে, ছোটউচ্ছে। হিঃ—করেলী। মঃ—ক্ষুদ্রকারলী, লঘুকারলী। তৈঃ—কাকরকায়া।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"চিরিতপত্র," "সূক্ষ্মবল্লী," "কাণ্ডকটুক," "পীতপুষ্প"।

বর্ণন—দুই প্রকার উচ্ছে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বড়গুলিকে করলা এবং ছোটগুলিকে উচ্ছে বলে। **করলার লতা** সুদীর্ঘ হয়, এবং কৃষকেরা ইহার প্রতান বিস্তার জন্য হয় "মাঁচা" করিয়া দেয়, বা অবলম্বনার্থ অন্য কিছু প্রদান করে। **উচ্ছের লতা** করলার লতার মত সুদীর্ঘ হয় না, ইহা স্তম্বকারিণী ও ভূলুণ্ঠিতা থাকে। করলা শুভ্রও দেখা যায়, কিন্তু শুভ্র বর্ণের উচ্ছে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। **বনজ কারবেল্লের** ফল সর্ব্বথা উচ্ছের তুল্য, কেবল ইহাতে বীজ অধিক এবং ইহার ত্বক্ উচ্ছের মত মাংসল নহে। রাঢ়ে, বনজ কারবেল্লকে "কাশীর উচ্ছে" বলে। বনজ কারবেল্লের লতা অতি ক্ষীণ এবং দৈর্ঘ্যে ইহা করলার লতাকে অতিক্রম করিয়া থাকে। বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরে **জলজ কারবেল্লের** উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কোচবিহারে এক প্রকার আরণ্য কারবেল্ল দৃষ্টিগোচর করিয়াছি—ইহা জলে বা জলাসন্ন ভূমিতে না জন্মিলেও নিতান্ত আর্দ্র এবং ছায়ান্বিত ভূমিতে অতি আনন্দে সুদীর্ঘ ক্ষীণ প্রতান বিস্তার করে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র লতা। **মাত্রা** পত্র স্বরস—১—২ তোলা, বমন রেচনার্থ ১০ তোলা পর্য্যন্ত।

বৈদ্যকে কারবেল্লের ব্যবহার।

সুশ্রুত—**বাতরক্তে** কারবেল্ল—উচ্ছেলতার কাথ দ্বারা পক্ক ঘৃত বাতরক্তে হিতকর (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—**জ্বররোগীর শাকার্থ** কারবেল্ল—জ্বররোগীর সেবনার্থ উচ্ছেশাক ব্যবস্থা করিবে (জ্বর—চিঃ)। (২) **বসন্তরোগে** কারবেল্ল—উচ্ছেপাতার রস হরিদ্রাচূর্ণ যোগে পান করিবে। ইহা দাহ, জ্বর, বিস্ফোট ও বসন্ত প্রশমক। (৩) **অন্তঃপ্রবিষ্ট**

যোনিতে কারবেল্ল—উচ্ছেলতার মূলের প্রলেপ দিলে, অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্নিঃসৃত হইয়া থাকে (যোনিব্যাপদ্ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ— বিসূচীকায় কারবেল্ল—উচ্ছেলতার কাথে, তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচীকা প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

বক্তব্য—রক্সবর্গ (পৃঃ ৬৯৬) ও ডিমক্ (২য় খণ্ড ১৯ পৃঃ) সুষবীর বাঙলা নাম, ক্ষুদ্রফল কারবেল্ল অর্থাৎ উচ্ছে লিখিয়াছেন। ধন্বন্তরি, কারবল্লীর পর্য্যায় নির্দ্দেশে বলিয়াছেন—"কাণ্ডীরঃ কাণ্ডকটুকো নাসাসংবেদনঃ পটুঃ। উগ্রকাণ্ড স্তোমবল্লী কারবল্লী সুকাণ্ডকঃ"। রাজনিঘণ্টুর বহ্বর্থ নির্দ্দেশ স্থলে কথিত হইয়াছে "সুষবী কটুতক্ষ্যাঞ্চ বিশ্রুতা স্থূলজীরকে," "তিলকে চ ছিন্নরুহা সুষবী কেতকী ভবেৎ"। সুতরাং নিঘণ্টুদ্বয়ের মতে, সুষবী শব্দের ক্ষুদ্রফল কারবেল্লার্থ দুর্ঘট। নিঘণ্টুদ্বয়ে কারবল্লীভেদ স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু ভাবপ্রকাশকার বলিয়াছেন "কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততোলঘুঃ"। এতদনুসারে উচ্ছের নাম কারবেল্লী হয়। বৈদ্যকে কুত্রাপি ক্ষুদ্রফল কারবেল্লার্থে সুষবী শব্দের প্রয়োগ দেখি নাই। সুষবী, করলা ও উচ্ছে উভয়কেই বুঝাইতে পারে।

Constituents.—A bitter glucoside, soluble in water, insoluble in ether, a yellow acid, resin, ash 6 p. c.

Actions and uses.—Stimulant and alterative; the fruit pulp and juice of the leaves and also seeds are anthelmintic and given in lumbrici. The fruit is also tonic and alterative and given in rheumatism, gout and disease of the liver and spleen. The whole plant powdered is used for dusting over leprous and other intractable ulcers. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 314).

নব্যমত—কারবেল্ল, উষ্ণ ও রসায়ন। ফল, বীজ শস্য এবং পত্ররস কৃমিঘ্ন ও "লাম্ব্রিসি" রোগে প্রযোজ্য। ফল, বল্য, রসায়ন, বিবিধ বাত ও প্লীহযকৃৎ পীড়ায় পথ্য। সমগ্র লতা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া, তদ্দ্বারা কুষ্ঠক্ষত কিম্বা অন্যান্য দুষ্ট ক্ষত অবচূর্ণন করিবে (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর এন্ খোরি, ২য় খণ্ড, ৩১৪ পৃঃ)।

কার্পাসী—कार्पासी ।

कार्पासी—Gossypium Herbaceum. अरण्यकार्पासी, भारद्वाजी—Hibiscus Vitifolius.

कार्पास्या गुणप्रकाशिका संज्ञा—"गुणाः" ।

कार्पासी मधुरा शीता स्तन्या पित्तकफापहा । तृष्णादाहश्रमभ्रान्तिमूर्च्छाहृद्बलकारिणी । भारद्वाजी हिमा रुच्या व्रणशस्त्रक्षतापहा । राजनिघण्टुः ।

कार्पासकी लघुःकोष्णा मधुरा वातनाशनी । तृष्णादाहारतिश्रान्ति भ्रान्तिमूर्च्छाप्रणाशनी । तत् पलाशं समीरघ्नं रक्तकृन्मूत्रवर्द्धनम् । तत् कर्णपीड़कानादपूयास्रावविनाशनम् । तद्बीजं स्तन्यदं वृष्यं स्निग्धं कफकरं गुरु । भावप्रकाशः ।

कुष्ठे कार्पासी—"* त्वक्पुष्पं कार्पास्याः । पिष्ट्वा चतुर्विधः कुष्ठनुल्लेपः" (चिः ७ अः)। चरकः ।

कर्णस्रावे कार्पासीफलम्—"सर्ज्जत्वक्चूर्णसंयुक्तः कार्पासीफलजो रसः। योजितो मधुना वापि कर्णस्रावे प्रशस्यते" (उः २१ अः)। सुश्रुतः ।

कफजातिसारे कार्पासी—"तद्वत्कार्पासपर्कव्योः स्वरसः समधुमंतः" (अतिसार—चिः)। वृन्दः ।

श्वेतप्रदरे कार्पासीमूलम्—"* मूलं कार्पासमेववा पाण्डुप्रदरशान्त्यर्थं प्रपिवेत् तण्डुलाम्बुना" (असृग्दर—चिः)। (२) स्तन्यवर्द्धनार्थं अरण्यकार्पासमूलम्——"वनकार्पासकीक्षूणां मूलं सौवीरकेण वा" (स्त्रीरोग—चिः)। चक्रदत्तः ।

অপচ্যাং অরণ্যকার্পাসীমূলম্—"বনকার্পাসজং মূলং তণ্ডুলৈঃ সহ যোজিতম্। পক্কাঽজ্যে পূপিকাং খাদেদপচীনাশনায় চ" (গণ্ডমালাদি —খিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

কার্পাসীর ভাষানাম—বাঃ—কাবাস্। হিঃ—কপাস্, রুই, বিনোলা। মঃ—কাপসী, কাপুস্, সরকী। গুঃ—বণ্রুকপাস্। কঃ—হত্তি, কাডহত্তি। তৈঃ—পত্তিচেট্টু। তাঃ—পঞ্জি। ফাঃ—কুতুন্। অঃ—কুতন্।

অরণ্যকার্পাসীর ভাষানাম—বাঃ—বন্ঢ্যাঁড়স্, বন্কাবাস্। হিঃ—বন্কপাস্। কোঃ—বন্কাপাসি। মঃ—কাঠী কাপসি। গুঃ—হিরবণীকপাসিয়া। কঃ—হত্তি, কডহত্তি। তৈঃ—কার্পাসামু। ফাঃ—পুংবেদনা। অঃ—হবুলকুতন্।

কার্পাসীর গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"গুণস্থ" (সূত্রোৎপাদক)।

বর্ণন—কাপাসের গাছ, পূর্ব্বে এদেশে বালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সুপরিচিত ছিল। কার্পাসী বর্জ্জিত গৃহস্থলী তখন প্রায় দৃষ্টিগোচর হইত না। এক্ষণে ইহা বর্জ্জিতব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কাপাসের গাছ ১—৪ হাত উচ্চ হয়। পত্র, প্রায় এরণ্ড পত্রতুল্য, কেবল তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, গাঢ় হরিদ্বর্ণ, পত্রবৃন্ত দীর্ঘ, পত্রপ্রান্ত ৩ কিম্বা ৫ ভাগে চিরিত। পুষ্প পীতবর্ণ। ফলের ভিতর বহুবীজ এবং তূলা থাকে। বীজে তৈল আছে। কাপাসের মূল, উপরি পীতাভ এবং ভিতরে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ—কোন গন্ধ নাই। স্বাদ কটু ও কষায়। অরণ্যকার্পাসীকে রাঢ়ে "বন্ঢ্যাঁড়শ্" বলে। বস্তুতঃ ইহার গাছ এবং ফল দেখিতে ঠিক ঢ্যাঁড়শের গাছ ও ফলের মত। কেবল ঢ্যাঁড়শ্ অপেক্ষা ইহার ফল কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি। বীজ দেখিতে ৫এর মত, বর্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ এবং ফলগাত্র অতিসূক্ষ্ম রেখাবন্ধুর। পক্ক শুষ্ক বীজ মর্দ্দন করিলে, কস্তুরীর ঘ্রাণ পাওয়া যায়। কলিকাতার বণিকেরা ইহাকেই লতাকস্তুরী বলিয়া বিক্রয় করে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, ফল, মূল। মাত্রা—মূলত্বক্কল্ক—৩—৬ আনা। পত্রস্বরস—১—২ তোলা।

বৈদ্যকে কার্পাসী ও অরণ্যকার্পাসীর ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে কার্পাসী ত্বক্ ও পুষ্প—কাপাসের মূলত্বক্ ও পুষ্প পেষণ পূর্ব্বক কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)

সুশ্রুত—কর্ণস্রাবে কার্পাসী ফল—সর্জ্জত্বক্ চূর্ণ ও মধু সংযুক্ত কাপাসের ফলের

(ডহণ মতে অরণ্যকাপাসের ফলের) রস, কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণস্রাব (কাণ হইতে জল বা পূষ পড়া) প্রশমিত হয় (উঃ ২১ অঃ)।

বৃন্দ—কফজাতিসারে কার্পাসীমূল স্বরস—কাপাসমূলের রস, মধুযোগে, কফাতিসারী পান করিবে (অতিসার—চিঃ)।

চক্রদত্ত—শ্বেতপ্রদরে কার্পাসীমূল—শ্বেতপ্রদরগ্রস্তা নারী, কাপাসের মূল, (মূল কাষ্ঠগর্ভ হইলে মূলত্বক্) তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (অসৃগ্দর—চিঃ) (২) স্তন্যবর্দ্ধনার্থ অরণ্যকার্পাসী মূল—বনকাপাস ও ইক্ষুর মূল, কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, প্রসূতির স্তন্যস্রাব বর্দ্ধিত হয় (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—অপচীতে অরণ্যকার্পাসমূল—অরণ্য কার্পাসীর মূলত্বক্ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক, তণ্ডুল যোগে পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক গব্যঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে, অপচী বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালাদি—চিঃ)।

বক্তব্য—কার্পাসীর নিঘণ্টুক্ত "গুণসূ" নাম হইতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে, অতি প্রাচীন কালেও কার্পাস সূত্রের প্রচলন ছিল। সুশ্রুত, ব্রণবন্ধন দ্রব্যের উপদেশ প্রসঙ্গে কার্পাসতন্তুরচিত বস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (সূঃ ১৮ অঃ)। মগধ পৌণ্ড্রাদি দেশে, বৃক্ষবিশেষের পত্র হইতেও অতি প্রাচীন কালে সূত্র প্রস্তুত হইত। ব্রণবন্ধনের অন্যতম উপাদান "পত্রোর্ণ" শব্দের টীকায় ডল্বণ লিখিয়াছেন—"মগধপৌণ্ড্রাদিদেশেষু নাগবৃক্ষাদয়শ্চত্বারোবৃক্ষা স্তৎপত্রেভ্যো জাতৈর্হরিততন্তুভিরূর্ণারূপৈক্রিয়তে যত্তৎ পত্রোর্ণমিত্যোকে" (সূঃ ১৮ অঃ—নিবন্ধসংগ্রহ)। চরক, বৃংহণীয় বর্গে (সূঃ ৪ অঃ) ভারদ্বাজী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The root bark contains starch, chromogene 28 p. c. ; fixed oil, resin, glucose, tannin, starch and ash 6 p. c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 94).

Actions and uses.—A syrup of cotton flowers is given in hypochondriasis ; their poultice is applied to burns and scalds. The carpels are astringent. An unripe capsule, with opium and nutmeg inserted into its interior, incinerated and reduced to powder, is used in dysentery. Decoction of the root bark is used as abortifacient, emmenagogue and oxytocic, it increases labour pains during delivery, and is given in amenorrhœa, dysmenorrhœa, uterine hæmorrhages and to procure abortion. The seeds, made into tea, are mucilaginous, and used in

dysentery and diarrhœa. They are demulcent, laxative, aphrodisiac, expectorant and galactagogue. The juice of the leaves is used in scanty lactation. Pounded cotton seeds mixed with ginger is applied to orchitic swelling. The leaves with oil are applied to gouty joints. Burnt cotton is applied round dropsical and paralyzed limbs, swollen legs, rheumatic and gouty joints, and in children to the chest in bronchitis and pneumonia to preserve heat and moisture and also to act as a sort of fomentation. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 96.)

নব্যমত—কার্পাসপুষ্পের সিরাপ্ বিমর্ষাত্মক মনোবিকারে (Hypochondriasis) সেব্য। অগ্নিদগ্ধ কিম্বা অত্যুষ্ণ তরল বস্তুদ্বারা দগ্ধ অঙ্গে, পুষ্পের প্রলেপ হিতকর। কিঞ্জল্ক (Carpel) সঙ্কোচকগুণান্বিত। কার্পাসের অপক্ক ফলের ভিতর অহিফেন এবং খণ্ডিত জায়ফল স্থাপন পূর্ব্বক, পুটপাক বিধানানুসারে পাক করিবে। এই চূর্ণ রক্তাতিসারে সেব্য। কার্পাসমূলক্কাথ, গর্ভস্রাবকারী, আর্ত্তবরজঃপ্রবর্দ্ধক এবং ত্বরিতপ্রসবকর্ত্তা। বিলম্বিত প্রসবে লুপ্তপ্রায় প্রসববেদনা পুনরানয়নের জন্য, ইহা সেবন করাইবে। কার্পাসবীজের ফাণ্ট (অত্যুষ্ণ জলে কুট্টিত বস্তু নিক্ষেপ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল রাখিয়া ছাঁকিয়া লইলে, ফাণ্ট প্রস্তুত হয়।) পিচ্ছিল ও স্নিগ্ধ। ইহা অতিসার ও রক্তাতিসারে সেবনীয়, অপিচ মৃদুরেচক, বৃষ্য, কফনিঃসারক এবং স্তন্যবর্দ্ধক। প্রসূতির স্তনে প্রচুর স্তন্য না থাকিলে, কাপাসপাতার রস সেবন করাইবে। কাপাসের বীজ ও আদা একত্র পেষণ পূর্ব্বক, কুরণ্ডে প্রলেপ দিবে। বাতরোগীর স্ফীত সন্ধিস্থানে, তৈলসহ কাপাসপত্র পেষণ পূর্ব্বক, লেপ দিবে। শোথগ্রস্ত অঙ্গ, পক্ষাঘাতাক্রান্ত প্রত্যঙ্গ, স্ফীতপদ আমবাতাক্রান্ত, সন্ধিদেশ এবং শিশুর চিরজাত ও অচিরজাত শ্লেষ্মরোগে (Bronchitis and Pneumonia), দগ্ধতূলা তত্তৎ অঙ্গে ছড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে উত্তাপ রক্ষা ও স্বেদের কার্য্য করে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৯৬ পৃঃ)।

কাসমর্দ্দ—कासमर्द्दः।

कासमर्द्दः तुषा—Cassia Sophera, C. Occidentalis, Senna Sophera.

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"कासारिः"।

कासमर्द्दः सुतिक्तः स्यान्मधुरः कफवातजित्। विशेषतः पित्तहरः पाचनः कण्ठशोधनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

कासमर्द्दः सतिक्तोष्णो मधुरः कफवातजित्। अजीर्णकासपित्तघ्नः पाचनः कण्ठशोधनः। **राजनिघण्टुः।**

कासमर्द्दद्लं रुच्यं वृष्यं कासविषास्रनुत्। मधुरं कफवातघ्नं पाचनं कण्ठशोधनम्। विशेषतः कासहरं पित्तघ्नं ग्राहकं लघु। **भावप्रकाशः।**

कासमर्द्दोऽग्निदः स्वर्य्यः स्वादुतिक्त स्त्रिदोषजित्। **राजवल्लभः।**

हिक्काश्वासयोः कासमर्द्दपत्रम्—"कासमर्द्दकपत्राणां यूषः *। * हिक्काश्वासनिवारणः"। (चिः २१ अः)। (२) **कासे** कासमर्द्दपत्र-स्वरसः—कासमर्द्दाश्वविट् *। सक्षौद्राः कफकासघ्नाः *। (चिः २२ अः)। **चरकः।**

दद्रुकिटिमकुष्ठेषु कासमर्द्दमूलम्—"कासमर्द्दकमूलञ्च सौवीरेण च पेषितम्। दद्रुकिटिमकुष्ठानि जयेदेतत् प्रलेपनात्"। (कुष्ठ—चिः)। (२) **वृश्चिकविषे** कासमर्द्दमूलम्—"यः कासमर्द्दनेत्रं वदने प्रक्षिप्य कर्णे फुत्कारम्। मनुजो ददाति शीघ्रं जयति विषं वृश्चिकानां सः" (विष—चिः)। **चक्रदत्तः।**

वातजश्लीपदे कासमर्द्दमूलम्—"कासमर्द्दशिफाकल्कं गव्येनाऽऽज्येन यः पिबेत्। श्लीपदं वातजं तस्य नाशमायाति सत्वरम्"। **वङ्गसेनः।**

কাসমর্দ্দের ভাষানাম—বাঃ—চাকুন্দা, কাল্‌কাসুন্দা। কোঃ—কাল্‌কাসুন্দা। হিঃ—কসৌন্দী। গুঃ—কসন্দী। তাঃ—পোন্নভেরাই। তৈঃ—মুতিকসিন্দা। ইং—নিগ্রোকফি।

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কাসারি"।

বর্ণন—কাসমর্দ্দের ক্ষুপ যত্রতত্র জন্মিয়া থাকে। নিদাঘের বারিপাতে ইহা অঙ্কুরিত, বর্ষায় বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত, শরতে ফলিত এবং হেমন্তের তুষারপাতে পরিপক্ব শিম্বিসহ শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার পাতা—২—৬ জোড়া, পাতগুলি প্রায় গোল—বেলাক-সানে, তেঁতুল প্রভৃতি অন্যান্য উদ্ভিদের পাতার মত ইহারও পাতাগুলি অবনত হইয়া একটীর

সহিত আর একটী মিশিয়া যায়। পুষ্প ক্ষুদ্র, পীতবর্ণ। শিম্বি ক্ষীণ, দীর্ঘ, চক্রমর্দ্দের মত চ্যাপ্টা নহে। বীজ প্রায় মাষকলায়ের মত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, মূল, বীজ। মাত্রা—পত্রস্বরস ১—২ তোলা, মূলকল্ক —২—৪ আনা। বীজচূর্ণ, শিশুর পক্ষে—১/২—১ আনা।

বৈদ্যকে কাসমর্দ্দের ব্যবহার।

চরক—হিক্কাশ্বাসে কাসমর্দ্দপত্র—কাসমর্দ্দপত্রের যূষ, হিক্কাশ্বাস নিবারক (চিঃ ২১ অঃ)। (২) কাসে—কাসমর্দ্দপত্রস্বরস—কাসমর্দ্দপত্র রস ও অশ্ববিষ্ঠার রস মধুসহ সেবন করিলে কফজকাস নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

চক্রদত্ত—দদ্রুকিটিমকুষ্ঠে কাসমর্দ্দমূল—কাসমর্দ্দমূল কাঁজিসহ পেষণ পূর্ব্বক দদ্রুকিটিমকুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (কুষ্ঠ—চিঃ)। (২) বৃশ্চিকবিষে কাসমর্দ্দমূল—কাসমর্দ্দমূল চর্ব্বণ করিয়া, বৃশ্চিকদষ্টব্যক্তির কর্ণে ফুৎকার দিলে, বৃশ্চিকদংশন জ্বালা প্রশমিত হয় (বিষ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—বাতজশ্লীপদে কাসমর্দ্দমূল—কাসমর্দ্দমূল গব্যঘৃতে উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক পান করিলে বাতজশ্লীপদ (গোদ) সত্বর নাশ প্রাপ্ত হয় (শ্লীপদ—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক "দশেমানি"তে কাসমর্দ্দের উল্লেখ নাই। বিমানোক্ত মধুরস্কন্ধে (৮ অঃ) "কালস্কন্ত" পঠিত হইয়াছে। সুশ্রুত, সুরসাদিগণে কাসমর্দ্দ পাঠ করিয়াছেন। চারক শাকবর্গে ভূষাকে (কাসমর্দ্দ) গ্রাহি ও ত্রিদোষঘ্ন বলা হইয়াছে।

Constituents.—The root contains a resinous substance; a bitter, non-alkaloid principle. Leaves contain cathartin, colouring matter and salts. The seeds contain tannin, sugar, gum, starch, cellulose, chrysophanic acid, calcium, sulphate and phosphate and fatty matter (olein and margarin) malic acid, sodium, chloride, magnesium, sulphate, iron, silica, &c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 201.)

Actions and uses.—The whole plant is purgative, alterative and expectorant, given in hysteria and whooping cough. The seeds are purgative and given to children with cow's or human milk in convulsions. The root is antiperiodic and given in fevers and neuralgia. The whole plant is used in cutaneous maladies as ringworm, scabies,

pityriasis and psoriasis ; also as an application over boils and carbuncles. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 201.)

নব্যমত—কাসমর্দ্দের সমগ্র ক্ষুপ, বিরেচক, রসায়ন ও কফনিঃসারক। ইহা মূর্চ্ছা ও ঘুংড়িকাসে সেব্য। ইহার বীজ, বিরেচক এবং শিশুগণের "তড়্কা"র পক্ষে হিতকর। বীজচূর্ণ, গোদুগ্ধ কিম্বা স্তন্যের সহিত সেবন করাইতে হয়। মূল বিষমজ্বর প্রতিষেধক এবং "নিউর‍্যালজিয়া" রোগেও সেব্য। সমগ্র ক্ষুপ সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মবিকারের পক্ষে পরম হিতকর। স্ফোটক এবং পৃষ্ঠব্রণেও ইহার প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্ খোরি, ২য় খণ্ড, ২০১ পৃঃ)।

কুঙ্কুম—कुङ्कुमम्।

कुङ्कुमम्, घुसृणम्, रुधिरम्—Crocus Sativus.

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—“काश्मीरम्,” “वाह्लीकम्”।

कुङ्कुमं कटुकं तिक्तमुष्णं श्लेष्मसमीरजित्। व्रणदृष्टिशिरोरोगविषहृत् कायकान्तिकृत्॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

कुङ्कुमं सुरभि तिक्तकटूष्णं कासवातकफकण्ठरुजाघ्नम्। मूर्द्धशूलविषदोषनाशनं रोचनं च तनुकान्तिकारकम्। राजनिघण्टुः।

काश्मीरदेशजक्षेत्रे कुङ्कुमं यद्भवेद्धि तत्। सूक्ष्मकेसरमारक्तं पद्मगन्धि तदुत्तमम्। वाह्लीकदेशसञ्जातं कुङ्कुमं पाण्डुरं भवेत्। केतकीगन्धयुक्तं तत् मध्यमं सूक्ष्मकेसरम्। कुङ्कुमं पारसीकेयं मधुगन्धि तदीरितम्। ईषत्पाण्डुरवर्णं तदधमं स्थूलकेसरम्। भावप्रकाशः।

कुङ्कुमं रेचकं प्रोक्तं कण्डूवैवर्ण्यनाशनम्। राजवल्लभः।

कुङ्कुमं कटुकं स्निग्धशिरोरुग्व्रणजन्तुजित्। उष्णं वासकरं वर्ण्यं व्यङ्गदोषत्रयापहम्। मदनविनोदः।

সর্ব্বেষু কৃচ্ছ্রেষু কুঙ্কুমম্—"* সকুঙ্কুমম্ * পেয়ঃ। ছাগা-রসেনাশ্মরীশর্করাসু। সর্ব্বেষু কৃচ্ছ্রেষু প্রশস্ত এষঃ"। (চিঃ ২৬ অঃ)। চরকঃ।

মূত্ররোধজে উদাবর্ত্তে কুঙ্কুমম্—"* কষায়ং কুঙ্কুমস্য চ" (উঃ ৫৫ অঃ)। (২) মূত্রাঘাতে কুঙ্কুমম্—"পিবেৎ কুঙ্কুমকর্ষন্তু মধূদকসমাযুতম্। রাত্রিপর্য্যুষিতং প্রাতস্তথা সুখমবাপ্নুয়াৎ। (উঃ ৫৮ অঃ)। সুশ্রুতঃ।

শিরোরোগে কুঙ্কুমম্—"সশর্করং কুঙ্কুম মাজ্যভৃষ্টম্। নস্যং বিধেয়ং পবনাসৃগুত্থে। ভ্রূশঙ্খকর্ণাক্ষিশিরোঽর্দ্ধশূলে। দিনাভিবৃদ্ধিপ্রভবে চ রোগে" (শিরোরোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

কুঙ্কুমের ভাষানাম—বৈদ্যকে "কুঙ্কুম," "ঘুসৃণ" ও "রুধির" নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—কুম্‌কুম্। হিঃ—কেসর। গুঃ—কেসর। কঃ—কুঙ্কুম। তৈঃ—কুঙ্কুমপুবু। কাঃ—লরকীমাস। অঃ -জাফ্‌রান্। ইং—স্যাফ্‌রণ্।

উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"কাশ্মীর," "বাহ্লীক"।

কাশ্মীরে কুঙ্কুমের আবাদ—অধুনা কাশ্মীর, পারস্য, স্পেন্, ফ্রান্স ও সিসিলিতে কুঙ্কুমের আবাদ হইয়া থাকে। কুঙ্কুমের, প্রাচীনতম নিঘণ্টুক্ত "কাশ্মীর" নাম পাঠ করিয়া, নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মে, যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে কাশ্মীর প্রদেশে কুঙ্কুমের আবাদ হইয়া আসিতেছে। অদ্যাপি কাশ্মীরান্তর্গত পম্পুরের সন্নিকটে ১০০।১২৫ হস্ত উচ্চ ২।২½ ক্রোশ দীর্ঘ ভূমিখণ্ডে কুঙ্কুমের আবাদ হয়। এই সকল সুদীর্ঘ ভূমিখণ্ড বহুসংখ্যক কুঙ্কুম ক্ষেত্রে বিভক্ত। আলি বাঁধিয়া কুঙ্কুমের আবাদ করিতে হয়। যাতায়াতের জন্য কুঙ্কুমক্ষেত্রে ইতস্ততঃ পথ থাকে। আরণ্য ও আবাদী ভেদে কুঙ্কুমের গাছ দুই প্রকার। আবাদী ও আরণ্যগাছের আকার প্রকারের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। পালিত স্ত্রী কুঙ্কুমের-গাছ প্রায় বন্ধ্যা হইয়া থাকে, অতএব আরণ্য পুংকুঙ্কুম গাছের ফুলের পরাগের সহিত কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীকুঙ্কুম গাছের ফুলের গর্ভাধান নির্ব্বাহ করাইতে হয়। কার্ত্তিক মাসে কুঙ্কুমের গাছে ফুল হয়। কুঙ্কুম সংগ্রাহকগণ ইতঃপূর্ব্বেই আসিয়া, কুঙ্কুম ক্ষেত্রের অনতিদূরে বাস করে। এবং প্রভাতী বায়ু কোরকিত উজ্জ্বলাদিত্যসকাশ কুঙ্কুমপুষ্পকে বিকসিত করিলে, কুঙ্কুমাহরণে প্রবৃত্ত হয়। এই সময় কুঙ্কুমাপহরণ নিরাকরণার্থ কুঙ্কুমক্ষেত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত করিয়া রাখা হয়।

কুঙ্কুম কি ?—কুঙ্কুমপুষ্পের "চিহ্ন" এবং "গর্ভতন্তুর" কিয়দংশকে কুঙ্কুম বলে। "চিহ্ন" ও "গর্ভতন্তু" কি বুঝিতে হইলে, পুষ্পের স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের প্রত্যঙ্গগুলির পরিচয় লইতে হয়। পূর্ব্বে ৪ প্রকার পুষ্পের কথা বলিয়াছি ("উডুম্বর" দেখ)। গর্ভকেসরই পুষ্পের স্ত্রীজননেন্দ্রিয়। গর্ভকেসরের তিনটী প্রত্যঙ্গ—ডিম্বকোষ, গর্ভতন্তু ও চিহ্ন। ইংরাজিতে এইগুলিকে যথাক্রমে "ওভেরী" "ষ্টাইল্ "ও "ষ্টিগ্‌মা' বলে। গর্ভকেসরের সংখ্যার স্থিরতা নাই। যে সকল উদ্ভিদের শুঁটী হয় অর্থাৎ শিম্বিধারী উদ্ভিদের একটী মাত্র গর্ভকেসর থাকে। চাল্‌দার ফুলে বহু গর্ভকেসর দৃষ্ট হয়। অতএব শিম্বিধারী উদ্ভিদের পুষ্প একযোষিৎ এবং চাল্‌দার পুষ্প বহুযোষিৎ। লিনীয়স্ গর্ভকেসরসংখ্যানুসারে উদ্ভিদের জাতি বিভাগ করিয়াছেন। গর্ভকেসরের শূন্যগর্ভ অধোভাগকে ডিম্বকোষ বলে। ইহাই পরে ফলে পরিণত হয়। ডিম্বকোষ, কচিৎ কুণ্ড ("নাগকেসর" দেখ) হইতে পৃথক্ ও উর্দ্ধে, কচিৎ কুণ্ড দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত ও অধোদেশে থাকে। গাবফুলের ডিম্বকোষ কুণ্ডের উর্দ্ধে এবং দাড়িম ও পেয়ারার ডিম্বকোষ কুণ্ডের অধোদেশে থাকে। গাবফলের বৃন্তের নিকট ফলগাত্রে লগ্ন এবং দাড়িম ও পেয়ারার "মাথায়" যে এক একটী বিচিত্রাকৃতি প্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয়, সেইগুলি অধঃ ও উর্দ্ধস্থিত কুণ্ড মাত্র। গর্ভতন্তু, ডিম্বকোষের উপরিগত, দীর্ঘ সূত্রবৎ প্রত্যঙ্গ। ইহা গর্ভকেসরের অগ্র, পার্শ্ব কিম্বা মূলদেশ হইতেও উত্থিত হইয়া থাকে। গর্ভতন্তুর অগ্রভাগে স্থিত বিচিত্রাকৃতি প্রত্যঙ্গের নাম চিহ্ন। ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পে চিহ্ন কচিৎ পিণ্ডাকার, কচিৎ বিকীর্ণ, কচিৎ পক্ষাকৃতি এবং কচিৎ খণ্ডিত দৃষ্ট হয়। কুঙ্কুমপুষ্পের চিহ্ন, দীর্ঘ, সূত্রাকৃতি। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, ৪,৩০০ কুঙ্কুমপুষ্পের চিহ্ন সংগ্রহ করিলে, অর্দ্ধ ছটাক কুঙ্কুম হয়। কুঙ্কুমপুষ্পের চিহ্ন, উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ। গর্ভতন্তু ৳—১ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং পীতাভ। এই গর্ভতন্তুর উপরি ভাগে, দীর্ঘ, কিঞ্চিৎ মোচড়ান, তিনটী চিহ্ন অবস্থিত। চিহ্ন অতি সুগন্ধি, গন্ধের তীব্রত্ব এবং বিশিষ্টত্ব আছে। অপিচ ইহা কিঞ্চিৎ পিচ্ছিল, তিক্ত ও ঝাল।

বিলাতী কুঙ্কুম—প্রথমতঃ কোন তীর্থযাত্রী কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে কুঙ্কুম নীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ্ সায়ার এবং স্যাফ্‌রণ্ ওয়াল্‌ডেনে কুঙ্কুমের আবাদ হয়। খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিলাতে কুঙ্কুমের বাণিজ্যের চরমোন্নতি ঘটিয়াছিল, এবং ১৭৬৮ খৃঃ হইতে ক্রমিক খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইতেছে। সদ্যঃ সংগৃহীত কুঙ্কুম, কাগজের উপরি ২।৩ ইঞ্চ পুরু করিয়া বিছাইয়া, কাপড় ঢাকা দিয়া, তদুপরি তক্তা চাপাইয়া, তক্তার উপর গুরুভার বস্তু স্থাপন করা হয়। অনন্তর ২ ঘণ্টা তীব্রতাপ এবং তৎপরে ২৪ ঘণ্টা মৃদুতর তাপ প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকারে সংহতাকৃতিত্ব প্রাপ্ত হইলে, কুঙ্কুমকে পিষ্টকাকারে বিভক্ত করে। বিলাতী কুঙ্কুমে, যে কোন প্রাণীর মেদ ও মাখম মিশ্রিত থাকে। সুতরাং ঔষধার্থ ও দেবতোদ্দেশে বিলাতী কুঙ্কুমের ব্যবহার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

কুঙ্কুমের পরীক্ষা—উত্তম কুঙ্কুম গাঢ় লেবুরঙের। পুরাণ ও নিকৃষ্ট কুঙ্কুম ফিকেপীত বা কাল, এবং চর্ব্বিমিশ্রিত কুঙ্কুম তৈলাক্ত দেখায়। ভাবপ্রকাশকারের মতে সূক্ষ্মকেসর, আরক্ত, পদ্মগন্ধি কাশ্মীরদেশজাত কুঙ্কুম উত্তম। সূক্ষ্মকেসর, শ্বেতবর্ণ, কেতকীপুষ্পগন্ধি, বাহ্লীকদেশজাত কুঙ্কুম মধ্যম এবং স্থূলকেসর ঈষৎ শুভ্রবর্ণ ও মধুগন্ধি, পারস্যদেশজাত কুঙ্কুম অধম।

মাত্রা—কল্ক—½—১ আনা। কাথ—৫ তোলা—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কুঙ্কুমের ব্যবহার।

চরক—সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রে কুঙ্কুম—কিসমিসের কাথের সহিত কুঙ্কুম পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত—মূত্ররোধজ উদাবর্ত্তে কুঙ্কুম—যাহার মূত্রবেগধারণ জন্য উদাবর্ত্ত হইয়াছে, তাহাকে কুঙ্কুমের কাথ পান করাইবে (উঃ ৫৫ অঃ)। (২) মূত্রাঘাতে কুঙ্কুম, উত্তম মধু যত তাহার অষ্টগুণ শীতল জল লইয়া, একত্র সরবৎ প্রস্তুত করিবে। ইহাতে যোগ্য মাত্রায় কুঙ্কুমের কল্ক (পিষ্টকুঙ্কুম) মিশ্রিত করিয়া প্রস্তর বা কাচপাত্রে একরাত্রি স্থাপন করিয়া, প্রাতে সেবন করিলে, মূত্ররোধ নিবৃত্তি পাইবে (উঃ ৫৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—শিরোরোগে কুঙ্কুম—যে শিরোরোগে অর্দ্ধমস্তকে বেদনা হয় এবং বেলাবৃদ্ধির সহিত বেদনা বর্দ্ধিত হয়, সেই শিরোরোগ নিবৃত্তি জন্য গব্যঘৃতে ভর্জ্জিত কুঙ্কুম, কুঙ্কুমের সমভাগ চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া, নস্য করিবে।

বক্তব্য—চরক শোণিতাস্থাপনবর্গে (সূঃ ৪ অঃ) "রুধির" পাঠ করিয়াছেন। শোণিতাস্থাপন শব্দের অর্থ দুষ্টরক্তের শোধক। চক্রপাণি লিখিয়াছেন "শোণিতস্য দুষ্টস্য দুষ্টিমপহৃত্য প্রকৃতৌ শোণিতং স্থাপয়তীতি শোণিতাস্থাপনম্" (আয়ুর্ব্বেদদীপিকা)। চরক সূত্রস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এবং সৌশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬৪ অধ্যায়ে ঋতুচর্য্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ঋতুচর্য্যায় কুঙ্কুমের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বাগ্‌ভট ও বৃদ্ধ বাগ্‌ভটের (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ) ঋতুচর্য্যায় কুঙ্কুমের ব্যবহার লক্ষিত হয়। যথা—"কুঙ্কুমেন সদর্পেণ প্রদিগ্ধোঽগরুধূপিতঃ" বাগ্‌ভট—সূঃ ৩ অঃ)। "কুঙ্কুমেনাপি দিগ্ধাঙ্গোঽগরুণা গুরুণাপিবা" (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ—সূঃ ৪ অঃ)। সৌশ্রুত পুষ্পবর্গে (সূঃ ৪৬ অঃ) কুঙ্কুমের উল্লেখ আছে—"শ্লেষ্মপিত্তবিষঘ্নঞ্চ নাগং তদ্বচ্চ কুঙ্কুমম্"। চরকে পৃথক পুষ্পবর্গ নাই, শাক-বর্গেই যে কয়েকটী পুষ্পের গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে কুঙ্কুমের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বহুকাল হইতে কুঙ্কুম অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কুণ্ডিনপুরী বর্ণনে

শ্রীহর্ষও লিখিয়াছেন—“সুদতীজনমজ্জনার্পিতৈর্ঘুস্বৈর্যত্র কষায়িতাশয়া। ন নিশা খিলয়াপি বাপিকা প্রসসাদ গ্রহিলেব মানিনী।”

Constituents.—A volatile oil, crocin—a glucoside, also called poly chroit (many colours), which is the colouring matter, picrocrocin—bitter principle, wax, proteids, fixed oil, mucilage, sugar, ash 5 p. c., moisture 12 p. c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 602).

Actions and uses.—Stimulant, aromatic, and antispasmodic, also used as a colouring agent; given in amenorrhœa, chlorosis, seminal weakness, leucorrhœa, dysmenorrhœa, in flatulent, colic, spasmodic, asthma and cough. Owing to its containing the volatile oil, it is used in rheumatism and neuralgic pains. It is given to children with ghee in looseness of the bowels. It is reputed to promote exanthematous eruptions in specific fevers, as measles. Externally a paste of it is used in removing bruises and superficial sores and in headache. Pessaries of saffron are used in painful affections of the uterus. It gives the urine a yellow colour. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 602).

নব্যমত—কুঙ্কুম, উষ্ণ, সুগন্ধি, বায়ুনাশক, আক্ষেপ নিবারক এবং ঔষধ বা ব্যঞ্জনের বর্ণোৎপাদক রূপেও ব্যবহৃত হয়। ইহা ঋতুরোধ, ক্লোরোসিস্ (ঋতুরোধজন্য গাত্রের নীলিমা), ক্ষীণশুক্র, প্রদর, রজঃকৃচ্ছ্র, বায়ুজন্য শূল, বাতোল্বণশ্বাস এবং শ্লেষ্মরোগে সেব্য। কুঙ্কুমে উদ্বেয় তৈল আছে বলিয়া ইহা আমবাত এবং “নিউর‍্যাল্জিয়া” মূলক বেদনায় হিতকর। শিশুগণের বারম্বার দাস্ত হইলে, ঘৃতসহ পিষ্ট কুঙ্কুম সেবন করাইবে। কুঙ্কুম সেবন করিলে জ্বরবিশেষজাত কোঠ (Rashes) ও হাম সত্বর সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া থাকে। পিষ্ট অঙ্গে, অগভীর ক্ষতে এবং শিরঃপীড়ায় কুঙ্কুমের প্রলেপ হিতকর। গর্ভাশয়ের যন্ত্রণাপ্রদ পীড়ায় কুঙ্কুমের পিচুবর্ত্তি (Pessaries) যোনিতে ধারণ, প্রশস্ত। কুঙ্কুম সেবন করিলে মূত্র পীতবর্ণ হয়।

कुटजद्वय—कुटजद्वयम्।

सितकुटजः—Holarrhena Antidysenterica. असितकुटजः—Wrightia Tinctoria.

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"कुटजः" ("कुटे शृङ्गे जायते च")। सितस्य परिचयज्ञापिका संज्ञा—"पाण्डुरद्रुमः," "वरतिक्तः," "यवफलः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"संग्राही"। असितस्य परिचयज्ञापिका संज्ञा—"महागन्धः"।

कुटजः कटुकस्तिक्तः कषायो रूक्षशीतलः। कुष्ठातिसारपित्तास्रगुदजानि विनाशयेत्॥ तत्फलगुणाः—शक्राह्वाः कटुतिक्तोष्णा त्रिदोषघ्नाश्च दीपनाः। रक्तार्शांस्यतिसारं च घ्नन्ति शूलवमी तथा। धन्वन्तरीय-निघण्टुः।

कुटजः कटुतिक्तोष्णः कषायश्चातिसारजित्। तत्रासितोऽस्रपित्तश्च त्वग्दोषार्शोनिकृन्तनः॥ तत्फलगुणाः—इन्द्रयवः कटुस्तिक्तः शीतः कफवातरक्तपित्तहरः। दाहातिसारशमनः नानाज्वरदोषशूलमूलघ्नः। राजनिघण्टुः।

कुटजः कटुको रूक्षो दीपनस्तुवरो हिमः। अर्शोऽतिसारपित्तास्र कफ-तृष्णामकुष्ठनुत्। भावप्रकाशः।

* तत्पुष्पं शीतलं तिक्तं कषायं लघुदीपनम्। वातलं कफपित्तास्र-कुष्ठातिसारजन्तुजित्। तच्च शिम्बीभवं शाकं श्लेष्मामवातजित्। वर्ष्यं कफघ्नं रक्तातिसारकुष्ठशमीषयेत्। मदनविनोदः।

कुटजः कफपित्तास्रत्वग्दोषार्शोऽतिसारजित्। तद्बीजं ज्वरजित्तिक्तं रक्तपित्तातिसारजित्। राजवल्लभः।

रक्तपित्ते इन्द्रयव:—"* वत्सककल्कसिद्धं तद्वत्" (चि: ४ अ:)। (२) **कुष्ठे** इन्द्रयव:—"* वत्सकवीजस्य * । कल्कं * कुष्ठेषूद्वर्त्तना-लेप: ॥" (चि: ७ अ:)। (३) **यक्ष्मणोऽतिसारे** इन्द्रयव:—"सना-गरान् इन्द्रयवान् पिवेत् वा तण्डुलाम्बुना (चि: ८ अ:)। (४) **अर्श:सु रक्तस्रुतौ** कुटजत्वक्—"कुटजत्वङ्निर्यूह: सनागर: स्निग्धरक्तसंग्रहण:" (चि: ८ अ:)। (५) **पित्तातिसारे** कुटजफलम्—"पलं वत्सकवीजस्य-श्रपयित्वा जलं पिवेत्। यो रसाशी जयेच्छीघ्रं स पैत्तं जठरामयम्"। (चि: १० अ:)। (६) **व्रणरोपणे** कुटजत्वक्—"करवीरार्ककुटजा: कषाया: रोपणा: स्मृता:" (चि: १३ अ:)। (७) **मांसगते विषे** कुटज-मूलत्वक्—"* कौटजं मूलमम्भसा—" (चि: २५ अ:)। **चरक:।**

कफपित्तानुवन्धरक्तजेषु अर्श:सु कुटजफाणितम्—"कुटजमूलत्वक् फाणितम्" (चि: ६ अ:)। **सर्व्वेषु अर्श:सु** कुटजत्वक्—"तथैवाऽर्शांसि सर्व्वाणि वृक्षकारुष्करौ हत:" (चि: ६ अ:)। **वहुश्लेष्मणि सरक्ते अतिसारे** कुटजफाणितम्—"वहुश्लेष्मसरक्तञ्च मन्दवातं चिरोत्थितम्। कौटजं फाणितञ्चापि हन्त्यतिसारमोजसा" (उ: ४० अ:)। **सुश्रुत:।**

शुक्राश्मर्य्यां कुटजत्वक्—"पिवत: कुटजं दध्ना पथ्यमन्नञ्च खादत:। निपतत्यचिरात्तस्य नियतं मेढ्रशर्करा:"। (म: ख: ३ भा:)। **भाव-प्रकाश:।**

কুটজের ভেদ—চারক কল্পস্থানের ৫ম অধ্যায়ে দৃঢ়বল স্ত্রীপুংভেদে দুই প্রকার কুটজের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, যাহার ফল বৃহৎ, পুষ্প শ্বেত এবং পত্র স্নিগ্ধ, তাহা পুংকুটজ, এবং যাহার কাণ্ডত্বক্ শ্যামবর্ণ, পুষ্প শ্যাবারুণবর্ণ এবং ফল ও ফলবৃন্ত ক্ষুদ্র, তাহা স্ত্রীকুটজবৃক্ষ। নবীন উদ্ভিদ্‌বেত্তারা বলেন, সম্ভবতঃ Holarrhena antidysenterica, Wrightia tinctoria, W. tomentosa, Holarrhena codaga, H. pubescens,

ও H. malaccensis একই জাতীয় উদ্ভিদের ভেদমাত্র। ডিমক্ বলেন Holarrhena antidysenterica, Wrightia tinctoria এবং W. tomentosa এই তিন প্রকার উদ্ভিদ্ই কুটজ নামে প্রসিদ্ধ (২য় খঃ ৩৯৪ পৃঃ)। ইহার মধ্যে W. tinctoria এবং W. tomentosa তে গুণগত বিশেষ পার্থক্য নাই বলিয়া, নবীন দ্রব্যগুণবেত্তারা কেবল W. tinctoria রই গুণাদি বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। H. antidysenterica ও W. tinctoriaতে স্থূলতঃ প্রভেদ এই—প্রথমটীর কাণ্ডত্বক্ পাণ্ডুবর্ণ, দ্বিতীয়টীর কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমোক্তের পত্র শুষ্ক হইলে বর্ণান্তর প্রাপ্ত হয় না, দ্বিতীয়টীর শুষ্কপত্র কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমটীর বীজ (ইন্দ্রযব), দারুচিনি রঙের ও তিক্ত, দ্বিতীয়টীর বীজ মধুর ও কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমটীর শিম্বী পৃথক্, দ্বিতীয়টীর শিম্বীদ্বয় অগ্রভাগে সংলগ্ন থাকে। প্রথমটীর পুষ্প শ্বেতবর্ণ, পুষ্পনল সঙ্কুচিত, দ্বিতীয়টীর পুষ্প বৃহৎ, স্থূল, অতিসুরভি ও শুভ্রবর্ণ। W. tomentosaর পুষ্পাগ্রভাগ পীতবর্ণ। সুতরাং H. antidysenterica সিতকুটজ এবং W. tinctoria অসিতকুটজ নামে অভিহিত হইতে পারে। Holarrhena, (Antidysenterica, Codaga, Pubescens, Malaccensis), দৃঢ়বলোক্ত পুংজাতিকুটজ এবং Wrightia (Tinctoria, Tomentosa) স্ত্রীজাতি কুটজ। কিন্তু গুণবিবরণ স্থলে আমরা, পুংকুটজ শব্দ H. antidysentrica অর্থে এবং স্ত্রীকুটজ শব্দ W. tinctoria অর্থেই প্রয়োগ করিব।

সিতাসিতকুটজদ্বয়ের গুণস্বাদবিষয়ক প্রাচীন ও নবীন মত—নব্যমতে সিতকুটজের বীজ (ইন্দ্রযব) তিক্তাস্বাদ, অসিতকুটজবীজ মধুর। কিন্তু প্রাচীনগণ দ্বিবিধ ইন্দ্রযবকেই তিক্ত বলিয়াছেন। নবীন দ্রব্যগুণবেত্তৃগণ সিতাসিতকুটজ বীজের গুণান্তর স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু দৃঢ়বল স্ত্রী পুং দ্বিবিধ কুটজের বীজই একার্থে প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন ("কালে ফলানি সংগৃহ্য তয়োঃ শুষ্কানি—" কল্প ৫ অঃ)। সুশ্রুতটীকাকৃৎ ডল্হণ অতিসারে উক্ত কৌটজফাণিতের ব্যাখ্যায় (অতিসারে বৃন্দধৃত "কুটজত্বক্কৃতঃ ক্বাথঃ" পাঠের শ্রীকণ্ঠোদ্ধৃত ডল্হণ ব্যাখ্যা দেখ) পুংকুটজত্বক্কৃত (সিতকুটজত্বক্কৃত) ফাণিত ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং ডল্হণের মতে অসিতকুটজাপেক্ষা সিতকুটজত্বক্ অতিসারে প্রশস্ততর। নব্যগণও এই মত পরিপোষণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ (সার্ ওয়াল্টার ইলিয়ট্ প্রভৃতি) বলেন রক্তাতিসারের পরমৌষধ বলিয়া য়ুরোপে পূর্ব্বে সিতকুটজের ত্বক্ (Conessi bark) প্রচুর রপ্তানি হইত। কিন্তু কালক্রমে ব্যবসায়ীরা সিতকুটজত্বকের সহিত অসিতকুটজত্বক্ ভেজাল দিতে আরম্ভ করায়, ইহার গৌরব হ্রাস পাইয়াছে। সিতকুটজত্বক্ চর্ব্বণ করিলে, প্রথমতঃ ঈষত্তিক্ত এবং উত্তরোত্তর তীব্রতর তিক্তত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাচীনগণ সামান্যতঃ কুটজত্বকে তিক্ত বলিয়াছেন, সিতাসিতকুটজত্বকের স্বাদের পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন নাই। নব্যগণের মধ্যে ডিমকের মতে অসিতকুটজত্বক্ও

সিতকুটজবৎ তিক্ত। ক্ষোরিরমতে অসিতকুটজমূলত্বক্ মধুর না হইলেও তিক্তত্ববর্জ্জিত বলা যায়। রাজনিঘণ্টুকারের মতে অসিতকুটজত্বক্, বিশেষতঃ রক্তপিত্ত, ত্বগ্দোষ ও অর্শোনাশক।

সিতাসিত কুটজদ্বয়ের উৎপত্তি স্থান—সিতকুটজ বঙ্গে প্রচুর জন্মে। অসিত-কুটজ, বঙ্গে দুর্লভ। অসিতকুটজ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট্, গোদাবরীতীর এবং ব্রহ্মদেশে জন্মে। উৎপত্তি স্থান চিন্তা করিয়া মনে হয়, হয়ত মেঘদূতের নির্ব্বাসিত যক্ষ, অতিসুরভি অসিতকুটজকুসুম দ্বারাই মেঘকে অর্ঘ্যদান করিয়াছিলেন।

সিতকুটজের ভাষানাম—বাঃ—কুড়চিগাছ। কোঃ—ইন্দ্রজল্তিতা। হিঃ—কুড়া, কৌরৈয়া। গুঃ—পণ্ড্রাকুড়া। গোঃ—খত্ত, কুরো। পঃ—কুরো। মঃ—পণ্ড্রাকুড়া। তাঃ—ভেপ্পা লরিসি। তৈঃ—অম্কুডু। ইং—কোনেসি বার্ক্। উঃ- কুড়িয়া। অঃ—তিবাজ্। **বীজের নাম**—বাঃ—ইন্দ্রযব। হিঃ—ইন্দ্রযৌ। ফাঃ—জবানে কুঞ্জস্ক-তলথ্। অঃ—লিস্নুল্ অস্কীরল্মূর্।

অসিতকুটজের ভাষানাম—হিঃ—মিঠাইন্দ্রযৌ। গুঃ—গোদীইন্দ্রযব। ফাঃ—তুখ্মে আহেরি সিরীন্, জবানে কুঞ্জস্কি সিরীন্। তাঃ—ভেৎপাল ভিরাই। তৈঃ- অন্কুদু কোদিসা।

কুটজের অন্বর্থসংজ্ঞা—**রাজনিঘণ্টুকার**, সিতাসিতকুটজের পর্য্যায় একত্র লিখিয়াছেন। আমরা সার্থক সংজ্ঞা গুলির যথাযোগ্য প্রয়োগ করিতেছি।

সিতকুটজের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"পাণ্ডুরদ্রুম"। **গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা**—"বরতিক্ত," "সংগ্রাহী"। **অসিতকুটজের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা**—"মহাগন্ধ," "কৃষ্ণতণ্ডুলা"।

বর্ণন—সিতকুটজের বৃক্ষ (H. Antidysenterica) মধ্যমাকৃতি। ইহা, বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচুর জন্মে। কোচবিহার রাজ্যের স্থানে স্থানে ক্রোশার্দ্ধব্যাপী কুটজবন দৃষ্টিগোচর হয়। সুবর্দ্ধিত হইলে, ইহার পত্র প্রায় ধারাকদম্বের পত্রের তুল্য হইয়া থাকে। কোমল শাখাগ্র বা পত্র ভগ্ন করিলে শুভ্র আঠা নির্গত হয়। কুটজবৃক্ষ বর্ষায় পুষ্পিত হয়। পুষ্প অনুজ্জ্বল শুভ্র, মিলিতদল, পুষ্পনল ক্ষীণ ও সঙ্কুচিত। পুষ্পনলাগ্রভাগ ৫ ভাগে চিরিত। পুষ্প, পত্রবৃন্ত সন্নিধান হইতে নির্গত ও সশাখ পুষ্পদণ্ডে স্থিত। বীজ যবাকৃতি, বীজে গুচ্ছাকৃতি রোম লগ্ন থাকে। আমাদের উদ্যানে দ্বাদশবর্ষ পালিত কএকটী কুটজবৃক্ষ, বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত হয়, কিন্তু অদ্যাপি শিম্বী ধারণ করিতে প্রত্যক্ষ করি নাই। বঙ্গীয় কুটজ কি

বন্ধ্যা? অথবা কুটজ, কুটজ ("কুটেশৃঙ্গে জায়তে") হইলে যেমন সত্বর ফলবান্ হয়, সমতল ভূমিতে তাদৃশ হয় না।

ঔষধার্থ ব্যবহার—আর্দ্র ত্বক্, বীজ। কচিৎ সপত্র শাখা।

মাত্রা—ত্বক্ ও বীজক্বাথ ৫—১০ তোলা। বীজচূর্ণ—½—২ আনা। কৌটজ-ফাণিত ২—৪ আনা।

বৈদ্যকে কুটজের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে ইন্দ্রযব—ইন্দ্রযব কল্কের সহিত যথাবিধি পক্ব ঘৃত রক্তপিত্তহর (চিঃ ৪ অঃ)। (২) কুষ্ঠে ইন্দ্রযব—ইন্দ্রযবের প্রলেপ কুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) যক্ষ্মরোগীর অতিসারে ইন্দ্রযব—ইন্দ্রযব কল্ক কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে, যক্ষ্মীর অতিসার নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৮ অঃ)। (৪) অর্শের রক্ত-স্রাবে কুটজ—অর্শোরোগীর পিচ্ছিল রক্তস্রাব প্রতীকারার্থ, শুণ্ঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কুটজ-ত্বককৃত ক্বাথ পান করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৫) পিত্তাতিসারে ইন্দ্রযব—৮ তোলা ইন্দ্রযবের ক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক পান করিবে এবং ঔষধ সেবনান্তে মাংসযূষ পথ্য করিলে, সত্বর পিত্তজ উদরাময় জয় করা যায় (চিঃ ১০ অঃ)। (৬) ব্রণরোপণে কুটজ—কুটজত্বককৃত ক্বাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে ব্রণরোপণ হয় (চিঃ ১১ অঃ)। (৭) মাংসগত বিষদোষে কুটজ—বিষদোষ নিবৃত্ত্যর্থ কুটজমূলত্বক্, জলের সহিত উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ২৫ অঃ)।

সুশ্রুত—কফপিত্তানুবন্ধ রক্তজার্শে কুটজত্বক্—আর্দ্র কুটজত্বককৃত ক্বাথ পুনঃ পাকদ্বারা গুড়ের মত গাঢ় করিয়া সেবন করিলে কফপিত্তপ্রধান রক্তজ অর্শঃ প্রশমিত হয় (চিঃ ৬ অঃ)। সর্ব্বপ্রকার অর্শে কুটজ—খদির এবং পিয়াল যেমন সর্ব্ব-কুষ্ঠ নাশ করিতে পারে তদ্রূপ কুটজ এবং ভল্লাতক সর্ব্বপ্রকার অর্শ বিনষ্ট করিতে পারে (চিঃ ৬ অঃ)। (২) বহুশ্লেষ্ম সরক্ত অতিসারে কুটজফাণিত—কুটজত্বককৃত ক্বাথ পুনঃ পাকে গাঢ় করিয়া সেবন করিলে, ঝটিতি বহুশ্লেষ্ম সরক্ত অতিসার (আমরক্তাতিসার) প্রশমিত হয় (উঃ ৪০ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—শর্করারোগে কুটজত্বক্—দধির সহিত কুটজত্বক্ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে শর্করা মূত্রস্রোতঃ দ্বারা নির্গত হইয়া যায়; শর্করারোগীর মূত্রের সহিত বালুকাবৎ পদার্থ বাহির হইয়া থাকে।

বক্তব্য—বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও নিঘণ্টু বচনবলাৎ রক্তপিত্ত, অর্শোদোষ এবং অর্শশ্চিকিৎসোক্ত কুটজশব্দে অসিতকুটজ এবং ইন্দ্রযব শব্দে অসিতকুটজবীজ গ্রহণ করিতে

হইবে। অন্যত্র সিতকুটজ গ্রাহ্য। চরক, অর্শোঘ্ন ও কৃমিঘ্নবর্গে কুটজ এবং আস্থাপনোপগ-বর্গে ইন্দ্রযব পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত আরগ্বধাদি এবং লাক্ষাদি বর্গে কুটজ এবং আরগ্বধাদি, পিপ্পল্যাদি, বচাদি ও বৃহত্যাদি বর্গে ইন্দ্রযবের উল্লেখ করিয়াছেন। যে সকল দ্রব্য সর্ব্বত্র আর্দ্রগ্রহণের উপদেশ আছে, কুটজ তাহাদের অন্যতম। কুটজের ত্বক্‌ই আর্দ্রগ্রাহ্য, বীজ সর্ব্বত্রই শুষ্ক গ্রহণ করিতে হইবে। বাগ্‌ভট বলেন—"কুটজো রক্তার্শঃপ্রশমনানাম্" (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ—সূঃ ১৩ অঃ)।

Constituents—*of H. Antidysenterica.*—A non-oxygenated alkaloid. Wrightine.

Actions and uses.—The bark and seeds are antiperiodic, similar to cinchona alkaloids, but do not produce nausea, vomiting or headache. They are given in fever, chronic diarrhœa, dysentery, worms, internal hæmorrhages ; also in chronic chest diseases, as asthma, in renal colic, and to allay the vomiting in cholera. They are used after delivery to give tone to the genital soft parts vagina). It is seldom given alone, generally in combination with a number of aromatics and astringents. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 387).

Actions and uses *of W. Tinctoria.*—Stomachic, tonic and febrifuge in combination with other vegetable bitters, given in bowel complaints and during convalescence from fever, and other acute diseases. The seeds are tonic and are given in seminal weakness. Leaves when chewed relieve toothache. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 392).

নব্যমত—সিতকুটজ ত্বক্ ও বীজ, জ্বরপ্রতিষেধক, ইহার গুণ সিঙ্কোনা তুল্য। বিশেষত্ব এই, ইহা সিঙ্কোনার মত বিবমিষা, বমন কিম্বা শিরঃপীড়াদায়ক নহে। জ্বর, গ্রহণী, রক্তাতিসার, কৃমি, ঊর্দ্ধাধঃরক্তপ্রবৃত্তি, শ্বাস, শূলবিশেষ (renal colic) এবং বিসূচিকার বমন প্রতিষেধার্থ, সিতকুটজ ত্বক্ ও বীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রসবের পর স্ত্রীজননেন্দ্রিয় দৃঢ়ীকরণার্থ বীজত্বকের প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্ খোরি, ২য় খণ্ড, ৩৮৭ পৃঃ)।

অসিতকুটজ ত্বক্, পাচক, বল্য ও জ্বরঘ্ন। অন্যান্য তিক্ত ভেষজের সহিত, ইহা তরুণজ্বরাদিরোগাবসানজ দৌর্ব্বল্য দূরীকরণার্থ এবং উদরাময়ে সেব্য। ইহার বীজ, বল্য এবং শুক্রক্ষয়জ দৌর্ব্বল্য প্রশমনার্থ সেবন করা হয়। ইহার পত্র চর্ব্বণ করিলে দন্তশূল নিবৃত্তি পায়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্ এন্ খোরি, ২য় খণ্ড, ৩৯২ পৃঃ)।

कुलथ—कुलत्थः ।

कुलत्थः, कुलत्था, कुलत्थिका: ।—Dolichos Biflorus.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"ताम्रबीजः"। गुणप्रकाशिका संज्ञा—"दृक्प्रसादा," "लोचनहिता"।

कुलत्थभेदाः—"कुलत्थश्च शुक्लकृष्णचित्रलोहितभेदेन चतुर्विधो भवति। तथा ग्राम्यवन्यभेदेन च द्विविधोऽपि"। चरकटीकायां चक्रः।

कुलत्थिका कटुस्तिक्ता स्वादुर्श्मःशूलनाशनी। विबन्धाऽऽनाहशमनी चक्षुष्या व्रणरोपणी। राजनिघण्टुः।

उष्णाः कषायाः पाकेऽम्लाः कफशुक्रानिलापहाः। कुलत्थाः ग्राहिणः कासहिक्काश्वासार्शसां हिताः। चरकः—(सू: २७ अ:)। उष्णः कुलत्थो रसतः कषायः। कटुर्विपाके कफमारुतघ्नः। शुक्राश्मरीगुल्मनिसूदनश्च। संग्राहकः पीनसकासहारी॥ आनाहमेदोगुदकीलहिक्का। श्वासापहः शोणितपित्तकृच्च। कफस्य हन्ता नयनामयघ्नः। विशेषतो वन्यकुलत्थ उक्तः॥ सुश्रुतः—(सू: ४६ अ:)।

कषायस्वादुकटूष्णाः कुलत्था रक्तपित्तलाः। पीनसश्वासकासार्शोहिध्माऽऽनाहकफानिलान्। घ्नन्ति शुक्राश्मरीं शुक्रं दृष्टिं शोफं तथोदरम्। ग्राहिणो लघव स्तीक्ष्णा विपाकेऽम्ला विदाहिनः। वृद्धवाग्भटः (अष्टाङ्गसंग्रहः—सू: ७ अ:)।

कुलत्थः कटुकः पाके कषायः पित्तरक्तकृत्। लघु विदाही वीर्य्योष्णः श्वासकासकफानिलान्। हन्ति हिक्काश्मरीशुक्रदाहानाहान् सपीनसान्। स्वेदसंग्राहको मेदोज्वरक्रिमिहरः परः। भावप्रकाशः।

कुलत्थः कफवातघ्नो ग्राह्युष्णो बृंहणः कटुः। गुल्मशुक्राश्मरीभेदः श्वासकासप्रमेहजित्। राजवल्लभः।

अर्शःसु कौलत्थयूषम्—"* यूषं कौलत्थमेव वा" (चि: ८ अ:)। चरक:।

वातशूले कुलत्थ:—"कुलत्थयूषो युक्ताम्लो लावकौटूषसंस्कृत:। ससैन्धव: समरिचो वातशूलविनाशन:"॥ (उ: ४२ अ:)। (२) क्रिमिषु कुलत्थ:—"कुलत्थक्काथसंसृष्टं क्षीरपानञ्च पूजितम्"। (उ: ५४ अ:)। सुश्रुत:।

नेत्रकोपे कुलत्थ:—"आरण्याम्लगणरसे एटावबद्धा: सुस्विन्ना मच्छविनुषीकृता: कुलत्था:। तच्चूर्णं सक्तदवचूर्णनाविशोथे। नेत्रानां विधमति सद्य एव कोपम्"॥ (उ: १६ अ:)। वाग्भट:।

स्वेदागमरोधार्थं कुलत्थ:—"स्वेदोद्गमे ज्वरे देय चूर्णो भृष्टकुलत्थज:"। (ज्वर—चि:)। (२) शीतपित्ते कुलत्थ:—"* कौलत्थेन रसेन वा। भोजनं सर्व्वदा पथ्यम्"। (शीतपित्त—चि:)। चक्रदत्त:।

आमवाते कौलत्थयूष:—"हितञ्चयूषं कौलत्थं" (आमवात—चि:)। (२) अन्नद्रवाख्ये शूले कुलत्थ:—"कुलत्थशक्तूनथवा दध्नाऽथवाद्विरस्तरेष तु"। (अन्नद्रवाख्यशूल—चि:)। (३) कफगुल्मे कुलत्थ:— "कुलत्थान् *। * कफगुल्मे प्रयोजयेत्"। (गुल्म—चि:)। (४) गलगण्डमालायां कुलत्थ:—"भोजनञ्चामभिष्यन्दि यूष: कौलत्थ इष्यते"। (गण्डमाला—चि:)। वङ्गसेन:।

কুলত্থের ভেদ—চক্রপাণি বলেন—গ্রাম্য ও বন্যভেদে কুলত্থ দুই প্রকার। এবং বর্ণভেদে ৪ প্রকার; যথা—শ্বেত, কৃষ্ণ, চিত্র ও লোহিত। বঙ্গে আরণ্য কুলত্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। কোচবিহারে যে কুলত্থ কলায়ের আবাদ হয় তাহা তাম্রবর্ণ।

কুলত্থের ভাষানাম—বাঃ—কুলত্থ বা কুর্ত্তিকলায়। কোঃ—কুলটেকলাই। হিঃ—কুলথি। তাঃ—কোল্লু। তৈঃ—ওয়ালাওয়াল্লি। ইং—হর্সগ্রাম্।

কুলত্থের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"তাম্রবীজ"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"দৃক্‌প্রসাদা," "লোচনহিতা"।

বর্ণন—কিঞ্চিৎ উচ্চ সরস ভূমিতে কুলত্থের আবাদ হয়। অন্যান্য রবিশস্যের ন্যায় ইহাও শীতকালে পরিপক্ক হয়। কুলত্থ ক্ষুপের শাখা পত্র প্রচুর রোমান্বিত। ইহা ত্রিপত্র। পুষ্প গন্ধকবর্ণ, ক্ষুদ্র। শিম্বী চাপ্টা। একটী শিম্বীতে উর্দ্ধ সংখ্যায় ৫টী কলায় থাকে। কলায়গুলির আকার প্রায় চৌকোণা।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কলায়, কচিৎ মূল। প্রায় পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "কুলত্থগুড়," "কুলত্থষট্‌পলঘৃত" ও "কুলত্থাদ্যঘৃত"তে ভূরি প্রযুক্ত।

বৈদ্যকে কুলত্থের ব্যবহার।

চরক—অর্শোরোগে কুলত্থযূষ—কুলত্থযূষ অর্শোরোগীর পক্ষে হিতকর। (চিঃ ৯ অঃ)।

সুশ্রুত—বাতশূলে কুলত্থ—লাবকপক্ষিমাংসের যূষসংস্কৃত, দাড়িমফলরসে অম্লীকৃত, সৈন্ধব ও মরিচান্বিত কুলত্থযূষ পান করিলে বাতশূল নিবৃত্তি পায় (উঃ ৪২ অঃ)। (২) কৃমিরোগে কুলত্থ—কৃমিরোগে কুলত্থকাথ যুক্ত দুগ্ধপান প্রশস্ত (উঃ ৫৪ অঃ)।

বাগ্‌ভট—নেত্রকোপে বন্যকুলত্থ—বন্যকুলত্থ কলায়, কাপড়ে আল্‌গা করিয়া বাঁধিয়া গোবরের রসে (টাট্‌কা গোবর জলের সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইলেই গোবররস প্রস্তুত হয়) সিদ্ধ করিয়া, নখ দ্বারা খোসা ছাড়াইয়া লইবে। অতঃপর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, ইহার বস্ত্রপূত সূক্ষ্ম চূর্ণ নিশীথে একবার মাত্র চক্ষুতে দিলে নেত্র কোপ ("চোক্ উঠা") প্রশমিত হয়। (উঃ ১৬ অঃ)।

চক্রদত্ত—জ্বররোগীর স্বেদাগমরোধার্থ কুলত্থ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অতিঘর্ম্ম নিবারণার্থ ভর্জ্জিত কুলত্থকলায়চূর্ণ মর্দ্দন করিবে (জ্বর—চিঃ)। (২) শীতপিত্তে কুলত্থ—শীতপিত্তরোগী, কুলত্থ যূষের সহিত অন্নাদি ভোজন করিবে (শীতপিত্ত—চিঃ)।

বঙ্গসেন—আমবাতে কৌলত্থযূষ—আমবাতরোগী কুলত্থযূষ পান করিবে (আমবাত—চিঃ)। (২) অন্নদ্রবাখ্যশূলে কুলত্থ—যাহার অন্নদ্রবাখ্য শূল আছে সে কুলত্থ কলায়ের ছাতু দধির সহিত সেবন করিবে। অন্যপ্রকার অশন বর্জ্জন করিতে হইবে। (অন্নদ্রবাখ্যশূল—চিঃ)। (৩) কফগুল্মে কুলত্থ—কফগুল্মরোগীর পক্ষে

কুলথ কলায় সেবন প্রশস্ত (গুল্ম—চিঃ)। (৪) গণ্ডমালায় কুলথ—গণ্ডমালারোগী অনভিষ্যন্দি বস্তু (যাহা কফবর্দ্ধক নহে) এবং কৌলথযূষ পান করিবে (গণ্ডমালা—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক কুলথকে স্বেদোপগবর্গে পাঠ করিয়াছেন। যে বস্তু ভুক্ত হইলে ঘর্ম্মোৎপাদনের সহায়ত্ব করে তাহাকে স্বেদোপগ বলে। গ্রন্থান্তরে ঘর্ম্মরোধার্থ কুলথচূর্ণ মর্দ্দনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। অতএব প্রতীতি জন্মিতেছে, ভুক্ত কুলথ স্বেদোপগ এবং কুলথের বহিঃপ্রয়োগ স্বেদস্ফুতিরোধক।

Constituents.—Albuminoids, starch, oil, ash and phosphoric acid.

Actions and uses.—Astringent, diuretic and tonic. The decoction is used in urinery diseases and menstrual derangements. Parturient women use it to promote lochia ; also given to check profuse leucorrhœa and menstrual fluxes. A powder of these seeds is applied to the skin to check cold sweats. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 210.)

নব্যমত—কুলথ কলায়, কষায়, মূত্রকর এবং বল্য। কুলথ কলায়ের কাথ অশ্মরী-শর্করাদি রোগ এবং ঋতুসম্বন্ধীয় দোষ নিবৃত্ত্যর্থ পেয়। প্রসূতিগণ, প্রসবের পর কুলথ কলায় ভোজন করিলে "লোকিয়া" (প্রসবের পর কিছুদিন যোনি হইতে যে জলবৎ বস্তু স্রুত হইয়া থাকে) উত্তমরূপ নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহা আর্ত্তবরজঃ, রক্ত বা শ্বেতপ্রদরের ভূরিস্রাব বন্ধ করিবার জন্ম সেবন করা হইয়া থাকে। হিমাঙ্গরোগীর ঘর্ম্মরোধার্থ কুলথচূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন করা হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ২১০ পৃঃ)।

কুশকাশাদি—কুশকাশাদয়ঃ।

কুশঃ, বহুদর্ভঃ—Poa Ciliaris. (Roxb.). **দর্ভঃ, খরদর্ভঃ**—Poa Cynosuroides. (Roxb.). Eragrostis Cynosuroides. (Dym.). **কাশঃ**—Saccharum Spontaneum. **শরপত্র**:—Saccharum Cylindricum **কাগড**: (**কাশভেদঃ**)—Saccharum Fuscum.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—कुशः, ह्रस्वोमृदुः सूच्योपत्रः। काशः, चामरपत्रः। दर्भः, पृथुलः खरपत्रोदीर्घः। (उल्वणः—निवन्ध संग्रहः सूः ३८ षः)।

परिचयज्ञापिका संज्ञा—कुशस्य—"सूचीमुखः"। खरदर्भस्य—"दीर्घपत्रः," "पृथुलः"। काशस्य—"शारदः," "सितपुष्पकः," "नादेयः"। खाड़गस्य—(काण्डेक्षुनाम्नः काशभेदस्य) "लेखनीकाण्डकः"।

दर्भयुग्मं पवित्रं स्यान्मूत्रकृच्छ्रघ्नशीतलम्। रक्तपित्तप्रशमनं केवलं पित्तनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

यज्ञमूलं हिमं वृष्यं मधुरं पित्तनाशनम्। रक्तज्वरतृषाश्वासकामला-दोषशोषकृत्। दर्भौ द्वौ च गुणे तुल्यौ तथाऽपि च सितोऽधिकः। यदि-श्वेतकुशाभावस्तत्परं योजयेद्भिषक्। राजनिघण्टुः।

काशः स्वादू रसे तिक्तो विपाके वीर्य्यतो हिमः। तर्पणो बलकृद्वृष्यः श्रमशोषभयापहः। काशद्वयञ्च पित्तास्रकृच्छ्रजिन्मधुरं हिमम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

काशस्तु शिशिरो गौल्यो रुचिकृत् पित्तदाहनुत्। तर्पणो बलकृद्वृष्य श्रमशोषक्षयापहः। मिश्रिर्मधुरशीतः स्यात् पित्तदाहक्षयापहः। राज-निघण्टुः।

दर्भद्वयं त्रिदोषघ्नं मधुरं तुवरं हिमम्। मूत्रकृच्छ्राश्मरीतृष्णावस्ति-रुक्प्रदरास्रजित्। काशःस्यान्मधुर तिक्तः स्वादुपाको हिमः सरः। मूत्रकृच्छ्राश्मदाहास्रक्षयपित्तजरोगजित्। एरका शिशिरा वृष्या चक्षुष्या वातकोपिनी। मूत्रकृच्छ्राश्मरीदाहपित्तशोणितनाशनी॥ भावप्रकाशः।

ব্রণশোধনার্থং কুশঃ—"* ন্যগ্রোধাদির্বলাকুশঃ। * কষায়াঃ শোধনা মতাঃ" (চিঃ ১২ অঃ)। **চরকঃ।**

প্রদরে কুশমূলম্—"কুশমূলং সমুদ্ধৃত্য পেষয়েত্তণ্ডুলাম্বুনা। এতৎ পীত্বা ব্রহ্মচারী প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে"। (অসৃগ্দর—চিঃ)। **চক্রদত্তঃ।**

কপোতাদিমাংসভোজনজে অজীর্ণে কাশমূলম্—"কপোতপারাবত—লাবকাশ্চ। —কপিঞ্জলানাং পিশিতানি ভুক্ত্বা। কাশস্য মূলং পরিপিষ্য পীতম্। সুখীভবেত্তু বহুশো হি দৃষ্টম্॥ (মঃ খঃ ২য়ঃ ভাগ)। **ভাবপ্রকাশঃ।**

অর্শসাং শোণিতস্রাবে কুশমূলম্—"কুশমূলং বলাযুক্তং পানং তণ্ডুলভাবনম্। হন্তি গুদজাস্রাবং প্রদরং বাপি সর্ব্বজম্" (অর্শ—চিঃ)। **বঙ্গসেনঃ।**

কুশকাশাদির ভাষানাম—কুশ,—কুশ ও দর্ভ পৃথক্ হইলেও, উভয়েই দর্ভদ্বয় এই সাধারণ নামে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যে দর্ভ, হ্রস্ব, যাহার পত্র কর্কশ নহে (অতএব ইহার নামান্তর "মৃদুদর্ভ") এবং যাহার পত্রাগ্রভাগ সূচ্যগ্রতুল্য সূক্ষ্ম তাহার নাম কুশ। আর যাহা দীর্ঘ, যাহার পত্র অতি কর্কশ (অতএব ইহার নামান্তর "খরদর্ভঃ) এবং বৃহৎ তাহাই দর্ভ। রাজনিঘণ্টুকার সিতদর্ভের উল্লেখ করিয়াছেন। কাশ, বঙ্গের সর্ব্বত্র কেশে বা কাশিয়া নামে খ্যাত। ইহা আর্দ্র ও নিম্নভূমি, খাল, পল্বল বা নদীর ধারে প্রায়শঃ জন্মিয়া থাকে, এইজন্য নিঘণ্টুকার ইহাকে "নাদেয়" বলিয়াছেন। শরৎকালে কাশ পুষ্পিত হইলে, ইহার শুভ্র পুষ্পে ধরণী যেন শুভ্রবসনাবৃতের ন্যায় বোধ হয়। কবিগণ শরৎকে "কাশাংশুকা" বলিয়াছেন। নিঘণ্টুদ্বয়ে খাগড় শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না—সার্থক পর্য্যায় আলোচনা করিলে বোধ হয় তন্মতে খাগড় একপ্রকার কাশ। পরবর্ত্তী কালে, কাশ ও খাগড়ের পৃথগুল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা—প্রমেহোক্ত কুশাবলেহে চক্রপাণি লিখিয়াছেন "বীরণশ্চকুশঃ কাশঃ কুক্কেক্ষুঃ খাগড়স্তথা"। নিঘণ্টুক্ত শিশি কাশভেদমাত্র। শরপত্র দর্ভভেদ—ইহার বাঙলা নাম উলুখড়। এরকার বাঙলা নাম হোগ্‌লা।

কুশাদির পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—মৃদুগর্ভ বা কুশের—"সূচীপত্রঃ"। খরদর্ভ বা দর্ভের—"দীর্ঘপত্র," "পৃথুল"। কাশের—"শারদ," "সিতপুষ্পক," "নাদেয়"। খাগড়ের—"লেখনীকাণ্ডক"।

বর্ণন—কুশ অতি অনুর্ব্বর ভূমিতেও আনন্দে বর্দ্ধিত হয়। নিতান্ত অনুর্ব্বর ভূমি বর্ণন করিতে হইলে লোকে বলে "কুশ ফলে না"। দৈবকার্য্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে কুশ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অতি সূক্ষ্মত্ব বর্ণনে কুশাগ্রের উল্লেখ প্রসিদ্ধ। লোকে কুশাগ্রধী বলিয়া থাকে। শকুন্তলা, পুত্রবৎপালিত মৃগের "কুশসূচীবিদ্ধে মুখে" ব্রণরোপণ ইঙ্গুদী তৈল সেচন করিতেন। কাশ—কেশে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইহা প্রধানতঃ গৃহাচ্ছাদনার্থ ব্যবহৃত হয়। খাগড় কাশবৎ তৃণ, খাগ্ড়া নামে প্রসিদ্ধ। ইহার কাণ্ড কাশাপেক্ষা স্থূলতর। খাগ্ড়ার কাণ্ডে উত্তম লেখনী প্রস্তুত হয়। শরপত্র অর্থাৎ উলুখড়, গৃহাচ্ছাদনার্থ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিদাঘের প্রথম বারিপাতে উলুর অস্থূল চামরাকৃতি শুভ্র পুষ্পগুচ্ছে প্রান্তর শোভিত হয়। ইহার কাণ্ড নিতান্ত ক্ষীণ ও পত্রময়। হোগ্‌লা রজ্জুদ্বারা গ্রথিত হইয়া আচ্ছাদনার্থ ব্যবহৃত হয়। নদীতীরবর্ত্তী নিম্ন আর্দ্র ভূমিতে হোগ্‌লার উৎপত্তি। উলুবেড়িয়া মহকুমান্তর্গত স্থানে প্রচুর হোগ্‌লা অযত্নসম্ভূত ভাবে জন্মিয়া থাকে। ইহার কাণ্ড নাই। শিরাল, দীর্ঘ, পত্র, ৫।৬ হাত উচ্চ হইয়াও ভূপতিত হয় না।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কুশকাশাদির মূলই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা—মূলকল্ক—২—৮ আনা। মূলক্বাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কুশকাশের ব্যবহার।

চরক—ব্রণশোধনার্থ কুশ—কুশমূলের ক্বাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে, ক্ষতের ক্লিন্নভাব অপগত হইয়া ক্ষতশুদ্ধি হয় (চিঃ ৩ অঃ)।

চক্রদত্ত—প্রদরে কুশমূল—কুশমূল, চেলোনির সহিত উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক তিন দিন পান করিলে রক্তপ্রদর প্রশমিত হয়। (অসৃগ্দর—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—কপোতাদিমাংসভোজনজাত অজীর্ণে কাশমূল—কবুতর (পায়রা) প্রভৃতির মাংস ভোজন জন্য অজীর্ণ ঘটিলে, কাশমূল জলে পেষণপূর্ব্বক পান করিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

বঙ্গসেন—রক্তার্শোরোগে কুশমূল—শ্বেত বা পীত বেড়েলার আর্দ্র মূলত্বক্ এবং কুশমূল সমভাগে লইয়া, চেলোনীর সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে, রক্তার্শোরোগীর অর্শোজন্য রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (অর্শশ্চিঃ)।

বক্তব্য—চারক স্তন্যশোধন ও মূত্রবিরেচন বর্গে কুশকাশ পঠিত হইয়াছে। চরক, দ্বিবিধৌষধা যবাগূ বিবরণে বলিয়াছেন—"কুশামলকনির্য়ূহে শ্যামাকানাং বিরুক্ষণী"

(সূঃ ২ অঃ)। শোথ, লৌহিত্য, দাহ ও বেদনান্বিত নবোদ্গত স্ফোটক, যে বস্তুর প্রলেপ দ্বারা বিলীনত্ব প্রাপ্ত হয় ("বসিয়া যায়") সেই দ্রব্যকে "নির্ব্বাপণ" বলে। নির্ব্বাপণ প্রস্তাবে চরক বলিয়াছেন "যবাসমূলং কুশকাশয়োশ্চ। নির্ব্বাপণঃ স্যাজ্জলমেরকা চ" (সূঃ ৩ অঃ)। সুশ্রুতও তৃণপঞ্চমূলের (কুশ, কাশ, শর, দর্ভ, ইক্ষু। গুণ এইরূপ লিখিয়াছেন—"মূত্রদোষবিকারঞ্চ রক্তপিত্তং তথৈব চ। অন্ত্যঃ প্রযুক্তঃ ক্ষীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ" (সূঃ ৮ অঃ)।

কুষ্ঠ—কুষ্ঠম্।

कुष्ठम्—Sanssurea Lappa, Aplotaxis Auriculata.

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"वाप्यम्"। **गुणप्रकाशिका संज्ञा**—"व्याधिः" ("विगत व्याधिरनेन,") "पाकलम्" ("पाकं लाति,") "अगदः"।

कुष्ठं कटूष्णं तिक्तं स्यात् कफमारुतरक्तजित्। त्रिदोषविषकण्डूश्च कुष्ठरोगांश्च नाशयेत्। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः**।

कुष्ठं कटूष्णं तिक्तं स्यात् कफमारुतकुष्ठजित्। विसर्पविषकण्डूति-खर्जूदद्रुघ्नकान्तिकृत्। **राजनिघण्टुः**।

कुष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुक्रलं तिक्तकं लघु। हन्ति वातास्रविसर्पकास-कुष्ठमरुत्कफान्। **भावप्रकाशः**।

कुष्ठं वातकफश्वासकासहिक्काज्वरापहम्। **राजवल्लभः**।

वातहरत्वाद्यर्थे कुष्ठम्—"कुष्ठं वातहराभ्यङ्गोपनाहयोगिनाम्" (सूः २५ अः)। (२) "मण्डलकुष्ठे कुष्ठम्—लोपो योज्यः कुसुम्भकृषि कुष्ठञ्च मधुकमनु"। (चिः ७ अः)। (३) अर्शःसु कुष्ठम्—"अभ्यञ्ज कुष्ठतैलेन स्वेदयेत्"। (चिः ८ अः)। (४) अपस्मारे कुष्ठम्—"*

কুষ্ঠবর্হং বচাং বা মধুসংযুতাম্”। (চিঃ ১৫ অঃ)। (৫) বাতস্থানগতে বিষে কুষ্ঠম্—“বাতস্থানে স্বেদো দধ্না নতকুষ্ঠকল্কপানঞ্চ”। (চিঃ ২৫ অঃ)। চরকঃ।

অর্দ্ধভিকায়াং কুষ্ঠম্—“কপালভৃষ্টং কুষ্ঠং বা চূর্ণিতং তৈলসংযুতম্। অর্দ্ধিকালেপনং কণ্ডূক্লেদদাহার্ত্তিনাশনম্”। (উঃ ২৪ অঃ)। (২) মুখকান্তিকরত্বে কুষ্ঠম্—“সমাহং মাতুলুঙ্গস্থং কুষ্ঠং বা মধুনাঽন্বিতম্”। (উঃ ৩২ অঃ)। বাগ্‌ভটঃ।

শিরঃপীড়ায়াং কুষ্ঠম্—“কুষ্ঠমেরণ্ডমূলঞ্চ লেপাৎ কাঞ্জিকপেষিতম্। শিরোঽর্ত্তিং নাশয়ত্যাশু *”। (শিরোরোগ—চিঃ) বঙ্গসেনঃ।

কুষ্ঠের ভাষানাম—বাঃ—কুড়। গুঃ—উপলৎ। হিঃ—কুঠ্। তাঃ—কোষ্ঠম্। তৈঃ—গোস্তমু। ফাঃ—কুস্ত্-ই-তলখ্।

কুষ্ঠের অন্বর্থসংজ্ঞা—উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—“বাপ্য” (যাহা বাপীতে জন্মে)। ভাবপ্রকাশে পুষ্করমূলের পর্য্যায়ে “কাশ্মীর” পঠিত হইয়াছে, কিন্তু আমি যে যে বৈদ্যক গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছি—তন্মধ্যে কুত্রাপি কুষ্ঠের “কাশ্মীর” নাম পাঠ করি নাই। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“ব্যাধি” (মানসবিকারনাশক), “পাকল” (অপক্ক স্ফোটকপাচক)।

কুষ্ঠের উৎপত্তি ও ভেদ—গুইবোর্ট কৃত “হিষ্টোরি অফ্ ড্রাগস্” নামক পুস্তকের ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত সংস্করণের ৩য় খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায়, যে উদ্ভিদের মূল কুষ্ঠনামে খ্যাত, সেই উদ্ভিদের (Aplotaxis Auriculata) চিত্র অঙ্কিত আছে। কাশ্মীরে এই উদ্ভিদ্ প্রচুর জন্মে। বাপীতে জন্মে বলিয়া ইহার একটী নাম “বাপ্য”। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে গাছ পরিপক্ক হইলে, মূল উত্তোলন পূর্ব্বক, খণ্ডশঃ কর্ত্তিত ও দেশান্তরে প্রেরিত হয়। কুষ্ঠের ভেদ সম্বন্ধে নব্যগণের মধ্যে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। ডাঃ ফ্যাল্‌কোনার কর্ত্তৃক কুষ্ঠের উৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্ব নির্ণীত হইবার বহুপূর্ব্বে, কুষ্ঠ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে রয়লি লিখিয়াছেন, কুষ্ঠ দুই প্রকার—তিক্ত ও মধুর। তিক্তাস্বাদ কুষ্ঠের ফার্সি নাম “কুস্ত্-ই-তল্খ্” এবং মধুর কুষ্ঠের নাম “কুস্ত্-ই-সিরিন্”। তিক্তকুষ্ঠ সম্বন্ধীয় রয়লির বক্তব্য পাঠ করিলে বোধ হয় তিক্তকুষ্ঠই বণিক্‌গণকর্ত্তৃক দেশান্তরে প্রেরিত হয়। রয়লি যাহাকে তিক্তকুষ্ঠ

বলেন, পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে তাহা Aplotaxisএর মূল। কুক্, রয়লির উক্তির এইরূপ অর্থ করেন—বাস্তবিক মধুরতিক্তভেদে দ্বিবিধ কুষ্ঠ নাই, কিন্তু বোধ হয় একই কুষ্ঠমূল বৃক্ষের অপরিপক্কাবস্থায় উদ্ধৃত হইলে মধুর এবং পরিপক্কাবস্থায় উদ্ধৃত হইলে তিক্ত হইয়া থাকে। ডিমক্, কুকের মত বলবৎ রাখিবার জন্ম বলিয়াছেন, বম্বে প্রদেশে কুষ্ঠের তিক্ত মধুর ভেদ অজ্ঞাত। "ইখ্‌তিয়ারৎ" নাম গ্রন্থরচয়িতা, হাজি জিন্ এল্ অতরের মতে কুস্ত্-ই-তল্‌খ (তিক্তকুষ্ঠ) কুষ্ঠ, (যাহাকে নব্যেরা Indian Costas বলেন) এবং কুস্ত্-ই-সিরিন্ (মধুরকুষ্ঠ) আরবদিগের "কুস্ত্-ই-হলু"। এই "কুস্তই-হলু"কেই নব্যেরা "অরিস্ রুট্" (Orris root) বলেন এবং তাঁহাদের মতে ইহার সংস্কৃত নাম পুষ্করমূল। এতদ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, রয়লি যাহাকে মধুরকুষ্ঠ বলিয়াছিলেন, ডিমকাদির মতে তাহাই পুষ্করমূল। এই মত ভাবপ্রকাশকারের অনুমোদিত নহে। ভাবপ্রকাশে কুষ্ঠকে "কটুস্বাদু" বলা হইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যগুণবেত্তৃগণ কুষ্ঠকে কেবল কটু (তিক্ত) বলিয়াছেন। এবং সমগ্র বৈদ্যকগ্রন্থে সর্ব্বত্রই পুষ্করমূলকে তিক্ত বলা হইয়াছে। সুতরাং রয়লি যে মধুর ও তিক্ত দুই প্রকার কুষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন, ভাবমিশ্রের মত তাহার অনুকূল এবং ডিমকাদি যে মধুর কুষ্ঠকে পুষ্করমূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আয়ুর্ব্বেদানুমোদিত নহে।

কুষ্ঠের বাণিজ্য ও ব্যবহার—কুষ্ঠের উৎপত্তি স্থান কাশ্মীর হইতে কুষ্ঠ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং চীনরাজ্যে প্রচুর রপ্তানি হইয়া থাকে। কাশ্মীরের মহারাজা কুষ্ঠসংগ্রাহকগণের নিকট হইতে যে মূল্য দিয়া কুষ্ঠ ক্রয় করেন তদ্দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ডাঃ ষ্টুয়ার্ট বলেন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এই কুষ্ঠবাণিজ্যে মহারাজার প্রায় ১,৯০,০০০ টাকা আয় হইয়াছিল। যখন কুষ্ঠের ভার বৃষপৃষ্ঠে বাহিত হয় তখন বহুদূর পর্য্যন্ত কুষ্ঠের আমোদে আমোদিত হইয়া থাকে। রয়লি বলেন ১৮৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে চীনদেশে প্রায় দশ হাজার মণ কুষ্ঠ রপ্তানি হইয়াছিল। আমাদের দেশের দেবালয়ে যেমন ধুনাগুগ্‌গুল প্রভৃতি জ্বালান হইয়া থাকে, চীনদেশে সেইরূপ কুষ্ঠ জ্বালান হয়। কাহার মতে যখন অহিফেন ছিল না তখন কুষ্ঠের ধূমপান প্রচলিত ছিল। কল্কেতে সাজিয়া খাইলে, কুষ্ঠ মাদকতা জন্মায়। অধুনা কুষ্ঠ, অনুলেপন, দন্তশূল, বাত, এবং কেশধাবনার্থ ব্যবহৃত হয়। শালব্যবসায়ীরা, কীট হইতে শাল রক্ষা করিবার জন্ম শালের সহিত খণ্ড খণ্ড কুষ্ঠ রাখিয়া দেয়।

কুষ্ঠের পরীক্ষা—কাশ্মীরবাসিগণ বলে, অন্তবিধ ৫।৬ প্রকার মূল কুষ্ঠের সহিত ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। চীনে প্রেরণার্থ কুষ্ঠেই প্রায় ভেজাল দেওয়া হয়, সুতরাং এদেশে বিশুদ্ধ কুষ্ঠ সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার নহে। যে কুষ্ঠের বর্ণ অপেক্ষাকৃত ফিকে, যাহা

গুরু, নিরেট, যাহা কীটদষ্ট নহে, যাহাতে "ঝাঁজ" নাই, যাহা চর্ব্বণ করিলে উষ্ণ বোধ হয় এবং জিহ্বা "চিন্ চিন্" করে, সেই কুষ্ঠই উত্তম। প্রশস্ত কুষ্ঠের বর্ণনে চক্রপাণি লিখিয়াছেন—"ভঙ্গে মনাগপি নচেন্নিপতন্তি ততঃ কণাঃ মৃগশৃঙ্গোপমং কুষ্ঠং—"(বাতব্যাধি—চিঃ)। যে কুষ্ঠ ভাঙ্গিলে কিঞ্চিন্মাত্রও গুঁড়া পড়ে না এবং যাহা আকৃতিতে হরিণের শৃঙ্গের মত, তাহাই উত্তম কুষ্ঠ। "মৃগশৃঙ্গোপম" বিশেষণ পাঠে অনুমান হয় পূর্ব্বে কুষ্ঠ খণ্ডাকারে কর্ত্তিত হইয়া বিক্রীত হইত না।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল। মাত্রা—চূর্ণ ½—৩ আনা। ক্কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কুষ্ঠের ব্যবহার।

চরক—বাতহরত্বাদ্যর্থে কুষ্ঠ—বাতহর অভ্যঙ্গ দ্রব্য এবং প্রলেপোপাদানের মধ্যে কুষ্ঠ শ্রেষ্ঠতম। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) মণ্ডলকুষ্ঠে কুষ্ঠ—কুস্তুম্বুরু ও কুষ্ঠের প্রলেপ মণ্ডলকুষ্ঠে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) অর্শোরোগে কুষ্ঠ—অর্শে কুষ্ঠসাধিত তিলতৈল মর্দ্দন করিয়া স্বেদ দিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৪) অপস্মারে কুষ্ঠ—অপস্মারী কুষ্ঠের রস (স্বরসাভাবে ক্কাথ) পান করিবে (চিঃ ১৫ অঃ)। (৫) বাতস্থানগতে বিষে কুষ্ঠ—বিষদোষ বাতস্থান (পক্কাশয়) প্রাপ্ত হইলে কুষ্ঠ ও তগরপাদুকা (অভাবে শিহ্লী জটা) দধির সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ২৫ অঃ)।

বাগ্‌ভট—অরুংষিকারোগে কুষ্ঠ—মস্তকে বহুমুখ ক্লেদবহুল যে ক্ষত জন্মে তাহার নাম অরুংষিকা। কুষ্ঠ চূর্ণ করিয়া, "কাঠখোলায়" অল্প ভাজিয়া, তিল তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া অরুংষিকার ক্ষতে প্রলেপ দিবে (উঃ ২৪ অঃ)। (২) মুখকান্তিকরত্বে কুষ্ঠ—মাতুলুঙ্গলেবুর ভিতর কুষ্ঠ সপ্তাহকাল রাখিয়া, সেই কুষ্ঠ মধুসহ পেষণ পূর্ব্বক মুখে লেপন করিলে মুখের কৃষ্ণচিহ্ন ব্যঙ্গাদি প্রশমিত হইয়া মুখকান্তি বর্দ্ধিত হয় (উঃ ৩২ অঃ)।

বঙ্গসেন—শিরঃপীড়ায় কুষ্ঠ—কুষ্ঠ ও এরণ্ড মূল (মূল কাষ্ঠগর্ভ হইলে মূলত্বক্) কাঞ্জিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া প্রশমিত হয় (শিরোরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—পুষ্করমূল, Iris Germanica নাম উদ্ভিদের মূল। ইহার ইংরাজী নাম "ওরিস্‌রুট্" (orris root)। হুকার বলেন কাশ্মীরে এই উদ্ভিদের আবাদ হয়। ভাবপ্রকাশকার পুষ্করমূলকে "কুষ্ঠভেদ" বলিয়াছেন। এবং পুষ্করমূলের পর্য্যায়ে "কাশ্মীর" শব্দ পাঠ করিয়াছেন। নব্যতম বৈদ্যকগ্রন্থে পুষ্করমূলের অভাব ঘোষিত হইয়াছে এবং "অভাবে পুষ্করে মূলে কুষ্ঠং সর্ব্বত্র গৃহ্যতে" বাক্যে প্রতিনিধিগ্রহণ উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাবপ্রকাশেও এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহাতে তৎকালে পুষ্করমূলের অভাব প্রতিপন্ন হয়। এতদপেক্ষা প্রাচীনতর বৈদ্যকগ্রন্থগুলির মধ্যে অধুনা যেগুলি বৈদ্যসমাজে প্রচলিত তন্মধ্যে কুত্রাপি পুষ্করমূলের অভাবের কথা পাঠ করি নাই, প্রত্যুত কুষ্ঠবৎ পুষ্করমূলেরও গুণপর্য্যায় বর্ণিত হইয়াছে। "ওরিস্‌রুট"ই নব্যগণের মতে পুষ্করমূল। হাকিমেরা এই "ওরিস্‌রুট্" বহুবিধ পীড়ায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। চরক, লেখনীয়, শুক্রশোধক ও আস্থাপনোপগবর্গে কুষ্ঠ পাঠ করিয়াছেন। এবং পুষ্করমূল সম্বন্ধে অগ্র্যগ্রন্থে লিখিয়াছেন "পুষ্করমূলং হিক্কাশ্বাসকাসপার্শ্বশূলহরানাম্" (সূঃ ২৫ অঃ)। সুশ্রুত, এলাদিগণে কুষ্ঠ পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—An odourous principle, composed of two liquid resins, an alkaloid, a solid resin, salt of valeric acid, an astringent principle, and ash which contains manganese. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 369).

Actions and uses.—As a stimulant it is given in spasmodic diseases, as cough, asthma, cholera and deranged digestion. As an alterative it is used in chronic skin diseases and rheumatism. Locally a paste of it made in rose water is applied to swollen hands and feet and to swelled abdomen in obesity, and as a cooling lotion to sprains, contusion, and to the head in headache. It is also smoked like opium. Externally it is used as an astringent ointment on ulcers. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 369).

নব্যমত—কুড়, উষ্ণ বলিয়া, কফ, শ্বাস, বিসূচীকা এবং অজীর্ণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রসায়ন বলিয়া চিরজাত চর্ম্মরোগ এবং আমবাতে সেব্য। গোলাপজলে পিষ্ট কুড়ের প্রলেপ, স্ফীত হস্তপদে, উদরগত শোথে এবং শিরঃপীড়ায় ব্যবহার করিবে। ঘৃষ্টপিষ্ট প্রত্যঙ্গে, পিষ্টকুড়মিশ্রিত জল ("লোশন") সেচন করিলে, তদঙ্গ শীতল হয়। অহিফেনের মত ইহারও ধূমপান প্রচলিত আছে। কুড়ের মহলম ক্ষতের পক্ষে হিতকর (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩৬৯ পৃঃ)।

कुष्माण्ड—कुष्माण्डः ।

कुष्माण्डः कुष्माण्डी—Benincasa Cerifera, Cucurbita Hispida, C. Alba, White Pumpkin.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"स्थिरफला" ।

कुष्माण्डस्य धन्वन्तरीयनिघण्टुराजनिघण्टूक्तगुणाः १२१ पृष्ठायां लिखिताः ।

कुष्माण्डमुक्तं सक्षारं मधुराम्लं तथा लघु । सृष्टमूत्रपुरीषञ्च सर्व्वदोषनिवर्हणम् ॥ चरकः—(सूः २७ अः) ।

पित्तघ्नं तेषु कुष्माण्डं वालं मध्यं कफापहम् । पक्वं लघूष्णं सक्षारं दीपनं वस्तिशोधनम् । सर्व्वदोषहरं हृद्यं पथ्यञ्चेतोविकारिणाम् ॥ सुश्रुतः—(सूः ४६ अः) ।

कुष्माण्डं वृंहणं वृष्यं गुरु पित्तास्रवातनुत् । वालं पित्तहरं शीतं मध्यमं कफकारकम् । वृद्धं नातिहिमं स्वादु सक्षारं दीपनं लघु । वस्तिशुद्धिकरञ्चेतोरोगहृत् सर्व्वदोषजित् । भावप्रकाशः ।

कुष्माण्डकं पित्तहरं वालं मध्यं कफापहम् । पक्वं लघूष्णं सक्षारं दीपनं वस्तिशोधनम् । सर्व्वदोषहरं हृद्यं पथ्यञ्चेतोविकारिणाम् । राजवल्लभः ।

कुष्माण्डवीजतैलगुणाः——त्रपुस्यैर्वारुकुष्माण्डश्लेष्मातकप्रियालजम् । वातपित्तहरं वेश्यं श्लेष्मलं गुरुशीतलम् । राजनिघण्टुः ॥ कुष्माण्डनाड़िका गुर्व्वी शर्करारमरीनाशनी । राजवल्लभः ॥ कुष्माण्डवटकगुणाः—कुष्माण्डं कर्त्तयित्वाऽस्यजलं निष्काश्य यत्नतः । कुसुम्भुवशिम्बामाषचूर्णं सतिलसैन्धवम् । निक्षिप्य वटकाः कार्य्या आतपे शोषयेत्ततः । रुचिदा वातहन्तारस्तिलतैले सुपाचिताः । वैद्यकनिघण्टुः ॥ कुष्माण्डस्य सुरा गुर्व्वी धातुवर्द्धनकारिणी । अग्निमान्द्यकरी तृष्णा प्रोक्ता रुचिप्रदा

बुधैः॥ वैद्यकनिघण्टुः॥ पक्वं पित्तहरं शीतं दीपनं वस्तिशोधनम्। शोफं वातकफौ हन्ति रक्तपित्तनिवर्हणम्। हारीतः।

মদনকোদ্রবজমদে কুষ্মাণ্ডরসঃ—"কুষ্মাণ্ড রসঃ সগুড়ঃ শময়তি মদমাশু মদনকোদ্রবজম্"। (মদাত্যয়—চিঃ)। (২) উন্মাদে কুষ্মাণ্ডরসঃ—"কুষ্মাণ্ডো * স্বরসাঃ। উন্মাদহৃতো দৃষ্টাঃ পৃথগিতি কুষ্ঠ মধুমিশ্রাঃ"। (উন্মাদ—চিঃ)। (৩) অশ্মর্য্যাং কুষ্মাণ্ডরসঃ—"যবক্ষারগুড়োপেতং পিবেৎ পুষ্পফলোদ্ভবম্। রসং মূত্রবিবন্ধঘ্নং শর্করাশ্মরী-নাশনম্"। (অশ্মরী—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

শ্বাসে কুষ্মাণ্ডমূলম্—"কুষ্মাণ্ডকশিফাচূর্ণং পীতং কোষ্ণেন বারিণা। শীঘ্রং শময়তি শ্বাসং কাসঞ্চাপি সুদারুণম্"। (শ্বাস—চিঃ)। (২) মূত্রনিগ্রহে কুষ্মাণ্ডবীজম্—"কুষ্মাণ্ডস্য তু বীজানি বীজানি ত্রপুষস্য চ। বস্তৌ সন্ধারয়েৎ তেন প্রশাম্যেন্মূত্রনিগ্রহঃ"। (বাতব্যাধি—চিঃ)। (৩) শূলে কুষ্মাণ্ডক্ষারঃ—"কুষ্মাণ্ডং তনুকৃত্বা তু ছিন্না ঘর্ম্মে বিশোষয়েৎ। স্থাল্যাং নিঃক্ষিপ্য তৎ সর্ব্বং পিধানেন পিধায় চ। চুল্ল্যাং নিবেশ্য বহ্নিঞ্চ জ্বালয়েৎ কুশলো জনঃ। যথা যত্র ভবেৎ ভস্ম কিন্ত্বঙ্গারো দৃঢ়ো ভবেৎ। তদা নির্ব্বাপয়েচ্ছীতং সর্ব্বথা চূর্ণিতন্তু তৎ। মাষদ্বয়মিতং তাবৎ শুণ্ঠী-চূর্ণেন মিশ্রিতম্। জলেন ভক্ষয়েন্নিত্যং মহাশূলাকুলো নরঃ। অসাধ্যমপি-যচ্ছূলং তদপ্যেতেন শাম্যতি"। (শূল—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

কুষ্মাণ্ডের ভাষানাম—বাঃ—চাল্‌কুমড়া, দেশী কুমড়া। কোঃ—পাণিকুমড়া, পুর। উঃ—কখারু, পাণিকখারু। হিঃ—কোহড়া, কুম্‌ড়া, পেঠা। মঃ—কোহোঠা। গুঃ—ভুরুং কোলুং। কঃ—দারকোহোঠা। তৈঃ—পুল্লাহা বর্ডোকা, গুম্মড়ি। কাঃ—ভুরাকুহ। অঃ—মহদেবা। ইং—পম্‌কিন্।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"স্থিরফলা" (যাহার ফল দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে)।

ঔষধার্থ ব্যবহার—নাড়ী, ফলখণ্ড, বীজ, মূল।

মাত্রা—শুষ্ক ফলশস্যচূর্ণ ৪—৮ আনা। ফলশস্যক্ষার—২—৪ আনা। বীজশস্য-কল্ক ২—৫ তোলা। মূলচূর্ণ ২—৪ আনা।

বৈদ্যকে কুষ্মাণ্ডের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—মদনকোদ্রবভক্ষণজন্য মত্ততায় কুষ্মাণ্ডরস—কোদ্রবায় ও মদনফল (পক্ক মদনফল বালকে খায়, অল্প মাত্রায় ইহা অনিষ্টকারী নহে। মদনবীজ বামক।) অতি মাত্রায় ভোজন করিলে যে মত্ততা জন্মে তৎপ্রতীকারার্থ কুষ্মাণ্ডরস গুড়ের সহিত সেব্য (মদাত্যয়—চিঃ)। (২) উন্মাদে কুষ্মাণ্ডরস—পুরাণ কুমড়ার রস কুড়চূর্ণ ও মধু-যোগে পান করিবে। ইহা উন্মাদ রোগের পক্ষে সিদ্ধ ঔষধ (উন্মাদ—চিঃ)। (৩) অশ্মরী-রোগে কুষ্মাণ্ডরস—পুরাণ গুড় ও যবক্ষার যোগে কুষ্মাণ্ডরস পান করিবে। ইহা সেবনে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। ইহা শর্করা এবং অশ্মরীরোগেও হিতকর (অশ্মরী—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ শ্বাসে কুষ্মাণ্ডশিফা—ঈষদুষ্ণ জলের সহিত কুষ্মাণ্ডমূলচূর্ণ পান করিলে নিবৃত্তি পায় (শ্বাস—চিঃ)। (২) মূত্ররোধে কুষ্মাণ্ডবীজ—বস্তিদেশে কুষ্মাণ্ডবীজের প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ প্রশমিত হয় (বাতব্যাধি—চিঃ)। (৩) শূলে কুষ্মাণ্ডক্ষার—সুপক্ক কুষ্মাণ্ডের শস্য অতি পাংলা ও সুদারুণ খাস ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া, সরা ঢাকাদিয়া, সন্ধিস্থান গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকা ও বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপ রোধ করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তদনন্তর জ্বালে চড়াইয়া, যাবৎ দৃঢ় অঙ্গারে পরিণত না হয় তাবৎ জ্বাল দিতে হইবে। যাহাতে একবারে ভস্ম না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। চুল্লী হইতে এইরূপ অবস্থায় পাত্র নামাইয়া, স্বাঙ্গশীত হইলে (স্বয়ং শীতল হইলে) ঢাকা সরা খুলিয়া তন্মধ্যস্থ দৃঢ় অঙ্গার গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ৩ আনা মাত্রায় লইয়া, কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মহাশূলাকুল মনুষ্য পান করিবে। (শূল—চিঃ)। বঙ্গসেন পরিণামশূলে এই কুষ্মাণ্ডক্ষার ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন।

বক্তব্য—বৈদ্যকে কুষ্মাণ্ড শব্দে, সাদা দেশী কুমড়া বুঝিতে হইবে। পীতকুষ্মাণ্ড যাহাকে লোকে বিলাতী কুমড়া (কোচবিহারে "ঘিত্রকুমড়া") বলে তাহা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় না।

ক্ষতক্ষয় ও রক্তপিত্তে কুষ্মাণ্ড—চরক ও সুশ্রুতোক্ত রক্তপিত্ত ও কাস চিকিৎসায় কিম্বা রসায়নাধিকারে কুষ্মাণ্ডের ব্যবহার দেখা যায় না। প্রচলিত বৈদ্যকগ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, অষ্টাঙ্গসংগ্রহ ও অষ্টাঙ্গহৃদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও বৈদ্যক গ্রন্থে রক্তপিত্তক্ষতক্ষয় চিকিৎসা ও রসায়নাধিকারে কুষ্মাণ্ড ব্যবহৃত হয় নাই। যে মুদ্রিত হারীতসংহিতায় অধুনা অধ্যয়নাধ্যাপনা হয় তাহা কেবল অগ্নিবেশের

সতীর্থ হারীত রচিত নহে। ইহাতে অতি অর্ব্বাচীন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বহু বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে (ভূমিকায় বৈদ্যকগ্রন্থের বিবরণ দেখ)। বাগ্‌ভট্ট প্রথমে (অষ্টাঙ্গসংগ্রহে) ক্ষতক্ষয়কাসাধিকারে, পরে (অষ্টাঙ্গহৃদয়ে) কাসাধিকারে "কুষ্মাণ্ডকরসায়ন" ব্যবহার করিয়াছেন। বাগ্‌ভট যদিও বলিয়াছেন "অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হৃদ্যং কুষ্মাণ্ডকরসায়নম্" কিন্তু আমরা চরকে কিম্বা অশ্বিনীদ্বয়ের প্রশিষ্যশিষ্য সুশ্রুতের গ্রন্থেও এই "কুষ্মাণ্ডক-রসায়নের" উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। বাগ্‌ভটোক্ত এই "কুষ্মাণ্ডকরসায়ন"ই বৃন্দ ও চক্রকর্ত্তৃক ভাষান্তরিত এবং অতি সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া, "খণ্ডকুষ্মাণ্ডক" নামে রক্তপিত্তে লিখিত হইয়াছে। টীকাকৃৎ শ্রীকণ্ঠ ও শিবদাস খণ্ডকুষ্মাণ্ডকের পাঠব্যাখ্যায় কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন গ্রন্থের মতোদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু কেহই প্রথমাবিষ্কর্ত্তা বাগ্‌ভটের নামোল্লেখ করেন নাই। ভাবমিশ্রের বহুপূর্ব্বে চক্রপাণি শূলে কুষ্মাণ্ড ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন (চক্রোক্ত "খণ্ডামলকী" দেখ)। আকরোক্ত শূলচিকিৎসায় কুষ্মাণ্ডের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বঙ্গসেন গ্রহণীতে (কুষ্মাণ্ডকল্যাণগুড়" দেখ) কুষ্মাণ্ড ব্যবহার করিয়াছেন।

Constituents.—Fixed oil 44 p. c.; starch 32 p. c., an alkaloid cucurbitine, an acrid resin, proteids, myosin, vittlin, sugar, ash, 4 p. c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 304).

Actions and uses.—Fruit is nutritive, tonic and diuretic. The seeds deprived of the outer covering are vermifuge, and are given in tape-worms and lumbrici ; as a diuretic it is given in gonorrhœa and urinary diseases. The oil has been used for the same purposes. The fresh juice with sugar and saffron is given in insanity, epilepsy, nervous diseases and in diabetes. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 304).

"According to **Dr. Savinge** of Rajamundry it has been used with success in diabetes, 4 ozs. of the juice with 100 grs. each of saffron, and the bran of red rice, are given morning and evening and a strict diet enjoined." (*Pharmacographia Indica*—Dymock, Part II., p. 70).

This is so universally believed to be useful in pulmonary consumption that some trials should be made in order to discover whether it has any effect on the bacillus of pthisis discovered by Dr. Koch. I have seen it, produce a decieded effect in arresting pulmonary tuberculosis, (Surgeon **K. D. Ghose**).

নব্যমত—কুষ্মাণ্ড, পুষ্টিপ্রদ, বল্য এবং মূত্রল। বীজশস্য, কোষ্ঠ হইতে কৃমি পাতিত করিতে পারে বলিয়া, পৃথুকৃমি রোগে (Tape-worms) সেব্য। অপিচ ইহা

মূত্রল বলিয়া "গণোরিয়া" এবং অশ্মরীশর্করাদি রোগীর পক্ষে হিতকর। কুষ্মাণ্ডবীজজাত তৈলও একার্যে ব্যবহৃত হয়। উন্মাদ, অপস্মার এবং অন্যান্য বায়ুরোগে ও সোমরোগে পিঠালুর এবং চিনির সহিত কুষ্মাণ্ডরস সেবন করাইবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—[illegible] পৃঃ)।

সার্জ্জন কে, ডি, ঘোষ বলেন—কুষ্মাণ্ড শস্য যে উরঃক্ষত বিশেষ (Pulmonary tuberculosis) প্রশমিত করিতে পারে ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কুষ্মাণ্ড শস্য গ্রহণী ও অর্শে পিত্তপ্রশমক খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ফিরঙ্গ পীড়কার (Syphilitic eruption) যে সকল দ্রব্যের "ভাপ্‌রা" দেওয়া হয় তন্মধ্যে কুষ্মাণ্ড শস্য প্রধানতম। পক্ক কুষ্মাণ্ডরস বিরেচক। পারদ সেবন জন্য বিবিধ দোষ দূরীকরণার্থ কুষ্মাণ্ডরস পেয়। ক্ষয়রোগে কুষ্মাণ্ড উত্তম বলপ্রদ খাদ্য। (ওয়াট্)।

"রাজমুণ্ডরীর ডাঃ সেভিঙ্গ বলেন, আধ পোয়া কুষ্মাণ্ড রসে, ।৵০ আনা কুঙ্কুম এবং ।৵০ আনা "কুঁড়ো" (bran of red rice) পেষণ পূর্ব্বক প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইয়া, সোমরোগে ("ডায়েবিটিশ্") বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। ঔষধসেবনকালে পথ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল।" (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—ডিমক্, ২ খণ্ড, ১০ পৃঃ)।

কুসুম্ভ—कुसुम्भः।

कुसुम्भः—Carthamus Tictorius, C. Oxycantha, Crocus Indicus.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"ग्राम्यकुङ्कुमः," "कुक्कुटशिखम्," "वह्निशिखम्"। व्यवहारबोधिका संज्ञा—"वस्त्ररञ्जनम्"।

कुसुम्भं वातलं कृच्छ्रं रक्तपित्तकफापहम्। कुसुम्भतैलमुष्णञ्च विपाके कटुकं गुरु। विदाहि च विशेषेण सर्वरोगप्रकोपनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। कौसुम्भः कटुकः पाकि श्लेष्मदीपनकः सः। कौसुम्भशाकं मधुरं कटूष्णम्। विष्मूत्रदोषापहरं मदघ्नम्। दृष्टिप्रसादं कुरुते विशेषात्। रुचिप्रदं दीप्तिकरञ्च वह्नेः॥ कुसुम्भतैलं क्रमिहारि तीक्ष्णं।—[illegible]

यक्ष्ममलापहश्च। त्रिदोषकृत् पुष्टिबलक्षयश्च। करोति कण्डुञ्च करोति दृष्टेः॥ राजनिघण्टुः।

कुसुम्भो वातलो रूक्षो विदाही कटुकः स्मृतः। मूत्रकृच्छ्रं कफं रक्तपित्तञ्चैव विनाशयेत्। कुसुम्भपुष्पं सुस्वादु त्रिदोषघ्नञ्च भेदकम्। रूक्षमुष्णं पित्तलञ्च केशरञ्जनकारकम्। कफनाशकरञ्चैव लघु प्रोक्तं मनीषिभिः। कुसुम्भपत्रं मधुरं नेत्रमुष्णं कटु स्मृतम्। अग्निदीप्तिकरञ्चातिरुच्यं रुच्यंगुरु स्मृतम्। सरं पित्तकरञ्चाम्लं गुदरोगकरं मतम्। कफविण्मूत्रमेदसां नाशकं परमं मतम्। वैद्यकनिघण्टुः।

कुसुम्भं वातलं कृच्छ्ररक्तपित्तकफापहम्। भावप्रकाशः॥ कुसुम्भतैलं कटुकं गुरूष्णञ्च त्रिदोषदम्। राजवल्लभः॥ कुसुम्भवीजं मधुरं स्निग्धं शीतं कषायकम्। अवृष्यं गुरु च प्रोक्तं कफवातास्रपित्तनुत्। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

अश्मरीमूत्रकृच्छ्रयोः कुसुम्भवीजम्—"एर्वारुवीजं त्रपुषात् कुसुम्भात् *। द्राक्षारसेनाश्मरीशर्करासु। सर्व्वेषु कृच्छ्रेषु प्रशस्त एषः"॥ (चिः २६ अः)। चरकः।

प्रमेहे कुसुम्भलेहः—"कुसुम्भसर्षपातसी * लेहाः प्रमेहेषु" (चिः ११ अः)। सुश्रुतः।

निर्लोमकरणार्थं कुसुम्भतैलम्—"कुसुम्भतैलाभ्यक्तो वा रोमाणुत्पाटितेऽन्तकृत्"। (स्त्रीरोग—चिः)। चक्रदत्तः।

কুসুম্ভের ভাষানাম—বাঃ—কুসুমফুল। কোঃ—কুসুম্শাগ্। হিঃ—কসুম্, কর। গুঃ—কসুব। তাঃ—সেন্দুরকুম্। তৈঃ—অগ্নিশিখা। ফাঃ—খসক্দানা, কাজিরঃ। অঃ—অথ্রীজ্ হবুল্ অস্ফর্। ইঃ—শাফ্লোয়ার্।

কুসুম্ভের ভেদ—কাহার মতে কুসুম্ভ তিন প্রকার—মহাকুসুম্ভ, ক্ষুদ্রকুসুম্ভ, বন্যকুসুম্ভ।

কুসুম্ভের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"গ্রাম্যকুঙ্কুম," "বহ্নিশিখ"। ব্যবহার-বোধিকা সংজ্ঞা—"বস্ত্ররঞ্জন"।

বর্ণন—কুসুম্ভের ক্ষুপ ফলপাকান্ত। রবিশস্যের ন্যায় ইহারও বীজ শরতে বপন করিতে হয়। শীতে পুষ্পিত হইয়া থাকে। ইহার পাতা সরু, লম্বা ও কণ্টকব্যাপ্ত। পুষ্প প্রায় কুঙ্কুমবর্ণাভ, এজন্য ইহার নাম "গ্রাম্যকুঙ্কুম" ও "বহ্নিশিখ"। পুষ্প কেবল শাখাগ্রে থাকে, এবং পত্রাকৃতি বহুসংখ্যক কুণ্ড পুষ্পবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করে। বীজ, শুভ্র, মসৃণ, চিক্কণ, দেখিতে যেন ক্ষুদ্র শঙ্খের মত—একদিক্ স্থূল, অপরদিক্ সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মদিকে অঙ্গুরীয়কাকৃতি চিহ্ন, স্থূলদিকে ধূসরবর্ণ লাঞ্ছন বিদ্যমান্। বীজে একপ্রকার গন্ধ আছে, স্বাদে তিক্ত। কোচবিহারের লোকে কুসুমশাক ভোজন করে। এবং গৃহস্থেরা অন্যান্য শাক সব্জীর ন্যায় কুসুম্ভেরও আবাদ করে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—শাক বীজ, পুষ্প।

মাত্রা—শাক স্বরস ১-২ তোলা। পুষ্পকাথ—৫—১০ তোলা। বীজকল্ক—২-৪ আনা।

বৈদ্যকে কুসুম্ভের ব্যবহার।

চরক—অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রে কুসুম্ভবীজ—কিস্‌মিসের কাথের সহিত কুসুম্ভবীজ-কল্ক পান, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে প্রশস্ত। (চিঃ ২৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—নির্লোমকরণার্থ কুসুম্ভ তৈল—উৎপাটিতকেশ কেশভূমিতে কুসুম্ভ তৈল মর্দ্দন করিলে, কেশের পুনরুদ্ভব হয় না। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক স্থাবরস্নেহযোনিবর্গে (সূঃ ১৩ অঃ) কুসুম্ভ পাঠ করিয়াছেন। অতিপ্রাচীনকাল হইতে এদেশে বস্ত্ররঞ্জনার্থ কুসুম্ভপুষ্প ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কুসুম্ভের একটী নাম "বস্ত্ররঞ্জন"। কাব্যগ্রন্থে বসন্তোৎসব বর্ণনে কুসুম্ভরাগরঞ্জিতাম্বরা কামিনীগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। চারক ও সৌশ্রুত শাকবর্গে কুসুম্ভ শাকের উল্লেখ আছে—"রুক্ষাম্লমুষ্ণং কৌসুম্ভং কফঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্" (চরক—সূঃ ২৭ অঃ)। "কৌসুম্ভং মধুরং রুক্ষমুষ্ণং শ্লেষ্মহরং লঘু" (সুশ্রুত—সূঃ ৪৬ অঃ)। পূর্ব্বে রেশমরঞ্জনার্থ বার্ষিক প্রায় ৬।৭ লক্ষ টাকার কুসুম্ভপুষ্প এদেশ হইতে রপ্তানি হইত, এখনও প্রায় লক্ষ টাকার কুসুম্ভপুষ্প বিদেশে রপ্তানি হয়।

Constituents.—The flowers contain a red colouring principle carthamin, a yellow colouring matter, cellulose, extractive matters, albumen, silica, manganese, iron, &c. The seeds contain a fixed oil. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 356).

Actions and uses.—The seeds are purgative. Medicated oil (the plant boiled in sesamum oil) is locally applied to rheumatic and painful joints, paralytic limbs and intractable ulcers. The hot infusion of dried flowers is given as a diaphoretic in jaundice, nasal catarrh and muscular rheumatism. A cold infusion is used as a laxative and tonic in measles and scarlatina to favour efflorescence of eruptions. The leaves have the property to curdle milk like rennet, hence it [illegible] cheese. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p 356).

Barham tells us that a dram of the dried flowers taken cures the jaundice. (*Pharmacographia Indica*—Dymock, Part II., p. 309).

নব্যমত—কুসুমবীজ, বিরেচক। কুট্টিত কুসুম্ভগুল্ম তিলতৈলে পাক করিবে। এই তৈল, বাতে, স্ফীতসন্ধির বেদনায়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে এবং জঘন্য ক্ষত পূরণার্থ অভ্যঙ্গ করিবে। শুষ্ক কুসুম্ভ ফুলের ফাণ্ট (Infusion) ঈষদুষ্ণাবস্থায় সেবন করিলে ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্মকারক বলিয়া, ইহা কামলা, প্রতিশ্যায় (Nasal catarrh) এবং আমবাতে সেব্য। শুষ্ক পুষ্পের শীতকষায়, মৃদুরেচক ও বল্য। ইহা, হাম এবং কোঠোৎপাদিসন্নিপাত জ্বর বিশেষে (scarlatina) সেবন করিলে, হাম ও কোঠ্ (Rash) উত্তমরূপ প্রকাশ পাইবার সহায়তা করে। কুসুমপাতার দুগ্ধ জমাট্ বাধাইবার শক্তি আছে। (ক্ষোরি ২য় খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ)।

বার্হাম বলেন প্রায় ।৵০ আনা পরিমাণ শুষ্ক কুসুমফুল সেবন করিলে কামলা প্রশমিত হয় (ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ড, ৩০৯ পৃঃ)।

কেতকীদ্বয়—कैतकीद्वयम् ।

कैतकीद्वयम्—Pandanus Odoratissimus. **कैतकी** (**क:**), **सितकैतकी** (**क:**)—The male plant. **स्वर्णकैतकी, हेमकैतकी**—The female plant.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—सितकैतक्या:—"विफला;" "धूलि-पुष्पिका," "स्थिरगन्धा," "गन्धपुष्पा" (रा: नि:)॥ स्वर्णकैतक्या:—"कनकप्रसवा," "लघुपुष्पा" "सुगन्धिनी" (ध: नि:)।

অন্বর্থসংজ্ঞা (স্ত্রীপুংসোঃ)—"ক্রকচচ্ছদা," "দীর্ঘপত্রা," "দল-পুষ্পা," "ছিন্নরুহা," "শিবদ্বিষ্টা," "নৃপপ্রিয়া"।

কেতকী কটুকা পাকে লঘুতিক্তা কফাপহা। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

কেতকীকুসুমং বর্ণ্যং কেশদৌর্গন্ধ্যনাশনম্। হেমাভং মদনোন্মাদবর্দ্ধনং সৌখ্যকারি চ। তস্য স্তনোঽতি শিশিরঃ কটুঃ পিত্তকফাপহঃ। রসায়নকরো বল্যো দেহদার্ঢ্যকরঃ পরঃ। রাজনিঘণ্টুঃ।

কেতকঃ কটুকঃ স্বাদুর্লঘুস্তিক্তঃ কফাপহঃ। তথা তিক্তরসা জ্ঞেয়া চক্ষুষ্যা হেমকেতকী। ভাবপ্রকাশঃ।

কেতকী বাতলা রুষ্যা তন্দ্রানিদ্রাকরীমতা। আত্রেয়সংহিতা। ফলকেসরয়োশ্চৈবগুণাঃ পূর্ব্বোক্তবন্মতাঃ। নিঘণ্টুরত্নাকরঃ।

বাতগুল্মে কেতকীক্ষারঃ—"* ক্ষারঃ কেতকীজোঽপিবা। তক্রেণ পীতঃ শময়েদ্ গুল্মং পবনসম্ভবম্"। (গুল্ম—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

কেতকীদ্বয়ের স্ত্রীপুং ভেদে ভাষানাম—স্ত্রীপুংভেদে কেতকী দুই প্রকার। তন্মধ্যে কেতকী বা সিতকেতকী পুরুষ, (ভাবপ্রকাশকার এই কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য "কেতকঃ" লিখিয়াছেন) এবং স্বর্ণকেতকী স্ত্রী। পুং কেতককে তৈলঙ্গী ভাষায় "মুগলীক্" বা "মোগলী" এবং স্ত্রীকেতকীকে "গজ্‌ডুগু" বা "গোজ্জাঙ্গি" বলে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় উভয় কেতকীই একনামে পরিচিত। কচিৎ সিতকেতকের ভাষানামে স্বর্ণ বা পীতশব্দ যোগ করিয়া স্বর্ণকেতকীর ভাষানাম রচিত হইয়াছে।

কেতকীর ভাষানাম—বাঃ—কেয়াফুলের গাছ। কোঃ—ক্যাওড়ার গচ্। হিঃ—কেবড়া, কেতকী। মঃ—শ্বেতকেবড়া। গুঃ—কেবডো। কঃ—কেদগে। তাঃ—করন্দ্। অঃ—কাদী।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা (পুং বৃক্ষের)—"বিফলা," "ধূলিপুষ্পিকা," "সুগন্ধা," "গন্ধপুষ্পা" (রাঃ নিঃ)। স্বর্ণকেতকীর (স্ত্রী বৃক্ষের)—"কনকপ্রসবা," "লঘুপুষ্পা," "সুগন্ধিনী" (ধঃ নিঃ)।

অন্বর্থ সংজ্ঞা—(উভয়ের)—"ক্রকচচ্ছদা," "দীর্ঘপত্রা," "দলপুষ্পা," "ছিন্নরুহা," শিবদ্বিষ্টা (ইহার পুষ্পে শিবপূজা হয় না), "নৃপপ্রিয়া"।

বর্ণন—কেতকী আরণ্যবৃক্ষ। ইহার ডালে গাছ হয়। এজন্য ইহাকে "ছিন্নরুহা" বলে। যদি না কাটা যায় কেতকী কাণ্ড ৭।৮ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। কাণ্ড প্রায়ই বক্র হইতে দেখা যায় বৃক্ষ অতি বৃদ্ধ হইলেও কাণ্ডকাষ্ঠ সারবান্ হয় না—কাণ্ডের মধ্যভাগ ঠিক্ বাঁধাকপির কাণ্ডের মত কোমল। বটের মত কেতকী কাণ্ড হইতেও শিফা নির্গত হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইহার পত্র, অবৃন্তক, কাণ্ডলগ্ন, ২।৩ হাত দীর্ঘ, সূক্ষ্মাগ্র, মসৃণ, চিক্কণ ও পত্রপ্রান্তে করাতের মত কাঁটা আছে। এক বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প অপর বৃক্ষে পুংপুষ্প থাকে। উভয় পুষ্পই শুভ্র পত্রপুট মধ্যে স্থিত, অতএব "দলপুষ্পা" নাম। পুষ্প, বিশেষতঃ পুংপুষ্প অতি সুরভি। পুংপুষ্প পরাগবহুল বলিয়া পুংকেতকীর "ধূলিপুষ্পিকা" নাম সার্থক। ফল, নারিকেল তুল্য বৃহৎ।

কবি বলিয়াছেন—"পত্রাণি কণ্টকশতৈঃ পরিবেষ্টিতানি। বার্ত্তাপি নাস্তি মধুনো রজসাহন্ধকারঃ। আমোদমাত্ররসিকেন মধুব্রতেন। নালোকিতানি তব কেতকি! দূষণানি"।

কেতকীর পুংপুষ্প পরাগবহুল। পরাগ কি? পরাগ কি বলিবার পূর্ব্বে, পুষ্পের পুংজননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। পুষ্পের পুংজননেন্দ্রিয়ের নাম পুংকেসর। পুংকেসরের সংখ্যা, অবস্থিতি এবং দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বিশেষ বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। এক একটী পুষ্পে, এক, দুই বা বহু পুংকেসর থাকিতে পারে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌বেত্তা লিনীয়স্, পুংকেসরের সংখ্যানুসারে উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। তোমার আমার সংসারে যেমন কোথাও স্ত্রী বড়, কোথাও পুরুষ বড়, কোথাও বা উভয়ের তুল্যভাব পুষ্পরাজ্যেও, আমরা তেমনি দেখিতে পাই। কোন পুষ্পে (চম্পক, পদ্ম প্রভৃতি) গর্ভকেসর উচ্চ, পুংকেসর ছোট, আবার কোথাও বা (করবি প্রভৃতি) পুংকেসর বড়, গর্ভকেসর ছোট। আর অর্কজাতীয় উদ্ভিদের পুষ্পে উভয়ে তুল্যভাবে মিলিত। পুংকেসরের সন্নিবেশও বিচিত্র—কোথাও ইহা "পুষ্পাধি"তে (পুষ্পাধির ব্যাখ্যা, উদুম্বরে দেখ) কোথাও বা দলে সন্নিবিষ্ট। যে সকল পুষ্প "মিলিতদল" ("অপগন্ধি" দেখ) তাহাদের পুংকেসর দলে নিবেশিত থাকে। পুষ্পের পুংকেসর সর্ব্বত্র সমদীর্ঘ হয় না। দ্রোণপুষ্পের (ঘলঘসি, দণ্ডকলস) ৪টী পুংকেসরের মধ্যে ২টী দীর্ঘ ও ২টী হ্রস্ব এবং সার্ষপ পুষ্পের ৬টীর মধ্যে ৪টী দীর্ঘ ও ২টী হ্রস্ব দৃষ্ট হয়। মিলিতদল পুষ্পের মধ্যে কোন কোন পুষ্পে (কদলী পুষ্প প্রভৃতি) পুংকেসর পুষ্পের ব্রকনল অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। কচিৎ (রজনীগন্ধ, শেফালিকা প্রভৃতি) ব্রকনলাভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে। পুংকেসরগুলি কোন কোন পুষ্পে পৃথক্ পৃথক্ থাকে, কচিৎ বা পরস্পর মিলিত থাকে। এই মিলন দুই প্রকার, কেসরের মিলন এবং পরাগকোষের মিলন। কেসর, পরাগকোষ কি? পুংকেসরের তিনটী প্রত্যঙ্গ—কেসর, পরাগ-

কোষ ও যোজক। পুংকেসরের পরাগকোষধারী সূত্রাকৃতি প্রত্যঙ্গের নাম **কেসর**। কেসরকে পরাগকোষের বৃন্ত বলা যাইতে পারে। যেমন পত্র অবৃন্ত ও সবৃন্ত দৃষ্ট হয় পরাগকোষও তদ্রূপ অকেসর এবং সকেসর হইয়া থাকে। সকেসর পরাগকোষই প্রায় দেখা যায়। সকল কেসর যে পরাগকোষ ধারণ করিবেই এরূপ নিয়তত্ব নাই—পরাগকোষহীন অর্থাৎ বন্ধ্যা কেসরও দৃষ্ট হয়। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজিজ্ঞাসু, বিভিন্ন পুষ্পে কেসরের আকৃতিবৈচিত্র্য দর্শন করিবেন। কেসরের অগ্রস্থিত পরাগোৎপাদক প্রত্যঙ্গের নাম **পরাগকোষ**। কেসরের সহিত পরাগকোষের সংযোগ নানাপ্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে। কুতূহলী পাঠক বিভিন্ন পুষ্প সংগ্রহ করিয়া সংযোগবৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করিবেন। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে একসম্প্রদায়ের মতে, পরাগকোষ, পরাগ উৎপাদনক্ষম, বিচিত্রাকৃতিপ্রাপ্ত পত্র মাত্র। পরাগকোষস্থ ধূলিবৎ বস্তুর নাম পরাগ, উদ্ভিদের এই পরাগ আর মানুষের শুক্র একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সঞ্চিত হয়। সুতরাং পরাগ, গর্ভকেসরের (গর্ভকেসরের বিবরণ "কুঙ্কুম" দেখ) সহিত সংলগ্ন হওয়া আবশ্যক। এই সংশ্লেষ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য, পরিপূর্ণপরাগ পরাগকোষ বিদীর্ণ হইয়া যায়। বিভিন্ন পুষ্পের পরাগকোষের বিদারণ বিচিত্র প্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বপিপাসু পাঠক, অনুবীক্ষণযন্ত্রিত চক্ষুতে এই ব্যাপার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া, অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, কেতকীর এক বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প অপর বৃক্ষে পুংপুষ্প থাকে। তাহা হইলে গর্ভকেসরে পরাগের নিষেকক্রিয়া অর্থাৎ কেতকীর গর্ভাধান কিরূপে নির্ব্বাহ হয়? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে আমরা বুদ্ধিমানের তত্ত্বান্বেষণাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিবার জন্য উদ্ভিদের গর্ভাধানতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে ("উদুম্বর" দেখ) চারি প্রকার পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছি। তন্মধ্যে উভয়লিঙ্গাত্মক অর্থাৎ হরগৌরী মূর্ত্তির পুষ্পই সচরাচর অধিক দেখা যায়। একই পুষ্পে পুংকেসর, গর্ভকেসর থাকিলে, বিদীর্ণপরাগকোষচ্যুত পরাগ, সহজেই গর্ভকেসরের সহিত মিলিত হইতে পারে। প্রাচীনগণ বলেন, স্ত্রীপুংপুষ্পের মিলন স্বাধীন ও অব্যাহত রাখিবার জন্যই উদ্ভিদ্ রাজ্যে উভয়লিঙ্গাত্মক পুষ্পের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অপিচ প্রায়ই দেখিতে পাই, যে সকল পুষ্প ঊর্দ্ধমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, তাহাদের পুংকেসর দীর্ঘ, গর্ভকেসর হ্রস্ব, আর যে সকল পুষ্প অধোমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে তাহাদের পুংকেসর হ্রস্ব এবং গর্ভকেসর দীর্ঘ। এই সন্নিবেশ প্রণালীতে স্ত্রী নিম্নে এবং পুরুষ উপরি অবস্থিত হওয়ায়, ক্ষরিত পরাগ অতি সহজে গর্ভকেসরে পতিত হইয়া, ফলোৎপাদন করে। কিন্তু নব্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এক পুষ্পের পরাগ দ্বারা তাহারই গর্ভকেসরে ফলোৎপাদন করা উদ্ভিদের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য নহে। অপিচ নরসমাজে যেমন স্বসম্পর্কিতের সহিত বিবাহ

বীর্য্যবৎতনয়লাভের প্রতিকূল, উদ্ভিজ্জগতেও তদ্রূপ এক পুষ্পস্থ পুংপরাগনিষেকে তৎপুষ্পস্থিত গর্ভকেসরের গর্ভাধান হইলে, যে ফলোৎপত্তি হয়, তাহার বীজ, ভবিষ্যৎ বীর্য্যবান্ উদ্ভিদ্‌বংশবিস্তারের অনুকূল নহে। ইহাত হইল উভয়লিঙ্গাত্মক পুষ্পের কথা, কিন্তু কেতকীর মত যাহাদের এক গাছে পুংপুষ্প অপর বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প বিদ্যমান্ সেই সকল উদ্ভিদে ফলোৎপত্তিসাধিকা নিষেকক্রিয়া কি প্রকারে নির্ব্বাহ হয়? এস্থলে পুংপুষ্পের পরাগধূলি স্ত্রীপুষ্পের গর্ভকেসরে নীত হইয়া, তাহার গর্ভাধান ঘটিয়া থাকে। পরাগরেণু আনয়ন করে কে?—পতঙ্গ ও বায়ু দূতীর কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু পতঙ্গ যদি প্রথমে পুংপুষ্পে উপবেশন পূর্ব্বক তৎপরাগাচ্ছাদিত হইয়া, পশ্চাৎ স্ত্রীপুষ্পে গমন করে তবেই গর্ভাধান ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু যদি প্রথমে স্ত্রীপুষ্পে বসিয়া পশ্চাৎ পুংপুষ্পে অধিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ক্রিয়াসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। পতঙ্গের এইপ্রকার অধিষ্ঠান বিপর্য্যয়ে অনেক স্ত্রীপুষ্প পুংপুষ্পের পরাগলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এবম্ভূত স্ত্রীপুষ্প ফলবতী না হইয়া অকালে পতিত হইয়া থাকে। পুষ্পের পতঙ্গসমাগম লাভের সাধন দুইটী—গন্ধ ও রূপ। যে পুষ্প সুরভি তাহা সুরূপ না হইলেও, কেবল সৌরভে আকৃষ্ট হইয়াই, পতঙ্গ সেই পুষ্পে উপবেশন করে, যে পুষ্প সুরূপ, তাহা সুরভি না হইলেও, রূপের প্রভায় পতঙ্গকে মুগ্ধ করিয়া, তৎসমাগম লাভ করে। গন্ধ ও রূপ উভয় বিদ্যমান থাকিলে ত কথাই নাই। ডারুইন্ বলেন, পতঙ্গকে মুগ্ধ করিবার জন্যই পুষ্পের বিবিধ বর্ণ হয়। পুষ্প জানে, আমার মধুপান না করিয়াও পতঙ্গ অন্য উপায়ে স্বীয় বুভুক্ষা চরিতার্থ করিতে পারে, কিন্তু পতঙ্গ সমাগম বিনা আমাদের ফলোৎপাদন দুর্ঘট।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পুষ্প, ফল। **মাত্রা**—মূলক্বাথ—২—৪ আনা। পুষ্পক্বাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কেতকীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—বাতজগুল্মে কেতকীক্ষার—তিলতৈলযোগে, কেতকীজটার অন্তর্ধূমদগ্ধক্ষার পান করিলে, বাতজগুল্ম প্রশমিত হয় (গুল্ম—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক ও সৌশ্রুত পুষ্পবর্গে কেতকীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কেতকীর আতর, "কেওড়ার জল" এবং "কেয়াখয়ের" সর্ব্বজন পরিচিত। কেতকীর পত্রে ছাতা, কাগজ মাদুর, চুপড়ি ও সাহেবদিগের টুপী প্রস্তুত হয়।

Actions and uses.—Stimulant, diaphoretic and antispasmodic; given in general debility, faintness, giddiness, often with javarasha. Locally it is used for the relief of long-standing headache. The oil is dropped into the ear in earache and in otorrhœa; the root brayed in

milk is given in cases of threatened abortion. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 634).

নব্যমত—কেতকীপুষ্প, উষ্ণ, ঘর্ম্মপ্রদ এবং আক্ষেপহর। ইহা, দৌর্ব্বল্য, মূর্চ্ছা এবং শিরোঘূর্ণন রোগে সেব্য। অচিরজাত শিরঃপীড়ায় ইহার প্রলেপ হিতকর। কর্ণশূল ও পূতিকর্ণে ইহার তৈল বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিবে। কেতকীমূল, দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে গর্ভস্রাবাশঙ্কা থাকে না। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৬৩৪ পৃঃ)।

কোকিলাক্ষ—कोकिलाक्षः।

कोकिलाक्षः, क्षुरकः। Asteracantha Longifolia, Barbria Longifolia, Ruelia Longifolia, Hygrophila Spinosa.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"वज्रकण्टकः," "क्षुरकः"। **वीजस्य**—"पिच्छिलम्"।

कोकिलाक्षस्तु मधुरः शीतः पित्तातिसारनुत्। बृष्यः कफहरोबल्यो रुच्यः सन्तर्पणः परः। राजनिघण्टुः।

क्षुरकः शीतलो बृष्यः स्वाद्वम्लः पिच्छलस्तथा। तिक्तो वातामशोथाश्मतृष्णाक्ष्यनिलास्रजित्। भावप्रकाशः।

आमवातानिलापहौ कोकिलाक्षकलीनकौ। राजवल्लभः।

पर्णञ्च स्वादु तिक्तं स्याच्छोथशूलविषापहम्। आमाढ्यवातमुदरं पाण्डुरोगञ्च नाशयेत्। कोकिलाक्षस्य वीजन्तु शीतं स्वादु कषायकम्। तिक्तं वृष्यं गुरु प्राहि गर्भस्य स्थापनन्तथा। बृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

अश्मर्य्यां कोकिलाक्षमूलम्—"मूलं श्वदंष्ट्रेक्षुरकोरुबूकात्। क्षीरेण पिष्टं ॥"। (चिः २६ अः)। चरकः।

वाजीकरणार्थं कोकिलाक्षवीजम्—"स्वयंगुप्तेक्षुरकयोः फलचूर्णं

মধ্যর্করম্। ধারোষ্ণেন নরঃ পীত্বা পয়সা ন ক্ষয়ং ব্রজেৎ"। (চিঃ ২৬ অঃ)। সুশ্রুতঃ।

বাতরক্তে কোকিলাক্ষমূলম্—"কোকিলাক্ষকনির্যূহঃ পীতস্তচ্ছাকভোজিনা। কৃপাভ্যাস ইব ক্রোধং বাতরক্তং নিয়চ্ছতি"। (চিঃ ২২ অঃ)। বাগ্‌ভটঃ।

শোথে কোকিলাক্ষক্ষারঃ—"শোথনুৎ কোকিলাক্ষস্য ভস্ম মূত্রেণ বাঽম্ভসা"। (শোথ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

সুখপ্রসবার্থং কোকিলাক্ষমূলম্—"সিতয়া চর্ব্বণং কৃত্বা কোকিলাক্ষস্য মূলকম্। তৎকর্ণপূরণেনাশু সুখং নারী প্রসূয়তে"। (স্ত্রীরোগাধিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

নিদ্রাজননার্থং কোকিলাক্ষমূলম্—"কাকজঙ্ঘাপামার্গঃ কোকিলাক্ষঃ *। ক্কাথো নিদ্রাকরঃ শীঘ্রং মূলং বা বান্ধয়েচ্ছিখাম্"। (চিঃ ১৬ অঃ)। হারীতঃ।

কোকিলাক্ষের ভাষানাম—বৈদ্যকে "কোকিলাক্ষ," "ইক্ষুরক" নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—কুলেখাড়া, কুলেকাঁটা, শূলমর্দ্দন। হিঃ—কৈলয়া, তালমখানা (বীজ)। মঃ—বিখরা। গুঃ—এখরো। কঃ—কুলুগোলিকে। তৈঃ—গোবী, গোলিমিডিচেট্টু। উঃ—কুইলিয়খা, মাখুরেণ। কোঃ—খাড়াকুলে।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"বহুকণ্টক," "ছত্রক"। বীজের—"পিচ্ছিল"।

বর্ণন—কোকিলাক্ষের কণ্টকিত অনুচ্চ ক্ষুপ আর্দ্র, জলাসন্ন ভূমিতে জন্মে। ইহার মূল, বহুশাখান্বিত। কাণ্ড, চতুষ্কোণ। শাখা, গ্রন্থিযুক্ত, চ্যাপ্টা, রোমান্বিত এবং কচিৎ রঞ্জিত। পত্র, বৃন্তহীন, দীর্ঘ, সরু এবং শাখার গ্রন্থি হইতে জোড়া জোড়া নির্গত হইয়া থাকে। পুষ্প, মিলিতদল, বৃন্তহীন, শাখা গ্রন্থির চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া থাকে। দ্রোণপুষ্পের (বলঘসির) ফুল যেমন থাকে, শাখার চতুঃপার্শ্ব ব্যাপিয়া থাকে, কোকিলাক্ষের পুষ্পসন্নিবেশও অবিকল তদ্রূপ। পুষ্পের বর্ণ, নীল কচিৎ গো[illegible]পী। বীজ, ক্ষুদ্র, রক্তাভ, মুখে রাখিবামাত্র পিচ্ছিল ও "চট্‌চটে" হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, বীজ।

মাত্রা—মূলকাথ—৫—১০ তোলা; পত্র, শাকার্থ ব্যবহৃত হয়; বীজকল্ক বা চূর্ণ ১—২ আনা।

বৈদ্যকে কোকিলাক্ষের ব্যবহার।

চরক—অশ্মরীরোগে কোকিলাক্ষমূল—অশ্মরীরোগী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া ও এরণ্ডের মূল, দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত—বাজীকরণার্থ কোকিলাক্ষবীজ—আলকুশী ও কুলেখাড়ার বীজচূর্ণ, চিনি এবং ধারোষ্ণ (দোহনমাত্র যে উষ্ণতা থাকে তাহা অপগত হইতে না হইতে) গব্যদুগ্ধ যোগে পান করিলে বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয়। (চিঃ ২৬ অঃ)।

বাগ্‌ভট—বাতরক্তে কোকিলাক্ষমূল—কোকিলাক্ষের মূলকাথ সেবন করিবে। এবং কোকিলাক্ষের শাক ব্যঞ্জনরূপে ভোজন করিবে। কৃপাভ্যাস যেমন ক্রোধনাশক, ইহাও তদ্রূপ বাতরক্তহর (চিঃ ২২ অঃ)।

চক্রদত্ত—শোথে কোকিলাক্ষক্ষার—কোকিলাক্ষের মূল বা সমগ্রক্ষুপ কর্ত্তিত করিয়া শুষ্ক করিবে। ইহার অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষার, গোমূত্র কিম্বা উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে শোথ প্রশমিত হয়। (শোথ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—সুখপ্রসবার্থ কোকিলাক্ষমূল চিনির সহিত কোকিলাক্ষমূল উত্তমরূপ চর্ব্বণ পূর্ব্বক, প্রসববেদনাকুলা নারীর কর্ণে প্রক্ষেপ করিলে, সুখপ্রসব হইয়া থাকে। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

হারীত—নিদ্রাজননার্থ কোকিলাক্ষমূল—কোকিলাক্ষ মূলের কাথ পান করিলে, নষ্টনিদ্র মনুষ্য সত্বর সুনিদ্রা লাভ করিতে পারে। মূল শিরোদেশে বন্ধন করিলেও তাদৃশ ফললাভ হয়। (চিঃ ১৬ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, শুক্রশোধনবর্গে (সূঃ ৪ অঃ) ইক্ষুরক পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The seeds contain mucilage, albuminoids, traces of an alkaloid and a yellow fixed oil. The root and stem exhausted with alcohol deposit red shaped crystals. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 465).

Actions and uses.—The root is demulcent and diuretic, and given in dropsy, gonorrhœa, hepatic obstruction, rheumatism, and in urinary

affections. The seeds are used as aphrodisiac ; a paste of the seeds is applied to rheumatic joints. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 466).

"In the *Pharmacopœia of India* several European contributors bear testimony to the diuretic properties of the plant, but no mention is made of the use of the seeds as an aphrodisiac and diuretic." (Dymock—Part III , p. 37).

নব্যমত—কুলেখাড়ার মূল, স্নিগ্ধ ও মূত্রকর। ইহা শোথ, "গণোরিয়া," যকৃৎবিকৃতি (Hepatic obstruction) আমবাত এবং মূত্রকৃচ্ছ্র শর্করাদি রোগে সেব্য। ইহার বীজ বাজীকরণার্থ ব্যবহৃত হয়। বীজকল্কের প্রলেপ সন্ধিবাতের পক্ষে হিতকর। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড ৪৬৬ পৃঃ)।

"ফার্ম্মাকোপিয়া ইণ্ডিয়া"তে বহুসংখ্যক ইংরাজ, কুলেখাড়ার মূত্রকরত্বগুণ সম্বন্ধে স্ব স্ব অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহাকে বৃষ্য বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। (ডিমক্—৩য় খণ্ড, ৩৭ পৃঃ)।

কোবিদার—कोविदारः।

श्वेतकोविदारः (निर्गन्धः)—Bauhinia Acuminata. **श्वेतकोविदारः (सुरभिकुसुमः)**—B. Candida. **ताम्रपुष्पकोविदारः**—B. Veriegata. **पीतपुष्पकोविदारः**—B. Purpurea.

अन्वर्थसंज्ञा—पीतपुष्पस्य—"गिरिजः," "महापुष्पः," "महायमलपत्रकः" (रा: नि:)। **ताम्रपुष्पस्य**—"स्वल्पकेसरी," "गण्डारिः"।

कोविदारः कषायस्तु संग्राही व्रणरोपणः। गण्डमालागुदभ्रंशशमनः कुष्ठकेशहा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

कोविदारः कषायः स्यात् संग्राही व्रणरोपणः। दीपनः कफवातघ्नो मूत्रकृच्छ्रनिबर्हणः। राजनिघण्टुः।

काञ्चनारो हिमो ग्राही तुवरः श्लेष्मपित्तनुत्। कृमिकुष्ठगुदभ्रंश-

গণ্ডমালাব্রণাপহঃ। कोविदारोऽपि तद्वत् स्यात्तयोः पुष्पं लघु स्मृतम्। रूक्षं संग्राहि पित्तास्रप्रदरक्षयकासनुत्। भावप्रकाशः।

पीतस्तु काञ्चनो ग्राही दीपनो व्रणरोपणः। तुवरो मूत्रकृच्छ्रस्य कफवाय्वोश्च नाशनः। वृहन्निघण्टुरत्नाकरः।

अर्शःसु कोविदारमूलम्—"कोविदारस्य मूलानां मथितेन रजः पिबेत्" (चिः ८ अः)। (२) मेधावर्द्धनार्थं काञ्चनपत्रम्—"सर्पिष्मत्-कुवलयं सह्चिरणय्यपत्रम्। मेध्यं गवामपि भवेत् किमु मानुषाणाम्"। (उः ३९ अः)। वाग्भटः।

गण्डमालायां काञ्चनारत्वक्—"क्षौद्राम्बुना पेयाः काञ्चनालत्वचः शुभाः। विश्वभेषजसंयुक्ता गण्डमालाहराः पराः"। (गलगण्ड—चिः) चक्रदत्तः।

मसूरिकायां काञ्चनारत्वक्—"काञ्चनारत्वचः क्वाथस्ताप्यचूर्णाव-चूर्णितः" (मः खः ४ भाः)। भावप्रकाशः।

কোবিদারের ভাষানাম—বাঃ—কাঞ্চনফুলের গাছ। কোঃ—কঞ্চনগচ্। মঃ—কোরল। গুঃ—চম্পাকাটী। কঃ—কোচালে কচনার। তৈঃ—দেবকাঞ্চন।

কোবিদারের ভেদ—পুষ্পের বর্ণভেদে কোবিদার তিন প্রকার—শ্বেতপুষ্প, রক্ত বা তাম্রপুষ্প এবং পীতপুষ্প। সুগন্ধি নির্গন্ধ পুষ্প ভেদে, শ্বেতকাঞ্চন আবার দুই প্রকার। বৈদ্যকে পুষ্পের শ্বেতরক্ত বর্ণভেদে কোবিদারের নামভেদ স্বীকৃত হয় নাই। এক কোবিদার শব্দে শ্বেতরক্ত উভয়কেই বুঝাইতে পারে। ভাবপ্রকাশে, কাঞ্চনার ও কোবিদার পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। অনুবাদকগণ লিখিয়াছেন কাঞ্চনার রক্তকাঞ্চন, কোবিদার শ্বেতকাঞ্চন। প্রচলিত ভাবপ্রকাশের পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইলে, অনুবাদকগণের উক্তি আংশিক অমূলক বলিতে হইবে। যদি শ্বেতকাঞ্চনকে কোবিদার বলাই ভাবপ্রকাশকারের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে কোবিদারের পর্য্যায়ে "তাম্রপুষ্পঃ" শব্দ পঠিত হইত না। পূর্ব্বাচার্য্যগণও পুষ্পের বর্ণ নির্বিশেষে কোবিদার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—যথা চক্রপাণি—"কোবিদার যুগপত্রঃ স দ্বিবিধো লোহিতসিতপুষ্পভেদাৎ" (সুশ্রুত—সূঃ টীঃ ৩৯ অঃ)। টীকাকারগণও কোবিদার এবং কাঞ্চনার উভয়ের অর্থই

কাঞ্চন লিখিয়াছেন, কিন্তু পুষ্পবর্ণভেদে অর্থনির্দ্দেশ করেন নাই। নিঘণ্টুদ্বয়ে "কোবিদারঃ কাঞ্চনারঃ কুদ্দালঃ কুণ্ডলীকুলী" পাঠে, কোবিদার ও কাঞ্চনারের অভেদোল্লেখ দৃষ্ট হয়। "শোণপুষ্প" শব্দ ভাবপ্রকাশে কাঞ্চনারের পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে "শোণশব্দের অর্থ কোকনদচ্ছবি, কিন্তু সম্যক্ রক্তোৎপলবর্ণ কোবিদারের অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়। যদি শোণশব্দের রক্তার্থ করা যায়, তাহা হইলে "তাম্রপুষ্প" শব্দের সহিত অভিন্ন হইয়া, কাঞ্চনার কোবিদারের ভেদবিলোপ ঘটায়, অতএব যদি কেহ অনুমান করেন, ভাবমিশ্র, কাঞ্চনার শব্দ, রাজনিঘণ্টূক্ত "পীতপুষ্প," "গিরিজ", "মহাযমলপত্র" কাঞ্চনার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুমান অসঙ্গত হইবে না। চক্রের মতে কর্ব্বুদার শ্বেতকাঞ্চন ("দশেমানি"র বমনোপবর্গের টীকা দেখ)।

বর্ণন—রক্ত বা তাম্রপুষ্প কোবিদার বৃক্ষ, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পুষ্পের জন্য ইহা উদ্যানে রক্ষিত হয়। কাঞ্চনের পত্রাগ্রভাগ গভীররূপে চিরিত—যেন দুইটী পত্র মিলিত হইয়াছে, এইজন্য ইহার একটী নাম "যুগ্মপত্র"। পুষ্পের ৫টী দল বিষমাকৃতি। রক্তকোবিদার ফাল্গুন চৈত্রে পুষ্পিত হয়। শ্বেতকাঞ্চন বৃক্ষ সর্ব্বথা রক্তকাঞ্চন তুল্য। ইহা শীতে কচিৎ শরতে পুষ্পিত হয়। পীতকাঞ্চনের বৃহৎ বৃক্ষ প্রায় পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে, অতএব ইহার নাম "গিরিজ"। ইহার পত্র প্রোক্ত কাঞ্চনদ্বয়াপেক্ষা বৃহত্তর বলিয়া ইহার নাম "মহাযমলপত্র"। ইহার পুষ্পও বৃহত্তর এইজন্য নিঘণ্টুকার ইহাকে "মহাপুষ্প" বলিয়াছেন। পীতকাঞ্চনের পুষ্পের বর্ণ ঘোর গোলাপী। শ্বেতকাঞ্চনের মধ্যে যাহার পুষ্প নির্গন্ধ তাহার কেসর দশটী এবং যাহা সুগন্ধি তাহার কেসর পাঁচটী। পীতকাঞ্চনের কেসরসংখ্যা নির্গন্ধ শ্বেতকোবিদার তুল্য।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্, পত্র, পুষ্প। মাত্রা—মূলত্বক্—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে কোবিদারের ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—অর্শে কোবিদারমূল—অর্শোরোগী, মথিত দধির সহিত কোবিদার মূলত্বক্ চূর্ণ পান করিবে (চিঃ ৮ অঃ)। (২) মেধাবর্দ্ধনার্থ কাঞ্চনপত্র—চতুঃকুবলয় অর্থাৎ পদ্মের ডাঁটা, মূল, পত্র ও কেসর এবং কাঞ্চনপত্রের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে গোরুও মেধাবী হয় মানুষের কথা কি বলিব (উঃ ৩৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—গণ্ডমালায় কাঞ্চনত্বক্—কাঞ্চনমূলের ত্বক্ এবং শুণ্ঠী তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালা—চিঃ)।

মসূরিকায় কোবিদার মূলত্বক্—কাঞ্চনমূলত্বকের ক্বাথে স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্তর্লীন মসূরিকা বাহ্যদেশে প্রকাশ পায় (মসূরিকা—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বমনোপগবর্গে কোবিদার পাঠ করিয়াছেন। "কোবিদারাদীনাং মূলানি" (সূঃ ৩৯ অঃ) এই সৌশ্রুত বাক্যে কোবিদারের মূলই বাহ্যিকরূ বুঝিতে হইবে।

Constituents.—The bark contains tannin.

Actions and uses—The bark and buds are alterative and astringent. The decoction of the bark is given in leprosy, scrofula, skin diseases, and ulcers. In scrofulaus enlargements of the cervical glands, the bark with suntha and rice-water, is given as an emulsion or in combination with Boswellia serrata, myrobalans, and a number of aromatics. A gargle of the bark with pomegranate flowers and akakia is used in sorethroat and salivation. A decoction of the buds is given in menorrhagia, hæmorrhoids and bleeding from the mucous surfaces. A decoction of the buds is given in cough, bleeding piles, hæmaturia and menorrhagia. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p 193).

নব্যমত—কাঞ্চনের মূলত্বক্ এবং পুষ্পমুকুল রসায়ন ও কষায়। মূলত্বকের কাথ, কুষ্ঠ, গলগণ্ড, বিবিধ চর্ম্মরোগ এবং ক্ষতে সেব্য। গণ্ডমালারোগে, শুণ্ঠীচূর্ণসহ কাঞ্চনমূলত্বক্ তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে। কিম্বা শল্লকীনির্য্যাস হরিতকী এবং বহুসুগন্ধি ভেষজসহ ব্যবহার করিবে। কাঞ্চনমূল, দাড়িম্বপুষ্প এবং বব্বুলত্বকের কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক গলক্ষত এবং লালাস্রাবের প্রতিকারার্থ কবল করিতে দিবে। পুষ্পমুকুলের কাথ, প্রচুর আর্ত্তবস্রাব, শ্লেষ্মধরাকলা হইতে রক্তস্রুতি, কাস, রক্তার্শ ও রক্তমূত্রতারোগে সেব্য। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ১৯৩ পৃঃ)।

রক্তকাঞ্চনের মূলকাথ, গ্রহণী ও উদরাধ্মানে সেবিত হইয়া থাকে। পিষ্টপুষ্প চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। ত্বক্, কষায়, বল্য ও চর্ম্মবিকারে হিতকর। শুষ্কপুষ্পমুকুল, রক্তাতিসার ও অর্শের পক্ষে উপকারী। ডিমক্ বলেন ইহার পত্রকাথ ম্যালেরিয়া জ্বরের শিরঃপীড়া প্রশমক। (ওয়াট্)।

কোশাতকী—কোষাতকী।

কোষাতকী (শ্বেতপুষ্পা পীতপুষ্পা চ), জালবেধনঃ, ক্ষেড়ঃ, ঘোষা—Luffa Echinata. স্থূলফলা কোষাতকী, "জ্যোৎস্নিকা"—Luffa Bindaal. হ্রস্বফলা কোষাতকী—Luffa Graveolens. রাজ-

कोशातकी (**धामार्गवः**)—Luffa Amara. **धाराकोशातकी**—Luffa Acutangula (Roxb.)

अन्वर्थसंज्ञा—पीतश्वेतपुष्पकोशातक्याः—"सुतिक्ता," "जालिनी," "मृदङ्गफलिका," "कृतच्छिद्रा" । राजकोशातक्याः—"कोशफला," "पीतपुष्पा," "हस्तिघोषा," "कटुफला" (दृढ़वलः), "मञ्जफला" । धाराकोशातक्याः—"स्वादुफला," "सुपुष्पा," "पीतपुष्पा," "धाराफला," "दीर्घफला," "सुकोशा" ।

क्ष्वेड़स्तिक्तः कटुस्तीक्ष्णोऽप्रगाढ़श्च प्रशस्यते । कुष्ठपाण्ड्वामयप्लीहशोफगुल्मगरादिषु । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

कोशातकी तु शिशिरा कटुकाऽल्पकषायका । पित्तवातकफघ्नी च मलाध्मानविशोधिनी । धाराकोशातकी स्निग्धा मधुरा कफपित्तनुत् । ईषद्वातकरी पथ्या रुचिकृद्बलवीर्य्यदा । राजनिघण्टुः ।

* राजकोशातकी । गरे गुल्मोदरे कासे वातश्लेष्मामये स्थिते । कफे च कण्ठवक्त्रस्थे कफसञ्चयजेषु च । दृढ़वलः ।

कोशातकी कफार्शोघ्नी पक्वामाशयशोधिनी । राजवल्लभः । शिरःपाण्डुर्त्तिशमनं आलिनीफलम् । इति कश्चित् ।

कुष्ठे कोशातकीतैलम्—"सर्षपकरञ्जकोशातकानांतैलानि * । कुष्ठेषु हितान्याहुः *" (चिः ७ अः) । चरकः ।

अर्शःसु कोशातक्याः फलं मूलञ्च—"कोशातकीरजोघर्षाश्चिपतन्ति गुदोद्भवाः" (अर्शचिः), "योऽश्नं रक्तार्शसेऽस्तहत् ज्योत्स्निकामूललेपनम्" (अर्शचिः) । (२) सहजार्शःसु घोषाक्षारः—"छिन्नं वार्त्ताकुफलं घोषायाः क्षारजेन सलिलेन । तद्घृतभृष्टं भुक्तं गुड़ेन वा ह्यमितो योऽस्ति । पिबति च तक्रं नूनं तस्याश्वेवातिहन्त्यशुदजानि । यान्ति

বিনাশং পুংসাং সহস্রাণ্যপি সমবাপ্নেব" (অর্শচিঃ)। (৩) কামলায়াং আলিনীফলম্—"ঘ্রেয়ং বা আলিনীফলম্" (পাণ্ডু—চিঃ)। (৪) গণ্ডমালায়াং কোষাতকীফলম্—"কোষাতকীনাং স্বরসেন নস্যং *। * পিপ্পলীসংযুতেন" (গলগণ্ড—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

যোনিকন্দে ঘোষকস্বরসঃ—"ঘোষকস্বরসঃ পীতো মধুনা চ সমন্বিতঃ। যোনিকন্দং নিহন্ত্যাশু তন্নাড়ী ইব ধূপনঃ" (স্ত্রীরোগ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

কোশাতকীর ভেদ—যদিও উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় যে বর্গের নাম Luffa সেই উদ্ভিদ্‌গুলিরই সাধারণ নাম কোশাতকী, তথাপি বৈদ্যকে ঘোষালতা অর্থেই কোশাতকী শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঘোষা চারি প্রকার—"কোশাতকী ঘোষকঃ, সা চতুর্বিধা,—বৃহৎফলা, অল্পফলা, পীতপুষ্পা, শ্বেতপুষ্পা ইতি" (ডল্বণ—সূঃ ১১ অঃ)। তন্মধ্যে শ্বেতপুষ্পা ও পীতপুষ্পা ঘোষাতে পুষ্পের বর্ণগত পার্থক্য ভিন্ন অন্য কোন বিশিষ্টত্ব নাই। পীতপুষ্প ঘোষাকে কোচবিহারের লোকে "টোটুয়া ঘোষা" বলে। বৃহফলা ঘোষা ও ক্ষুদ্রফলা ঘোষার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান, স্থূলপার্থক্য এই—বৃহৎফলা ঘোষার ফল নরাঙ্গুষ্ঠবৎ এবং ক্ষুদ্রফলা ঘোষার ফল গোল। উভয় ফলগাত্রেই অতীক্ষ্ণ কাঁটা আছে।

কোশাতকীর অন্বর্থসংজ্ঞা—পীত ও শ্বেতপুষ্প কোশাতকীর—"সুতিক্তা," "জালিনী," "মৃদঙ্গফলা," "কৃতচ্ছিদ্রা"। রাজকোশাতকীর—"কোশফলা," "পীতপুষ্পা," "হস্তিঘোষা," "কটুফলা" (দৃঢ়বল), "মহাফলা"। ধারাকোশাতকীর—"স্বাদুফলা," "সুপুষ্পা," "পীতপুষ্পা," "ধারাফলা," "দীর্ঘফলা," "সুকোশা"।

বর্ণন—ঘোষালতা আর্দ্র ভূমিতে জন্মে। কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলের লোকে, কোষ্ঠবদ্ধরোগীর শাকার্থ ঘোষা ব্যবহার করে। ঘোষার লতা ভূলুণ্ঠিত থাকে। অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, এই লতা অতি দীর্ঘ, এমন কি ১০।১২ ব্যাম প্রতান বিস্তার করিয়া থাকে। ঘোষার পাতা ও ডাঁটা প্রায় ঝিঙ্গের মত। ইহার ফুলও ঝিঙ্গের ফুলের মত পীতবর্ণ। ঝিঙ্গের ফুলের মত ইহারও ফুল ফুটিবার কিছুদিন পরেই "কুঁকড়ে" যায়। ঘোষালতা, বর্ষাশেষে, শরতের প্রথমে পুষ্পিত হয়, শীতে ফল পরিপুষ্ট এবং শীতাবসানে লতা শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফল দেখিতে ঠিক্ খোলের মত, অতএব ইহার "মৃদঙ্গফলিকা" নাম সার্থক। ফলগাত্রে, ফাঁক ফাঁক, খর্বাকৃতি, সরু, কোমল কাঁটা আছে। ভিতরে ঝিঙ্গের মত জাল এবং অভ্যন্তরে বীজ থাকে। পরিপক্ক ঘোষাফলের অগ্রভাগের খানিকটা খসিয়া

গিয়া, একটী গোলাকৃতি ছিদ্র হয়, এইজন্ত ইহার নাম "কৃতচ্ছিদ্রা"। এই ছিদ্রপথে পরিপক্ক বীজ পতিত হইয়া ঘোষার স্বয়ংসম্ভূত হওয়ার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ঘোষার পাতা, ডাঁটা এবং ফল অতিতিক্ত, অতএব ইহার "সুতিক্তা" নাম অন্বর্থ। শ্বেতপুষ্পা ঘোষালতা সর্ব্বথা পীতঘোষার তুল্য।

ঘোষার লাটিন্ নাম নির্দ্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ঘোষার নাম,—ডিমকের মতে—Luffa Acutangula; উদয়চাঁদের—মতে L. Amara; ওয়াটের—মতে L. Acutangula, L. Amara; কোরির মতে—L. Amara. বৈদ্যগণ ঘোষালতা বলিয়া যাহা ব্যবহার করেন এবং বঙ্গীয় প্রাকৃত লোকেও যাহাকে ঘোষালতা বলিয়া জানে, তাহা L. Acutangula বা L. Amara নহে। প্রথমটীর সংস্কৃত নাম ধারাকোশাতকী, বাঙ্‌লা নাম ঝিঙ্গা। দ্বিতীয়টীর সংস্কৃত নাম ধামার্গব, বাঙ্‌লা নাম তেঁতো ধুঁদুল।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পরিপক্ক ফল, সমগ্রলতা। মাত্রা—ফল বা লতার কাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে কোশাতকীর ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে কোশাতকীতৈল—কোশাতকীবীজজাত তৈল কুষ্ঠের পক্ষে হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)।

অর্শে কোশাতকী ফল—কোশাতকীফলচূর্ণ অর্শের বলিতে ঘর্ষণ করিলে বলি পতিত হয়। রক্তস্রাবিবলিতে ঘোষামূলের প্রলেপ দিবে। (২) সহজার্শে ঘোষকক্ষার—সমূলপত্রফল ঘোষার লতা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া এই ভস্মে যথাবিধি ক্ষারোদক প্রস্তুত করিবে। বস্ত্রপূত এই ক্ষারোদকে বার্ত্তাকু সিদ্ধ করিয়া, তদনন্তর ঘৃতে ভাজিয়া গুড়ের সহিত তৃপ্তিমত ভোজন করিবে। ভোজনান্তে তক্র পান করিবে। এইরূপ ৭ দিন সেবন করিলে, জন্মপ্রভৃতি জাত অর্শও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে (অর্শঃ—চিঃ)। (৩) কামলায় ঘোষাফল—কামলারোগী ঘোষাফলের চূর্ণ নস্ত করিবে। (৪) গণ্ডমালায় কোশাতকীফল—গণ্ডমালাক্রান্ত রোগী ঘোষাফলের রসে পিপ্পলী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নস্ত করিবে।

বক্তব্য—চরকের কামলা ও উদর চিকিৎসায় কোশাতকীর উল্লেখ নাই। কৃতবেধন কল্পে (কল্প ৬ অঃ) দ্রব্যান্তরের সহিত কোশাতকীর বহুবিধ কল্পনা উপদিষ্ট হইয়াছে। অপামার্গতণ্ডুলীয়ে কৃতবেধনের ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপ অনুশাসন দৃষ্ট হয়—"উপস্থিতে শ্লেষ্মপিত্তে ব্যাধাবামাশয়াশ্রয়ে। বমনার্থং প্রযুঞ্জীত ভিষগ্দেহমদূষয়ন্"। সুশ্রুত বলেন কোশাতকীরস উত্তরতাপহর অর্থাৎ বামক ও বিরেচক।

Actions and uses.—Every part of the plant is bitter, tonic and diuretic and combined with nitro-hydrochloric acid, is given in dropsy and in enlargement of the liver and spleen due to malarial poison. The juice of the leaves is applied to sores and to the bites of venomous animals. The pulp is emetic and cathartic. The infusion of ripe seeds is used as a purgative and emetic. The dried fruit powdered is used as a snuff in jaundice. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 312).

"I have been using Luffa bindaal or the stems and the fruits of Ghosalata for a long time in the Campbell Hospital and in private practice. From prolonged use, I have come to the conclusion that the fruits or even stems, if used as a tincture or hot or cold infusion, are superior to many remedies that I have used in the treatment of ascites and enlarged liver and spleen. I make the tincture with rectified spirit. The strength I generally use is 1 in 20. The usual dose is 10 to 20 minims or more. The cold infusion is made by infusing two bruised fruits in a pint of water. In obstinate cases the dose is to be increased gradually. I have used it in larger doses to get the desired effect. Externally I have used the cold infusion as a stimulating and antiseptic lotion in carbuncles and other unhealthy ulcers. The result is very promising. I can strongly recommend this drug to the medical world in the treatment of foul ulcers after a prolonged use of many years, both in hospital and outside. In congestion of the brain causing intense headache and in jaundice I have used this infusion as an errhine. It is a very efficient errhine remedy. Profuse discharge is noticed under its influence from the nasal mucous membrane. In 10 to 15 minim doses the tincture acts as a purgative. In still larger doses it is emetic and drastic purgative. In cases of enlarged liver and spleen I have found this drug to be very useful. It is to be stopped when it produces diarrhœa. In chronic cases I generally use iodide of potassium and arsenic with tincture or infusion of luffa If used carelessly, it may produce diarrhœa. The dose is to be regulated according to the effect produced. In infantile cirrhosis of the liver I have used the tincture as a purgative and diuretic. It is very useful in commencing cirrhosis. It is a very useful diuretic in dropsy of hepatic origin Owing to its diuretic and drastic purgative properties, I have used it in many cases of ascites with highly satisfactory results. I have used many diuretics in ascites, but very few of them appear to me to be so efficient as Luffa bindaal. Often in a fortnight many ascites cases

improve considerably. It is to be used in gradually increasing doses until the desired diuretic and purgative effect is obtained. (H. C. Sen —*Original Researches in the Treatment of Tropical Diseases with Indigenous Drugs*, p.p. 97-98).

নব্যমত—ঘোষার সমগ্র ক্ষুপ তিক্ত, বল্য এবং মূত্রল। নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের সহিত ইহা শোথ এবং ম্যালেরিয়াবিষকৃত প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধি রোগে সেব্য। **পত্রের রস**, ক্ষত এবং বিষধর প্রাণীর দংশনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ফলশস্য বামক ও রেচক। পক্কবীজের শীতকষায়, বামক ও বিরেচক। শুষ্ক ফলের চূর্ণ কামলারোগীর নস্যার্থ ব্যবহার করাইবে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৩১২ পৃঃ।)

দীর্ঘকাল ব্যবহার করিয়া আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে ঘোষার ফল কিম্বা লতার টীংচার, কাথ, বা শীতকষায়, শোথ এবং প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধির মহৌষধ। আমার ব্যবহৃত টীংচার, একভাগ ঘোষা ও ২০ ভাগ "রেক্টিফায়েড্ স্পিরিট্" দিয়া, এবং শীতকষায়, ২টী পিষ্ট ঘোষাফল এক পাইণ্ট উষ্ণ জলে ফেলিয়া, প্রস্তুত করা হইয়াছিল। টীংচারের মাত্রা ১০—২০ বিন্দু বা ততোধিক। দীর্ঘকালজাত ব্যাধিতে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে তবে ঈপ্সিত ফললাভ হয়। ঘোষার শীতকষায়, পৃষ্ঠব্রণ কিম্বা কদর্য্যক্ষত ধাবনার্থ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, উহা পচননিবারক এবং ক্ষতস্থানে রক্তসঞ্চালন বর্দ্ধিত করিয়া, ক্ষতের রোপক। আমি এতদ্দ্বারা দীর্ঘকাল বহুক্ষতরোগী চিকিৎসা করিয়া, চিকিৎসক সম্প্রদায়কে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন কদর্য্য ক্ষতে ঘোষার শীতকষায় ব্যবহার করেন। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যহেতুজাত প্রবল শিরঃশূলে কিম্বা কামলায় ঘোষার শীতকষায়ের নস্য করাইলে নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মস্রাব হইয়া থাকে। টীংচার ১০—১৫ বিন্দু মাত্রায় বিরেচক। এতদপেক্ষা অধিক মাত্রায় বামক এবং অতি বিরেচক। ইহা প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধিতে বেশ ফলপ্রদ। অতিসার জন্মাইলে ঔষধ বন্ধ করিতে হইবে। পুরাণ রোগে ঘোষার টীংচার বা শীতকষায় "আইওডিড্ পটাশ্" এবং "আর্সেনিকের" সহিত ব্যবহার করিয়াছি। সাবধানতার সহিত ব্যবহার না করিলে রোগীর অতিসার জন্মিতে পারে। ঔষধের ফল দর্শন করিয়া মাত্রা নিয়মিত করা উচিত। শিশুর যকৃদ্বিকৃতিবিশেষে (Infantile cirrhosis of the liver) ঘোষার টীংচার বিরেচক ও মূত্রলরূপে ব্যবহার করিয়াছি। রোগের প্রারম্ভে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। যকৃদ্বিকৃতিজাত শোথেও ইহা ফলপ্রদ। শোথে মূত্রকারক অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়াছি কিন্তু কোনটীই ঘোষার মত ফলপ্রদ নহে। অনেক স্থলে ইহা সেবনে একপক্ষের মধ্যেই শোথরোগী বিশেষ ফললাভ করিয়াছে। ঘোষার রেচকত্ব এবং মূত্রকরত্ব ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মাত্রা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে হয়। (এইচ্, সি, সেন।)

খদির—खदिरः।

खदिरः, गायत्री—Acacia Catechu, Mimosa Catechu. **सोमवल्कः**—Acacia Polycantha, M. Sama. **विट्खदिरः**—Acacia Farnesiana. **वल्लीखदिरः**—Mimosa Dumosa. **खदिरसारः, खादिरः**—Catechu.

अन्वर्थसंज्ञा—खदिरस्य—"दन्तधावनः," "कण्टकी," "वक्रकण्टः," "बालपत्रः," "कुष्ठारिः," "मेध्यः," "रक्तसारः"। **सोमवल्कस्य**—"श्वेतसारः," "नेमिवृक्षः," "कार्म्मुकः," "पथिद्रुमः"। **विट्खदिरस्य**—"काम्बोजी," "मरुजः," "बहुसारः"।

खदिरभेदाः—खदिरः, सोमवल्कः, ताम्रकण्टकः, विट्खदिरः, अरिः, वल्लीखदिरः।

गुणाः—खदिरः स्वादुरसे तिक्तो हिमपित्तकफास्रनुत्। कुष्ठामकासकण्डूतिक्रिमिदोषहरः स्मृतः। खादिरः क्रिमिकुष्ठघ्नः कफरोगविशोषणः। **श्वेतस्तु** खदिरस्तिक्तः शीतपित्तकफापहः। रक्तदोषहरश्चैव कण्डूकुष्ठविनाशनः। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

खदिरस्तु रसे तिक्तः शीतः पित्तकफापहः। पाचनः कुष्ठकासास्रशोफकण्डूव्रणापहः। **श्वेतस्तु** खदिरस्तिक्तः कषायः कटुपाककः। कण्डूतिभूतकुष्ठघ्नः कफवातव्रणापहः। **ताम्रकण्टकस्य गुणाः**—कटूष्णो रक्तखदिरः कषायो गुरुतिक्तकः। आमवातास्रवातघ्नो व्रणभूतज्वरापहः। **विट्खदिरः** कटूष्णस्तिक्तो रक्तप्रयोत्यदोषहरः। कण्डूति विषविसर्पज्वरकुष्ठोन्मादभूतघ्नः। **अरिः** कषायकटुका तिक्ता रक्तार्त्तिपित्तनुत्। कटुकः **खादिरः** सारस्तिक्तोष्णः कफवातहृत्। व्रणकण्ठामयघ्नश्च रुचिसन्दीपनः परः। **राजनिघण्टुः।**

खदिरः शीतलो दन्त्यः कण्डूकासारुचिप्रणुत्। तिक्तः कषायो मेदोघ्नः क्रिमिमेहज्वरव्रणान्। श्वित्रशोथामपित्तास्रपाण्डुकुष्ठकफामयान्। वह्नि-मान्द्यमतिसारं प्रदरञ्च विनाशयेत्। इरिमेदः (विट्खदिरः) कषायोष्णो मुखदन्तगदास्रजित्। हन्ति कण्डूविषश्लेष्मक्रिमिकुष्ठविषव्रणान्। शोथातिसारकासांश्च विसर्पञ्चाप्यसृग्दरम्। कदरो विशदोवर्ण्यो मुखरोग-कफास्रजित्। भावप्रकाशः।

इरिमेदस्य निर्य्यासो मधुरस्तु बलप्रदः। धातुवृद्धिकरश्चैव मुनिभिः संप्रभाषितः। वल्लीखदिरकस्तिक्तः कटुश्चोष्णः कषायकः। रसेऽम्लः श्वासकासघ्नः पित्तरक्तत्रिदोषजित्। निघण्टुरत्नाकरः।

खदिरः कुष्ठविसर्पमेहपित्तकफापहः। राजवल्लभः।

कुष्ठे खदिरसारः—"* खदिरसारस्य। * * इति षट्कषाय-योगाः कुष्ठघ्नाः निर्द्दिष्टाः"। (चिः ७ अः)। (२) क्रिमिकुष्ठे खदिरत्वक् काष्ठे——"पानाहारविधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे च। * विशिष्यते कुष्ठघ्नत् खदिरः" (चिः ७ अः)। (३) व्रणशोधने खदिरत्वक्काष्ठे—"त्रिफला खदिरः * कषायाः शोधना मताः"। (चिः १३ अः)। (४) वातजकासे खादिरः—"पिबेत् खदिरसारं वा मदिरादधिमस्तुभिः" (चिः २२ अः)। चरकः।

सर्व्वेषु कुष्ठेषु खदिरत्वक्काष्ठे—"दिष्टमुरमं कुष्ठस्य खदिरं कुष्ठ-पीड़ितः। सर्व्वथैव प्रयुञ्जीत स्नानपानाशनादिषु"। (चिः ८ अः)। (२) शनैर्मेहे खदिरत्वक्काष्ठे—"शनैर्मेहिनं खदिरकषायम्"। (चिः ११ अः)। (३) क्षौद्रमेहे खदिरत्वक्काष्ठे—"क्षौद्रमेहिनं खदिर-क्रमुककषायम्" (चिः ११ अः)। सुश्रुतः।

रक्तपित्ते खदिरपुष्पम्—"खदिरस्य *। पुष्पचूर्णन्तु मधुना लीढ्वा चारोग्य मश्नुते"। (रक्तपित्त—चिः)। (२) स्वरभेदे खदिरत्वक्काष्ठे

—"তৈলাক্তং খরমেদে বা খদিরং ধারয়েন্মুখে"। (খরমেদ—চিঃ)। (২) বিস্ফোটে খদিরত্বক্‌কাথ—"খদিরেন্দুযবাম্বু বা। বিস্ফোটাক্রময়ন্ত্যাশু বায়ুর্জলধরানিব"। (বিসর্পবিস্ফোট—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

দন্তরোগে খদিরত্বক্‌কাথ—"খদিরস্য তথা ক্বাথো *। * দন্তরোগনিবারণঃ"। (চিঃ ৪৫ অঃ)। (২) স্থাবরবিষপ্রতিষেধে খদিরমূলত্বক্—"খদিরস্য চ মূলস্য তথা নিম্বফলানি চ। উষ্ণোদকেন পীতানি জয়েয়ুস্তনুজথাবিষম্"। (চিঃ ৫৫ অঃ)। হারীতঃ।

খদিরবৃক্ষের ভেদ—ধন্বন্তরি, খদির ও সোমবল্ক এই দুই প্রকার এবং রাজনিঘণ্টুকার খদির, সোমবল্ক, তাম্রকণ্টক, বিট্‌খদির ও অরি এই পাঁচ প্রকার খদির-বৃক্ষভেদের গুণপর্য্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন। এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাসকেই খাদিরসার (খএর) বলে। খাদির, খাদিরসার বা খদিরসার খএরের সংস্কৃত নাম। খদির শব্দে, খদির, বৃক্ষ, তন্মূল, কাণ্ডত্বক্ এবং কাষ্ঠ বুঝায়। রাজবল্লভাদি নব্যসংগ্রহকর্ত্তৃগণ খাদিরার্থে খদিরশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

খদিরভেদের ভাষানাম—খদির, শমী ও বাব্‌লাগাছ ইহাদের পরস্পর আকৃতিগত বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বলিয়া, যেগুলি শাস্ত্রতঃ খদির বৃক্ষ সেগুলিকেও লোকে শমী ও বাব্‌লা নামে ব্যবহার করে। অতএব সোমবল্কখদির "সাঁইকাঁটা" এবং বিট্‌খদির "গুয়েবাব্‌লা" নামে লোকতঃ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাম্রকণ্টক এবং অরির ভাষা নাম অজ্ঞাত। Mimosa Catechuoides, M. Catechu, M. Sama, Acacia Catechu এই চতুর্বিধ বৃক্ষ, দেখিতে প্রায় একই প্রকার, এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই বল্কশাখাদি হইতে খএর প্রস্তুত হইতে পারে। সুতরাং উদ্ভিদ্‌বেত্তা এই লাটিন্ নামগুলি নিঘণ্টুক্ত খদিরপঞ্চকে যথাযোগ্য প্রয়োগ করিবেন।

বর্ণন—খদির বৃক্ষ কোচবিহার রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচুর জন্মে। তদ্দেশের লোকে খদির কাষ্ঠে পাকাদি নির্ব্বাহ করে, কিন্তু ইহা হইতে খএর প্রস্তুতের প্রণালী অবগত নহে। ইহার পত্র বব্বুলের পত্রের মত। শাখাকাণ্ড কণ্টকিত—কণ্টক ক্ষুদ্র ও বক্র। খদিরবৃক্ষ নিদাঘশেষে প্রাবৃটের প্রথমে পুষ্পিত হয়। শিম্বী, সরু, ইহার ভিতর ৬—৮টী বীজ থাকে। সোমবল্কের (সাঁইকাঁটা) কাণ্ডবল্ক শুভ্রবর্ণ, এই শুভ্রত্বই ইহার উত্তম ইতর ব্যবচ্ছেদক চিহ্ন। পত্র খদিরবৎ ক্ষুদ্র, সরল এবং মূলভাগে বিস্তৃত। শিম্বির আকার ও

বীজ সংখ্যা খদিরবৎ। বিট্‌খদিরের (গুয়েবাব্‌লা) বৃক্ষ সর্ব্বথা বব্বূলতুল্য, কেবল ইহাতে কাঁটা অল্প এবং ইহার ত্বক্‌পত্রাদিতে বিষ্ঠার গন্ধ বিদ্যমান।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কাণ্ড ও মূলের ত্বক্‌, কাষ্ঠ, পুষ্প ও সার।

মাত্রা—ত্বক্‌, কাষ্ঠ ও পুষ্পের চূর্ণ ১—৪ আনা। সার (খএর) ½ আনা—২ আনা। ত্বক্‌ ও কাষ্ঠের কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে খদির ও খাদিরের ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে খএর—কুষ্ঠরোগী খএরের কাথ সেবন করিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) ক্রিমিকুষ্ঠে খদিরত্বক্‌ ও কাষ্ঠ—কুষ্ঠরোগীর পানে, আহারে, ধৌতিকার্য্যে, ধূপনে ও প্রলেপে যুক্তিপূর্ব্বক খদিরের কাষ্ঠ ও ত্বক্‌ ব্যবহার করাইলে, কুষ্ঠ হইতে মুক্তিলাভ হয়। (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) ব্রণশোধনে খদিরত্বক্‌ ও কাষ্ঠ—খদিরের ত্বক্‌ বা কাষ্ঠের কাথ দ্বারা ব্রণধৌত করিলে, ব্রণশুদ্ধি হয় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) বাতজকাসে খএর—আয়ুর্ব্বেদোক্ত মদ্য, দধি কিংবা মস্তুর (দ্বিগুণ বারিযুত দধি) সহিত খএর সেবন করিলে বাতজকাস নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত—সর্ব্বকুষ্ঠে খদিরত্বক্‌ বা কাষ্ঠ—যদি কুষ্ঠ প্রশমনে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কুষ্ঠরোগীর স্নানপানাশনাদিতে যুক্তিপূর্ব্বক খদির ব্যবহার করাও। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) শনৈর্মেহে খদিরত্বক্‌ বা কাষ্ঠ—বারম্বার অল্পাল্প সকফ প্রস্রাব হইলে, খদিরত্বক্‌ বা কাষ্ঠের কাথ পান করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) ক্ষৌদ্রমেহে খদিরত্বক্‌ বা কাষ্ঠ—যাহার ক্ষৌদ্রমেহ হইয়াছে তাহাকে খদিরকাষ্ঠ ও কাঁচাসুপারির কাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)।

চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে খদিরপুষ্প—রক্তপিত্তরোগী মধুর সহিত খদিরপুষ্প চূর্ণ লেহন করিবে। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (২) স্বরভেদে খদিরকাষ্ঠ বা ত্বক্‌—খদিরত্বক্‌ বা কাষ্ঠচূর্ণ তিলতৈল যোগে মুখে রাখিলে স্বরভঙ্গ নিরাকৃত হয় (স্বরভেদ—চিঃ)। (৩) বিস্ফোটে খদিরকাষ্ঠ বা ত্বক্‌—খদিরকাষ্ঠ ও ইন্দ্রযবের কাথ পান করিলে, উত্থিত বিস্ফোট বিলীন হয়। (বিসর্প—চিঃ)।

হারীত—দন্তরোগে খদিরত্বক্‌ ও কাষ্ঠ—খদিরত্বক্‌ বা কাষ্ঠের কাথদ্বারা কবল করিলে দন্তরোগ প্রশমিত হয়। (চিঃ ৪৫ অঃ)। (২) স্থাবরবিষপ্রতিষেধে খদির-

মূলত্বক্—খদিরমূলত্বক্ উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ স্থাবর বিষদোষ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৫৫ অঃ)। ঔদ্ভিদ্ ও ধাতব বিষের নাম স্থাবর বিষ।

বক্তব্য—কৃত্রিম ও অকৃত্রিমভেদে খএর দুই প্রকার। খদিরবৃক্ষের শাখা ও পত্র সিদ্ধ করিয়া যে খএর পাওয়া যায় তাহা কৃত্রিম এবং খদির কাষ্ঠের ভিতর যে নির্য্যাস সঞ্চিত হয় তাহা অকৃত্রিম। কৃত্রিম খএর আবার দুই প্রকার, শ্বেত ও কৃষ্ণ। শ্বেতখএর সেবন ও ঔষধার্থ এবং কৃষ্ণখএর বিবিধ শিল্পে এবং রঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রস্তুতের প্রণালীভেদে খএর শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। খণ্ডশঃকৃত খদিরের শাখা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ শুষ্কপ্রায় না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বাল দিলে কৃষ্ণ খএর প্রস্তুত হয় এবং ঐ কাথ কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে, তাহাতে খদিরের শাখা নিমজ্জিত করে এই শাখায় যে ফাণিতাকার বস্তু সঞ্চিত হয় তাহাই শ্বেতখএর। বৈদ্যকে যে খএরের উল্লেখ আছে তাহা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম খএর? রাজনিঘণ্টুকারের "খাদিরঃ খদিরোদ্ভূতঃ" এই উক্তি পাঠ করিয়া প্রতীতি হয় নিঘণ্টূক্ত খএর অকৃত্রিম, কেননা উদ্ভূত শব্দের কৃতার্থত্ব স্থাপন কষ্টকল্পনা মাত্র। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় কোন কোন জাতি পুরুষানুক্রমে খএর প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে, সুতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে কৃত্রিম খএর প্রচলিত এ সিদ্ধান্তও নিরপবাদ। অধুনা পানের সহিত খএরের ব্যবহার যেরূপ বহুব্যাপকতা লাভ করিয়াছে, অতিপূর্ব্বে বোধ হয় এরূপ ছিল না। চরক ও সুশ্রুতোক্ত পানের মশলায় চূণখএরের উল্লেখ নাই। ("জাতীকটুকপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ। কক্কোলকফলং পত্রং তাম্বূলস্য শুভং তথা। তথা কর্পূরনির্য্যাসঃ সূক্ষ্মৈলায়াঃ ফলানি চ"।—চরক সূঃ ৫ অঃ)। "পূগকক্কোলকর্পূরলবঙ্গ-সুমনঃফলৈঃ। কটুতিক্তকষায়ৈর্ব্বা মুখবৈশদ্যকারকৈঃ। তাম্বূলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বা বিচক্ষণঃ"—সুশ্রুত (সূঃ ৪৬ অঃ)। রাজনিঘণ্টুতেই আমরা পানের সহিত চূণখএরের ব্যবহার প্রথম দেখিতে পাই। সাজাপানের গুণদোষবর্ণনে নিঘণ্টুকার লিখিয়াছেন—"পর্ণাধিক্যে দীপনী রঙ্গদাত্রী চূর্ণাধিক্যে রুক্ষদা কৃচ্ছ্রদাত্রী। সারাধিক্যে খাদিরে শোষদাত্রী চূর্ণাধিক্যে পিত্তকৃৎ পূতিগন্ধা"॥ আমাদের এই সিদ্ধান্তে যদি কোন কাব্যামোদী, অতি প্রাচীন কাব্যকথাদিবর্ণিত "তাম্বূলরাগরঞ্জিতাধরে"র অনুপপত্তি আশঙ্কা করেন, তাঁহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই, বঙ্গের কোন কোন প্রদেশে (যথা কোচবিহারে) অদ্যাপি এমন সম্প্রদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহারা পানের সহিত খএর ব্যবহার করে না, অথচ সে দেশে তাম্বূলরাগরঞ্জিতাধরের অসদ্ভাব নাই। ("তাম্বূল" দেখ)। অধুনা কলিকাতার বাজারে ৫ প্রকার খদির পাওয়া যায়, যথা—(১) পাপড়ি, (২) জনকপুরী, (৩) পেশু, (৪) তিলি, (৫) বেলগুটী।

Constituents.—Catechu tannic acid 35 p. c., catechuic acid or catechin, catechu red gum, quercetin and ash.

Actions and uses.—Powerful astringent stronger than kino, anti-periodic and digestive. Its action is due to the tannic acid it contains. It is a powerful astringent to the mucous membranes, given in dyspepsia attended with pyrosis, and also diarrhœa in children, in dysentery, intermittent fever and scurvy ; as a gargle in hoarseness of voice and sorethroat. Locally as a dusting powder hypertrophied relaxed tonsils, ulcerated and spongy gums; as a gargle in salivation and as an injection in leucorrhœa and to control passive hæmorrhages. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 184).

নব্যমত—খয়ের বলবান্ ধারক। ইহার গুণ "কাইনো" অপেক্ষা তীব্রতর; জ্বরনিবারক এবং পাচক। খএরে "ট্যানিক্ এসিড্" আছে বলিয়াই উহা এবংগুণবিশিষ্ট হইয়াছে। খএর শ্লেষ্মধরাকলার (Mucous membrane) উপরি স্বীয় সঙ্কোচণীশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। যে গ্রহণীরোগে রোগীর পাকস্থালীতে বেদনা এবং জলবৎ প্রচুর মল নির্গত হইতে থাকে, সেইস্থলে খএর হিতকর। অপিচ ইহা শিশুর অতিসার, আমরক্তাতিসার, বিষমজ্বর এবং "স্কার্ভি" রোগে (শাকসব্জি পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন মাংস ভোজন জন্য রক্তবিকৃতিজাত পীড়া বিশেষ) সেব্য। স্বরভঙ্গ এবং গলক্ষতে ইহার কবল বিশেষ ফলপ্রদ। দন্তমাড়ীক্ষতে, দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব এবং তালুদেশ স্ফীত ও লম্বিত হইয়া পড়িলে খএরচূর্ণ ব্যবহার করিবে। লালাস্রাবে ইহার কবল এবং প্রদর ও রক্তপ্রবৃত্তিবিশেষে (Passive hæmorrhages) ইহার পিচকারী হিতকর। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, খোরি, ২য় খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ)।

অতিসারে খএরের গুঁড়া ১—২ আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেব্য। আমাতিসারে ৫ আনা পর্য্যন্ত সেবন করা যায়। আল্জিব্ বড় হইয়া ঝুলিয়া পড়িলে, একপ্রকার অতীব কষ্টপ্রদ উৎকাসি জন্মে, খএরের টুক্‌রা মুখে রাখিয়া ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিলে ইহা প্রশমিত হয়। প্রদরে খএরভিজান জলের পিচকারী দিলে উপকার হয়। দীর্ঘকালের পচাক্ষতে চর্ব্বির সহিত খএর মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। কচিৎ ইহার সহিত কিঞ্চিৎ তুঁতে যোগ করিলে অধিক ফল পাওয়া যায়। হাকিমেরা বলেন খএর গর্ভস্রাব করাইতে পারে। কেহ বলেন অতিমাত্রায় সেবিত হইলে ইহা পুরুষত্বহানি করে। দাঁতের মাড়ীর স্ফীতি বা ক্ষতে খএর মহোপকারী। (ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া—ওয়াট্)।

खर्ज्जूरी—खर्ज्जूरी ।

खर्ज्जूरी—Phœnix Sylvestris. **राजखर्ज्जूरी, शैण्या (पिण्ड-खर्ज्जूरी), सुलेमानी, छोहारा**—Phœnix Dactylifera. **भूखर्ज्जूरी**—Phœnix Acculis, P. Farinifera.

अन्वर्थसंज्ञा—खर्ज्जूर्य्याः—"**खरस्कन्धा,**" "**दुरारोहा,**" "**स्वादु-मस्तका,**" "**यवनेष्टा**"। **पिण्डखर्ज्जूर्य्याः**—"**मधुस्रवा,**" "**फलपुष्पा,**" "**हयभक्ष्या**"। **सुलेमान्याः**—"**मृदुला,**" "**दलहीनफला**"।

क्षतक्षयापहं हृद्यं शीतलं तर्पणं गुरु। रसे पाके च मधुरं खर्ज्जूरं रक्तपित्तजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

खर्ज्जूरी तु कषाया च पक्वा शैत्यकषायका। पित्तघ्नी कफदा चैव क्रमिकृद्बृंहणी। पिण्डखर्ज्जूरिकायुग्मं (पिण्डखर्ज्जूरी राज-खर्ज्जूरी च) शैत्यं स्वादु हिमं गुरु। पित्तदाहार्त्तिश्वासघ्नं श्रमहृद्वीर्य्य-वृद्धिदम्। अन्यच्च—दाहघ्नीमधुराऽस्रपित्तशमनी, तृष्णार्त्तिदोषापहा। शीता श्वासकफश्रमोदयहरा, सन्तर्पणी पुष्टिदा। वक्त्रे मान्द्यकरी गुरुर्विष-हरा, हृद्या च दत्ते बलं। स्निग्धा वीर्य्यविवर्द्धनी च कथिता, पिण्डाख्य-खर्ज्जूरिका॥ मधुखर्ज्जूरी मधुरा हृद्या सन्तापपित्तशान्तिकरी। शिशिरा च जन्तुकरी बहुवीर्य्यविवर्द्धनं तनुते। भूखर्ज्जूरी मधुरा शिशिरा च विदाहपित्तहरा। राजनिघण्टुः।

खर्ज्जूरीत्रितयं (भूमिखर्ज्जूरी पिण्डखर्ज्जूरी छोहारा च) शीतं मधुरं रसपाकयोः। स्निग्धं रुचिकरं हृद्यं क्षतक्षयहरं गुरु। तर्पणं रक्त-पित्तघ्नं पुष्टिविष्टम्भशुक्रदम्। कोष्ठमारुतहृद्बल्यं वान्तिवातकफापहम्। ज्वरातिसारक्षुत्तृष्णाकासश्वासनिवारकम्। मदमूर्च्छामरुत्पित्तमद्योद्भूत-मदान्तकृत्। मह्तीभ्यां गुणैरल्पा स्वल्पखर्ज्जूरिका स्मृता। खर्ज्जूरी-

तद्रतोयन्तु मदपित्तकरं भवेत्। वातश्लेष्महरं रुच्यं दीपनं बलशुक्रकृत्। नारिकेलस्य तालस्य खर्ज्जूरस्य शिरांसि तु। कषायस्निग्धमधुरबृंहणानि गुरूणि च॥ सुलेमानी श्रमभ्रान्तिमदमूर्च्छास्रपित्तहृत्। भावप्रकाशः।

क्षतक्षयापहं हृद्यं शीतलं तर्पणं गुरु। रसे पाके च मधुरं खर्ज्जूरं रक्तपित्तजित्। सुश्रुतः—(सूः ४६ अः)। मधुरं बृंहणं वृष्यं खर्ज्जूरं गुरु शीतलम्। क्षयेऽभिघाते दाहे च वातपित्ते च तद्धितम्। चरकः—(सूः २७ अः)।

हिक्कासु खर्ज्जूरमध्यम्—"खर्ज्जूरमध्यं मागध्यः *। मधुद्वितीया कर्त्तव्यास्ते हिक्कासु विजानता"। (उः ५० अः)। सुश्रुतः।

रक्तपित्ते खर्ज्जूरम्—"* खर्ज्जूरगोस्तनाः। मधुना घ्नन्ति संलीढ़ा रक्तपित्तं पृथक् पृथक्"। (रक्तपित्त—चिः)। चक्रदत्तः।

খর্জ্জূরের ভাষানাম—বাঃ—খেজুর। হিঃ—খজুর। মঃ—শিন্দী। গুঃ—খজূরী। কঃ—ইঞ্চিলু। তৈঃ—ইণ্টাচেট্টু।

পিণ্ডখর্জ্জূরের ভাষানাম—বাঃ—পিণ্ডিখেজুর। হিঃ—পিণ্ডখজূর। মঃ—খজূরী। গুঃ—খজূর, খারক। কঃ—সিংহইঞ্চিলু। তৈঃ—খজূরপপুণ্ডু। ফাঃ—তমররুতব্। অঃ—খুর্মাতম্র, খুর্মাখুস্ক্।

অন্বর্থসংজ্ঞা।—খর্জ্জূরীর—"খরস্কন্ধা," "দুরারোহা," "স্বাদুমস্তকা," "যবনেষ্টা"। পিণ্ডখর্জ্জূরীর—"মধুস্রবা," "ফলপুষ্পা," "হয়ভক্ষ্যা"। সুলেমানীর—"মৃদ্বলা," "দলহীনফলা"।

বর্ণন—খর্জ্জূরী অর্থাৎ খেজুরগাছ স্বয়ং প্রসিদ্ধ—ইহার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। ভূখর্জ্জূরের কাণ্ড নাই, ইহা অতি ক্ষুদ্র, দশ বৎসরের একটী গাছ ভূমি হইতে ৮।১০ অঙ্গুলির অধিক উচ্চ হইবে না। পাতা খেজুরের পাতার মত কেবল তদপেক্ষা খর্কাকৃতি। ফল, মাংসল, ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ। ইহা বিহারাঞ্চলে জন্মে। অপরভূখর্জ্জূরের কাণ্ড হস্তাধিক উচ্চ হয় না। ইহা গোদাবরীসাগরসঙ্গম সন্নিহিত, অনুর্ব্বর, শুষ্ক বালুকাময়

ভূমিতে জন্মে। ইহা অপরাংশে খেজুরের মত, কেবল ইহার পক্কফল কৃষ্ণবর্ণ ও অমাংসল। পিণ্ডখর্জ্জুরের বৃক্ষ, তুরস্কের অন্তর্গত বসোরা এবং আরবদেশে জন্মে। বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বেত্তা রক্সবর্গ এদেশে পিণ্ডখর্জ্জুরের বৃক্ষ জন্মাইবার জন্য বিস্তর শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি শিবপুরের বাগানে এক হাজার পিণ্ডখর্জ্জুরের চারা উৎপাদন করাইয়া, ঐ বাগানে এবং অন্যান্য স্থানে ঐ চারাগুলি রোপণ করাইয়া অতিযত্নে উহাদিগকে পালন করিবার ব্যবস্থা করিলেও, কোন স্থানে পুষ্পিত হইবার পরই, কোন স্থানে বা তৎপূর্ব্বেই পুংবৃক্ষগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। পিণ্ডখেজুরের গাছ খেজুরের গাছের মত—কেবল ইহাতে কাঁটা নাই। খেজুরের মত ইহারও এক বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প অপর বৃক্ষে পুংপুষ্প থাকে। কাপ্তেন বেঞ্জামিন্ ব্লেক্, পিণ্ডখর্জ্জুর পুষ্পের গর্ভাধান সম্বন্ধে রক্সবর্গকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"আমি প্রায়ই বসোরার পিণ্ডখর্জ্জুরের উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইতাম। উদ্যানপালকেরা অধিক ফললাভের জন্য কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাধান নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। স্ত্রীপুষ্পের অসিফলকবৎ পৌষ্পিকপত্র (যাহাকে লোকে খেজুরের "মোচ" বলে) স্বয়ং বিদীর্ণ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উহাতে দীর্ঘচ্ছেদ করিয়া, তন্মধ্যে পুংপুষ্পগুচ্ছ প্রবেশ করাইয়া রাখে, কেহবা তদুপরি পুংপুষ্পগুচ্ছ ঝুলাইয়া রাখে। প্রথমোক্ত প্রণালীই সুনিশ্চিত"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, মস্তিষ্ক (মেথি), ফল।

বৈদ্যকে খর্জ্জুরের ব্যবহার।

সুশ্রুত—হিক্কায় খর্জ্জুরমধ্য—খেজুরের মেথি পিপুলচূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে হিক্কা নিবৃত্তি পায়। (উঃ ৫০ অঃ)।

চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে খর্জ্জুর—মধুর সহিত পিণ্ডখর্জ্জুর লেহন করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। (রক্তপিত্ত—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, শ্রমহরবর্গে খর্জ্জুর পাঠ করিয়াছেন। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে খর্জ্জুরের ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। রাজনিঘণ্টুকার, খর্জ্জুরী, পিণ্ডখর্জ্জুরী, রাজখর্জ্জুরী, মধুখর্জ্জুরী ও ভূখর্জ্জুরী এই পাঁচ প্রকার এবং ভাবমিশ্র, ভূমিখর্জ্জুরী, পিণ্ডখর্জ্জুরী, ছোহারা ও সুলেমানি এই চারি প্রকার খর্জ্জুরের গুণ লিখিয়াছেন। খর্জ্জুরী ও ভূখর্জ্জুরী ভিন্ন যাবতীয় খর্জ্জুর বসোরা বা আরবদেশ হইতে ভারতে আনীত হইয়া থাকে।

Constituents.—Tannin, extractive, mucilage, insoluble matters and lime.

Actions and uses.—Khajur is nutritive, tonic and diuretic; used as dessert. Kharaka is used as an ingredient in various aphrodisiac and tonic confections. Boiled with milk it is given during convalescence from fevers and small-pox. The juice or toddy obtained from the stem is a good diuretic. A spirit known as Khajura-no-daru (lagbi) is obtained by distillation of the fruits. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 626).

নব্যমত—খর্জ্জূর পোষক, বল্য এবং মূত্রল। বিবিধ বল্য ও বৃষ্য মোদকাদিতে খর্জ্জূর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বর এবং মসূরীকার (বসন্তরোগ) অন্তে রোগীর যে দুর্ব্বলতা থাকে তাহা দূর করিবার জন্য, খর্জ্জূর গব্যদুগ্ধসহ পাক করিয়া সেব্য। **খর্জ্জূররস** উত্তম মূত্রজনক পানীয়। খর্জ্জূর "চোয়াইয়া" একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে যাহা "লগ্‌বি" নামে প্রসিদ্ধ। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৬২৬ পৃঃ)।

খেজুরের মেথি প্রমেহে এবং মূল দন্তশূলে উপকারী। খেজুর "নার্ভাস্ ডেবিলিটী"র পক্ষে ভাল। (ওয়াট্)।

গণিকারিকা—गणिकारिका।

गणिकारिका, तर्कारी, वैजयन्ती, अग्निमन्थः—Premna Spinosa.
क्षुद्राग्निमन्थः—Premna Serratifolia.

अन्वर्थसंज्ञा—"तनुत्वचा," "गन्धपुष्पा," "गन्धपत्रा"।

तर्कारी कटुरुष्णा च तिक्तानिलकफापहा। शोफश्लेष्माग्निमान्द्यार्शोविड्-बन्धाऽऽध्माननाशनी। अग्निमन्थद्वयञ्चैव तुल्यं वीर्य्यरसादिषु। तत्-प्रयोगानुसारेण योजयेत् स्वमनीषया। राजनिघण्टुः।

तर्कारी कटुका तिक्ता तथोष्णाऽनिलपाण्डुजित्। शोथश्लेष्माग्नि-मान्द्यामविबन्धांश्च विनाशयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

अग्निमन्थः श्वयथुहृद्वीर्य्योष्णः कफवातहृत्। पाण्डुनुत् कटुकस्तिक्त-स्तुवरोमधुरोऽग्निदः। भावप्रकाशः।

गणिकारी तु शोथघ्नी हिता वातविकारिणाम्। राजवल्लभः।

लध्वग्निमन्थस्य गुणाः प्रोक्ता हृद्याग्निमन्थवत्। विशेषाल्लेपनेऽपि नाहे शोफे च पूजितः। निघण्टुरत्नाकरः।

अर्शःसु अग्निमन्थः—"अग्निमन्थस्य * पत्राणि। जलेनोत्क्वाथ्य मूलार्त्तं स्वभ्यक्तमवगाहयेत्"। (चिः ८ अः)। चरकः।

द्रुत्रमेहे गणिकारिका—"द्रुत्रमेहिनं वैजयन्तीकषायम्" (चिः ११ अः)। (२) चक्षुःकामित्वे गणिकारिकामूलम्—(५८ पृष्ठायां मृग्यम्)। सुश्रुतः।

वातव्रणे गणिकारिकामूलम्—"मातुलुङ्गाग्निमन्थौ च * काञ्जि-केन च। * लेपो वातव्रणे हितः" (चिः ३५ अः)। हारीतः।

वसामेहे गणिकारिकामूलम्—"अग्निमन्थकषायन्तु वसामेहे प्रयोजयेत्" (प्रमेह—चिः)। (२) शीतपित्ते गणिकारिकामूलम्—"अग्निमन्थभवं मूलं पिष्टं पीतञ्च सर्पिषा। शीतपित्तोदर्द्दकोठान् सप्ताहादेव नाशयेत्"। (शीतपित्तोदर्द्द—चिः)। (३) स्थौल्ये गणिकारिकामूलम्—"स्थौल्य-नुत् स्यादग्निमन्थरसस्तथापि शिलाजतु"। (स्थौल्य—चिः)। चक्रदत्तः।

গণিকারিকার ভাষানাম—গণিয়ারী বৈদ্যকে, অগ্নিমন্থ, তর্কারী, বৈজয়ন্তী নামে ভূরিপ্রযুক্ত। বাঃ—গণিয়ারী, অগ্‌গাস্ত। কোঃ—গয়েন্দারী, গঁয়দারী। হিঃ—অরণী, অগেথু। মঃ—থোরঐরণ। গুঃ—অরণী। কঃ—নরুবল। তৈঃ—নেলিচেট্টু। উঃ—অগিবথ। আসাঃ—গণিয়রী।

গণিকারিকার অন্বর্থসংজ্ঞা—"তনুত্বচা," "গন্ধপত্রা," "গন্ধপুষ্পা"।

বর্ণন—গণিকারিকার বৃক্ষ ১০।১২ হস্ত উচ্চ হয়, বহুশাখ। কাণ্ডত্বক্, উপরি ম্লানশুভ্র, অভ্যন্তর হস্তিদন্তবৎ অতিশুভ্র, লঘু, অল্পাঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। পত্রবৃন্ত, পত্রের দৈর্ঘ্যের প্রায় ১/৪ অংশ দীর্ঘ, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, পত্রোদর মসৃণ ও চিক্কণ, পত্রপৃষ্ঠ শিরাবন্ধুর, পত্রে একপ্রকার তীব্র গন্ধ আছে। পুষ্প, সশাখ পুষ্পদণ্ডে স্থিত, পুষ্পদণ্ডের

প্রত্যেক শাখা ৩।৪টি পুষ্প ধারণ করে, পুষ্প অতিক্ষুদ্র, হরিদাভ শুভ্রবর্ণ, মিলিতদল, দলের অঙ্গ প্রধানতঃ ২ ভাগ, একভাগ তিন অংশে ঈষৎ খণ্ডিত ও দীর্ঘ, অপরাংশ অখণ্ড ও হ্রস্ব। **পুংকেসর** ৪টী, তন্মধ্যে ২টী বৃহৎ, ২টী ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র শ্বেতাভ পুষ্পোপরি দীর্ঘ পুংকেসরের কৃষ্ণবর্ণ পরাগকোষ স্পষ্ট নেত্রগোচর হয়। **বীজ,** মটরকলায়ের মত। **পুষ্পকাল**—জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়। **ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থের** বৃক্ষ ক্ষুদ্রতর, এমন কি ইহাকে গুল্মও বলা যায়। গণিয়ারীর কাণ্ড ও শাখায়, বৃহৎ, দৃঢ়, পরস্পর বিপরীত দিকে বিস্তৃতভাবে স্থিত, তীক্ষ্ণাগ্রশাখা থাকে, ইহাতে তাহা নাই। ইহাই অগ্নিমন্থদ্বয়ের ব্যবচ্ছেদক লিঙ্গ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, মূল ও কাণ্ডত্বক্। **মাত্রা**—কাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে গণিকারিকার ব্যবহার।

চরক—অর্শে গণিয়ারীপত্র—অর্শের বেদনায় আর্ত্ত রোগীকে তৈলমর্দ্দন করাইয়া ঈষদুষ্ণ গণিয়ারীপত্রকাথে অবগাহন করাইবে। (চিঃ ৯ অঃ)।

সুশ্রুত—ইক্ষুমেহে গণিয়ারীর মূল বা কাণ্ডত্বক্—যাহার ইক্ষুমেহ হইয়াছে তাহাকে গণিয়ারীর মূল বা কাণ্ডত্বকের কাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **চক্ষুঃকামিস্থে** গণিয়ারীমূলত্বক্—(৫৯ পৃষ্ঠায় দেখ)।

হারীত—বাতব্রণে গণিয়ারীমূল—মাতুলুঙ্গ ও গণিয়ারীরমূল কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক বাতব্রণে লেপ দিবে (চিঃ ৩৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—বসামেহে গণিয়ারীমূলত্বক্—বসামেহী গণিয়ারীমূলত্বকের কাথ পান করিবে। (প্রমেহ—চিঃ)। (২) **শীতপিত্তে** গণিয়ারীমূল—পিষ্ট গণিয়ারীমূলত্বক্ গব্য-ঘৃতের সহিত সপ্তাহকাল পান করিলে, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ নিবৃত্তি পায় (শীতপিত্ত-উদর্দ্দ—চিঃ)। **স্থৌল্যে** গণিয়ারীমূলত্বক—গণিয়ারীমূলত্বককৃত কাথে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অতি স্থূলব্যক্তি কৃশ হইয়া থাকে (স্থৌল্য—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, অনুবাসনোপগ, শোথহর এবং শীতপ্রশমন বর্গে এবং সুশ্রুতে, বরুণাদি ও বীরতর্ব্বাদিগণে গণিয়ারী পাঠ করিয়াছেন। কোন কোন দেশে, বাতরোগীর শাকার্থ গণিয়ারীপত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Constituents.—A resin, a bitter alkaloid and tannin.

Actions and uses.—Stomachic, alterative and tonic. The infusion of the leaves is used in eruptive fevers, colic and flatulence ; the decoction of the root is given in gonorrhœa during convalescence from fevers;

also in rheumatism and neuralgia. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 472).

Ainslie states that the root has a worm bitter taste and agreeable smell, and is prescribed in decoction as a gentle cordial and stomachic in fevers. **Rheede** calls the plant Apeel, and notices the use of a decoction of the leaves for flatulence. **Atkinson** states that the leaves rubbed with pepper are administered in colds and fevers, and that externally a decoction of the whole plant is used in rheumatism and neuralgia." (*Dymock*, Part III., p. 67).

নব্যমত—গণিয়ারী পাচক, রসায়ন এবং বল্য। ইহার পত্রক্বাথ, বিস্ফোটাদিকৃত জ্বর, শূল ও উদরাধ্মানে এবং মূলত্বকের ক্বাথ, জ্বরাবসানজ দুর্ব্বলাবস্থা, "গণোরিয়া," বাত এবং "নিউর‍্যাল্‌জিয়া" রোগে সেব্য। এন্‌স্লি বলেন, গণিয়ারীর মূলত্বকের ক্বাথ, হৃদ্য, পাচক এবং জ্বরে হিতকর। রীডি বলেন, গণিয়ারীপত্রক্বাথ উদরাধ্মানে সেব্য। এট্‌কিন্‌সন্‌ বলেন, শৈত্যপ্রভব রোগ এবং জ্বরে, গণিয়ারীপত্র মরিচসহ সেবিত হইয়া থাকে। শাখাপত্রসহ কুট্টিত গণিয়ারীর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া বাত ও "নিউর‍্যাল্‌জিয়া" গ্রস্ত রোগীর অঙ্গে সেচন করিবে (ডিমক্‌, ৩য় খণ্ড, ৬৭ পৃঃ)।

গম্ভারী—গম্ভারী।

श्रीपर्णी, काश्मर्य्यः—Gmelina Arborea.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—"मृदुत्वचा," "स्थूलत्वचा," "क्षीरिणी," "कृष्णवृन्ता," "महाकुसुमिका," "पीतपुष्पा," "पीतफला," "स्निग्धपर्णी"। **गुणप्रकाशिका संज्ञा**—"वातघ्ना"।

श्रीपर्णी सरवे तिक्ता गुरूष्णा रक्तपित्तजित्। त्रिदोषभ्रमदाहार्त्ति-ज्वरतृष्णाविनाशयेत्। अन्यच्च—श्रीपर्णी स्वादु तिक्ता च रक्तपित्तज्वरापहा। काश्मर्य्यं कुसुमं हृद्यं वर्ण्यं पित्तास्रनाशनम्। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

काश्मरी कटुका तिक्ता गुरूष्णा कफशोफनुत्। त्रिदोषविषदाहार्त्तिज्वर-तृष्णास्रदोषजित्। **राजनिघण्टुः।**

काश्मरी तुवरा तिक्ता वीर्य्योष्णा मधुरा गुरुः। दीपनी पाचनी मेध्या भेदिनी भ्रमशोषजित्। दोषतृष्णाऽऽमशूलार्शोविषदाहज्वरापहा। तत्-फलं वृंहणं वृष्यं गुरु केश्यं रसायनम्। वातपित्ततृषारक्तक्षयमूत्रविबन्ध-नुत्। स्वादु पाके हिमं स्निग्धं तुवराम्लविशुद्धिकृत्। हन्याद्दाहतृषावात-रक्तपित्तक्षतक्षयान्। भावप्रकाशः।

गम्भारिकाफलं ग्राहि सतिक्तं मधुरं गुरु। केश्यं रसायनं मेध्यं शीतलं दाहपित्तजित्। राजवल्लभः।

रक्तातिसारे गम्भारीफलम्—"काश्मर्य्याः फलयूषो वा किञ्चिदम्लः सशर्करः"। (चिः १० अः)। (२) गर्भे शुष्के शुष्यति बाले च गम्भारीफलम्—"गर्भे शुष्केतु वातेन बालानाञ्चापि शुष्यताम्। सिताका-श्मर्य्यमधुकैर्हितमुत्थापने पयः"। (चिः २८ अः)। (३) वातरक्ते गम्भारी त्वक्—"सिद्धं (तैलं) मधुककाश्मर्य्यरसैर्व्वा वातरक्तनुत्"। (चिः २९ अः)। चरकः।

दाहतृष्णान्विते पित्तज्वरे गम्भारीफलम्—"* काश्मर्य्यस्याथवा पुनः। * कषायैः शर्करायुतैः। सुशीतैः शमयेत्तृष्णां प्रवृद्धां दाहमेव च"॥ (उः ३९ अः)। सुश्रुतः। टीका—"यद्यपि काश्मरीफलमत्रलिखितं तथापि काश्मरीफलमत्रा गृह्यते अम्लपित्तहरत्वात्"—डल्वणः।

रक्तपित्ते—गम्भारीफलम्—"पक्वोदुम्बरकाश्मर्य्य *। मधुना घ्नन्ति संलीढ़ा रक्तपित्तं पृथक् पृथक्"॥ (रक्तपित्त—चिः)। (२) शीतपित्ते गम्भारीफलम्—"गम्भारिकाफलं पक्वं शुष्कमुत्स्वेदितं पुनः। क्षीरेण शीत-पित्तघ्नं खादितं पथ्यसेविना"। (शीतपित्तादि—चिः)। चक्रदत्तः।

पङ्गुलिवेष्टे गम्भारीपत्रम्—"काश्मर्य्याः सप्तभिः पत्रैः कोमलैः परि-वेष्टिताः। पङ्गुलिवेष्टकः पुंसां ध्रुवमाशु प्रशाम्यति"॥ भावप्रकाशः।

पतितयोः पयोधरयोः गम्भारीत्वक्—"श्रीपर्णीरसकल्काभ्यां तैलं सिद्धं तिलोद्भवम्। तत्तैलं तुलके न्यस्य स्तनयोः परिधारयेत्। पतिताबु·

স্থিনী স্নোষা ভবিয়ানা পয়োধরী। গজকুম্ভসমাকারী ভদ্রনী পরিমণ্ডলী।
বঙ্গসেন:।

গম্ভারীর ভাষানাম—বাঃ—গামার। কোঃ—গামারি। আঃ—গমারি। হিঃ—খম্ভারি। মঃ—শিবণগম্ভারী। গুঃ—শবন্ন। কঃ—শীবনী। তৈঃ - সাগ্রাগুম্মুটিচেটু।

গম্ভারীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"সুদৃঢ়ত্বচা," "স্থূলত্বচা," "ক্ষীরিণী," "স্নিগ্ধপর্ণী," "কৃষ্ণবৃন্তা," "পীতপুষ্পা," "মহাকুসুমিকা," "পীতফলা"। গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"বাতহা"।

বর্ণন—গম্ভারী, বহুশাখ, মহোচ্চ, বিশাল ছায়াতরু। বঙ্গের সর্ব্বত্র সুলভ নহে। বহুপল্লী অতিক্রম করিলে হয়ত একটী গম্ভারীবৃক্ষ পথিকের নেত্রগোচর হয়। কাণ্ড, দীর্ঘ, কাণ্ডত্বক্ স্থূল, শুভ্রবর্ণ। পত্রের বৃন্ত দীর্ঘ, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম, বৃন্তসন্নিধানে পত্রভাগ ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া অবসিত হইয়াছে, এইস্থানে দুইটী তিনটী কিম্বা ৫টী গ্রন্থি বিদ্যমান, পত্রোদর মসৃণ, পত্রপৃষ্ঠ যেন কোন শুভ্রচূর্ণলিপ্ত। পুষ্প, মিলিতদল, বৃহৎ, পীতবর্ণ, মধ্যে মধ্যে তাম্রবর্ণে চিহ্নিত, হ্রস্ববৃন্ত, ক্ষুদ্র পুষ্পদণ্ডে স্থিত। কুণ্ড ও পুষ্পদণ্ড, তাম্রবর্ণ, সূক্ষ্ম রোমব্যাপ্ত। পুংকেসর ৪টী, তন্মধ্যে দুইটী ছোট দুইটী বড়, পুষ্পনল অতিক্রম পূর্ব্বক উত্থিত। ফল, বৃহত্ত্বে বকুলফলের মত, আকৃতি অলাবুর মত, পক্বফল পীতবর্ণ, স্বাদে অম্লমধুর, বীজশস্য বাদামের মত। বৃক্ষবর্গ বলেন, গম্ভারীর কাষ্ঠ তিন বৎসরকাল নিরবচ্ছিন্ন জলের ভিতর থাকিয়াও কিঞ্চিন্মাত্রও বিকৃত হয় নাই।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্, পত্র, পুষ্প, ফল, ফলমজ্জা। মাত্রা—ফলস্বরস—১—২ তোলা। ফল ও ত্বক্‌কাথ—৫—১০ তোলা। পুষ্পচূর্ণ—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে গম্ভারীর ব্যবহার।

চরক—রক্তাতিসারে গম্ভারীফল—দাড়িমরসযোগে অম্লীকৃত এবং শর্করাযোগে মধুরীকৃত গম্ভারীফলের যূষ রক্তাতিসারী পান করিবে। (চিঃ ১০ অঃ)। (২) গর্ভে শুষ্কে গম্ভারীফল—গম্ভারীফল, যষ্টিমধু এবং চিনির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে, শীর্ণশিশু কিম্বা বায়ু কর্ত্তৃক শুষ্কীকৃত গর্ভ পুষ্টিলাভ করে। (চিঃ ২৮ অঃ)। (৩) বাতরক্তে গম্ভারীত্বক্—যষ্টিমধু এবং গম্ভারীত্বকের কাথে যথাবিধি পক্ব তিল তৈল অভ্যঙ্গ করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৯ অঃ)।

সুশ্রুত—দাহতৃষ্ণান্বিত পিত্তজ্বরে কাশ্মরীফলমজ্জা—গম্ভারীফলমজ্জার কাথ শীতল হইলে শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা দাহ ও তৃষ্ণাযুক্ত পিত্তজ্বর প্রশমক। (উঃ ৩৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে গম্ভারীফল—পিষ্ট গম্ভারীফল মধুর সহিত লেহন করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। শিবদাস বলেন দৈবাৎ মধুর অপ্রাপ্তি কিম্বা মধুপ্রয়োগ অসঙ্গত হইলে অগস্তির রস, চিনির জল, কিম্বা কদলীপুষ্পরসের সহিত সেব্য (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (২ শীতপিত্তে গম্ভারীফল—পক্ক, শুষ্ক, দুগ্ধে সিদ্ধ গম্ভারীফল ভক্ষণ করিলে শীতপিত্ত প্রশমিত হয়।

ভাবপ্রকাশ—অঙ্গুলিবেষ্টে কোমল গম্ভারীপত্র—যে আঙুলে আঙুলহাড়া হইয়াছে সেই আঙুলটী ৭টী কোমল গম্ভারীপত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিলে, আঙুলহাড়া সত্বর নিশ্চিত প্রশমিত হয়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—পতিতস্তনে গম্ভারীত্বক্—গম্ভারীত্বকের ক্বাথ ও কল্কের দ্বারা যথাবিধি পক্ক তিল তৈলে তুলা ভিজাইয়া সেই তুলা পতিত স্তনে স্থাপন করিলে পতিত পয়োধর উত্থিত হইয়া থাকে (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বিরেচনোপগ ও শোথহরবর্গে গম্ভারী এবং দাহপ্রশমনবর্গে গম্ভারীফল পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত সারিবাদিগণে গম্ভারীফল পাঠ করিয়াছেন এবং ফলবর্গে লিখিয়াছেন—"দ্রাক্ষাকাশ্মর্যামধূকপুষ্পখর্জ্জুর প্রভৃতীনি। রক্তপিত্তহরাণ্যাহুর্গুরূণি মধুরানি চ। কেশ্যং রসায়নং মেধ্যং কাশ্মর্য্যং ফলমুচ্যতে॥ (সুঃ ৪৬ অঃ)। পরিভাষাকার কিস্‌মিসের অভাবে গম্ভারীফল ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

Constituents.—The root contains a yellow viscid oil, resin, an alkaloid, a trace of Benzoic acid, and ash free from manganese; the fruit contains butyric and tartaric acids, an alkaloid, saccharine matter, resin and a trace of tannin.

Actions and uses.—Demulcent, stomachic, tonic refrigerant and laxative. The root bark is given in fevers, indigestion and anasarca. With liquorice it is given to increase the secretion of milk in women. The juice of the leaves is demulcent and given in gonorrhœa; other properties are similar to those of arani. The fruits are bitter and cooling and given in fever and burning heat of the body. The bark is used to regulate fermentation of toddy. The wood is used for making artificial limbs, stethescopes &c. (*Materia Medica of India.*—R. N Khory, Part II., p. 470).

নব্যমত—গম্ভারী, স্নিগ্ধ, পাচক, বল্য, শ্রমহর এবং মূত্ররেচক। মূলত্বক, জ্বর, অজীর্ণ এবং অপতন্ত্রীর শোথে সেব্য। যষ্টিমধুসহ ইহা স্তন্যবর্দ্ধনার্থ সেবিত হইয়া থাকে।

পত্রস্বরস, স্নিগ্ধ, ইহা "গণোরিয়ার" সেব্য। অন্যান্য গুণে গম্ভারী গণিয়ারীর তুল্য। গম্ভারীর ফল, তিক্ত (?), জ্বর ও দাহে সেব্য। বৃক্ষত্বক্ তাড়ির উৎসেচন নিয়মিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। গম্ভারীর কাষ্ঠে কৃমিত্র অঙ্গ এবং "ষ্টেথেস্কোপ" প্রভৃতি গঠিত হয়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৪১০ পৃঃ)।

গুগ্‌গুলু—গুগ্‌গুলুঃ।

गुग्गुलुः, पलङ्कषा, पुरः—Balsamodendron Mukal, B. Agallocha, Amyris Commiphora, Commiphora Mukal, C. Africana. निर्य्यासः—The African and Indian Bdellium.

अन्वर्थसंज्ञा—गुग्‌गुलोः—"मरुदेश्यः," "कालनिर्य्यासः," "महिषाक्षः"। कणागुग्‌गुलोः—"गन्धराजः," "स्वर्णकणः," "सुरसः"। भूमिजस्य—"दुर्गाह्लादः"।

सुगन्धिः सुलघुः सूक्ष्मस्तीक्ष्णोष्णः कटुको रसः। कटुपाकः सरोह्यो गुग्‌गुलुः स्निग्ध पिच्छिलः। स नवो बृंहणो वृष्यः पुराणस्त्वपकर्षणः। तैक्ष्ण्यौष्ण्यात् कफवातघ्नः सरत्वात् मलपित्तनुत्। सौगन्ध्यात् पूतिकोष्ठघ्नः सौक्ष्म्यात् चानलदीपनः। सुश्रुतः (चिः ५ अः)।

गुग्‌गुलुः पिच्छिलः मोक्षः कटुस्तिक्तः कषायवान्। वर्ण्यः स्वर्य्यौलघुः सूक्ष्मो रुक्षो वातबलासजित्। अन्यच्च—गुग्‌गुलुः प्रथितः स्निग्धः सरोष्णोऽस्य कफानिलः।—वस्तिमेदोव्रणाक्लेदशोफभूतविकारजित्। गुग्‌गुलु विंपदस्तीक्ष्णः कषायः पिच्छिलः कटुः। वर्ण्यः स्वर्य्यौ लघुर्भेदी स्निग्धो वातबलासजित्। स नवो बृंहणो वृष्यः पुराणस्त्वतिलेखनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

गुग्‌गुलुः कटुतिक्तोष्णः कफमारुतकासजित्। कृमिवातोदरप्लीहशोफार्शोघ्नो रसायनः। कणगुग्‌गुलुः कटूष्णः सुरभिर्वातनाशनः। मूत्रकृच्छ्रोदराध्मानकफघ्नश्च रसायनः। गुग्‌गुलुर्भूमिजस्तिक्तः कटूष्णः

कफवातजित् । उमाप्रियश्च भूतघ्नो मेध्यः सौरभ्यदः सदा । राज-
निघण्टुः ।

महिषाक्षो महानीलः कुमुदः पद्म इत्यपि । हिरण्यः पञ्चमो ज्ञेयो
गुग्गुलोः पञ्चजातयः । भृङ्गाञ्जनसवर्णस्तु महिषाक्ष इति स्मृतः ।
महानीलस्तु विज्ञेयः स्वनामसमलक्षणः । कुमुदः कुमुदाभः स्यात् पद्मो
माणिक्य सन्निभः । हिरण्याक्षस्तु हेमाभः पञ्चानां लिङ्गमीरितम् ।
महिषाक्षो महानीलो गजेन्द्राणां हितावुभौ । हयानां कुमुदः पद्मः
स्वस्त्यारोग्य करौ परौ । विशेषेण मनुष्याणां कनकः परिकीर्त्तितः ।
प्रभावान्महिषाक्षश्च मतं केचिन्नृणामपि । गुग्गुलुर्विशदस्तिक्तो वीर्य्योष्णः
पित्तलः सरः । भग्नसन्धानकृद्वृष्यः कफवातव्रणापचीः । मेदोमेहाश्म-
वातांश्च क्लेदकुष्ठाममारुतान् । पीड़काग्रन्थिशोफार्शः गण्डमालाक्रमीन्
जयेत् । माधुर्य्याच्छमयेद्वातं कषायत्वाच्च पित्तहा । तिक्तत्वात् कफजित्तेन
गुग्गुलुः सर्व्वदोषहा । स नवो वृंहणो वृष्यः पुराणस्त्वतिलेखनः । स्निग्धः
काञ्चनसङ्काशः पक्वजम्बुफलोपमः । नूतनो गुग्गुलुः प्रोक्तः सुगन्धिर्यस्तु
पिच्छिलः । शुष्को दुर्गन्धिकश्चैव त्यक्तप्रकृतवर्णकः । पुराणः स तु विज्ञेयो
गुग्गुलु र्वीर्य्यवर्ज्जितः । अम्लं तीक्ष्ण मजीर्णञ्च व्यवायं श्रममातपम् । मद्यं
रोषन्त्यजेत् सम्यग् गुणार्थी पुरसेवकः । जायन्ते पुरपादपा मरुभुवि,
शीषेऽर्कसन्तापिता । शीतार्त्ता शिशिरेऽपि गुग्गुलुरसं, मुञ्चन्ति ते पञ्चधा ।
हेमाभं महिषाक्षतुल्यमपरं, सत्पद्मरागोपमम् । भृङ्गाभं कुमुदद्युतिश्च विधिना,
ग्राह्या परीक्षा ततः । वह्नौ ज्वलन्ति तपने विलयं प्रयान्ति । क्षिप्यन्ति
कोष्णसलिले पयसः समानाः । ग्राह्याः शुभाः परिहरेच्चिरकालजाता ।
—मज्जारवर्णसमपूयविगन्धवर्णान् । भावप्रकाशः ।

गुग्गुलुर्दीपनस्तिक्तः सकषायो रसायनः । कटुर्मेदोऽनिलश्लेष्मकुष्ठघ्नः
स्रंसनो लघुः । सुस्वादः पीड़काघ्नश्च सोष्णश्च स्पर्शशीतलः । वर्ण्यः
स्वर्य्यः कटुः पाके वृष्यस्तीक्ष्णोऽग्निदीपनः । क्लेदमेहापचीग्रन्थिशोफकृमि-

विनाशनः। स्निग्धः काञ्चनसङ्काशः पक्वजम्बूफलोपमः। नूतनो गुग्गुलुः प्रोक्तः सुगन्धिश्चापि पिच्छिलः। पुराणः शुष्को दुर्गन्धो गतानां नापकर्षकः। राजवल्लभः।

उदररोगे गुग्गुलुः—"शिलाजतु विधानेन गुग्गुलुं वा प्रयोजयेत्" (चिः १८ अः)। चरकः।

ऊरुस्तम्भे गुग्गुलुः—"मूत्रैर्वा गुग्गुलुं श्रेष्ठम्" (चिः ५ अः)। (२) शोथे गुग्गुलुः—"गुग्गुलुं वा मूत्रेण" (चिः २३ अः)। (३) कर्ण-दौर्गन्ध्ये गुग्गुलुः—"गुग्गुलुः कर्णदौर्गन्ध्ये धूपनं श्रेष्ठमुच्यते" (उः २१ अः)। सुश्रुतः।

श्वासे गुग्गुलुः—"गुग्गुलुं वा * । * घृतमुत्तमम्" (चिः ४ अः)। वाग्भटः।

गृध्रस्यां गुग्गुलुः—"रास्नायास्तु पलञ्चैकं कर्षान् पञ्च च गुग्गुलोः। सर्पिषा गुड़िकां कृत्वा खादेद्वा गृध्रसीहराम्"। (वातव्याधि—चिः)। (२) क्रोष्टुकशीर्षे गुग्गुलुः—"गुग्गुलुं क्रोष्टुशीर्षे च गुडूचीत्रिफलाम्भसा" (वातव्याधि—चिः)। (३) विद्रधौ गुग्गुलुः—"गुग्गुलुं मूत्रयुक्तं वा विद्रधौ कफसम्भवे" (विद्रधि—चिः)। चक्रदत्तः।

গুগ্‌গুলুর ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার গুগ্‌গুলুর ভেদ স্বীকার করেন নাই। রাজনিঘণ্টুতে গুগ্‌গুলু, কণগুগ্‌গুলু এবং ভূমিজগুগ্‌গুলুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাব-মিশ্রের মতে গুগ্‌গুলু পাঁচ প্রকার, যথা—মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম এবং হিরণ্য। ইহাদের অতি সংক্ষিপ্ত স্বরূপলক্ষণ ভাবপ্রকাশোক্ত বচনে দ্রষ্টব্য।

গুগ্‌গুলুর অপ্রধর্মসংজ্ঞা—"মরুদেশ্য," "কালনির্য্যাস," "মহিষাক্ষ।" কণগুগ্‌গুলুর —"শকরাজ," "বর্ণকণ," "সুরস"। ভূমিজের—"দুর্গাহলাদ"।

গুগ্‌গুলুর ভাষানাম—বাঃ—গুগ্‌গুল। হিঃ—গুগল, ভৈষাগুগল। মঃ—গুগুল। মঃ—মনাগুগ্গঠ্ঠ। কঃ—ইডবোল। তৈঃ—গুগ্গিলমুচেট্টু, মহীসাক্ষী। ফাঃ—বোএজ-হুদান্। অঃ—মুক্লিমেক্ক্ক।

বর্ণন—গুগ্‌গুলুর বৃক্ষ ভারতবর্ষ, আরব এবং আফ্রিকা দেশে জন্মে; গুগ্‌গুলুবৃক্ষের আঠা গুগ্‌গুল নামে খ্যাত। গুগ্‌গুলুর নিঘণ্টুক্ত "মরুদেশ্য" নাম পাঠ করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, অতি প্রাচীনকালেও আরব বা আফ্রিকা দেশ হইতে ভারতবর্ষে গুগ্‌গুলু আনীত হইত। ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতানা, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গে গুগ্‌গুলুর বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। শীতকালে গুগ্‌গুলু বৃক্ষের কাণ্ডত্বক্ বিদীর্ণ করিয়া দিলে কাণ্ডগাত্র হইতে গুগ্‌গুলু ক্ষরিত হয়। গুগ্‌গুলু ধারণ করিবার জন্য ভূমিতে কোন পাত্র রক্ষিত হয় না, মাটীতেই পড়ে; সুতরাং বাজারের গুগ্‌গুলু এতাদৃশ আবর্জ্জনাপূর্ণ দৃষ্ট হয়। ইংরাজলেখকগণ, গন্ধবিরেজা, শিলারস প্রভৃতি নির্য্যাসকে গুগ্‌গুলু কল্পনা করিয়া, গুগ্‌গুলু বিষয়ক বক্তব্যকে নিরর্থক অতি দীর্ঘ ও নিতান্ত দুরধিগম্য করিয়াছেন। ভাবমিশ্রবৎ যুনানী-লেখকগণও গুগ্‌গুলুর বহুভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ভাবমিশ্র কথিত মহিষাক্ষ, মহানীল, পদ্ম ও কনক, যথাক্রমে যুনানীগ্রন্থকারোক্ত সকল্‌বী, মুকুল্‌-ই-আরব্‌, মুকুল্‌-ই-আজরক্‌ ও মুকুল্‌-ই-আহুদ্‌। উত্তম গুগ্‌গুলুর লক্ষণ বর্ণনে ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—যে গুগ্‌গুলু অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠে, যাহা রৌদ্রে রাখিলে গলিয়া যায়, এবং গরম জলে ফেলিলে গলিয়া দুগ্ধের মত হয় তাহাই উত্তম এবং ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধুনা বাজারে সচরাচর যে গুগ্‌গুলু পাওয়া যায় তাহা, ত্বক্ পত্র, কেশ ও কঙ্করাদিপূর্ণ, নিতান্ত পুরাণ এবং শুষ্ক। এবম্বিধ পরিহারযোগ্য গুগ্‌গুলুর ভেষজার্থ ব্যবহার ফলপ্রদ ও নিরাপদ্ নহে। ইহা দহনার্থ ব্যবহৃত হওয়াই স্পৃহনীয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—নির্য্যাস। মাত্রা—৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে গুগ্‌গুলুর ব্যবহার।

চরক—উদররোগে গুগ্‌গুলু—উদররোগী দুগ্ধমাত্র ভোজন করিয়া, একমাস গুগ্‌গুলু (গোমূত্রসহ) সেবন করিবে। (চিঃ ১৮ অঃ)।

সুশ্রুত—উরুস্তম্ভে গুগ্‌গুলু—উরুস্তম্ভরোগী গোমূত্রের সহিত উত্তম গুগ্‌গুলু পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) শোথে গুগ্‌গুলু—শোথরোগী গোমূত্রের সহিত গুগ্‌গুলু পান করিবে। (চিঃ ২৩ অঃ)। (৩) কর্ণদৌর্গন্ধ্যে গুগ্‌গুলু—পূতিকর্ণে গুগ্‌গুলুর ধূম হিতকর। (উঃ ২১ অঃ)।

বাগ্‌ভট—শ্বাসে গুগ্‌গুলু—শ্বাসরোগী গব্যঘৃতদ্বারা আপ্লুত বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু পান করিবে (চিঃ ৪ অঃ)।

চক্রদত্ত—গৃধ্রসীরোগে গুগ্‌গুলু—রাস্নার মূলচূর্ণ ৮ তোলা ও ১০ তোলা বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু, গব্যঘৃতের সহিত মর্দ্দনান্তে গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, উষ্ণোদকের সহিত প্রাতঃকালে,

গৃধ্রসীবাতব্যাধিগ্রস্ত রোগী সেবন করিবে। (বাতব্যাধি—চিঃ)। (২) ক্রোষ্টুকশীর্ষ-বাতব্যাধিতে গুগ্গুলু—যাহার "শিবামুণ্ড" বাতব্যাধি হইয়াছে তাহাকে গুড়ূচী ও ত্রিফলার কাথসহ উত্তম গুগ্গুলু সেবন করাইবে। (বাতব্যাধি—চিঃ)। (৩) বিদ্রধিতে গুগ্গুলু—কফজবিদ্রধিরোগী গোমূত্রসহ গুগ্গুলু পান করিবে। (বিদ্রধি—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, সংজ্ঞাস্থাপনবর্গে এবং সুশ্রুত এলাদিবর্গে গুগ্গুলু পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—Volatile oil, gum resin, bitter principle.

Actions and uses—Alterative, demulcent, stimulant, tonic, anti-spasmodic and emmenagogue, often combined with aromatics and given in rheumatism, scrofulous affections and nervous diseases The compound pill known as Yogaraja Gugala, used as an alterative in enlarged glands in the neck, chronic rheumatism, dropsy, gleet &c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 179).

নব্যমত—গুগ্গুলু, রসায়ন, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বল্য, আক্ষেপনিবারক এবং আর্ত্তবরজঃস্রাবকারী। ইহা সচরাচর অন্যান্য সুগন্ধি ভেষজের সহিত মিশ্রিত করিয়া, বাত, গলগণ্ড-গণ্ডমালা এবং বাতব্যাধিতে সেবিত হইয়া থাকে। যোগরাজগুগ্গুলু, রসায়ন, ইহা বাত, শোথ, "গণোরিয়া" এবং গলগণ্ডগণ্ডমালা রোগে সেব্য। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ)।

গুগ্গুলু স্নিগ্ধ, মৃদুরেচক, আধ্মানহর এবং রসায়ন। কুষ্ঠ, বাত, ফিরঙ্গরোগের আনুষঙ্গিক রোগবিশেষে ফলপ্রদ। ইহা বাতব্যাধি, গলগণ্ডগণ্ডমালা ও চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কদর্য্যক্ষতে ইহার মলম হিতকর। (ওয়াট্)।

গুঞ্জা—গুঞ্জা।

রক্তগুঞ্জা, চূড়ামণিঃ, উচ্চটা। শ্বেতগুঞ্জা, শ্বেতকাম্ভোজী, সিতোচ্চটা—Abrus Precatorius.

অন্বর্থসংজ্ঞা—রক্তগুঞ্জায়াঃ—"কাকাদনিকা," "রক্তিকা," "শিখণ্ডী"।

গুঞ্জা রক্তা তথা তিক্তা বীর্য্যোষ্ণা চ প্রকীর্তিতা। বিষবৈকল্যজন্তুঘ্নী

रोगग्रामभयापहा । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ॥ गुञ्जाद्वयञ्च शीतोष्णं बीजं वान्तिकरं शिफा । शूलघ्नी विषहृत् पत्रं वश्ये श्वेता प्रशस्यते । धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च ।

गुञ्जाद्वयन्तु केश्यं स्यात् वातपित्तज्वरापहम् । मुखशोषभ्रमश्वास तृष्णामदविनाशनम् । नेत्रामयहरं वृष्यं बल्यं कण्डूव्रणं हरेत् । कृमीन्द्रलुप्त-कुष्ठानि रक्ता च धवलाऽपिच । भावप्रकाशः ।

* मुख शोषकजं वातं भ्रमं श्वासं तृषान्तथा । * बीजं वान्तिकरं मतम् । शूलनाशकरं मूलं पर्णञ्च विषनाशकम् ॥ बृहन्निघण्टुरत्नाकरः ।

इन्द्रलुप्ते गुञ्जापत्रम्—"प्रच्छयित्वावगाढ़ं वा गुञ्जाकल्कैर्मुहुर्मुहुः । लेपयेदुपशान्त्यर्थं *" (चिः २० अः) । (२) वाजीकरणार्थं गुञ्जा-फलम्—"उच्चटाचूर्णमप्येवं क्षीरेणोत्तममिष्यते" (चिः २६ अः) । (३) पूतनाग्रहप्रतिषेधार्थं गुञ्जाफलम्—"* गुञ्जाञ्चधारयेत्" (उः ३२ अः) । सुश्रुतः ।

कर्णपालीविवर्द्धनार्थं गुञ्जाफलम्—"गुञ्जाचूर्णयुते जाते माहिषे क्षीर उद्गतम् । नवनीतं तदभ्यङ्गात् कर्णपालीविवर्द्धनम्" । (कर्णरोग—चिः) । चक्रदत्तः ।

पित्तविसर्पे गुञ्जापत्रम्—"* पित्तविसर्पे वा गुञ्जापत्रैस्तु लेपनम्" । (चिः ११ अः) । हारीतः ।

दारुणके गुञ्जाफलम्—'गुञ्जाफलैः शृतं तैलं भृङ्गराजरसेन च । कण्डूदारुणहृत् कुष्ठकपालव्याधिनाशनम्" ॥ भावप्रकाशः ।

गण्डमालायां गुञ्जाफलमूले—"गुञ्जाफलमूलैस्तैलं तोये द्विगुणिते पचेत् । नस्याभ्यङ्गेन शमयेद्गण्डमालां सुदारुणाम्" ॥ (गण्डमाला—चिः) । (२) गृध्रस्यां गुञ्जापत्रम्—'द्विविस्तानेतु गृध्रस्यां शिरां प्रच्छ्यवेधिताम् । गुञ्जापत्ररसेन लिप्ता च शमयन्ति वेदनाम् । वङ्गसेनः ।

গুঞ্জার ভাষানাম—বৈদ্যকে, রক্তগুঞ্জা, চূড়ামণি ও উচ্চটা এবং শ্বেতগুঞ্জা, শ্বেতকাম্ভোজী ও সিতোচ্চটা নামে ব্যবহৃত। বাঃ—কুঁচ। কোঃ—রত্তিফল। হিঃ—ঘুঁঘচি, চিরমিটী। মঃ—গুঞ্জা। গুঃ—চণোটিয়াতী। কঃ—গুলগুঞ্জে, এরড়ু। তৈঃ—গুলুবিন্দে। তাঃ—কারিন। উঃ—কুঞ্জ। কাঃ—চশ্‌মেখ্‌রুস্‌। অঃ—হব্‌ (সুর্থ, সফেদ্‌)।

রক্তগুঞ্জার অন্বর্থসংজ্ঞা—"কৃষ্ণচূড়িকা," "রক্তিকা," "ভিল্লভূষণী"।

বর্ণন—গুঞ্জা পরিবেষ্টিকা লতা। শিম্বি পরিপক্ক হইলে লতার প্রতান শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। বর্ষার বারিপাতে মূল হইতে পুনঃ অভিনব প্রতান নির্গত হইয়া থাকে। শরৎকালে গুঞ্জালতা পুষ্পিত হয়। গুঞ্জার পাতা, তেঁতুলপাতার মত। ফুল,—শিমের ফুলের মত—কেবল তদপেক্ষা বৃহত্তর এবং গোলাপীবর্ণ। শিম্বি,—ছোট, প্রত্যেক শিম্বির ভিতর ২—৬টী কুঁচ থাকে। রক্ত ও শ্বেতভেদে কুঁচ প্রধানতঃ দুই প্রকার। লালকুঁচের গাত্র লাল, কাল চিহ্নযুক্ত এবং শ্বেতকুঁচের গাত্র শ্বেত, কৃষ্ণচিহ্নযুক্ত, কচিৎ বা এই কৃষ্ণচিহ্নের অভাব লক্ষিত হয়। গুঞ্জার বর্ণগত বৈচিত্র্য গণনীয় নহে—প্রত্যক্ষদর্শী জানেন একই লতায় এমনকি একই শিম্বির ভিতর, একটী লাল, কৃষ্ণচিহ্নান্বিত, অপরটী নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণ, কোনটীর কতকটা লাল কতকটা কাল, কুঁচ থাকে। ইহাও প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে যে লালকুঁচগুলি অর্দ্ধপকাবস্থা পর্য্যন্ত সমগ্র কৃষ্ণবর্ণ থাকে। গুঞ্জার মূলাপেক্ষা পত্রের স্বাদ মধুরতর।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, বীজ।

বৈদ্যকে গুঞ্জার ব্যবহার।

সুশ্রুত—**ইন্দ্রলুপ্তে** গুঞ্জাপত্র—কেশভূমির ত্বকে কিঞ্চিৎ "আঁচড়" দিয়া পিষ্টগুঞ্জাপত্র লেপন করিলে টাক নিবৃত্তি পাইয়া কেশোদ্গম হয়। (চিঃ ২০ অঃ)। (২) **বাজীকরণার্থ** গুঞ্জাফল—শোধিত গুঞ্জাফলের শস্য (কাঁজিতে কিম্বা দুগ্ধে সিদ্ধ করিলে শোধিত হয়) চূর্ণ ধারোষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয়। (চিঃ ২৬ অঃ)। (৩) **পূতনাগ্রহপ্রতিষেধার্থ** গুঞ্জাফল—শিশু পূতনাগ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে উহাকে গুঞ্জাফল ধারণ করাইবে (উঃ ৩২ অঃ)।

চক্রদত্ত—**কর্ণপালীবিবর্দ্ধনার্থ** গুঞ্জাফল—গুঞ্জাফলের শস্য চূর্ণ করিয়া বস্ত্রপূত করিবে। এই চূর্ণ মাহিষদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া, এই দুগ্ধের দধি প্রস্তুত করিবে। এই দধি হইতে যে নবনীত প্রস্তুত হইবে তাহা কাণের পাতায় মর্দ্দন করিলে কানের পাতা (কর্ণপালী) বর্দ্ধিত হয়।

হারীত—পিত্তবিসর্পে গুঞ্জাপত্র—পিত্তবিসর্পে গুঞ্জাপত্রের প্রলেপ দিবে (চিঃ ৩৩ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—দারুণকে গুঞ্জাফল—গুঞ্জাফলশস্যের কল্ক এবং ভৃঙ্গরাজের স্বরস দ্বারা যথাবিধি পক্ক তিল তৈল মর্দ্দন করিলে, রুকি, খুস্কি, কেশদক্রু নিবৃত্তি পায়। (ক্ষুদ্র-রোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—গণ্ডমালায় গুঞ্জাফল—গুঞ্জামূল ও ফলের কল্ক ও দ্বিগুণ (তৈলের দ্বিগুণ) জলসহ যথাবিধি পক্ক তিল তৈলের নস্য ও অভ্যঙ্গ করিলে সুদারুণ গণ্ডমালা প্রশমিত হয়। (গণ্ডমালা—চিঃ)। (২) গৃধ্রসীতে গুঞ্জাপত্র ও ফল—গৃধ্রসী রোগীর কটী কিম্বা সক্থির দুই তিন স্থানের সিরা প্রচ্ছন্নবেধিত করিয়া গুঞ্জাপত্রকল্ক লেপন করিলে সদ্যঃ বেদনার নিবৃত্তি হয়। (বাতব্যাধি—চিঃ)। লৌহিত্যোৎপাদক বলিয়া ফলশস্যের প্রলেপই যুক্ত। ফলশস্য ব্যবহৃত হইলে সিরাবেধ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

বক্তব্য—গুঞ্জাফল উপবিষ। চরক, স্থাবরবিষবর্গে (চিঃ ২৫ অঃ) গুঞ্জা পাঠ করেন নাই। সুশ্রুত, মূলবিষবর্গে (কঃ ২ অঃ) গুঞ্জা পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং সৌশ্রুত মতে গুঞ্জার মূল বিষ। রসরাজসুন্দরে লিখিত আছে "গুঞ্জা কাঞ্জিকসংস্বিন্না প্রহরাচ্ছুধ্যতি ধ্রুবম্"। গুঞ্জাবিষের প্রতীকার প্রস্তাবে উপদিষ্ট হইয়াছে—"মেঘনাদরসো-গ্রাহ্যঃ শর্করাযুক্তপানতঃ। উচ্চটায়া বিকারস্য শান্তিঃ স্যাৎ—"। মেঘনাদের বাঙলা নাম চাপানটে। নব্যেরা বলেন—গুঞ্জাফলশস্য সেবিত হইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায় না, কিন্তু ক্ষতমুখে ইহার প্রলেপ বিষতুল্য ক্রিয়া করে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের চর্ম্মকারেরা চর্ম্মলোভে ত্বগ্‌ভেদ পূর্ব্বক গো-শরীরে পিষ্টগুঞ্জাফলশস্যের তীক্ষ্ণাগ্রবর্ত্তি প্রবিষ্ট করাইয়া গোহত্যা করিয়া থাকে। বৈদ্যকে কেশভূমি আঁচড়াইয়া তাহাতে গুঞ্জাকল্কের প্রলেপ বিহিত হইয়াছে। ছিয়াজে গুঞ্জাফলপ্রলেপের বিষকারিত্ব স্মরণপূর্ব্বক, এসকল স্থলে গুঞ্জাশব্দে গুঞ্জাপত্র ব্যবহৃত হওয়া উচিত। পঞ্জাবান্তর্গত হোসিয়ারপুর জেলায় গুঞ্জামূলকাথ গর্ভস্রাব করাইবার জন্য সেবিত হইয়া থাকে। অশুদ্ধ গুঞ্জাফল সেবিত হইলে অতিবিরেচন ও অতিবমন হইয়া বিসূচীকার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। চরকে অন্তঃপরিমার্জ্জনার্থ গুঞ্জাফলের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। ভাবমিশ্র কুষ্ঠাধিকারোক্ত "মহাভল্লাতকাবলেহে" এবং গোপালভট্ট উরুস্তম্ভাধিকারোক্ত "গুঞ্জাভদ্ররসে" সেবনার্থ গুঞ্জাফল ব্যবহার করিয়াছেন। অজ্ঞলোকে মনে করে গুঞ্জার মূলই যষ্টিমধু। উভয়ের স্বাদুত্বই বোধ হয় এই ভ্রান্তির কারণ।

Constituents.—The seeds contain some fixed oil, arabic acid, two proteid poisons, called aphyt-albuminose and paraglobulin, closely

allied to principles found in snake venom, like ricin and to proteids contained in papaw juice. The root, leaves and branches contain sugar, and glycyrrhizic acid

Actions and uses.—The seeds are harmless when eaten, but poisonous when a paste of them is applied to open wounds. Applied to the eyes they set up inflammation, œdema of the lids and ulceration of the cornea. The face and neck become swollen and the maxillary glands enlarged

Internally the seeds are demulcent, expectorant like liquorice ; used in cough and gonorrhœa. The fresh leaves are chewed with cubebs and sugar to relieve hoarseness of voice as in sore-throat and aphthæ in the mouth. In spermatorrhœa with bloody discharges, the white abrus leaves and henna leaves triturated with the powder of the root of holostemma rheedii with cumin seeds and sugar are given internally. With Chitrakamula the paste of the leaves is applied in skin diseases as leucoderma, and also recommended as a cure for baldness over the scalp. The infusion of the seeds should be used fresh, as in a short time it decomposes and swarms with bacteria. Boric acid may be added to prevent decomposition. It is used as an application for the eyes for the cure of pannus and old granular lids. Its use should be followed by weak solution of alum or borax. When applied to the inner surface it produces artificial purulent ophthalmia, varying in intensity with the frequency of the applications. It is also used for the cure of lupus and unhealthy culers. The paste of the seeds (1 in 4) is used as a rubefacient in sciatica, stiff shoulders and paralysis. The dried roots are made use of in the same manner as liquorice root. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 181).

নব্যমত—গুঞ্জাফলশস্য সেবন করিলে কোন অনিষ্টোৎপত্তি হয় না, কিন্তু ক্ষতে ইহার প্রলেপ দিলে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে নেত্রের প্রদাহ, চোখের পাতার স্ফীতি এবং অক্ষিতারকার ক্ষত জন্মে, মুখমণ্ডল ও গ্রীবা স্ফীত এবং কর্ণমূলসমীপস্থ গ্রন্থি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ভক্ষিত হইলে ইহা যষ্টিমধুর মত স্নিগ্ধ ও কফ-নিঃসারক, এবং কাস ও "গণোরিয়া" রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুঁচের টাটকা পাতা কাবাবচিনি ও চিনির সহিত চর্ব্বণ করিলে স্বরভঙ্গ, গলক্ষত এবং মুখের শ্লেষ্মধরাকলার দধিবিন্দুবৎ শুভ্রক্ষত (Aphthæ) প্রশমিত হয়। রক্তমিশ্রিত শুক্রমেহে শ্বেতগুঞ্জার পত্র, মেহেদিপাতা, জীরা ও চিনিসহ সেবন করিবে। চিতামূল ও শ্বেতগুঞ্জার পত্রের প্রলেপ চর্ম্ম

বিকার বিশেষে (leucoderma) হিতকর, টাকে ইহার প্রলেপ ভিষগ্‌গণের অনুমোদিত। গুঞ্জাফলের ফাণ্ট (infusion) প্রস্তুত করিয়াই ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু অল্পকাল মধ্যেই উহা বিকৃত এবং জীবাণুবহুল হইয়া থাকে। কিন্তু ফাণ্টে "বোরিক্ এসিড্" মিশ্রিত করিলে উহা অবিকৃত থাকে।

গুড়ূচী—গুড়ূচী।

গুড়ূচী, অমৃতা, ছিন্নরুহা, বৎসাদনী—Tinospora Cordifolia.

अन्वर्थसंज्ञा—वल्लीगुडूच्याः——"छिन्नरुहा," "वत्सादनी," "ज्वरनाशनी"। कन्दोद्भवायाः—"पिण्डामृता," "कन्दरोहिणी," "रसायनी"।

गुडूची स्वरसे तिक्ता कषायोष्णा गुरुस्तथा। त्रिदोषजन्तुरक्तार्शः-कुष्ठज्वरहरा परा। गुडूच्यायुष्प्रदा मेध्या तिक्ता संग्राहिणी बला। ज्वर-हृट्पाण्डुवातास्रकच्छर्दिमेहत्रिदोषजित्। गुडूची कफवातघ्नी पित्तमेदो-विशोषिणी। रक्तवातप्रशमनी कण्डूविसर्पनाशनी। कन्दोद्भवागुडूची च कटूष्णा सन्निपातहा। विषघ्नी ज्वरभूतघ्नी वलिपलितनाशिनी। अन्यच्च—घृतेन वातं सगुडा विबन्धं। पित्तं सिताढ्या मधुना कफञ्च। वातास्र-मुग्रं रुबुतैलमिश्रा। शुण्ठ्याऽऽमवातं शमयेद्गुडूची। धन्वन्तरीय-निघण्टुः।

ज्ञेया गुडूची गुरुरुष्णवीर्या। तिक्ता कषाया ज्वरनाशिनी च। दाहा-र्तिहृष्णावमिरक्तवात।—प्रमेहपाण्डुभ्रमहारिणी च॥ राजनिघण्टुः।

गुडूची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी। संग्राहिणी कषायोष्णा लघ्वी बल्याग्निदीपनी। दोषत्रयामतृड्दाहमेहकासांश्च पाण्डुताम्। कामलाकुष्ठवातास्रज्वरक्रिमिवमीन् हरेत्। प्रमेहश्वासकासार्शःकृच्छ्र-हृद्रोगवातनुत्। भावप्रकाशः।

गुड़ूची ग्राहिणी बल्या त्रिदोषघ्नी रसायनी। दीपनी ज्वरतृट्छर्दिका-मलावातपित्तनुत्। राजवल्लभः।

रसायने गुड़ूची—"रसोगुड़ूच्यास्तु" (चिः १ अः)। (२) विषम-ज्वरे गुड़ूची—"* गुड़ूच्या रसमेव वा" (चिः ३ अः)। (३) काम-लायां गुड़ूची—"* गुड़ूच्या वा रसं। शीतं मधुयुतं प्रातः कामलार्त्तः पिबेन्नरः"। (चिः २० अः)। (४) पित्तात्मिकायां छर्द्यां गुड़ूची—* गुड़ूच्या जलं" (चिः २३ अः)। (५) वातरक्ते गुड़ूची—"गुड़ूची-रसदुग्धाभ्यां तैलं * वातरक्तनुत्"। (चिः २८ अः)। (६) स्तन्य-शुद्ध्यर्थं गुड़ूची—"अमृतासप्तपर्णत्वक्‌क्वाथश्चैव समागरम्"। (चिः ३० अः)। चरकः।

पित्तप्रबले वातरक्ते गुड़ूची—"पित्तप्रबले * गुड़ूचीकषायं वा" (चिः ५ अः)। (२) अर्शःसु गुड़ूची—"एष एव * * गुड़ूचीषु तत्रकल्पः" (चिः ६ अः)। (३) वातज्वरे गुड़ूची—"शृत-शीतकषायं वा गुड़ूच्याः पेयमेवतु (उः ३९ अः)। सुश्रुतः।

मेहे गुड़ूची—"मधुयुक्तं गुड़ूच्या वा रसं" (चिः १२ अः)। वाग्भटः।

बलाधानार्थं गुड़ूची—"अमृतायाः शतं चूर्णं वाससा परिशोधितम्। पृथक् षोड़शभागाः स्युः गुड़माक्षिकसर्पिषाम्। यथाग्निं भक्षयेदेतं नरो हितमिताशनः। नास्य कश्चिद्भवेद्व्याधि र्न जरापलितं नच। (मः खः १मः भाः)। (२) जीर्णज्वरे गुड़ूची—"पिप्पली मधुसंयुक्तः क्वाथ च्छिन्नोद्भवोद्भवः। जीर्णज्वरकफध्वंसी *" (ज्वर—चिः)। (३) काम-लायां गुड़ूचीपत्रम्—"गुड़ूचीपत्रकल्कं वा पिबेत्तक्रेण कामली" (कामला—चिः)। भावप्रकाशः।

আমবাতে গুড়ূচী—"গুড়ূচী নাগরৈর্বা" (আমবাত—চিঃ)। (২) জ্বরিণঃ গ্লানার্থং গুড়ূচী—"পত্রং গুড়ূচ্যাঃ গ্লানার্থং জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ" (জ্বর—চিঃ)। (৩) শ্লীপদে গুড়ূচী—"শ্লীপদঘ্নো রসোঽভ্যাসাৎ গুড়ূচ্যাস্তৈলসংযুতঃ" (শ্লীপদ—চিঃ)। (৪) কুষ্ঠে গুড়ূচী—"ছিন্নায়াঃ স্বরসো বাপি সেব্যমানা যথাবলম্। জীর্ণে ঘৃতেন ভুঞ্জীত স্বল্পং যূষোদকেন বা। অতিপূতিশরীরোঽপি দিব্যরূপী ভবেন্নরঃ"। (কুষ্ঠ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

তিসৃষ্বপি ছর্দ্দিষু গুড়ূচী—"শৃতং গুড়ূচ্যা বিধিবৎ কষায়ং হিমসংস্থিতম্। তিসৃষ্বপি ভবেৎ পথ্যং মাক্ষিকেণ সমন্বিতম্"। (ছর্দ্দি—চিঃ)। (২) হৃদয়াশ্রিতে বায়ৌ গুড়ূচী—"হৃদয়ানিলনাশায় গুড়ূচীমরিচান্বিতম্। পিবেৎ প্রাতঃ প্রযত্নেন সম্যগুষ্ণাম্ভসা সহ"॥ (বাতব্যাধি—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

গুড়ূচীর ভাষানাম—বাঃ—গুলঞ্চ। কোঃ—গুলটাই, গুলাই। হিঃ গিলোয়। মঃ—গুঠবেল। গুঃ—গলো। কঃ—অমরদবল্লী। তৈঃ—তিপ্পতিগা, তিপ্পাতিজ্ঞ, গোধূচি। তাঃ—সিন্দি, নকোদি। কাশ্ম—গুরুঞ্চী। কাঃ—গিলাই। অঃ—গিলোই।

গুড়ূচীর অন্বর্থসংজ্ঞা—বল্লীগুড়ূচীর—"ছিন্নরুহা," "বৎসাদনী," "জ্বরনাশনী"। কন্দোদ্ভবার—"পিণ্ডামৃতা," "কন্দরোহিণী," "রসায়নী"।

বর্ণন—গুড়ূচী পরিবেষ্টিকা লতা। অতি পুরাণ হইলে মনুষ্যের বাহুতুল্য স্থূল হইয়া থাকে। ত্বক্ পাতলা কাগজের মত। পাতা, প্রায় পানের মত। ফুল গুচ্ছাকারে বিস্তৃত, অতিক্ষুদ্র, হরিদ্রাভশ্বেতবর্ণ। ফল, মটর কলায়ের মত, পাকিলে লাল হয়। আর এক প্রকার গুড়ূচী আছে ইহার ডাঁটায় কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণাগ্র অর্দ্ধদাকৃতি উৎসেধ থাকে, লোকে ইহাকে "পদ্ম গুড়ূচী" বলে। কন্দোদ্ভবা গুড়ূচী সুপরিচিত ও সুলভ নহে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, সমগ্রলতা। মাত্রা—পত্রকল্ক—৪—৮ আনা। কাণ্ডচূর্ণ ২—৪ আনা। কাথ—৫—১০ তোলা। স্বরস ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে গুড়ূচীর ব্যবহার।

চরক—রসায়নে গুড়ূচী—রসায়নকামী কদোদ্ভবা গুড়ূচীর রস পান করিবে। (চিঃ ১ অঃ)। (২) বিষমজ্বরে গুড়ূচী—গুড়ূচীর রস বিষমজ্বরে হিতকর। (চিঃ ১৩ অঃ)। (৩) কামলায় গুড়ূচী—কামলাপীড়িত মনুষ্য প্রাতঃকালে গুড়ূচীর রস কিম্বা শীতকষায় মধুযোগে পান করিবে। (চিঃ ২০ অঃ)। (৪) পিত্তজবমনে গুড়ূচী—পিত্তজবমনে গুড়ূচীর কাথ পান করিবে। (চিঃ ২৩ অঃ)। (৫) বাতরক্তে গুড়ূচী—গুড়ূচীর রস এবং দুগ্ধসহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৯ অঃ)। (৬) স্তন্যশুদ্ধ্যর্থ গুড়ূচী—গুড়ূচী ও সপ্তপর্ণের কাথ, শুণ্ঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত—পিত্তপ্রবল বাতরক্তে গুড়ূচী—পিত্তপ্রবল বাতরক্তে গুড়ূচীর কাথ পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। অর্শে গুড়ূচী—গুড়ূচী পেষণ পূর্ব্বক একটী মৃৎপাত্রের অভ্যন্তর ভাগ লেপন করিয়া, ঐ পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া দধি প্রস্তুত করিবে। অর্শোরোগীর পক্ষে এই দধিজাত তক্রপান প্রশস্ত। (চিঃ ৬ অঃ)। বাতজ্বরে গুড়ূচী—বাতজ্বররোগী গুড়ূচীর কাথ শীতল হইলে পান করিবে। (উঃ ৩৯ অঃ)।

বাগ্‌ভট—মেহে গুড়ূচী—মেহরোগী মধু প্রক্ষেপ দিয়া গুড়ূচীর রস পান করিবে। (চিঃ ১২ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—বলাধানার্থ গুড়ূচী—বস্ত্রপূত সূক্ষ্ম গুড়ূচীচূর্ণ ১০০ ভাগ, পুরাণ ইক্ষুগুড়, মধু এবং গব্যঘৃত প্রত্যেকে ১৬ ভাগ। মোদক প্রস্তুত করিয়া, হিতমিতাশী হইয়া অগ্নিবলানুসারে সেবন করিবে। ইহা পরম বল্য। (মঃ খঃ ১মঃ ভাঃ)। (২) জীর্ণজ্বরে গুড়ূচী—গুড়ূচীর কাথ পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জীর্ণজ্বর ও কফ ধ্বংস করে। (জ্বর—চিঃ)। (৩) কামলায় গুড়ূচীপত্র—কামলারোগী তক্রের সহিত গুড়ূচীপত্র পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে। (কামলা—চিঃ)।

চক্রদত্ত—আমবাতে গুড়ূচী—আমবাতগ্রস্ত মনুষ্য গুড়ূচী পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে সেবন করিবে। (আমবাত—চিঃ)। (২) জ্বররোগীর শাকার্থ গুড়ূচী-পত্র—জ্বররোগী গুড়ূচীর পত্র শাকস্বরূপ ভোজন করিবে (জ্বর—চিঃ)। (৩) শ্লীপদে গুড়ূচী—তিল তৈল বা কটুতৈলযোগে গুড়ূচীর রস সেবন করিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়। (শ্লীপদ—চিঃ)। (৪) কুষ্ঠে গুড়ূচী—বলানুসারে গুড়ূচীর স্বরস পান করিবে। উক্ত

জীর্ণ হইলে গব্যঘৃতের সহিত কিম্বা কিঞ্চিৎ যূষের (মুদ্গাদির) সহিত অন্ন ভোজন করিলে গলিতকুষ্ঠীও দিব্যরূপ প্রাপ্ত হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—বমনে গুড়ূচী—গুড়ূচীর শীতকষায় মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতপিত্তকফজ, ত্রিবিধ বমনই নিবৃত্তি পায় (ছর্দ্দি—চিঃ)। (২) হৃদয়স্থিত বায়ুতে গুড়ূচী—বায়ু বিগুণতা প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়স্থিত হইলে অর্থাৎ অস্বাভাবিকভাবে "বুক ধড়ফড়" করিলে, প্রাতঃকালে পিষ্টগুড়ূচী কিঞ্চিৎ মরিচচূর্ণসহ উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। (বাতব্যাধি—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, সন্ধানীয়, পিপাসানাশক, স্তন্যশোধক, স্নেহোপগ, তৃষ্ণানিগ্রহণ, মূত্রবিরেচনীয়, দাহপ্রশমন ও বয়ঃস্থাপন বর্গে এবং সুশ্রুত, আরগ্বধাদি, শ্যামাদি, পটোলাদি, কাকোল্যাদি, গুড়ূচ্যাদি ও বল্লীসংজ্ঞ বর্গে গুড়ূচী পাঠ করিয়াছেন। যে সকল দ্রব্য আর্দ্র গ্রহণ করিবার উপদেশ আছে গুড়ূচী তাহাদের অন্যতম।

Constituents.—The root and stem contains starchy extract, bitter principle and a trace of berberine.

Actions and uses.—Fresh stem is more efficacious than the dry and is a good substitute for calumba. It is a stomachic bitter tonic, alterative, aphrodisiac, antiperiodic and demulcent, given in dyspepsia and in debility caused by repeated attacks of fever. Like peruvian barks it is a good febrifuge ; used in enlarged spleen. As an alterative given in secondary syphilis, rheumatism, leprosy, skin diseases, such as impetigo, and in jaundice. As a diuretic and demulcent it is given in dysuria in scanty high-coloured urine due to catarrh of the bladder. The juice of the stem combined with Pakanbhed and honey, is given in gonorrhœa. The starchy extract is nutritious, largely used in native practice in cold fevers, and seminal weakness, also in urinary affections. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 31.)

"Favourably spoken of by those who have tried it (T. Cordifolia) as a tonic, antiperiodic and diuretic." (*Dymock*—Part I., p. 55).

নব্যমত—শুষ্কাপেক্ষা আর্দ্রগুড়ূচী অধিক ফলপ্রদ। ইহা কলম্বার প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। গুড়ূচী, পাচক, তিক্তবল্য, রসায়ন, বৃষ্য, জ্বরনিবারক ও স্নিগ্ধ। ইহা গ্রহণী ও পুনঃ পুনঃ জ্বরাগমন কৃত দৌর্ব্বল্যে সেব্য। গুড়ূচী "পিরুভিয়ান্ বার্কের" মত জ্বরঘ্ন এবং প্লীহবিবৃদ্ধি রোগে সেবনীয়। গুড়ূচী রসায়ন বলিয়া ফিরঙ্গরোগের অবস্থা বিশেষে (secondary syphilis), বাত, কুষ্ঠ, চর্ম্মবিকারবিশেষ (Impetigo) এবং কামলা

রোগে সেব্য। স্নিগ্ধ এবং মূত্রল হেতু ইহা, মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং বস্তিগত দুষ্টশ্লেষ্মকর্তৃক রক্তবর্ণ অল্পপরিমাণ মূত্রনির্গমে হিতকর। পাষাণভেদী ও মধুসহ গুড়ূচীর রস "গণোরিয়া" রোগে সেবনীয়। গুলঞ্চের নাল পুষ্টিকর। এতদ্দেশীয় চিকিৎকগণ, শীতজ্বর, শুক্রক্ষয়কৃত দৌর্ব্বল্য এবং মূত্রদোষে ইহা ব্যাপকরূপে ব্যবহার করেন। (ফোরি—২য় খণ্ড, ৩১ পৃঃ)।

গুড়ূচী যে বল্য, জ্বরনিবারক এবং মূত্রল ইহা বহুচিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে। (ডিমক—১ম খণ্ড, ৫৫ পৃঃ)।

গোক্ষুর—গোক্ষুরঃ।

गोक्षुरः, त्रिकण्टकः, श्वदंष्ट्रः——Tribulus Terrestris, T. Lanuginosus.

अन्वर्थसंज्ञा—"गोक्षुरः," "त्रिकण्टकः," "वनशृङ्गाटः," "कण्टफलः," "क्षुरकः," "श्वदंष्ट्रः," "षषपत्रकः"।

श्वदंष्ट्रो बृंहणो वृष्यस्त्रिदोषशमनोऽश्मिजित्। मूलहृद्रोगकृच्छ्रघ्नः प्रमेहविनिवर्त्तकः। अन्यच्च—गोक्षुरो मूत्रकृच्छ्रघ्नो वृष्यः स्वादुः समीरजित्। मूलहृद्रोगशमनो बृंहणो मेहनाशनः। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः।**

स्वातामुभौ गोक्षुरकौ सुशीतलौ। बलप्रदौ तौ मधुरौ च बृंहणौ। कृच्छ्राश्मरीमेहविदाहनाशनौ। रसायनौ तत्र बृहत्गुणः परः। **राजनिघण्टुः।**

गोक्षुरः शीतलः स्वादुर्बलकृद्वस्तिशोधनः। मधुरो दीपनो वृष्यः पुष्टिदश्चाश्मरीहरः। प्रमेहश्वासकासार्शःकृच्छ्रहृद्रोगवातनुत्। त्रिकण्टस्याफलं वृष्यं स्यात्तिक्तं स्रोतोविशोधनम्। **भावप्रकाशः।**

गोक्षुरोमूत्रकृच्छ्रघ्नो बल्यो वृष्योऽग्निदीपकः। तिक्तं गोक्षुरकं शाकं वृष्यं स्रोतोविशोधनम्। **राजवल्लभः।**

बीजं गोक्षुरकं पीतं मूत्रलं शोथवारणम्। वृष्यमायुष्करं शुक्रमेहनुत् कृच्छ्रनाशनम्। आत्रेयसंहिता।

अश्मर्य्यां गोक्षुरः—"गोक्षुरको मूत्रकृच्छ्रानिलहराणाम्" (सूः २५ अः)। (२) मूत्रमार्गात् सरुजं प्रवृत्ते मूत्रे गोक्षुरः—गोक्षुरकैः श्रृतम्वा" (चिः ५ अः)। (३) अश्मर्य्यां गोक्षुरः—"घृतं श्वदंष्ट्रास्वरसेन सिद्धम्। क्षीरेण चैवाष्टगुणेन पेयम्"। (चिः २६ अः)। चरकः।

अश्मरीभेदनार्थं गोक्षुरः—"त्रिकण्टकस्य बीजानि चूर्णं माक्षिक—संयुतम्। अविक्षीरेण सप्ताहमश्मरीभेदनं पिबेत्"। (चिः ७ अः)। सुश्रुतः।

मूत्रकृच्छ्रे मूत्रकृच्छ्रे गोक्षुरः—"क्वाथं गोक्षुरबीजस्य यवक्षारयुतं पिबेत्। मूत्रकृच्छ्रं शकृज्जञ्च पीतः शीघ्रं विनाशयेत्"। (मूत्रकृच्छ्र—चिः)। (२) आमवाते गोक्षुरः—"शुण्ठीगोक्षुरकक्वाथः प्रातः प्रात र्निषेवितः। सामे वाते कटीशूले पाचनं रुक्प्रणाशनम्"॥ (आमवात—चिः)। चक्रदत्तः।

গোক্ষুরের ভাষানাম—বাঃ—গোখ্‌রি। কোঃ—গোক্ষুরকাঁটা। হিঃ—গোখুরু, ছোটেগোখরু, গোরখুল। গুঃ—গোখরু। তৈঃ—পালেরু। উঃ—গোখরা। ফাঃ—ভুরবেখার খরু। অঃ—বজ্‌রুলখরু, বকুলতল্‌খার, খস্‌ক্‌।

গোক্ষুরের অন্বর্থসংজ্ঞা—"ত্রিকণ্টক," "বনশৃঙ্গাটঃ," "কণ্টফল," "ক্ষুরক," "শ্বদংষ্ট্রা," "চণকক্রম"।

বর্ণন—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে গোক্ষুর দ্বিবিধ। ক্ষুদ্রগোক্ষুরের পাতা বুটের (চণকের) পাতার মত, ফুল পীতবর্ণ, ফল ছয়টী কণ্টকযুক্ত। বৃহৎগোক্ষুরের ক্ষুপ, হ্রস্ব, পত্র শ্বেতাভ, ফুল—শ্বেত ও পীতবর্ণ, ফল—মার্বেলের মত, পাঁচকোণা এবং চারিকোণে ৪টী কণ্টক বিদ্যমান। বৃহৎগোক্ষুরের বীজ আর্দ্র বা নবীনাবস্থায় সুগন্ধি, স্বাদে কষায়।

Pedalium Murex নাম উদ্ভিদের ফল ঠিক্ গোক্ষুরের ফলের মত কণ্টকযুক্ত, কিন্তু আকৃতিতে গো-ক্ষুরতুল্য নহে, এবং ইহা তিক্ত ও পিচ্ছিল। ইহা বৈদ্যকোক্ত গোক্ষুর নহে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, ফল। পত্র—শাকার্থ ব্যবহৃত হয়। ফলচূর্ণ ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে গোক্ষুরের ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে গোক্ষুর—মূত্রকৃচ্ছ্রহর ও বায়ুনাশক দ্রব্যের মধ্যে গোক্ষুর শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) সরুক্ মূত্রনির্গমে গোক্ষুর—মূত্রত্যাগ কালে বেদনা বোধ হইলে গোক্ষুরের কাথ পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) অশ্মরীতে গোক্ষুর—গোক্ষুরের স্বরস (অভাবে কাথ) এবং ঘৃতের অষ্টগুণ গব্যদুগ্ধসহ যথাবিধি গব্যঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে সঞ্চিত অশ্মরী নির্গত হইয়া থাকে। (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত—অশ্মরীভেদনার্থ গোক্ষুর—গোক্ষুরচূর্ণে মধু মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত পান করিলে সপ্তাহ মধ্যে সঞ্চিত বৃহৎ অশ্মরী চূর্ণ হইয়া নির্গত হইয়া থাকে। (চিঃ ৭ অঃ)।

চক্রদত্ত—শকৃজ্জ মূত্রকৃচ্ছ্রে গোক্ষুর—গোক্ষুরের কাথ যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে নিরন্তর মলবেগ ধারণজন্য যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, তাহা নিবৃত্তি পায়। (মূত্রকৃচ্ছ্র—চিঃ)। (২) আমবাতে গোক্ষুর—শুণ্ঠী ও গোক্ষুরের কাথ প্রাতে সেবন করিলে আমবাতাশ্রিত কটীশূল প্রণষ্ট হয়। (আমবাত—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, অনুবাসনোপগ, মূত্রবিরেচনীয় ও শোথহর বর্গে এবং সুশ্রুত, বিদারিগন্ধাদি, বীরতর্বাদি এবং কণ্টকসংজ্ঞবর্গে গোক্ষুর পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The extract of the powdered fruits contains an alkaloid, a resin, probably the source of the aroma, fat and mineral matter 14 p. c.

Actions and uses.—Alterative, diuretic, demulcent, and aphrodisiac. An infusion is used to relieve painful micturition to increase the flow of urine, and as a vehicle for diuretic medicines in dysuria, gonorrhœa, urinary disorders, and for the relief of nocturnal emissions, incontinence of urine and impotence; its action closely resembles that of buchu and uva ursi. It is generally given with hyoscyamus and opium. (*Materia Medica of India*.—R. N. Khory, Part II., p. 149).

নব্যমত—গোক্ষুরবীজ, রসায়ন, মূত্রজনক, স্নিগ্ধ এবং বৃষ্য। গোক্ষুরের শীতকষায়, কষ্টপ্রদ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছায় সেবন করিতে দিলে মূত্রের স্রাব বর্দ্ধিত করিয়া যন্ত্রণার লঘুতা জন্মাইয়া থাকে। গোক্ষুর মূত্রকৃচ্ছ্র, "গণোরিয়া" এবং বিবিধ মূত্রদোষের পীড়ায় ব্যবহৃত ঔষধের অনুপানরূপে সেবিত হইয়া থাকে। ইহা সেবিত হইলে, মূত্রবেগ ধারণে অশক্তি, শুক্রদোষ এবং পুরুষত্বহানি প্রশমিত হয়। এস্থলে গোক্ষুর, "বুচু" (Barosma

Betulina, B. p.) এবং "উভাঅর্সি"—(Arctostaphylos, Uva Ursi, B. p.) তুল্য কার্য্য করিয়া থাকে ; ইহা প্রায়ই খোরাসানিযমানী এবং অহিফেনের সহিত প্রযুক্ত হয়। (কোরি—২য় খণ্ড, ১৪৯ পৃঃ)।

গোধাপদী—गोधापदी।

गोधापदो, हंसपादी, गोधावती—Vitis Pedata, Cissus Pedatus.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"गोधावती गोआलिया इति ख्याता"। **शिवदासः।**

हंसपादी कटूष्णा स्याद्विषभूतविनाशनी। अपस्मारदोषघ्नी विज्ञेया च रसायनी। राजनिघण्टुः।

हंसपादी गुरुः शीता हन्ति रक्तविषव्रणान्। विसर्पदाहातीसार-लूताभूताग्निरोहिणीः। भावप्रकाशः।

मूत्राघाते गोधावतीमूलम्—"**गोधावत्या मूलं क्वथितं घृततैलगोरसैं मिश्रम्। पीतं निरुद्धमचिराद्भिनत्ति मूत्रस्य संघातम्।** (मूत्राघात—चि:)। (२) **श्लीपदकोपोत्थे ज्वरे गोधावतीमूलम्**—"**गोधावतीमूलयुक्तां स्वादे आषेघरीं नरः। जयेत् श्लीपदकोपोत्थं ज्वरं सद्यो न संशयः। चक्रदत्तः।**

গোধাপদীর ভাষানাম—বাঃ- গোয়ালেলতা।

বর্ণন—ইহা বৃক্ষাশ্রিতা সুদীর্ঘ লতা। পত্রের বৈচিত্র্যানুসারে গোয়ালেলতা তিন প্রকার—বড় গোয়ালে, ছোট গোয়ালে, ছয় আঙুলে গোয়ালে। শেষোক্ত জাতিই ঔষধার্থে প্রশস্ত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল।

বৈদ্যকে গোধাপদীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—মূত্রাঘাতে গোধাপদীমূল—গোধাপদীমূলের কাথে গব্যঘৃত, তিলতৈল এবং দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায় (মূত্রাঘাত—চিঃ)।

(২) শ্লীপদকোপোত্থজ্বরে গোধাবতীমূল—গোধাবতীর মূল পেষণ পূর্ব্বক পিষ্টমাষ-কলায়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক ভক্ষণে শ্লীপদ (গোদ) জন্য জ্বর নিঃসংশয় নিবৃত্তি পায়। (শ্লীপদ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরকের "দশেমানি"তে গোধাপদীর উল্লেখ নাই। সৌশ্রুত বিদারীগন্ধাদি-গণের টীকায় ডল্লণ লিখিয়াছেন—"হংসপাদী মধুস্রবা হংসপাদাকারপত্রা পীতপুষ্পা জলযুক্ত-দেশজাতা হংসপাঙ্গ ইতিলোকে প্রসিদ্ধা"। আমরা পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের দৃষ্টান্তানুসারে হংসপাদী শব্দ গোধাপদীর পর্য্যায়রূপে পাঠ করিয়াছি। ডহলোক্ত হংসপাদী পৃথক্ উদ্ভিদ্।

Actions and uses.—The leaves are astringent. The decoction is used to check uterine and other fluxes. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 136).

নব্যমত—গোয়ালিয়ার পাতা কষায় ও ধারক। মূলকাথ, রক্তমূত্রণ কিম্বা অন্যবিধ রক্তস্রাব রোধ করিতে পারে। (কোরি—২য় খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ)।

গোধূম—गोधूमः।

गोधूमः—Triticum Vulgari, T. Æstivum.

वृष्यः शीतो गुरुः स्निग्धो जीवनो वातपित्तहा। सन्धानो श्लेष्मलो बल्यो गोधूमः स्थैर्य्यकृत् सरः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

गोधूमः स्निग्धमधुरो वातघ्नः पित्तदाहकृत्। गुरुः श्लेष्मामदो बल्यो रुचिरो वीर्य्यवर्द्धनः। स्निग्धोऽन्योलघुगोधूमो गुरुर्वृष्यः कफापहः। आमदोषकरो बल्यो मधुरो वीर्य्यपुष्टिदः। राजनिघण्टुः।

सन्धानकृद्वातहरो गोधूमः स्वादुशीतलः। जीवनो बृंहणो वृष्यः स्निग्धः स्थैर्य्यकरो गुरुः। नान्दीमुखी मधूली च मधुरस्निग्धशीतले। चरकः—सू: २७ अः।

गोधूम उक्तो मधुरोगुरुश्च। बल्यः स्थिरः शुक्ररुचिप्रदश्च। स्निग्धोऽति-शीतोऽनिलपित्तहन्ता। सन्धानकृत् श्लेष्मकरः सरश्च॥ सुश्रुतः—सू: ४६ अः।

गोधूमो मधुरः शीतो वातपित्तहरोगुरुः। कफशुक्रप्रदो बल्यः स्निग्धः सन्धानकृत् सरः। जीवनो वृंहणो वर्ण्यो व्रण्योरथ्यः स्थिरत्वकृत्। मधूली शीतला स्निग्धा पित्तघ्नी मधुरा लघुः। शुक्रला वृंहणी पथ्या तद्वन्नान्दीमुखः स्मृतः। भावप्रकाशः।

गोधूमः स्थैर्य्यकृद्वृष्यः स्निग्धः शीतः सरो गुरुः। सन्धाता वृंहणो बल्यो जीवनो वातपित्तहा। चक्रपाणिः॥ गोधूमो वृंहणो बल्यो जीवनो वातपित्तहा। वृष्यो स्निग्धो गुरुः शीतः सन्धाता स्थैर्य्यकृत् सरः॥ राजवल्लभः॥ गुरुर्मधुरविष्टम्भी वृष्यो बल्योऽथ वृंहणः। ईषत्कषायमधुरो गोधूमःस्यात्त्रिदोषहा॥ हारीतः॥

अस्थिभग्ने गोधूमः—"सष्टतेन * गोधूमं *। सन्धियुक्तेऽस्थिभग्ने च पिवेत् क्षीरेण मानवः॥ (भग्न—चिः)। चक्रदत्तः।

कफशूले जीर्णगोधूमः—"मधुना जीर्णगोधूमं कफशूले प्रयोजयेत्। (शूल—चिः)। (२) हृदामये गोधूमः—"तैलाज्यगुड़विपक्वं चूर्णं गोधूमपार्थोत्थम्। पिवति पयोभुक् स भवति गतसकलहृदामयः पुरुषः। भावप्रकाशः।

গোধূমের ভাষানাম—বাঃ—গম। হিঃ—গেহুঁ। মঃ—গহুঁ। গুঃ—ঘউঁ। কঃ—গোদী। তৈঃ—গোত্মমু। ফাঃ—গন্দুম্। অঃ—হিণ্ডে। পাঃ—খানক্। ইং—হুইট্।

গোধূমের ভেদ—ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্জাব, মূলতান, রাজপুতনা, সিন্ধু, অযোধ্যা, সম্বলপুর, জব্বলপুর, নরসিংহপুর, হোসেঙ্গাবাদ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী, কাঠিয়াবাড় এবং ইংলণ্ড, ব্রহ্ম ও চীনদেশে প্রচুর গোধূম জন্মে। ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকার গোধূমের আবাদ হয়। কার্ত্তিক হইতে মাঘের প্রথম পর্য্যন্ত বপনের কাল এবং বৈশাখে ছেদনের উপযুক্ত হয়। ইংলণ্ডে শরৎ ও বসন্তকালে দুই জাতীয় গোধূমের চাষ হইয়া থাকে। চীনদেশে শীত ও বসন্ত ঋতুতে হো-নন, শেন-সি, শান-সি, শান-তুঙ্গ ও পে-চি-লি নাম স্থানে গোধূমের চাষ হইয়া থাকে। পঞ্জাবে নানাজাতীয় গোধূম জন্মে তন্মধ্যে দুই প্রকার

গোধূমের শুঁয়া আছে। একের রুটী কাল অন্যের রুটী কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণ হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে একপ্রকার সমধিক শুভ্র গোধূম জন্মে ইহার নাম "দাদখানি"। মুলতানের গমে শুঁয়া নাই। অযোধ্যায় চারিপ্রকার গোধূম জন্মে—সফেদ, মোরিলবা, রমোদবা ও দালিয়া। মোরিলবার শুঁয়া নাই। বোম্বাই প্রদেশের গম অপেক্ষাকৃত শুভ্র। ইহা কাঠিয়াবাড় জেলার গম অপেক্ষা ভারী। কাঠিয়াবাড়ের গমের ময়দা কিছু কাল হয়। ভাবমিশ্র বলেন—গোধূম তিনপ্রকার—মহাগোধূম, মধূলী ও দীর্ঘগোধূম। মহাগোধূম (বড়গোধূমা) পশ্চিম দেশ হইতে আনীত। মধূলীগোধূম এতদপেক্ষা কিছু ছোট। ইহা মধ্যদেশে (দেহ্লী, আগরা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে) জন্মে। দীর্ঘগোধূমের শুঁয়া নাই, ইহাকে নান্দীমুখ বলে।

বৈদ্যকে গোধূমের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—অস্থিভগ্নে গোধূম—যাহার অস্থি ভগ্ন হইয়াছে তাহাকে গব্যঘৃত ও দুগ্ধসহ পুরাণ গোধূমচূর্ণ সেবন করাইবে। (ভগ্ন—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—কফশূলে জীর্ণগোধূম—কফশূলী মধুর সহিত পুরাণ গোধূম চূর্ণ করিয়া সেবন করিবে। (শূল—চিঃ)। (২) হৃদ্রোগে গোধূম—গোধূম ও অর্জ্জুনত্বক্-চূর্ণ সমভাগে লইয়া, তিলতৈল ও গব্যঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ভাজিয়া, জল ও গুড়যোগে মোহনভোগের মত পাক করিবে। দুগ্ধমাত্রভোজী হইয়া ইহা ভোজন করিলে মনুষ্য হৃদ্রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে। (হৃদ্রোগ—চিঃ)।

Constituents.—Wheaten flour contains all the constituents of wheat except cellulose, a part of starch, sugar and a large proportion of gluten, hence of less nutritive value than brown bread. It contains albuminoids 13·5 p. c., starch 68·4, oil 1·2, fibre 2·7, ash 1·7, free extractive 6·7, and sachhorine matter. The ash contains phosphoric acid. The flower contains nitrogenated principles, chiefly gluten or vegetable fibrin, vegetable caseine and fat.

Actions and uses.—Wheat starch is nutritive, restorative, demulcent and emollient. It is used by women to check profuse menstruation and in leucorrhœa. As an emollient, it is dusted over the inflamed skin as in burns, scalds &c. It also makes an excellent binding material in bandage. The bran is used for making poultices. Starches.—These are hydrocarbons found in vegetable food and represent fats in animal food. They are heat-producing agents, and do not enter into the structure or into the repair of the waste of tissues; for the well being

of human frame about 14 ozs. of hydrocarbon is necessary. In vegetable food, starch and sugar exists in four or five times the quantity of proteïd material. Wheat contains starch in very large quantity. When taken in excess it delays tissue metamorphosis, deposits fat and increases the production of adipose tissue and leads to flatulence and acidity. It often produces sugar in the urine. Given in disorders of the stomach and intestines as diarrhœa, dysentery, in hepatic disorders, in Bright's disease, alcoholism, gout and rheumatism. In fevers, these carbo-hydrates are very useful in supporting life and in preventing starvation and exhaustion due to want of fuel food. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 646).

নব্যমত—গোধূমশ্বেতসার, পোষক, স্বাস্থ্যানুবর্ত্তক এবং স্নিগ্ধ। প্রচুর আর্ত্তবরজঃস্রাবরোধার্থ এবং প্রদরে স্ত্রীলোকেরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অগ্নি বা উষ্ণবস্তু দ্বারা দগ্ধস্থান এতদ্দ্বারা অবধূলিত করা হয়। অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে মেদোবৃদ্ধি, উদরাধ্মান, বিদগ্ধাজীর্ণ এবং মূত্রে শর্করা জন্মে। ইহা যকৃদ্বিকৃতিজাত রোগ, শোথবিশেষ, (Bright's disease) মদাত্যয়, আমবাত রোগের পথ্য। (ক্ষোরি—২য় খণ্ড, ৬৪৬ পৃঃ)।

ঘৃতকুমারী—घृतकुमारी।

कुमारी, गृहकन्या, कन्या—Aloes Indica, A. Perfoliata, A. Vera, A. Chinensis.

उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—"स्थलेरुहा"। परिचयज्ञापिका संज्ञा—"स्थूलदला," "दीर्घपत्रिका," "कण्टकप्रावृता," "विपुलस्रवा"।

गृहकन्या हिमा तिक्ता मदगन्धि कफापहा। पित्तकासविषश्वास-कुष्ठघ्नी च रसायनी। राजनिघण्टुः।

कुमारी भेदिनी शीता तिक्ता नेत्र्या रसायनी। मधुरा बृंहणी बल्या वृष्या वातविषप्रणुत्। गुल्मप्लीहयकृद्वृद्धि कफज्वरहरी हरेत्। ग्रन्थ्यग्नि-दग्धविस्फोटपित्तरक्तत्वगामयान्। भावप्रकाशः।

কামলায়াং কুমারী—"অপহরতি কামলার্ত্তিং নস্যেন কুমারীকা রসঃ সদ্যঃ" (কামলা—চিঃ)। (২) গুল্মে কুমারী—"গুল্মী কুমারিকা-মাংসং ক্ষর্যাদ্ গোমূত্রান্বিতম্" (গুল্ম—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

প্লীহ্নি কুমারী—"নিশাচূর্ণযুতঃ কন্যারসঃ প্লীহাঽপচীহরঃ"। শার্ঙ্গধরঃ।

ঘৃতকুমারীর ভাষানাম—বাঃ—ঘৃতকুমারী। হিঃ—ঘিউকুমার কুবরেপাট। কোঃ—ঘিক্বকঞ্চন। মঃ—কোরফড, কোরকাণ্টা। গুঃ—কুবার। কঃ—লোম্বিসর। তৈঃ—পিন্নগোরিকণ্টলবন্দ। ফাঃ—দরখতেসির। অঃ—মুস্বর।

উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—"স্থলেরুহা" পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—"দীর্ঘ-পত্রিকা," "স্থূলদলা," "কণ্টকপ্রাবৃতা," "বিপুলস্রবা"।

বর্ণন—উপরিলিখিত অবর্থ পর্য্যায়শব্দগুলি দ্বারাই ইহা যথেষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। ঘৃতকুমারীর যষ্ট্যাকৃতি পুষ্পদণ্ড হইতে লেবু রঙের ফুল বাহির হয়—এই ফুলের জন্যই ঘৃত-কুমারী "ভৃঙ্গেষ্টা"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ঘৃতকুমারীর রস হইতে মুসব্বর প্রস্তুত হয়। চরক, সুশ্রুত ও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে কুমারী কিম্বা মুসব্বরের উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণের গ্রন্থে আমরা কুমারীর উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু মুসব্বরের ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় না। মুসব্বর চর্ম্মবদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছদেশ হইতে আনীত বলিয় বোধ হয় ইহার ব্যবহারে কুণ্ঠা জন্মিয়াছিল। ঘৃতকুমারীর শস্য ১—২ তোলা। মুসব্বর ¼—½ আনা।

বৈদ্যকে ঘৃতকুমারীর ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ—কামলায় কুমারী—কামলারোগী ঘৃতকুমারীর রসে নস্য করিলে কামলা প্রশমিত হয় (কামলা—চিঃ)। (২) গুল্মে কুমারী—গুল্মরোগী গবাম্রূত যোগে ঘৃতকুমারীর শাঁস সেবন করিবে (গুল্ম—চিঃ)।

শার্ঙ্গধর—প্লীহায় কুমারী—হরিদ্রাচূর্ণযোগে ঘৃতকুমারীর রস সেবন করিলে প্লীহা ও অপচীরোগ প্রশমিত হয়।

বক্তব্য—মুসব্বর প্রধানতঃ চারি প্রকার :—(১) সকোট্রাইন, (২) এরেবিয়ান্, (৩) জাফিরাবাদ, (৪) বহীপুর।

সকোর্ট্রাইন্ মুসব্বর প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃতকুমারীক্ষুপের সন্নিহিত মৃত্তিকায় ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া, সেই স্থলে ছাগচর্ম্ম বিস্তৃত করে এবং পরিপুষ্ট, কর্ত্তিত ঘৃতকুমারী পত্রাবলীর কর্ত্তিত প্রান্ত ছাগচর্ম্মাস্তৃত বিবরের অভিমুখী করিয়া বৃত্তাকারে ৩।৪ থাকে সজ্জিত করিয়া রাখে। প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যে কর্ত্তিত প্রান্ত হইতে মৃদুভাবে সমস্ত রস প্রবাহিত হইয়া ছাগচর্ম্মে সঞ্চিত হয়। এই রস বর্ণতঃ ফিকে পীত। ইহার স্বাদ ও গন্ধ অহৃদ্য। অনন্তর সঞ্চিত রস চর্ম্মবিনির্ম্মিত পুটকে (থলে) স্থাপন করে এবং এইরূপ তরলাবস্থাতেই ইহা মস্কট ও আরব দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। মাসাধিক কাল এই ভাবে থাকিলে, ইহার জলীয়াংশ পরিশুষ্ক হইয়া গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং পক্ষান্তে জমাট্ বাঁধিয়া কঠিন হয়। এই কঠিনাবস্থাতেই ইহা ভিন্ন দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। চর্ম্মবদ্ধ সকোট্রাইন্ মুসব্বর জাঞ্জিবর এবং লোহিতসাগরতীরবর্ত্তী বন্দর হইতে বোম্বাই সহরে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এই মুসব্বরে প্রচুর চর্ম্মখণ্ড এবং প্রস্তরাদি মিশ্রিত থাকে। বোম্বাই সহরে আনীত হইলে ইহা চর্ম্মপুটক হইতে নিষ্কাশিত হইয়া বাক্সে স্থাপিত ও য়ুরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে। **উত্তম সকোর্ট্রাইন মুসব্বর** দেখিতে কটাসোণালী রঙের, উপরি কঠিন, অভ্যন্তর কোমল ও এক প্রকার বিচিত্র সুগন্ধযুক্ত। ইহার কণা বা চূর্ণ কটা লেবুরঙের, কচিৎ ইহা প্রায় তরলাবস্থাতেই থাকে।

এরেবিয়ান্ অর্থাৎ আরবদেশজাত মুসব্বর—এডেন্ নামক বন্দর হইতে এদেশে আনীত হয় বলিয়া লোকতঃ ইহা এডেন মুসব্বর নামে প্রসিদ্ধ। **প্রস্তুত প্রণালী**—ঘৃতকুমারীর স্থূলপত্র পেষণপূর্ব্বক যাবৎ তন্নিঃসৃত রস তরল না হয় তাবৎ পদতলে মর্দ্দন করে। কিছুদিন পরে এই রস গাঢ় হয় তখন চর্ম্মপুটকে বদ্ধ করিয়া যাবৎ শুষ্ক না হয় তাবৎ রৌদ্রে রাখিয়া দেয়। এইরূপ কদর্য্য প্রণালীতে প্রস্তুত করে বলিয়াই আরবদেশীয় মুসব্বর তাদৃশ উত্তম হয় না। আরবীয় ও পারসীয় গ্রন্থকারগণ আরবীয় মুসব্বরাপেক্ষা সকোট্রাইন মুসব্বরের উপাদেয়তা স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আরবদেশীয় মুসব্বরেরই প্রচলন অধিক। ভৈষজ্যগুণ ইহাতে যথেষ্ট বিদ্যমান। খণ্ডাকৃতি **আরবীয় মুসব্বর,** কৃষ্ণবর্ণ, সচ্ছিদ্র, ইহার ছোট ছোট টুক্‌রা পীতাভ কটারঙের এবং চিক্কণ। ইহাতে মুসব্বরের তীক্ষ্ণ গন্ধ বিদ্যমান। সকোর্ট্রাইন্ বা জাফিরাবাদের মুসব্বরের মত সুগন্ধি নহে। নাইট্রিক্ এসিড্ সহ মিলিত হইলে ইহা লোহিতবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

জাফিরাবাদের মুসব্বর—জাফিরাবাদ হইতে আনীত মুসব্বর বৃত্তপিষ্টকাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহাতে চক্‌চকে কাট আছে। ক্ষুদ্র টুক্‌রাগুলি পীতাভকটা, চক্‌চকে; ইহার চূর্ণ ফিকেপীতবর্ণ। গন্ধ, মুসব্বরের গন্ধের তুল্য হইলেও সকোর্ট্রাইন্ মুসব্বরের গন্ধও কিঞ্চিৎ অনুভূত হয়। নাইট্রিক্ এসিডের সহিত মিশ্রিত করিলে ইহা লোহিতবর্ণ হয় না।

মহীশূর মুসব্বর—যে জাতীয় ঘৃতকুমারীর পত্ররস হইতে এই মুসব্বর প্রস্তুত হয় সম্ভবতঃ তাহা A. Veraরই জাতিভেদ। মহীশূর মুসব্বর শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

Constituents.—Aloin ; resins 30 to 50 p.c., volatile oil and ash 1 p.c., also aloetic and chrysammic acids. The odour is due to the volatile oil.

Actions and uses.—Hepatic, stimulant, cathartic, emmenagogue and vermifuge ; in small doses stomachic, hepatic, tonic and astringent. It stimulates the mammæ, liver and the pelvic organs, giving rise to abortion, hæmorrhoids, and priapism in the male ; and the milk in the female assumes a purgative quality ; in large doses it is an indirect emmenagogue and cathartic. It acts chiefly on the lower half of the large intestines and especially on the rectum producing copious soft stools with some griping and pain. It diffuses into the blood and is eliminated by the mucous membranes of the colon. It is chiefly given in fevers and enlarged glands as the liver, spleen &c It is rubbed round the navel to open the bowels in young children. It is commonly given with honey to children (newly born) to hasten expulsion of the meconium. It has a slow but certain action in constipation, dependent upon fever and debilitating diseases due to old age, to sedentary habits and to repeated pregnancies. In hæmorrhoids with mucous discharges it is very useful. As an enema it is used to expell ascarides. Aloes with myrrh nuxvomica and iron is useful in amenorrhœa, hypochondriasis, atonic dyspepsia and constipation. As a local stimulant it acts favourably in skin diseases. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., pp. 609-10.)

নব্যমত—মুসব্বর, যকৃতের ক্রিয়াবৰ্দ্ধক, মৃদুরেচক, আর্ত্তবরজঃস্রাবকারী এবং কৃমিনিঃসারক। অল্পমাত্রায় পাচক, যকৃতের বলবৰ্দ্ধক এবং ধারক। মুসব্বর সেবিত হইলে স্তন, যকৃৎ এবং কট্যভ্যন্তরস্থিত ইন্দ্রিয়গণ উত্তেজিত হয়, সুতরাং গর্ভস্রাব, অধোগ-রক্তপ্রবৃত্তি, এবং পুংশরীরে শিশ্নের সতত উত্তেজিত ভাবে অবস্থান, জন্মাইয়া থাকে। মুসব্বর সেবন করিলে রমণীগণের স্তন্যও রেচনীশক্তি প্রাপ্ত হয়। অধিকমাত্রায় সেবিত হইলে রজঃস্রাবকারী ও রেচক। মুসব্বর বৃহদন্ত্রের নিম্নাংশে বিশেষতঃ গুহ্যদেশে (Rectum) ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এবং শূল ও কুন্থনের সহিত প্রচুর অকঠিন মল পাতিত করে। ভক্ষিত মুসব্বর রক্তে মিশ্রিত ও সঞ্চালিত হইয়া, অন্ত্রের শ্লেষ্মধরাকলা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। শিশুগণের নাভিতে এরণ্ডতৈলে মৰ্দ্দিত মুসব্বর মর্দ্দন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। সদ্যোজাত শিশুকে মধুসহ মৰ্দ্দিত মুসব্বর লেহন করাইলে গর্ভমল ("কাল্‌ও") ত্বরায় বহির্গত হয়। বৃদ্ধবয়সের দৌর্ব্বল্যোৎপাদক পীড়া, ব্যায়ামবর্জ্জন

পূর্ব্বক শয্যাসনসুখেরতি এবং পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ জন্য যে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিয়া থাকে তাহা দূরীকরণার্থ মুসব্বর সেবন করা উচিত। এস্থলে মুসব্বরের ক্রিয়া ত্বরিত না হইলেও নিশ্চিত বটে। অর্শোরোগীর আমসংযুক্ত রক্তস্রাবে ইহা ফলপ্রদ। লৌহাদির সহিত সেবিত হইলে ইহা আর্ত্তবরজোরোধ বা রজঃকৃচ্ছ্র, বিমর্ষাত্মক মনোবিকার, গ্রহণী এবং কোষ্ঠবদ্ধ রোগে বিশেষ হিতকর। ইহার প্রলেপ চর্ম্মবিকারনাশক। (কোরি—২য় খণ্ডঃ)।

চক্রমর্দ্দ—चक्रमर्द्दः।

चक्रमर्द्दः, एड़गजः, प्रपुन्नाटः—Cassia Alata, C. Fœtida.

अन्वर्थसंज्ञा—"मेषाक्षिकुसुमः," "दद्रुघ्नः," "शकुनाशनः," "हरु-बीजः," "खर्ज्जूघ्नः"।

चक्रमर्द्दः कटूष्णः स्यात् मेदोघ्नो वातकफापहः। दद्रुकण्डूहरः कान्ति-सौकुमार्य्यकरो मतः। **धन्वन्तरीयनिघण्टुः**।

चक्रमर्द्दः कटुस्तीव्रमेदोवातकफापहः। व्रणकण्डूतिकुष्ठार्त्तिदद्रु-पामादिदोषनुत्। **राजनिघण्टुः**।

चक्रमर्द्दोलघुः स्वादूरुक्षः पित्तानिलापहः। हृद्योहिमः कफश्वास-कुष्ठदद्रुकृमीन् हरेत्। हन्त्युष्णं तत् फलं कुष्ठकण्डूदद्रुविषानिलान्। गुल्मकासकृमिश्वासनाशनं कटुकं स्मृतम्। **भावप्रकाशः**।

सिध्मकुष्ठे एड़गजफलम्—"एड़गजसर्ज्जरसः *। काञ्जिके युक्तन्तु पृथङ्मतमिदमुद्वर्त्तनं क्रमशो लेपाः"। (चिः ७ अः)। **चरकः**।

गण्डमालायां चक्रमर्द्दमूलम्—चक्रमर्द्दकमूलस्य कल्कं कृत्वा विपा-चयेत्। केशराजरसे तैलं कटुकं मृदुनाऽग्निना। पक्का शेषे विनिक्षिप्य सिन्दूर मवतारयेत्। एतत् तैलं निहन्त्याशु गण्डमालां सुदारुणाम्"।
(২) **दद्रौ** चक्रमर्द्दबीजम्—चक्रमर्द्दकबीजस्य मूत्रकाञ्जिकपेषितम्। दद्रुघ्नं लेपनं

কুর্য্যাৎ ॥। (বৃন্দ—বিঃ)। (২) অর্দ্ধাবভেদে চক্রমর্দ্দবীজম্—"॥ অর্দ্ধবিভেদজিৎ। চক্রমর্দ্দকবীজৈর্ব্বা লেপঃ কাঞ্জিকসাধিতঃ"। (হিতোটোম —বিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

চক্রমর্দ্দের ভাষানাম—বাঃ—চাকুন্দে। কোঃ—বড়হেলেঞ্চা। আসাঃ—মেদেলুয়া। হিঃ—চকবড়, পওয়াড়, পমাড়। মঃ—টাংকাঠ্ঠা, তরোটা। গুঃ—কুবাধিয়ো। কঃ—চগচে। তৈঃ—তাংটামু। ফাঃ—সংজীসবোয়া।

চক্রমর্দ্দের অন্বর্থসংজ্ঞা—"মেষাক্ষিকুসুম," "দদ্রুঘ্ন," "শকুনাশন," "দৃঢ়বীজ," "খর্জ্জুঘ্ন"।

বর্ণন—অনেকে চক্রমর্দ্দ ভ্রমে কাসমর্দ্দ এবং কাসমর্দ্দ ভ্রমে চক্রমর্দ্দ বর্ণন করিয়াছেন। এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ আমরা কাসমর্দ্দের সহিত তুলনায় চক্রমর্দ্দ বর্ণন করিতেছি। কাসমর্দ্দের কাণ্ড নরাঙ্গুষ্ঠাধিক স্থূল হয় না; চক্রমর্দ্দের কাণ্ড, উর্ব্বর ভূমিতে নরজঙ্ঘাতুল্য স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। কাসমর্দ্দের পত্র গোল এবং প্রায় এক সাধারণ বৃন্তে ৫টীর অধিক হয় না, চক্রমর্দ্দের পত্র দীর্ঘ, সূক্ষ্মাগ্র এবং এক সাধারণ বৃন্তে সাতটী নয়টী কচিৎ এতদধিক দৃষ্ট হয়। চক্রমর্দ্দের পত্রসন্নিবেশের বিশিষ্টত্ব এই—ইহার প্রথম পত্রযুগ্ম অন্যাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং পত্রাগ্রভাগ পশ্চাদ্দিকে মোড়া। কাসমর্দ্দের পুষ্প ক্ষুদ্র, ইহার পুষ্প বৃহৎ। কাসমর্দ্দের শিম্বি ক্ষীণ এবং গোল, ইহার শিম্বি চাপ্টা, বীজ সংখ্যানুসারে উচ্চনীচ ভাবে বন্ধুর এবং তরুণাবস্থায় শিম্বির আস্তর কতকগুলি বেগুণে রঙের চিহ্নাঙ্কিত থাকে। চক্রমর্দ্দ বর্ষাশেষে কিম্বা শরতে পুষ্পিত হয়—পুষ্প পীতবর্ণ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ, মূলত্বক্।

বৈদ্যকে চক্রমর্দ্দের ব্যবহার।

চরক—সিধ্মকুষ্ঠে চক্রমর্দ্দফল—ধুনা এবং চাকুন্দেবীজ কাঞ্জিতে পেষণ পূর্ব্বক সিধ্ম (ছুলি) স্থান তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিলে কিম্বা প্রলেপ দিলে সিধ্ম বিনাশ পায়। (চিঃ—৭ অঃ)।

বঙ্গসেন—গণ্ডমালায় চক্রমর্দ্দমূল—চাকুন্দের মূলের ছালের কল্ক এবং ভেকরাজের রসের সহিত যথাবিধি সার্ষপ তৈল পাক করিয়া কিঞ্চিৎ সিন্দূর প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সুদারুণ গণ্ডমালা প্রশমিত হয়। (গণ্ডমালা—চিঃ) (২) দদ্রুরোগে চক্রমর্দ্দবীজ—মূলার কাথে চাকুন্দের বীজ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে দদ্রু

বিনষ্ট হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৩) অর্দ্ধাবভেদকে চক্রমর্দ্দবীজ—কাঁজিপিষ্ট চক্রমর্দ্দবীজের প্রলেপ দিলে আধকপালে আরাম হয়। (শিরোরোগ—চিঃ)।

Constituents.—The seeds contain a glucosidal substance similar to emodin which agrees with crysophanic acid in most of its properties. The leaves contain a principle similar to cathartin and a red colouring matter as in senna leaves, also mineral matters.

Actions and uses.—It has a great effect as an alterative in all kinds of skin diseases accompanied with induration as leprosy, cheloid, psoriasis &c. The juice of the leaves is applied to relieve cutaneous inflammation caused by bhilamo. The seeds, mixed with Karanja tela (Pongamia glabra) are used locally as an application for ring worm. With sour milk it is used externally in eczema. A paste of the root with lime juice is used for ring-worm also for buboes in plague. The decoction of the leaves is aperient and given to children during teething. Locally they are used as a poultice over the boils to hasten suppuration. Lately the seeds have been used as a substitute for coffee. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 202.)

নব্যমত—চক্রমর্দ্দ রসায়ন, বিবিধ চর্ম্মরোগের মহৌষধ। ভল্লাতককৃত ত্বগ্‌গত প্রদাহে ইহার পত্ররস লেপন করা হয়। ইহার বীজ করঞ্জতৈলে পেষণ পূর্ব্বক দদ্রুতে প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। দধিপিষ্ট বীজের লেপ পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। লেবুর রসে পিষ্ট বীজকল্ক, দদ্রু এবং প্লেগের গ্রন্থিস্ফীতিতে লেপনার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহার পত্রকাথ সর অর্থাৎ মৃদুরেচক, শিশুগণের দন্তোদ্গমকালে এই কাথ পান করান হইয়া থাকে। পত্রের লেপ অপক্ব স্ফোটককে পক্ক করে। সম্প্রতি চক্রমর্দ্দপত্র কাফির প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ২০২ পৃঃ)।

চন্দন—চন্দনম্ ।

শ্বেতচন্দনম্, শ্রীখণ্ডম্, ভদ্রশ্রীঃ—Santalum Album. **রক্তচন্দনম্**—Pterocarpus Santalinus. **কুচন্দনম্**—Adenanthera Pavonina.

অন্বর্থসংজ্ঞা—শ্বেতচন্দনস্য—"গন্ধসারং," "সর্পাবাসম্," "গন্ধসারম্," "মলয়জম্"। রক্তচন্দনস্য—"তিলপর্ণম্," "প্রবালফলম্,"

"रक्तसारम्," "ताम्रसारम्," "सुद्रचन्दनम्"। कुचन्दनस्य—"रक्तकाष्ठम्," "पट्टरञ्जनम्"। कालीयकस्य—"नारायणप्रियम्," "पीतकाष्ठम्"। वर्व्वरिकस्य—"श्वेतम्," "निर्गन्धम्"। हरिचन्दनस्य—"महागन्धं," "लोहितम्"।

श्रीखण्डं शीतलं स्वादु तिक्तं पित्तविनाशनम्। रक्तप्रसादनम् वृष्यमन्तर्द्दाहापहारकम्। पित्तास्रविषतृड्दाहकृमिघ्नं गुरु रूक्षकम्। सर्व्वं सतिक्तमधुरं चन्दनं शिशिरं परम्। रक्तचन्दनमप्याह रक्षोघ्नं तिक्तशीतलम्। रक्तोद्रेकहरं हन्ति पित्तकोपं सुदारुणम्। आदर्शान्तरे पठ्यते—रक्तचन्दनमेवं स्याद्दृष्योष्णं शीतलं मृदु। चक्षुष्यं रक्तपित्तघ्नं वर्ण्यं लोहितचन्दनम्। स्वादु पाके रसे शीतं पतङ्गं नातिशीतलम्। कुचन्दनं तु तिक्तं स्यात् सुगन्धि व्रणरोपणम्। आदर्शविशेषे दृश्यते— स्वादु पाके रसे शीतं श्लेष्मलं नाति पित्तलम्। वातसाधारणे शोक्तं मुखरोगेषु शस्यते। कालीयकं पवित्राद्यं शीतलं रक्तपित्तजित्। वर्व्वरिकस्य गुणाः—पित्तास्रकफदाहघ्नं कृमिघ्नं गुरुरूक्षणम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

श्रीखण्डं कटुतिक्तशीतलगुणं, स्वादे कषायं वियत्। पित्तभ्रान्तिवमिज्वरक्रिमितृषा, सन्तापशान्तिप्रदम्। वृष्यं वक्त्ररुजापहं प्रतनुते, कान्तिं तनोर्देहिनाम्। लिप्तं सुममनोजसिन्धुरमदा, रम्भादिसंरम्भदम्। श्रेष्ठं कोटरकर्परोपकलितं, सुपन्थि सद्गौरवम्। छेदे रक्तमयं तथा च विमलं पीतव्रणं घर्षणे। स्वादस्तिक्तकटुः सुगन्धबहलं, शीतं यदल्पं गुणे। चीर्णं चार्द्धगुणान्वितं तु कथितं, तच्चन्दनं मध्यमम्। चन्दनं द्विविधं प्रोक्तं वेट्टसुकड़िसंज्ञकम्। वेट्टं तु साद्रविच्छेदं स्वयं शुष्कं तु सुकड़ि। मलयाद्रिसमीपस्थाः पर्व्वता वेट्टसंज्ञकाः। तज्जातं चन्दनं यत्तु वेट्टाख्यं तदिष्यते। वेट्टचन्दनमतीवशीतलं दाहपित्तशमनं ज्वरापहम्। छर्द्दिमोहतृषिकुष्ठतैमिरात् वासरक्तशमनच तिक्तकम्। सुकड़िचन्दनं

तिक्तं कृच्छ्रपित्तास्रदाहनुत्। शैत्यसुगन्धदं चाट्टं शुष्कं लेपे तदन्यथा। रक्तचन्दन मतीवशीतलं तिक्तमीक्षणगदास्रदोषनुत्। भूतपित्तकफकासखरभ्रान्तिजन्तुवमिजित्तृषापहम्। पत्राङ्गं (कुचन्दनम्) कटुकं रुक्षमम्लं शीतं तु गौल्यकम्। वातपित्तज्वरघ्नञ्च विस्फोटोन्मादभूतहृत्। पीतश्च शीतलं तिक्तं कुष्ठश्लेष्मानिलापहम्। कण्डूविचर्चिकादद्रुकृमिहृत् कान्तिदं परम्। बर्ब्बरं शीतलं तिक्तं कफमारुतपित्तजित्। कुष्ठकण्डूव्रणान् हन्ति विशेषाद्रक्तदोषजित्। हरिचन्दनं तु दिव्यं तिक्तहिमं तदिह दुर्लभं मनुजैः। पित्ताटोपविलेपि च दवथुश्रमशोषमान्द्यतापहरम्। चन्दनसामान्यगुणाः—सर्व्वाण्येतानितुल्यानि रसतो वीर्य्यतस्तथा। गन्धेन तु विशेषः स्यात् पूर्व्वं श्रेष्ठतमं गुणैः। अन्यच्च—चन्दनानि समानानि रसतो वीर्य्यतस्तथा भिद्यन्ते किन्तु गन्धेन तत्राद्यं गुणवत्तरम्। राजनिघण्टुः।

(श्वेत) चन्दनं शीतलं रुक्षं तिक्तमाह्लादनं लघु। श्रमशोषविषश्लेष्मतृष्णापित्तास्रदाहनुत्। स्वादे तिक्तं कषे पीतं छेदे रक्तं तनौ सितम्। ग्रन्थिकोटरसंयुक्तं चन्दनं श्रेष्ठमुच्यते। कालीयकं रक्तगुणं विशेषाद्व्यङ्गनाशनम्। रक्तं—(चन्दनं) शीतं गुरु स्वादु छर्द्दितृष्णास्रपित्तहृत्। तिक्तं नेत्रहितं वृष्यं ज्वरव्रणविषापहम्। पत्राङ्गं मधुरं शीतं पित्तश्लेष्मव्रणास्रनुत्। हरिचन्दनवद्वेद्यं विशेषाद्दाहनाशनम्। चन्दनानि तु सर्व्वाणि सदृशानि रसादिभिः। गन्धेन तु विशेषोऽस्ति पूर्व्वं श्रेष्ठतमं गुणैः। भावप्रकाशः।

रक्तपित्ते चन्दनम्—"उशीरकालीयक *। पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिकाः। सशर्करास्तण्डुलधावनाप्लुताः। रक्तं सपित्तं शमयन्ति सद्यः।" (चिः ४ चः)। (२) रक्तार्शसां स्निग्धरक्तसंग्रहणे चन्दनम्—"* सनागरचन्दनरसञ्च"। (चिः ८ चः)। (३) हिक्कायां चन्दनम्

—"नावयेच्चन्दनं वापि नारीक्षीरेण संयुतम्"। (चिः २१ अः)। (४) वमने चन्दनम्—"धात्रीरसेनोत्तमचन्दनं वा"। (चिः २१ अः)। (५) रक्तातिसारे चन्दनम्—"पीत्वा सशर्कराक्षौद्रं चन्दनं तण्डुलाम्बुना। दाहतृष्णाप्रमेहेभ्यो रक्तस्रावाद्विमुच्यते"॥ (चिः १० अः)। चरकः।

* प्रदरे भद्रश्रीचन्दनञ्च—"दुर्गन्धिपूयसङ्काशे मज्जतुल्ये तथाऽऽर्त्तवे। पिबेद्भद्रश्रियः क्वाथं चन्दनक्वाथमेव वा" (शाः २ अः)। (२) शुक्रमेहे चन्दनम्—"ककुभचन्दनकषायं वा" (चिः ११ अः)। (३) मञ्जिष्ठामेहे चन्दनम्—"मञ्जिष्ठामेहिनं मञ्जिष्ठाचन्दनकषायम्"। (चिः ११ अः)। सुश्रुतः।

पित्तोत्क्लिष्टे रक्तोत्क्लिष्टे च नेत्ररोगे चन्दनम्—"* क्षीरं चन्दन-साधितम्"। वाग्भटः।

मूत्राघाते चन्दनम्—"शृतशीतपयोऽन्नाशी चन्दनं तण्डुलाम्बुना। पिबेत् सशर्करं श्रेष्ठ मुष्णवाते सशोणिते"॥ (मूत्राघात—चिः)। भावप्रकाशः।

मसूरिकायां श्वेतचन्दनम्—"श्वेतचन्दनकल्केन सिक्तमोचाभवं रसम्। पिबेन्मसूरिकारम्भे *"। (२) शिशोर्नाभिपाके चन्दनम्—* नाभिपाकेऽवचूर्णनम्। त्वक्चूर्णैः क्षीरिणां वापि कुर्याच्चन्दनरेणुना"। (बालरोगाधिः)। वङ्गसेनः।

চন্দনের ভাষানাম—বাঃ—শ্বেতচন্দন। হিঃ—চন্দন। কঃ—গন্ধ। তাঃ—সুখড়। কাঃ—সন্দল্ সফেদ্। অঃ—সন্দলে অবীয়দ্। ইং—স্যাণ্ডেল্ উড্। দ্রাবিড়ী, মহারাষ্ট্রী ও তৈলঙ্গী ভাষায় চন্দন।

রক্তচন্দনের ভাষানাম—বাঃ—রক্তচন্দন। হিঃ—লালচন্দন। মঃ—রক্তচন্দন। তাঃ—রক্তাঞ্জনী। কঃ—রক্তচন্দন। তৈঃ—এর্রচন্দনচেক। তাঃ—সেন্ শাণ্ডনম্। কাঃ—সন্দলে সুর্খ। অঃ—সন্দলে অহমর। ইং—রেড্ স্যাণ্ডেল্ উড্।

চন্দনের ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে চন্দন, রক্তচন্দন, কুচন্দন, কালীয়ক ও বর্ব্বরিক এই পাঁচ প্রকার; রাজনিঘণ্টুতে চন্দন (বেট্টট ও সুকড়ি), রক্তচন্দন, কুচন্দন (পত্রাঙ্গ), কালীয়ক, বর্ব্বর এবং হরিচন্দন এই ছয় প্রকার; ভাবপ্রকাশে চন্দন, রক্তচন্দন, কালীয়ক (পীতচন্দন) এবং কুচন্দন (পত্রাঙ্গ বা পতঙ্গ) এই চারিপ্রকার চন্দনের গুণপর্য্যায় লিখিত হইয়াছে। রাজনিঘণ্টুতে কচিৎ শবরচন্দনেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধন্বন্তরীয়-নিঘণ্টুতে পৃথক্ হরিচন্দন পঠিত হয় নাই, রক্তচন্দনের পর্য্যায়েই হরিচন্দন শব্দ লিখিত হইয়াছে। ভাবমিশ্রও হরিচন্দনের পৃথক্ উল্লেখ না করিয়া, পীতচন্দনের পর্য্যায়ে কালীয়ক ও হরিচন্দন শব্দ পাঠ করিয়াছেন।

শ্বেতচন্দন—চন্দন শব্দে শ্বেতচন্দন, যথা—"চন্দনং গন্ধসারঞ্চ মহার্হং শ্বেতচন্দনম্" (ধন্বঃ নিঃ)। পরিভাষাকারোক্ত "চন্দনে রক্তচন্দনম্" এই ব্যবস্থা নিঘণ্টুসম্মত নহে। চন্দন পীতাভশ্বেত সুগন্ধি কাষ্ঠ। উৎপত্তিস্থানভেদে শ্বেতচন্দন বিবিধ। মলয়পর্ব্বতোদ্ভব শ্বেতচন্দন ভদ্রশ্রী নামে প্রসিদ্ধ—"ভদ্রশ্রীস্তু মলয়জম্"। নিঘণ্টুদ্বয়ে শ্বেতচন্দনের পর্য্যায়ে "গোশীর্ষ" এবং "তিলপর্ণ" শব্দ পঠিত হইয়াছে। অমরকোষের টীকাকৃৎ ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন "তৈলপর্ণগোশীর্ষে গিরী আকরাবস্তু"। তৈলপর্ণ এবং গোশীর্ষ নাম পর্ব্বতজাত চন্দনবৃক্ষের সারকাষ্ঠকে তৈলপর্ণ ও গোশীর্ষ শ্বেতচন্দন বলে। এইরূপ বেট্টট ও সুকড় নামে আরও দুই প্রকার শ্বেতচন্দনের উল্লেখ দেখা যায়। বেট্টট ও সুকড় চন্দনের পরিচয় নির্দ্দেশে মতভেদ আছে। রাজনিঘণ্টকার বলেন জীবিত শ্বেতচন্দনবৃক্ষ ছেদন করিয়া যে চন্দন সংগ্রহ করা হয় তাহার নাম বেট্টট এবং স্বয়ংশুষ্ক শ্বেতচন্দনবৃক্ষের সারকাষ্ঠ সুকড় চন্দন। অন্যে বলেন, মলয়াদ্রিসমীপস্থ পর্ব্বতমালার নাম বেট্টট। এই সমস্ত পর্ব্বতজাত শ্বেতচন্দন বেট্টটনামে প্রসিদ্ধ। এই মতভেদে দুইটী তত্ত্ব নিহিত আছে। স্থানভেদে এবং ছেদনের কালভেদে চন্দনের গন্ধ, বর্ণ ও তৈলের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দেখা যায়, সরস উর্ব্বরভূমিজাত সুবর্দ্ধিত চন্দনবৃক্ষাপেক্ষা প্রস্তরকঙ্করমিশ্রিত অনুর্ব্বর মৃত্তিকায় জাত চন্দনবৃক্ষ ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও উহার সারকাষ্ঠে অধিক তৈল সঞ্চিত হইয়া থাকে। সারকাষ্ঠে সঞ্চিত তৈলের ন্যূনাধিক্যানুসারেই চন্দন অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। যে চন্দনবৃক্ষ ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয় তাহাতেই অধিক তৈল সঞ্চিত হইয়া থাকে। ২০ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে চন্দনবৃক্ষ পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়। অপরিপক্ক ও পরিপক্ক কাষ্ঠের গন্ধবর্ণ তৈলগত পার্থক্য অবশ্য বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং ছেদনের কালানুসারে গুণভেদ অবশ্যম্ভাবী। বর্ব্বর, বর্ব্বরপর্ব্বতোদ্ভব শ্বেতচন্দন। একথা স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য রাজনিঘণ্টুকার ইহাকে "শ্বেতবর্ব্বরক" বলিয়াছেন। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকারের মতে ইহা "নির্গন্ধ," রাজনিঘণ্টুকারের মতে ইহা "সুরভি"। এই যে পাঁচ প্রকার (গোশীর্ষ, তৈলপর্ণ, বেট্টট, সুকড় ও বর্ব্বর) শ্বেতচন্দনের উল্লেখ করিলাম এইগুলি একই বৃক্ষের কাষ্ঠ,

কেবল উৎপত্তিস্থান ও সংগ্রহকালভেদে গুণান্তরিত প্রাপ্ত হওয়ায় নিঘণ্টুতে পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র।

শ্বেতচন্দনের উৎপত্তিস্থান ও বাণিজ্য—চন্দন বহুশাখ বৃক্ষ। বৃক্ষত্বকে দীর্ঘ বিদারণ দৃষ্ট হয়। পাতা, চৌড়া অপেক্ষা লম্বায় বড়, অগ্রভাগ সরু নহে। ফুল, বহুসংখ্যক, ক্ষুদ্র, বিকাশের প্রথমাবস্থায় ফিকেপীতবর্ণ পরে ঘোর বেগুনেরঙে পরিণত হইয়া থাকে। ফল, গোল, মসৃণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ। ইহার পত্র, বৃক্ষত্বক্ ও পুষ্প মর্দ্দন করিলেও কোন গন্ধ অনুভূত হয় না।

মহীশূর রাজ্যে প্রচুর চন্দনবৃক্ষ জন্মে। চন্দন বিক্রয় করিয়া মহীশূরাধিপতি বার্ষিক বহুলক্ষমুদ্রা লাভ করিয়া থাকেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে চন্দন সংগ্রহ ও বিক্রয়ের জন্য নয়টী কুটী আছে। ভূমি যাহারই অধিকারে থাকুক, তজ্জাত চন্দনবৃক্ষ রাজা ভিন্ন কাহারও কর্ত্তন করিবার অধিকার নাই। কেবল শৃঙ্গেরী মঠের গুরু ও জলেন্দরের জায়গীরদারগণের এই ক্ষমতা আছে যে, তাঁহারা স্ব স্ব জায়গীরস্থিত চন্দনবৃক্ষের যথাভিরুচি ব্যবহার করিতে পারেন। পূর্ব্বে চন্দনবৃক্ষ কর্ত্তন করা হইত, কিন্তু চন্দনবৃক্ষের মূলে কাষ্ঠাপেক্ষা অধিক তৈল থাকে, এই তত্ত্ব অবগত হওয়ার পর, বৃক্ষ কর্ত্তিত না হইয়া উৎপাটিত হইতেছে। উৎপাটিত চন্দনবৃক্ষের ত্বক ও অসার কাষ্ঠ পরিত্যক্ত হয় এবং সঞ্চিত তৈল, গন্ধ ও বর্ণের ন্যূনাধিক্যানুসারে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীর চন্দন একটন্ ৫১৭ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। চন্দন মহীশূর হইতে বোম্বাই সহরে নীত হয় এবং বোম্বাই হইতে ফ্রান্স, জার্ম্মনি ও আমেরিকায় প্রেরিত হইয়া থাকে। মহীশূররাজ্যে চন্দনকাষ্ঠ চোয়াইয়া তৈল নিষ্কাশন করিবারও ব্যবস্থা আছে। চন্দনের মূল হইতেই প্রচুর ও উত্তম তৈল পাওয়া যায়। একমণ উত্তম কাষ্ঠ হইতে তিন ছটাক তৈল নিষ্কাশিত হইতে পারে। তৈল, অচ্ছ, ফিকে পীতবর্ণ। চন্দনের তৈল ও "চুয়া" একই দ্রব্য, কেবল নিষ্কাশনের প্রণালী ভিন্ন। উড়িষ্যা অঞ্চলে "চুয়া" পানের সহিত ব্যবহৃত হয়।

পীতচন্দন—নিঘণ্টুদ্বয়ে পীতচন্দন নামে কোন চন্দনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার কালীয়কের পর্য্যায়ে লিখিয়াছেন—"মলয়োত্থং পীতকাষ্ঠং চতুর্থং হরিচন্দনম্;" কালীয়ক, মলয়পর্ব্বতোদ্ভব পীতকাষ্ঠ চন্দন হরিচন্দন ইহার নামান্তর। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুর বহুকাল পরে রচিত রাজনিঘণ্টুতে কালীয়ক ও হরিচন্দন পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। আবার ভাবমিশ্র পীতচন্দনের পর্য্যায়ে কালীয়ক ও হরিচন্দন শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থে কালীয়ক বা হরিচন্দনের পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। নিঘণ্টুদ্বয়ে পীতকাষ্ঠবৎ রক্তকাষ্ঠ হরিচন্দনেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু রাজনিঘণ্টুক্ত লোহিতহরিচন্দন "দুর্লভং মনুজৈঃ," সুতরাং ভাবমিশ্র হরিচন্দন শব্দ পীতহরিচন্দনার্থে গ্রহণ করিয়া কাষ্ঠবর্ণানুসারে কালীয়ক ও হরিচন্দনকে পীতচন্দন এই সামান্য নামে অভিহিত

করিয়াছেন। ধন্বন্তরি, "মলয়োত্থং পীতকাষ্ঠং" বাক্যে শ্বেতচন্দনবৎ পীতচন্দনেরও উৎপত্তি স্থান যে মলয়পর্ব্বত ইহা স্বীকার করিয়াছেন। উত্তম শ্বেতচন্দনের স্বরূপবর্ণনে ধন্বন্তরি এবং ভাবমিশ্র উভয়েই বলিয়াছেন—"কষে পীতং," অর্থাৎ উত্তম শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করিলে পীতবর্ণ হয়। সুতরাং ঘৃষ্ট উত্তম শ্বেতচন্দন ও পীতচন্দন বর্ণতঃও তুল্য হইতেছে। শ্বেত ও পীত চন্দনের উৎপত্তিস্থান ও কষ তুল্য হইল, কেবল কাষ্ঠের বর্ণপার্থক্য বিদ্যমান রহিল। এক্ষণে যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে উত্তম শ্বেতচন্দনের সারই পীতচন্দন, তাহা হইলে কি অসঙ্গত হয়? নবোরাও বলেন শ্বেত ও পীতচন্দন একই বৃক্ষের কাষ্ঠ—চন্দনবৃক্ষের উপরের পীতাভশ্বেতকাষ্ঠ শ্বেতচন্দন, ভিতরের পীতবর্ণ সারকাষ্ঠ পীতচন্দন। উড়িষ্যা অঞ্চলে পীতচন্দন অনুলেপনার্থ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রক্তচন্দন—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টূক্ত রক্তচন্দন, "অল্পলোহিতং হরিচন্দনম্" অর্থাৎ "মহাগন্ধ" লোহিত হরিচন্দনকেই, ধন্বন্তরি রক্তচন্দন শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা যে নির্গন্ধ কাষ্ঠকে রক্তচন্দন বলিয়া ব্যবহার করি, ইহা ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টূক্ত কুচন্দন এবং রাজনিঘণ্টূক্ত পতঙ্গ বা পত্রাঙ্গ। ইহার "রাগকাষ্ঠ," "পট্টরঞ্জন," "সুরঙ্গ," নাম পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, পূর্ব্বে ইহার কাষ্ঠ অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হইত না—ইহা কেবল রঞ্জনকর্ম্মে ও ভেষজার্থ প্রযুক্ত হইত। কালে সুগন্ধি লোহিতচন্দন দুর্লভ হওয়ায় বোধ হয় নির্গন্ধ লোহিতচন্দন (কুচন্দন) যথার্থ রক্তচন্দনের স্থান অধিকার করিয়াছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কাষ্ঠ। মাত্রা—½—১ আনা।

বৈদ্যকে চন্দনের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে শ্বেতচন্দন—উশীরাদি প্রত্যেক বস্তুর সমভাগ শ্বেতচন্দন শর্করা-যোগে পেষণ ও তণ্ডুলোদকে আপ্লুত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) রক্তার্শে শ্বেতচন্দন—শুঁঠ ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করিলে অর্শোরোগীর রুধিরস্রাব নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) হিক্কায় শ্বেতচন্দন—স্ত্রীদুগ্ধে ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দনের নস্য লইলে হিক্কা প্রশমিত হইতে পারে। (চিঃ ২ অঃ)। (৪) বমনে পীতচন্দন—আমলকীর রসে সুপিষ্ট পীতচন্দন পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১৩ অঃ)। (৫) রক্তাতিসারে শ্বেতচন্দন—সুপিষ্ট শ্বেতচন্দন শর্করা ও মধুসহ তণ্ডুলোদকে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ এবং রক্তাতিসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়। (চিঃ ১০ অঃ)।

সুশ্রুত—আর্ত্তবদোষে শ্বেতচন্দন—ঋতুকালে ক্ষত রক্ত দুর্গন্ধি পূযতুল্য কিম্বা মজ্জার মত হইলে, শ্বেতচন্দন কিম্বা গোশীর্ষ শ্বেতচন্দনের কাথ পান করাইবে। (শাঃ ২ অঃ। (২) শুক্রমেহে শ্বেতচন্দন—যাহার শুক্রমেহ হইয়াছে তাহাকে অর্জ্জুনত্বক্ ও শ্বেতচন্দনের

কাথ পান করাইবে। (চি: ১১ অ:)। (৩) মঞ্জিষ্ঠামেহে শ্বেতচন্দন—যাহার মঞ্জিষ্ঠামেহ আছে তাহাকে মঞ্জিষ্ঠা ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করিতে দিবে। (চি: ১১ অ:)।

বাগ্‌ভট—পিত্তোৎক্লিষ্ট ও রক্তোৎক্লিষ্ট নেত্ররোগে লোহিতচন্দন—লোহিতচন্দনযোগে কথিত দুগ্ধ রক্ত বা পিত্তোৎক্লিষ্ট নেত্রে সেচন করিবে। (উ: ৯ অ:)।

ভাবপ্রকাশ—মূত্রাঘাতে শ্বেতচন্দন—শৃতশীত দুগ্ধ ও অন্নমাত্র ভোজন করিয়া, সুপিষ্ট শ্বেতচন্দন ও শর্করা তণ্ডুলোদকের সহিত পান, উষ্ণবাতাখ্য মূত্রাঘাতে প্রশস্ত (মূত্রাঘাত—চি:)।

বঙ্গসেন—মসূরিকায় শ্বেতচন্দন—মসূরিকার প্রারম্ভে সুপিষ্ট শ্বেতচন্দন হেলেঞ্চার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে (মসূরিকা—চি:)। (২) শিশুর নাভিপাকে শ্বেতচন্দন—শিশুর নাভিপাকে, শ্বেতচন্দন চূর্ণদ্বারা নাভি পূরণ করিলে ক্ষত পূরিয়া উঠে। (বালরোগাধি:)।

বক্তব্য—চরক, বর্ণ্য, কণ্ডূঘ্ন, বিষঘ্ন, তৃষ্ণানিগ্রহণ, দাহপ্রশমন ও অঙ্গমর্দপ্রশমনবর্গে চন্দন এবং সুশ্রুত, সালসারাদি পটোলাদি, সারিবাদি, প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও গুড়ূচ্যাদিবর্গে চন্দন ও কুচন্দন পাঠ করিয়াছেন। কালীয়ক সালসারাদিবর্গে পঠিত হইয়াছে। টীকাকারগণ কুচন্দন শব্দের অর্থ রক্তচন্দন লিখিয়াছেন। সুশ্রুত বহুস্থলে চন্দন কুচন্দন একত্র পাঠ করিয়াছেন। চন্দন শব্দে রক্তচন্দন হইলে কুচন্দনের উল্লেখ নিরর্থক হয়। চন্দন শব্দের রক্তেতর চন্দনার্থে প্রয়োগই ঋষির অভিপ্রেত। নির্ব্বাপণপ্রদেহে চরক লিখিয়াছেন—"প্রিয়ঙ্গুকালীয়কচন্দনানি" (সূ: ৩ অ:)। এস্থলে চন্দন শব্দের পীতেতরচন্দনার্থই মুনির অনুমোদিত, নচেৎ কালীয়ক শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। নিঘণ্টুমতানুসারে চন্দন শব্দে যে শ্বেতচন্দন ইহা ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং "চন্দনে-রক্তচন্দনং" এই বিধি বিদ্বজ্জনগ্রাহ্য নহে। চরক ও সুশ্রুতোক্ত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে চন্দনের উল্লেখ নাই।

Constituents.—The wood contains a volatile oil 2 to 2·5 p. c., a dark resin and tannic acid.

Actions and uses.—The wood is bitter, cooling, sedative and astringent. The oil is an astringent to the mucous membrane. It causes dryness in the fauces, great thirst, colicky pains and fulness in the loins; a paste of it is applied to the body in pains in the limbs during high fever; with rose-water and camphor or with Sarcocolla, to the head in

headache, to inflammatory swellings, or to the skin in skin affections. The oil is astringent, diuretic, expectorant and stimulant; given internally with cardamoms and bamboo-manna in gonorrhœa, bronchitis, in inflammation of the mucous membranes as cystisis, pyelitis and chronic diarrhœa. The seeds are used as a pessaries by native women to procure abortion. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 536.)

Constituents *of Pterocarpus Santalinus*—Santalin, Santal, Pterocarpin, Homopterocapin or Santalic acid.

Actions and uses.—Refrigerant and astringent. A paste of the powder is used as a cooling application to the head in headache and to inflamed and swollen limbs. As an astringent it is used in combination with other astringent medicines in dysentery, diarrhœa &c. Its chief use, however, is a colouring agent in pharmacy. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 227).

নব্যমত—শ্বেতচন্দনকাষ্ঠ তিক্ত, শীত, অবসাদক এবং ধারক। ইহার তৈল, শ্লেষ্মধরাকলার উপরি সঙ্কোচনী শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। এই তৈল সেবিত হইলে শুষ্কগলত্ব, অতিপিপাসা, শূলবৎ বেদনা এবং কটীদেশে গুরুত্বানুভব হয়। তীব্রজ্বরে রোগীর অঙ্গে বেদনা থাকিলে শ্বেতচন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয়। গোলাপজল এবং কর্পূরের সহিত ইহার প্রলেপ শিরঃপীড়ায়, মস্তকের প্রদাহ ও স্ফীতিযুক্ত অঙ্গে এবং চর্ম্মবিকারগ্রস্ত ত্বকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চন্দনের তৈল, ধারক, মূত্রকারক, কফনিঃসারক এবং উষ্ণ। দারুচিনি এবং বংশলোচন সহ এই তৈল, "গণোরিয়া", কাস, মূত্রাশয়ের ও বৃক্কদ্বয়ের প্রদাহ এবং পুরাণ অতিসারে সেব্য। শ্বেতচন্দনবীজ দ্বারা কৃত পিচুবর্ত্তি (Pessary) যোনিতে ধারণ করিলে গর্ভস্রাব হয়। (কোরি—২য় খণ্ড, ৫৩৬ পৃঃ)।

রক্তচন্দনকাষ্ঠ—শীত ও ধারক। ইহার চূর্ণের প্রলেপ, স্নিগ্ধ ও শিরোবেদনাহর এবং প্রদাহান্বিত স্ফীত অঙ্গের হিতকর। ধারক বলিয়া ইহা অন্যান্য গ্রাহিভেষজসহ আমাতিসার, রক্তাতিসার প্রভৃতিতে সেবিত হইলেও প্রধানতঃ বর্ণোৎপাদক দ্রব্য বলিয়াই ইহা ঔষধালয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (কোরি—২য়ঃ খঃ, ২২৭ পৃঃ)।

চবিকা ও গজপিপ্পলী—चविकागजपिप्पल्यौ ।

चविका—Piper Chaba. गजपिप्पली—Fruit of Piper Chaba, Scindapsus Officinalis.

अन्वर्थसंज्ञा—चविकायाः—"वल्ली," "कुटलमस्तकम्"। गजपिप्पल्याः—"चव्यफला," "चव्यजा," "छिद्रवैदेही," "दीर्घग्रन्थिः," "वर्त्तुली," "स्थूलवैदेही"।

चव्यं च कटुकोष्णं स्याज्जन्तुघ्नद्दीपनं परम्। कफोद्रेककरं वातप्रकोपशमनं भवेत्। गजपिप्पलिका स्वादुः कटुरुष्णा च कीर्त्तिता। बलासं हन्ति वातेन सार्धं जन्तुजयप्रदा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

चव्यं स्वादूष्णकटुकं लघु रोचनदीपनम्। अम्लुद्रेकापहं कासश्वासशूलार्त्तिकृन्तनम्। गजोषणा कटूष्णा च रुच्या मलविशोषणी। बलासवातहन्त्री च स्तन्यवर्णविवर्द्धिनी। राजनिघण्टुः।

चविकागजपिप्पल्यौ पिप्पलीमूलवत् स्मृते। राजवल्लभः।

कणामूलगुणं चव्यं विशेषाद् गुदजापहम्। गजकृष्णा कटु र्वातश्लेष्मघ्नद्वह्निवर्द्धिनी। उष्णा निहन्त्यतिसारं श्वासकण्ठामयक्रमीन्। भावप्रकाशः।

अर्शःसु चव्यम्—"चव्यमम्बा शोधुसंयुक्तं * पिबेत्"। (चि: ८ अ:) चरकः।

চব্যের ভাষানাম—বাঃ—চৈ। হিঃ—চবা। মঃ—মিরবেলীচে মুঠঠ, চবঠঠ। গুঃ—চবক। কঃ—চবা। তৈঃ—সেবাসু, চৈকাণ। আঃ—জাফ্লিচৈ, বড়চৈ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—চবিকার—"বল্লী", "কুটলমস্তক"। গজপিপ্পলীর—"চব্যফলা," "চব্যজা," "ছিদ্রবৈদেহী," "দীর্ঘগ্রন্থি," "বর্ত্তুলী," "স্থূলবৈদেহী"।

বর্ণন—চবিকা বৃক্ষাশ্রয়ী বল্লী, কোচবিহারে এবং ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি জেলায় প্রচুর জন্মে। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে ইহার কাণ্ড নরবাহুতুল্য স্থূল হইয়া থাকে। শাখার গ্রন্থিস্থান স্ফীত এবং কিঞ্চিৎ পীড়নমাত্রে দ্বিধা বিভক্ত হয়। পত্র, পানের মত, কিন্তু সিরাসন্নিবেশের বিচিত্রতাহেতু পত্রগাত্র উচ্চাবচ। ইহার পত্রবৃন্ত তাম্বূলাপেক্ষা হ্রস্বতর। ফল, পিপ্পলী অপেক্ষা দীর্ঘতর ও স্থূলতর। চবিকার কাণ্ড, শাখা, পত্র, মূল, ফল সমস্তই ঝাল। কোচবিহারের বহু গৃহস্থলীতে তাম্বূলবল্লীবৎ চবিকাবল্লীও সযত্নে রক্ষিত হইতে দেখিয়াছি। লোকে চঞের ডাঁটার রস ব্যঞ্জনে ব্যবহার করে এবং কন্দবৎ স্থূল চবিকামূল "ভাতে দিয়া" খায়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কাণ্ড, মূল ও ফল। মাত্রা—পিপ্পলীবৎ।

বৈদ্যকে চবিকার ব্যবহার।

চরক—অর্শে চবিকামূল—অশোরোগী শীধুনামক মদ্য বিশেষের সহিত চবিকামূল-চূর্ণ পান করিবে। (চিঃ ৯ অঃ)।

বক্তব্য—স্থূলপিপ্পলীর তুল্য আকৃতি এবং শূকবিশিষ্ট প্রকার বস্তু, গজপিপ্পলী ভ্রমে অজ্ঞলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। কাঁঠাল অতি ক্ষুদ্রাবস্থায় যেমন দেখায় ঠিক্ সেইরূপ লম্বা ও স্থূল এক প্রকার ফল, কোচবিহারে গজপিপ্পলী নামে পরিচিত। বস্তুতঃ গজপিপ্পলী চবিকার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে—"চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী"। লতার নাম চবিকা, ফলের নাম গজপিপ্পলী, ইহাও বিচিত্র নহে। সকলেই জানেন, যে বৃক্ষের নাম কুটজ, তাহারই বীজের নাম ইন্দ্রযব। নব্যেরা লিখিয়াছেন মেদিনীপুরের বাজারে কর্ত্তিত গজপিপ্পলী বিক্রীত হয় এবং ভিন্নদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ডিমকের মত ভিন্ন (পিপ্পলী দেখ)। চরক, দীপনীয়, তৃপ্তিঘ্ন ও অর্শোঘ্নবর্গে এবং সুশ্রুত পিপ্পল্যাদি বর্গে চব্য পাঠ করিয়াছেন।

Actions and uses.—Carminative and stimulant; given in colic, tympanitis and in renal disease. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 517).

নব্যমত—চক্রি আধ্মানহর, বায়ুনাশক এবং উষ্ণ। ইহা শূল, অতিমাত্র আধ্মান এবং বৃক্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (খোরি—২য় খঃ, ৫১৭ পৃঃ)।

চিত্রক—चित्रकः।

चित्रकः, अग्निः—Plumbago Zeylanica. रक्तचित्रः—Plumbago Rosea.

अन्वर्थसंज्ञा चित्रकस्य—"शिखी"। रक्तचित्रकस्य—"महाङ्गः," "अतिदीप्यः," "गुणाढ्यः"।

चित्रकोऽग्निसमः पाके कटुकः कफशोफजित्। वातोदरार्शोग्रहणी-क्षयपाण्डुविनाशनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

चित्रकोऽग्निसमः पाके कटुः शोफकफापहः। वातोदरार्शोग्रहणी-कृमिकण्डूविनाशनः। स्थूलकायकरो रुच्यः कुष्ठघ्नो रक्तचित्रकः। रसे नियामकः लौहे वेधकश्च रसायनः। राजनिघण्टुः।

चित्रकः कटुकः पाके वह्निकृत् पाचनो लघुः। रूक्षोष्णो ग्रहणी-कुष्ठशोथार्शःकृमिकासनुत्। वातश्लेष्महरो ग्राही वातार्शःश्लेष्मपित्तहृत्। भावप्रकाशः।

अग्राग्रन्थे चित्रकमूलम्—"चित्रकमूलं दीपनीयगुदशोफहराणाम्" (सूः २५ अः)। (२) अर्शःसु चित्रकमूलम्—समागरं चित्रकं वा शीधु-युक्तं प्रयोजयेत्" (चिः ८ अः)। चरकः।

कुष्ठे चित्रकमूलम्—"एवं पेयश्चित्रकः श्लक्ष्णपिष्टः" (चिः ८ अः)। (२) सिकतामेहे चित्रकमूलम्—"सिकतामेहिनं चित्रककषायम्" (चिः ११ अः)। सुश्रुतः।

अर्शःसु चित्रकमूलम्—"यो जातो गोरसः क्षीराद्वह्निपर्णाव-चूर्णितात्। पिबंस्तमेव तेनैव भुञ्जानो गुदजान् जयेत्"। (चिः ८ अः)। (२) रसायनार्थं चित्रकमूलम्—"यथास्वं चित्रकः पुष्पैर्ज्ञेयः पीतसिता-सितैः। यथोत्तरं स गुणवान् विधिना च रसायनम्। छायाशुष्कं ततो मूलं

मासं चूर्णीकृतं लिहन्। सर्पिषा मधुसर्पिर्भ्यां पिबन् वा पयसा यतिः। अम्भसा वा हिताहारो शतं जीवति नीरुजः। मेधावी बलवान् कान्तो वपुष्मान् दीप्तपावकः। तैलेन लीढो मासेन वातान् हन्ति सुदुस्तरान्। मूत्रेण श्वित्रकुष्ठानि पीतस्तक्रेण पायुजान्। (उः ३९ अः)। वाग्भटः।

ग्रहण्यां चित्रकमूलम्—"चित्रककाथकल्काभ्यां ग्रहणीघ्नं शृतं हविः। गुल्मशोथोदरप्लीहशूलार्शोघ्नं प्रदीपनम्" (ग्रहणी—चिः)। (२) श्लीपदे चित्रकमूलम्—"हितश्चालेपने नित्यं चित्रकोदेवदारु वा" (श्लीपद—चिः)। (३) व्रणशोथदारणार्थं चित्रकमूलम्—"* चित्रकोहयमारकः * दारणम्"। (व्रणशोथ—चिः)। चक्रदत्तः।

गृहण्यां चित्रकक्षारः—"बृहतीचित्रकक्षारः सप्तवारपरिस्रुतः। द्विगुणेन घृतं पक्वं वर्द्धयत्याशु पावकम्"। (ग्रहणी—चिः)। (२) मेदोरोगे चित्रकमूलम्—"मधुना चित्रकमूलं तथैव हितभोजनो भुङ्क्ते" (मेदोऽधिकाः)। शोथे शाकार्थं चित्रकपत्रम्—"शाकं वह्निपुनर्नवा" (शोथ—चिः)। वङ्गसेनः।

চিত্রকের ভাষানাম—বাঃ—চিতা। কোঃ—ধলা ওড়া। হিঃ—চীতা। মঃ—চিত্রক। কঃ—চিত্রমূল। তৈঃ—চিত্রমূলমু। তাঃ—শিবপু। উঃ—ধুবচিতা। গুঃ—চিত্রো। ফাঃ—বেধ্ বরন্দা। অঃ—শিতরখ্।

রক্তচিত্রকের ভাষানাম—বাঃ—লালচিতা। কোঃ—লাল ওড়া। হিঃ—লালচীতা। মঃ—রক্তচিত্রক। কঃ—কেপিনচিত্রমূল। তৈঃ—এরচিত্র। তাঃ—চিত্রির। উঃ—রক্তচিতা।

চিত্রকের ভেদ—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার চিত্রের ভেদ স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন নাই। কেবল পর্য্যায়নির্দ্দেশ স্থলে "কৃষ্ণারুণোঽনলোদ্দীপী চিত্রভানুশ্চ পাবকঃ" লিখিয়াছেন। রাজনিঘণ্টুতে চিত্রক ও রক্তচিত্রকের গুণপর্য্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইয়াছে। ভাবমিশ্র কেবল চিত্রকের উল্লেখ করিয়াছেন। বাগ্ভট বলিয়াছেন "যথাঽযং চিত্রকঃ পুষ্পৈ জ্ঞেয়ঃ পীতসিতাসিতৈঃ। যথোত্তরং স গুণবান্ বিধিনা চ রসায়নম্"

(উঃ ৩৯ অঃ)। বাগ্‌ভটের মতে পুষ্পবর্ণ ভেদে চিত্রক তিন প্রকার—পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণ। তন্মধ্যে পীতাপেক্ষা শ্বেত এবং শ্বেতাপেক্ষা কৃষ্ণচিত্রক গুণবান্। নিঘণ্টুকারের মতে শ্বেতাপেক্ষা রক্তচিত্রক গুণাঢ্য। বাগ্‌ভটোক্ত পীতশব্দ যদি রক্তার্থে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে চিত্রক চারি প্রকার হয়—রক্ত, শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণ। রাঢ়ে শ্বেতচিতার মত রক্তচিতা সুলভ নহে। কোচবিহারে শ্বেত রক্ত উভয় চিত্রকই সুলভ। দেশীয় লোকে রক্তচিতাই অধিক ব্যবহার করে। পীত এবং কৃষ্ণপুষ্প চিত্রক আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। রক্সবর্গ প্রভৃতি নবীন উদ্ভিদ্‌বেত্তৃগণ, শ্বেত ও রক্ত এই দুই প্রকার চিতারই উল্লেখ করিয়াছেন।

চিত্রকের অন্বর্থসংজ্ঞা—শ্বেতচিত্রকের—"শিখী"। রক্তচিত্রকের—"মহাঙ্গ," "অতিদীপ্য," "গুণাঢ্য"।

বর্ণন—চিত্রক ১½-২ হস্ত উচ্চ কএকবর্ষজীবী গুল্ম। বর্ষে বর্ষে মূল হইতে নূতন কাণ্ড নির্গত হইয়া চিত্রকগুল্ম ক্রমশঃ স্তূপকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাণ্ড, ক্ষীণ, গ্রন্থিযুক্ত, মসৃণ ও নমনশীল। শাখা দীর্ঘরেখাঙ্কিত। পত্র, অণ্ডাকৃতি, মসৃণ, অখণ্ড; পত্রবৃন্ত, খর্ব্ব, শাখাবেষ্টনকারী এবং উচ্চরেখান্বিত। পুষ্প, পুষ্পদণ্ডস্থিত, পুষ্পদণ্ডে একপ্রকার চটচটে বস্তুদ্বারা লিপ্ত ক্ষুদ্র রোম আছে; মিলিতদল, উজ্জ্বল রক্তবর্ণ; কুণ্ড, দীর্ঘনলাকার, নলাগ্র সঙ্কুচিত, কুণ্ডগাত্রে লাল কঠিন রোম বিদ্যমান। পুষ্পনল, কুণ্ডনলের প্রায় দ্বিগুণ দীর্ঘ। মূল অঙ্গুষ্ঠতুল্য স্থূল, মাংসল শতমূলীর মূলের মত ইহারও মূলের মধ্যে এক একটী সূত্রাকৃতি বস্তু থাকে। পুষ্পকাল—পৌষ মাঘ। শ্বেতচিত্রক, সর্ব্বথা রক্তচিত্রকবৎ। কেবল ইহার পুষ্প শ্বেতবর্ণ এবং পুষ্পদণ্ড ও পৌষ্পিক পত্রের কিঞ্চিৎ বিভিন্নত্ব লক্ষিত হয়। পৌষ্পিকপত্র কি? যে পত্রের কক্ষে পুষ্প বিদ্যমান থাকে তাহার নাম পৌষ্পিকপত্র। পুষ্প যদি অবৃন্তক হয় তাহা হইলে পৌষ্পিকপত্র পুষ্পে এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে যে উহাকে কুণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়। পৌষ্পিকপত্রের বিলক্ষণ আকৃতি-বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। খেজুরের মোচ, কলার মোচার খোল, আনারসের গাত্রস্থিত আঁসের মত প্রত্যঙ্গগুলি এবং ফলাগ্রস্থিতপত্রচূড়া পৌষ্পিকপত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল ও পত্র। মাত্রা—মূলচূর্ণ ½-১ আনা। মাত্রাধিক্যে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। অতএব ব্যক্তিবিশেষে সাবধানে মাত্রাস্থির করা উচিত।

বৈদ্যকে চিত্রকের ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যাগ্রন্থে চিত্রকমূল—অগ্নিবৃদ্ধিকর, অর্শোহর ও শোথঘ্ন যত বস্তু আছে তন্মধ্যে চিত্রকমূল শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) অর্শে চিত্রকমূল—অর্শোরোগী শুণ্ঠীযুক্ত চিত্রকমূল শীধুযোগে (ইক্ষুরসকৃত মদ্যবিশেষকে শীধু বলে) পান করিবে। (চিঃ ৯ অঃ)।

সুশ্রুত—কুষ্ঠে চিত্রকমূল—কুষ্ঠরোগী চিতামূল গোমূত্রের সহিত উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) সিকতামেহে চিত্রকমূল—সিকতামেহী চিতামূলের কাথ পান করিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। সাধারণ অনুশাসন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এস্থলে কাথ্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে।

বাগ্‌ভট—অর্শে চিত্রকমূল—দুগ্ধে চিত্রকচূর্ণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক দধি প্রস্তুত করিবে। এই দধিজাত তক্র পান এবং এই তক্রযোগে পথ্য সেবন করিলে অর্শ জয় করা যায়। (চিঃ ৮ অঃ)। (২) রসায়নার্থ চিত্রকমূল—রক্ত, পীত, শ্বেত বা কৃষ্ণ চিত্রকের মূল ছায়াশুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। হিতভোজী ও সংযত হইয়া এই চূর্ণ, গব্যঘৃত, মধু,গব্যঘৃত, দুগ্ধ কিম্বা জলের সহিত সেবন করিলে, নীরোগ, মেধাবী, বলবান্, কান্ত ও দীপ্তপাবক হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা যায়। চিত্রকচূর্ণ এক মাস তিলতৈল যোগে সেবন করিলে দুস্তর বাত প্রশমিত হয়, গোমূত্রসহ পান করিলে শ্বিত্র ও কুষ্ঠ দূর করে এবং তক্রের সহিত সেবন করিলে অর্শোরোগ নিবৃত্তি পায়। (উঃ ৩৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—গ্রহণীতে চিত্রকমূল—চিতামূলের কাথ ও কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে গুল্মশোথোদরাদি ব্যাধি বিনষ্ট হয় (গ্রহণী—চিঃ)। (২) শ্লীপদে চিত্রকমূল—চিতামূল এবং দেবদারু কাষ্ঠ গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক শ্লীপদে প্রলেপ দিবে। (শ্লীপদ—চিঃ)। (২) ব্রণশোথদারণার্থ চিত্রকমূল—অপকস্ফোটকে পিষ্ট চিত্রকমূলের প্রলেপ দিলে স্ফোটক বিদীর্ণ হইয়া যায়। (ব্রণশোথ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—গ্রহণীতে চিত্রকক্ষার—বৃহতী ও চিত্রকের অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষারদ্বারা ক্ষারোদক প্রস্তুত করিবে। সপ্তবার পরিস্রুত এই ক্ষারোদক ঘৃতের দ্বিগুণ মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি ঘৃতপাক করিবে। এই ঘৃত যোগ্য মাত্রায় পান করিলে সত্বর অগ্নিবৃদ্ধি হয়। (গ্রহণী—চিঃ)। (২) মেদোরোগে চিত্রকমূল—হিতভোজী হইয়া মধুর সহিত চিত্রকমূল লেহন করিলে স্থৌল্যরোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। (স্থৌল্য—চিঃ)। (৩) শোথে শাকার্থ চিত্রকপত্র—শোথরোগী চিত্রকপত্র ও পুনর্নবার শাক সেবন করিবে। (শোথ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, লেখনীয়, ভেদনীয়, দীপনীয়, তৃপ্তিঘ্ন, অর্শোঘ্ন ও শূলপ্রশমন বর্গে এবং সুশ্রুত, আরগ্বধাদি, বরুণাদি ও পিপ্পল্যাদিগণে চিত্রক পাঠ করিয়াছেন। কোচবিহারের লোকে বাতরোগীর স্ফীতসন্ধিস্থানে রক্তচিতার প্রলেপ দেয় এবং প্লীহোদরে, রক্তচিতার রসে সূতা সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া, রোগীর বাহুর্দ্ধদেশে বন্ধন করিয়া রাখে—ফোস্কা পড়িলে সূতা খুলিয়া দেয়।

Constituents.—Plumbagin, an acrid principle.

Actions and uses.—Alterative and gastric stimulant ; given in chronic diarrhœa, dyspepsia and general anasarca. Locally as a vesicant

the root causes more pain than the ordinary blisters and the vesication does not heal readily. A paste of the root is used as a stimulant application to rheumatic joints, leprosy, paralytic limbs and to abscesses to promote suppuration. The compound powder is alterative and given in flatulence, rheumatism The root is acrid and if introduced into the os uteri causes abortion. Lal Chitraka is a more powerful vesicant than chitro or safed chitraka and is used in the preparation of caustic application. Taken internally it is said to expel the fœtus whether dead or alive. In large doses it is a narcotico irritant poison. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory. Part II., p. 381).

নব্যমত—চিতামূল, রসায়ন, পাচক ও অগ্নিবৰ্দ্ধক। ইহা অগম্ভীর শোথ, গ্রহণী, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যাদি পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পিষ্টচিত্রকমূলের প্রলেপ দিলে ফোস্কা হয়—ইহা "ব্লিষ্টার" অপেক্ষা অধিক কষ্টপ্রদ এবং ইহার প্রলেপে যে ক্ষত হয় তাহা সত্বর আরাম হয় না। চিতামূলের প্রলেপ দ্বারা, আমবাতরোগীর স্ফীত সন্ধিস্থান, কুষ্ঠ এবং বাত-ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে। অপক্ক স্ফোটক, পিষ্টচিত্রকমূলের প্রলেপ দ্বারা পক্কতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। "ষড়ধরণযোগ" (চিত্রক ইহার অন্যতম উপাদান) রসায়ন, ইহা উদরাধ্মান ও আমবাতে ফলপ্রদ। চিত্রকমূল যোনিমার্গে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিলে গর্ভস্রাব ঘটে। শ্বেতচিত্রকাপেক্ষা রক্তচিত্রকের প্রলেপ অধিক ফোস্কা জন্মায়। রক্তচিত্রক ক্ষার প্রস্তুতার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যোগ্যমাত্রায় প্রসূতিকে চিত্রকমূলচূর্ণ সেবন করাইলে গর্ভস্থ শিশু (জীবিত বা মৃত) সত্বর বহির্গত হয়। অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে চিত্রক বিষক্রিয়া দর্শাইয়া থাকে। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর্, এন্, খোরী, ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃঃ)।

চুক্র, চাঙ্গেরী ও বাস্তুক—चुक्रचाङ्गेरीवास्तुकाः।

चाङ्गेरी—Oxalis Corniculata. **वास्तुकः**—Chenopodium Album. **तद्भेदाः—पलाशलोहिता चिल्ली**—Chenopodium Album (Purple), **श्वेतचिल्ली**—C. Album (Green), **क्षुद्रचिल्ली**—C. Laciniatum.

अन्वर्थसंज्ञा—चुक्रायाः—"अम्लवास्तुकम्," "दन्ताम्लम्"। वास्तुकस्य—"शाकराजः"। पलाशलोहितायाः—"बहुपत्री," "वात-

দলা," "বীরপত্রী"। শ্বেতচিল্ল্যাঃ—"সুপথ্যা," "ক্ষুদ্রবাস্তুকী," "জ্বরঘ্নী"।

চুক্রং স্যাদম্লপত্রন্তু লঘূষ্ণং বাতগুল্মনুৎ। রুচিকৃদ্দীপনং পথ্যমীষৎ-পিত্তকরং পরম্। বাস্তুকং তু মধুরং সুশীতলং, ক্ষার মীষদম্লং ত্রিদোষজিৎ। রোচনং জ্বরহরং মহার্শসাং, নাশনঞ্চ মলমূত্রশুদ্ধিকৃৎ। চিল্লী বাস্তুকতুল্যা চ সক্ষারা শ্লেষ্মপিত্তনুৎ। প্রমেহমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নী পথ্যা চ রুচিকারিণী। শ্বেতচিল্লী সুমধুরা ক্ষারা চ শিশিরা চ সা। ত্রিদোষশমনী পথ্যা জ্বরদোষবিনাশনী। শ্বচিল্লী কটুতীক্ষ্ণা চ কণ্ডূতিব্রণহারিণী। চাঙ্গেরীশাকমত্যুষ্ণং কটু রোচনপাচনম্। দীপনং কফবাতার্শঃ-সংগ্রহণ্যতিসারজিৎ। রাজনিঘণ্টুঃ।

"* ত্রিদোষঘ্নং ভিন্নবর্চস্তু বাস্তুকম্। প্রশস্যতেঽম্লচাঙ্গেরী গ্রহণ্যর্শোহিতা চ সা। সূঃ ২৭ অঃ—চরকঃ। কটুর্বিপাকে কৃমিহা মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনঃ। সক্ষারঃ সর্ব্বদোষঘ্নো বাস্তুকো রোচকঃ সরঃ। চিল্লী বাস্তুকবজ্জ্ঞেয়া *"। সুঃ ৪৬ অঃ— সুশ্রুতঃ।

বাস্তুকস্তু সরো হৃদ্যো দোষনুৎ পাকতো লঘুঃ। সক্ষারঃ কৃমিহা মেধ্যো রুচ্যোঽগ্নিবর্দ্ধনঃ। লঘুপত্রাতু যা চিল্লী সা বাস্তুকসমা মতা। চাঙ্গেরী তু কষায়োষ্ণা মধুরা বহ্নিদীপনী। সাম্লা বাতকফৌ হন্তি গ্রহণ্যর্শো-বিকারনুৎ। চুক্রকং দুর্জ্জরং ভেদি অম্লং পিত্তকরং গুরু। চক্রপাণিঃ।

চাঙ্গেরী দীপনী রুচ্যা রুক্ষোষ্ণা কফবাতনুৎ। পিত্তলাম্লা গ্রহণ্যর্শঃ-কুষ্ঠাতিসারনাশিনী। বাস্তুকদ্বিতয়ং স্বাদু ক্ষারং পাকে কটূদিতম্। দীপনং পাচনং রুচ্যং লঘু শুক্রবলপ্রদম্। সরং প্লীহাস্রপিত্তার্শঃকৃমিদোষ-ত্রয়াপহম্। চুক্রাল্পক্ষাতরা স্বাদ্বী বাতঘ্নী কফপিত্তকৃৎ। রুচ্যা লঘুতরা পাকে কট্বী চ নাতিরোচনী। ভাবপ্রকাশঃ।

कटुर्विपाके क्रमिहा मेधाग्निबलवर्द्धनः। सक्षारः सर्व्वदोषघ्नो वास्तुको रोचनः सरः। चाङ्गेरी कफवातघ्नी वह्निकृद् ग्राहिणी हिता। राजवल्लभः।

अर्शःसु चाङ्गेरी—"चाङ्गेर्य्यावल्कसस्य च। सुखदं यमके दद्यात्छाकं दधिसरायुतम्"। (चिः ८ अः)। (२) रक्तार्शःसु वास्तुकः—"छागली-पयः प्रयुक्तं निहन्ति रक्तं सवास्तुकं रसम्" (चिः ८ अः)। (३) प्रवाहिकायां वास्तुकः—* यमान्या वास्तुकस्य वा। * शुष्कशाकेन वा पुनः। दधिदाड़िमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्। (चिः १० अः)। (४) वातजकासे वास्तुकः—"वास्तुकं * शस्यते वातकासे तु *"। (चिः २२ अः)। ऊरुस्तम्भे वास्तुकः—"शाकैरलवणैश्चाप्यसलैश्चोपसाधितैः *। वायसीवास्तुकैः * ऊरुस्तम्भविनाशनाः। (चिः २७ अः)। चरकः।

कर्णशूले चुक्रः—"कर्णं कोष्णेन चुक्रेण पूरयेत् कर्णशूलिनः। (उः २१ अः)। सुश्रुतः।

चातुर्थकज्वरे चाङ्गेरी—"चक्षोटजलचक्रेण दध्ना वालुकां पिबेत्। पेयां घृतप्लुतां जन्तुश्चातुर्थकज्वरी नरः"। (ज्वर—चिः)। चक्रदत्तः।

চুক্রাদির ভাষানাম—চুক্রের—বাঃ—চুকাপালঙ্। হিঃ—চুকা, চুকাকা শাক। মঃ—আম্বটচুকা, নাবুবখোর। গুঃ—চুকোখাটীভাজী। কঃ—হুলিচকোত। তাঃ—তুর্নক্। অঃ—হমাজ্বুকুলে হামেজা। চাঙ্গেরীর—বাঃ—আম্রুল শাক। হিঃ—চুকা-তিপতী। মঃ—অম্বুটী, ভুঁইসর্পটী। তাঃ—পুলিয়ারৈ। তৈঃ—পুলিচিন্তকূঃ। ইং—হর্স উড্ সোরেল। বাস্তুকের—বাঃ—বেতোশাক। কোঃ—বাতুয়াশাক। হিঃ—বথুয়া, বড়া-বথুয়া। মঃ—চাকবত, চিবিল, চাকবতাচীভাজী। গুঃ—টাকো, চীল। কঃ—চক্রবতী,

ঝিলিপচ্ছিলিকে। ফাঃ—মুশেলেকা সরমক্। অঃ—বোক্ষতুল্, বক্সামেল্ কুতুফ্। ইং—গুজ্‌ফুট্ (হোয়াইট্ ও পর্পেল্)।

চুক্রাদির অন্বর্থসংজ্ঞা—চুক্রের—"অম্লবাস্তুক," "দলাম্ল"। বাস্তুকের—"শাকরাজ"। বাস্তুকভেদ—পলাশলোহিতের—"মৃদুপত্রী," "ক্ষারদলা," "চীরপত্রী"। শ্বেতচিল্লীর—"সুপথ্যা," "ক্ষুদ্রবাস্তুকী," "জ্বরঘ্নী"।

টক্‌পালঙ্ ও আমরুলশাক স্বনামপ্রসিদ্ধ। চিল্লী বাস্তুকভেদ মাত্র। লোকে যাহাকে "রাজবেতো" বলে তাহাই সংস্কৃত "পলাশলোহিতা"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ বা বল্লী। মাত্রা—স্বরস ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে চুক্রচাঙ্গেরীবাস্তুকের ব্যবহার।

চরক—অর্শে চাঙ্গেরী—অর্শোরোগী, যমকে (সমভাগে মিশ্রিত তিলতৈল ও গব্যঘৃতের নাম যমক) ভাজা আমরুল বা চিত্রক শাক, দধির সর সহ ভোজন করিবে। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) রক্তার্শে বাস্তুক—ছাগীদুগ্ধের সহিত বেতোশাকের রস পান করিলে অর্শের রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) প্রবাহিকায় বাস্তুক—প্রবাহিকায় শুষ্ক বাস্তুকশাক দধি ও দাড়িম রসসহ পাক করিয়া তিলতৈলযোগে সেব্য। অতিসারের পক্কাবস্থায়, বহুকুন্থনে পিচ্ছিল, অল্পাল্প মলনির্গম হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। (চিঃ ১০ অঃ)। (৪) বাতজকাসে বাস্তুক—বাতজকাসরোগীর পক্ষে বাস্তুকশাক প্রশস্ত। (চিঃ ২২ অঃ)। (৫) ঊরুস্তম্ভে বাস্তুক—ঊরুস্তম্ভরোগী জল ও তিলতৈল যোগে পক্ব বাস্তুকশাক, লবণসংযোগ না করিয়া ভোজন করিবে। (চিঃ ২৭ অঃ)।

সুশ্রুত—কর্ণশূলে চুক্র—ঈষদুষ্ণ টক্‌পালঙের রস বিন্দু বিন্দু করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয়। (উঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত—চাতুর্থকজ্বরে চাঙ্গেরী—উত্তমরূপ শিলাপিষ্ট এক হাজার আমরুলের পাতা ওজনে যত হইবে, তাহার পঞ্চদশগুণ জলের সহিত মৃৎপাত্রে পাক করিতে হইবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। তিন দিন সেবন করিলে দুইদিনছাড়া জ্বর প্রশমিত হয়। (জ্বর—চিঃ)।

Constituents *of Oxalis Carniculata.*—It contains acid potassium oxalate.

Actions and uses.—Cooling, refrigerant, appetizing and astringent; given in mild cases of dysentery, prolapse of the rectum and vagina, and as a stomachic in fever and billiousness. The fresh juice is given as an antidote to poisoning by dhatura. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 153.)

Constituents *of Chenopodium Ambrosioides*—Oleum Chenopodii, a volatile oil, 3 p. c., obtained by distilling the fruit with water or steam. It is a thin yellowish liquid, of a highly comphoraceous odour and pungent bitter taste. It consists of a hydrocarbon and a liquid oxygenated oil. Dose, 4 to 10 ms.

Actions and uses.—Anthelmintic; used chiefly for round worms. As an antispasmodic and stimulant, the oil is given in hysteria, chorea, flatulent dyspepsia and malarial and intermittent fevers. It increases the action of the heart and promotes the secretion of the skin, kidneys and bronchi. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 507.)

Many plants of Chenopodiaceæ order are succulent, as the beet-root; some of them are used as pot herbs; seeds of some are nutritious. Several contain a volatile oil which renders them anthelmintic, antispasmodic, aromatic, carminative and stimulant. Several of them inhabit salt marshes and yield on combustion an ash called Barilla, known to the Greeks as salt-wort. The Arabs called it elkali, arkali, or ushnar, sujikhara (Hind.)—a mixture of potash and soda. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 506.)

নব্যমত—আমরুলশাক, শীত, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও ধারক। ইহা আমরক্তাতিসার, গুহ্যভ্রংশ ও নিঃসৃত যোনিতে (Prolapse of the rectum and vagina) হিতকর। পাচক বলিয়া ইহা পিত্তবিকৃতি এবং জ্বরে সেব্য। ধুস্তূর বিষের অগদ (Antidote) স্বরূপ ইহার রস পীত হয়।

নানাজাতীয় বেতোশাক কৃমিঘ্ন, ইহা প্রধানতঃ বৃত্তকৃমিরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল উষ্ণ এবং আক্ষেপনিবারক বলিয়া, মূর্চ্ছা, বিসূচীকা, আধ্মান, গ্রহণী, "ম্যালেরিয়া" এবং বিষমজ্বরে হিতকর। ইহা সেবিত হইলে হৃদয়ের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং ঘর্ম, মূত্র ও শ্লেষ্মাস্রাবের আধিক্য জন্মে।

জম্বুত্রয়—जम्बूत्रयम्।

राजजम्बूः, महाजम्बूः—Eugenia Jambolana. **काकजम्बूः**—Eugenia Caryophyllifolia. **भूमिजम्बूः**—Eugenia Fruticosa.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"जम्बूस्त्रिविधा, राजजम्बूर्महाफला, काकजम्बूर्वनजम्बूरितिख्याता, भूमिजम्बूरल्पफला" (चक्रकृतद्रव्यगुणसंग्रह-टीकायां शिवदासः)।

अन्वर्थसंज्ञा राजजम्बाः—"सुरभिपत्रा," "महाफला," "महा-स्कन्धा," "नीलफला," "राजार्हा," "शुकप्रिया," "मेघमोदिनी"। **काकजम्बाः**—"नादेयी," "काकवल्लभा," "भृङ्गेष्टा"। **भूमिजम्बाः**—"ह्रस्वफला," "भृङ्गवल्लभा," "पिकभक्ष्या," "काष्ठजम्बूः"।

"जाम्बवं (जम्बूफलं) कफपित्तघ्नं ग्राहि वातकरं परम्"। (चरकः—सूः २७ अः—फः वः)। "अत्यर्थं वातलं ग्राहि जाम्बवं कफपित्तजित्"। (सुश्रुतः—सूः ४६ अः फः वः)।

जाम्बवं वातलं ग्राहि स्वादम्लं कफवातजित्। हृत्कण्ठघर्षणं जाम्बवम् कषायं क्षुद्रजाम्बवम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

जम्बूः कषायमधुरा श्रमपित्तदाह।—कण्ठार्त्तिशोषशमनी क्रिमि-दोषहन्त्री। श्वासातिसारकफकासविनाशनी च। विष्टम्भिनी भवति रोचनपाचनी च। महाजम्बू उष्णा समधुरकषाया श्रमहरा। निरस्यत्या-स्यस्था झटिति जड़िमानं स्वरकरी। विधत्ते विष्टम्भं शमयति च शोषं वितनुते। श्रमातिसारार्त्तिश्वासितकफकासप्रशमनम्। काकजम्बूः कषायाम्ला पाके तु मधुरा गुरुः। दाहश्रमातिसारघ्नी वीर्यपुष्टिबलप्रदा।

भूमिजम्बू: कषाया च मधुरा श्लेषपित्तनुत्। हृद्या संग्राहिका त्वक्कण्ठ-दोषघ्नी वीर्य्यपुष्टिदा। **राजनिघण्टु:।**

जम्बू: संग्राहिणी रूक्षा कफपित्तास्रदाहजित्। राजजम्बूफलं स्वादु विष्टम्भि गुरु रोचनम्। **भावप्रकाश:।**

जाम्बवं गुरु विष्टम्भि कषायं स्वादु शीतलम्। अग्निसन्दूषणं रूक्षं वातलं कफपित्तजित्। **राजवल्लभ:।** जाम्बवं वातलं ग्राहि रूक्षं पित्तकफापहम्। **द्रव्यगुणसंग्रह:।** तन्मज्जा कषायो ग्राही विशेषा-न्मधुमेहहा। **बृहन्निघण्टुरत्नाकर:।**

भयग्रन्थे जाम्बवम्—"जाम्बवं वातजननानाम्" (सू: २५ अ:)। (२) **व्रणरोपणार्थं** जम्बूत्वक्—"* लोध्रजाम्बवकट्फलै:। त्वचमाश्चेव रोहन्ति त्वक्चूर्णैश्चूर्णिता व्रणा:"। (चि: १२ अ:)। (३) **पित्तजे वमने** जम्बूपल्लवम्—"जम्बाम्रयो: पल्लवजं कषायम्। पिबेत् सुशीतं मधुसंयुतं वा। (चि: २१ अ:)। **चरक:।**

अतिसारे शोणितस्रुतिवारणार्थं जम्बूत्वक्—"शल्लकीबदरीजम्बू * त्वच:। पीता: क्षीरेण मध्वाक्ता: पृथक् शोणितनाशना:"। (अतिसार चि:)। (२) **बालगृहण्यां** जम्बूत्वक्—"तद्वदजाक्षीरसमो जम्बूत्व-गुद्भवो रस:" (बालरोग—चि:)। **चक्रदत्त:।**

বড়জামের ভাষানাম—বাঃ—বড়জাম, কালজাম। হিঃ—জামুন, বড়িজামুন। মঃ—থোরজাম্বুহ্ঠ। কঃ—নিরলু। তঃ—নাবলাপু। তৈঃ—পেদ্দানেরেডি।

ছোটজামের ভাষানাম—বাঃ—বনজাম, ছোটজাম। হিঃ—কঠের, ছোটি-জামুন। মঃ—নদীজাম্বুহ্ঠ। তঃ—বেনরোপানাপু, ফুলরিলাপু। কঃ—দোডনিরলু। তৈঃ—নীরনেরেডি।

জম্বুত্রয়ের পর্য্যায়সংজ্ঞা।—রাজজম্বুর—"বৃহত্তিপত্রা," "মহাফলা," "মহাস্কন্ধা,"

"নীলফলা," "রাজার্হা," "শুকপ্রিয়া," "মেঘমোদিনী"। কাকজম্বূর—"নাদেয়ী," "কাকবল্লভা," "ভৃঙ্গেষ্টা"। ভূমিজম্বূর—"হ্রস্বফলা," "ভৃঙ্গবল্লভা," "পিকভক্ষ্যা," "কাষ্ঠজম্বূ"।

জম্বূর ভেদ—বঙ্গে যাহা কালজাম বা বড়জাম নামে প্রসিদ্ধ তাহা রাজজাম্বব (জম্বূর ফল জাম্বব) নহে। ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী পর্ব্বতবহুল প্রদেশে একজাতীয় জম্বূবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়, যাহার ফল পারাবতাণ্ডতুল্য বৃহৎ। আমার বোধ হয় ইহাই নিঘণ্টূক্ত যথার্থ রাজজম্বূবৃক্ষ। বঙ্গে এতাদৃশ বৃহৎফলা জম্বূ নাই, যেগুলি আছে তন্মধ্যে কালজামই বৃহত্তম সুতরাং ইহা রাজজাম্ববের প্রতিনিধিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। জম্বূর ভেদ কেবল ফলের ক্ষুদ্রত্ববহুত্বে প্রতিষ্ঠিত নহে—বৃক্ষ ও পত্রের আকৃতিপার্থক্য এবং ফলের স্বাদভেদও লক্ষিত হইয়া থাকে। বৈদ্যকে ফলের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞাপনার্থ কাকশব্দের ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে, যথা—উডুম্বর, কাকোডুম্বর। এস্থলে কাকজম্বূ শব্দের কাকশব্দও তদর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বৃক্ষের উৎপত্তি স্থানভেদে ভেদস্বীকারও বৈদ্যকসম্মত, অতএব আমরা গোশীর্ষচন্দন, শাবরলোধ্র প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই। নদীজম্বূ ক্ষুদ্রজম্বূ হইলেও উৎপত্তিস্থানবৈচিত্র্য প্রদর্শনার্থ কেহ কেহ ইহার পৃথগুল্লেখ করিয়া থাকেন। রাজজম্বূর ফলাপেক্ষা কাকজম্বূর ফল ক্ষুদ্রতর এবং কাকজম্বূর ফলাপেক্ষা ভূমিজম্বূর ফল ক্ষুদ্রতর। ভূমিজম্বূর ফল মটর কলায়ের অপেক্ষা বৃহত্তর হয় না—ইহা বর্ষায় পরিপক্ক হয়। ক্ষুদ্রজম্বূর নানা জাতি লোকতঃ প্রসিদ্ধ। যে সকল জম্বূ চট্টগ্রামে "লম্বানলি জাম," "বুটিজাম," "ফুলজাম," "লালফুলজাম" নামে খ্যাত, সেগুলি কাকজম্বূ, ভূমিজম্বূর ভেদমাত্র।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, ত্বক্, বীজ। মাত্রা—ত্বক্ ও পত্রের স্বরস—১-২ তোলা। বীজচূর্ণ—½—৩ আনা। পিষ্টত্বক্—৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে জম্বূর ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে জম্বূফল—বায়ুজনক যাবতীয় দ্রব্যের মধ্যে জম্বূফল শ্রেষ্ঠ। (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) ব্রণরোপণার্থ জম্বূত্বক্—জম্বূত্বকের সূক্ষ্মচূর্ণদ্বারা ক্ষত অবধূলিত করিলে ক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে। (চিঃ ১৩ অঃ)। (৩) পিত্তজবমনে জম্বূপল্লব—জম্বূ ও আম্র পল্লবের কাথ শীতল হইলে মধুযোগে পান করিবে। ইহা পিত্তজবমনে প্রশস্ত। (চিঃ ২৩ অঃ)।

চক্রদত্ত—অতিসারের শোণিতস্রাবে জম্বূত্বক্—পিষ্ট জম্বূত্বক্ প্রচুর মধুযোগে ছাগীদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অতিসারীর শোণিতস্রাব নিবৃত্তি পায়। (অতিসার—চিঃ)।

(২) বালগ্রহণীতে জম্ব্‌ত্বক্—জম্ব্‌ত্বকের স্বরস ছাগীদুগ্ধসহ পান করিলে বালকের গ্রহণী প্রশমিত হয়। (বাল—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, ছর্দ্দিনিগ্রহণবর্গে জম্ব্‌পত্র এবং পুরীষবিরজনীয় ও মূত্রসংগ্রহণবর্গে জম্ব্‌ পাঠ করিয়াছেন। জম্ব্‌র বীজই মূত্রসংগ্রহণ। চক্রোক্ত মূত্রবিকারাধিকারে পঠিত ন্যগ্রোধাদ্যচূর্ণের "আম্রজম্ব্‌কপিত্থক" পাঠের টীকায় শিবদাস লিখিয়াছেন "আম্রজম্বোঃ ফলাস্থি"। বৃন্দোক্ত ন্যগ্রোধাদিচূর্ণের টীকায় শ্রীকণ্ঠও বলিয়াছেন "আম্রকপিত্থজম্ব্‌নাং ফলাস্থি"। যে দ্রব্য মূত্রের ভূয়িষ্ঠার হ্রাস করে তাহার নাম মূত্রসংগ্রহণ।

Constituents—The seed contains jambulin a glucoside; also a trace of essential oil, chlorophyll, fat, resin, gallic acid, albumen etc. The bark contains tannin 12 p. c. and a kino-like gum.

Actions and uses.—The juice of the ripe fruit or syrup is stomachic, astringent, and diuretic acid given in scanty urine. The decoction of bark is astringent and used in diarrhœa of children, in chronic dysentery, as a gargle mixed with Dhumaso for the relief of spongy gums, and sore, cracked or irritable tongue. A paste of the leaves is used to promote healthy discharges from indolent sores or from unhealthy ulcers. The extract of the powdered seeds and dried fruits is used in diabetes. It checks diastatic conversion of starch into sugar in cases depending on increased production of glucose. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 269).

"A wine and syrup of the fruit has been shown to us by Mr. M. C. Pereira of Bombay; they much resemble in flavour similar preparations made with red currants, and appear to have stomachic and astringent properties. Some years ago at Monghyr, in Bengal, excellent brandy was prepared from the fermented fruit Of late years the seeds of this tree have been recommended as a remedy in diabetes.

Dr. C. Graeser, of Bonn, has published in the *Centralblatt für Klinische Medicin* a highly interesting account of a series of experiments with the extract of the fruit of *sysygium jambolanum* on dogs, which had previously been made diabetic by the administration of phloridzin.

Dr. Graeser thought that the best way of studying the physiological and therapeutic action of the new drug was to administer it to dogs, which had artificially been made diabetic by a method introduced by V. Mehring, who found that artificial diabetes can at any moment be produced in dogs by the administration of phloridzin.

A young dog of 2700 to 4·800 grammes body weight, to which 2·5 to 4·8 grammes of phloridzin (1 gramme to 1 kilo body weight) have been given, in the course of a day will show an excretion of sugar, lasting for twenty-four to thirty hours, and amounting to 5·89 to 12·45 grammes. Graeser first gave the daily dose of phloridzin, but later on he split the quantity into doses of 1 gramme, given every two to three hours. In both cases the excretion of sugar was the same. Diarrhœa was caused by phloridzin in three cases. After Graeser had experimented for some time with phloridzin alone he began to administer simultaneously phloridzin and extract of **Syzygium jambolanum.** The latter was given before, along with, or after phloridzin, and invariably had the effect of reducing the expected excretion of sugar most considerably. This reduction amounted to at least half, in some cases even to nine-tenths, of the quantity of sugar which would have resulted had phloridzin alone been given. At the same time the duration of the diabetes was shortened. Dogs, which under phloridzin alone had excreted 5·89 to 12·45 grammes of sugar, showed under the jambul treatment a maximum excretion of 2·906 grammes of sugar and a minimum excretion of 1·5 gramme.

As jambul showed such a powerful effect on the artificially-produced diabetes, it may be anticipated that when given at the proper time and in a large dose it will entirely prevent the excretion of sugar.

It is not yet known how jambul given in large doses acts on the pathological diabetes mellitus of man. But it is well worth trying. The experiments on man are all the more justified as no ill effect has ever yet been produced by the new drug. A favourable effect of such experiments would prove that phloridzin diabetes and pathological diabetes are of a similar nature.

In all the animals on which Graeser experimented no signs of any secondary effects of jambul extract were observed, not even after doses of 18 grammes. In one case diarrhœa set in, which, as further experiments proved, was caused by phloridzin and not by jambul.

All the experiments were made with extract of jambul prepared by Mr. R. H. Davies, F. I. C., Chemist to the Society of Apothecaries, London, from seeds which the author had himself brought over to Europe. As the fruit contains great quantities of starch, it was thought advisable to eliminate this as much as possible in preparing the extract.

Several extracts were prepared out of the whole fruit, or solely out of the kernel or solely out of the pericarp ; 100 grammes of the fruit gave $16\frac{1}{3}$ grammes kernel-extract, and $11\frac{2}{3}$ grammes pericarp extract. The most given in one single dose was 6 grammes, the maximum daily dose 18 grammes.

Whether the active principle is contained in the pericarp or kernel cannot as yet be decided to a certainty. Probably it is contained in both, but to a greater extent in the pericarp.

From the long series of experiments which he has made, Graeser draws the following conclusions—

1. Phloridzin diabetes is considerably lessened by jambul extract.

2 Jambul extract is non-poisonous, and does not cause any ill effect.

3. The active principle contained in jambul is not yet known. It will have to be determined by careful analysis and further experiments. (*Chemists and Drugists, 1889*)

With reference to Graeser's experiments, G. I. Iaveine (Vrat.Ch., 1889, p. 1029) records having obtained negative results with the seeds in three cases of diabetes in which the urine contained from 6 to 7 per cent. of sugar. In these cases the powdered seeds were given in doses of one gramme 4 to 6 times a day. (*Dymock*—Part II., pp. 26-29).

নব্যমত—পক্কজম্বুফলরস কিম্বা জম্বুর "সিরাপ," পাচক, ধারক, মূত্রকারক ; ইহা মূত্রাল্পতায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জম্বুত্বকের কাথ শিশুর অতিসারে এবং রক্তাতিসারে হিতকর। জম্বুত্বক্ ও দুরালভার কাথের কবল, দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব, ক্ষত এবং জিহ্বা বিদারণে (জিবকাটা) বিশেষ উপকারী। পিষ্টপত্রের প্রলেপ দিলে কদর্য্য ক্লিন্ন ক্ষতের শুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। বীজচূর্ণ কিম্বা শুষ্কফল মধুমেহে (Diabetes) বিশেষ ফলপ্রদ। "ফ্লোরিড্জিন্" ভেষজের এমন গুণ যে ইহা সেবন করিলে মধুমেহ জন্মে। ডাঃ সি, গ্রেজার্ একটী কুকুরকে "ফ্লোরিড্জিন্" সেবন করাইয়া উহাকে মধুমেহ রোগগ্রস্ত করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ ঐ কুকুরকে জম্বুবীজের এক্‌ট্রাক্ট সেবন করাইয়া দেখিয়াছেন যে, জম্বুবীজের, "ফ্লোরিড্জিন্" কর্তৃক উৎপাদিত মধুমেহ প্রশমনের শক্তি আছে। এতদ্বিষয়ক বিশেষ বিবরণ উপরি উদ্ধৃত ইংরাজিটুকু পাঠ করিলে জানা যাইবে। পূর্ব্বে যুরোপে জম্বুফল হইতে উত্তম মদ্য প্রস্তুত হইত। (আর্, এন্, কোরি—২য় খণ্ড, ২৭০ পৃঃ। ডিমক্—২য়ঃ খণ্ড, ২৬-২৯ পৃঃ)।

জম্বীরমাতুলুঙ্গাদি—जम्बीरमातुलुङ्गादयः।

जम्बीरः—Citrus Acida. अन्वर्थसंज्ञा—"दन्तहर्षणः"। मातुलुङ्गः, बीजपूरः—Citrus Medica. अन्वर्थसंज्ञा—"गन्धकुसुमः," "दन्तुरत्वचः," "वराम्लः," "केसराम्लः," "कृमिघ्नः," "रोचनफलः"।

जम्बीरभेदाः।—धन्वन्तरीयनिघण्टूक्ताः—(१) जम्बीरः, (२) मधुजम्बीरः, (३) नारङ्गः, (४) बीजपुरः (मातुलुङ्गः), (५) मधुकर्कटी। राजनिघण्टूक्ताः—(१) जम्बीरः, (२) मधुजम्बीरः, (३) निम्बूकः, (४) नारङ्गः, (५) बीजपुरः, (मातुलुङ्गः), (६) मधुकर्कटी, (७) वनबीजपूरकः। भावप्रकाशोक्ताः—(१) निम्बूः, (२) मिष्टनिम्बूः, (३) बीजपुर (मातुलुङ्गः), (४) मधुकर्कटिका, (५) जम्बीरद्वयम्। राजवल्लभोक्ताः—(१) मातुलुङ्गः, (२) जम्बीरः, (३) मधुकर्कटिका, (४) नागरङ्गः।

तृष्णाशूलकफोत्क्लेशच्छर्दिश्वासनिवारणः। वातश्लेष्मविबन्धघ्नं जम्बीरं गुरु पित्तलम्। अम्लं समधुरं हृद्यं विशदं भक्तरोचनम्। वातघ्नं दुर्जरं प्रोक्तं नारङ्गस्य फलं गुरु। श्वासकासारुचिहरं तृष्णाघ्नं कण्ठशोधनम्। लघ्वम्लं दीपनं हृद्यं मातुलुङ्गमुदाहृतम्॥ त्वक् तिक्ता दुर्जरा तस्य वातकृमिकफापहा। स्वादु शीतं गुरु स्निग्धं मांसं मारुतपित्तजित्॥ मेध्यं शूलार्त्तिवर्हिघ्नं कफारोचकनाशनम्। दीपनं लघु संग्राहि गुल्मार्शोघ्नं तु केसरम्॥ पित्तमारुतकृद्बल्यं पित्तकं बद्धकेसरम्। हृद्यं वर्ण-कारं वर्ण्यं रक्तमांसबलप्रदम्॥ शूलाजीर्णविबन्धेषु मन्दाग्नौ कफमारुते। अरुचौ श्वासकासेषु रसस्तस्योपयुज्यते। रसोऽति मधुरो हृद्यो वीर्य-पित्तानिलापहः॥ कफवदुर्ज्जरा पाके मातुलुङ्गजटा कटुः। मूलञ्च कृमीन् हन्ति पुष्पबीजञ्च गुल्मजित्। अन्यच्च—चेतोहारी रसैन भवयति कटुता, मन्दताञ्चापि धत्ते। हृल्लोमोदाग्नशुल्मश्वसनकफहरः, शोफकोपा-

यवन्ता। वीर्य्यादग्नेर्विवर्द्धनकरं, रुचिकृत् पाचनोऽयम्। संचत्ते रक्तपित्तं परिणतिसमये, केसरो मातुलिङ्गाः॥ मधुकर्कटिका स्वादुः शीता पित्तास्रजिद् गुरुः। एषा त्रिदोषजिद् हृद्या रुचिकृच्चैव दुर्जरा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ मधुरो मधुजम्बीरो शिशिरः कफ-पित्तजित्। वर्णेन्द्रसर्पंघ्नो हृद्यः श्रमघ्नः पुष्टिकारकः। धन्वन्तरीय-निघण्टू राजनिघण्टुश्च।

अम्बीरस्य फलं रसेऽम्लमधुरं, वातापहं पित्तकृत्। पथ्यं पाचनरोचनं बलकरं, वह्नेर्विवृद्धिप्रदम्। पक्वं चेन्मधुरं कफार्त्तिशमनं, पित्तास्रदोषापहृत्। वर्ण्यं वीर्य्यविवर्द्धनं च रुचिकृत्, पुष्टिप्रदं तर्पणम्॥ निम्बुफलं प्रथित मम्लरसं कटूष्णं। गुल्मामवातहरमग्निविवृद्धिकारि। चक्षुष्यमेतदथ कासकफार्त्तिकण्ठ।—विच्छर्द्दिहारि परिपक्वमतीव रुच्यम्॥ नारङ्गं मधुराम्लं गुरूष्णं चैव रोचनम्। वातामकृमिशूलघ्नं श्रमघ्नं बलवर्द्धनम्॥ वीजपूरफलमम्लकटूष्णं श्वासकासशमनं पाचनञ्च। कण्ठशोधनपरं लघु हृद्यं दीपनं च रुचिकृत् पाचनञ्च। तथाच—बालं पित्तमरुत्कफास्र-करणम्, मध्यञ्च तादृग्विधम्। पक्वं वर्णकरञ्च हृद्यमथ तत्, पुष्णाति पुष्टिं बलम्॥ शूलाजीर्णविबन्धमारुतकफ, श्वासार्त्तिमन्दाग्निजित्। कासा-रोचकशोफशान्तिदमिदं, स्यान्मातुलिङ्गं सदा। अन्यच्च—त्वक् तिक्ता दुर्जरा स्यात् कृमिकफपवनध्वंसिनी स्निग्धमुष्णम्। मध्यं शूलार्त्तिपित्तप्रशमन-मखिलारोचकघ्नञ्च शीतम्। वातार्त्तिघ्नं कटूष्णं जठरगदहरं केसरं दीप्य-मम्लं। वीजं तिक्तं कफार्शःश्वयथुशमकरं वीजपूरस्य पथ्यम्॥ मधु-कर्कटी मधुरा शिशिरा रक्तपित्तघ्नी। त्रिदोषशमनी रुच्या हृद्या च गुरुदुर्जरा। अम्लः कटूष्णो वनवीजपूरो। रुचिप्रदो वातविनाशनश्च। आदध्यादीपः कृमिनाशकारी। कफापहः श्वासनिषूदनश्च। राज-निघण्टुः।

निम्बूकं क्रमिसमूहनाशनम्। तीक्ष्णमम्ल मुदरग्रहापहम्। वातपित्त-कफशूलिने हितम्। कष्टनष्टरुचिरोचनं परम्। त्रिदोषवह्निक्षयवातरोग-निपीड़ितानां विषविह्वलानाम्। मन्दानले बद्धगुदे प्रदेयं विसूचीकायां मुनयो वदन्ति॥ मिष्टनिम्बूफलं स्वादु गुरुमारुतपित्तनुत्। गररोग-विषध्वंसि कफोत्क्लेशि च रक्तहृत्। शोषारुचितृषाच्छर्दिहरं बल्यञ्च बृंहणम्॥ बीजपूरफलं स्वादु रसेऽम्लं दीपनं लघु। रक्तपित्तहरं कण्ठजिह्वाहृदयशोधनम्। श्वासकासारुचिहरं हृद्यं तृष्णाहरं स्मृतम्॥ मधुकर्कटिका स्वाद्वी रोचनी शीतला गुरुः। रक्तपित्तक्षयश्वासकासहिक्का-भ्रमापहा॥ जम्बीर मुष्णं गुर्व्वम्लं वातश्लेष्मविबन्धनुत्। शूलकासकफोत्-क्लेशच्छर्दितृष्णामदोषजित्। आस्यवैरस्यहृत्पीड़ावह्निमान्द्यक्रमीन् हरेत्। स्वल्पजम्बीरिका तद्वत् तृष्णाच्छर्दिनिवारणी॥ भावप्रकाशः।

मातुलुङ्गफलं हृद्यमम्लं लघ्वग्निदीपनम्। श्वासकासारुचिहरं तृष्णाघ्नं कण्ठशोधनम्। विबद्धे चैव हिक्कायां शूले छर्द्याञ्च शस्यते॥ लिम्पाकं सुरभि स्वादु नात्यम्लं भक्तरोचकम्। वातश्लेष्महरं हृद्यं छर्दिघ्नं नातिपित्तकृत्॥ अम्बीरं मधुरं किञ्चिदम्लम् पित्तकृद् गुरु। सुगन्धि दुर्जरं वह्निकफवात-विबन्धनुत्॥ मधुकर्कटिका शीता श्लेष्मास्यस्य प्रसादनी। वृष्या स्वादुर्गुरुः स्निग्धा वातपित्तविनाशिनी॥ नागरङ्गन्तु सुरभि विपाके दुर्ज्जरं गुरु। नात्यम्लमीषन्मधुरं वृष्यं वातविनाशनम्॥ राजवल्लभः।

गुल्मानाहयोः मातुलुङ्गमूलम्—"चूर्णानि मातुलुङ्गस्य भावितस्य रसेन वा। कुर्य्याद्वर्त्तीः सगुड़िका गुल्मानाहार्त्तिशान्तये"। (चिः ५ अः)। (२) पित्तं समाशयमानाय मातुलुङ्गरसः—"मातुलुङ्गरसं क्षौद्रं पिप्पलीमरिचान्वितं। समागरं पिबेत् पित्तं तथास्येति समाशयम्"। (चिः २१ अः)। चरकः।

ज्वरकृते आस्यवैरस्ये मातुलुङ्गकेसरम्—"केसरं मातुलुङ्गस्य मधुसैन्धव

—संयुतम्। * वेदना धारयेत् कर्णे—"। (उः १८ अः)। (२) रक्तपित्ते मातुलुङ्गपुष्पमूले—"मूलानि पुष्पाणि च मातुलुङ्गाः पिष्टा पिबेत् तण्डुलधावनेन"। (उः ४५ अः)। सुश्रुतः।

कर्णशूले मातुलुङ्गरसः—"रसेन वीजपूरस्य * पूरयेत्"। (उः १८ अः)। वाग्भटः।

पित्तज्वरिणः पिपासायां मातुलुङ्गकेसरम्—"केसरं मातुलुङ्गस्य मधुसैन्धवसंयुतम्। पेष्यमानं तालुलेपः सद्यः पित्तक्षयापहः"। (चिः २ अः)। (२) तालुशोषे मातुलुङ्गकेसरम्—केसरं मातुलुङ्गस्य पिष्टं तण्डुलवारिणा। प्रतप्तं मधुना तालुलेपः शोषापहः परः"। (चिः १४ अः)। (३) शर्करायां मातुलुङ्गमूलम्—"यो मातुलुङ्गिकामूलं पिबेत् पर्युषिताम्बुना तस्यान्तः शर्करोद्भूतं दुःखं सद्यो विलीयते"। (चिः २८ अः)। (४) वातविसर्पे मातुलुङ्गरसः—"मातुलुङ्गरसेनापि धावनं वातसर्पिषु"। (चिः ३३ अः)। (५) पित्तजे शिरोरोगे मातुलुङ्गकेसरम्—"केसरैर्मातुलुङ्गस्य पित्तजे शीतलेपनम्"। (चिः ३८ अः)। (६) गुर्व्विणीनामरुचौ मातुलुङ्गकेसरम्—"* समधुकं मातुलुङ्गस्य केसरम्। मार्जनं दन्तजिह्वासु गण्डूषश्चोष्णवारिणा। गुर्व्विणीनाञ्च सर्व्वासामरुचिश्च नियच्छति"। (चिः ५० अः)। हारीतः।

ज्वरिणः अरुचौ मातुलुङ्गकेसरम्—"अरुचौ मातुलुङ्गस्य केसरं साज्यसैन्धवम्। * पाणौ धारयेत्" (ज्वर—चिः)। (२) वातभवे शूले वीजपूरकमूलम्—"वीजपूरकमूलञ्च घृतेन सह पाययेत्। जयेद् वातभवं शूलं कर्मिकं प्रमाणतः। (शूल—चिः)। (३) पार्श्वहृद्वस्तिशूले मातुलुङ्गरसः—"मातुलुङ्गरसो वापि *। क्षारो मधुना पीतः पार्श्वहृद्वस्तिशूलनुत्"। (शूल—चिः)। (४) अम्लपित्ते अम्लीररसः—"अम्लीरकरसः पीतः

सार्धमम्लमसृपित्तकम्" (अम्लपित्त—चिः)। (५) मसूरिकापाचनार्थं मातुलुङ्गकेसरम्—"सौवीरेण तु संपिष्टं मातुलुङ्गस्य केसरं प्रलेपात् पाचयत्याशु दाहशोषौ नियच्छति"। (मसूरिका—चिः)। चक्रदत्तः।

घृतस्य परिपाकाय जम्बीररसः—"घृतस्य परिपाकाय जम्बीरस्य रसो हितः। (अजीर्ण—चिः)। (२) हिक्कासु मातुलुङ्गरसः—"मधुसौवर्चलोपेतं मातुलुङ्गरसं पिबेत्"। (हिक्का—चिः)। भावप्रकाशः।

वमने मातुलुङ्गरसः——"मातुलुङ्गरसो लाजाशर्करामधुसंयुतः। पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः श्रेष्ठ श्छर्दिनिवारणः"। (छर्दि—चिः)। (२) कृमिदन्तरुजायां बीजपूरकमूलम्—"बीजपूरकमूलस्य वाकुचीनां तथैव च। भागाभ्यां तु समं कृत्वा पिष्ट्वा वर्त्तिन्तु कारयेत्। एषा रदस्थवर्त्तिस्तु दन्तैर्दन्तैर्निपीड्यते। सद्योऽवस्थितमात्रा तु कृमिदन्तरुजापहा। (मुखरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

অন্বর্থসংজ্ঞা।—জম্বীরের—"দন্তহর্ষণ"। মাতুলুঙ্গের (বীজপূরের)—"গন্ধকুসুম," "দন্তরচ্ছদ," "বরাম্ল," "কেসরাম্ল," "কৃমিঘ্ন," "রোচনফল"।

জম্বীরের ভেদ—ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে পাঁচ প্রকারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—(১) জম্বীর, (২) মধুজম্বীর, (৩) নারঙ্গ, (৪) বীজপূর, (৫) মধুকর্কটী। রাজনিঘণ্টুক্ত সাত প্রকার যথা—(১) জম্বীর, (২) মধুজম্বীর, (৩) নিম্বুক, (৪) নারঙ্গ, (৫) বীজপূর (মাতুলুঙ্গ) (৬) মধুকর্কটী, (৭) বনবীজপূরক। রাজবল্লভোক্ত চারি প্রকার; যথা—(১) মাতুলুঙ্গ, (২) জম্বীর, (৩) মধুকর্কটিকা, (৪) নাগরঙ্গ। ভাবপ্রকাশোক্ত পাঁচ প্রকার, যথা—(১) নিম্বু, (২) মিষ্টনিম্বু, (৩) বীজপূর, (৪) মধুকর্কটিকা. (৫) জম্বীরদ্বয়।

জম্বীরাদির ভাষানাম—আমরা জম্বীর শব্দ লেবুর সাধারণ নামস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু বৈদ্যকোক্ত জম্বীর শব্দে গোঁড়ালেবু গ্রহণ করিতে হইবে। মাতুলুঙ্গের পর্য্যায় বীজপূর—বীজপূর ও মাতুলুঙ্গ একই লেবুর দুইটী নাম। মাতুলুঙ্গের বাঙ্গলা নাম টাবালেবু। মাতুলুঙ্গের নিঘণ্টুক্ত অন্বর্থ নামগুলির মধ্যে "বরাম্ল" ভিন্ন

যাবতীয় নামই বাতাবি লেবুতেও প্রযুক্ত হইতে পারে। বরং "গন্ধকুসুম" শব্দ টাবালেবু অপেক্ষা বাতাবি লেবুতেই সম্যক্ অন্বর্থ। ভাবমিশ্রোক্ত মধুরবীজপূরক অর্থাৎ মধুকর্কটী, বাতাবিলেবু ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজনিঘণ্টূক্ত "বনবীজপূরক" বোধ হয় আরণ্য বাতাবিলেবু—"অত্যম্ল," "গন্ধাঢ্যা," "পীতা" ইহার পর্য্যায়। রক্সবর্গ লিখিয়াছেন টাবালেবুর গাছে কাঁটা আছে। বৈদ্যগণ যাহাকে টাবালেবু বলিয়া জানেন এবং প্রাকৃত লোকেও টাবালেবু নামে যাহা ব্যবহার করে, তাহার বৃক্ষ কণ্টকী নহে। টাবালেবু, বৃহৎ, গোল, ত্বক্ অপেক্ষাকৃত স্থূল, বীজ চ্যাপ্টা, ফলশস্য অর্থাৎ "রোয়া" পক্কাবস্থাতেও শ্বেতবর্ণ, রস প্রচুর, স্বাদ অত্যম্ল। রাজনিঘণ্টূক্ত নিম্বুক এবং ভাবপ্রকাশোক্ত নিম্বু এক নহে। নিঘণ্টূক্ত নিম্বূক "প্রথিতমম্লরসং" এবং "পরিপক্ক মতীবরুচ্যং"। বোধ হয় ভাবমিশ্রকথিত নিম্বু এবং রাজবল্লভোক্ত লিম্পাক একই বস্তু। নিম্বু "নষ্টকষ্টরুচিরোচনংপরং" এবং লিম্পাক "ভক্তরোচকঃ"। এতদুভয়ের বাঙ্গলা নাম পাতিলেবু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নিঘণ্টুদ্বয়ে বা ভাবপ্রকাশে লিম্পাক নামে কোন লেবুর উল্লেখ নাই। নিঘণ্টুকার ও ভাবমিশ্র বলিয়াছেন,—"বীজপূরোঽপরঃ প্রোক্তা মধুরা মধুকর্কটী," সুতরাং রাজনিঘণ্টু ও ভাবপ্রকাশোক্ত মধুকর্কটী বাতাবিলেবু। রাজবল্লভোক্ত মধুকর্কটী বাতাবিলেবু কি কমলালেবু ঠিক্ বলা যায় না। নিঘণ্টূক্ত মধুজম্বীর বোধ হয় গ্রাম্য কমলালেবু, কিম্বা শ্রীহট্টীয় কমলালেবুও হইতে পারে। রাঢ়ে যাহা নারেঙ্গালেবু নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই নিঘণ্টূক্ত নারঙ্গ এবং রাজবল্লভোক্ত নাগরঙ্গ। ভাবপ্রকাশোক্ত স্বল্পজম্বীরকে কেহ কেহ কাগজীলেবু বলিয়া থাকেন। লেবুর বহুভেদ দেশে দেশে প্রসিদ্ধ। শীতকালে কোচবিহারে, শ্রীহট্টীয় কমলালেবু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, ঈষদম্লযুক্ত মধুরাস্বাদ এক প্রকার লেবু পাওয়া যায়, ইহা হিমগিরির পাদদেশে জন্মিয়া থাকে, লোকে ইহাকে "সন্ত্রা" বলে; ইহা কাগজিলেবুরই মত কিঞ্চিদ্দীর্ঘাকৃতি, কিন্তু তদপেক্ষা বৃহত্তর, স্থূলত্বক্, সুগন্ধি, অম্লরসপূর্ণ। আর একপ্রকার লেবু কোচবিহারে প্রচুর জন্মে, ইহাকে লোকে "জম্বুরা" বলে। চিড়া ও দালের সহিত ইহা ভক্ষণ করে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পল্লব, পুষ্পকেসর, ফলত্বক্, ফলরস ও বীজ।

বৈদ্যকে জম্বীরাদির ব্যবহার।

চরক—গুল্ম ও আনাহে মাতুলুঙ্গমূল—মাতুলুঙ্গের মূলত্বক্ চূর্ণ করিয়া মাতুলুঙ্গের রসেই ভাবনা দিয়া বর্ত্তি ও গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মলমূত্রপ্রবৃত্তি রোধ এবং তজ্জন্য অন্যান্য উপসর্গের নাম আনাহ। আনাহরোগীর মলদ্বারে এই বর্ত্তি প্রবেশ করাইবে। এবং গুল্মরোগীকে এই গুড়িকা সেবন করাইবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) পিত্তের স্বমার্গা-

নয়নার্থ মাতুলুঙ্গরস—ত্রিকটুচূর্ণযোগে মাতুলুঙ্গরস পান করিলে, আশয়চ্যুত পিত্ত স্বমার্গে প্রতিনিবৃত্ত হয়। (চিঃ ২১ অঃ)। কামলাদি পীড়ায় পিত্ত রক্তসহ মিশ্রিত হইয়া, সর্ব্ব-শরীরে সঞ্চারিত হয়, মাতুলুঙ্গরস এই মার্গভ্রষ্ট পিত্তকে যথামার্গে আনয়ন করে অর্থাৎ সুস্থলোকের পিত্ত যেমন মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে সেইরূপ নির্গত করায়।

সুশ্রুত—জ্বরকৃত মুখবিরসতায় মাতুলুঙ্গকেসর—জ্বররোগীর মুখ বিস্বাদ হইলে মাতুলুঙ্গপুষ্পের কেসর মধু ও সৈন্ধবলবণসহ পেষণপূর্ব্বক মুখে রাখিলে, আস্যবৈরস্য থাকে না। (উঃ ৩৯ অঃ)। (২) রক্তপিত্তে মাতুলুঙ্গপুষ্প ও মূল—রক্তপিত্তী মাতুলুঙ্গের মূলত্বক্ ও পুষ্প তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)।

বাগভট—কর্ণশূলে মাতুলুঙ্গরস—মাতুলুঙ্গ ফলের রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে পাতিত করিলে কাণের বেদনা প্রশমিত হয়। (উঃ ১৮ অঃ)।

হারীত—পিত্তজ্বরীর পিপাসায় মাতুলুঙ্গকেসর—মধু ও সৈন্ধবলবণযোগে পিষ্ট মাতুলুঙ্গকেসর দ্বারা তালু প্রলিপ্ত করিলে (টাক্‌রায় লাগাইয়া রাখিলে) পিত্তজতৃষ্ণা নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২ অঃ)। (২) তালুশোষে মাতুলুঙ্গকেসর—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট মাতুলুঙ্গ কেসর তপ্ত করিয়া, পশ্চাৎ মধুযোগে তালুতে প্রলেপ দিলে, তালুশোষ অন্তর্হিত হয়। (চিঃ ১৪ অঃ)। (৩) শর্করারোগে মাতুলুঙ্গমূল—বাসিজলের সহিত মাতুলুঙ্গমূলত্বক্ পেষণ-পূর্ব্বক পান করিলে, শর্করা (এই রোগে মূত্রের সহিত বালির মত বস্তু নির্গত হয়) প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৯ অঃ)। (৪) বাতবিসর্পে মাতুলুঙ্গরস—বাতজবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ মাতুলুঙ্গ-কেসর ও ফলরসে ধৌত করিবে। (চিঃ ৩৩ অঃ)। (৫) পিত্তজশিরোরোগে মাতুলুঙ্গকেসর—পিত্তজশিরোরোগে আর্দ্র মাতুলুঙ্গকেসর পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। (চিঃ ৩৯ অঃ)। (৬) গর্ভিণীর অরুচিতে মাতুলুঙ্গকেসর—ত্রিকটু কিম্বা ইহার একতমের সহিত পিষ্ট মাতুলুঙ্গকেসর দ্বারা জিহ্বাদন্ত মার্জ্জন, কিম্বা জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কবল করিলে গর্ভিণীর অরুচি বিনাশ পায় (চিঃ ৫০ অঃ)।

চক্রদত্ত—জ্বররোগীর অরুচিতে মাতুলুঙ্গকেসর—জ্বররোগী, ঘৃত ও সৈন্ধব-লবণসহ পিষ্ট মাতুলুঙ্গকেসর মুখে ধারণ করিলে, অরুচি গিয়া রুচি হয়। (জ্বর—চিঃ)। (২) বাতজশূলে বীজপূরকমূল—বীজপূরকমূলত্বক্ ২ তোলা, গব্যঘৃতের সহিত পান করিলে বাতশূল প্রশমিত হয়। (শূল—চিঃ)। এ মাত্রা অধুনা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য কিনা চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন। (৩) পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলে মাতুলুঙ্গরস—যবক্ষার ও মধুসহ মাতুলুঙ্গরস পান করিলে পার্শ্বহৃদয় এবং বস্তিদেশের শূল প্রশমিত হয়।

(শূল—চিঃ)। (৪) অম্লপিত্তে জম্বীররস—সায়ংকালে জম্বীররস পান করিলে অম্লপিত্ত প্রশমিত হয়। (অম্লপিত্ত—চিঃ)। এস্থলে বৃদ্ধবৈদ্যগণ জম্বীর শব্দে পাতিলেবু ব্যবহার করেন। (৫) মসূরিকাপাচনার্থ মাতুলুঙ্গকেসর—বসন্তরোগীর গাত্রে কাঞ্জিপিষ্ট মাতুলুঙ্গ কেসরের প্রলেপ দিলে, বসন্তের গুটি পাকিয়া উঠে এবং দাহ নিবৃত্তি পায়। (মসূরিকা—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—ঘৃতের পরিপাকজন্য জম্বীররস—ঘৃতের পরিপাক জন্য জম্বীররস পান করিবে। (অজীর্ণ—চিঃ)। (২) হিক্কারোগে মাতুলুঙ্গরস—হিক্কা-রোগী মধু ও সৌবর্চ্চললবণযোগে মাতুলুঙ্গ ফলের রস পান করিবে। (হিক্কা—চিঃ)।

বঙ্গসেন—ছর্দ্দিতে মাতুলুঙ্গরস—খৈচূর্ণ, মধু, চিনি ও মাতুলুঙ্গরসের সহিত তরল করিয়া, কিঞ্চিৎ পিপ্পলীচূর্ণসহ পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায়। (ছর্দ্দি—চিঃ)। (২) কৃমিদন্তশূলে বীজপূরকমূল—বীজপূরকমূলত্বক্ এবং সোমরাজ সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলে পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি কৃমিভক্ষিত দন্তোপরি স্থাপন পূর্ব্বক, দন্তে দন্তে এরূপভাবে পীড়ন করিবে যেন বর্ত্তি কৃমিভক্ষিত দন্তে প্রলিপ্ত হইয়া থাকে। ইহা কৃমিভক্ষিত দন্তের বেদনাহর। (মুখরোগ – চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, হৃদ্য ও ছর্দ্দিঘ্নবর্গে মাতুলুঙ্গ পাঠ করিয়াছেন। ফলবর্গে লিখিত আছে—"শূলেঽরুচৌ বিবন্ধে চ মন্দেঽগ্নৌ মদ্যবিপ্লবে। হিক্কাকাসে চ শ্বাসে চ বম্যাং বর্চ্চোগদেষু চ। বাতশ্লেষ্মসমুত্থেষু সর্ব্বেষেতেষু দিশ্যতে। কেসরং মাতুলুঙ্গস্য লঘুশীত মতোঽন্যথা॥ মধুরং কিঞ্চিদম্লঞ্চ হৃদ্যং ভক্তপ্ররোচনম্। দুর্জ্জরং বাতশমনং নাগরঙ্গফলং গুরু। (সূঃ ২৭ অঃ)। সৌশ্রুতফলবর্গে লিখিত আছে—"কফানিলহরং পক্বং মধুরাম্ল-রসং গুরু। শ্বাসকাসারুচিহরং তৃষ্ণাঘ্নং কণ্ঠশোধনং। লঘ্বম্লং দীপনং হৃদ্যং মাতুলুঙ্গ-মুদাহৃতম্। ত্বক্ তিক্তা দুর্জ্জরা তস্য বাতকৃমিকফাপহা। স্বাদুশীতং গুরুস্নিগ্ধং মাংসং মারুতপিত্তজিৎ। মেধ্যং শূলানিলচ্ছর্দ্দিকফারোচকনাশনম্। দীপনং লঘু সংগ্রাহি গুল্মা-র্শোঘ্নন্তু কেসরং। শূলাজীর্ণবিবন্ধেষু মন্দাগ্নৌ কফমারুতে। অরুচৌ চ বিশেষেণ রসস্ত-স্যোপদিশ্যতে"। (সূঃ ৪৬ অঃ)। নারঙ্গ ও জম্বীরের গুণ, ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে যাদৃশ লিখিত হইয়াছে, সৌশ্রুত ফলবর্গেও অবিকল তাহাই দেখিতে পাই। উপরি উদ্ধৃত মাতুলুঙ্গের গুণবিবরণও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুক্ত পাঠের সহিত অভিন্ন। অন্যান্য স্থলেও পাঠক এতদুভয়গ্রন্থোক্ত পাঠের ঐক্য দর্শন করিবেন। এইরূপ পাঠৈক্যের কারণ, সুশ্রুত ও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুর বক্তা একই ব্যক্তি সেই কাশীরাজ ধন্বন্তরি। আমরা ইন্দ্রবারুণী বিষয়ক প্রবন্ধে একথা সপ্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

Constituents *of C. Medica.*—Lemon juice contains citric acid 7 to 10 p. c., phosphoric and malic acids ; also citrates of potassium and other

bases ; sugar, mucilage and ash. Dose 4 to 6 drs. Lemon peel contains a volatile oil, hesperidin, a bitter crystalline glucoside, chiefly in the white of the rind ; and ash 4 p. c. Hesperidin a bitter principle 5 to 8 p. c. in yellow crystals, sparingly soluble in boiling water and ether, readily soluble in hot acetic acid, also in alkaline solutions.

Actions and uses—The juice, rind of the fruits and volatile oil are used in medicine. The peel is bitter tonic and stomachic, used for flavouring tinctures and infusions. It is also stimulant and carminative given in indigestion, flatulence, and as a corrective to purgatives. It is also extensively used to disguise the taste of medicines such as quinine, &c. The lemon juice is refrigerant, cooling and antiscorbutic, analogous to orange juice, but it contains more citric acid and less syrup, and hence called acid of lemons. The juice taken internally enters the blood as alkaline citrates, potassium salts and phosphoric acid. The citrates are partly oxidized into carbonic acid and water. The potassium salts and phosphoric acid act upon the red corpuscles. They precipitate uric acid and thus promote the formation of calculi. If long continued the juice or citric acid impairs digestion and impoverishes the blood. It is supposed to dissolve organic matters in the system ; hence used in the treatment of atheroma. The fresh juice is useful in scarvy. It is an ingredient in many refrigerant and diuretic effervescing drinks, used in allaying febrile heat and thirst in saponing restlessness, promoting the action of the skin and kidneys. It is given in inflamatory affections and in dyspepsia with vomiting. Its power of conveying alkalies into the blood renders it useful in acute rheumatic affections sciatica, lumbago, &c., also given in obesity in large quantities with good results. It is often used with potassium bicarbonate and honey by the natives as a gargle in diphtheria and sore throat. Externally it relieves itching if applied in sun-burn, and to check post partem hæmorrhage. The essential oil is a stimulating liniment for the relief of rheumatic pains. The juice of baked lemon is used in bilious affections and to stop diarrhœa. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., pp. 125-26).

নব্যমত—লেবুররস পান করিলে ইউরিক্ এসিড্ মূত্র হইতে বিশ্লিষ্ট হয়, সুতরাং অশ্মরীসঞ্চয়ের অনুকূলতা করে। লেবুররস কিংবা সাইট্রিক্ এসিড্ দীর্ঘকাল সেবন করিলে, পরিপাকশক্তির দুর্ব্বলতা জন্মে এবং রক্তের উপাদানসম্পদ্ হ্রাস পায়। ইহা শরীরাভ্যন্তরস্থ অর্ব্বুদাদি বিলীন করিতে পারে বলিয়া, অষ্ঠীলাদি রোগে (Atheroma) হিতকর। লেবুর টাট্কা রস "স্কার্ভি" রোগে উপকারী। ত্বক্ ও বৃক্কের কার্য্যশক্তি বর্দ্ধন এবং জ্বরেরদাহ ও

তৃষ্ণাপ্রশমনার্থ যে সকল শীতল ও মূত্রকর পানীয় ব্যবহৃত হয়, লেবুররস তৎসমুদয় পানীয়ের অন্যতম উপাদান। ইহা প্রদাহমূলক পীড়া এবং অম্লপিত্তে সেব্য। লেবুররস রক্তে ক্ষীর ক্ষারগুণ অর্পণ করিয়া থাকে, অতএব ইহা বাত, গৃধ্রসী ও কটীশূলাদি পীড়ায় হিতকর। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে ইহা স্থৌলাম্লং। রোহিণী প্রভৃতি গলরোগে ও মুখক্ষতে দেশীয় চিকিৎসকগণ মধু ও যবক্ষারের সহিত লেবুর রসের কবল ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার বাহ্যপ্রয়োগ কণ্ডূ, রৌদ্রসেবাজন্য পীড়া এবং প্রসবান্ত-রক্তস্রাবে হিতকর। লেবুর খোসা,—পাচক, উষ্ণ, বায়ুনাশক ও আধ্মানহর। অপিচ ইহার কাথ, শীতকষায়াদি সুগন্ধিকরণার্থ এবং বিরেচকভেষজের সহকারীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার উদ্বায়ী তৈল বাতে হিতকর। অগ্নিপক্ক লেবুররস অতিসারের ঔষধ।

জবা ও জাতি—জবাজাতী।

জবা (পা)—Hibiscus Rosa Sinensis, Shoe-flower. জাতি:—Jasminum Grandiflorum. Chambeli, Spanish Jasmine.

अन्वर्थसंज्ञा—जवाया:—"ओड्रपुष्पम्" ("आर्द्रवत्युनत्ति, उन्दी-क्लेदने, ओड्रं पुष्पमस्य"), "रक्तपुष्पी," "अर्कप्रिया," "हरिवल्लभा," "सूर्याराधनसाधनी"।

"जवा तु कटुरुष्णा स्यादिन्द्रलुप्तकनाशकृत्। विच्छर्दिजन्तुजननी सूर्याराधनसाधनी"। राजनिघण्टुः।

जवा संग्राहिणी केश्या *। जातियुग्मं (जातिः स्वर्णजातिश्च) तिक्तमुष्णं तुवरं लघु दोषजित्। शिरोऽक्षिमुखदन्तार्त्तिविषकुष्ठानिलास्रजित्। भावप्रकाशः।

केशकृष्णीकरणे जवापुष्पम्—(भृङ्गराजे द्रष्टव्यम्)। (२) आर्त्तव-लाभाय जवापुष्पम्—"सकाञ्जिकं जवापुष्पं * प्राश्य वनिता आर्त्तवं लभेत्"। (योनिव्यापद्—चिः)। चक्रदत्तः।

পূতিকর্ণে জাতীপত্ররসঃ—"জাতীপত্ররসৈস্তৈলং বিপক্কং পূতিকর্ণজিৎ" (কর্ণরোগ—চিঃ)। (২) মুখপাকে জাতিপত্রম্—"কার্য্যশ্চ বহুধা নিত্যং জাতিপত্রস্য চর্ব্বণম্" (মুখরোগ—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

সদাহমূত্রকৃচ্ছ্রবেদনাশমনার্থং জাতীমূলং—"অজাক্ষীরেণ সংমিশ্রং জাতিমূলং প্রপেষিতম্। পিবেৎ সদাহমূত্রকৃচ্ছ্রবেদনাশমনং যতঃ। হারীতঃ।

জবার ভাষানাম—বাঃ—জবাফুলের গাছ। হিঃ—ওড়হুল, জবা, গুড়হর। মঃ—জাসবন্দ। গুঃ—জাসুম। কঃ—দাসনল। তৈঃ—মন্দারপু। এস্থলে জাতি শব্দ ভাবমিশ্রোক্ত চামেলী অর্থে গৃহীত হইয়াছে।

জবার অন্বর্থসংজ্ঞা—"ওড্রপুষ্প" (পিচ্ছিলপুষ্প), "রক্তপুষ্পী" "অর্কপ্রিয়া," "হরিবল্লভা," "সূর্য্যারাধনসাধনী"।

বর্ণন—জবাফুলের গাছ পুষ্পার্থ উদ্যানে রক্ষিত হয়। নিঘণ্টুকার জবাকে রক্তপুষ্প বলিয়াছেন, সূর্য্য "জবাকুসুমসঙ্কাশ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় অধুনা যেমন ঈষৎ পীত ও ম্লানশুভ্র জবাপুষ্প দৃষ্টিগোচর হয় পূর্ব্বে এই বর্ণবৈচিত্র্যের অভাব ছিল। কৃষিপ্রণালী ও জলবায়ুর প্রভাবে উদ্ভিদের পুষ্প, কালে বর্ণান্তরিত হইয়া থাকে। জড়জগৎ যেমন জবাকে বর্ণান্তরিত করিয়াছে মনুষ্যসমাজকর্ত্তৃক তদ্রূপ ইহা অধিকারভ্রষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে পাই জবা শাক্তসম্প্রদায়েরই অধিক প্রিয়, কিন্তু নিঘণ্টুকার ইহাকে "হরিবল্লভা" বলিয়া জানিতেন।

চামেলী ফুলের গাছ পুষ্পার্থ উদ্যানে পালিত হয়। উচ্চ চামেলীক্ষুপ আত্মদেহ ধারণক্ষম নহে, এজন্য পালকেরা অবলম্বনার্থ কিঞ্চিৎ দান করে। সাধারণ বৃন্তে ২—৩ জোড়া এবং অগ্রভাগে একটি অযুগ্ম পত্র থাকে, সাধারণবৃন্ত নাতিদীর্ঘ, ক্ষুদ্রপত্রবৃন্ত অতিহ্রস্ব, কেবল অগ্রস্থ অযুগ্মপত্রের বৃন্ত দীর্ঘতর, বৃন্তমূলে পত্রভাগ বিষমভাবে অবস্থিত, পত্রোদর গাঢ়-হরিদ্বর্ণ, পত্রপৃষ্ঠ ফিকেসবুজ, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম। পুষ্প—পুষ্পদণ্ডস্থিত, পুষ্পবৃন্ত দীর্ঘ, পুষ্প শ্বেত ও পীতবর্ণ, পীত পুষ্পের নাম স্বর্ণজাতি, পুষ্প মিলিতদল, পুংকেসর দলে সন্নিবিষ্ট, পুষ্পনল অতিক্রম পূর্ব্বক স্থিত, গন্ধ মনোহর, পুষ্পকাল—ফাল্গুন চৈত্র।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, পুষ্প।

বৈদ্যকে জবা ও জাতির ব্যবহার।

চক্রদত্ত—কেশকৃষ্ণীকরণে জবাপুষ্প——(ভৃঙ্গরাজ দেখ)। (২) আর্ত্তব-লাভার্থ জবাপুষ্প—জবাপুষ্প কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে নারীর ঋতুলাভ হয়। ইহা রজঃকৃচ্ছ্র, রজোরোধ এবং বিলম্বিত ঋতুতে (অর্থাৎ অধিক বয়স পর্য্যন্ত ঋতুদর্শন না হইলে) প্রযোজ্য।

ভাবপ্রকাশ—পূতিকর্ণে জাতিপত্ররস—"কাণ পাকিলে" তিলতৈলে চামেলীর পাতা ভাজিয়া, সেই তৈল বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিবে। (কর্ণরোগ—চিঃ)। (২) মুখপাকে জাতিপত্র——চামেলীর পাতা চর্ব্বণ করিলে মুখের ক্ষত আরাম হয়। (মুখরোগ—চিঃ)।

হারীত—মূত্রের উষ্ণতাদাহ ও বেদনায় জাতিমূল—ছাগীদুগ্ধে পিষ্ট জাতিমূল পান করিলে প্রস্রাবকালীন দাহ, বেদনা এবং মূত্রের উষ্ণতা প্রশমিত হয়। (চিঃ ৩০ অঃ)।

বক্তব্য—ভাবমিশ্র জাতির হিন্দিনাম চামেলী লিখিয়া, জাতিদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। নিঘণ্টুকার মালতীর পর্য্যায়ে জাতি পাঠ করিয়াছেন, জাতির পৃথক উল্লেখ করেন নাই। এস্থলে ভাবমিশ্রবৎ চামেলী অর্থে জাতিশব্দ গৃহীত হইল। "মালতী"তে এ বিষয় বিচার করা হইয়াছে। চামেলীফুলের দ্বারা সুগন্ধীকৃত তিলতৈল বহুপ্রসিদ্ধ।

Actions and uses *of Shoe-flower.*—The petals are demulcent and emollient. As a refrigerant drink its infusion is given in fevers, as a demulcent in cough and cystitis; combined with milk, sugar and cumin; it is given in gonorrhœa. In menorrhagia, combined with lotus root the bark of erisdendron anfractuosum, it is of benefit. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 98).

Constituents *of Jasminum Grandiflorum.*—Resin, salicylic acid, an alkaloid—named jasminine and an astringent principle.

Actions and uses.—Astringent. The juice of the leaves or the oil is dropped into the ear in otorrhœa. The leaves are chewed, or locally applied to aphthous sores or ulcers in the mouth. As uterine sedative a poultice of the leaves and flowers is applied over the genitals, pubis and loins, in painful menstruation, and in loss of venereal desire. The fresh juice of the leaves is applied to soft corns with relief. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., p. 435).

নব্যমত—জবাফুল স্নিগ্ধ, শীত ও পিচ্ছিল। ইহার কাথ জ্বর, কাস এবং মূত্রকৃচ্ছ্রে স্নিগ্ধশীত পাণীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধ, চিনি এবং জীরার সহিত ইহা "গণোরিয়া" রোগে সেব্য। পদ্মকন্দ ও সিমুলমূলের সহিত সেবিত হইলে, ইহা প্রচুর আর্ত্তবরজঃস্রাবে হিতকর। (আর, এন্ ক্ষোরি—৯৮ পৃঃ)।

চামেলীর পাতা—ধারক, কর্ণ হইতে জল বা পূয়স্রাব হইলে চামেলির পাতার রস পত্রসহভর্জ্জিত তৈল কর্ণে ক্ষেপণ করিলে পূতিকর্ণ নিবৃত্তি পায়। মুখক্ষতে ইহার পত্র চর্ব্বণ করিলে কিংবা পত্রের প্রলেপ দিলে ক্ষত পূরণ হয়। যোনিসন্নিহিত প্রদেশে কিংবা কোটীদেশে চামেলির পুষ্প ও পত্রের প্রলেপ দিলে ঋতুকালীন যন্ত্রণা প্রশমিত হইয়া সুখে আর্ত্তবস্রাব হয় এবং গ্রাম্যধর্ম্মের বিলুপ্তপ্রায় স্পৃহা পুনরানয়ন করে। পত্রস্বরস "কড়া"র (corn) পক্ষে হিতকর। (আর, এন্ ক্ষোরি—২য়ঃ খঃ, ৪৩৫ পৃঃ)।

জয়ন্তী—জয়ন্তী।

जया, जयन्ती—Sesbenia Ægyptiaca.

अन्वर्थसंज्ञा—"सूक्ष्ममूला," "केशरुहा," "विषमोहप्रशमनी"।

विषघ्नी तिक्तकटुका कफपित्तसमीरजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

ज्ञेया जयन्ती गलगण्डहारी (मदगन्धयुक्ता)। तिक्ता कटूष्णाऽनिल-नाशनी च। भूतापहा कण्ठविशोधनी च। कृष्णा तु सा तत्र रसायनी स्यात्। राजनिघण्टुः।

जयन्ती कफपित्तघ्नी क्रमिशोथविषप्रणुत्। मदगन्धवती तिक्ता कट्वूष्णा कण्ठशोधिनी। भावप्रकाशः।

ज्वरे जयन्तीमूलम्—मूलं जयन्त्याः शिरसा धृतं सर्व्वज्वरापहम्। (ज्वर—चिः)। (२) कृच्छ्रमेहे जयन्तीमूलम्—"पारिजातजया * । जलेषुमध्य * मेहान् क्रमाद्घ्नन्ति चाष्टौ क्वाथाः समाक्षिकाः"। (प्रमेह—चिः)। (२) मेढ्रपाके जयापत्रम्—"जयाजात्यश्वमाराकं * दहैः पृथक्। क्वाथं प्रक्षालने कार्यं मेढ्रपाके प्रयोजयेत्"। (उपदंश—चिः)।

(৪) শ্বিত্রে শ্বেতজয়ন্তীমূলম্—"শ্বেতজয়ন্তীমূলং পিষ্টং পীতঞ্চ গব্যপয়সৈব। শ্বিত্রং নিহন্তি নিয়তং রবিবারে বৈদ্যনাথাজ্ঞা" (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৫) প্রথম-মঘগদে হন্যমানে অয়ন্তীবীজম্—"পীতং বীজং জয়ায়াঃ মহৎ *" (মসূরিকা—চিঃ)। (৬) প্রতিশ্যায়ে জয়ন্তীপত্রম্—"পুটপক্কং জয়াপত্রং সিন্ধুতৈলসমন্বিতম্। প্রতিশ্যায়েষু সর্ব্বেষু শীলিতং পরমৌষধম্"। (নাসারোগ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

গর্ভধারণাবারণায় জয়ন্তীকুসুমম্—"আরনালপরিপেষিতং ত্র্যহং যা জয়াকুসুমমত্তি পুষ্পিনী। সহ পুরাণগুড়মুষ্টিসেবিনী সন্দধাতি নহি গর্ভমঙ্গনা" (বন্ধ্যা—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

জয়ন্তীর ভাষানাম—বাঃ—জৈন্তিগাছ। হিঃ—জাহী। মঃ—শিভারী। তাঃ—চম্পাই। তৈঃ—সোমান্তি। অঃ—হব্-এল্-ফকদ। ফাঃ—সিসিবন্।

জয়ন্তীর অন্বর্থসংজ্ঞা—"সূক্ষ্মমূলা" "কেশরুহা," "বিষমোহপ্রশমনী"।

বর্ণন—জয়ন্তীর বৃক্ষ নাত্যুচ্চ। পাতা তেঁতুলের পাতার মত। একটী সাধারণ-বৃন্তে জোড়া জোড়া পাতা থাকে—অগ্রে বেজোড় পাতা নাই। জয়ন্তী দুই প্রকার। একজাতীয়ের সাধারণ বৃন্তে ১৫—১৮ জোড়া এবং অপরের ১০—১২ জোড়া পাতা দেখা যায়—প্রথমোক্তের পুষ্প পীতবর্ণ এবং প্রশস্ততমদলের পৃষ্ঠদেশ বেগুণেরঙের। দ্বিতীয়টীর পুষ্পের প্রশস্ততমদলের পৃষ্ঠদেশে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু ও রেখা দৃষ্ট হয়। পুষ্পের গঠন শিম্বিধারী উদ্ভিদের পুষ্পতুল্য, পুষ্প পুষ্পদণ্ডস্থিত, প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ৩—১২টী পুষ্প থাকে। শিম্বী—দীর্ঘ, ক্ষীণ, বীজদ্বয়মধ্যগতাংশ সঙ্কুচিত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, পুষ্প, মূল, বীজ। পত্র, শাকার্থ ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যকে জয়ন্তীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—জ্বরে জয়ন্তীমূল—জয়ন্তীর মূল মস্তকে ধারণ করিলে জ্বর নিবৃত্তি পায়। (জ্বর—চিঃ)। (২) ইক্ষুমেহে জয়ন্তীমূল—জয়ন্তীমূলের কাথ মধুযোগে পান করিলে ইক্ষুমেহ প্রশমিত হয়। (প্রমেহ—চিঃ)। (৩) মেঢ্রপাকে জয়ন্তীপত্র—জয়ন্তী-পত্রের কাথে মেঢ্র ধৌত করিলে মেঢ্রপাক বিনাশ পায়। (উপদংশ—চিঃ)। (৪) মসূরিকার প্রথমাবির্ভাবকালে জয়ন্তীবীজ—গব্যঘৃতসহ পিষ্ট ২৪টী জয়ন্তীবীজ

বাসি জলের সহিত, বসন্ত বাহির হইবার সময়ে পান করিবে। (মসূরিকা—চিঃ)। (৫) শ্বিত্রে শ্বেতজয়ন্তীমূল—রবিবারে, শ্বেতজয়ন্তীমূল গব্যদুগ্ধে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে শ্বিত্র বিনষ্ট হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৬) প্রতিশ্যায়ে জয়ন্তীপত্র—জয়ন্তীপত্র পেষণপূর্ব্বক কলার পাতে আল্গা করিয়া বাঁধিয়া অঙ্গারের উপরি স্থাপন করিবে। বেষ্টিত কদলীপত্র অর্দ্ধদগ্ধ হইলে তুলিয়া, সৈন্ধবলবণ এবং সার্ষপ তৈলযোগে ভক্ষণ করিলে প্রতিশ্যায় অর্থাৎ নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মস্রাব নিবৃত্তি যায়।

ভাবপ্রকাশ—গর্ভধারণবারণার্থ জয়ন্তীকুসুম—ঋতুকালে তিন দিন, পুরাণ-গুড়যোগে পিষ্টজয়ন্তীপুষ্প সেবন করিলে নারী বন্ধ্যা হয়। (বন্ধ্যা—চিঃ)।

বক্তব্য—যাহারা কফপ্রকৃতি সর্ব্বঋতুতেই শ্লেষ্মরোগপীড়িত থাকে—কারণে অকারণে প্রত্যহই নাসিকা হইতে প্রচুর জলবৎ শ্লেষ্মস্রাব হয় তাহাদের পক্ষে শাকস্বরূপ জয়ন্তীপত্রের ব্যবহার পরম হিতকর। ইহা বহুধা পরীক্ষিত। মধুমেহে কিম্বা সোমরোগে পিষ্টজয়ন্তী পত্র আটার সহিত মিশ্রিত করিয়া রুটী প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রস্রাবের পরিমাণ সত্বর হ্রাস পায়—মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব লঘু এবং শর্করার পরিমাণ খর্ব্বীকৃত হয়।

Constituents.—The seeds contain a fixed oil, an odorous body, resin, sugar an organic acid, gum, proteids and ash 5 p. c.

Actions and uses.—The seeds and the juice of the bark are astringent and given in diarrhœa. The leaves are used as a poultice to promote suppuration. The powdered seeds are applied to relieve the pain of the scorpion bites. (*Materia Medica of India*—R N. Khory, Part II., p. 230).

নব্যমত—জয়ন্তীর বীজ এবং ত্বকের স্বরস, ধারক অতএব অতিসারে সেব্য। পিষ্ট ও উষ্ণ পত্রের প্রলেপ দিলে অপক্কস্ফোটক সত্বর পক্কতা প্রাপ্ত হয়। কীটদংশন জ্বালা প্রশমনার্থ বীজের প্রলেপ হিতকর। (আর, এন্, ক্ষোরি—২য়ঃ খঃ, ২৩০ পৃঃ)।

জাতিফল ও জয়িত্রী—जातिफलजातिपत्री ।

जातिफलम्—Myristica Fragrans, Nutmeg. **जातिपत्री**—Mace.

अन्वर्थसंज्ञा—जातिफलस्य—"मदशौण्डम्"। जातिपत्र्याः—"मलनाशिनी"।

जातीफलं कषायोष्णं कटु कण्ठामयार्त्तिजित्। वातातिसारमेहघ्नं लघु वृष्यञ्च दीपनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च।

जातिपत्री कटुका स्यात् सुरभिः कफनाशिनी। वक्त्रदौर्गन्ध्यहृच्चैव विषहृत् कायकान्तिदा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

जातिपत्री कटुस्तिक्ता सुरभिः कफनाशनी। वक्त्रवैशद्यजननी जाड्यदोषनिकृन्तनी। राजनिघण्टुः।

जातिफलं रसे तिक्तं तीक्ष्णोष्णं रोचनं लघु। कटुकं दीपनं ग्राहि स्वर्य्यं श्लेष्मानिलापहम्। निहन्ति मुखवैरस्यं मलदौर्गन्ध्यकृष्णताः। क्रिमिकासवमिश्वासशोषपीनसहृद्रुजः। जातिपत्री लघुः स्वादुः कटूष्णा रुचिवर्णकृत्। कफकासवमिश्वासतृष्णाक्रिमिविषापहा। वक्त्रवैशद्यजननी तिक्ता दौर्गन्ध्यनाशिनी। भावप्रकाशः।

जातीफलं कषायार्द्धशूलघ्नं वातपित्तजित्। जातीपत्री लघुस्तृष्णातोददौर्गन्ध्यजिन्मता। राजवल्लभः।

तैलं जातिफलोद्भूतं समुक्तेजनमग्निदम्। जीर्णातिसारशमनमाध्मानाक्षेपशूलहृत्। आमवातहरं वक्त्रदन्तवेष्टव्रणार्त्तिनुत्। **आत्रेयसंहिता।**

पिपासोत्क्लेशयोः जातिफलम्—"पिपासाया मलोत्क्लेशे * जातिफलस्य वा शीतं। (अग्निमान्द्य—चिः)। चक्रदत्तः।

ব্যঙ্গনীলিকায়াং জাতিফলম্—"জাতিফলস্য লেপস্তু হরেদ্ ব্যঙ্গস্য নীলিকাম্" (মুখরোগ—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশঃ।**

বিপাদিকায়াং জাতিফলম্—"পিষ্টা জাতীফলং লেপাদ্বিনিহন্তি বিপাদিকাম্ (কুষ্ঠাধিকারঃ) বঙ্গসেন।

জাতিফলের ভাষানাম—বাঃ—জায়ফল। হিঃ—জায়ফল। মঃ—জায়ফঠ্ঠ। কঃ গুঃ—জাইফল। তৈঃ—জাজিকায়া। তাঃ—জোদিকরায়। বর্ম্মা—জাদিক্ক। ফাঃ—জোমোবুবা। অঃ—জোয্ উৎলীব্। ইং—নট্‌মেগ্।

জয়িত্রীর ভাষানাম—বাঃ—জৈত্রী। হিঃ—জাবিত্রী। মঃ—জায়পত্রী। গুঃ—জাবত্রী। কঃ—জায়পত্রী। তৈঃ—জাজিপত্রী। ফঃ—জবিত্রী, বজ্‌বার। অঃ—বিস্‌বাসাঃ। ইং—মেস্।

অন্বর্থসংজ্ঞা—জাতিফলের—"মদশৌণ্ড" (মদকারী)। জাতিপত্রীর—"মলনাশনী"।

বর্ণন—জাতিফলের বৃক্ষ মলক্কা দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। পিনাং, মালয় এবং জাঞ্জিবর দ্বীপে ইহার আবাদ হয়। জাতিফলবৃক্ষের কাণ্ড বৃক্ষের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সরলভাবে উত্থিত হয়। শাখাগুলি সমদূরবর্ত্তীরূপে স্থিত, শাখাগ্র ভূমির দিকে আনত। মর্দ্দিতপত্র কিঞ্চিৎ সুগন্ধি। পুষ্প—বহু, ক্ষুদ্র, নির্গন্ধ ও পীতবর্ণ। জাতিফলের ফল গোলকাকৃতি আকার কুক্কুটডিম্ববৎ, ফলগাত্র মসৃণ ও পীতবর্ণ। জায়ফলের তিনটী স্তর (১) ফলাবরণ (Pericarp), (২) জয়িত্রী, (৩) বীজাবরণ (Testa)। (১) ফলাবরণ—স্থূল, মাংসল, পক্কাবস্থায় পীতবর্ণ, ইহা বেষ্টন পূর্ব্বক একটী সীতাচিহ্ন বিদ্যমান। ফল পরিপক্ক হইলে এই সীতাচিহ্ন বিদীর্ণ হইয়া ফলাবরণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। (২) বিভক্ত হইলে দেখা যায়, পলাশপুষ্পবর্ণ মাংসল, বহুধা ভিন্ন জয়িত্রীর দলগুচ্ছ বীজাবরণ বেষ্টন পূর্ব্বক তদ্গাত্রে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। শুষ্ক হইলে জয়িত্রী ভঙ্গপ্রবণ, পীতবর্ণ এবং বীজাবরণ হইতে খসিয়া পড়ে। (৩) বহুধা ভিন্ন জয়িত্রীর দলগুলির আশ্লেষহেতু বীজাবরণ গাত্রে তদনুকারি চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। এই বীজাবরণ কঠিন, স্থূল এবং দারুময় ; ভাঙ্গিলে ইহার ভিতর জায়ফল দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারে দুই প্রকার জায়ফল পাওয়া যায়, বীজাবরণসহ জায়ফল এবং বীজাবরণবর্জ্জিত জায়ফল। জায়ফল যত বৃহৎ হইবে ততই উত্তম। সাবান সুগন্ধিকরণার্থ জয়িত্রী ও জায়ফলের তৈল ব্যবহৃত হয়—এতদর্থে ফ্রান্স ও য়ুরোপে ভূরিপ্রমাণ জায়ফল ও জয়িত্রী নীত হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল, ফলকোষ (জয়িত্রী) ও তৈল।

মাত্রা—জয়িত্রীর—½—২ আনা। জায়ফলের—১—২ আনা।

বৈদ্যকে জাতিফলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—পিপাসা ও উৎক্লেশে জাতিফল—জাতিফলের শীতকষায় পিপাসা ও বমনোদ্বেগনাশক। (অগ্নিমান্দ্য—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—ব্যঙ্গে ও নীলিকায় জাতিফল—"মেঁছেতা" কিম্বা মুখের নীলবর্ণচিহ্নে ঘৃষ্টজায়ফল লেপন করিবে। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—বিপাদিকায় জাতিফল—জাতিফলের প্রলেপে পাদস্ফোট প্রশমিত হয়। (কুষ্ঠ—চিঃ)।

বক্তব্য—এদেশে অতিপ্রাচীন কাল হইতে জায়ফল ও জয়িত্রী পানের মশলারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। "মাত্রাশিতীয়ে" চরক বলিয়াছেন—"জাতিকটুকপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ। কক্কোলকফলং পত্রং তাম্বূলস্য শুভং তথা"। রসচিকিৎসার প্রসারের সহিত জায়ফল জয়িত্রীর ভেষজার্থ ব্যবহার ব্যাপকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আকরোক্ত সন্নিপাতজ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণরোগের চিকিৎসায় কিম্বা বাজীকরণাধিকারে জায়ফল জয়িত্রী ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু রসচিকিৎসার অভ্যুদয়কালে রচিত গ্রন্থগুলিতে, ঐ সকল পীড়ার চিকিৎসায় জায়ফল, জয়িত্রীর ভূরি ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আকরোক্ত তৈলযোনি-ফলবর্গে জাতিফল ও জাতিপত্রীর উল্লেখ নাই। নিঘণ্টুদ্বয়ে জাতিফল বা জাতিপত্রীর তৈলের গুণ বিবৃত হয় নাই।

Constituents.—The kernel contains a volatile oil, 2 to 8 p. c., a fixed oil, proteids, fat, starch, mucilage and ash; concrete oil, called oil of mace, 20 p. c. The mace contains a volatile oil (by distillation) identical with the volatile oil from the kernel, a fixed oil (by pressure), resin, fat, sugar, dextrine and mucilage.

Actions and uses.—Aromatic, stomachic and stimulant. In small doses it stimulates digestion, increases appetite, relieves flatulence, dyspepsia and colic. In large doses it causes stupor and delirium. As a carminative, anodyne and astringent, it is given in diarrhœa and dysentery, to allay nausea and vomiting, small doses frequently given relieves strangury. A paste of it is used as an external application to

the head in headache, palsy cramps &c. The wood is used as an astringent to check diarrhœa. The oil is stimulant and carminative, and in large doses, narcotic and is given in atonic dyspepsia, diarrhœa and as an adjunct to other stimulant medicines. Locally diluted with bland oil, it is applied in rheumatism, paralysis, sprains &c. Butter of nutmeg is externally applied in rheumatism, contusions, sprains etc, Mace is used for the same purposes as the kernel. *(R. N. Khory--Part II., p. 524).*

নব্যমত—জায়ফল ও জয়িত্রী—সুগন্ধি, পাচক ও উষ্ণ। অল্পমাত্রায় সেবিত হইতে ইহা পরিপাক ক্রিয়ার ত্বরিত নির্ব্বাহক, ক্ষুধার বর্দ্ধক এবং উদরাধ্মান, গ্রহণী ও শূল-প্রশমক। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে মূঢ়তা এবং প্রলাপ জন্মায়। পাচক, ধারক এবং বেদনাহর বলিয়া অতিসার, রক্তাতিসার এবং বিবমিষা ও বমনরোগে প্রযোজ্য। অল্পমাত্রায় সেবিত হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তমূত্রণে হিতকর। প্রলেপ,—শিরঃপীড়া, বাতব্যাধি ও হস্তপদ সঙ্কোচে (cramp) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জায়ফলবৃক্ষের কাষ্ঠ ধারক—অতিসার প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। তৈল—উষ্ণ, বায়ুনাশক, অতিসার ও গ্রহণীতে এবং অন্যান্য উত্তেজক ঔষধের সহকারীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে মদকারক। ইহা সার্ষপাদি তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাত, বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগে মর্দ্দনার্থ প্রযুক্ত হয়। (আর, এন্, ক্ষোরি—২য়ঃ খঃ, ৫২৪ পৃঃ)।

জীরকত্রয়—জীরকত্রয়ম্।

जीरक: (कम्), अजाजी Cuminum Cyminum. **उपकुञ्चिका**—Carum Carni. **कृष्णाजाजी**—Nigella Sativa, N. Indica.

भेदा:—जीरकपञ्चकं यथा—“जीरक:” (पीताभ:), “शुक्लाजाजी,” “कृष्णाजाजी,” “उपकुञ्चिका,” “वनजीरक:”। जीरकत्रयं यथा—“जीरक:,” “कृष्णाजाजी,” “उपकुञ्चिका”।

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—“जीरकशब्देन च प्रसिद्धं महज्जीरकम्” “कारवी, ईषत्कृष्णसूक्ष्मजीरकम्” (उदररोगोक्तनारायणचूर्णस्य टीकायां

शिवदासः)। "उपकुञ्चिका, स्थूलकृष्णजीरकम्" (मध्यमनारायण-काञ्जिकस्य टीकायां शिवदासः) ।

जीरकानां पर्य्यायाः——जीरकस्य——"अजाजी"। कृष्ण-जीरकस्य—"कृष्णाजाजी," "कारवी" (शिवदासः)। कृष्णजीरकस्य शाजीरा कालौजी इति ख्यातस्य——"कालाजाजी" "कारवी," "सुषवी," "पृथ्वीका" "उपकुञ्चिका"—(राजनिघण्टु भावप्रकाशश्च)।

अन्वर्थसंज्ञा—जीरकस्य—उत्पत्तिबोधिका—"मागधम्"।

परिचयज्ञापिका—"पीताभं"। गुणप्रकाशिका—"रुच्यं," "मनोज्ञम्," "दीप्यम्"। शुक्लजीरकस्य—"गौरजीरकः," "दीर्घकणा," "रुच्या," "दीप्यः"। कृष्णजीरकस्य—उत्पत्तिबोधिका—"काश्मीर-जीरकः," "सुगन्धः"। उपकुञ्च्याः—"कालिका," "स्थूलजीरकः"।

जीरकं कटु रुच्यं च वातघ्नं दीपनं परम्। गुल्माध्मानातिसारघ्नं ग्रहणी-कृमिहृत् परम्॥ गौराजाजी हिमा रुच्या कटुर्मधुरदीपनी। कृमिघ्ना विषघ्नी च चक्षुष्याऽऽध्माननाशिनी॥ जरणा (कृष्णाजाजी) कटुरुष्णा च कफशोफनिकृन्तनी। रुच्याजीर्णज्वरघ्नी च चक्षुष्या ग्राहिणी परा॥ वन्यजीरः कटुः शीतो व्रणघ्नः पक्वनाशकः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

जीरकः कटुरुष्णश्च वातघ्नो दीपनः परः। गुल्माध्मानातिसारघ्नो ग्रहणीकृमिहृत् परः। गौराजाजी हिमा रुच्या कटुर्मधुरदीपनी। कृमिघ्नी विषहन्त्री च चक्षुष्याऽऽध्माननाशनी। जरणा कटुरुष्णा च कफ-शोफनिकृन्तनी। रुच्या जीर्णज्वरघ्नी च चक्षुष्याग्राहिणी परा।

जीरकादिगुणाः—जीरकाः कटुकाः पाके कृमिघ्ना वह्निदीपनाः। जीर्णज्वरहरा रुच्या व्रणहाऽऽध्माननाशनाः। राजनिघण्टुः।

जीरकत्रितयं रूक्षं कटूष्णं दीपनं लघु। संग्राहि पित्तलं मेध्यं गर्भाशयविशुद्धिकृत्। ज्वरघ्नं पाचनं वृष्यं बल्यं रुच्यं कफापहम्। चक्षुष्यं पवनाऽऽध्मानगुल्मच्छर्द्यतिसारहृत्। भावप्रकाशः।

जीरकं रुचिकृत् स्वादु गन्धाढ्यं कफवातजित्। पाके कटु च तीक्ष्णोष्णं लघुपित्ताग्निवर्द्धनम्। राजवल्लभः।

विषमज्वरे अजाजी—"अजाजी गुड़संयुक्ता विषमज्वरनाशनी। अग्निसादं जयेत् सम्यग्वातरोगांश्च नाशयेत्"। (ज्वर—चिः)। (२) रक्तपित्ते पृथ्वीका—" लोहगन्धिनि निःश्वासे उद्गारे रक्तगन्धिनि। पृथ्वीकां प्राशमात्रान्तु खादेद्द्विगुणशर्कराम्"। (रक्तपित्त—चिः)। (३) वृश्चिकदंशने जीरकः—"जीरकस्य कृतः कल्को घृतसैन्धव संयुतः। सुखोष्णो वृश्चिकार्त्तानां सुखलेपो व्यथापहः"। (विष—चिः)। चक्रदत्तः।

विषमज्वरे——कृष्णाजाजी—" कालजाजीतु सगुड़ा विषमज्वर-नाशनी"। (ज्वर—चिः)। भावप्रकाशः।

मुखपाके जीरकः———"कृष्णजीरककुष्ठेन्द्रयवचर्व्वणतस्त्र्यहात्। मुखपाकव्रणक्लेददौर्गन्ध्यमुपशाम्यति"। (मुखरोग—चिः)। (२) प्रतिश्यायें कृष्णजीरकः—"प्रतिश्याये * घ्रेयं वा कृष्णजीरकं" (नासारोग—चिः)। वङ्गसेनः।

জীরকত্রয়ের সংস্কৃতনাম—যে কটারঙের জীরা বঙ্গে ব্যঞ্জনের সহিত ব্যবহৃত হয় তাহার নাম জীরক, অজাজী। যাহা "কেলেজীরে"নামে খ্যাত তাহা কৃষ্ণজীরক, ইহা শিবদাসের মতে কারবী; নিঘণ্টুকারের মতে কৃষ্ণাজাজী। যাহা শাজীরা নামে প্রসিদ্ধ তাহা ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুতে উপকুঞ্চিকা, সুষবী, পৃথ্বীকা; রাজনিঘণ্টুতে উপকুঞ্চিকা, সুষবী, কারবী ও পৃথ্বীকা; এবং ভাবপ্রকাশে কালাজাজী, উপকুঞ্চিকা, সুষবী, কারবী ও পৃথ্বীকা নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজনিঘণ্টু ও ভাবপ্রকাশে কারবী উপকুঞ্চিকার পর্য্যায়ে পঠিত হইলেও চারক মতে ইহারা পৃথক্, অর্শোক্ত তক্রারিষ্টে কুঞ্চিকা ও কারবী পৃথক্ পঠিত

হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ পার্থক্য এই, চরক ও শিবদাসের মতে কালজীরার নাম কারবী, ভাবমিশ্র ও নিঘণ্টুকারের মতে কারবী শাজীরা। নিঘণ্টুক্ত কৃষ্ণাজাজী এবং ভাবপ্রকাশোক্ত কালাজাজী এক নহে। প্রথমোক্তের ভাষানাম কালজীরা, শেষোক্তের নাম শাজীরা বা কলৌঞ্জী।

জীরকত্রয়ের ভাষানাম—জীরকের—বাঃ—জীরে। হিঃ—জীরা। মঃ—জিরেঁ। গুঃ—শাকমুজীরং। কঃ—জীরিগে। তৈঃ—জিলকারা। ফাঃ—জীরত। অঃ—কমূন্। য়ূনানী—রবামূন্। কৃষ্ণাজাজীর—বাঃ—কেলেজীরে, কালজীরে। হিঃ—কালাজীরা। মঃ—শহাজীরেঁ। গুঃ—শাজীরু। কঃ—করিজীরকে। তৈঃ—নল্লজীর। ফাঃ—জীরেশ্যাহ। অঃ—কমূন্‌কিরমানী। উপকুঞ্চিকার—বাঃ—শাজীরা। হিঃ—কলৌঁজী, মগরেলা। মঃ—কলৌঁজীজীরে। গুঃ—কলৌঞ্জী জীরুঁ। কঃ—করিদোড্ডজীরিগে। তৈঃ—নল্লজীরাকারা। ফাঃ—শোনিয, শ্যাদানে। অঃ—ইবত্তুস্‌সোদা। অরণ্যজীরকের—বাঃ—বনজীরে। হিঃ—কালাজীরি। মঃ—কড়ুজিরেঁ। কঃ—কাজীরগে। গুঃ—কালাজীরি, কড়্‌বীজীরি। অঃ—কমূনবহরী, কমূনরুমী।

জীরকের ভেদ—নিঘণ্টুদ্বয়ে জীরকপঞ্চকের উল্লেখ আছে। যথা—(১) জীরক (পীতাভ), (২) শুক্লজীরক, (৩) কৃষ্ণজীরক, (৪) উপকুঞ্চিকা (শাজীরা), (৫) বনজীরক। ভাবমিশ্র জীরকত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) জীরক, (২) কৃষ্ণজীর, (৩) কালাজাজী। (১) জীরক—ধন্বন্তরি, জীরকের পর্য্যায়ে পীতাভ শব্দ পাঠ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মতে জীরক শব্দে পীতাভজীরক। রাজনিঘণ্টুকার, জীরকের বর্ণজ্ঞাপক কোন পর্য্যায়ের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ইহার মতে জীরকের স্বরূপ স্পষ্ট জানা যায় না। (২) শুক্লজীরক—ধন্বন্তরি, অজাজীশব্দ জীরকের পর্য্যায়ে এবং নরহরি, শুক্লাজাজীর পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। কণশব্দ, উভয়েই শুক্লাজাজীর পর্য্যায়ে লিখিয়াছেন। ভাবমিশ্র অজাজী ও কণা জীরকের পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং ধন্বন্তরির মতে অজাজী পীতাভজীরক, নরহরি ও ভাবমিশ্রের মতে শুক্লজীরক। অথবা ভাবমিশ্রোক্ত জীরক শব্দ পীতাভ ও শুক্ল দ্বিবিধ জীরকেরই জ্ঞাপক। আমরা যে কটারস্তের জীরা ব্যঞ্জনে ব্যবহার করি, তাহাকে শুক্লজীরা বলাই সঙ্গত। ইহাকেই ধন্বন্তরিকথিত পীতাভজীরা বলিলে, পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের সহিত বিরোধ ঘটে। ধন্বন্তরিকথিত পীতাভজীরক কি, স্বরূপতঃ নির্দ্দেশ করা যায় না। (৩) কৃষ্ণাজাজী—কালজীরা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা দেখিতে বাজারের বারুদের মত, কৃষ্ণবর্ণ, বীজগাত্র উচ্চনীচ, কৃষ্ণবর্ণ ত্বকের ভিতর, শুভ্র, তৈলাক্ত, সুগন্ধি শস্য থাকে; গন্ধ লেবু বা কাবাবচিনির মত; স্বাদ যেন মসুনের মত। (৪) কলৌঞ্জী বা শাজীরা—ইহাও কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু কালজীরার মত ইহা গাঢ়কৃষ্ণ নহে

তদপেক্ষা ফিকেরঙের; আকারে কালজীরা অপেক্ষা দীর্ঘতর ও ক্ষীণ। উৎপত্তিস্থানভেদে কলোঁজী দুই প্রকার—পারস্যজাতের নাম শাজীরা এবং কির্ম্মান জাতের নাম কির্ম্মানীজীরা, উভয়েই শাজীরা নামে বিখ্যাত। (৫) বন্যজীর—নিঘণ্টুদ্বয়ে ইহা বৃহৎপালী নামে অভিহিত হইয়াছে—"সূক্ষ্মপত্রা" ইহার নামান্তর। অধুনা বাজারে বন্যজীরকের অপ্রচার দৃষ্ট হয়। বৈদ্যকে ব্যবহারক্ষেত্রে জীরকচতুষ্টয় বা জীরকপঞ্চকাপেক্ষা জীরকত্রয়েরই অধিকতর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—কৃষ্ণজীরা ও শাজীরার—½—১ আনা। শুক্লজীরার—২—৮ আনা।

বৈদ্যকে জীরকত্রয়ের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—বিষমজ্বরে শুক্লজীরা—শুক্লজীরাচূর্ণ পুরাণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর নিবৃত্তি পায়। (জ্বর—চিঃ)। (২) রক্তপিত্তে শাজীরা—রক্তপিত্তরোগীর উদ্গার ও নিঃশ্বাসে রক্তগন্ধ অনুভূত হইলে শাজীরাচূর্ণ দ্বিগুণ চিনিসহ সেব্য। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (৩) বৃশ্চিকদংশনে জীরক—বিছা কামড়াইলে দষ্টস্থান, ঘৃতসৈন্ধবযুক্ত ঈষদুষ্ণ শুক্লজীরার কল্কদ্বারা প্রলিপ্ত করিলে দংশনজ্বালা নিবৃত্তি পায়। (বিষ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—বিষমজ্বরে কালাজাজী—শাজীরাচূর্ণ পুরাণ গুড়ের সহিত সেবিত হইলে বিষমজ্বর নাশ করে। (জ্বর—চিঃ)।

বঙ্গসেন—মুখপাকে কৃষ্ণজীরক—কৃষ্ণজীরক, কুড় এবং ইন্দ্রযব একত্র তিনদিন চর্ব্বণ করিলে মুখের ক্ষত ও দৌর্গন্ধ্য প্রশমিত হয়। (মুখরোগ—চিঃ)। (২) প্রতিশ্যায়ে কৃষ্ণজীরক—তরুণকফরোগে কৃষ্ণজীরকচূর্ণের নস্য লইবে। (নাসারোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—উপকুঞ্চিকা ও কারবীর অর্থ নির্দ্দেশে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। আচার্য্যগণও এসম্বন্ধে পরস্পর বিসম্বাদী। ডল্লন বলেন—"জীরকদ্বয়ং শুক্লপীতভেদেন"। "কারবী কৃষ্ণজীরকঃ উত্তরাপথে প্রসিদ্ধঃ"। "কারবী যমানীত্যেকে। অজমোদেত্যপরে"। "অন্যে রাজিকামাহুঃ"। আমরা নিঘণ্টুমতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। চরক শূলপ্রশমনবর্গে অজাজী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents *of C. Cyminum.*—The seeds yield 7·7 p. c. fat oil, 13·5 p. c. resin, 8 p. c. mucilage and gum, 15·5 protein compounds, malates

and an essential oil, on which the peculiar aromatic odour and taste depends. This essential oil contains cuminol or cuminaldehyde 56 p. c. a mixture of hydrocarbons, cymene or cymol, terpene, &c.

Actions and uses.—Carminative, aromatic, stomachic and stimulant, used in hoarseness of voice, dyspepsia, flatulence and diarrhœa. (R. N. Khory, Part II., p. 286).

Constituents *of Nigella Sativa.*—The seeds contain a fixed oil 37·5 and volatile oil 1·5, albumen 8·25, mucilage 2, albumen 1·8, organic acids 0·9, metarabin 1·4, melanthin, resembling helleborin, 1·4, ash 4·5, moisture 7·4, sugar glucose 2·5 and arabic acid 3·2, &c.

Actions and uses.—Anthelmintic, diuretic, galactagogue, emmenagogue and carminative. It is an aromatic adjunct to purgative and bitter remedies. A decoction of the seeds just after delivery is given to stimulate the uterus to contraction and to increase the secretion of the milk; also in worms. As a carminative and stomachic with plumbago-root it is given in dyspepsia, loss of appetite, diarrhœa and intermittent fevers. As an emmenagogue it is used in amenorrhœa and in dysmenorrhœa. In large doses it causes abortion. Locally it is largely used brayed in water to remove painful swellings of hands and feet. The seeds are scattered between woollen shawls and clothes as a protection against insect. (R. N. Khory—Part II., p. 17.)

নব্যমত—জীরক—বায়ুনাশক, সুগন্ধি, পাচক ও উষ্ণ। ইহা স্বরভঙ্গ, অজীর্ণ, গ্রহণী, উদরাধ্মান এবং অতিসারে ব্যবহৃত হয়। কালজীরা—কৃমিঘ্ন, মূত্রকর, স্তন্যবর্দ্ধক, আর্ত্তবরজঃস্রাবকারী এবং বায়ুনাশক। বিরেচক এবং তিক্তভেষজ সুগন্ধি করণার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার ক্বাথ প্রসবের পরেই পান করিলে গর্ভাশয়ের সঙ্কোচ প্রাপ্ত এবং স্তন্য বর্দ্ধিত হয়। কৃমির পক্ষেও ইহা হিতকর। বিষমজ্বর, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও অতিসারে ইহা চিতামূলের সহিত সেবন করান হয়। আর্ত্তবরজঃস্রাবকারী বলিয়া ইহা রজঃকৃচ্ছ্র, রজোরোধ বা বিলম্বিতরজে সেব্য। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে গর্ভস্রাব ঘটায়। জলপিষ্ট কালজীরার প্রলেপ হস্তপদের কষ্টপ্রদ শোথে হিতকর। পশমীবস্ত্র ও শাল প্রভৃতিকে কীট হইতে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণজীরা তদুপরি ছড়াইয়া রাখে।

जीवन्ती—जीवन्ती ।

जीवन्ती—Dendrobium Macraci.

अन्वर्थसंज्ञा—"जीववर्द्धनी," "शाकश्रेष्ठा," "शृङ्गाटी," "जीवपुष्ठा," "शशशिम्बिका," "सुपिङ्गला" ।

चक्षुष्या सर्व्वदोषघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा। शाकानां प्रवरा यूनां द्वितीया किञ्चिदेवतु। धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

जीवन्ती मधुरा शीता रक्तपित्तानिलापहा। क्षयदाहज्वरान् हन्ति कफवीर्य्यविवर्द्धनी। एवमेव बृहत्पूर्व्वा रसवीर्य्यबलान्विता भूत-विद्रावनी ज्ञेया वेगाद्रसनियामिका। राजनिघण्टुः ।

जीवन्ती शीतला स्वादुः स्निग्धा दोषत्रयापहा। रसायनी बलकरी चक्षुष्या ग्राहिणी लघुः। रक्तपित्तं क्षयं हन्ति दाहकृत् स्वरशोधिनी। भावप्रकाशः ।

जीवन्ती श्वासकासघ्नी स्वर्य्या च क्षयनाशिनी। राजवल्लभः ।

अतिसारे जीवन्ती—"* जीवन्त्याश्चिर्भिटस्य वा। * शुष्कशाकेन वा पुनः। दधिदाड़िमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्। (चिः १० अः)। (२) **विषदोषे** जीवन्ती—"तण्डुलीयकजीवन्तीवार्त्ताकुसुनिषण्णकाः * शाकञ्च कुलकं हितम्" (विष—चिः)। चरकः ।

नक्ताान्ध्ये जीवन्ती—"घृते सिद्धानि जीवन्त्याः पल्लवानि च भक्षयेत्" (उः १३ अः)। वाग्भटः ।

मुखरोगे जीवन्ती—"जीवन्तीकल्कं पयसा समांशम्। तैलं विपक्वा मधुना विमिश्रम्। चोष्ठास्ययोः सर्व्वरसाष्टभागम्। व्रणं निहन्यात् सकृदेव लेपात्" ॥ (मुखरोग—चिः)। वङ्गसेनः ।

পার্শ্বশূলে জীবন্তী—"জীবন্তীমূলকল্কো বা ঘৃতেন পার্শ্বশূলনুৎ" (মূল—খিঃ)। চক্রদত্তঃ।

জীবন্তীর ভাষানাম—হিঃ—ডোডী। গুঃ—রাডারুডী, বাহটী। কঃ—হিরিয়াহলি।

জীবন্তীর অন্বর্থসংজ্ঞা—"জীববর্দ্ধনী," "শাকশ্রেষ্ঠা," "শৃঙ্গাটী," "জীবপুষ্ঠা," "শশশিম্বিকা," "সুপিঙ্গলা"।

জীবন্তীর ভেদ ও পরিচয়ে সন্দেহ—জীবন্তী ও বৃহজ্জীবন্তী ভেদে জীবন্তী দুই প্রকার। শালিগ্রামবৈশ্য স্বর্ণজীবন্তী, তিক্তজীবন্তীর উল্লেখ করিয়া, রাজনিঘণ্টু গ্রন্থ হইতে গুণোদ্ধার করিয়াছেন। পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু সহিত রাজনিঘণ্টুতে তিক্ত ও স্বর্ণজীবন্তীর উল্লেখ নাই। আমি যতগুলি মুদ্রিত রাজনিঘণ্টু পাঠ করিয়াছি তন্মধ্যে আনন্দাশ্রমের সংস্করণই সর্ব্বোত্তম। হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত কোচবিহার লৌহবর্ত্মের বক্সারোড্ নামক ষ্টেশনের নিকট হইতে, হিমগিরির প্রত্যন্ত পর্ব্বত সান্তাবাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যে, কোন আরণ্যবৃক্ষের স্থূলকাণ্ডে এবং শাখায়, বণিকগণ জীবন্তী নামে যে দ্রব্য বিক্রয় করে, অবিকল তদ্রূপ উদ্ভিদ্ দেখিয়াছি। ডল্লণ সৌশ্রুত উত্তর তন্ত্রের ৫১ অধ্যায়ের টীকায় বলিয়াছেন "জীবন্তী পাঠাসমানপত্রা"। সিদ্ধযোগের কাসাধিকারোক্ত রাস্নাদ্য ঘৃতের টীকায়, জীবনীয়গণের ব্যাখ্যায় শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন "জীবন্তী পটোলসদৃশৈঃ পত্রৈঃ কন্দবতী পশ্চিমদেশে প্রসিদ্ধৈব। লাটদেশে স্থূলবল্লী বিলক্ষণৈব"। একজন বলিলেন জীবন্তীর পত্র পাঠার পাতার মত, অপরে বলিলেন পটোলের পাতার মত; সুতরাং জীবন্তীর পরিচয়ে আচার্য্যগণ পরস্পর বিসম্বাদী। ক্ষোরি বলেন, জীবন্তী অন্য-বৃক্ষোপরি জন্মে। ইহা বহুশাখ কাণ্ড—দীর্ঘ, লম্বিত, গ্রন্থিল, এবং কন্দাকৃতি উৎসেধযুক্ত। পত্র একটী, রক্তবর্ণ, অবৃন্তক, দীর্ঘ। পুষ্প—শুভ্র, পুষ্পোষ্ঠ পীত, সুগন্ধি। এই সকল বিভিন্ন মত পাঠে প্রতীতি জন্মিতেছে যে, অধুনা বণিকগণ যে উদ্ভিদ্ জীবন্তী নামে বিক্রয় করে, তাহা বস্তুতঃ জীবন্তী কিনা সন্দেহ। জীবনীয়গণের জীবকাদিবৎ ইহারও প্রতিনিধি গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। সুশ্রুত তৈলযোনিবর্গে জীবন্তী পাঠ করিয়াছেন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ।

বৈদ্যকে জীবন্তীর ব্যবহার।

চরক—অতিসারে জীবন্তী—অতিসারী দধির সহিত সিদ্ধ, দাড়িম্বরসে অম্লীকৃত জীবন্তীশাক বহুস্নেহযোগে, সেবন করিবে। (চিঃ ১০ অঃ)। (২) বিষদোষে জীবন্তী—সর্পাদিদ্বারা দষ্ট মনুষ্যের পক্ষে জীবন্তী হিতকর। (বিষ—চিঃ)।

বাগ্‌ভট—নক্তান্ধ্যে জীবন্তী—ঘৃতে ভর্জ্জিত জীবন্তীশাক ভক্ষণ করিলে নক্তান্ধ্য অর্থাৎ রাতকাণা প্রশমিত হয়। (উঃ ১৩ অঃ)।

বঙ্গসেন—মুখরোগে জীবন্তী—তিলতৈল, জীবন্তীকল্ক এবং তৈলসম গব্যদুগ্ধ-যোগে যথাবিধি পাক করিয়া, মধু এবং তৈলাষ্টমাংশ ধুনা মিশ্রিত করিয়া, একবারমাত্র লেপন করিলে ওষ্ঠ ও মুখপাক দূর করে। (মুখরোগ—চিঃ)।

Constituents.—Two resinous principles termed alpha and beta jibantic acids and an alkaloid called jibantine.

Actions and uses.—As a tonic given in debility due to siminal discharges. (R. N. Khory, Part II., p. 588).

নব্যমত—জীবন্তী শুক্রক্ষয়জন্য দৌর্ব্বল্যে, বল্য ভেষজরূপে ব্যবহৃত হয়। (আর, এন্. খোরি—২য় খঃ, ৫৮৮ পৃঃ)।

জ্যোতিষ্মতী—ज्योतिष्मती।

कटभी, ज्योतिष्मती, पलवघा—Celastrus paniculatus, C. Montana, C. Rothiana, C. Senegalensis, C. Nutans, Scutia Paniculata.

पूर्व्वाचार्य्यकृतवर्णनम्—"ज्योतिष्मती वर्त्तुलपक्वरक्तफला पीततैला काकुमर्द्दनिकेति लोके प्रसिद्धा"। (डल्वण:—सु: सू: ३८ अ:)।

अन्वर्थसंज्ञा—"वायसादनी," "पीततैला," "अग्निफला," "मेध्या," "दुर्ज्जरा"।

कटभी कटुतीक्ष्णोष्णा कफजिच्च विरेचनी। मेधाकरी वर्णकरी व्रण्या जठरगामिनी। ज्योतिष्मती कटुस्तिक्ता सरा कफसमीरजित्। अत्युष्णा वमनी तीक्ष्णा वह्निबुद्धिस्मृतिप्रदा। धन्वन्तरीयनिघण्टु:।

ज्योतिष्मती तिक्तरसा च रुक्षा। किञ्चित् कटु र्वातकफापहा च। दाहप्रदा दीपनकृच्च मेध्या। प्रज्ञाच पुष्णाति तथा द्वितीया। कटु ज्योतिष्मती-

तैलं तिक्तोष्णं वातनाशनम्। पित्तसन्तापनं मेधाप्रज्ञाबुद्धिविवर्द्धनम्। राजनिघण्टुः।

ज्योतिष्मती कटुस्तिक्ता सरा कफसमीरजित्। अत्युष्णा वमनी तीक्ष्णा वह्निबुद्धिस्मृतिप्रदा। भावप्रकाशः।

मेध्या ज्योतिष्मती तीक्ष्णा व्रणविस्फोटनाशनी। राजवल्लभः।

आर्त्तवलाभाय ज्योतिष्मतीपत्रम्—"सकाञ्जिकं * भृष्टं ज्योतिष्मतीदलम्। * प्राश्य वनिता त्वार्त्तवं लभेत्"। (योनिव्यापद्—चिः)। चक्रदत्तः।

सन्निपातोदरे ज्योतिष्मतीतैलम्—"ज्योतिष्मत्याः पिबेत्तैलं पयसा वा दिनाष्टकम्" (उदर—चिः)। वङ्गसेनः।

জ্যোতিষ্মতীর ভাষানাম—বঙ্গে জ্যোতিষ্মতী লতা জন্মে না, সুতরাং ইহার বাঙ্গলা নাম নাই,—"লতাফট্কী" জ্যোতিষ্মতী নহে। হিঃ—মালকাঙ্গনী, মলটাঙ্গুন্। মঃ—মালকাঙ্গোনী। কঃ—কোঙ্গুএরডু। তৈঃ—বাবঙ্গী। ফাঃ—কাল।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"বায়সাদনী," "পীতৈতৈলা," "অগ্নিফলা," "মেধ্যা," "দুর্জ্জরা"।

বর্ণন—জ্যোতিষ্মতী বৃক্ষারোহী লতা। কাকে পক্ব জ্যোতিষ্মতীফল ভোজনপূর্ব্বক বিষ্ঠাত্যাগ করিলে, তাহাতে যে অঙ্কুর জননোপযোগী বীজ থাকে তাহা হইতেই প্রায় ইহা অঙ্কুরিত হয়। ইহার পত্র গোল ও পত্রপ্রান্ত চিরিত। ফলগুচ্ছে ৩৪টী বা ততোধিক ফল থাকে। ফল আকারে সেয়াকুল বা ছোটমটরের মত। ত্যারেওয়ার ফলগাত্র যেমন ভাগ ভাগ করা—ইহার ও তদ্রূপ। পক্বফল পীতবর্ণ। ফলবীজ লাল, আকারে দ্রাক্ষাবীজের মত, স্বাদে কটু ও উষ্ণ। বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়—তৈল পীতবর্ণ, গাঢ়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, তৈল। তৈল—৫-১৫ বিন্দু।

বৈদ্যকে জ্যোতিষ্মতীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত—আর্ত্তবলাভার্থ জ্যোতিষ্মতীপত্র—ঘৃতভৃষ্ট জ্যোতিষ্মতীপত্র কাঁজির সহিত পান করিলে বনিতা আর্ত্তব লাভ করেন। (যোনিব্যাপদ্—চিঃ)।

বঙ্গসেন—সন্নিপাতোদরে জ্যোতিষ্মতী তৈল—যাহার সন্নিপাত জন্য উদর রোগ হইয়াছে তাহাকে দুগ্ধের সহিত ৮ দিন জ্যোতিষ্মতী তৈল পান করাইবে। (উদর—চিঃ)।

Constituents.—The seeds contain an oil, a bitter resinous principle tannin and ash 5 p.c. Oleum nigrum—an empyreumatic. Black oil—is obtained by the destructive distillation of the seeds of C. Paniculatus to which Loban, lavang, jaiphal and javantri are often added. Dose 5 to 15 ms.

Pomatum—1 in 8 of butter known as Magz Sudhi or brain-polisher. So named under the belief that it promotes the intelligence of pundits and learned men who use it as an application for the head.

Actions and uses.—The seeds are alterative, stimulant and nervine tonic, combined with aromatics and given in rheumatism, gout, paralysis and leprosy. The oil is used as pomade and also as rubefacient for relieving rheumatic pains of a malarious character and in paralysis. Oleum nigrum has been tried in berberi with some benefit. (R. N. Khory, Part II., p. 155).

নব্যমত—জ্যোতিষ্মতী বীজ,—রসায়ন, উষ্ণ, এবং নর্ভের বলপ্রদ। অন্যান্য সুগন্ধি ভেষজসহ ইহা আমবাত, বাত, বাতব্যাধি এবং কুষ্ঠরোগে ব্যবহৃত হয়। জ্যোতিষ্মতীতৈল—পমেটমরূপে ব্যবহৃত হয়। ১ ভাগ জ্যোতিষ্মতী তৈল ৭ ভাগ মাখম মিশ্রিত করিয়া পমেটম্ প্রস্তুত করা হয়। এই পমেটম্ "মগজশুদ্ধি" অর্থাৎ মস্তিষ্কশোধক নামে প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতগণ মেধাবর্দ্ধনার্থ এই পমেটম্ মাথায় মাখিয়া থাকেন। ইহা মর্দ্দন করিলে ম্যালেরিয়া রোগীর বাতের বেদনা এবং বাতব্যাধি প্রশমিত হয়। জ্যোতিষ্মতীর কৃষ্ণবর্ণ তৈল (oleum nigrum) ভারতবর্ষে সচরাচরদৃষ্ট তরুণ শোথরোগবিশেষে (Berberi) ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে। (আর্, এন্, খোরি—২য় খঃ, ১৫৫ পৃঃ)।

ইহার বীজ হইতে তৈল হয়। এই তৈল মর্দ্দনে বাতের স্ফীতি ও বেদনা প্রশমিত হয়। ১০-৩০ ফোঁটা মাত্রায় সেবনে মূত্র ও ঘর্ম্মকারক। "বারবেরি" রোগের মহৌষধ। অধিকন্তু ইহা উত্তেজক এবং বায়ুনাশক। মুদেন সেরিফ্ বলেন, শোথে এই তৈল ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মতে ১০-৩০ ফোঁটা মাত্রায় মূত্রকারক এবং ৫-১৫ ফোঁটা মাত্রায় ঘর্ম্মকারক। (ওয়াট্)।

ঝিণ্টিকাচতুষ্টয়—झिण्टिकाचतुष्टयम्।

सैरेयकः (श्वेतपुष्पः)। आर्त्तगलः, दासी (नीलपुष्पः)। कुरण्टकः, किङ्किरातः (पीतपुष्पः), कुरवकः (रक्तपुष्पः)।

सैरेयकः—Barleria Dichotoma; दासी—B. Cærulea, B. Cristata; कुरण्टकः—B. Prionitis; कुरवकः—B. Ciliata.

কুরণ্টকঃ हिमस्तिक्तः शोफदाहविदाहनुत्। केश्यो हृद्योऽथ वर्ण्यश्च त्रिदोषशमनो मतः। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

উষ্ণঃ কটুঃ কুরবকো वातामयशोफनाशनो ज्वरनुत्। आध्मानशूल-कासश्वासार्त्तिप्रशमनो वर्ण्यः॥ কিঙ্কিরাতঃ कषायोष्णस्तिक्तश्च कफ-वातजित्। दीपनः शोफकण्डूतिरक्तत्वग्दोषनाशनः॥ আর্ত্তগলঃ कटुस्तिक्तः कफमारुतशूलनुत्। कण्डूकुष्ठव्रणान् हन्ति शोफत्वग्दोषनाशनी॥ ঝিণ্টিকাঃ कटुका स्तिक्ता दन्तामयशान्तिदाश्च शूलघ्नः। वातकफशोफ-कासत्वग्दोषविनाशकारिण्यः॥ রাজনিঘণ্টুঃ।

সৈরেয়কঃ कुष्ठवातास्रकफकण्डूविषापहः। तिक्तोष्णो मधुरो दन्त्यः सुस्निग्धः केशरञ्जनः। ভাবপ্রকাশঃ।

শ্বেতঃ কুরণ্টকস্তিক্তঃ केश्यः स्निग्धो लघुः स्मृतः। कटूष्णो दन्त-हितो वलीपलितनाशनः। कुष्ठं वातं रक्तदोषं कफं कण्डूं विषन्तथा नाशयेद्दाहपञ्चैव ऋषिभिः परिकीर्त्तितम्। পীতঃকুরণ্টকস্তোষ্ণস্তিক্ত-स्तुवरः स्मृतः। अग्निदीप्तिकरो वातकफकण्डूहरः स्मृतः। शोथं रक्तविकारञ्च त्वग्दोषञ्चैव नाशयेत्। নীলঃকুরণ্টক স্তিক্তঃ कटुर्वात-कफापहः। शोथकण्डूशूलकुष्ठव्रणत्वग्दोषनाशनः। রক্তঃকুরণ্টক-স্তিক্তো वर्ण्योष्णः कटुः स्मृतः। शोथं ज्वरं वातरोगं कफं रक्तरुजन्तथा। पित्तमाध्मानकं शूलं श्वासं कासञ्च नाशयेत्। নিঘণ্টুরত্নাকরঃ।

वातजे व्रणे आर्त्तगल:—"साधितं (घृतं) कासजित् स्वर्य्यं सिद्धमार्त्त-गलेन वा" (चि: ५ अ:)। (२) आखोर्विषे सैरेयकमूलम्—अथवा सैर्य्यकाम्बूलं सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना (उ: ३८ अ:)। वाग्भट:।

सिध्मनाशाय नीलझिण्टिकापत्रस्वरस:—"नीलकुरण्टकपत्रं स्वर-सेनालिप्य गात्रमतिबहुश:। लिम्पेन्मूलकबीजै: पिष्टैस्तक्रेण सिध्मनाशाय" (कुष्ठ—चि:)। (२) दन्तचाले आर्त्तगलदल:—"आर्त्तगलदलक्काथ-गण्डूषो दन्तचालनुत्" (दन्तरोग—चि:)। चक्रदत्त:।

ঝিণ্টিকার ভেদ—ধন্বন্তরি বলেন—"সৈরেয়কঃ সহচরঃ সৈরেয়শ্চ সহাচরঃ। পীতো রক্তোঽথ নীলশ্চ কুসুমৈস্তং বিভাবয়েৎ। পীতঃকুরণ্টকো জ্ঞেয়ো রক্তঃ কুরবকঃ স্মৃতঃ"। ইহাতে সৈরেয়কের পুষ্পের বর্ণ এবং নীলপুষ্প ঝিণ্টিকার বিশেষ নাম জানিতে পারা গেল না। ভাবমিশ্র বলিয়াছেন "সৈরেয়কঃ শ্বেতপুষ্পঃ"; নরহরি লিখিয়াছেন—"নীলপুষ্পা তু সা দাসী"। সুতরাং ধন্বন্তরির মতে ঝিণ্টিকা চারি প্রকার,—শ্বেতপুষ্প, পীত-পুষ্প, রক্তপুষ্প, নীলপুষ্প। ইহাদের নাম যথাক্রমে সৈরেয়ক, কুরণ্টক, কুরবক এবং দাসী। নরহরির মতে পুষ্পবর্ণভেদে ঝিণ্টিকা ছয় প্রকার। যথা—রক্তপুষ্প, রক্তাম্লানপুষ্প, পীত-পুষ্প, পীতাম্লানপুষ্প, নীলপুষ্প, নীলাম্লানপুষ্প; যথাক্রমে ইহাদের নাম রক্তসহাখ্য, কুরবক, কিঙ্কিরাত, কুরণ্টক, দাসী ও ছাদন। নরহরি শ্বেতপুষ্পা ঝিণ্টিকার উল্লেখ করেন নাই। নরহরিই পুষ্পের বর্ণের মলিনত্ব এবং ঔজ্জ্বল্যানুসারে ঝিণ্টিকার নামভেদ স্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ নবীন উদ্ভিদ্‌বেত্তা রক্সবর্গও নীল এবং উজ্জ্বলনীল-পুষ্পভেদে দুই প্রকার ঝিণ্টির পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মতে নীলপুষ্পের নাম B. Cærulea এবং উজ্জ্বলনীলপুষ্পের নাম B. Cristata. আমরা উভয়েরই সংস্কৃত নাম দাসী লিখিয়াছি, কিন্তু নরহরির মতে B. Cærulea ছাদন এবং B. Cristata দাসী। নীলবৎ রক্তাদিরও মলিন উজ্জ্বল পুষ্পভেদ অধুনা দেখিতে পাওয়া যায় কি না, রক্সবর্গ তাহা স্পষ্ট লেখেন নাই। কুরণ্টক পীতঝিণ্টিকা হইলেও, নিঘণ্টু এবং চিকিৎসা গ্রন্থ-বিশেষে নীলরক্তাদি ঝিণ্টিকার্থেও কুরণ্টক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঝিণ্টিকার ভাষানাম—বাঃ—ঝাঁটী, ঝিণ্টি। কোঃ—পৈবুটী (পীতপুষ্পের)। হিঃ—কটসরৈয়া, পিয়াবাসা। মঃ—করোণ্টা। গুঃ—কাঁটা অসেলীয়ো। কঃ—গোরটে। তৈঃ—গোরেণ্ড়ু। এই সকল নামে পুষ্পের বর্ণবাচক শব্দ যোগ করিলেই তত্তৎ ঝিণ্টিকার বোধক হয়।

বর্ণন—পীতঝিণ্টির ক্ষুপ যত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রায় হস্তদ্বয়াধিক উচ্চ হয় না। পীতঝিণ্টি বহুশাখ, পাতা, লম্বা, সরু কিঞ্চিৎ কর্কশ, পত্রবৃন্ত হ্রস্ব, পত্রপ্রান্ত কিঞ্চিৎ তরঙ্গায়িত, মসৃণ; পত্রবৃন্তসন্নিকটে সরল, ক্ষীণ, তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক আছে। পুষ্প পত্রবৃন্তসন্নিধানে স্থিত, পুষ্পকাল—প্রায় সর্ব্বঋতু, ফল যবাকৃতি। **নীলঝিণ্টির** ক্ষুপ পীতঝিণ্টি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর। শাখা—বহু, সরল, কর্কশ, গোল, গ্রন্থিযুক্ত এবং গ্রন্থির উপরিভাগ কিঞ্চিৎ স্ফীত। পুষ্পদণ্ড, পত্রবৃন্তসন্নিধান ও শাখাগ্র হইতে বক্রভাবে বহির্গত হয়, বক্র পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে অর্থাৎ কুব্জপৃষ্ঠে পুষ্প সন্নিবিষ্ট থাকে। পুষ্পের বর্ণ ইহা উদ্যানে পালিত হয়। পুষ্পকাল—শীতঋতু। পুষ্প নীলাম্লান। **উজ্জ্বলনীলপুষ্প** ঝিণ্টির পুষ্প, পত্রকক্ষে অবস্থিতি করে, পুষ্পের কুণ্ড কণ্টকিত, পত্র রোমাবৃত। রক্ত ও শ্বেতপুষ্প ঝিণ্টি সর্ব্বত্র সুলভ নহে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ—বিশেষতঃ পত্র।

বৈদ্যকে ঝিণ্টিকার ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—বাতজক্ষয়রোগে আর্ত্তগল—নীলঝিণ্টির ক্বাথ ও কল্কদ্বারা পক্বঘৃত ক্ষয়জিৎ ও স্বরবর্দ্ধক। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) মূষিকবিষে সৈরেয়কমূল—মূষিকদংশনে শ্বেতঝিণ্টির মূল পেষণপূর্ব্বক মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে। (উঃ ৩৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—সিধ্মে নীলকুরণ্টকপত্র—সিধ্ম অর্থাৎ ছুলি প্রশমনার্থ নীলঝিণ্টির পত্ররস গাত্রে উত্তমরূপ লেপন করিয়া কাঁজিপিষ্ট মূলার বীজের প্রলেপ দিবে। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (২) দন্তচালে আর্ত্তগলদল—নীলঝিণ্টির পত্রক্বাথে গণ্ডূষ করিলে চলদন্ত স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। (দন্তরোগ—চিঃ)।

Constituents.—Neutral and acid resins, soluble in petroleum and ether.

Actions and uses.—The plant is slightly bitter and astringent, and given in catarrhal affections of children accompanied with fever; also in anasarca. Locally the juice of the leaves is apllied to the feet to prevent the cracking of the soles and with common salt to strengthen the gums when spongy. The paste of the root is applied to the boils and glandular swellings to cause their dispersion. The medicated oil is used as an application to unhealthy wounds. (R. N. Khory, Part II., p. 466).

"Ainslie says that the juice of the leaves, which is slightly bitter and acid, is a favourite medicine of the Hindus of Lower India in those

catarrhal affections of children which are accompanied with fever and much phlegm; it is generally administered in a little honey or sugar and water in the quantity of two table-spoonfuls twice daily. Dr. Bidie observes that it acts as a diaphoretic and expectorant. (Dymock—Part III., p. 44)

নব্যমত—ঝিণ্টি ঈষত্তিক্ত এবং কষায়। বালকের কফজ্বর এবং অগম্ভীর শোথে সেব্য। পাতার রস হস্তপদে মর্দ্দন করিলে হাত পায়ের তলা ফাটিবার শঙ্কা থাকে না। সামান্য কারণে অথবা অকারণে যাহার দন্তমাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব হয় তাহাকে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত ঝিণ্টিপত্ররসের কবল করাইবে। ইহার মূলের প্রলেপ, স্ফোটক ও গ্রন্থিস্ফীতি বিলীন করিতে পারে। ঝিণ্টির কল্কে পক্বতৈল কদর্য্যক্ষতে হিতকর। (আর্, এন্, কোরি—২য় খঃ, ৪৬৬ পৃঃ)।

এন্সলি বলেন হিন্দুগণ, বালকের কফজ্বরে মধু বা চিনিসহ জলমিশ্রিত ঝিণ্টিপত্রের-রস চামচের একচামচ দৈনিক ২ বার সেবন করাইয়া থাকেন। ডাঃ বিডি বলেন, ঝিণ্টি ঘর্ম্মকারক এবং কফনিঃসারক। (ডিমক্—৩য়ঃ খঃ, ৪৪ পৃঃ)।

তণ্ডুলীয়, জলতণ্ডুলীয় ও মারিষ—तण्डुलीय-जलतण्डुलीये मारिषश्च।

तण्डु (न्दु) लीयः, अल्पमारिषः—Amaranthus Polygamus. जलतण्डुलीयम्, कच्चटम्—Jussieua repens. मारिषः—Amarantus Spinosus.

अन्वर्थसंज्ञा—तण्डुलीयस्य—"बहुवीर्य्यः"। कच्चटस्य—"जलजम्"। मारिषस्य—"दीर्घनालः," "रक्तपर्णः," "बिन्दुपर्णः"।

तण्डुलीयो विषघ्नश्च रूक्षः शीतलः शुचिः। मधुरो रसपाकाभ्यां रक्तपित्तापघातकः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

तण्डुलीयस्तु शिशिरो मधुरो विषनाशनः। रुचिकृद्दीपनः पथ्यः पित्तदाहभ्रमापहः। तण्डुलीयकदलं हिममर्शःपित्तरक्तविषकासविनाशि। ग्राहकञ्च मधुरञ्च विपाके दाहदोषशमनं रुचिदायि। राजनिघण्टुः।

तण्डुलीयो लघुः शीतो रुक्षः पित्तकफास्रजित्। सृष्टमूत्रमलो रुच्यो दीपनो विषहारकः। मारिषो मधुरः शीतो विष्टम्भी पित्तनुत् गुरुः। वातश्लेष्मकरो रक्तपित्तनुत् विषमाग्निजित्। रक्तमार्षो नातिगुरुः सक्षारो मधुरः सरः। श्लेष्मलः कटुकः पाके स्वल्पदोष उदीरितः। पानीयतण्डुलीयन्तु कञ्चटं समुदाहृतम्। कञ्चटं तिक्तकं रक्तपित्तानिलहरं लघु। भावप्रकाशः।

तण्डुलीयमसृक्पित्तविषनुत् स्वादुपाकतः। मारिषो मधुरः शीतो विष्टम्भी पित्तजिद्गुरु। रक्तनाथादयश्चान्ये तज्जातीयाश्च तद्गुणाः। राजवल्लभः। तण्डुलीयकमूलं स्यादुष्णं श्लेष्मविनाशनम्। रक्तोरोधकरं रक्तपित्तप्रदरसंहरम् इति कश्चित्।

रक्तपित्ते तण्डुलीयकमूलम्—"* वेतसतण्डुलीयकम्। सिद्धिक्षिता वा स्वरसीकृता वा। कल्कीकृता वा मृदिता शृता वा। एते समस्ता गणशः पृथग्वा। रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः" (चि: ४ अ:)। (२) सर्व्वविषदोषे तण्डुलीयकदलम्—"तण्डुलीयकजीवन्ती * हितम्" (चि: २५ अ:)। (३) प्रदरे तण्डुलीयकमूलम्—"तण्डुलीयकमूलञ्च सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना" (चि: ३० अ:)। चरकः।

अर्शःसु तण्डुलीयकदलम्—"यथादोषशाकैर्व्वास्तुकतण्डुलीयक * यव्ये र्वा" (चि: ६ अ:)। (२) मूषिकविषे तण्डुलीयकमूलम्—"तण्डुलीयककल्कन्तु लिह्यात्तत्र समाक्षिकम्" (क: ५ अ:)। सुश्रुतः।

अतिसारे तण्डुलीयकमूलम्—"क्षौद्राम्बुना तण्डुलीयम् पीतञ्च सशितामधु" (अतिसार—चि:)। (२) ग्रहण्यां कञ्चटपल्लवम्—"जम्बूदाड़िमशृङ्गाटपाठाकञ्चटपल्लवैः। पक्वं पर्य्युषितं वाथवितं सगुड़नागरं। हन्ति सर्व्वानतीसारान् ग्रहणीमतिदुस्तरां"। चक्रदत्तः।

রক্তপিত্তে তণ্ডুলীয়দলম্—"শাকার্থে শাকশাল্মলীনাং তণ্ডুলীয়াদয়ো হিতাঃ" (রক্তপিত্ত—চিঃ)। **ভাবপ্রকাশঃ।**

বিষশমনার্থং তণ্ডুলীয়কমূলম্——"তণ্ডুলীয়কমূলানি পিষ্ট্বা চোষ্ণেন বারিণা। পীতং পীতবিষং হন্তি বমনে লাঘবং ভবেৎ"। (চিঃ ৫৫ অঃ)। **হারীতঃ।**

পূতিনস্যে তণ্ডুলীয়কমূলম্—"তণ্ডুলীয়কমূলস্য চূর্ণং পূতিনসাপহম্" (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)। **বঙ্গসেনঃ।**

তণ্ডুলীয়ের ভাষানাম—বাঃ—চাঁপানটে, ক্ষুদেনটে। হিঃ—চৌলাইকা শাক। তৈঃ—মোলাকুরা। মঃ—তান্দুলিজা। কঃ—কিরুকুশালে। তাঃ—মুল্লুকিরই। দ্রাবিঃ—কাণ্ডেমাট। ফাঃ—সুপেজমর্জ্জ। অঃ—বুকলেয়মানিয়।

জলতণ্ডুলীয়ের ভাষানাম—বাঃ—কাঁচড়াদাম। হিঃ—জলচৌলাই। মঃ—চবঠ্ঠাই। তৈঃ—কুইকোরা।

মারিষের ভাষানাম—বাঃ—কাঁটানটে। কোঃ—কাঁটাখুড়িয়া। হিঃ—মরসা, নবড়া। মঃ—ভাজী। গুঃ—ডাম্ভো। উঃ—নেউটাশাক। তৈঃ—ডুগলকুরা।

কাঁটানটের সংস্কৃতনাম মারিষ, তণ্ডুলীয়ক যে কাঁটানটে নহে, মারিষের সার্থক নামগুলির অর্থ চিন্তা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মারিষ "দীর্ঘনাল," নালশব্দের অর্থ পুষ্পদণ্ড, কাঁটানটেরই দীর্ঘ পুষ্পদণ্ড আছে, চাঁপানটের নাই। এইরূপ "বিন্দুপর্ণ" শব্দ মারিষেই অন্বর্থ। পক্ষান্তরে নটে বহুবিধ; যথা—গোবরানটে, বাঁশপাতানটে, টুনটুনি-নটে; কিন্তু তণ্ডুলীয়ক শব্দে চাঁপানটে ভিন্ন অন্য নটে নহে, যেহেতু আচার্য্য তণ্ডুলীয়কে "বহুবীর্য্য" বলিয়াছেন। এস্থলে আধারার্থে আধেয়ের ব্যবহার, অর্থাৎ বীর্য্য শব্দের অর্থ বীর্য্যবান্ পুংপুষ্প, সুতরাং "বহুবীর্য্য" শব্দের অর্থ বহুপুংপুষ্পধারী। চাঁপানটেই বহুপুংপুষ্প-ধারী, ইতরে নহে।

বর্ণন—মারিষ অর্থাৎ কাঁটানটের ক্ষুপ কণ্টকিত, প্রায় হস্তাধিক উচ্চ। পত্র ক্ষুদ্র, পত্রাংশ অগ্রভাগে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত এবং বৃন্তসন্নিধানে ক্রমে অবসিত। দীর্ঘ পুষ্পদণ্ড পুচ্ছাকৃতি। তণ্ডুলীয়ক অর্থাৎ চাঁপানটের ক্ষুপ প্রায় ভূলুণ্ঠিত থাকে, শাখা ক্ষীণ, কণ্টক-বর্জ্জিত। শ্বেত ও রক্তভেদে ইহা দ্বিবিধ। জলতণ্ডুলীয়ক অর্থাৎ কঞ্চট, পবল ও পুষ্করিণীতে জন্মে। ইহার প্রতানকাণ্ড স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ, পত্র কাঁঠালের পাতার মত স্নিগ্ধ হরিদ্বর্ণ,

ক্ষুদ্র। বর্ষায় পুষ্পিত হয়—পুষ্প শুভ্রবর্ণ, দেখিতে ঠিক্ মুক্তির মত; পীড়ন করিলে অতিশয় সঙ্কুচিত হয়। কঞ্চটের গ্রন্থি হইতে শিফা নির্গত হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ বা মূল।

বৈদ্যকে তণ্ডুলীয়াদির ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে তণ্ডুলীয়মূল—চাঁপানটের শীতকষায়, স্বরস, কল্ক, ফাণ্ট কিম্বা ক্বাথ রক্তপিত্তে হিতকর। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) সর্পবিষদোষে তণ্ডুলীয়শাক—চাঁপানটের শাক বিষদোষনাশক। (চিঃ ২৫ অঃ)। (৩) প্রদরে তণ্ডুলীয়মূল—প্রদরে চাঁপানটের মূল মধুযোগে পেষণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে (চিঃ ৩০ অঃ)।

সুশ্রুত—অর্শে তণ্ডুলীয়দল—অর্শোরোগীর দোষসম্পর্ক বিবেচনা পূর্ব্বক তণ্ডুলীয়াদির অন্যতম শাক সেবন করাইবে। (চিঃ ৬ অঃ)। (২) মূষিকদংশে তণ্ডুলীয়ক মূল—লালন নাম মূষিককর্তৃক দষ্ট হইলে, চাঁপানটের মূল পেষণপূর্ব্বক মধুযোগে পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)

চক্রদত্ত—অতিসারে তণ্ডুলীয়কমূল—তণ্ডুলোদকে পিষ্ট ও তরলীকৃত চাঁপানটের মূল চিনি ও মধুসহ পান করিলে অতিসার নিবৃত্তি পায়। (অতিসার—চিঃ)। (২) গ্রহণীতে কঞ্চটপল্লব—জম্বু, দাড়িম, পাণিফল, পাঠা ও কাঁচড়ার পাতা উপর্য্যুপরি সজ্জীকৃত করিয়া, তদুপরি একটী কাঁচাবেল রাখিয়া, অনুরূপ জল দিয়া পাক করিবে। বাসী হইলে ঐ বিল্ব সমভাগ পুরাণগুড় এবং ঝাল হয় এতাবৎমাত্র শুণ্ঠীচূর্ণযোগে ভক্ষণ পূর্ব্বক, পশ্চাৎ উৎস্বিন্নজল পান করিবে। ইহা গ্রহণীতে হিতকর। (গ্রহণী—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্তে তণ্ডুলীয়দল—রক্তপিত্তীর শাকার্থ চাঁপানটেশাক ব্যবস্থা করিবে। (রক্তপিত্ত—চিঃ)।

হারীত—বিষদোষশমনার্থ তণ্ডুলীয়মূল—চাঁপানটের মূল পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ জলসহ পান করিলে বমন হইয়া বিষদোষের লাঘব হয়। (চিঃ ৫৫ অঃ)।

বঙ্গসেন—পূতিনখে তণ্ডুলীয়কমূল—নখকুনিতে চাঁপানটের মূল চূর্ণ করিয়া দিলে বেদনাপাকাদি নিবৃত্তি পায়। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

Actions and uses *of A. Spinosus.*—Demulcent, astringent and diuretic. A poultice of the leaves is used as an application over unhealthy sores. The root is given in combination with other astringents in menorrhagia and in gonorrhœa. Its ashes are used for the same pur-

poses as the ashes of Aghada, a paste of which is applied in eczema. (R. N. Khory, Part II., p. 505).

"The authors of the *Pharmacopœia of India* regard the plant as a simple emollient, and inferior to many others, but recently the root has been found to be of great service in the treatment of gonorrhœa and eczema. In gonorrhœa it is said to stop the muco-purulent discharge, and all the concomitant symptoms, such as heat, scalding and general irritation. (Dymock, Part III., p. 138.)

নব্যমত—কাঁটানটের মূল, পিচ্ছিল, ধারক এবং মূত্রকারক। কদর্য্যক্ষতে পত্রের প্রলেপ হিতকর। মূল,—অন্যান্য কষায় ভেষজের সহিত প্রদর ও "গণোরিয়া" রোগে প্রযোজ্য। অপামার্গের ক্ষার যে সকল রোগে প্রযোজ্য কাঁটানটের ক্ষারও তত্তৎ রোগে হিতকর। পাঁচড়ার পক্ষে কাঁটানটের ক্ষার উপকারী। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঃ, ৫০৫ পৃঃ)।

সম্প্রতি প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে যে, কাঁটানটের মূল "গণোরিয়া" রোগে এবং পাঁচড়ায় বিশেষ উপকারী। ইহা গণোরিয়ার ধাতুস্রাব এবং তদানুষঙ্গিক শিশ্নের উষ্ণতা, দাহ এবং উত্তেজনা নিবারণ করে। (ডিমক্, ৩য় খঃ, ১৩৮ পৃঃ)।

তামলকী—তামলকী।

তামলকী, ভূধাত্রী, ভূম্যামলকী—Phyllanthus Niruri, P. Urinaria.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"**বহুপত্রিকা,**" "**বহুফলা,**" "**বৃষ্যা,**" "**বিষঘ্নী**"।

ভূধাত্রী মধুরা তিক্তা বীর্য্যতঃ শিশিরা স্মৃতা। পিত্তং হন্তি কফাস্রঘ্নী হৃদ্দিদাহবিনাশিনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

ভূধাত্রী তু কষায়াম্লা পিত্তমেহবিনাশনী। শিশিরা মূত্ররোগার্ত্তি-শমনী দাহনাশিনী। রাজনিঘণ্টুঃ।

ভূধাত্রী বাতকৃত্ তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা। পিপাসাকাসপিত্তাস্র-কফকণ্ডুক্ষতাপহা। ভাবপ্রকাশঃ।

भूधात्री तु विशेषेण विषघ्नी पुत्रदायिनी। शोढ़लनिघण्टुः।

हिक्काश्वासयोः तामलकी—"सशर्करां तामलकीं * प्राशयेन्ना-वयेत् तथा"। (चिः २१ अः)। चरकः।

नेत्रपीड़ायां भूम्यामलकी—"भूम्यामलकी घृष्टा ससैन्धव स्वच्छवारि-योजिता ताम्रे। जाता घनत्वमक्ष्णो र्जयति बहिर्लेपतः पीड़ाम्"। (नेत्र-रोग—चिः)। चक्रदत्तः।

रक्तप्रदरे भूम्यामलकीवीजम्—"भूम्यामलकीवीजन्तु पीतं तण्डुल-वारिणा। दिनद्वयत्रयेणैव स्त्रीरोगं नाशयेद् ध्रुवम्। (स्त्रीरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

তামলকীর ভাষানাম—বাঃ—ভুমিআমলকী, ভুঁইআমলা। হিঃ—ভুঁইআঁমলা, ভদ্রআঁবলা, পতালআঁবরা। মঃ—ভুঁইআবঠ্ঠী। গুঃ—ভোঁআবলা। কঃ—আরুনেল্লি। তৈঃ—নেলাউসীরীকে।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"বহুপত্রিকা," "বহুফলা," "বৃষ্যা," "বিষঘ্নী"।

বর্ণন—ভূমি আমলকীর ক্ষুপ ক্ষুদ্র। পত্র আমলকীর পত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ চৌড়া। কোন কোনটীর শাখা ও পত্রবৃন্ত রক্তাভ আবার কোনটীর বা শ্বেতাভ। পত্রসন্নিবেশ ঠিক আমলকীর মত। প্রতি পত্রবৃন্তের নিকট একটী করিয়া সর্ষপাকৃতি বীজ থাকে, সুতরাং সাধারণপত্রবৃন্তে যেমন দুই পংক্তিতে পত্রগুলি সজ্জিত থাকে, তেমনি বীজগুলিও দুই শ্রেণীতে বিন্যস্ত থাকে। ভূমিআমলকীর ক্ষুপ শরতেই অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার স্বাদ চর্ব্বণ-মাত্রে কষায়াম্ল এবং পরে কিঞ্চিৎ তিক্ত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রক্ষুপ—বিশেষতঃ মূল ও বীজ। মাত্রা—সমগ্রক্ষুপচূর্ণ —২—৬ আনা।

বৈদ্যকে তামলকীর ব্যবহার।

চরক—হিক্কাশ্বাসে ভূধাত্রী—ভূমিআমলকীর মূলের রস চিনিসহ পান এবং নস্য করিলে হিক্কাশ্বাস প্রশমিত হয়। (চিঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত—নেত্রপীড়ায় ভূমিআমলকী—ভূমিআমলকীর মূল কাঁজি ও সৈন্ধবলবণ সহ তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া, ঘন হইলে নেত্র-বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। ইহা নেত্রব্যথাহর। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—রক্তপ্রদরে ভূমিআমলকীবীজ—ভূমিআমলকীবীজ তণ্ডুলোদকে পেষণ-পূর্ব্বক ২। ৩ দিন পান করিলে রক্ত বা শ্বেতপ্রদর প্রশমিত হয়। (স্ত্রীরোগ—চঃ)।

বক্তব্য—চরক, শ্বাসহরবর্গে তামলকী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—A bitter principle, pseudo chiratin, an alkaloid, fat and colouring matter.

Actions and uses.—Antiperiodic, diuretic, stomachic and demulcent. It is used in intermittent fevers, to prevent paroxysms; also given in diseases of the spleen and liver, in dropsy, gonorrhœa, acid urine and in jaundice. A poultice of the leaves mixed with salt is used for itch and scaly affections of the skin. The infusion mixed with methi, is used as a stomachic, bitter and astringent, and also given as a remedy in chronic dysentery. (R. N. Khory, Part II., p. 552).

নব্যমত—ভূমিআমলকী—জ্বরনিবারক, মূত্রকর, পাচক, শীত। ইহা বিষমজ্বর, প্লীহযকৃতের পীড়া, শোথ, "গণোরিয়া" মূত্রের কটুত্ব, ও কামলারোগে এবং পর্য্যায়নিবারক রূপে জ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সৈন্ধবযোগে পিষ্ট ভূমিআমলকী পত্রের প্রলেপ কণ্ডু এবং চর্ম্মরোগ বিশেষের (scaly) পক্ষে হিতকর। ভূমিআমলকী ও মেথির কাথ পাচক, তিক্ত এবং ধারক—ইহা গ্রহণীর মহৌষধ। (আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঃ, ৫৫২ পৃঃ)।

তাম্বূলবল্লী—ताम्बूलवल्ली।

ताम्बूलवल्ली—Piper betel. तद्भेदाः—कृष्णपर्णी शुभ्रपर्णी (धन्वन्तरिः) श्रीवाटी, अम्लवाटी, सतसा, गुहागरी, अम्लसरा, पटुलिका, लेहसनीया च (नरहरिः)।

अन्वर्थसंज्ञा—"मुखरागकरी," "कामजननी," "आमोदजननी," "वमभञ्जनी," "तीक्ष्णमञ्जरी," "सप्तशिरा," "भक्ष्यपत्री"।

ताम्बूलं कटु तिक्तमुष्णमधुरं, क्षारं कषायान्वितम्। वातघ्नं कफनाशनं क्रिमिहरं, दुर्गन्धि निर्नाशनम्। वक्त्रस्याभरणं विशुद्धिकरणं, कामाग्नि-सन्दीपनम्। ताम्बूलस्य सखे! त्रयोदशगुणाः, स्वर्गेऽपि ते दुर्लभाः। कृष्णं पर्णं तिक्तमुष्णं कषायं, धत्ते दाहं वक्त्रजाड्यं मलञ्च। शुभ्रं पर्णं श्लेष्मवातामयघ्नं, पथ्यं रुच्यं दीपनं पाचनञ्च। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

ताम्बूलपत्रं तीक्ष्णोष्णं कटु पित्तप्रकोपणम्। सुगन्धि विशदं तिक्तं स्वर्य्यं वातकफापहम्। स्रंसनं कटुकं पाके कषायं वह्निदीपनम्। वक्त्रकण्डूमल-क्लेददौर्गन्ध्यादिविशोधनम्। सुश्रुतः।

नागवल्ली कटुस्तीक्ष्णा तिक्ता पीनसवातजित्। कफकासहरा रुच्या दाहकृद्दीपनी परा। श्रीवाटी मधुरा तीक्ष्णा वातपित्तकफापहा। रसाढ्या सरसा रुच्या विपाके शिशिरा स्मृता। स्यादम्लवाटी कटुकाम्ल-तिक्ता। तीक्ष्णा तथोष्णा मुखपाककर्त्री। विदाहपित्तास्रविकोपनी च। विष्टम्भदा वातनिवर्हणी च। सतसा मधुरा तीक्ष्णा कटुरुच्या च पाचनी। गुल्मोदराध्मानहरा रुचिकृद्दीपनी परा। गुहागरे समभिरा प्रसिद्धा। तत्पर्णजूर्णातिरसाऽतिरुच्या। सुगन्धि तीक्ष्णा मधुराति हृद्या। सन्दीपनी पुंस्त्वकराऽतिवल्ल्या। नाम्नाऽन्याऽम्लसरा सुतीक्ष्णमधुरा, रुच्या हिमा दाहनुत्। पित्तोत्द्रेकहरा सुदीपनकरी, वल्ल्या मुखामोदिनी। स्त्री-सौभाग्यविवर्द्धनी मदकरी, राज्ञां सदा वल्लभा। गुल्माऽऽध्मानविबन्धजिच्च कथिता, सा मालवे तु स्थिता। चर्म्मी पटुलिका नाम कषायोष्णा कटु-स्तथा। मलापकर्षी कण्ठस्य पित्तकृद्वातनाशनी। हंसनीया कटुस्तीक्ष्णा हृद्या दीर्घदला च सा। कफवातहरा रुच्या कटुर्दीपनपाचनी। अन्यच्च —सद्यस्त्रोटितभक्षितं सुखरुजाजाड्यावहं दोषकृत्। दाहारोचकरक्तदायि मलकृद्विष्टम्भि वान्तिप्रदम्। यद्भूयो जलपानपोषितरसं, तच्चेच्चिराय त्रोटि-तम्। ताम्बूलीदलमुत्तमं च रुचिकृद्वर्ण्यं त्रिदोषार्त्तिनुत्। राजनिघण्टुः।

নাগবল্লীফলং হৃদ্যং সুগন্ধি কফবাতজিৎ॥ আত্রেয়সংহিতা। ন নেত্ররোগী ন চ রক্তপিত্তে। ক্ষতে ন বাতে ন বিষে ন শোষে। মদাত্যয়ে নাপি চ মোহমূর্চ্ছাশ্রমেষু তাম্বূলমুশন্তি বৈদ্যাঃ। সুশ্রুতাদেবঃ।

তাম্বূলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরং সরম্। বশ্যং তিক্তং কটু ক্ষারং রক্তপিত্তকরং লঘু। বল্যং শ্লেষ্মাস্যদৌর্গন্ধ্যং মলবাতশ্রমাপহম্। ভাবপ্রকাশঃ।

তাম্বূলপত্রং তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুবাতকফাপহম্। পিত্তকৃৎ স্রংসনং হৃদ্যং বহ্নিকৃদ্বস্তিশোধনম্। রাজবল্লভঃ।

শ্লীপদে তাম্বূলম্—"সমতাম্বূলপত্রাণাং কল্কং তপ্তেন বারিণা সংসৃষ্টলবণীপিতং শ্লীপদং হন্তি সেবনাৎ"। (শ্লীপদ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

তাম্বূলের ভাষানাম—বাঃ—পান। হিঃ—নাগরবেল, পান। মঃ—নাগবেল। কঃ—পানবেল। গুঃ—নাগরবেল্ল, পান। কঃ—নাগরবল্লী, পর্ণ। তৈঃ—তামলপাকু। তাঃ—বেট্রিলী। ফাঃ—বর্গন্তবোল্। অঃ—কান। ইঃ—বিটেল্ লিফ্।

তাম্বূলের অন্বর্থসংজ্ঞা—"মুখরাগকরী," "কামজননী," "আমোদজননী," "শ্রমভঞ্জনী," "তীক্ষ্ণমঞ্জরী," "সপ্তশিরা," "ভক্ষ্যপত্রী"।

তাম্বূলের ভেদ—ধন্বন্তরি, শুভ্র কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার তাম্বূলের উল্লেখ করিয়াছেন। নরহরি বলিয়াছেন—"সা শ্রীবাটাম্লাদিবাটাদিনানাগ্রামস্তোমস্থানভেদাদ্বিভিন্না। একাপ্যেষা দেশমৃৎস্নাবিশেষান্নানাকারং যাতি কায়ে গুণে চ"। নানাদেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণে তাম্বূল, আকার, বর্ণ ও গুণের বিশিষ্টত্ব লাভ করিয়া থাকে। নরহরি সাত প্রকার তাম্বূলের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—শ্রীবাটী, অম্লবাটী, সতসা, গুহাগরে, অম্লসরা, পটুলিকা ও বেহসনীয়া। ইহাদের মধ্যে "গুহাগরে" এবং "অম্লসরা" সুগন্ধি তাম্বূল। অম্লসরা মালবে, পটুলিকা অন্ধ্রদেশে এবং বেহসনীয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশে জন্মে। "গুহাগর" দেশের পানের নাম গুহাগরে,—এই দেশে সুপারি ও পান উভয়ই প্রচুর জন্মিত। "পূগ" প্রবন্ধে আমরা গুহাগর পূগের উল্লেখ করিয়াছি। আবাদের প্রণালী ভেদে, অধুনা পান দুই প্রকার। এক প্রকার পান বোরোজে পালিত হয়, অপর বৃক্ষাদি আশ্রয়পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোচবিহার ও আসামাঞ্চলে প্রথোমোক্ত জাতি বাক্কইপান এবং শেষোক্ত

গাছপান নামে প্রসিদ্ধ। গাছপানের আকার প্রকার দেখিয়া অনুমান হয়, উহা কৃষ্যুৎকর্ষবশাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত চবিকামাত্র—গাছপান ক্ষুদ্রাকৃতি, নিতান্ত কটু এবং ইহার "ছিব্‌ড়ে" অধিক। বোম্বোজে পালিত পান নানাপ্রকার; নরহরি যথার্থই বলিয়াছেন, "দেশমৃৎস্নাবিশেষান্নানাকারং যাতি কায়ে গুণে চ"। অধুনা বঙ্গে নানাস্থানে পানের আবাদ হয়—কিন্তু সুন্টেবাটুলের সুগন্ধি পানের তুল্য উপাদেয় পান বঙ্গের কুত্রাপি জন্মে না। শালিগ্রামবৈশ্য ছয় প্রকার পানের উল্লেখ করিয়াছেন—"বংগলা," "মোহবা," "মহারাজপুর," "বিলৌআ," "কপূরী," "কুলবা"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র। মাত্রা—স্বরস ½—২ তোলা।

বৈদ্যকে তাম্বূলের ব্যবহার।

বঙ্গসেন—শ্লীপদে তাম্বূল—সাতটী তাম্বূল পেষণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণযোগে তপ্তজলের সহিত পান করিলে শ্লীপদ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (শ্লীপদ—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক, "দশেমানি" কিম্বা সৌশ্রুত দ্রবাসংগ্রহণীয় অধ্যায়ে তাম্বূল পঠিত হয় নাই। চরক মাত্রাশিতীয়ে এবং সুশ্রুত "অন্নপানবিধি"তে তাম্বূলের উল্লেখ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে চর্ব্বণার্থ তাম্বূল ব্যবহৃত হইতেছে। আহারের পরবর্ত্তী কৃত্যের উপদেশকালে সুশ্রুত বলিয়াছেন—"• তাম্বূলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্বা বিচক্ষণঃ। ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবদন্নক্লমো গতঃ" (সূঃ ৪৬ অঃ)। চারক কিম্বা সৌশ্রুত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে তাম্বূল পঠিত হয় নাই।

Constituents.—The leaves yield on distillation, a light aromatic and volatile oil known as betel oil and chavicol a very volatile pale essential oil. Betel oil contains terpene, betel phenol and sesquiterpene.

Actions and uses.—Stimulant, carminative and antiseptic; given in flatulence, fœtor of the mouth, dyspepsia, colic &c., mostly used as a masticatory by the natives of India. Chavicol is a powerful antiseptic, 5 times stronger than carbolic acid, and twice as strong as eugenol; the juice is also antiseptic and used in catarrhal affections and inflammation of the throat and bronchi in diphtheria &c. (R. N. Khory, Part II., p. 516).

"Of late years the medicinal properties of betel leaves have been investigated in Europe. Dr. Kleinstuck of Zwatzen, near Jena, has found that the essential oil is of much use in catarrhal affections, inflammations of the throat, larynx and bronchi; it has an antiseptic action. He has used it in diphtheria as a gargle and by inhalation.

The dose is one drop in one hundred grams of water. In India the juice of four leaves may be used similarly diluted." (Dymock, Part III., p. 186).

" Being always at hand, Pán leaves are used as a domestic remedy in various ways, the stalk of the leaf smeared with oil is introduced into the rectum in constipation and tympanitis of children, with the object of inducing the bowels to act. The leaves are applied to the temples in headache for relieving pain, to painful and swollen glands for promoting absorption, and to the mammary gland with the object of checking the secretion of milk. Pán leaves are used as a ready dressing for foul ulcers, which seem to improve under them." (*Hind. Mat. Med.*, p. 245.)

নব্যমত—পান—উষ্ণ, পাচক এবং পচননিবারক (Antiseptic). ইহা উদরাধ্মান, মুখদৌর্গন্ধ্য, গ্রহণী, অজীর্ণ, শূল প্রভৃতি রোগে, বিশেষতঃ চর্ব্বণার্থ ব্যবহৃত হয়। পান চোয়াইলে দুই প্রকার তৈল পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যাহা ফিকেরঙের, সুগন্ধি এবং উদ্বেয় (উবিয়া যায়) তাহা তাম্বূল তৈল (Betel oil) ; আর যাহা অতি উদ্বেয় তাহার নাম "চবিকল"। "চবিকল" মহান্ পচননিবারক। ইহা "কার্বলিক্ এসিড্" অপেক্ষা পঞ্চগুণ এবং "এগ্লিনল্" অপেক্ষা দ্বিগুণ তীব্রতর। পানের রসও পচননিবারক, ইহা শ্লেষ্ম-রোগে এবং রোহিণী প্রভৃতি গলরোগে হিতকর। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঃ, ৫১৬ পৃঃ)।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাম্বূলের তৈল কফীয় পীড়া এবং গল, বাগিন্দ্রিয় ও শ্বাসনাড়ী শাখার (Bronchi) প্রদাহে বিশেষ উপকারী। ইহার পচননিবারণী শক্তি আছে। রোহিণীতে (Diphtheria) ইহার কবল ও ধূমগ্রহণ করান হইয়াছে। ১০০ গ্রাম্ অত্যুষ্ণ জলে ১ ফোঁটা তৈল দিয়া তদুত্থিত ধূম আঘ্রাত হইয়াছিল। এদেশে ১ বিন্দু তৈলের পরিবর্ত্তে ৪টী পানের রস দেওয়া যাইতে পারে। (ডিমক্, ১মঃ খঃ, ১৮৬ পৃঃ)।

পান এতদ্দেশীয় গার্হস্থ্য ঔষধ। শিশুর কোষ্ঠবদ্ধে ও উদরাময়ে দাস্তের জন্য পানের বোঁটায় তৈল মাখাইয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করান হইয়া থাকে। তাম্বূলপত্র শঙ্খদেশে (Temples) স্থাপন করিলে শিরঃপীড়া প্রশমিত হয়। গ্রন্থিস্ফীতি কিম্বা প্রসূতির স্তনে স্থাপন করিলে স্ফীতি বিলীনতা প্রাপ্ত হয় এবং স্তন্যস্রাব রোধ করে। তাম্বূলপত্রে ক্ষত আচ্ছাদিত হইলে ক্ষতশুদ্ধি হয়। (উদয়চাঁদ দত্ত, ২৪৪ পৃঃ)।

তাম্রপীতপাটলা ও মুষ্কক—ताम्रपीतपाटले मुष्ककश्च ।

पाटला, ताम्रपुष्पा पाटला—Stereospermum Suaveolens, Bignonia Suaveolens. **पीतपुष्पा पाटला**—Bignonia Chelonoides, S. Chelonoides. **सितपुष्पा पाटला काष्ठपाटला, मुष्ककम्**—Schrebera Swietenioides.

अन्वर्थसंज्ञा—ताम्रपुष्पायाः—व्यवहारज्ञापिका—"अम्बुवासिनी ; **परिचयज्ञापिका**—"वसन्तदूती," "कालवृन्तिका," "स्थिरगन्धा," "अलिवल्लभा" । **मुष्ककस्य**—"क्षारश्रेष्ठः" ।

पाटलाऽपि रसे तिक्ता गुरूष्णा पवनास्रजित् । पित्तहिक्कावमिशोषकफारोचकनाशनी । **पाटलायुगलं हृद्यं सुगन्धं कफवातजित् ।** पाटलाया गुणस्तद्वत् किञ्चिन्मारुतकोपजित् । **धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।**

पाटलो तु रसे तिक्ता कटूष्णा कफवातजित् । शोफाऽऽध्मानवमिश्वासशमनी सन्निपातनुत् । **सितपाटलिका** तिक्ता गुरूष्णा वातदोषजित् । वमिहिक्काकफघ्नी च श्रमशोषापहारिका । **राजनिघण्टुः ।**

पाटला तुवरा तिक्ताऽनुष्णा दोषत्रयापहा । अरुचिश्वासशोथास्रच्छर्दिहिक्कातृषापहरी । पुष्पं कषायं मधुरं हिमं हृद्यं कफास्रनुत् । पित्तातिसारहृत् कण्ठ्यं फलं हिक्कास्रपित्तहृत् । **भावप्रकाशः ।**

पाटला कफवातघ्नी । **राजवल्लभः ।**

व्रणप्रच्छादनार्थं पाटलीपत्रम्—"* पाटल्याः * । व्रणप्रच्छादने विद्वान् पत्राणि * चादिशेत्" (चिः १२ अः) । **चरकः ।**

शर्करायां पाटलीक्षारः—"क्षारः पिबेद्विमूत्रेण शर्कराशमनः परः । पाटल्या करवीराणाम्" (चिः ७ अः) । (२) **हिक्कासु** पाटलाफलपुष्पे—

"পাটলায়াঃ ফলং পুষ্পং * *। চত্বারো যূষযোগাঃ স্যুঃ প্রতিপাদপ্রদর্শিতাঃ। মধুদ্বিতীয়াঃ কর্ত্তব্যাস্তে হিক্কাসু বিজানতা"। (উঃ ৫০ অঃ)। (২) মূত্রাঘাতে পাটলাক্ষারঃ——"পাটলাক্ষারমাহৃত্য সপ্তকৃত্বঃ পরিস্রুতম্। পিবেন্মূত্রবিকারঘ্নং সংসৃষ্টং তৈলমাত্রয়া" (উঃ ৫৮ অঃ)। সুশ্রুতঃ।

দগ্ধব্রণে পাটলামূলত্বক্—"সিদ্ধং কল্ককষায়াভ্যাং পাটল্যাঃ কটুতৈলকম্। দগ্ধব্রণরুজাস্রাবদাহবিস্ফোটনাশনম্। (নাড়ীব্রণ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

অম্লপিত্তে পাটলাত্বক্—"পটোলপাটলাক্বাথো ধান্যনাগরকান্বিতঃ। জলেন হিতকঃ প্রোক্তস্ত্বাম্লপিত্তনিবারণঃ"। (চিঃ ২৫ অঃ)। হারীতঃ।

পাটলার ভাষানাম—বাঃ—পারুল। হিঃ—পাডরি, পাঢল। মঃ—রক্তপাডঠ্ঠ। গুঃ—রাতাফুলনা, পাডল। কঃ—হাদরী। তৈঃ—কলগোরু। তাঃ—পড়ি। উঃ—পাটুড়ি। তাম্রপুষ্পা ও পীতপুষ্পা পাটলার ভাষানামে পার্থক্য নাই।

সিতাপাটলার ভাষানাম—বাঃ—ঘণ্টাপারুল। হিঃ—সফেদপাডর, কঠপাডর। গুঃ—শ্বেতপাডর, কাষ্কচ। কঃ—বিলিয়হাদরী। তৈঃ—কোলিগোট্টুচেট্টু।

পাটলার ভেদ—ধন্বন্তরি ও নরহরি উভয়েই গুড়ূচ্যাদিবর্গে পাটলা (তাম্র বা রক্তপুষ্প) এবং সিতা পাটলার (কাষ্ঠপাটলা) ও আম্রাদিবর্গে মুষ্ককের গুণপর্য্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উভয়েরই মতে মুষ্কক "দ্বিবিধঃ শ্বেতকৃষ্ণকঃ"। নিঘণ্টুদ্বয়ে কাষ্ঠপাটলার পর্য্যায়ে মুষ্কক শব্দ পঠিত হয় নাই, নরহরি মুষ্ককের পর্য্যায়ে "পাটলি" পাঠ করিয়াছেন। ভাবমিশ্র মুষ্কক পৃথক্ পাঠ করেন নাই এবং "—পরা স্যাৎ পাটলা সিতা। মুষ্ককো মোক্ষকো ঘণ্টাপাটলিঃ কাষ্ঠপাটলা" বাক্যে কাষ্ঠপাটলার পর্য্যায়েই মুষ্কক শব্দ পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং ভাবমিশ্রের মতে শ্বেতপুষ্প পাটলাই মুষ্কক অর্থাৎ ঘণ্টাপারুল। নিঘণ্টুতে দেখি, পাটলা বসন্তদূতী এবং পাটলী মুষ্কক, ভাবমিশ্র পাটলার পর্য্যায়েই পাটলী পাঠ করিয়াছেন। আমরা ভাবমিশ্রবৎ শ্বেতপুষ্প পাটলাকেই মুষ্কক শব্দে অভিহিত করিয়াছি। বিশ্বামিত্র বলেন মুষ্কক বহুবিধ—"শ্বেতপুষ্পঃ কালপুষ্পো রক্তপুষ্প স্তথৈবচ। পীতপুষ্পো বয়স্তেষু কালপুষ্পঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"। (ভানুমতী সূঃ ১১ অঃ)। ভাবমিশ্রের উক্তি উপলক্ষণমাত্র, অতএব পাটলা (তাম্র বা রক্তপুষ্প) ও রক্তপুষ্প মুষ্কক, সিতা পাটলা ও শ্বেতপুষ্প মুষ্কক,

পীতপুষ্প পাটলা ও পীতমুষ্কক স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুশ্রুত, ক্ষারপাকবিধি উপদেশকালে অসিতমুষ্ককেরই ক্ষারকার্য্যোপযোগিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু নিঘণ্টুদ্বয়ে শ্বেতকৃষ্ণ মুষ্কক নির্বিশেষে "ক্ষারশ্রেষ্ঠ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। পাটলা শব্দে বৈদ্যগণ রক্তপুষ্প পাটলাই ব্যবহার করেন, দেশান্তরে পাটলা শব্দে রক্ত ও পীতপুষ্প দ্বিবিধ পাটলাই ব্যবহৃত হয়। অতএব আমরা প্রবন্ধের শিরোনামে, কেবল পাটলার পরিবর্ত্তে তাম্রপীতপাটলা লিখিয়াছি। এবং ভাবমিশ্রবৎ শ্বেতপুষ্প পাটলাকেই মুষ্কক শব্দে অভিহিত করিয়াছি। বঙ্গে পীতপুষ্পাপেক্ষা রক্তপুষ্পপাটলা সুলভতর। ঘণ্টাপারুল শব্দে বঙ্গে শ্বেতপুষ্পপাটলা গৃহীত হইয়া থাকে। কৃষ্ণপুষ্পমুষ্কক গিরিসানুজ বৃক্ষ, ইহা নিম্নবঙ্গের সমতল ভূমিতে জন্মে না।

অন্বর্থসংজ্ঞা।—তাম্রপুষ্প পাটলার—ব্যবহারজ্ঞাপিকা—"অম্বুবাসিনী"; পরিচয়জ্ঞাপিকা—"বসন্তদূতী," "কালবৃন্তিকা," "স্থিরগন্ধা," "অলিবল্লভা"। মুষ্ককের—"ক্ষারশ্রেষ্ঠ"।

বর্ণন—পাটলা উচ্চবৃক্ষ। বঙ্গের সর্ব্বত্র সুলভ নহে। দীর্ঘ পত্রবৃন্তে ২ জোড়া বা ৪ জোড়া এবং অগ্রভাগে একটী অযুগ্মপত্র আছে। প্রথম জোড়া এবং অগ্রস্থিত অযুগ্মপত্র অন্যাপেক্ষা বৃহত্তর, পত্রবৃন্তমূল স্ফীত, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম নহে। তরুণাবস্থায় পত্রের পৃষ্ঠোদর যেন শুভ্রলেপাবৃত, পরিণতাবস্থায় কর্কশ। ইহা গ্রীষ্মে পুষ্পিত হয়। অচিরপ্রবৃত্ত গ্রীষ্মবর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন;—"পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ" পুষ্প—সশাখপুষ্পদণ্ডে স্থিত, পাটল অর্থাৎ শ্বেতাভরক্তবর্ণ, মিলিতদল, অতি সুগন্ধি। কুণ্ড—ঘণ্টাকৃতি রোমাবৃত, কুণ্ডাগ্র চতুর্ধা চিরিত। পীতপুষ্পপাটলার বিশিষ্টত্ব এই—ইহার পত্র ৪ জোড়ার কম হয় না, ইহারও অগ্রে অযুগ্মপত্র থাকে। পত্রপ্রান্ত কিঞ্চিত খণ্ডিত, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম, শিম্বি—ক্ষীণ, দীর্ঘ ও আবর্ত্তিত। শ্বেতপুষ্পপাটলা অর্থাৎ ঘণ্টাপারুলের বৃক্ষ প্রায় উপত্যকায় জন্মিয়া থাকে। ইহা বহুশাখ ছায়াপ্রধান তরু। পত্র—৩।৪ জোড়া, অগ্রে অযুগ্মপত্র আছে, প্রথম জোড়া বৃহত্তর ও চৌড়া দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ জোড়া ক্রমশঃ অপ্রশস্ত, সমস্ত পত্রেরই প্রান্ত অখণ্ড, অগ্রদেশ সূক্ষ্ম এবং পৃষ্ঠোদর মসৃণ। পুষ্প—ক্ষুদ্রতর, তাম্রাভশ্বেতবর্ণ, রজনীতে সুগন্ধি, উত্তানাকৃতি, মিলিতদল, একনল চোঙার মত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কাণ্ড, মূলত্বক্, কাষ্ঠক্ষার, পত্র, পুষ্প, ফল।

বৈদ্যকে পাটলার ব্যবহার।

চরক—ব্রণাচ্ছাদনার্থ পাটলাপত্র—পাটলাপত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদিত করিবে। (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত—শর্করারোগে পাটলাক্ষার—যথাবিধি প্রস্তুত পাটলাক্ষার ছাগীমূত্রের সহিত পান করিবে। ইহা পরম শর্করাহর। (চিঃ ৭ অঃ)। (১) হিক্কায় পাটলাপুষ্প ও ফল—কোন কলায়ের সহিত পারুলের পুষ্প ও ফলেরযূষ পাক করিয়া মধুযোগে পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। (উঃ ৫০ অঃ)। (২) মূত্রাঘাতে পাটলাক্ষার—সপ্তধা পরিস্রুত পাটলাক্ষারোদক তিলতৈলযোগে পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। (উঃ ৫৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—দগ্ধব্রণে পাটলামূলত্বক্—পারুলের মূলত্বকের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা যথাবিধি পক্ক সার্ষপতৈল লেপন করিলে দগ্ধব্রণের রোপণ হয়। (নাড়ীব্রণ—চিঃ)।

হারীত—অম্লপিত্তে পাটলাত্বক্—পটোল ও পারুল ছালের ক্বাথ, ধনে ও শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে পান করিলে অম্লপিত্ত নিবারিত হয়। (চিঃ ২৫ অঃ)।

বক্তব্য—পাটলা বৃহৎ পঞ্চমূলের অন্যতম। চরক, শোথহর, প্রজাস্থাপনবর্গে এবং সুশ্রুত আরগ্বধাদিবর্গে পাটলা পাঠ করিয়াছেন। পূর্ব্বে পারুলফুল নিক্ষেপ করিয়া পানীয়জল সুরভীকৃত হইত, অতএব পাটলার নাম "অম্বুবাসিনী"।

Constituents.—The flowers contain albuminous, saccharine and mucilaginous matters and wax.

Actions and uses.—Refrigerant and diuretic; used in dyspepsia, fever, cough, dropsy, &c. The flowers with honey stop troublesome hiccough. (R. N. Khory, Part II., p. 460).

নব্যমত—পাটলা শীত, শ্রমহর, মূত্রকর। ইহা গ্রহণী, জ্বর, কাস, শোথ প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। পারুলের পুষ্প মধুর সহিত পেষণপূর্ব্বক লেহন করিলে কষ্টপ্রদ হিক্কা প্রশমিত হয়। (আর, এন্, ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ৪৬০ পৃঃ)।

তাল—তাল: ।

তাল:, তৃণরাজ:—Borassus Flabelliforenis.

অন্বর্থসংজ্ঞা—**"দীর্ঘস্কন্ধ:," "চিরায়ু:," "দীর্ঘপত্র:," "দৃঢ়চ্ছদ:" "লেখ্যপত্র:," "মধুররস," "আসবদ্রু:"** ।

ফলং স্বাদু রসং পাকে তালজং গুরু পিত্তজিৎ। তদ্বীজং স্বাদু পাকেতু মূলং স্যাদস্রপিত্তজিৎ। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু:।

तालश्च मधुरः शीतपित्तदाहश्रमापहः। सरश्च कफपित्तघ्नो मदकृद्दाह-शोषनुत्। राजनिघण्टुः।

पक्वं तालफलं पित्तरक्तश्लेष्मविवर्द्धनम्। दुर्जरं बहुमूत्रञ्च तन्द्राभि-ष्यन्दशुक्रदम्। तालमज्जा तु तरुणः किञ्चिन्मदकरो लघुः। श्लेष्मलो वातपित्तघ्नः सस्नेहो मधुरः सरः। तालजं तरुणं तोयं मतीवमदकृन्मतम्। अम्लीभूतं तदा तु स्यात् पित्तकृद्वातदोषहृत्। भावप्रकाशः।

वातघ्नो बृंहणो वल्यः क्रमिघ्नः कुष्ठनाशनः। रक्तपित्तहरः स्वादु स्तालः सप्तगुणान्वितः। तालशस्यन्तु मधुरं मूत्रलं वातपित्तजित्। तालास्थि-मज्जा मधुरा मूत्रला शीतला गुरुः। कफक्रिमिहरा हृद्या वातला दुर्ज्जरा मता। राजवल्लभः।

मूत्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ्रे च तालशस्यम्—"* तालशस्येस्तथा शृतम्। घृतं पयश्च मूत्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ्र एव च"। (चिः २२ अः)। चरकः।

मूत्राघाते तरुणतालमूलम्—"पिष्ट्वाऽथवा सुशीतेन शालितण्डुल-वारिणा तालस्य तरुणंमूलं *"। (उः ५८ अः)। सुश्रुतः।

उन्मादे तालशाखाभवो रसः—"उन्मादे समधुः पेयः शुद्धो वा ताल-शाखजः। रसः *"। (उन्माद—चिः)। (२) प्लीहोदरे ताल पुष्पभवः क्षारः—"तालपुष्पभवः क्षारः सगुड़ः प्लीहनाशनः"। (प्लीह—चिः)। चक्रदत्तः।

सुखप्रसवार्थं तालमूलम्—"तालस्य चोत्तरं मूलं स्त्रीप्रमाणेन तन्तुना। बद्धा कट्याञ्च नियतं सुखं नारी प्रसूयते"। (स्त्रीरोग—चिः)। वङ्गसेनः।

তালের ভাষানাম—বাঃ—তালগাছ। হিঃ—তাড়। মঃ—তাড়। গুঃ—তাড়। তাঃ—পনয়। কাঃ—তাল। অঃ—তার।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"দীর্ঘস্কন্ধ," "চিরায়ু," "দীর্ঘপত্র," "দৃঢ়চ্ছদ," "লেখ্যপত্র," "মধুস্রব," "আসবদ্রু"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মোচ, ফল, মূল, তালমস্তক (মেতি)। মাত্রা—মোচক্ষার ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে তালের ব্যবহার।

চরক—মূত্রের বিবর্ণতা ও কৃচ্ছ্রে তালশস্য—কাঁচাতাল ফলের শস্যের (তাল-শাঁস) কল্কদ্বারা পক্বঘৃত কিম্বা ক্ষীর পরিভাষানুসারে পক্ব তালশস্যের ক্বাথ, কাসরোগীর মূত্রের বৈবর্ণ্য ও কৃচ্ছ্রে পেয়। (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত—মূত্রাঘাতে তরুণতালমূল—শীতলজল কিম্বা শালিতণ্ডুলোদকসহ তরুণ তালবৃক্ষের মূল পেষণপূর্ব্বক পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। (উঃ ৫৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—উন্মাদে তালশাখারস—উন্মাদরোগী তালশাখজ (তালশাঁড়ার) রস মধুসহ বা কেবল পান করিবে। (উন্মাদ—চিঃ)। (২) প্লীহোদরে তালপুষ্পভবক্ষার—তালজটার অন্তর্ধূমদগ্ধক্ষার পুরাণগুড়ের সহিত সেবন করিবে। ইহা প্লীহবিবৃদ্ধিতে হিতকর। (উদর—চিঃ)।

বঙ্গসেন—সুখপ্রসবার্থ তালমূল—তালবৃক্ষের উত্তরদিকের মূল স্ত্রীশরীর-সমদীর্ঘ সূত্রদ্বারা কটীদেশে বাঁধিয়া দিলে সুখপ্রসব হয়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—নিঘণ্টুদ্বয়ে তাল, শ্রীতাল, হিন্তাল ও মাড় এই চতুর্বিধ তালভেদের উল্লেখ আছে। শ্রীতালাদির অন্বর্থসংজ্ঞা ও গুণ উদ্ধৃত হইতেছে—শ্রীতাল—"মধুতাল," "মৃদুচ্ছদ," "বিশালপত্র," "শিরলিপত্রক," "লেখার্হ"। গুণ—শ্রীতালো মধুরোঽত্যন্তমীষচ্চৈব কষায়কঃ। পিত্তজিৎ কফকারী চ বাতমীষৎ প্রকোপয়েৎ॥ হিন্তাল—"স্থূলতাল," "কঙ্কপত্র," "বৃহদ্দল," "বহুকণ্টক," "স্থিরপত্র," "শিরাপত্র," "অল্পসার"। গুণ—হিন্তালো মধুরাম্লশ্চ কফকৃৎপিত্তদাহনুৎ। শ্রমতৃষ্ণাপহারীচ শিশিরো বাতদোষনুৎ॥ মাড়—"বিতালক," "মত্তদ্রুম," "মোহকারী"। গুণ—মাড়স্তু শিশিরো রুচ্যঃ কষায়ঃ পিত্ত-দাহকৃৎ। তৃষ্ণাপহো মরুৎকারী শ্রমহৃৎ শ্লেষ্মকারকঃ॥ তালের মেতি, তালের রস, পক্ব তালের শাঁস, তালআঁটীর শাঁস, তালের মিছরি উত্তম খাদ্যৌষধ।

Constituents.—Gum, like tragaconth, fat, albuminoid.

Actions and uses.—Demulcent, refrigerant and diuretic ; the root is cooling and restorative ; the juice is cooling and diuretic when fresh ; the pulp obtained from the unripe fruit is diuretic and demulcent, and nuritive ; given in gonorrhœa, leucorrhœa, &c., the tody when fermented is converted into Tada-no-daru (Arrak), a country drink. It is used

as diuretic in gonorrhœa. The terminal bud of the tree and embryo of the germinating seed are used as vegetable and are nutritive and diuretic. The ash of the spathe is used by the natives in the treatment of enlarged spleen. (R. N. Khory, Part II., p. 622).

নব্যমত—তাল শীত, শ্রমহর ও মূত্রকর। তালমূল শীতল ও বলপ্রদ। তালরস টাট্‌কা থাকিতে পান করিলে, শীতল ও মূত্রকর। পর্য্যুষিত ও উগ্রিক্ত তালরস (তাড়ি) "গণোরিয়া" রোগে মূত্রকরহেতু পেয়। তালশাঁস মূত্রকর, শীত, পোষক, ইহা "গণোরিয়া," প্রদর প্রভৃতি রোগে সেব্য। তালের মেতি এবং তাল জাতীয় শাঁস পুষ্টিকর ও মূত্রল। তালজটাক্ষার দেশীয় লোকে প্লীহবিবৃদ্ধিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। (আর্. এন্. কোরি, ২য়: খঃ, ৬২২ পৃঃ)।

তালীসক—तालीसकम्।

तालीसकम्, तालीसम्—Abies Webbiana, Taxus Baccata.

अन्वर्थसंज्ञा—"धामलकीपत्रम्," "पत्राढ्यम्," "शुकोदरम्," "घनच्छदम्," "मुखरोगहरम्," "हृद्यम्"।

तालीसं श्वासकासघ्नं दीपनं श्लेष्मपित्तजित्। मुखरोगहरं हृद्यं सुपत्रं पत्रसंज्ञितम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

तालीसपत्रं तिक्तोष्णं मधुरं कफवातनुत्। कासहिक्काक्षयश्वास-च्छर्द्दिदोषविनाशकृत्। राजनिघण्टुः।

तालीसं लघु तीक्ष्णोष्णं श्वासकासकफानिलान्। निहन्त्यरुचिगुल्माम-वह्निमान्द्यक्षयामयान्। भावप्रकाशः।

तालीसपत्रं मधुरं तिक्तोष्णं लघु स्मृतम्। तीक्ष्णं सर्वञ्च हृद्यञ्च वह्निदीप्तिकरं मतम्। श्वासं कासं कफं वातं क्षयगुल्मारुचीस्तथा। रक्तदोषं वमिश्चाममग्निमान्द्यञ्च नाशयेत्। मुखरोगञ्च पित्तञ्च नाशयेदिति कीर्त्तितम्। निघण्टुरत्नाकरः।

অরোচকে তালীসপত্রম্—"তালীসচূর্ণবটকাঃ সকর্পূরসিতোপলাঃ। রুচিকরা ভৃশম্"। (চিঃ ৫ অঃ)। বাগ্‌ভটঃ।

রক্তপিত্তে তালীসপত্রম্—"তালীসচূর্ণসংযুক্তঃ পেয়ঃ ক্ষৌদ্রেণ বাসক-স্বরসঃ। কফপিত্তমকাশ্বাসস্বরভেদরক্তপিত্তহরঃ। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

তালীসপত্রের ভাষানাম—বাঃ—তালীসপত্র। হিঃ—তালীসপত্র। মঃ—লঘু-তালীসপত্র। কঃ—তালীসপত্র। তৈঃ—তালীসপত্রী। গুঃ—তালীসপত্র। বম্—তাম্বঠ। দ্রাঃ--পনিঅল। ফাঃ—জার্নব্। অঃ—তালীসফর।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"আমলকীপত্র," "পত্রাঢ্য," "শুকোদর," "ঘনচ্ছদ," "মুখরোগহর," "হৃদ্য"।

বর্ণন—তালীসবৃক্ষ অত্যুচ্চ হয়। ইহা চিরহরিৎ অর্থাৎ কদাপি পত্রবিবর্জ্জিত হয় না। পঞ্জাবের অন্তর্গত সিন্ধুতীরস্থ প্রদেশ হইতে ভুটান পর্য্যন্ত ব্যাপী হিমগিরির প্রত্যন্ত-প্রদেশে তালীসপত্রের বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ব্রাণ্ডিস্ সাহেব বলেন ঝিলম্ নদীতীরস্থ প্রদেশের লোকে তালীসের ক্ষুদ্র শাখা ও পত্র শীতকালে গোমেষাদির ভক্ষণার্থ রক্ষা করে। ইহার পত্র কল্কেফুলের (পীতকরবীর) পত্রাপেক্ষা সরু, লম্বা, শাখার চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া থাকে। পত্রের পৃষ্ঠ, বৃন্ত হইতে পত্রাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত একটী রেখাকৃতি আলিদ্বারা বিভক্ত. পত্রোদর বার্ণিশ করার মত চিক্কণ। পত্রপ্রান্ত সঙ্কুচিত। পত্রোদর উজ্জ্বল, শাখাগাত্রে পত্রবৃন্তমূলে ভূমিআমলকী বা সিদ্ধিবীজের মত ছোট ছোট ফল আছে। স্বাদ অতি তিক্ত। ক্ষুদ্রশাখাসহ শুষ্কপত্রের ঘ্রাণ প্রায় রেউচিনির মত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র বা ক্ষুদ্রশাখাগ্রসমন্বিত পত্র। মাত্রা—½—১ আনা।

বৈদ্যকে তালীসপত্রের ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—অরোচকে তালীসপত্র—মিছরির রস প্রস্তুত তালীসপত্রচূর্ণের বটক প্রস্তুত করিয়া সুগন্ধিকরণার্থ কিঞ্চিৎ কর্পূর যোগ করিবে। এই বটক রুচিকারী। (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে তালীসপত্র—বাসকপত্রের রস তালীসপত্রচূর্ণ ও মধুযোগে পান করিবে। ইহা রক্তপিত্ত, শ্বাস, স্বরভেদাদির পক্ষে হিতকর। (রক্তপিত্ত—চিঃ)।

বক্তব্য—তালীসের লাটিন্ নাম নির্দ্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাকে ডিমক্ Taxus Baccata, ররলী Rhododendron Lepidotum, এন্সলি Flacourtia Cataphracta, মুদেন্ সেরিফ্ Cinnamomum Tamala এবং ডা: উদয়চাঁদ Abeis Webbiana বলেন। কিন্তু কবিরাজগণ যাহা তালীসপত্র নামে ব্যবহার করেন তাহা Abeis Webbianaর ক্ষুদ্র-শাখা ও পত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। চারক "দশেমানি"তে তালীসের উল্লেখ নাই। সুশ্রুত, শিরোবিরেচন বর্গে তালীস পাঠ করিয়াছেন। "तालीसादीनामर्ककाम्लानां पत्राणि" (সু: ৩৯ অ:) বাক্যে তালীসপত্রেরই শিরোবিরেচকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। "তালীসাদ্যচূর্ণ," "ভাস্করলবণ," "শৃঙ্গারাভ্র" প্রভৃতি ঔষধে তালীসপত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। নব্যেরা বলেন তালীসপত্র অতি মাত্রায় সেবিত হইলে বিষক্রিয়া করে।

Actions and uses.—Antispasmodic given in asthma, hæmoptysis, epilepsy and other spasmodic affections. (R. N. Khory, Part II., p. 584).

নব্যমত—তালীসপত্র আক্ষেপনিবারক। ইহা শ্বাস, রক্তপিত্ত, অপস্মার, এবং অন্যান্য আক্ষেপমূলক পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। (আর, এন্, কোরি, ২য়: খ:, ৫৮৪ পৃ:)।

তিন্তিড়ী ও বৃক্ষাম্ল—तिन्तिड़ीवृक्षाम्ले।

तिन्तिड़ी, अम्लिका, चिञ्चा—Tamarindus Indicus. **वृक्षाम्लम्**—Garcinia Purperea.

अन्वर्थसंज्ञा वृक्षाम्लस्य—"शाकाम्लं," "चुक्राम्लं," "फलाम्लं," "अम्लबीजं"।

अम्लिकायाः फलञ्चाम्ल मत्यन्तं पित्तकृल्लघु। रक्तवातामयघ्नं वह्नि-शुद्धिकरं परं। पक्वन्तु मधुराम्लञ्च भेदि विष्टम्भि वातजित्। त्वग्भस्म स्यात् कषायोष्णं कफघ्नञ्चानिलापहम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

चिञ्चाऽत्यम्ला भवेदामा पक्वा तु मधुराम्लिका। वातघ्नी पित्तदाहास्र-कफदोषप्रकोपनी। अम्लिकायाः फलं त्वाममत्यम्लं लघु पित्तकृत्। पक्वन्तु मधुराम्लं स्याद्भेदि विष्टम्भवातजित्। पक्वचिञ्चाफलरसो मधुराम्लो रुचिप्रदः। शोफपाककरो लेपाद्व्रणदोषविनाशनः। चिञ्चा-

पत्रञ्च शोफघ्नं रक्तदोषव्यथापहम्। तस्यशुष्कत्वचाक्षारं शूलमन्दाग्नि-नाशनः। राजनिघण्टुः। तिन्तिड़ीकं (वृक्षाम्लं) च वातघ्नं पाकुग्रष्णं रुचिप्रलघु। धन्वन्तरिः। वृक्षाम्लमम्लं कटुकं कषायं। सोष्णं कफार्शोघ्न-मुदीरयन्ति। तृष्णा समीरोदरहृद्गदादि।—गुल्मातिसारव्रणदोषनाशि। राजनिघण्टुः।

वृक्षाम्ल माममम्लोष्णं वातघ्नं कफपित्तलं। पक्वन्तु गुरु संग्राहि कटुकं तुवरं लघु। अम्लोष्णं रोचनं रुक्षं दोपनं कफवातकृत्। तृष्णार्शो-ग्रहणीगुल्मशूलहृद्रोगजन्तुजित्। भावप्रकाशः।

अम्लिकामा गुरुर्वातहरो पित्तकफास्रकृत्। पक्वा तु दीपनो रुच्या सरोष्णा कफवातनुत्। भावप्रकाशः॥ वृक्षाम्लं ग्राहि रुक्षोष्णं वातश्लेष्मणि शस्यते। अम्लिकायाः फलं पक्वं तस्मादल्पान्तरं गुणैः। चरकः। (सू: २७ अ:)।

चिञ्चापुष्पन्तु तुवरं स्वादुञ्च रुचिप्रदम्। विशदं चाग्निजनकं लघुवातकफापहम्। प्रमेहघ्नं समुद्दिष्टं पर्णं शोथहरंमतम्। चिञ्चातु नूतना वातकफस्य कारिणी मता। सा वार्षिकी वातपित्तनाशिनी परि-कीर्त्तिता। निघण्टुरत्नाकरः।

शोथे तिन्तिड़ीपत्रम्—"संस्वेदनक्रिया कार्य्या सा कार्य्या च पुनः पुनः। * अथवा तिन्तिड़ीच्छदैः"। (चि: २६ अ:)। हारीतः।

अरोचके अम्लिका——"अम्लिकागुड़तोयञ्च त्वगेलामरिचान्वितम्। अभक्तच्छन्दरोगेषु शस्तं कवड़धारणम्"। (अरोचक—चि:)। (२) मसूरि-कायां चिञ्चाच्छदः—"निशाचिञ्चाच्छदे शीतवारिपीते तथैव तु। (मसूरिका—चि:)। (३) नवे प्रतिश्याये चिञ्चापत्रम्—नवे प्रतिश्याये शस्तो यूषश्चिञ्चादलोद्भवः। ततः पक्वं कफं ज्ञात्वा हरेच्छीर्षविरेचनैः"। (नासारोग—चि:)। चक्रदत्तः।

* গুল্মে বিম্বাধার:—"দন্ত্যামবজ্রিম্বিরচীবিল্বার্কতিল্বনালজা:। যবজ: স্বর্জিকাবেতি ক্ষারা অষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা:। এতে গুল্মহরা: ক্ষারা অজীর্ণস্য চ পাচকা:"। (গুল্ম—চি:)। (২) অস্থিভঙ্গে অম্লিকা—"অম্লিকাফল-কল্কৈ: সৌবীরতৈলমিশ্রিতৈ: স্বেদাৎ। ভগ্নাস্থিভবজাড্যৈ: *"। (ভগ্ন—চি:)। ভাবপ্রকাশ:।

বাতব্যাধৌ তিন্তিড়ীপত্রম্—"তিন্তিড়ীকদলৈ: সিদ্ধং সালমজ্জিকয়া সহ। পিষ্টা সুখোষ্ণমালেপং দদ্যাদ্বাতরুজাপহম্"। (বাতব্যাধি—চি:)। বঙ্গসেন:।

তিন্তিড়ীর ভাষানাম—বা:—তেঁতুলগাছ। হি:—ইম্‌লী। ম:—চিঞ্চ। গু:—আম্বলী। ক:—হুনিসে, হুণিসেহন্নু, হুনিসিনমরসে। তৈ:—চিন্তাচেট্টু, চিণ্ট। উ:—কংআং। তা:—পুঠ্ঠি। বম্—টিন্‌টজ্। অ:—তমরহিন্দী। বৃক্ষাম্লের ভাষানাম —হি:—বিষাম্বিল, ততড়ীক। ম:—আমসোল। গু:—কোকম। ক:—তিন্তিড়ীক।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, ফল, ত্বক্‌ক্ষার। মাত্রা—পত্রক্বাথ, ৫—১০ তোলা। ত্বক্‌ক্ষার—½—২ আনা।

বর্ণন—তেঁতুলগাছ সর্ব্বজনপরিচিত। বৃক্ষাম্ল ও তিন্তিড়ী পৃথক্। বৈদ্যকে ইহাদের গুণপর্য্যায় পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। বৃক্ষাম্লের পর্য্যায়ে তিন্তিড়ী পঠিত হইলেও তিন্তিড়ীর পর্য্যায়ে বৃক্ষাম্ল শব্দ পঠিত হয় নাই। বৃক্ষাম্লের বৃক্ষ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বিষাম্বিল-বৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা অতি শোভনদর্শন। পত্র দীর্ঘ ও চিক্কণ। ইহা বসন্তে ফলিত হয়। ফল লেবুর মত। ইহার বৃক্ষাম্ল নাম সর্ব্বথা অবর্থ—যেহেতু ইহা "শাকাম্ল," "চূড়াম্ল," "ফলাম্ল" ও "অম্লবীজ"।

হারীত—শোথে তিন্তিড়ীপত্র—তিন্তিড়ীপত্রসিদ্ধ অত্যুষ্ণ জলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া কিম্বা পিষ্ট তিন্তিড়ীপত্রের উষ্ণপিণ্ডদ্বারা শোথে স্বেদ দিবে (চি: ২৬ অ:)।

চক্রদত্ত—অরোচকে তেঁতুল—পাকা তেঁতুলের সরবৎ গুড়যোগে, মধু এবং দারুচিনি, এলাচ ও মরিচচূর্ণ দ্বারা সুগন্ধি করিয়া মুখে ধারণ করিলে, অভক্তচ্ছন্দ নাম অরোচক প্রশমিত হয়। (অরোচক—চি:)। (২) মসূরিকায় তিন্তিড়ীপত্র—হরিদ্রা ও তেঁতুলপাতা শীতল জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিবে। ইহা বসন্তের পক্ষে হিতকর।

(মসূরিকা—চিঃ)। (৩) নবপ্রতিশ্যায়ে তিন্তিড়ীপত্র—নূতন কফরোগে তেঁতুলপাতার যূষপান প্রশস্ত। পরে কফ পরিপকতা প্রাপ্ত হইলে নস্যদ্বারা শীর্ষবিরেচন করাইবে। (নাসারোগ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—গুল্মে চিঞ্চাক্ষার—তিন্তিড়ী বৃক্ষের কাণ্ডের স্বয়ংশুষ্ক ত্বক্ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া যোগ্যমাত্রায় সেবন করিবে, ইহা গুল্ম ও অজীর্ণে প্রশস্ত। (গুল্ম—চিঃ)। (২) অস্থিভগ্নে বা অভিহতে চিঞ্চাফল—কাঁচা তেঁতুল কাঁজি ও তিলতৈলযোগে পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। আঘাত পাইয়া কোন অঙ্গে বেদনা হইলে কিম্বা সন্ধির অস্থিচ্যুতি ঘটিলে, এই প্রলেপ বিশেষ ফলপ্রদ। (ভগ্ন—চিঃ)।

বঙ্গসেন—বাতব্যাধিতে তিন্তিড়ীপত্র—তাড়িতে (উদ্রিক্ত তালরসে) তেঁতুলপাতা সিদ্ধ করিয়া পেষণ করিবে, ইহার ঈষদুষ্ণ প্রলেপ বাতরুজাহর। (বাতব্যাধি—চিঃ)।

Constituents.—The pulp contains tartaric 5 p. c., citric 4 p. c., malic and acetic acids, bitartrate of potassium, sugar, gum and pectin, the seed's testa contains tannin, a fixed oil and insoluble matter.

Actions and uses.—Pulp antiscorbutic, refrigerant and laxative; used in fever to quench thirst, in sun-stroke and in bilious vomiting. As an aperient, it is given in habitual constipation. The pulp and the leaves made hot are applied locally to inflammatory swellings. A gargle of it is given in aphthous sores, and for the relief of sore-throat. The seeds are given in dysentery. The ash obtained from the suber is used as an alkaline medicine in acidity of urine and in gonorrhœa. (R. N. Khory, Part II., p. 231).

নব্যমত—পাকাতেঁতুলের শাঁস "স্কার্ভি"রোগ প্রতিষেধক, শ্রমহর এবং মৃদু-রেচক। ইহা জ্বর, তৃষ্ণা, অংশুঘাত (সর্দ্দিগর্ম্মি) এবং পিত্তপ্রধান বমনে ব্যবহৃত হয়। রেচক হেতু, ইহা চিরজাত কোষ্ঠবদ্ধরোগে হিতকর। কোন অঙ্গ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্ফীত হইলে, কাঁচাতেঁতুল ও তেঁতুলপাতা পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া, তদ্দ্বারা স্ফীত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে। ইহার কবল মুখক্ষতে হিতকর। তেঁতুলবীজ আম বা রক্তাতিসারে ব্যবহৃত হয়। স্বয়ংশুষ্ক তেঁতুলছালের ক্ষার মূত্রের কটুত্বে এবং "গণোরিয়া" রোগে সেব্য। (আর্, এন্, কোরি—২য় খণ্ড, ২৩১ পৃঃ)।

পুরাণ তেঁতুলবীজশস্য কোষ্ঠবদ্ধরোগীর পক্ষে উপকারী। (ওয়াট্)।

তিন্দুক ও বিষতিন্দুক—तिन्दुकविषतिन्दुकौ ।

तिन्दुकम्—Diospyros Embryopteris. विषतिन्दुकम्, कारस्कर:—Strychnos Noxvomica.

अन्वर्थसंज्ञा—कारस्करस्य—"विषद्रुमः," "रम्यफलः," "काककुटकः"। तिन्दुकस्य—"नीलसारः," "कालस्कन्धः"।

आमं कषायं संग्राहि तिन्दुकं वातकोपनम्। विपाके गुरु सम्पक्वं मधुरं कफपित्तजित्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

तिन्दुकस्तु कषायः स्यात् संग्राही वातकृत् परः। पक्वस्तु मधुरः स्निग्धो दुर्जरः श्लेष्मलो गुरुः। कारस्करः कटूष्णश्च तिक्तः कुष्ठविनाशनः। वातामयास्रकण्डूतिकफामार्शोव्रणापहः। राजनिघण्टुः।

स्वाद्वामं तिन्दुकं ग्राहि वातलं शीतलं लघु। पक्वं पित्तप्रमेहास्रश्लेष्मघ्नं मधुरं गुरु। कुपीलु (विषतिन्दुकम्) शीतलं तिक्तं वातलं मदकृल्लघु। परं व्यथाहरं ग्राहि कफपित्तास्रनाशनम्। भावप्रकाशः।

विषतिन्दुर्हिमस्तिक्तः कफवातविनाशकः। कारस्करो मदकर लघुरो ग्राहकः स्मृतः। कटुस्तिक्तो लघुश्चोष्णः कुष्ठरक्तविकारहा। कफं कर्फ वातरोगं व्रणचार्शोज्वरं जयेत्। निघण्टुरत्नाकरः।

गात्रसवर्णकरत्वे तिन्दुकम्—"लेपः सवर्णकृत् पिष्टं स्वरसेन च तिन्दुकम्" (उः ३२ अः)। वाग्भटः।

अतिसारे तिन्दुकम्—"तिन्दुकत्वचमाहृत्य काश्मरीपत्रवेष्टितम्। मृदा विलिप्य विधिवद्दग्ध्वा मृद्वग्निना भिषक्। रसं गृहीत्वा क्षौद्रं क्षौति- सारनाशनम्"। (चिः २ अः)। हारीतः।

অগ্নিদগ্ধে তিন্দুকম্—"তিন্দুকস্য কষায়েণ্বা ঘৃতমিশ্রৈঃ প্রলেপয়েৎ। সর্ব্বেষামগ্নিদগ্ধানা মেতদ্রোপণমুত্তমম্" (আগন্তুব্রণ—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

শিশোর্হিক্কাসু তিন্দুকপুষ্পফলে—"জম্বুকতিন্দুকানাঞ্চ পুষ্পাণি চ ফলানি চ। ঘৃতেন মধুনা লীঢ়া মুচ্যতে হিক্কয়া শিশুঃ"। (বালরোগ—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

তিন্দুকের ভাষানাম—বাঃ—গাবগাছ। কোঃ—গেঁদু। হিঃ—তেঁদু। মঃ—টেম্বুর্ণি আপন। গুঃ—টিম্বরবো। কঃ—কুম্বুরু। তৈঃ—তমিক্। তাঃ—তম্বিক। ফাঃ—অব্নুস্খাড়্। ইং—ইবনি। বিষতিন্দুকের—বাঃ—কুঁচলে। হিঃ—কুচলা। মঃ—কাজরা, কারস্কার, কুচলা। গুঃ—ঝেরকোচলাং। কঃ—কাঞ্জিবার। তৈঃ—মুষ্টিগিঞ্জা। ফাঃ—ইফ্রাকী। অঃ—কাতিলুল্ কল্ব ফলুজ্মাহী। ইং—পয়্জন্ নাট্।

অন্বর্থসংজ্ঞা—বিষতিন্দুক অর্থাৎ কারস্করের—"বিষদ্রুম," "রম্যফল," "কালকূটক"। তিন্দুকের—"নীলসার," "কালস্কন্ধঃ"।

বর্ণন—তিন্দুক নাত্যুচ্চ বৃক্ষ। কাণ্ড সরল ও দীর্ঘ, কাণ্ডত্বক্ কৃষ্ণবর্ণ। পত্র—দৃঢ়, হ্রস্ববৃন্ত, উজ্জ্বল, সূক্ষ্মাগ্র, নবীনাবস্থায় কোমল ও লোহিতবর্ণ। পুংপুষ্পধারী পুষ্পদণ্ড—কাক্ষিক, আনত এবং শ্বেতবর্ণ, ক্ষুদ্র ৩। ৪টী বা এতদধিক পুষ্প ধারণ করে। উভয়লিঙ্গ পুষ্পধারী পুষ্পদণ্ড, একটীমাত্র বৃহত্তর শ্বেতপুষ্প বহন করে। ফল—লড্ডুকাকৃতি, অপক্কাবস্থায় ফলগাত্র ইষ্টকচূর্ণবৎ পদার্থে আবৃতহেতু রঞ্জিত দেখায়। পক্কফল পীতবর্ণ, অপক্কফলের স্বাদ অত্যন্ত কষায়, পক্কফল মধুর। অপক্ক গাবফলের রসে নৌকার তলদেশ এবং মাছধরা জাল রঙ্ করে। ফলরস আঠাল।

বিষতিন্দুকের নাত্যুচ্চবৃক্ষ এদেশে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। ইহার কাণ্ড, খর্ব্ব, প্রায়ই বক্র, কিন্তু বেশ স্থূল। কাণ্ড ও শাখার ত্বক্ পাঁশুটে রঙের; পত্র, প্রায়গোল, হ্রস্ববৃন্তক, চিক্কণ, পৃষ্ঠোদর মসৃণ, অখণ্ড, ৩-৫টী শিরা স্পষ্টলক্ষিত হয়। পুষ্প—ক্ষুদ্র, হরিদাভ শ্বেত; শাখাগ্রস্থিত ক্ষুদ্রপুষ্পদণ্ডে বিচিত্রভাবে বিন্যস্ত। ফল—বৃহৎ লড্ডুকাকৃতি, ফলগাত্র মসৃণ, পক্কাবস্থায় রক্তাভ পীতবর্ণ। ফলাভ্যন্তরে শুভ্র কোমল শস্যে বীজ নিমজ্জিত থাকে, বীজ ক্ষুদ্র চক্রাকৃতি—বোতামের মত। অত্যন্ত চিমড়ে সহজে চূর্ণ করা যায় না।

ঔষধার্থ ব্যবহার—তিন্দুকের—পুষ্প, ফল, ত্বক্। বিষতিন্দুকের—বীজ

মাত্রা—১/৬—১/২ আনা। অতিমাত্রায় বিষক্রিয়া করে।

বৈদ্যকে তিন্দুকের ব্যবহার।

বাগ্‌ভট—গাত্রসবর্ণকরত্বে তিন্দুকফল—ক্ষত আরাম হইলেও কখন কখন ক্ষত-ভূমি গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয় না—শুভ্র থাকে, এস্থলে কাঁচা গাবফলের রস লেপন করিলে, শুভ্রবর্ণ অপগত হইয়া গাত্রসাবর্ণ্য জন্মিয়া থাকে। (উঃ ৩২ অঃ)।

হারীত—অতিসারে তিন্দুকত্বক্—কুট্টিত গাব গাছের ছাল গম্ভারী পত্রে বেষ্টন পূর্ব্বক মৃত্তিকার লেপ দিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া রস নিষ্কাশন করিবে। এই রস মধুযোগে সেবন করিলে সর্ব্বাতিসার প্রশমিত হয়। (চিঃ ৩ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—অগ্নিদগ্ধে তিন্দুকফল—অপক্ব তিন্দুকফলের কাথ পুনঃপাকে ঘনীভূত করিয়া গব্যঘৃতযোগে অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে লেপন করিলে ক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে। (আগন্তুব্রণ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—শিশুর হিক্কায় তিন্দুকপুষ্প ও ফল—তিন্দুকের পুষ্প বা ফল চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুযোগে শিশুকে লেহন করাইলে, শিশুর হিক্কা প্রশমিত হয়। (বালরোগাধিঃ—চিঃ)।

বক্তব্য—ধন্বন্তরি ও নরহরি কথিত কাকতিন্দুক বা কপীলু এবং ভাবমিশ্র লিখিত কপীলু এক নহে। ধন্বন্তরি ও নরহরি লিখিত কপীলু, তিন্দুক অর্থাৎ গাবের ভেদমাত্র, কিন্তু ভাবমিশ্রোক্ত কপীলু, "বিষতিন্দুক," "মদকৃৎ" এবং "পবং ব্যথাহরং"। নরহরি কথিত কারস্কর এবং ভাবমিশ্রোক্ত কপীলু একই উদ্ভিদ্। কারস্করের "বিষক্রম," "বিষতিন্দুক" এবং "রম্যকল" নাম পাঠ করিয়া প্রতীতি জন্মে নরহরি কথিত কারস্কর ও ভাবমিশ্রোক্ত কপীলু কুচিলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। চরক, ঊর্দ্ধপ্রশমনবর্গে তিন্দুক পাঠ করিয়াছেন।

Constituents of Strychnos Nuxvomica—The seeds contain strychnine ½ p. c.; Brucine ½ to 1 p. c, Igasurine or impure frucine in combination with igasuric or strychnic acid. Loganin, a glucoside; proteids 11 p. c.; yellow colouring matter, a concrete oil or fat, gum starch, sugar 6 p. c.; wax, earthy phosphates and ash 2 p. c. The wood bark and leaves contain brucine but no strychnine.

Actions and uses.—The seeds are nervine, stomachic, tonic and aphrodisiac. Externally the paste is antiseptic; the solution is highly

irritant to the tissues. If injected subcutaneously it is poisonous. The action of nuxvomica is that of strychnine. In small doses it stimulates the stomach and intestines, increases the gastric, the pancreatic, the intestinal and the biliary secretions. Strychnine promotes digestion, sharpens appetite, increases peristalsis and acts as a purgative. It stimulates the uterus and the genito urinary organs, promotes menstruation and increases virile powers. It increases the flow of urine and is often found in the urine, saliva and sweats. It is a cumulative poison, it contracts the renal arteries and thus hinders its own excretion by the kidneys. In large doses it produces tetanic spasms with relaxation between the paroxysms. During the paroxysm it causes contraction of the arterioles and thereby raises the blood pressure. The pupils are dilated, there are jerking movements of the limbs, the respiration becomes spasmodic, the lower jaw becomes stiff and there is risus sardonicus or an unmeaning smile depicted on the face.

In poisonous doses there is an addition a sense of suffocation, great dyspnœa and rigidity of the limbs (which are stuck out) the hands are clenchid, the feet arched and the belly tense. There is oposthotenos, and the breathing becomes arrested. In the height of the paroxysm the face becomes cyanosed and the eye-balls protrude. The pulse is frequent, there is increased blood heat, but the intellect remains clear to the last. These is a feeling of a sense of approaching death. In the interval of the paroxysms there is great prostration with profuse sweating. Any slight cause, as a breath of wind, some noise or even bright light, brings on the recurrence of the paroxysm. Death may be due to exhaustion or asphyxia due to prolonged rigidity of the respiratory muscles.

As a general stimulant it is given in acute or chronic fevers, anæmia, chlorosis, wasting and other exhausting diseases ; also in hysteria, chorea, epilepsy, infra-orbital neuralgia or in neuralgia of the viscera &c. In local paralytic affections it should be given only after the acute stage has passed away. In prolapsus ani, in incontinence of urine, due to atony of the bladder, and sometimes in impotence and spermatorrhœa it may be given with benefit. It is administered internally or injected subcutaneously in impending cardiac failure from any cause. With an imperceptible pulse, clammy breath and cold extremities, liquor strychninæ has been given with advantage. It is a nice bitter tonic, in atonic dyspepsia. Given as an adjunct to purgatives in constipation, it increases their peristaltic effects. In vomiting of pregnancy and of

phthisis it is the best agent. In torpid liver with foul breath, coated and ferred tongue, pale-coloured and offensive stools, if given with blue pill it is very useful. In sick headache or in headache occurring in women at the climateric period it is a very valuable agent. As a neurotic it influences the pneumogasrtic nerve and is useful in cough of phthisis, in bronchitis, pneumonia, emphysema; also in bronchial asthma, in cardiac or pulmonary dyspnœa, cardiac palpitation with irregular heart and in hypochondriasis; strychnine is of great service in acute and chronic alcoholism, under its use the morning vomiting, dyspepsia of drunkards and delirium tremens disappear. It removes the craving for stimulants. (R. N. Khory, Part II., pp. 407-8).

নব্যমত—কুচিলার বীজ উত্তেজক, নাড়ের বলকারক, এবং ইহা বাত, অজীর্ণ, বাতব্যাধি, গ্রহণী, বিসূচীকা, ধ্বজভঙ্গ, শূল, অন্ত্রের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্যহেতুজাত কোষ্ঠবদ্ধ ও কাসরোগে ব্যবহৃত হয়। ডিমক্ বলেন—কুচিলার কাঁচাডালের দুই দিকে দুইটী পাত্র রাখিয়া মধ্যে অগ্নি সংযোগ করিলে, যে শাখাচ্যুত রস পাত্রমধ্যে সঞ্চিত হইবে, তাহার কএক বিন্দু প্রবল অতিসার ও বিসূচীকার পক্ষে হিতকর। বাজীকরণার্থ অনেকে কুচিলা-বীজ টুক্‌রা টক্‌রা করিয়া পানের সহিত চর্ব্বণ করিয়া থাকে। ইহাতে একপ্রকার মত্ততা জন্মে। পাতিলেবুর রসে পিষ্ট কুচিলামূলত্বকের বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সাধা-বিসূচীকা প্রশমিত হয়।

তিল—तिलः।

तिलः—Sesamum Indicum, S. Orientale, S. Trifoliatum, S. Luteum.

अन्वर्थसंज्ञा—"होमधान्यम्," "वनोद्भवः"। **तद्भेदाः**—"कृष्णः," "सितः," "रक्तः," "वन्यः"।

तिलो रसे कटुस्तिक्तो मधुरस्तुवरो गुरुः। विपाके कटुकः स्वादुः स्निग्धोष्णः कफपित्तनुत्। बल्यः केश्यो हिमस्पर्शस्त्वच्यः स्तन्यो व्रणे हितः। दन्त्योऽल्पमूत्रकृद्ग्राही वातघ्नोऽग्निमतिप्रदः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

स्निग्धो वर्ण्यो बलाग्निपुष्टिजननः, स्तन्यानिलघ्नो गुरुः। सोष्णः पित्तकरोऽल्पमूत्रकरणः, केश्योऽतिपथ्यो व्रणे। संग्राही मधुरः कषायकटुक,

स्तिक्तो विपाके कटुः। कृष्णः पथ्यतमः सितोऽल्पगुणदः, क्षीणा स्तथान्ये तिलाः। राजनिघण्टुः।

तिलः कृष्णः सितो रक्तः सवन्योऽल्पतिलः स्मृतः। तिलो रसे कटुस्तिक्तो मधुरस्तुवरो गुरुः। विपाके कटुकः स्वादुः स्निग्धोष्णः कफपित्तनुत्। बल्यः केश्यो हिमस्पर्शस्त्वच्यः स्तन्यो व्रणे हितः। दन्त्योऽल्पमूत्रकृद् ग्राही वातघ्नोऽग्निमतिप्रदः। कृष्णः श्रेष्ठतमस्तेषु शुक्लो मध्यमः सितः। अन्ये हीनतराः प्रोक्ता स्तज्ज्ञैः रक्तादयस्तिलाः। भावप्रकाशः।

पिण्याकं मधुरं रूक्षं तीक्ष्णं नेत्रविकारकृत्। मलावष्टम्भकं रूक्षं कफवातप्रमेहनुत्। पित्तास्रबलपुष्टिञ्च ददातीति भिषङ्मतम्। निघण्टु-रत्नाकरः।

तिलो विपाके मधुरो बलिष्ठः। स्निग्धो व्रणालेपन एव पथ्यः। दन्त्योऽग्नि-मेधाजननोऽल्पमूत्र। स्त्वच्योऽथ केश्योऽनिलहा गुरुश्च। राजवल्लभः।

तिलतैलगुणाः—तैलं स्नेहोत्तमं प्रोक्तं तिलजं तिलसम्भवं। कषायं च रसे स्वादु सूक्ष्म मुष्णं व्यवायि च। पित्तलं बद्धविण्मूत्रं नच श्लेष्मविवर्द्धनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः॥ स्नानाभ्यङ्गावगाहेषु तिलतैलं विशिष्यते। तद्वस्तिष्वपानेषु नस्यकर्णाक्षिपूरणे। अन्नपानविधौवाऽपि प्रयोज्यं वातशान्तये। छिन्नभिन्नयुताप्पिष्टमथितक्षतपातिते। भग्ने स्फुटितविद्धाग्निदग्ध विश्लिष्टदारिते। भयाभिहतनिर्भुग्ने मृगव्यालादिभिः क्षते। तैलयोगश्च संस्कारात् सर्व्वरोगापहो मतः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। तिलतैलमकं करोति केश्यं मधुरं तिक्तकषाय मुष्णतीक्ष्णम्। बलकृत् कफवातजन्तुखर्ज्जू-व्रणकण्डूतिहरं च कान्तिदायि। राजनिघण्टुः॥ तिलतैलं गुरुस्थैर्य्यं बलवर्णकरं सरम्। वृष्यं विकाशि विशदं मधुरं रसपाकयोः। सूक्ष्मं कषायानुरसं तिक्तं वातकफापहम्। वीर्य्येनोष्णं हिमं स्पर्शे बृंहणं रक्तपित्तकृत्। लेखनं बद्धविण्मूत्रं गर्भाशयविशोधनम्। दीपनं बुद्धिदं

मेध्यं व्यवायि व्रणमेहनुत्। श्रोत्रयोनिशिरःशूलनाशनं लघुतापकम्। तच्च सेकश्च चतुष्कमभ्यङ्गे भोजनेऽन्यथा। छिन्नभिन्नच्युतोत्पिष्टमथिते च्युत-पिच्चिते। भग्नस्फुटितविद्धाग्निदग्धविश्लिष्टदारिते। तथाभिहतनिर्भुग्न-मृगव्याघ्रादिविक्षते। वस्तौ पानेऽनुवासारे नस्ये कर्णाक्षिपूरणे। सेकाभ्यङ्गावगाहेषु तिलतैलं प्रशस्यते। भावप्रकाशः॥

अर्शःसु तिलः—"॥ तिलकल्कैः ॥ सुखोष्णैः स्नेहसंयुतैः ॥ स्वेदयेत् पोट्टलीजातैः" (चिः ८ अः)। "नवनीततिलाभ्यासात् ॥ अर्शांस्यपयान्ति रक्तानि" (चिः ८ अः)। (२) प्रवाहिकायां तिलः—"कल्कः स्याद्बालविल्वानां तिलकल्कश्च तत्समः। दध्नः सरोऽम्लस्नेहाढ्यः खड्गो हन्यात् प्रवाहिकाम्"। (चिः १० अः)। (३) व्रणोपनाहने तिलः—"सतिलाः ॥ दध्यम्ला ॥ शक्तुपिण्डिका। ॥ शस्ता स्यादु-पनाहने"। (चिः १३ अः)। (४) मारुतोत्तरे व्रणे तिलः—"सदाहा वेदनावन्तो ये व्रणा मारुतोत्तरा। तेषां तिलानुमाश्चैव भृष्टान् पयसि निर्वृतान्"। (चिः १३ अः)। चरकः।

वातरक्ते तिलः—"लेपः पिष्टाः तिलास्तद्वत् भृष्टाः पयसि निर्वृताः" (चिः २२ अः)। (२) पोषणार्थं दन्तदृढ़ीकरणार्थञ्च तिलः—"दिने दिने कृष्णतिलप्रकुञ्चं। समश्नतां शीतजलानुपानं। पोषः शरीरस्य भवत्यनल्पो। दृढ़ीभवन्त्यामरणाच्च दन्ताः॥ (उः ३८ अः)। तृष्णायां तिलपिण्याकम्—"सव्याङ्गानि लिम्पेच्च तिलपिण्याककाञ्जिकैः"। (चिः ६ अः)। वागभटः।

मूत्ररोधे तिलक्षारः—"यस्तिलकाण्डक्षारं दधिमधुसंमिश्रितं पिबेत्। स नरश्च मूत्ररोधं हत्वा सद्यः सुखमाप्नोति"। (चिः १० अः)। हारीतः।

वातशूले तिलः—"तिलैश्च गुडिकां कृत्वा भ्रामयेज्जठरोपरि।

गुड़िका शमयत्येषा शूलश्चैवातिदुःसहम्"। (शूल—चिः)। (२) अश्मर्य्यां तिलनालक्षारः—"तक्षमधुदुग्धयुक्ता त्रिरात्रं तिलनालभूतिश्च" (अश्मरी—चिः)। **चक्रदत्तः।**

आमवाते तिलः—"कल्कमथाद्या तिलविल्वयोः" (आमवात—चिः)। (२) **व्रणशोधनरोपणे** तिलः—"वर्त्तिस्तिलानां कल्को वा शोधयेद्रोपयेद्व्रणम्"। (व्रणशोथ—चिः)। (३) **सूर्य्यावर्त्ते** तिलः—"क्षीरपिष्टैस्तिलैः स्वेदः" (शिरोरोग—चिः)। (४) **मांसभक्षणजाजीर्णे** तिलनालक्षारः—"मांसानि सर्व्वाण्यपि यान्ति पाकं। क्षारेण सद्यस्तिलनालजेन" (विशिष्टद्रव्याजीर्ण—चिः)। (५) **इन्द्रलुप्ते** तिलपुष्पम्—"गोक्षुरस्तिलपुष्पाणि तुल्ये च मधुसर्पिषी। शिरःप्रलेपितं तेन केशैः समुपचीयते" (क्षुद्ररोग—चिः)। **भावप्रकाशः।**

रक्तातिसारे तिलः—"वदरीमूलकल्कन्तु तिलकल्कं तथैव च। संगृह्य स्वरसं तेषामजाक्षीरेण योजयेत्"। (अतिसार—चिः)। (२) **नेत्ररोगे** तिलः—"स्नानं कृष्णतिलैश्चापि चक्षुष्यं तिमिरापहम्"। (नेत्ररोग—चिः)। **वङ्गसेनः।**

তিলের ভাষানাম—বাঃ—তিল। হিঃ—তিলী। মঃ—তিড়্‌ঠ। গুঃ—তল। কঃ—এলু। তৈঃ—তোবুলু। তাঃ—বাল্লেনেয়। দ্রাঃ—বান্নিক তিল। ফাঃ—কুঞ্জদ্। আঃ—সিম্‌সিম্। ইং—সিসেমম্।

তিলের ভেদ—কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্তভেদে তিল তিন প্রকার। এতদ্ভিন্ন এক প্রকার ক্ষুদ্র তিল আছে তাহা বৈদ্যকে বন্যতিল নামে প্রসিদ্ধ। তিলবপনের কাল দুইটী—বর্ষার প্রথমে ও শীতে। বর্ষার প্রথমে উপ্ত তিল শরতে এবং শীতে উপ্ত গ্রীষ্মের প্রথমে পরিপক্ক হয়। রক্ততিল রামতিল নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণতিল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। রক্ততিলের ক্ষুপ কৃষ্ণতিলেরই মত কেবল ইহার ক্ষুপ উচ্চতর, পত্র বৃহত্তর এবং পুষ্পেরও কিঞ্চিৎ বর্ণবিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। শ্বেততিলের তাদৃশ আবাদ হয় না। কৃষ্ণতিলে শতকরা ৪৫ ভাগ এবং রামতিলে ৩৫ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। তৈল নিষ্কাশনার্থ তিল তিনবার পেষণ করা হয়; প্রথম দুইবার শীতল এবং তৃতীয় বার উষ্ণ করিয়া—কলিকাতার চটবাদের অধিক পেষণ

করা হয় না। প্রথমবারে শতকরা ৩৬ ভাগ উত্তম তৈল পাওয়া যায়, দ্বিতীয় বারে শতকরা ১১ ভাগ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টতর তৈল নিঃসৃত হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ, নাল, তৈল।

বৈদ্যকে তিলের ব্যবহার।

চরক—অর্শে তিল—পিষ্টতিল গব্যঘৃত কিম্বা তিলতৈলযোগে উষ্ণ করিয়া, এই ঈষদুষ্ণ পিণ্ডদ্বারা অর্শের বলিতে স্বেদ দিবে। (চিঃ ৯ অঃ)। ননী ও পিষ্টতিল ভোজন করিলে রক্তার্শ প্রশমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ)। (২) প্রবাহিকায় তিল—কাঁচা কচি বেলের শাঁস ও তিল সমভাগে লইয়া পেষণপূর্ব্বক দধির সর ও তিলতৈলযোগে খড়্যূষ পাক করিয়া পান করিলে প্রবাহিকা ("আমাশা") প্রশমিত হয়। (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) ব্রণোপনাহনে তিল—শক্তুর সহিত পিষ্টতিল মিশ্রিত করিয়া অম্লদধিযোগে স্ফোটক প্রলিপ্ত করিলে, অপক্ক স্ফোটক পক্কতা প্রাপ্ত হয়। (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) বাতপ্রধান ব্রণে তিল—("অতসী" দেখ)।

বাগ্‌ভট—বাতরক্তে তিল—কাঠখোলায় ভাজা তিল দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই দুগ্ধেই পেষণ পূর্ব্বক, বাতরক্তরোগীর স্ফুটিত অঙ্গে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ২২ অঃ)। (২) পোষণার্থ ও দন্তদৃঢ়ীকরণার্থ তিল—প্রতিদিন ৮ তোলা কৃষ্ণতিল পেষণপূর্ব্বক ভোজন করিয়া পশ্চাৎ শীতল জল পান করিলে শরীর পুষ্টি এবং দন্ত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়,—আমরণ দন্ত পতিত হয় না। (উঃ ৩৯ অঃ)। (৩) তৃষ্ণায় তিলপিণ্যাক—তিলের খইল কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক গাত্রে লেপন করিলে রৌদ্রসেবাজন্য তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। (চিঃ ৬ অঃ)।

হারীত—মূত্ররোধে তিলকাণ্ডক্ষার—অর্দ্ধ্ মদ্ধ তিলকাণ্ডক্ষার দধিমধুযোগে পান করিলে মূত্ররোধ প্রশমিত হয়। (চিঃ ৩০ অঃ)।

চক্রদত্ত—বাতশূলে তিল—পিষ্ট তিলের গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, উদরের উপরি সেই গুড়িকাগুলি সঞ্চালিত করিলে দুঃসহ বাতশূল প্রশমিত হয় শূল—চিঃ)। (২) অশ্মরীতে তিলনালক্ষার—অর্দ্ধ্ মদ্ধ তিলনালক্ষার মধু ও দুগ্ধসহ ত্রিরাত্র পান করিলে অশ্মরী পতিত হয়। (অশ্মরী—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—আমবাতে তিল—আমবাতরোগী তিল ও শুঁঠের কল্ক সেবন করিবে। (আমবাত—চিঃ)। (২) ব্রণশোধনরোপণে তিল—পিষ্টতিল কিম্বা তৎবর্ত্তি ক্ষতে প্রয়োগ করিলে বর্দ্ধন্ত ব্যাধি নিবৃত্তি পাইয়া, ক্ষতশুদ্ধি এবং ক্ষতের রোপণ (পূরণ)

হইয়া থাকে। (৩) সূর্য্যাবর্ত্তে তিল—দুগ্ধপিষ্ট তিলের স্বেদ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত শিরোরোগ প্রশমিত হয়। (শিরোরোগ—চিঃ)। (৪) মাংসভক্ষণজাজীর্ণে তিলনালক্ষার—অর্দ্ধদগ্ধ তিলনালক্ষার সেবন করিলে মাংসভক্ষণজাত অজীর্ণ প্রশমিত হয় কিম্বা অতি মাত্রায় ভক্ষিত মাংস পরিপাক করিবার জন্য তিলনালক্ষার সেব্য। (বিশিষ্ট দ্রব্যভক্ষণজাজীর্ণ—চিঃ)। (৫) ইন্দ্রলুপ্তে তিলপুষ্প—গোক্ষুর ও তিলপুষ্প সমভাগ ঘৃতমধুযোগে পেষণপূর্ব্বক শিরঃপ্রলিপ্ত করিলে টাক আরাম হয়। (ক্ষুদ্ররোগ - চিঃ)।

বঙ্গসেন—রক্তাতিসারে তিল—কুলমূলের কল্ক এবং তিলকল্কের রস নিপীড়ন পূর্ব্বক ছাগীদুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। (অতিসার—চিঃ)। (২) নেত্ররোগে তিল—কৃষ্ণতিলের কাথে স্নান করিলে তিমির রোগ বিনাশ পায়—ইহা চক্ষুর হিতকর। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

Constituents.—Fixed oil 50 to 60 p. c.; proteid 22 p. c., mucilage 4 p. c., and ash 4·8 p. c.

Actions and uses.—The seeds are used as food. As laxative they are used in removing constipation and in piles. As demulcent they are given in dysentery, and as diuretic in urinary diseases. The oil is used as a hair oil in place of olive oil for which it is a very good substitute. It is useful in preparing plasters, ointments and other medicated fragrant or scented oils. (R. N. Khory, Part II., p. 462).

নব্যমত—তিল খাদ্যৌষধ। সারক বলিয়া ইহা কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শোরোগে সেব্য। পিচ্ছিল ও স্নিগ্ধহেতু ইহা আমরক্তাতিসারে এবং মূত্রকারকহেতু মূত্ররোগে সেবিত হইয়া থাকে। তিলতৈল অলিভ্ অয়েলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, ইহা উত্তম কেশতৈল। প্রলেপ, মলমাদি প্রস্তুত করিবার জন্য তিলতৈল ব্যবহৃত হয়। ভেষজতৈল এবং সুগন্ধি তৈল, তিলতৈলে প্রস্তুত করা হয়। (আর্, এন্, খোরি—২য় খণ্ড, ৪৬২ পৃঃ)।

तुलसी—तुलसी।

तद्भेदाः—सुरसा (सः), कुठेरकाः (अर्ज्जकाः) त्रयः, मरुवकः, सुमुखा, वर्व्वरः।

सुरसा, तुलसी—Ocimun Sanctum. कुठेरकाः (अर्ज्जकाः)—Svillostum, O. Tuleerosum. मरुवकः फणिज्जकः—O. Gratissimum. सुमुखः, वनवर्व्वरिका—O. Caryophyllatum. वर्व्वरः—O. Pilosum.

अन्वर्थसंज्ञाः—सुरसायाः—"ग्राम्या," "सुलभा," "बहुमञ्जरी," "बहुपत्नी," "पावनी," "विष्णुवल्लभा," "शूलघ्नी"। फणिज्जकस्य—"खरपत्रः," "गन्धपत्रः," "बहुवीर्य्यः," "प्रस्थकुसुमः," "आजन्मसुरभिपत्रः"। त्रयाणां कुठेरकानां—"क्षुद्रपर्णः," "वटपत्रः," "विस्वगन्धः," "जम्ब-मल्लिका"। सुमुखस्य (वनवर्व्वरकस्य)—"कटुपत्रः," "सुगन्धि"। वर्व्व-रस्य—"ज्वरघ्नः," "सूक्ष्मपत्रकः," "निद्रालुः," "शोफहारी"।

तुलसी लघुरुष्णा च रूक्षा कफविनाशनी। क्रिमिदोषं निहन्त्येषा रुचिकृद्वह्निदीपनी। फणिज्जको हिमस्तिक्तो रूक्षः कफविनाशनः। रक्तहारी तथा हन्ति सुघोरं कृत्रिमं विषम्। मरुवकः कफहरो रूक्षो मुखदुर्गन्धकृत्। अर्ज्जकः शीतलस्तिक्तः श्लेष्मामयविनाशनः। त्रिविधञ्च विषं हन्त्याहृष्टरक्तविनाशनः। कुठेरकाः सुगन्धाः स्युः कटुपाकरसाः स्मृताः। पित्तघ्ना लघवश्चाथ तीक्ष्णोष्णाः पित्तवर्द्धनाः॥ पित्तकृत् पार्श्वशूलघ्नः सुमुखः समुदाहृतः कफानिलविषश्वासकासदौर्गन्ध्यनाशनः। धन्वन्तरीय-निघण्टुः।

तुलसी कटुतिक्तोष्णा तुलसी श्लेष्मवातजित्। जन्तुभूतक्रिमिहरा रुचिकृद्वातशान्तिकृत्। मरुवः कटुतिक्तोष्णः क्रिमिकुष्ठविनाशनः।

विड्बन्धाऽऽध्मानशूलघ्नो मान्द्यत्वग्दोषनाशनः। त्रयोऽप्यर्जकाः कटूष्णाः स्युः कफवातामयापहाः। नेत्रामयहरा रुच्याः सुखप्रसवकारकाः। कृमिमत्स्य विषं हन्यू रक्तदोषविनाशनाः। वनवर्व्वरिका चोष्णा सुगन्धी कटुका च सा। पिशाचवान्तिभूतघ्नी घ्राणसन्तर्पणो परा। राजनिघण्टुः।

तुलसी कटुका तिक्ता हृद्योष्णा दाहपित्तकृत्। दीपनी कुष्ठकृच्छ्रास्र पार्श्वरुक्कफवातजित्। शुक्ला कृष्णा च तुलसी गुणैस्तुल्या प्रकीर्त्तिता। वर्व्वरत्रितयं रुच्यं शीतं कटु विदाहि च। तीक्ष्णं रुचिकरं हृद्यं दीपनं लघुपाकि च। पित्तलं कफवातास्रकण्डूकृमिविषापहम्। भावप्रकाशः।

तुलसी पित्तकृद्वातकृमिदौर्गन्ध्यनाशनी। पार्श्वशूलाऽरतिश्वासकास-हिक्काविकारजित्। राजवल्लभः।

कफजकासे असितसुरसः—"सक्षौद्राः कफकासघ्नाः सुरसस्यासितस्य च"। (चिः २२ अः)। चरकः।

नासारोगे सुरसा—"श्लैष्मिके सुरसावासारसेन विहितश्च तत्" (चिः ४१ अः)। हारीतः।

पोथक्यां फणिज्जकदलम्—"फणिज्जकरसोनस्य रसैः पोथकिनाशनः" (नेत्ररोग—चिः)। (२) वृश्चिकदंशे कुठेरमूलम्—"दंशे आमणविधिना वृश्चिकविषहृत् कुठेरपादगुड़िकाः" (विष—चिः)। चक्रदत्तः।

वातव्याधौ—"हरित्फणिज्जकोत्थेन रसेन परिलेपयेत्। प्रदेशं वायुना ग्रस्तं नरः सम्यक् प्रशान्तये"। (वातव्याधि—चिः)। (२) शुक्रनामाक्षि-रोगे फणिज्जकदलरसः—"फणिज्जकरसे बीजं पलाशस्य विभावितम्। शोषयित्वा सुपिष्टं तत् चाञ्जनाच्छुक्रहृत् परम्। (नेत्ररोग—चिः)। (३) वरटीविषे फणिज्जकरसः—"फणिज्जकरसं हन्यात्लेपनाद्वरटीविषम्"। (विषाधिकाः)। वङ्गसेनः।

তুলসীর ভেদ—(১) সুরসা, (২) কুঠেরক বা অর্জ্জকত্রয়, (৩) কণিজ্জক, (৪) সুমুখ (বনবর্ব্বর), (৫) বর্ব্বর।

সুরসা—ইহার পর্য্যায়ে ধন্বন্তরি "দেবদুন্দুভি," "গ্রাম্যা," "সুরভি," "বহুমঞ্জরী," এবং নরহরি "পূতপত্রী," "বিষ্ণুবল্লভা" শব্দ পাঠ করিয়াছেন; সুতরাং বুঝা যাইতেছে অধুনা যে তুলসী দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয়—যাহা গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে নিতান্ত সুলভ তাহাই সুরসা। ভাষায় তুলসী শব্দ তুলসীভেদের সামান্য নাম হইলেও আমরা দেখিতে পাই ধন্বন্তরি ও নরহরি কেবল সুরসার পর্য্যায়েই তুলসী শব্দ পাঠ করিয়াছেন। নিঘণ্টুদ্বয়ে তুলসীভেদের বহু পর্য্যায়ের মধ্যে আর কুত্রাপি তুলসী শব্দ নাই।

অর্জ্জক ও কুঠেরক—নরহরি কথিত অর্জ্জক ও ধন্বন্তরি প্রোক্ত কুঠেরক এক—ভিন্ন নহে। অর্জ্জক তিন প্রকার, কুঠেরকও তিন প্রকার। ধন্বন্তরি মতে কুঠেরকের ভেদ—(১) কুঠেরক, (২) পর্ণাস, (৩) শালুক। ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—"কুঠেরকস্তু বৈকুণ্ঠঃ ক্ষুদ্রপর্ণোঽর্জ্জকস্তথা"—ক্ষুদ্রপত্র অর্জ্জককে কুঠেরক বলে। "বটপত্রঃ কুঠেরোঽন্যঃ পর্ণাসো বিল্বগন্ধকঃ"—যাহার পত্র গোল ও বৃহৎ এবং যাহার গন্ধ বিল্বপত্রতুল্য তাহা বটপত্রকুঠের ইহার নামান্তর পর্ণাস। "কুঠেরকস্তৃতীয়োঽন্যঃ শালুক কৃষ্ণশালুকঃ," কৃষ্ণার্জ্জক ইহার নামান্তর। এক্ষণে আমরা নরহরির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে ধন্বন্তরি কথিত কুঠেরকত্রয় এবং তদুক্ত অর্জ্জকত্রয় স্বরূপতঃ অভিন্ন। নরহরি বলিয়াছেন "অর্জ্জকঃ ক্ষুদ্র-তুলসী ক্ষুদ্রপর্ণো *" সুতরাং কুঠেরক ও অর্জ্জক, "সিতার্জ্জকস্তু বৈকুণ্ঠো বটপত্রঃ কুঠেরকঃ" সুতরাং পর্ণাস ও সিতার্জ্জক, এবং "কৃষ্ণার্জ্জকঃ কৃষ্ণমালো শালুকঃ কৃষ্ণশালুকঃ" সুতরাং কৃষ্ণার্জ্জক ও শালুক স্বরূপতঃ অভিন্ন। এই কুঠেরক বা অর্জ্জকত্রয়ের বাঙ্গালা নাম কি?—অর্জ্জক ও সুরসাতে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। সিতার্জ্জক বা পর্ণাস, অধুনা যাহা শ্বেত-তুলসী নামে খ্যাত তাহারই স্থূলপত্র ভেদ মাত্র। কৃষ্ণার্জ্জক বা শালুক, অধুনাপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণতুলসী।

কণিজ্জক (মরুবক)—ইহার পর্য্যায়ে নরহরি, "খরপত্র," "গন্ধপত্র," "বহুবীর্য্য," "প্রস্থকুসুম," "আজন্মসুরভিপত্র" পাঠ করিয়াছেন। ধন্বন্তরি কণিজ্জককে "মরুবক" বলিয়াছেন, এতদ্দ্বারা প্রতীতি জন্মিতেছে অন্যান্য তুলসী অপেক্ষা ইহার পত্র বৃহত্তর। কণিজ্জককে রামতুলসী বলা যাইতে পারে। নরহরি বলেন "দ্বিধা মরুবকঃ প্রোক্তঃ শ্বেতশ্চৈব সিতেতরঃ। শ্বেতো ভেষজকার্য্যে স্যাদপরঃ শিবপূজনে।"

সুমুখ—রাঢ়ে ইহা দুলালতুলসী নামে প্রসিদ্ধ। ধন্বন্তরি যাহাকে সুমুখ বলিয়াছেন নরহরি তাহারই বনবর্ব্বর বা বনবর্ব্বরিকা নাম দিয়াছেন। "সুগন্ধি," "কটুপত্র," "সূক্ষ্ম-পত্রক," "নিদ্রালু," "শোকহারী" ইহার পর্য্যায়। "সুবক্ত্র," "বাত," "সুবদন" নাম পাঠ

করিয়া বোধ হয় মুখমারুত সুরভি করিবার জন্য এই তুলসীর পত্রমঞ্জরী চর্ব্বণ করা হইত পল্লীগ্রামের লোকে তামাক সুগন্ধি করিবার জন্য ইহার পত্র ও মঞ্জরী ব্যবহার করে।

বর্ব্বর—ইহা বাবুই তুলসী নামে রাঢ়ে প্রসিদ্ধ। কাচবিহারের লোকে "বাবর" বলে।

বৈদ্যকে তুলসীর প্রভৃতির ব্যবহার।

চরক—কফজকাসে কৃষ্ণসুরস—কৃষ্ণ সুরসের রস মধুর সহিত সেবন করিলে কফজকাস বিনাশ পায়। (চিঃ ২২ অঃ)।

হারীত—নাসারোগে সুরস—শ্লৈষ্মিক নাশারোগে সুরস ও বাসক স্বরসের নস্য হিতকর (চিঃ ৪১ অঃ)।

চক্রদত্ত—পোথকীতে ফণিজ্জকপত্র—ফণিজ্জক ও রসোনের রস পোথকীনাশক। (নেত্ররোগ—চিঃ)। (২) বৃশ্চিকদংশনে কুঠের মূল—কুঠেরকের মূল পেষণপূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে সঞ্চালিত করিলে দংশন জ্বালা নিবৃত্তি পায়। (বিষ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—বাতব্যাধিতে বৃহৎ ফণিজ্জক—বায়ু দ্বারা আক্রান্ত অঙ্গ বৃহৎ ফণিজ্জক রস দ্বারা লিপ্ত করিলে সুস্থতা লাভ করা যায়। (বাতব্যাধি—চিঃ)। (২) শুক্রনাম নেত্ররোগে ফণিজ্জক পত্ররস—পলাশবীজ চূর্ণ করিয়া ফণিজ্জক রসে ৭টী ভাবনা দিয়া উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে শুক্রনাম নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। (নেত্ররোগ—চিঃ)। (৩) বরটীবিষে ফণিজ্জক রস—ফণিজ্জক রস লেপন করিলে বোলতা ভীমরুলের বিষ প্রশমিত হয়। (বিষ—চিঃ)।

Actions and uses *of O. Album.*—Stimulant, diaphoretic and carminative ; given to children in cold and catarrh.

Constituents *of O. Basilicum.*—The leaves contain a yellowish green oil, which if kept for a time crystallizes, and is then known as Basil Camphor.

Actions and uses.—Diaphoretic, mucilaginous, carminative and stimulant ; given in intestinal fluxes, gonorrhœa, catarrh and to relieve after-pains in parturition ; also given during the cold stage of intermittent fever and to alloy vomiting. It is dropped into the ear in ear-ache.

Actions and uses *of O. Gratissimum.*—Demulcent and carminative; generally combined with other expectorants, in cough mixtures; also used in urinary disorders, such as gonorrhœa, scanty and scalding urine, &c. Locally, the juice mixed with Gul-i-armÂni is used as an application to swollen hands or feet. Baths and fumigation of tulsi are used in rheumatism.

Actions and uses *of O. Sanctum.*—Demulcent, expectorant and antiperiodic; with Kalamiri it is given in catarrhal affections of the lungs and cough. The powder of dry leaves is used by the natives as snuff in ozæna and for destroying maggots. The paste of the leaves with Suntha and Saphedamiri is given in intermittent and remittent fevers. The medicated oil is used as drops into the ears in ear-ache and in purulent discharges and into the nose in ozæna. With lime juice the leaves are rubbed over ring-worm. The seeds are mucilaginous and used as a diuretic in scanty urine and in cough.

Actions and uses *of O. Pilosum.*—Demulcent and nutrient, given in gonorrhœa, strangury and kidney diseases; also in dysentery and cough. The jelly is given in spermatorrhœa. (R. N. Khory—Part II., p.p. 490—3).

নবম্যত—শ্বেততুলসী—উষ্ণ, ঘর্মকারক ও পাচক। বালকের প্রতিশ্যায় ও কফরোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাবুইতুলসী—ঘর্মকারক, পিচ্ছিল, বায়ুনাশক এবং উষ্ণ। ইহা আমাতীসার, "গণোরিয়া," কফরোগ, প্রসবের পরবর্ত্তী বেদনা, জীর্ণজ্বরের শীতাবস্থায় (cold stage) এবং বমন প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। কর্ণশূলে ইহার রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে পাতিত করিবে। ইহা রক্তমূত্রণ, বৃক্কের পীড়া, আম বা রক্তাতিসার ও কাসরোগে সেবিত হইয়া থাকে। বীজ জলে ভিজাইয়া আলোড়িত করিলে অণ্ডলালবৎ প্রাপ্ত হয়, ইহা শুক্রমেহে পান করাইবে। শ্বেত ও কৃষ্ণতুলসী—শীতবির্য্য, কফনিঃসারক, জ্বরনিবারক। মরিচের সহিত ইহা ফুস্‌ফুসস্থিত শ্লেষ্মা এবং কফরোগে সেব্য। শুষ্কপত্রচূর্ণের নস্য পীনসে এবং কীট বিনাশার্থ ব্যবহৃত হয়। শুণ্ঠী ও শ্বেতমরিচসহ পিষ্ট তুলসীপত্র সবিরাম ও অবিরামজ্বরে সেব্য। তুলসীকল্কদ্বারা পক্ক তৈলের নস্য, কর্ণশূল এবং পূতিনাসাস্রাবে হিতকর। লেবুর রসসহ পিষ্টতুলসীপত্র দক্রগ্রস্ত অঙ্গে মর্দন করিবে। বীজ—পিচ্ছিল, মূত্রপ্রদ, অতএব মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কাসে প্রযোজ্য। রামতুলসী—শীতবির্য্য, বায়ুনাশক। ইহা অন্যান্য কফনিঃসারক বস্তুর সহিত কফরোগে ব্যবহৃত হয়। রামতুলসী "গণোরিয়া," সদাহ মূত্রকৃচ্ছ্রাদি মূত্ররোগের পক্ষে উপকারী। হস্তপদস্ফীতিতে ইহার প্রলেপ হিতকর। তুলসীর কাথে স্নান কিম্বা তুলসীর ধূমগ্রহণ আমবাতের পক্ষে হিতকর। (আর, এন্, খোরি—২য় খণ্ড, ৪৯১ পৃঃ)।

তুবরক—तुवरकः।

तुवरकः—Gynocardia Odorata, Hydnocarpus Odoratus, False Chaulmugra, Lukrabo or Ta-Fung-Tsze. Chin.

गुणप्रकाशिका संज्ञा—"कुष्ठहा"।

तुवरस्तुवरश्चोष्णो रसे पाके च तिक्तकः। कफव्रणकृमिमेहकुष्ठज्वरविनाशनः। आनाहमर्शःशोफञ्च नाशयेदिति ते जगुः। निघण्टु-रत्नाकरः।

कुष्ठे मधुमेहे च तुवरक तैलम्—"पञ्चकर्म्मगुणातीतं अप्तावन्तं जिजीविषुं योगेनानेन मतिमान् साधयेत् कुष्ठिनं नरम्। वृक्षास्तुवरका ये स्युः पश्चिमार्णवभूमिषु। वीचीतरङ्गविक्षेपमारुतोद्धतपल्लवाः। तेषां फलानि गृह्णीयात् सुपक्वान्यम्बुदागमे। मज्जस्तेभ्योऽपि संहृत्य शोषयित्वा विचूर्ण्य च। तिलवत् पीड़येद्द्रोण्यां स्रावयेद्वा कुसुम्भवत्। तत्तैलं संहृत्यभूयः पचेदातोयसंक्षयात्। अवतार्य्य करीषे च पक्षमात्रं निधापयेत्। स्निग्धः स्विन्नोद्धृतमलः पश्चादूर्द्ध्वं प्रयत्नवान्। चतुर्थभक्तान्तरितः शुक्लादौ दिवसे शुभे। मन्त्रपूतस्य तैलस्य पिबेन्मात्रां यथाबलम्। * तेनास्योर्द्ध-मधश्चापि दोषा यान्त्यसकृत्ततः। अस्नेहलवणां सायं यवागूं शीतलां पिबेत्। पञ्चाहं प्रापयेत्तेन क्रमेणा विधिना नरः। पञ्चं परिहरेच्चापि मुद्गयूषौद-नाशनः। पञ्चभिर्दिवसैरेवं सर्व्वकुष्ठैर्विमुच्यते। तदेव खदिरक्वाथे त्रिगुणे साधु साधितम्। निहन्ति पूर्व्ववत् पक्षं पिबेन्मासमतन्द्रितः। तेनाभ्यक्तशरीरश्च कुर्वीताहारमीरितम्। भिन्नस्वरं रक्तनेत्रं विशीर्णं कृमि-भक्षितम्। अनेनाशु प्रयोगेण साधयेत् कुष्ठिनं नरम्। सर्पिर्म्मधुयुतं पीतं तदेव खदिराम्बुना। पक्षिमांसरसाहारं करोति त्रियतायुषम्। तदेव नस्ये-पञ्चाशदिवसानुपयोजितम्। वपुष्मन्तं श्रुतिधरं करोति त्रिशतायुषम्। शोधयन्ति नरं पीता मज्जानस्तस्य मात्रया। महावीर्य्यस्तुवरकः कुष्ठमेहा-पहः परः। (चिः १३ अः)। सुश्रुतः।

কুষ্ঠে তুবরাস্থীনি—"রসায়নপ্রয়োগেন তুবরাস্থীনি শীতবীত্" (চিঃ ১৫ অঃ)। বাগ্‌ভটঃ।

তুবরকের ভাষানাম—বাঙলা, হিন্দি ও পারস্ত ভাষায় যাহা চালমুগরা নামে প্রসিদ্ধ, তাহারই সংস্কৃত নাম তুবরক।

তুবরকের গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—"কুষ্ঠহা"। উৎপত্তিস্থান—সেলুন, মালয়োপদ্বীপ, সিকিম, খাসিয়াপর্ব্বত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ ও তৈল। বীজ একটী, ক্রমিক মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া ৫টী পর্য্যন্ত। তৈল ৩।৪ বিন্দু। শিশুর পক্ষে—১—২ বিন্দু।

বৈদ্যকে তুবরকের ব্যবহার।

সুশ্রুত—মধুমেহ ও কুষ্ঠে তুবরকতৈল—সুপক্ক তুবরক ফল সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে তিলবৎ বা কুসুম্ভবৎ তৈল নিষ্কাশিত করিবে। যাবৎ জলীয়াংশ নিঃশেষিত না হয় তাবৎ এই তৈল অগ্নিতে পাক করিবে। অতঃপর এক পক্ষকাল শুষ্ক গোময় রাশিতে স্থাপন করিবে। পক্ষান্তে উত্তোলন পূর্ব্বক স্নিগ্ধ, স্বিন্ন, হৃতমল রোগীকে চতুর্থভক্তান্তরিত রূপে শুভদিবসে এই তৈল যোগ্য মাত্রায় যথাবল পান করিতে দিবে। চতুর্থভক্তান্তরিত শব্দের অর্থ এই—পক্ষান্তে শুষ্কগোময় রাশি হইতে তৈল উত্তোলন করিয়া প্রথম দিবসে প্রাতঃ সায়ং যথাবৎ ভোজন করিবে, দ্বিতীয় দিনে প্রাতে মাত্র ভোজন করিবে সায়ং অভুক্ত থাকিবে কিম্বা সায়ং ভোজনকালে কলায় ও উষ্ণোদক পান করিবে। তৃতীয় দিনে প্রাতঃকালে লঘু কোষ্ঠে তৈল পান করিবে ইহারই নাম চতুর্থ ভক্তান্তরিত। সায়ংকালে ঈষৎ স্নেহ ও লবণান্বিত শীতল যবাগূ পান করিবে। পাঁচ দিন এইরূপে তৈল পান করিবে। এক পক্ষকাল মুগের যূষের সহিত অন্ন ভোজন করিবে এবং ক্রোধাদি পরিহার করিবে। যে কুষ্ঠরোগীর স্বর ভগ্ন, চক্ষু রক্তবর্ণ, অঙ্গ বিশীর্ণ ও কৃমিভক্ষিত তাহাকে চাউলমুগরার তৈলের ত্রিগুণ খদিরকাষ্ঠের কাথযোগে চাউলমুগরার তৈল পাক করিয়া এই তৈল যোগ্য-মাত্রায় এক মাস পান এবং গাত্রে মর্দ্দন করিবার ব্যবস্থা দিবে। কিম্বা চাউলমুগরার তৈল ঘৃত ও মধুযোগে খদিরকাষ্ঠের কাথের সহিত পান করিবে। তৈল সেবনকালে পক্ষিমাংসযূষপান করিবে। চালমুগরার তৈলের নস্ত রসায়ন। তুবরকফলমজ্জাও এবং গুণবিশিষ্ট। (চিঃ ১৩ অঃ)।

বাগ্‌ভট—কুষ্ঠে তুবরকফলমজ্জা—রসায়নবিধিতে অর্থাৎ মাত্রায় হ্রাসবৃদ্ধিক্রমে চালমুগরার ফলমজ্জা সেবন করিলে কুষ্ঠ প্রশমিত হয়। (চিঃ ১৯ অঃ)।

Constituents.—Oleum Gynocardiæ, chaulmogra oil—It is a fixed oil, very bulky, of a sherry wine or brownish colour. The odour is nauseous and peculiar. Dose 2 to 15 ms. The oil deposits on keeping crystalline fat, and contains palmitic acid 60 p. c. and therefore solid in cold climates. It contains Gynocardic acid 11 p. c., the active ingredient ; cocinic acid 2·5 p c. and hypogœic acid 4 p.c. Both of the latter acids are found either combined with glycerides as fats or in a free state. Gynocardic acid is a fatty acid crystallizes in yellowish flakes, and has an acrid burning taste. Dose ½ to 2 grs. (R. N. Khory—Part II., p. 56.)

Actions and uses.—The seeds and oil are alterative and tonic, used to improve the state of the blood as in leprosy, phthisis, skin diseases, &c. By some the oil is regarded as a specific in leprosy, and, no doubt, in some cases it has very beneficial effects. It is also used in scrofula, secondery syphilis, phthisis and rheumatism with stiff joints both externally as an inunction or ointment, and internally with mucilage or as capsules or pearls. Gynocardic acid ointment, 15 to 25 grains to an ounce of vaseline is used in herps, tinea, leprosy and other skin affections. It should be given after meals in milk or with Cod-liver oil. (R. N. Khory—Part II., p. 57.)

"In the *Indian Annals of Medical Science,* April 1856, it was brought to notice as a remedy for secondary syphilis. It was first given as a remedy for phthisis and scrofula by Dr. R. Jones of Calcutta in doses of six grains, three times a day. In 1868 it was made officinal in the Pharmacopœia of India, where an ointment is directed to be made from the pounded kernels mixedwith Ung. Simplex Within the last few years the oil has been used in several of the London hospitals as a remedy for stiff joints caused by rheumatism, being rubbed in, and also given internally in doses of 3 to 4 minims, 3 times a day after meals ; the dose may be gradually increased. For children 1 to 2 minims once a day is sufficient ; it may be combined with Cod-liver oil. Dr. Young of Florence has used the oil with advantage in macular and anæsthetic leprosy ; during treatment bronchial affections disappeared. In America it has been used as a remedy for sprains and bruises and for sciatica ; overdoses (10 minims, three times a day) cause vomiting and purging with loss of appetite, but all the people are not equally affected by the drug. In chest affections and phthisis it may be rubbed into the chest with advantage People taking it should live generously ; native Indian doctors recommended abstinence from meat, sweets, spices

and acids during its use. Dr. Wyndham Cottle writes to the British Medical Journal on chaulmugra oil and its active principle, gynocardic acid as internal and external remedies in various forms of skin diseases. gynocardic acid he finds preferable for several reasons, as it rarely produces nausea, can easily be given in the form of pills, and is more uniform. Both the oil and gynocardic acid are used either as external or internal remedies, the oil being taken best in *perles*; and the oil and the acid best applied as ointments in combination with vaseline. Dr. Cottle seems to have found these medicines most serviceable as local applications in eczema. In eczema of the face and when it shows itself in dry patches, he has found an ointment of gynocardic acid of from 15 to 25 grains to the ounce of vaseline, almost a specific, when most of the ordinary applications in use only served to aggravate the local mischief. The ointment should be applied three or four times daily, so as to keep the affected parts lubricated with it. Again in eczema of the hands such an ointment is the most generally useful application with which he is aquainted. In the acute form of this disease, or where there is much discharge, the good effects following the use of chaulmugra oil or gynocardic acid, locally applied, are not so marked. For the internal administration it is well to begin with about four minims of the oil or half a grain of the acid taken after food twice or thrice daily, and gradually increased to from half a drachm to one drachm of the oil or one to three grains of the acid. An aperient should be given at the same time if necessary. The oil may be given in emulsion. It is convenient to have the gynocardic acid made into pills containing half a grain of the acid with three grains of extract of gentian, extracts of hops, or converse of roses. To commence, one such pill may be given thrice daily. The amount may be gradually increased to three or four pills for each dose." (Dymock—Part I., pp. 143—4).

নব্যমত—চালমুগরার বীজ ও তৈল, রসায়ন, বলকারক এবং কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ও বিবিধ চর্ম্মরোগে রক্তের যে বিকৃতি জন্মিয়া থাকে তাহা প্রশমিত করে। কেহ কেহ বলেন চালমুগরার তৈল কুষ্ঠরোগের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। কোন কোন স্থলে ইহা যে বিশেষ উপকারী তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। গণ্ডমালা, বিস্তারিত ফিরঙ্গরোগ (Secondary Syphilis), আমবাতে সন্ধিস্তব্ধতা বিদ্যমান থাকিলে চালমুগরার তৈল পান ও অভ্যঙ্গার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চালমুগরার তৈলে যে এসিড্ আছে তাহার নাম "গাইনোকার্ডিক্ এসিড্"। "ভেসিলীন্" যোগে এই এসিডের মলম প্রস্তুত করিয়া, কুষ্ঠ এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে মর্দ্দনার্থ

প্রয়োগ করা হয়। চালমুগরার তৈল দুগ্ধ বা "কড্‌লিভার অয়েলের" সহিত পান করিতে হয়। (আর্, এন্, কোরি,—২য়ঃ খণ্ড, ৫৭ পৃঃ)।

১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসের "ইণ্ডিয়ান্ এনাল্‌স অভ্ মেডিক্যাল্ সায়েন্স" হইতে ডিমক্ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত উপরি লিখিত ইংরাজিটুকু পাঠ করিলে চালমুগরার তৈলের ব্যবহার বিশেষ-ভাবে অবগত হওয়া যায়।

ত্রায়মাণা—ত্রায়মাণা।

ত্রায়মাণা—Delphinium Zalil.

অন্বর্থসংজ্ঞা—"গিরিসানুজা"। উৎপত্তিস্থানম্—"হিমবতি প্রসিদ্ধা।"

ত্রায়ন্তী কফপিত্তাস্রগুল্মজ্বরহরা মতা। উষ্ণা কটুকষায়া চ সূতিকাশূলনাশিনী। রক্তপিত্তশ্রমচ্ছর্দ্দিবিষঘ্নী তিক্তবল্কলা। **ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।**

শ্রমতৃষ্ণাক্ষয়গ্লানিবিষচ্ছর্দ্দিবিনাশিনী। অন্যচ্চ—ত্রায়ন্তী শীত-মধুরা গুল্মজ্বরকফাস্রনুৎ। শ্রমতৃষ্ণাক্ষয়গ্লানিবিষচ্ছর্দ্দিবিনাশনী। হিমবতি প্রসিদ্ধা। **রাজনিঘণ্টুঃ।**

ত্রায়ন্তী তুবরা তিক্তা সরা পিত্তকফাপহা। জ্বরহৃদ্রোগগুল্মাস্রশ্রম-শূলবিষপ্রণুৎ। **ভাবপ্রকাশঃ।**

হৃদ্রোগং রক্তপিত্তঞ্চ দুর্নামানং বিনাশয়েৎ। **নিঘণ্টুরত্নাকর।**

* ত্রায়ন্তী কফবাতনুৎ। **রাজবল্লভঃ।**

জ্বরে ত্রায়মাণা—"* ত্রায়মাণাং বা পয়সা জ্বরিতঃ পিবেৎ" (চিঃ ১ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** ত্রায়মাণা—"ত্রায়মাণাগবাক্ষ্যোর্ব্বা মূর্ব্ব *। বিরেচনং প্রযুঞ্জীত প্রভূতমধুশর্করম্"। (চিঃ ৪ অঃ)।

(३) गुल्मे त्रायमाणा—"द्विपलं त्रायमाणाया जलद्विप्रस्थसाधितम्। अष्ट-भागस्थितं पूतं कोष्णं क्षीरसमं पिबेत्। पिबेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथा-बलं। तेन निर्हृते दोषोऽस्य गुल्मः शाम्यति पैत्तिकः।" (चि: ५ अ:)। (४) पैत्तिकातिसारे त्रायमाणा—"पलाशवत् प्रयोज्या वा त्रायमाणा विशोधिनी" (चि: १० अ:)। (५) विसर्पे त्रायमाणा—"त्रायमाणाश्रृतं वापि पयोदद्याद्विरेचनम्"। (चि: ११ अ:)। चरकः।

ত্রায়মাণা বলালতা বা বলাডুমুর নহে—লোকে বলে ত্রায়মাণার ভাষানাম বলালতা বা বলাডুমুর। চক্রোক্ত জ্বরাধিকারের "ত্রায়মাণাচ মধুকং পিপ্পলীমূলমেবচ" পাঠের টীকায় শিবদাসও লিখিয়াছেন—"ত্রায়মাণা বলোয়ালতা ইতি"। শিবদাসের সময়ে জনসাধারণ "বলোয়ালতা" বলিলে কি বুঝিত জানি না, কিন্তু অধুনা লোকে যাহাকে বলালতা বলে তাহাই যদি শিবদাস কথিত "বলোয়ালতা" হয় তাহা হইলে ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য যে শিবদাসের উক্তি বিদ্বজ্জনগ্রাহ্য নহে। কেন গ্রাহ্য নহে?—(১) ত্রায়মাণা "গিরিসানুজা," কাশী হইতে আনীত রাজনিঘণ্টুর আদর্শে ইহা "হিমবত্তিপ্রসিদ্ধা" বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু বলালতা নিম্নভূমিতে ও ছোট ডোবার ধারে যত্রতত্র জন্মিয়া থাকে, পর্ব্বতসানু ত দূরের কথা ইহা শুষ্ক উচ্চ ভূমিতেও প্রায় জন্মে না। (২) নিঘণ্টু ও অমরকোষে "বার্ষিকং" শব্দ ত্রায়মাণার পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে। টীকাকার লিখিয়াছেন—"বর্ষাসু ভবংজাতং বা"—এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে ত্রায়মাণা বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। কিন্তু বলালতা বৃক্ষ বহুবর্ষজীবী। (৩) চারক বিমানোক্ত তিক্তবর্গে (বিঃ ৮ অঃ) ত্রায়মাণা পঠিত হইয়াছে। নিঘণ্টুকারগণের কেহ ইহাকে "বরা তিক্তা" কেহ তিক্তা বলিয়াছেন, সুশ্রুত সংক্ষিপ্ত তিক্তবর্গের উল্লেখ কালেও ইহাকে উপেক্ষা করেন নাই (সূঃ ৪২ অঃ)। ইহার সরত্ব অর্থাৎ রেচকত্বও নিঘণ্টুপ্রথিত, শিরোদেশোদ্ধৃত চরকোক্ত ত্রায়মাণার ব্যবহার পাঠ করিলেও ত্রায়মাণার রেচনীশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বলালতা না তিক্ত না রেচক। আমরা ত্রায়মাণার উৎপত্তি স্থান, স্বভাব, স্বাদ ও গুণ বিচার পূর্ব্বক দেখিলাম যে ত্রায়মাণা বলালতা নহে। ত্রায়মাণার পরিচয়ে ভ্রম কেবল বঙ্গদেশব্যাপি নহে। মুরাদাবাদ নিবাসী শালিগ্রাম বৈশ্য বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরে লিখিয়াছেন—"ত্রায়মাণকে পত্তে গোজিয়াকী সমান পৃথ্বীপর ফৈলে হুয়ে হোতে হৈঁ, ঔর বীচ মে দোদণ্ডীসী নিকলতী হৈঁ, উসকে বীজোঁকো ত্রায়মাণ কহতে হৈঁ। কিন্তু কিতনেক মনুষ্য ভ্রমসে ত্রায়মাণকো গুলবনপসা কহতে হৈঁ"। "গুলবনপসা" কি বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন না। বৈশ্যজী গুলবনপসার সংস্কৃত নাম বনপ্সা লিখিয়া উহাকে এইরূপে পরিচিত করিয়াছেন—"বনপ্সা প্রায়ঃ পর্ব্বতোঁপর হোতীহৈঁ, ইসকে ফুল ছোটে ছোটে কালাপন লিয়ে সুর্খ হুয়ে অথবা ধূসর রংগকে হোতে

হৈঁ, ফুল সফেদ্ ঔর নীলে রংগকে আতে হৈঁ। কিতনেক বৈদ্য ত্রায়মাণকো বনপ্সা কহতে হৈঁ সো ত্রায়মাণ লতা ঔর বনপ্সাকী কুছভী আকৃতি নহীঁ মিলতী"। বৈদ্যজী যাহাকে ত্রায়মাণ বলিয়া পরিচিত করিলেন তাহা কিংবা বনপ্সা উভয়ের কোনটীই শাস্ত্রোক্ত ত্রায়মাণ নহে।

ত্রায়মাণা কি ?—গুজরাটে অদ্যাপি যাহা ত্রায়মাণ নামে সর্ব্বজনপরিচিত তাহাই যথার্থ ত্রায়মাণা। ইহা পারস্য দেশ হইতে আনীত হয়। খোরাসানের পর্ব্বতে ত্রায়মাণ জন্মিয়া থাকে। ত্রায়মাণা ফলপাকান্তা—পুষ্প, পত্র এবং অপক্ক ফলসহ ইহা বাজারে বিক্রীত হয়, ইহার গন্ধ মধুর মত। ত্রায়মাণের ক্ষুপকাণ্ড ৬।৭ অঙ্গুলির অধিক উচ্চ হয় না। পত্র—ক্ষুদ্র, পীতবর্ণ। পুষ্প পীতবর্ণ, কোমল কণ্টকব্যাপ্ত। মূল, ক্ষুপকাণ্ডতুল্য দীর্ঘ। ফলগাত্রে "আড়া" আছে। ত্রায়মাণ জলে নিমজ্জিত করিলে অবিলম্বে জল পীতবর্ণ ও তিক্তাস্বাদ হইয়া থাকে।

ত্রায়মাণার ভাষানাম—হিঃ—অন্নক্ ত্রায়মাণ। অঃ—জিরির্। বম্—ত্রায়মাণ, গুলজলীল্। গুঃ—ত্রায়মাণ। মহা—ত্রায়মাণ। ফাঃ—জলীল, অন্নক্। পঞ্জা—অস্‌বর্গ-আফিজ্ গাফিজ্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রক্ষুপ।

বৈদ্যকে ত্রায়মাণার ব্যবহার।

চরক—জ্বরে ত্রায়মাণা—জ্বররোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ত্রায়মাণার ক্ষীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত কাথ পান করাইবে। (চিঃ ৩ অঃ)। (২) রক্তপিত্তে ত্রায়মাণা—বিরেচনযোগ্য রক্তপিত্তে ত্রায়মাণা ও ইন্দ্রবারুণীচূর্ণ প্রভৃত মধু ও শর্করাযোগে সেবন করাইবে। (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) পৈত্তিকগুল্মে ত্রায়মাণা—ত্রায়মাণা ১৬ তোলা চারি সের জলে পাক করিয়া, আধ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, উহাতে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ আধ সের মিশ্রিত করিয়া পান করিবে এবং পশ্চাৎ বলানুসারে দুগ্ধ পান করিলে দোষের নির্হরণ হইয়া পৈত্তিকগুল্ম প্রশমিত হয়। (চিঃ ৫ অঃ)। (৪) পৈত্তিকাতিসারে ত্রায়মাণা—পলাশবৎ ("পলাশ" দেখ) ত্রায়মাণা সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া পৈত্তিকাতিসার নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১০ অঃ)। (৫) বিসর্পে ত্রায়মাণা—বিসর্পে বিরেচনার্থ ক্ষীর পরিভাষানুসারে পক্ক ত্রায়মণার কাথ পান করাইবে।

Actions and uses.—A bitter tonic, alterative, anodyne, diuretic and parasiticide. As a tonic it is used in fevers and dyspepsia; as an alterative and diuretic in enlargement of the abdominal visara as liver and spleen in jaundice and dropsy. Locally mixed with lime juice the

ash is used in parasitic affections of the skin, as scabies, itch, etc. With barley meal a poultice of it is used in inflammatory swellings. (R. N. Khory,—Part II., p. 12.)

নব্যমত—আমলা তিক্তবল্য, রসায়ন, বেদনাহর, মূত্রকর এবং কীটনাশক। বল্যহেতু ইহা জ্বর এবং গ্রহণীতে এবং রসায়ন এবং মূত্রকরহেতু প্লীহযকৃদ্বিবৃদ্ধি, কামলা এবং শোথে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেবুর রসের সহিত পিষ্ট আমলা কণ্ডূ প্রভৃতি চর্ম্মবিকারে মর্দ্দনার্থ ব্যবস্থা করা হয়। বার্লি শস্যের সহিত আমলার পুল্টিশ্ বিদাহান্বিত শোথে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (খোরি—২য় খণ্ড, ১২ পৃঃ)।

ত্রিবৃৎ—त्रिवृत्।

त्रिवृत्—Ipomœa Turpethum, Convoliculus Turpethum.

पर्य्यायाः—रक्तायाः—"कालिन्दी," "त्रिपुटा"। श्वेतायाः—"त्रिभण्डी," "त्रिपुटा," "सरला," "सर्व्वानुभूतिः"। कृष्णायाः—"कालमेषी," "सुषेणी"।

अन्वर्थसंज्ञाः—रक्तायाः—"ताम्रपुष्पिका," "कुवर्णा," "मसूरी," "कासनाशिका"। श्वेतायाः—"कुमुदगन्धिनी"। कृष्णायाः—"मासविका," "मसूरविदला"।

त्रिवृता (श्यामा) कटूष्णा तु क्रिमिश्लेष्मोदरज्वरान्। शोफपाण्ड्वामयप्लीहान् हन्ति श्रेष्ठा विरेचने। कषाया मधुरा शीता विपाके कटुका त्रिवृत् (श्वेता)। कफपित्तप्रशमनी रूक्षा चानिलकोपिनी॥ कफपित्तहरा रूक्षा मधुरा बहुरेचनी। वातकृत् कटुका पाके कषाया त्रिवृताऽरुणा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

त्रिवृत् (श्यामा) तिक्ताकटूष्णा च क्रिमिश्लेष्मोदरार्त्तिजित्। कुष्ठकण्डूव्रणान् हन्ति प्रशस्ता च विरेचने॥ रक्ता त्रिवृद्द्वयं तिक्ता कटूष्णा रेचनी च सा। समीरणकफविष्टम्भहारिणी हितकारिणी। राजनिघण्टुः।

श्वेता त्रिवृद्रेचनी स्यात् स्वादु रुष्णा समीरहृत्। रुक्षा पित्तज्वर-श्लेष्मपित्तशोथोदरापहा॥ श्यामा त्रिवृत्ततो हीनगुणा तीव्रविरेचनी। मूर्च्छादाहमदभ्रान्तिकण्ठोत्कर्षणकारिणी। भावप्रकाशः।

अरुणा त्रिवृता स्वादुः कषाया मृदुरेचनी। रुक्षा च कटुकाच्चैव पाके तिक्ता कफापहा॥ तस्यास्त्वाप्यन्तरगुणा विज्ञेया त्रिवृता सिता। ज्वरहृद्रोगवातास्रगुदावर्त्तादिरोगनुत्। राजवल्लभः।

"विरेचने त्रिवृन्मूलं श्रेष्ठमाहु र्मनीषिणः। कषाया मधुरा रुक्षा विपाके कटुका च सा। कफपित्तप्रशमनी रौक्ष्याच्चानिलकोपनी। वेदाशोमेभिर्युक्ता वातपित्तकफापहैः। कल्पे वैशिष्ट्यमासाद्य सर्व्वरोगहरा भवेत्। मूलन्तु द्विविधं तस्याः श्यामञ्चारुणमेवच। तयोर्मुख्यतरं विद्धि मूलं यदरुणप्रभम्। सुकुमारे शिशौ वृद्धे मृदुकोष्ठे च तच्छुभम्। मोहदेदा-शुकारित्वाच्छ्यामा कण्ठं क्षिणोत्यपि। तैक्ष्ण्यात् कर्षति हृत्कण्ठमाशु दोषं हरत्यपि। शस्यते बहुदोषाणां क्रूरकोष्ठाश्च ये नराः। गुणवत्यां तयोर्भूमौ जातं मूलं समुद्धरेत्। * गम्भीरानुगतं श्लक्ष्णं न तिर्य्यग्विसृतञ्च यत्। घृष्ट्वा विसृजेत् काष्ठं त्वचं शुष्कां निधापयेत्। स्निग्धस्विन्नो विरिच्येत्तु पेयामात्राश्रितः सुखम्। अक्षमात्रं तयोः पिण्डं विलोड्याम्भ्सा न वा पिबेत्"। हृढ़बलः (कः कः ७ अः)।

ज्वरे त्रिवृन्मूलम्—"* मृद्वीकानां रसेन वा। त्रिवृतां ज्वरितः पिबेत्"। (चिः ३ अः)। (२) रक्तपित्ते त्रिवृन्मूलम्—"त्रिवृतां * विरेचनं प्रयुञ्जीत प्रभूतमधुशर्करम्" (चिः ४ अः)। (३) अर्शःसु त्रिवृन्मूलम्—"पाययेत त्रिवृच्चूर्णं त्रिफलाया रसेन वा। कृते गुदाश्रये दोषे गच्छन्त्यर्शांसि संक्षयं" (चिः ८ अः)। (४) अर्शःसु त्रिवृत्क्वाथम्—"त्रिवृद्दन्तीपलाशानां *। सुसिद्धं यमके दद्यात्क्वाथं दधिसरान्वितम्"। (चिः ८ अः)। (५) विसर्पे त्रिवृन्मूलम्—"त्रिवृच्चूर्णं समालोड्य सर्पिषा-

पयसाऽपिवा। घर्माम्बुना वा संयोज्य बदरीकानां रसेन वा। विरेकार्थं प्रयोक्तव्यं सिद्धं विसर्पनाशनम्" (चि: ११ अ:)। (६) पित्तोदरे त्रिवृन्मूलम् —"पयसा सत्रिवृत्कल्केन" (चि: १८ अ:)। (७) गाढ़पुरीषाय उदररोगिणे त्रिवृच्छाकम्—"अश्विनोत्थ त्रिवृद्दन्ती *। यावं गाढ़पुरीषाय प्राग्भक्तं दापयेद् भिषक्" (चि: १८ अ:)। (८) पित्तपाण्डुरोगे त्रिवृन्मूलम्—"त्रिशर्करं त्रिवृच्चूर्णं पलार्द्धं पैत्तिकः पिबेत्"। (चि: २० अ:)। चरकः।

वातशोफे त्रिवृत्तैलम्—"तत्र वातक्षयथौ त्रैवृतमैरण्डतैलं वा मासमर्द्धमासं वा पाययेत्।" (चि: २३ अ:)। (२) प्रबलज्वरे त्रिवृन्मूलम् —"शान्तिं नयेत् त्रिवृच्चापि सक्षौद्रा प्रबलं ज्वरं" (उ: ३९ अ:)। (३) गुल्मे त्रिवृन्मूलम्—"पिबेत् त्रिवृन्नागरं वा" (उ: ४२ अ:)। (४) गुल्मे त्रिवृच्छाकम्—"त्रिवृच्छाकेन वा स्निग्धमुष्णं भुञ्जीत भोजनम्" (उ: ४२ अ:)। (५) कामलायां त्रिवृन्मूलम्—"सशर्करा कामलिनां त्रिभण्डी" (उ: ४४ अ:)। सुश्रुतः।

राजयक्ष्मणि त्रिवृन्मूलम्—"* विरेचनं दद्यात्त्रिवृच्छ्यामानृपद्रुमान्। शर्करामधुसर्पिर्भिः पयसा तर्पणेन वा। द्राक्षाविदारीकाश्मर्यमांसानां वा रसैर्युतम्" (चि: ५ अ:)। (२) नेत्ररोगे त्रिवृन्मूलम्—"त्रिफलावारिणा पक्वं चतुर्गुणे घृतं पिबेत्" (उ: ११ अ:)। (३) कीटविषे त्रिवृन्मूलम्— "तण्डुलीयकतुल्यांशां त्रिवृतां सर्पिषा पिबेत्" (उ: ३७ अ:)। वाग्भटः।

सुकुमाराणाम् रेचनार्थं त्रिवृन्मूलम्—"शर्कराक्षौद्रसंयुक्तं त्रिवृच्चूर्णावचूर्णितम्। रेचनं सुकुमाराणां त्वक्पत्रमरिचांशिकम्" (विरेचनाधिकारे)। (२) पित्तविकृतौ त्रिवृन्मूलम्—"छित्वा द्विधेक्षुं परिलिप्य कल्कैः। त्रिभण्डीजातैः परिवेष्ट्य रज्ज्वा। पक्वन्तु सम्यक् पुटपाकयुक्त्या। खादेत्तु तं पित्तगदी सुशीतम्" (विरेचनाधिकारे)। चक्रदत्तः।

বিষমজ্বরে ত্রিবৃন্মূলম্—"যাস্মিং নয়েন্নিবুন্ধাপিসঞ্চীত্না বিষম-জ্বরম্" (জ্বর—চিঃ)। বঙ্গসেনঃ।

ত্রিবৃতের ভাষানাম—বাঃ—তেউড়ী। হিঃ—নিসোত, পনিলর। মঃ—নিসোত্তর, তেও। গুঃ—নিসোতর। কঃ—তিগডে। তৈঃ—আলতেগডা। তাঃ—শিবদই। ফাঃ—নিসোথ। অঃ—তুরবুদ্।

ত্রিবৃতের ভেদ—ধন্বন্তরি কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্ত, নরহরি কৃষ্ণ ও রক্ত, ভাবমিশ্র কৃষ্ণ ও শ্বেত, রাজবল্লভ রক্ত ও শ্বেত, দৃঢ়বল কৃষ্ণ ও রক্ত ত্রিবৃতের উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ণন—ত্রিবৃতের সুদীর্ঘ লতা আর্দ্র ভূমিতে উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হয়। তেউড়ীর ডাঁটা ত্রিশির, শিরাগ্রভাগ পক্ষবৎ বর্দ্ধিত। বর্ষায় ত্রিবৃৎলতা প্রচুর শুভ্রবর্ণ পুষ্পে শোভিত হয়—পুষ্পের আকৃতি কন্দে বা ঘণ্টার মত। পত্র দূরে দূরে স্থিত, পত্রের আকৃতির নিয়তত্ব নাই, কোনটী চৌড়া কোনটী ক্ষীণদীর্ঘ, কিন্তু সকলেই সূক্ষ্মাগ্র, প্রান্তে চিরিত বা অসমভাবে খণ্ডিত। মূল—স্থূল, দীর্ঘ, সশাখ ও কোমল স্থূলত্বকে আবৃত। সদ্য উদ্ধৃত মূলত্বক ছেদন করিলে দুগ্ধবৎ আঠা বাহির হয়—ইহা স্বাদে প্রথমে স্বাদু, পরে কটু। মূল কাষ্ঠগর্ভ। লতা যত পুরাণ হয় মূলত্বক্ ততই কাষ্ঠবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লতা ও পুষ্পের বর্ণানুসারে ত্রিবৃতের কৃষ্ণ রক্ত ভেদ কথিত হইয়াছে। কোষকার কৃষ্ণত্রিবৃৎকে "মসূরবিদলার্দ্ধচন্দ্রা" বলিয়াছেন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ভেষজার্থ অরুণাভ ত্রিবৃন্মূলই প্রশস্ত, অভাবে শ্বেত। মূলত্বক্, পত্র, তৈল। ত্রিবৃৎকল্পে দৃঢ়বল বলিয়াছেন—গুণবতী ভূমিতে জাত রক্তত্রিবৃতের গম্ভীর-প্রবিষ্ট প্রধান মূল গ্রহণ করিবে—ইতস্ততঃ বিসৃত শাখামূল পরিত্যাগ করিবে। মূলের কাষ্ঠ বর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল মূলত্বক্ লইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিবে এবং কার্য্যকালে প্রয়োগ করিবে।

মাত্রা—মূলত্বক চূর্ণ—১—৪ আনা।

বৈদ্যকে ত্রিবৃতের ব্যবহার।

চরক—জ্বরে ত্রিবৃন্মূল—জ্বররোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কিসমিসের ক্বাথের সহিত ত্রিবৃন্মূলচূর্ণ সেব্য। (চিঃ ৩ অঃ)। (২) রক্তপিত্তে ত্রিবৃন্মূল—রক্তপিত্তী, বিরেচনার্থ প্রভূত মধু ও শর্করাযোগে ত্রিবৃন্মূলচূর্ণ পান করিবে। (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) অর্শে

ত্রিবৃন্মূল—অর্শোরোগীকে ত্রিফলার কাথের সহিত ত্রিবৃন্মূল পান করাইলে গুদস্থিত অর্শঃকারী দোষ প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে, সুতরাং অর্শও প্রশমিত হয়। (চিঃ ৯ অঃ)। (৪) অর্শে ত্রিবৃৎশাক—অর্শোরোগী তেউড়ীর পাতা যমকে (তিলতৈল ও গব্যঘৃত সমভাগ) ভাজিয়া দধির সরের সহিত সেবন করিবে। (চিঃ ৯ অঃ)। (৫) বিসর্পে ত্রিবৃন্মূল—বিসর্প-রোগীকে ঘৃত, দুগ্ধ, উষ্ণজল কিম্বা কিস্‌মিসের কাথের সহিত ত্রিবৃচ্চূর্ণ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (৬) পিত্তোদরে ত্রিবৃন্মূল—পিত্তোদরী দুগ্ধের সহিত ত্রিবৃৎকল্ক পান করিবে। (চিঃ ১৮ অঃ)। ৭) গাঢ়পুরীষ উদররোগীর শাকার্থ ত্রিবৃৎ-তেউড়ীর শাক বিবিধ কল্পনানুসারে ভোজনের পূর্ব্বে রোগীকে সেবন করাইলে গাঢ়বিট্‌কতা প্রশমিত হইয়া তরল মল নিঃসৃত হয়। (চিঃ ১৮ অঃ)। (৮) পিত্তপাণ্ডুরোগে ত্রিবৃন্মূল—পিত্তপাণ্ডুরোগী দ্বিগুণ শর্করাসহ ত্রিবৃচ্চূর্ণ সেবন করিবে। (চিঃ ২০ অঃ)।

সুশ্রুত—বাতজশোথে ত্রিবৃৎতৈল—বাতজশোথরোগীকে ত্রিবৃতের কিম্বা এরণ্ডের তৈল এক মাস কিম্বা এক পক্ষকাল পান করাইবে। (চিঃ ২৩ অঃ)। (২) প্রবলজ্বরে ত্রিবৃন্মূল—মধুযোগে ত্রিবৃৎচূর্ণ সেবন করিলে প্রবল জ্বর নিবৃত্তি পায় (উঃ ৩৯ অঃ)। (৩) গুল্মে ত্রিবৃন্মূল—গুল্মরোগে ত্রিবৃৎ ও শুণ্ঠীচূর্ণ উষ্ণোদকের সহিত পান করিবে। (উঃ ৪২ অঃ)। (৪) গুল্মে ত্রিবৃৎশাক—গুল্মরোগী নিম্নোক্ত পথ্যের সহিত স্নিগ্ধ ত্রিবৃৎশাক ভোজন করিবে। (উঃ ৪২ অঃ)। (৫) কামলায় ত্রিবৃৎ—কামলারোগী শর্করাসহ শ্বেতত্রিবৃন্মূল সেবন করিবে। (উঃ ৪৪ অঃ)।

বাগ্‌ভট—রাজযক্ষ্মায় ত্রিবৃন্মূল—বলবান্ যক্ষ্মরোগীকে, চিনি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, দ্রাক্ষাকাথ, ভূমিকুষ্মাণ্ডরস, গম্ভারীফলরস বা মাংসযূষের সহিত ত্রিবৃন্মূল সেবন করাইবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) নেত্ররোগে ত্রিবৃৎ—গব্যঘৃত ত্রিবৃৎকাথের সহিত তিনবার পাক করিয়া সেবন করিবে। ইহা কতশুক্রে হিতকর। (উঃ ১১ অঃ)। (৩) কীটবিষে ত্রিবৃন্মূল—কীটবিষ প্রশমনার্থ চাঁপানটের মূল ও ত্রিবৃন্মূল সমভাগে ঘৃতের সহিত পান করিবে। (উঃ ৩৭ অঃ)।

চক্রদত্ত—সুকুমারগণের রেচনার্থ ত্রিবৃন্মূল—ত্রিবৃন্মূলত্বক্‌চূর্ণ যত, শর্করা তত, সুগন্ধি করণার্থ দারুচিনি, তেজপত্র, মরিচচূর্ণ কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিয়া, মধুযোগে লেহন করিবে। সুকুমারগণের পক্ষে ইহা উত্তম বিরেচন। (বিরেচনাধিকারে)। (২) পিত্ত-দুষ্টিতে ত্রিবৃন্মূল—আর্দ্র শ্বেতত্রিবৃন্মূলত্বক্ পেষণপূর্ব্বক লম্বালম্বি দ্বিধা ছিন্ন ইক্ষুদণ্ডে লেপন করিয়া রজ্জু দ্বারা সংযুক্ত করিয়া আগুনে সেকিয়া লইবে। ইহার রস, শীতল হইলে পিত্তরোগীকে পান করাইবে। (বিরেচনাধিকারে)।

Constituents.—Turbeth resin consists of a soft resin soluble in ether, and of a substance insoluble in ether, benzine, sulphide of carbon, and essential oils. This substance is called Turpeth or Turpethine; a volatile oil and yellow colouring matter. Turpethin, a resin, a grey substance, analogous to jalapine and convolvuline. It is named as having some resemblance in colour to turpeth mineral. Alkaline bases convert it into turpeth acid and mineral acid into glucose and turpetholic acid. The root contains it to the extent of 4 p. c.

Actions and uses.—Turbeth is cathartic, given either alone, or in combination with other purgatives. With Harade, it is particularly beneficial in rheumatic and paralytic affections, melancholia, gout, dropsy and leprosy, it is more powerful and drastic than jalap (R. N. Khory—Part II., p. 420).

নব্যমত—তেউড়ীর মূলত্বক্ বিরেচক। ইহা কেবল কিম্বা অন্যান্য বিরেচক ভেষজ সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হরীতকীসহ ত্রিবৃৎ আমবাত, পক্ষাঘাত, বিমর্ষাত্মক মনোবিকার, বাত, শোথ এবং কুষ্ঠরোগে বিশেষ হিতকর। "জোলাপ" অপেক্ষা ইহার রেচনীশক্তি তীব্রতর।" (আর্, এন্. ক্ষোরি—২য় খঃ, ৪২০ পৃঃ)।

দন্তী, দ্রবন্তী ও রেচক—दन्तीद्रवन्तीरेचकाः।

दन्ती, निकुम्भा, मकूलकः, उपचित्रा—Baliospermum Montanum. **द्रवन्ती, आखुपर्णिका, चित्रा**—A variety of B. Montanum, with many fleshy roots. **रेचकः दन्तीबीजम्, जयपालः**—The seeds of Danti and Drobanti.

तद्भेदाः—दन्ती, चरणी, द्रवन्ती। अन्वर्थसंज्ञाः—दन्त्याः— "उदुम्बरपर्णी," "एरण्डफला," "एरण्डपत्रिका," "निःशल्या," "विशोधनी"। द्रवन्त्याः—"घृतमूलिका," "आखुपर्णिका"। रेचकस्य— "मलद्रावी," "बीजरेचकः"।

दन्ती तीक्ष्णोष्णकटुका कफवातोदरापहयेत्। अर्शोव्रणाश्मरीशूलान् हन्ति दीपनशोधनी। दन्ती (चरणीनाम) रसेषु तिक्तोष्णा शूलकशोथ-

নাশনী। কফবাতোদরার্শাংসি হন্তি দীপনশোধনী। জৈপালঃ কটুকশ্চ ক্রমিহারী বিরেচনঃ। দীপনঃ কফবাতঘ্নো জঠরাময়শোধনঃ। দ্রবন্তী মহতীত্বষ্ণাত্রিদোষশমনী হিতা। অভিন্নক্ষতনী শস্যাং প্রমীহে জঠরে গরে। কফপিত্তাময়ে পাণ্ডৌ ক্রমিকোষ্ঠভগন্দরে। দ্রবন্তী হৃদ্রোগহরা কফক্রমি-বিনাশনী। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।

দন্তী কটূষ্ণা শূলামত্বগ্দোষশমনী চ সা। অর্শোঽশ্মশ্মরীশল্যশোধনী দীপনী পরা। অন্যা দন্তী কটূষ্ণা চ রেচনী ক্রমিহা পরা। শূলকুষ্ঠাম-দোষঘ্নী তন্দ্রাময়বিনাশনী। জৈপালঃ কটুকশ্চ ক্রমিহারী বিরেচনঃ। দীপনঃ কফবাতঘ্নো জঠরাময়শোধনঃ। দ্রবন্তী মধুরা শীতা রসবন্ধকরী পরা। জ্বরঘ্নী ক্রমিহা শূলশমনী চ রসায়নী। রাজনিঘণ্টুঃ।

ক্ষুদ্রদন্তীফলন্তু স্যান্মধুরং রসপাকয়োঃ। শীতলং হৃষ্টবিষ্টম্ভ গরশোথকফাপহম্। জয়পালো গুরুঃ স্নিগ্ধো রেচী পিত্তকফাপহঃ। দন্তীদ্বয়ং সরং পাকে রসে চ কটুদীপনম্। গুদাঙ্কুরাশ্মশূলাস্রকণ্ডূকুষ্ঠবিদাহ নুত্। তীক্ষ্ণোষ্ণং হন্তি পিত্তাস্রকফশোথোদরক্রিমীন্। ভাবপ্রকাশঃ।

দন্তী সাষ্ঠীলিকাঽঽধ্মানগুল্মোদরহরা সরা। আমকং কফনুত্ ক্লেদি তীক্ষ্ণমুষ্ণং বিরেচনম্। রাজবল্লভঃ।

দন্তী বহ্নিসমা পাকে শোফদদ্রুবিনাশনী। কণ্ডূপামাহরা কুষ্ঠার্শঘ্নী ক্রমিহৃৎ পরা। গদনিঘণ্টুঃ।

তৈলং নিকুম্ভবীজোত্থ মধুরং রেচনং পরম্। আনাহমুদরং হন্তি হংস্যাবচ শিরোগদম্। মধুস্তম্ভজ্বরোন্মাদং গদমৈকাঙ্গসংজ্ঞকম্। আমবাতঞ্চ শোথঞ্চ মর্দনাদ্ বাতনাশনম্। আত্রেয়সংহিতা।

অর্শঃসু দন্তীশাকম্—"ত্রিবৃদ্দন্তীপত্রশাকানাং *। সুখার্থে যমকে ময়াচ্ছাকং দধিসরাযুতম্"॥ (চিঃ ৮ অঃ)। (২) দুষ্যোদরে দন্তী-

द्रवन्तीफलतैलम्—"दन्तीद्रवन्तीफलजं तैलं दूष्योदरे हितम्" (चि: १८ अ:)। (३) पाण्डुरोगे दन्तीमूलशलाटुः—"दन्त्याश्रुतच्छलरसैः पिष्टैर्दन्तीशलाटुभिः। तद्वत् प्रस्थो घृतात् सिद्धः प्लीहपाण्डुर्त्तिशोफजित्"। (चि: २० अ:)। (४) कामलायां दन्तीमूलम्—"दन्त्यर्द्धपलकल्कं द्विगुड़ं शीतवारिणा। कामली * पिवेत्"। (चि: २० अ:)। (५) गुल्मोदरे दन्तीमूलम् —"तयो (दन्तीद्रवन्त्योः) मूलानि संगृह्य स्थिरानि वहलानि च। हस्ति-दन्तप्रकाराणि श्यावताम्राणि वुद्धिमान्। पिप्पलीमधुलिप्तानि स्वेदयेन्मृत् कुशान्तरे। शोषयेदातपेऽर्काग्नौ हतोह्येषां विकाशिताम् * दधितक्र-सुरामण्डैः पिण्डमक्षसमं तयोः। पियालकोलवदरपीलुशीधुभिरेव च। पिवेद्गुल्मोदरी दोषैरभिखिन्नश्च यो नरः। (कल्प: १२ अ:)। (६) विरे-चनार्थं दन्तीमूलकल्कम्—"पाटयित्वेक्षुकाण्डं वा कल्केनालिप्य चान्तरा स्वेदयित्वा ततः खादेत् सुखं तेन विरिच्यते"। (कल्प:—१२ अ:)। (७) पक्वशोथप्रभेदने दन्तीमूलम्—"विट्पलाशभवः क्षारो हैमक्षीरी मुकूलकः। इत्युक्तो भेषजगणः पक्वशोथप्रभेदनः॥ (चि: १३ अ:)। चरकः।

क्रिमिषु द्रवन्तीदलम्—"आखुपर्णीदलैः पिष्टैः पिष्टकेन च पूपिकाम्। अग्ध्वा सौवीरकञ्चानु पिवेत् क्रिमिहरं परम्। (क्रिमि—चि:)। चक्रदत्तः।

দন্তীর ভেদ—ধন্বন্তরি—দন্তী, অরণী এবং দ্রবন্তী; নরহরি—দন্তী, অন্ত্যাদন্তী ও দ্রবন্তী; ভাবমিশ্র—লঘুদন্তী ও বৃহদ্দন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। অরণী ও অন্ত্যাদন্তীর পর্য্যায় শব্দ পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে ধন্বন্তরি কথিত অরণী ও নরহরি লিখিত অন্ত্যাদন্তী স্বরূপতঃ অভিন্ন। অরণী বা অন্ত্যাদন্তী অধুনা নামমাত্রে পরিচিত। দন্তী ও দ্রবন্তীকেই ভাবমিশ্র লঘুদন্তী ও বৃহদ্দন্তী বলিয়াছেন। ভাবমিশ্র বৃহদ্দন্তীর পর্য্যায়ে "শতমূলিকা," "সহস্রমূলী" শব্দ পাঠ না করায় এবং "অর্কপর্ণ" এই অভিনব অথচ জয়পাল বৃক্ষে সুপ্রযুক্ত সংজ্ঞার উল্লেখ করায়, তৎকথিত বৃহদ্দন্তীকে জয়পাল বলিয়া সন্দেহ হয়।

দন্তীর ভাষানাম—বাঃ—দন্তী। কোঃ—দন্তী। হিঃ—দন্তী, তিরিকল। মঃ—লঘুদন্তী। গুঃ—দান্তএটলে, নেপালনাং মূল। কঃ—দন্তী। তৈঃ—দন্তীচেট্টু, কোণ্ড অমৃদম্। কাঃ—দন্দ। অঃ—হবুলং মুলুক্।

দ্রবন্তীর ভাষানাম—হিঃ—মুগলাই অণ্ড। মঃ—থোরদন্তী। গুঃ—মত্তনজোগ। কঃ—এরণ্ডনেদন্তী। ফাঃ—শকারহব্বুবা। অঃ—অবুথলসা।

রেচক অর্থাৎ জয়পালের ভাষানাম—বাঃ—জয়পাল। হিঃ—জামালগোটা। মঃ—জেপাঠ্ঠ। গুঃ—নেপালো। কঃ—জেপাল। অঃ—হবুস্‌ সালাতীন্‌। ফাঃ—তুখ্‌ মেবেদং জীরথতাই।

অন্বর্থসংজ্ঞা—দন্তীর—"উদুম্বরপর্ণী," "এরণ্ডফলা," "এরণ্ডপত্রিকা," "নিঃশল্যা," "বিশোধনী"। দ্রবন্তীর—"শতমূলিকা," "সহস্রমূলী," "আখুপর্ণিকা"। রেচকের—"মলস্রাবী," "বীজরেচক"।

বর্ণন—দন্তী ক্ষুদ্রগুল্ম। অধোদেশস্থ পত্র—বৃহৎ, চৌড়া, গোলাকার; অগ্রভাগের পত্র ক্ষুদ্রতর ও সূক্ষ্মাগ্র। পত্রপ্রান্ত করাতদন্তিত বা ৩ ভাগে চিরিত। পত্রপৃষ্ঠোদর ও কোমল শাখাগ্র, শুভ্র, ক্ষুদ্র, ঘনরোমব্যাপ্ত। পুষ্প—পুষ্পদণ্ডস্থিত, পুষ্পদণ্ড, পত্রকক্ষ হইতে নির্গত, পত্রবৃন্তাপেক্ষা হ্রস্বতর। স্ত্রী ও পুংপুষ্প প্রায়ই পৃথক্ পুষ্পদণ্ডেস্থিত, পুংপুষ্পধারী পুষ্পদণ্ড স্ত্রীপুষ্পবহ পুষ্পদণ্ডাপেক্ষা দীর্ঘতর। ফলধারী হইলে বক্রভাবে অধোলম্বিত থাকে। পুষ্প অতি ক্ষুদ্র, পীতাভ। ফল—গভীরভাবে ভাগত্রয়ে চিহ্নিত, অতি সূক্ষ্ম রোমাবৃত। বীজসংখ্যা—৩। পুষ্পকাল—ফাল্গুন, চৈত্র। দ্রবন্তী—"আখু-পর্ণিকা," "শতমূলিকা" ও "সহস্রমূলী" দন্তী। দৃঢ়বল বলিয়াছেন ইহার মূলগুলি "স্থিরানি-বহলানি হস্তিদন্তপ্রকারানি এবং শ্যাবতাম্রানি"। বৈদ্যকশব্দসিন্ধু সঙ্কলয়িতা দ্রবন্তীকে বুড়িগুয়াপান বলিয়াছেন। দ্রবন্তী বুড়িগুয়াপান নহে। বৃহদ্দন্তী উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইলেও বঙ্গে ইহা তাদৃশ সুলভ ও সুপরিচিত নহে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, বীজ, তৈল—দন্তী ও দ্রবন্তীর মূল এবং তৈলই আকরে বিরেচনার্থ ব্যবহৃত হইতে দেখি, বীজের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চরক হস্তিদন্তীকে (দ্রবন্তী) মূলিনীবর্গে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ১ অঃ)। দূষ্যোদরের চিকিৎসায় দন্তীদ্রবন্তীর তৈল ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন। সুশ্রুত সংশোধন সংশমনীয় অধ্যায়োক্ত ও অধোভাগহর-বর্গে দন্তীদ্রবন্তী পাঠ করিয়া "তত্র তিল্বকপূর্ব্বানাং মূলানি" বাক্যে দন্তী দ্রবন্তীর মূলেরই বিরেচকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এবং তৈলবর্গে (সূঃ ৪৫ অঃ) দন্তী দ্রবন্তী তৈল অধো-ভাগহর কথিত হইয়াছে। দন্তী ও দ্রবন্তীর মূল অসংস্কৃতাবস্থায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। দৃঢ়বল দন্তীদ্রবন্তী মূলের সংস্কার সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—সারবান্, পুষ্ট, হস্তি-দন্ততুল্য এবং শ্যাবতাম্রবর্ণ দন্তীদ্রবন্তীর মূলসংগ্রহ করিবে। উত্তমরূপ ধৌত করিয়া মূল গুলিতে পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু মাখাইয়া কুশপুটে স্থাপনপূর্ব্বক মৃত্তিকার লেপ দিয়া অগ্নিপক্ক করিবে। অতঃপর নিষ্কাশিত করিয়া ধৌত করিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিবে। অগ্নি

ও রৌদ্র দন্তীদ্রবন্তীর বিকাশিতা নষ্ট করে। যে বস্তু অপকাবস্থাতেই সকল শরীর ব্যাপ্ত হইয়া ধাতুশৈথিল্য জন্মায় তাহাকে বিকাশী বলে। বীজ—ধন্বন্তরি ও নরহরি দন্তী-বীজের গুণপর্য্যায়ের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা নিঘণ্টু দ্বয়ের মতে দন্তীবীজ, দ্রবন্তী-বীজ নহে, রেচক ও জয়পাল ইহার পর্য্যায়। ভাবমিশ্র—লঘুদন্তী ও বৃহদ্দন্তী উভয়েরই ফলের গুণোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু "জয়পালে দন্তবীজং বিখ্যাতং তিন্তিরীফলম্" বাক্যে বৃহদ্দন্তী অর্থাৎ দ্রবন্তীর বীজকেই দন্তীবীজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জয়পাল শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়াছে—পূর্ব্বে রেচক ও জয়পাল শব্দে দন্তীর বীজ ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে জয়পাল বৃক্ষের বীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী গ্রন্থে দন্তীবীজ হইতে জয়পালকে পৃথক্ করিবার জন্য বা দন্তীর সহিত জয়পালের সম্পর্ক সর্ব্বথা নিরাকরণার্থ জয়পালের দন্তী সম্পর্কীয় যাবতীয় পর্য্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, অতএব আমরা রাজবল্লভে জয়পালবীজার্থে "কানক" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। মাত্রা—১—২ বীজ। মূলকল্ক ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে দন্তী ও দ্রবন্তীর ব্যবহার।

চরক—অর্শে দন্তীপত্র—যমকে (ঘৃত ও তিল তৈল সমভাগে মিশ্রিত) উত্তমরূপ ভৃষ্ট দন্তীপত্র দধির সরের সহিত অর্শোরোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) দূষ্যোদরে দন্তীদ্রবন্তী তৈল—দন্তী ও দ্রবন্তীর ফলজাত তৈল দূষ্যোদরে হিতকর। (চিঃ ১৮ অঃ)। (৩) পাণ্ডুরোগে দন্তীমূল ও ফল—চারিপল দন্তীমূলের রস এবং ঘৃত-চতুর্থাংশ অপক্ক দন্তীফল কল্কদ্বারা যথাবিধি পক্ক ঘৃত পান করিলে প্লীহা, পাণ্ডু ও শোথ জয় করা যায়। (চিঃ ২০ অঃ)। (৪) কামলায় দন্তীমূল—দন্তীমূলত্বক্ পুরাতন ইক্ষুগুড়সহ শীতল জলযোগে পান করিলে কামলা প্রশমিত হয়। (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) গুল্মোদরে দন্তীমূল—যথোক্তরূপ সংস্কৃত দন্তী বা দ্রবন্তীমূল যোগ্য মাত্রায় দধি, তক্রাদির সহিত সেবন করিলে দোষদ্বারা অতিস্থির গুল্মোদরী স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে। (কল্প ১২ অঃ)। (৬) বিরেচনার্থ দন্তীমূলকল্ক—ইক্ষুদণ্ডকে চিরিয়া উহাতে দন্তীকল্ক লেপন করিয়া রজ্জু দ্বারা সংযোজিত করিয়া অগ্নিপক্ক করিবে। এই ইক্ষুরস পান করিলে সুখে বিরেচন হয়। (কল্পঃ ১২ অঃ)। (৭) পক্কশোথপ্রভেদনে দন্তী—দন্তীমূলত্বকের প্রলেপ পক্ক স্ফোটক বিদীর্ণ করিতে পারে। (চিঃ ১৩ অঃ)।

চক্রদত্ত—কৃমিরোগে দ্রবন্তীপত্র—বৃহদ্দন্তীর কোমলপত্রসহ পিষ্ট যবচূর্ণের (সুক্রান্ত টীকাকৃতের মতে) কিংবা তণ্ডুলের (নিশ্চল মতে) পিষ্টকভোজন পূর্ব্বক পশ্চাৎ কাঁজি পান করিলে কৃমি বিনষ্ট হয়। (কৃমি চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, ভেদনীয় এবং কৃমিঘ্নবর্গে দ্রবন্তী এবং সুশ্রুত শ্যামাদিবর্গে দন্তী পাঠ করিয়াছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি বৈদ্যকোক্ত রেচক ও জয়পাল শব্দের অর্থ

দন্তীর বা দ্রবন্তীর বীজ, কিন্তু এক্ষণে বৈদ্যগণ জয়পাল স্থলে জয়পাল বৃক্ষের (Croton Tiglium) বীজ ব্যবহার করেন। অতএব পরিচয়ার্থ এস্থলে জয়পালবৃক্ষ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। ইহা উচ্চবৃক্ষ ; পত্রাংশ বৃন্তসন্নিধানে গোড়া, অগ্রভাগে অপ্রশস্ত, মধ্য-পর্শুকা কর্তৃক অসমানভাগে বিভক্ত। অতি কোমল পত্র হরিদাভ সিন্দূরবর্ণ, পরিণত পত্র হরিদ্বর্ণ, অতি ক্ষুদ্র, উত্থিত রোমব্যাপ্ত, পত্রবৃন্তপার্শ্বে দুইটী মসৃণ কলায়াকৃতি অর্ব্বুদ আছে। পত্রপ্রান্ত অতিসূক্ষ্মরূপে দন্তিত, দন্তাগ্রভাগ পত্রাগ্রাভিমুখী। পত্রবৃন্ত নাতিদীর্ঘ ও রেখাঙ্কিত। পুষ্প নগ্ন অর্থাৎ দলহীন, পুংপুষ্প, পুষ্পদণ্ডের উপরি এবং স্ত্রীপুষ্প নিম্নে থাকে। পুংপুষ্প বহু, স্ত্রীপুষ্প অল্প ও দীর্ঘতর। ইহার বীজ দন্তী দ্রবন্তীর বীজাপেক্ষা তীব্রতর বিরেচক। জয়পাল বীজ শোধন পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। শোধনপ্রণালী —"জেপালং নিস্তুষং কৃত্বা দুগ্ধে দোলাযুতে পচেৎ। অন্তর্জিহ্বাং পরিত্যজ্য যুঞ্জীয়াদ্রসকর্ম্মণি"। জয়পাল বীজ দ্বিধা বিভক্ত করিলে দলদ্বয়ের মধ্যে যে পত্রাকৃতি বস্তু থাকে তাহাই অন্তর্জিহ্বা। অন্তর্জিহ্বাবর্জ্জিত জয়পাল বীজ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়।

Constituents *of B. Montanum*—The root contains resin and starch.

Actions and uses.—The root is purgative, often used with aromatics in constipation with flatulence, and in anasarca and jaundice. The seeds are drastic purgative and given with trikatu and tankana khara, &c. Dose 1 to 3 grs. (R. N. Khory—Part II., p. 539).

Constituents *of Croton Tiglium*—The entire seed contains expressed or fixed oil—oleum crotonis, 30 to 40 p. c., and the kernel alone contains the oil 50 to 70 p.c. ; proteids albumin, &c.

Actions and uses.—The seeds are never used until the testa and embryo are removed, and the kernel boiled in milk. It is a powerful drastic cathartic and the rubefacient. The oil is highly irritant. Applied to the skin it pustulates, leaving unsightly scab. In small doses as a cathertic it acts promptly, producing copious watery stools. In large doses it causes vomiting and produce gastritis ; it also irritates the intestinal glands as well as setting up inflammation of the intestinal mucous membrane and giving rise to increased peristalsis. The addition of an alkali increases hypercatharsis where prompt derivative action is desired, with speedy discharge of alvine evacuations and lowering of blood pressure It is given in apoplexy, mania, coma, intestinal obstruction, paralysis, dropsy and constipation. It should not be given in inflammation of the stomach or intestines or if any organic obstruction exists. It may be used where bulky doses can not be taken. In persons who refuse to take purgatives, the oil may be dropped upon

the tongue with benefit. The seeds and the oil are especially used in fever, constipation, intestinal worms, anasarca, ascites, dropsy, enlargement of the abdominal viscera, tymponitis, colic, calculous affections and gout. Externally as a vesicant it is applied to the scalp in acute cerebral diseases, to the cord in spinal meningitis, to the chest in chronic bronchitis, and to the throat in laryngitis. Its liniment is used as a powerful counter-irritant in neuralgia, sciatica, ovaritis, gout, glandular swellings, chronic articular rheumatism, pulmonary diseases as bronchitis, pleurisy and tinca tonsurans of the scalp. (R. N. Khory,—Part II., p. 542).

নব্যমত—দন্তীমূল রেচক। অন্যান্য সুগন্ধি ভেষজসহ ইহা উদরাধ্মানসনাথ কোষ্ঠবদ্ধ, অগভীর শোথ এবং কামলারোগে সেব্য। দন্তীবীজ অতিরেচক—½—১ পাই মাত্রায়, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ প্রভৃতির সহিত সেব্য। (আর্, এন্, কোরি—২য় খণ্ড, ৫৩৯ পৃঃ)।

জয়পাল বীজের ত্বক্ এবং বীজ দ্বিধা ছেদন করিলে মধ্যে যে পত্রাকৃতি ক্ষুদ্র পাৎলা বস্তু থাকে তাহা নিষ্কাশিত এবং দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জয়পালবীজ, অপ্রতিহত তীব্রবিরেচক, পিষ্টবীজের প্রলেপ ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক। জয়পালের তৈল অতিউত্তেজক। প্রলিপ্ত হইলে ত্বকে ফোস্কা পড়ে, ফোস্কার ক্ষতের উপরি যে মাম্‌ড়ি পড়ে তাহা নিতান্ত বিকটদর্শন। অল্প মাত্রায় সেবিত হইলে সত্বর জলবৎ প্রচুর মলস্রাব হয়। অধিক মাত্রায় ভক্ষণ করিলে, বমন, পাকস্থালীর প্রদাহ, অন্ত্রস্থিত গ্রন্থিগণের (glands) উত্তেজন, অন্ত্রের শ্লেষ্মধরাকলায় (mucus membrane) প্রদাহ এবং অন্ত্রের "পেরিস্‌ট্যাল্‌টিক্ মুভ্‌মেণ্ট" (যে বিচিত্র গতির বলে অন্ত্রস্থিত বস্তু ক্রমশঃ লুঠিত হইয়া বহির্গত হয়) বর্দ্ধিত হয়। ক্ষার সংযুক্ত হইলে ইহার ত্বরিত রেচনী শক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহা অপস্মার, মনোবিকার, জ্ঞানহীন ও হিমাঙ্গ অবস্থায় (coma), উদাবর্ত্ত, পক্ষাঘাত, শোথ এবং কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাকস্থালী কিংবা অন্ত্রের প্রদাহ বা কোন যান্ত্রিক বিবদ্ধ (organic obstruction) বিদ্যমান থাকিলে ইহা সেবন করা উচিত নহে। যে রোগী ভূরি ঔষধ সেবনের অনুপযুক্ত, তথায় ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। যে রোগী রেচক ঔষধ ব্যবহারে অসম্মত তাহার জিহ্বায় কএক বিন্দু জয়পালের তৈল লাগাইয়া দিলে ফললাভ হয়। বীজ এবং তৈল বহুরোগে প্রযোজ্য হইলেও জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রিমি, অগভীর শোথ, উদররোগ, শোথ, প্লীহযকৃৎবিবৃদ্ধি, উদরাধ্মান, শূল, অশ্মরী শর্করা এবং বাতরোগে বিশেষতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজের প্রলেপ বা তৈলের অভ্যঙ্গ, শিরোদেশে তরুণ শিরোরোগ বিশেষে (cerebral diseases), পৃষ্ঠবংশের পীড়া বিশেষে (spinal meningitis) মেরুদণ্ডে, পুরাণ কাসরোগে বক্ষোদেশে এবং স্বরযন্ত্রের

প্রদাহে (leryngitis) কণ্ঠে ব্যবস্থা করিবে। ইহার লিনিমেণ্ট, নিউর‍্যালজিয়া, গৃধ্রসী (sciatica), "ওভেরির" প্রদাহ, বাত, প্লীহস্ফীতি, বিবিধ বক্ষোরোগ, ও পুরাণ সন্ধিগতবাত রোগে হিতকর।

দাড়িম—दाड़िमः।

दाड़िमः—Punica Granatum.

तद्भेदाः—"द्विविधं तच्च विज्ञेयं मधुरञ्चाम्लमेव च" (ध: नि:)। "तत्फलं त्रिविधं स्वादु स्वाद्वम्लं केवलाम्लकम्" (भावप्रकाशः)।

अन्वर्थसंज्ञा—"नीलपत्रः," "लोहितपुष्पकः," "स्वाद्वम्लः," "रक्तबीजः," "दन्तबीजः," "मधुबीजः," "मणिबीजः," "सुफलः," "कुचफलः," "वृत्तफलः," "वल्कफलः," "शुकवल्लभः"।

अम्लं कषायमधुरं वातघ्नं ग्राहिदीपनम। स्निग्धोष्णं दाड़िमं हृद्यं कफपित्ताविरोधि च। रुक्षाम्लं दाड़िमं यत्तु तत् पित्तानिलकोपनम्। मधुरं पित्तनुत्तेषां तद्धि दाड़िममुत्तमम्। (चरकः—फ: व: सू: २७ अ:)॥ कषायानुरसं तेषां दाड़िमं नातिपित्तलम्। दीपनीयं रुचिकरं हृद्यं वर्चो विबन्धनं। द्विविधं तत्तु विज्ञेयं मधुरं चाम्लमेव च। त्रिदोषघ्नन्तु मधुरमम्लं वातकफापहं। सुश्रुतः। (सू: ४६ अ:)।

स्निग्धोष्णं दाड़िमं हृद्यं कफपित्तविरोधि च। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। दाड़िमं मधुराम्लकषायं कासवातकफपित्तविनाशि। ग्राहि दीपनकरं च लघूष्णं शीतलं श्रमहरं रुचिदायि। तत्र वातकफहारि किलाम्लं तापहारि मधुरं लघु पथ्यम्। धन्वान्तरी—अम्लं कषायं मधुरं वातघ्नं ग्राहि दीपनम्। राजनिघण्टुः।

तत्तु स्वादु त्रिदोषघ्नं तृड्दाहज्वरनाशनम्। हृत्कण्ठमुखरोगघ्नं तर्पणं शुक्रलं लघु। कषायानुरसं ग्राहि स्निग्धं मेधाबलावहम्। स्वाद्वम्लं

दीपनं रुच्यं किञ्चित्पित्तकरं लघु। अम्लन्तु पित्तजनकमम्लं वातकफापहम्। भावप्रकाशः।

दाड़िमं हृद्यमजीर्णं वातघ्नं ग्राहि दीपनम्। कषायानुरसं प्रोक्तं कफपित्तविरोधि च। मधुरन्तु त्रिदोषघ्न मम्लं वातकफापहम्। ज्वरघ्नं दीपनं पथ्यं पाके लघुस्त्रिदोषनम्। राजवल्लभः।

क्षणात् प्रवृत्ते रुधिरे दाड़िमपुष्परसः—"* तथा दाड़िमपुष्पतोयम्" (चिः ५ अः)। (२) रक्तार्शःसु दाड़िमत्वक्—"* स्निग्धरक्तसंग्रहणः त्वग्दाड़िमस्य तद्वत्"। (चिः ८ अः)। चरकः।

मुखप्रवृत्ते रुधिरे दाड़िमफलत्वक्—"दाड़िमस्य फलत्वग्वा चूर्णं लिह्यात् सितायुतम्" (चिः ११ अः)। (२) चलितगर्भे दाड़िमपत्रम्-"पञ्चमे मासि चलिते गर्भे दाड़िमीपत्राणि चन्दनं दधि मधु च पाययेत्" (चिः ४९ अः)। हारीतः।

सरक्ते अतिसारे दाड़िमत्वक्—"कषायो मधुना पीतस्त्वचो दाड़िमवत्सकात्। सद्यो जयेदतीसारं सरक्तं दुर्निवारकम्"। (अतिसार—चिः)। (२) अरोचके दाड़िमफलरसः—"विट्चूर्णमधुसंयुक्तो रसो दाड़िमसम्भवः। असाध्यमपि संहन्यादरुचिं वक्त्रधारितः" (अरोचक—चिः)। (३) उपदंशे दाड़िमत्वक्—"* दाड़िमत्वग्भवेन वा। गुण्ठनं * उपदंशहरं परम्"। (उपदंश—चिः)। चक्रदत्तः।

ज्वरकृते आस्यवैरस्ये दाड़िमवीजः—"शर्करादाड़िमाभ्याञ्च द्राक्षादाड़िमयोस्तथा। वैरस्ये धारयेत् कल्कं गण्डूषञ्च तथाहितम्"। (ज्वर—चिः)। (२) रक्तातिसारे दाड़िमवीजरसः—"कुटजस्य पलं ग्राह्य मष्टभागे जले शृतम्। तथैव विपचेद्भूयो दाड़िमोदकसंयुतम्। यावच्च दर्विकाभासं शृतं तमुपकल्पयेत्। तस्यार्द्धकर्षं तक्रेण पिवेद्रक्तातिसारवान्। अवश्यमरणीयोऽपि मृत्योर्याति न गोचरम्। कुटजत्वक्तुल्योऽत्र दाड़िमस्य रसो मतः"। वङ्गसेनः।

রক্তাতিসারে দাড়িমমজ্জাট্বক্—"বৎসকত্বগ্দাড়িমমজ্জাট্বক্‌-সম্ভবাৎ ত্বক্ চ। ত্বগ্যুগলং পলমানং বিপচেদষ্টাংশশিষ্টে তোয়ে। অষ্টমভাগশিষ্টং ক্বাথং মধুনা পিবেৎ পুরুষঃ। রক্তাতীসারং সুদুস্তরমতিশয়িতং নাশয়েন্নিয়তম্"। (অতিসার—চিঃ)। (২) আমি অজীর্ণে * অম্ল-দাড়িমং বা। আমিষ্বজীর্ণেষু গুদাময়েষু বর্চোবিবন্ধেষু চ নিত্যমদ্যাৎ"। (অজীর্ণ—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

দাড়িমের ভাষানাম—বাঃ—ডালিম। হিঃ—অনার। মঃ—ডাঠিঁম্ব। গুঃ—দাড়মব। বঃ—দালিম্ব। তৈঃ—ডানিম্মচেট্টু, দালিম্বকায়া। তাঃ—মাদলই চেহেড্ডি। উঃ—দালিম্ব। ফাঃ—অনারতুরস্, অনারসীরী। অঃ—রুমানহামীজ, রুমানুহলু।

দাড়িমের অন্বর্থসংজ্ঞা—"নীলপত্র," "লোহিত পুষ্পক," "রক্তবীজ," "দন্তবীজ," "মধুবীজ," "মণিবীজ," "সুফল," "কুচফল," "বৃত্তফল," "বক্কল," "শুকবল্লভ"।

দাড়িমের ভেদ—দাড়িম তিন প্রকার—কেবলমধুর, অম্লমধুর ও অম্ল। কলিকাতার বাজারে "পাটনাই দাড়িম" নামে যাহা বিক্রীত হইয়া থাকে তাহা প্রায়ই অম্ল-মধুর তন্মধ্যে কেবলমধুর কচিৎ দৃষ্ট হয়। বঙ্গের প্রায় গৃহে গৃহে যে দাড়িমের বৃক্ষ দেখা যায় তৎফল অম্ল।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বৃক্ষত্বক্, আমফল, ফলত্বক্, পত্র, পুষ্প, বীজ স্বরস।

বৈদ্যকে দাড়িমের ব্যবহার।

চরক—ঘ্রাণপ্রবৃত্তরুধিরে দাড়িমপুষ্পরস—দাড়িমপুষ্পরসের নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) রক্তার্শে দাড়িমত্বক্—দাড়িম বৃক্ষত্বকের ক্বাথ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে পান করিলে অর্শোরোগীর রক্তস্রাব বিনাশ পায়। (চিঃ ৯ অঃ)।

হারীত—মুখপ্রবৃত্তরুধিরে দাড়িমফলত্বক্—দাড়িমফলত্বকচূর্ণ চিনির সহিত লেহন করিলে, মুখ হইতে রক্তপাত প্রশমিত হয়। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) চলিতগর্ভে দাড়িমপত্র—যে নারী অস্থিরগর্ভা অর্থাৎ যাহার প্রায়ই গর্ভস্রাব হয় তাহার গর্ভস্রাবাশঙ্কা নিবারণার্থ তাহাকে পঞ্চম মাসে পিষ্টদাড়িমপত্র ও শ্বেতচন্দন, দধি ও মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া পান করাইবে। (চিঃ ৪৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—সরক্ত অতিসারে দাড়িমত্বক্—কুটজ ও দাড়িমবৃক্ষ ত্বকের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধুযোগে পান করিলে, সরক্ত দুর্নিবার অতিসার জয় করা যায়। (অতিসার—চিঃ)। (২) অরোচকে দাড়িমফলরস—দাড়িমের ফলরস বিট্‌লবণ ও মধুযোগে মুখে ধারণ করিলে অসাধ্য অরুচিও প্রশমিত হইয়া থাকে। (অরোচক—চিঃ)। (৩) উপদংশে দাড়িম-বৃক্ষত্বক্—দাড়িমবৃক্ষ ত্বকের চূর্ণদ্বারা উপদংশক্ষত অবধূলিত করিলে ক্ষত রোপণ হইয়া থাকে। (উপদংশ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—জ্বরকৃত মুখবিরসতায় দাড়িমবীজ—চিনিসহ পিষ্ট দাড়িমবীজ কিংবা শর্করা মিশ্রিত দাড়িমফলরস, কিস্‌মিস ও দাড়িমবীজ কল্ক কিংবা পিষ্ট কিস্‌মিস দাড়িম ফলের রসে তরল করিয়া মুখে ধারণ বা গণ্ডূষ করিলে জ্বররোগীর মুখবিরসতা বিনষ্ট হয়। (জ্বর—চিঃ)। (২) রক্তাতিসারে দাড়িমবীজস্বরস—কুট্টিত আর্দ্র কুটজের ত্বক্ ৮ তোলা ৬৪ তোলা জলে পাক করিয়া ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিবে। ইহাতে ১৬ তোলা দাড়িমফল রস মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিবে। গুড়ের মত গাঢ় হইলে নামাইবে। এই ফাণিতাকার বস্তু ১ তোলা সেবন করিলে মৃত্যুমুখে পতিত রক্তাতিসারীও জীবনলাভ করিবে।

ভাবপ্রকাশ—রক্তাতিসারে কোমল দাড়িমফল—আর্দ্র কুট্টিত কুটজত্বক্ ৪ তোলা কাঁচা দাড়িমফলের খোসা ৪ তোলা—৬৪ তোলা জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে প্রবল রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায়। (অতিসার—চিঃ)। (২) আমাজীর্ণে দাড়িমফল—সুপিষ্ট দাড়িমফল পুরাণ গুড়ের সহিত ভোজন করিলে আমাজীর্ণ প্রশমিত হয়। ইহা অর্শঃ প্রভৃতি গুহ্যরোগ এবং কোষ্ঠবদ্ধে প্রশস্ত। (অজীর্ণ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, স্বশ্রুত, ছর্দ্দিনিগ্রহণ এবং শ্রমহরবর্গে দাড়িম পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—The bark contains tannin and punico tannic acid 22 p.c., mannit, sugar, gum, pectin, ash 15 p.c., an active liquid, alkaloid pelletierine and isopelletierine and two inactive alkoloids.

Therapeutics.—The juice is given in dyspepsia and fevers; flowers and rind of the fruit mixed with aromatics and astringents such as cloves, cinnamon, coriander, pepper, &c, are given in chronic diarrhœa of children and in chronic dysentery unaccompanied tenesmus The juice of the flowers with durva root juice (cynodon dactylon) is used to stop bleeding from the nose. The decoction of root-bark is vermifuge and is used for expelling tape worms. (R. N. Khory, Part II., p. 278.

"Besides using the flowers and rind in a variety of ways on account of their astringency, they recommend the root bark as being the most astringent part of the plant, and a perfect specific in cases of tape-worms; it is given, in decoction, prepared with two ounces of fresh bark, boiled in a pint and a half of water till but three quarters of a pint remain; of this when cold a wine glassful may be drunk every half hour, till the whole is taken. This dose sometimes sickens the stomach a little, but seldom fails to destroy the worm, which is soon after passed." (Dymock, Part II., p. 45).

নব্যমত—দাড়িমের রস গ্রহণী ও জ্বর বিশেষে সেব্য। দাড়িমের খোসা ও ফুল বৈজত্রী, দারুচিনি, ধনে, মরিচ প্রভৃতি সহ শিশুর দীর্ঘকালের অতিসার এবং রক্তাতিসারে কুন্থন বিদ্যমান না থাকিলে প্রযোজ্য। দূর্ব্বাঘাসের রসে দাড়িম্বপুষ্প পেষণপূর্ব্বক নস্ত করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। মূলত্বকের কাথ কৃমিঘ্ন, অন্ত্র হইতে ফিতার মত কৃমি পাতনার্থ ইহার কাথ সেবিত হইয়া থাকে। (আর্, এন্ কোরি, ২য় খণ্ড, ২১৮ পৃঃ)।

ডিমক্ বলেন ২ ঔন্স (প্রায় এক ছটাক) দাড়িম মূলত্বক দেড় পাইট (প্রায় ৯ ছটাক) জলে সিদ্ধ করিয়া ৪½ ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে মদ্যপানের গ্লাসের এক গ্লাস করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সমস্তটুকু পান করিবে। এই মাত্রায় পান করিলে কদাচিৎ উদরের দোষ ঘটিয়া থাকে বটে কিন্তু, কৃমিবিনাশ ও পাতন পক্ষে ইহার শক্তি প্রায় অব্যর্থ। (ডিমক্ ২য় খণ্ড, ৪৫ পৃঃ)।

দারুহরিদ্রা—दारुहरिद्रा।

दारुहरिद्रा, दार्वी, कटङ्कटेरी—Berberis Asiatica, B. Aristata.

अन्वर्थसंज्ञा—"पीतदारु," "शिररागा"।

तिक्ता दारुहरिद्रा स्यादुष्णा व्रणमेहजित्। कर्णनेत्रमुखोद्भूतां रुजं कण्डूञ्च नाशयेत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

तिक्ता दारुहरिद्रा तु कटूष्णा व्रणमेहनुत्। कण्डूविसर्पत्वग्दोषविष-कर्णाक्षिदोषनुत्। राजनिघण्टुः।

एणोष्णा कटुका तिक्ता नेत्रकर्णास्यरोगनुत्। * मेहकण्डूविसर्पघ्नी त्वग्दोषव्रणनाशनी। विषघ्नी स्वेदनी पित्तकफशोथविनाशनी। भावप्रकाशः।

* दार्व्वी विशेषेण कफाभिष्यन्दनाशनी। राजवल्लभः।

दार्वीक्वाथसमुद्भवस्य रसाञ्जनस्य गुणाः—रसाञ्जनं हिमं तिक्तं रक्तपित्तकफापहम्। हिध्माश्वासहरं वर्ण्यं मुखरोगविनाशनम्। रसाञ्जनं रसे वीर्य्ये चक्षुष्यं तिक्तकं कटु। रक्तपित्तविषच्छर्द्दि हिक्काघ्नं हृत्प्रसादनम्। अन्यच्च—रसाञ्जनञ्च पीताभं विषवक्त्रगदापहम्। श्वासहिध्माहरं वर्ण्यं वातपित्तास्रनाशनम्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः। * तत् नेत्रयोः परमं हितम्। रसाञ्जनं कटुश्लेष्मविषनेत्रविकारनुत्। उष्णं रसायनं तिक्तं छेदनं व्रणदोषहृत्। भावप्रकाशः।

व्रणरोपणार्थं दार्व्वीमूलत्वक्—"दार्व्वीत्वचश्च कल्केन प्रधानं व्रणरोपणम्" (चिः १३ अः)। चरकः।

पिष्टमेहे दारुहरिद्रा—"पिष्टमेहिनं हरिद्रादारुहरिद्राकषायं (पाययेत्)" (चिः ११ अः)। सुश्रुतः।

श्लेष्मिके व्रणे दारुहरिद्रा—"गोमूत्रेण पिबेत् कल्कं श्लेष्मिके पीतदारुजम्"। (चिः १३ अः)। (२) सर्व्वदोषप्रकुपिते नेत्रे दारुहरिद्रा—"षोड़शभिः सलिलपलैः पलं तथैकं कटङ्कटेर्य्याः सिद्धम्। सेकोऽष्टभागावशिष्टः क्षौद्रयुतः सर्व्वदोषप्रकुपिते नेत्रे"। (उः १६ अः)। वाग्भटः।

मुखरोगासृग्दरनाड़ीव्रणेषु दार्वीरसक्रिया—"स्वरसः क्वथितो दार्व्या घनीभूतो रसक्रिया। सक्षौद्रा मुखरोगासृग्दोषनाड़ीव्रणापहा"। (कर्णरोग—चिः)। (२) कामलायां दार्वीरसः * दार्व्या निम्बस्य वा रसः। प्रातर्माक्षिकसंयुक्तः शीलितः कामलापहः"। (पाण्डु—चिः)। चक्रदत्तः।

দারুহরিদ্রার ভাষানাম—বাঃ—দারুহরিদ্রা। হিঃ—দারুহলদি। মঃ—দারু-হঠ্ঠেদ। গুঃ—দারুহলদর। কঃ—মরদর্শিনা। তৈঃ—মনিপশুপু। তাঃ—মরমঞ্জল। কাঃ—দারচোব। অঃ—দারহলদ্।

অন্বর্থসংজ্ঞা—"পীতদারু," "স্থিররাগা"।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্, কাষ্ঠ। কাষ্ঠ বর্ণে পীত, স্বাদে তিক্ত ও কষায়। মাত্রা—মূলত্বক্স্বরস ½—১ তোলা। কাষ্ঠকাথ—৫—১০ তোলা। ঘনীভূত কাথ (রসাঞ্জন) ½ আনা—২ আনা।

বর্ণন—দারুহরিদ্রা পর্ব্বতজাত গুল্ম। গুল্মের মূল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কাণ্ড নির্গত হয়—এই সমস্ত কাণ্ড প্রায়ই এক পার্শ্বে অবনত হইয়া থাকে। শাখাগুলি বিস্তৃত এবং ভূমির দিকে আনত। কোমল শাখার গাত্র কোণান্বিত এবং বন্ধুর। পুরাণ ত্বক্ উপরি পাণ্ডটে রঙের, অভ্যন্তরে পীত; কাষ্ঠও পীতবর্ণ। ৬।৭ বৎসরের দারুহরিদ্রা গুল্ম ৪।৫ হস্তের অধিক উচ্চ হয় না। পত্র—কঠিন, শিরাবন্ধুর, ক্ষুদ্রবৃন্তযুক্ত, পত্রপ্রান্ত কণ্টকাকৃতি দন্তযুক্ত। পুষ্প—বৃহৎ, পীতবর্ণ। দল ছয়টী দুই থাকে সজ্জিত। ফল—ঘোর পাটলবর্ণ, অভ্যন্তরে রক্তবর্ণ, অম্লাস্বাদ এবং কষায় ফলশস্ত দৃষ্ট হয়। যাহে যাহাকে মালঞ্চ ফুলের গাছ বলে কোচবিহারের লোকে তাহাই "দারুহলদি" ভ্রমে ব্যবহার করে। মালঞ্চফুলের গাছের কাষ্ঠ বিশেষতঃ মূল পীতবর্ণ, ইহার মূলের রঙ্গে কোচবিহারের লোকে বস্ত্রাদি বয়নের সূতা রঞ্জিত করে।

বৈদ্যকে দারুহরিদ্রার ব্যবহার।

চরক—ব্রণরোপণার্থ দারুহরিদ্রামূলত্বক্—দারুহরিদ্রার মূলত্বকের কল্কযোগে যথাবিধি পক্ক তৈল সেচন করিলে ব্রণরোপণ হয় অর্থাৎ ক্ষত পুরিয়া উঠে। (চিঃ ১০ অঃ)।

সুশ্রুত—পিষ্টমেহে দারুহরিদ্রা—হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রা কাষ্ঠের কাথ, পিষ্ট মেহীকে সেবন করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)।

বাগ্‌ভট—শ্লৈষ্মিকবৃদ্ধিরোগে দারুহরিদ্রা—যাহার কফজ বৃদ্ধিরোগ হইয়াছে তাহাকে গোমূত্রপিষ্ট দারুহরিদ্রা পান করাইবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) সর্ব্বদোষপ্রকোপজ-নেত্ররোগে দারুহরিদ্রা—৮ তোলা দারুহরিদ্রা /২ দুই সের জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিবে। এই কাথ মধুযোগে চক্ষুতে সেচন করিলে সর্ব্বদোষজ নেত্রের লৌহিত্য, ব্যথা, স্ফীতি, জলস্রাব ও ক্লেদস্রাব নিবৃত্তি পায়। (উঃ ১৬ অঃ)।

চক্রদত্ত—মুখরোগ, রক্তপ্রদর ও নাড়ীব্রণে দার্ব্বীস্বরসরসক্রিয়া—দারুহরিদ্রার মূলত্বকের স্বরস ঘনীভূত না হওয়া পর্যান্ত জ্বাল দিবে। এই রসক্রিয়া (ঘনীভূত কাথ বা স্বরস) মুখরোগাদি নাশক। (কণ্ঠরোগ—চিঃ)। (২) কামলায় দার্ব্বীর—দারু-হরিদ্রার ছালের রস মধুযোগে প্রাতঃকালে সেবন করিলে কামলা বিনষ্ট হয়। (পাণ্ডু—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, লেখনীয় এবং কণ্ডুঘ্নবর্গে দারুহরিদ্রা পাঠ করিয়াছেন। বিভিন্ন তিনটী বস্তু বৈদ্যকে রসাঞ্জন শব্দে অভিহিত হয়। (১) পিত্তলধাতুতে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক লোহিত বর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ পিটিলে উহা হইতে যে মল বিক্ষিপ্ত হয় তাহার নাম রসাঞ্জন —যথা—"রীত্যাস্তু ধ্মায়মানায়াং তৎকিট্টং তু রসাঞ্জনম্। তদভাবে তু কর্ত্তব্যঃ দার্ব্বীকাথ সমুদ্ভবম্"। (রাজনিঘণ্টু) (২) যে কৃষ্ণপাষাণাকৃতি ধাতুদ্রব্য স্রোতোঽঞ্জন নামে খ্যাত তাহাও রসাঞ্জন শব্দ বাচ্য। যথা—"রসাঞ্জনং দ্বিবিধং, স্রোতোঽঞ্জনং কৃষ্ণপাষাণাকৃতি ধাতুদ্রব্যং, অন্যৎ দারুহরিদ্রাকাথেন কৃত্রিমং পীতলোহিতম্" (সুশ্রুত টীকায় ডল্বণ)। (৩) দারুহরিদ্রার কাথ সমপরিমিত গোদুগ্ধের সহিত যাবৎ ঘনীভূত না হয় তাবৎ অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাও বৈদ্যকে রসাঞ্জন নামে খ্যাত। যথা—"দার্ব্বীকাথসমং ক্ষীরং দ্বয়ং পক্ত্বা যথাঘনম্। তদা রসাঞ্জনাখ্যং" (ভাবপ্রকাশ)। কিন্তু মেটিরিয়া মেডিকা রচয়িতা ডাঃ উদয়চাঁদ স্বগ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন—রসাঞ্জন অর্থে "রসোৎ"ই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। বঙ্গীয় বৈদ্যগণের নিকট "রসোৎ" অপরিচিতহেতু তাঁহারা রসাঞ্জন শব্দে স্রোতোঽঞ্জন ব্যবহার করেন। রসাঞ্জন শব্দে স্রোতোঽঞ্জনের গ্রহণ অজ্ঞতার সূচক নহে, মতান্তরমাত্র। রক্তপ্রদরের ভূরিস্রাব রোধার্থ রসোৎ সেবন করাইয়া বহুশঃ ফললাভ করা গিয়াছে।

Constituents.—The root and wood contain in great abundance a yellow alkaloid berberine or berberina, oxyacanthine, fat, resin, tannin also berbamine and another alkaloid. The fruit contains malic and citric acids and tannin.

Actions and uses.—The bark and stem—Tonic, diaphoretic, stomachic antiperiodic, and a gentle but certain aperient, used in malarial fevers, diarrhœa, dyspepsia, dysentery, ague, during convalescence from fevers and acute diseases. As an alterative it is used in bilious complaints, torpid liver dropsy and jaundice. With gypsum it is given in metrorrhagia. The berries are cooling and acid and used as refrigerant in febrile diseases, diarrhœa, &c. The extract (Rusot) is an anodyne, tonic and febrifuge internally used like the bark. Externally rusot, mixed with alum, rock salt, chebulic myrabolams and opium, is applied round the orbit in painful affections of the eye, as in black

eye, &c. Mixed with honey it is applied to ulcers in the mouth. It is also applied to relieve pain of cancer and of neuralgia. (R. N. Khory, Part II., p. 34).

নব্যমত—দারুহরিদ্রার ত্বক্‌ ও কাষ্ঠ, বলপ্রদ, ঘর্ম্মকারী, পাচক, জ্বরনিবারক এবং ফলপ্রদ মৃদুরেচক। ইহা ম্যালেরিয়াজ্বর, অতিসার, গ্রহণী, আমরক্তাতিসার, কম্পজ্বর, জ্বর এবং অন্যান্য তরুণ পীড়ার অবসানজাত দৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত হয়। দোষহর (alterative) বলিয়া ইহা, পিত্তবিকার, যকৃদ্দোষ (torpid liver), শোথ এবং কামলারোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজ, অম্ল এবং শীতল, ইহা জ্বর ও অতিসারে ব্যবহৃত হয়। রসোৎ,—বেদনাহর, বল্য ও জ্বরঘ্ন। দারুহরিদ্রার কাষ্ঠ এবং ত্বক্‌ যে যে পীড়ায় প্রয়োজ্য ইহাও তত্তৎ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফটকিরি, সৈন্ধব, হরীতকী এবং অহিফেনের যোগে রসোতের প্রলেপ, "ব্ল্যাক্‌ আই" প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ অক্ষিরোগে অক্ষিগোলকের চতুঃপার্শ্বে প্রলিপ্ত করা হইয়া থাকে। আঘাতাদিহেতু অক্ষি বর্ণান্তরিত হইলে "ব্ল্যাক্‌ আই" বলে। রসোৎ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া মুখের ক্ষতে এবং "ক্যান্সার" ও "নিউর‍্যালজিয়া"র যন্ত্রণা প্রশমনে প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। (আর্‌, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, ৩৪ পৃঃ)।

দুরালভা ও যবাস—दुरालभा यवासश्च।

दुरालभा, दुरालम्भा, धन्वयवासः (मरुद्भवा दुरालभा)—Alhage Camelorum. **यवासः, यासः**—Alhagi Manrorum.

अन्वर्थसंज्ञाः—यवासस्य—"त्रिपर्णिका," "बालकः," "सूक्ष्मपत्रः," "बहुकण्टकः," "विषमकण्टकः," "दीर्घमूलः," "सुदूरमूलः," "विषघ्नः"। दुरालभायाः—"धन्वयासः" (मरुद्भवा दुरालभा), "सूक्ष्मदला," "दुःस्पर्शा," "ताम्रमूली," "अजभक्षा," "उष्ट्रभक्षिका," "करभप्रिया"।

दुरालभा स्वादुशीतातिक्ता दाहविनाशनी। विषमज्वरहृट्‌छर्द्दि-भ्रमोहविनाशिनी। यवासकः स्वादुतिक्तो ज्वरहृद्रक्तपित्तनुत्। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

यवासशर्करा मधुरकषाया तिक्तानुरसा श्लेष्मघ्नी वृष्या चेति। (सुश्रुतः

इक्षुवर्ग:—सू: ४५ अ:)। यवासक्वाथघनीभावात् शर्करा कृता यवासशर्करा .—डल्वण:।

दुरालभा कटुस्तिक्ता सोष्णा क्षाराम्लिका तथा। मधुरा वातपित्तघ्नी ज्वरगुल्मप्रमेहजित्। दुरालभा द्वितीया च शीत्याऽस्रज्वरकुष्ठनुत्। श्वासकासभ्रमघ्नी च पारदे शुद्धिकारिका। यासो मधुरतिक्तोऽसौ शीतः पित्तार्त्तिदाहजित्। बलदोषमक्तृष्णाकफच्छर्दिविसर्पजित्। राजनिघण्टुः।

यासः स्वादुः सरस्तिक्त तुवरः शीतलो लघुः। कफमेदोमदभ्रान्तिपित्तासृक्कुष्ठकासजित्। तृष्णाविसर्पवातास्रवमिज्वरहरः स्मृतः। यवासस्य गुणैस्तुल्या वुधै रुक्ता दुरालभा। भावप्रकाशः।

यासः सरो ज्वरच्छर्दिश्लेष्मपित्तविसर्पजित्। राजवल्लभः।

रक्तपित्ते दुरालभा—"* दुरालभा पर्पटका मृणालम्। पृथक् पृथक् चन्दनयोजितानि। तेनैव कल्पेन हितानि तत्र"। (चि: ४ अ:)। (२) घ्राणात्प्रवृत्ते रुधिरे दुरालभामूलम्—"यवासमूलानि * नस्यम्"। (चि: ४ अ:)। (३) मदात्यये दुरालभा—"दुस्पर्शितेन * शृतं वापि दृषाहोषविपाचनं। एतदेव च पानीयं सर्व्वत्रापि मदात्यये। निरत्ययं पीयमानं पिपासाज्वरनाशनम्" (चि: १२ अ:)। (४) कफजवमने दुरालभा—"दुरालभां वा मधुसम्प्रयुक्तां। लिह्यात् कफच्छर्द्दिविनिग्रहार्थम्"। (चि: २३ अ:)। चरकः।

मूत्राघाते धन्वयासः—"रसं वा धन्वयासस्य"। (चि: ११ अ:)। वाग्भटः।

भ्रमरोगे दुरालभा—"पिबेदुरालभाक्वाथं सघृतं भ्रमशान्तये"। (मूर्च्छा—चि:)। चक्रदत्तः।

দুরালভার ভেদ—ধন্বযাস বা দুরালভা, ক্ষুদ্র দুরালভা এবং যবাস ভেদে যাস তিন প্রকার। নিঘণ্টুকার, দুরালভা বা দুরালম্ভা শব্দ ধন্বযাসের পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। ধন্বযাস শব্দের অর্থ মরুদেশজাত যাস। দুস্পর্শ ইহার পর্য্যায়। ভাবমিশ্র যবাস এবং দুরালভার গুণ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতে দুরালভা শব্দ ধন্বযাসের পর্য্যায় নহে। ভাবপ্রকাশে যাসের পর্য্যায়ে ধন্বযাস পঠিত হইয়াছে এবং সমুদ্রান্তা বোদিনী প্রভৃতি ছয়টী শব্দ দুরালভার পর্য্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং নিঘণ্টুর সহিত বিরোধ হইল। পারস্ত, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি ভূভাগের মরুদেশজাত যাসকে ধন্বযাস বলে। ইহার হিন্দি নাম ধমাসা। আর যাহা গান্ধারদেশে (আফগানিস্থান বিশেষতঃ কান্দাহার) সুলভ তাহার নাম যবাস। ইহার হিন্দি নাম জবাসা। ইহা গঙ্গাতীরভূমিতেও জন্মিয়া থাকে। ভাবমিশ্র দুরালভার পর্য্যায়ে "গান্ধারী" শব্দ পাঠ করিয়াছেন, নরহরি, যবাসের পর্য্যায়ে "গান্ধারী" লিখিয়াছেন। সুতরাং দুরালভা শব্দে নিঘণ্টুমতে ধমাসা এবং ভাবমিশ্রের মতে জবাসা। আমরা দুরালভা শব্দ ধন্বযাসার্থে প্রয়োগ করিয়াছি।

বর্ণন—দুরালভা এবং যবাসের নিঘণ্টুক্ত অন্বর্থ সংজ্ঞাগুলিই উহাদের পরিচয়পক্ষে প্রচুর। দুরালভা—"মরুদ্ভব," "সূক্ষ্মদলা," "তীক্ষ্ণকণ্ট," "তাম্রমূলী," "অজভক্ষ্যা," "উষ্ট্রভক্ষিকা," এবং "করভপ্রিয়া।" যবাস—"গান্ধারী" (গান্ধারদেশজ), "অনক," "সূক্ষ্ম-পত্র," "বহুকণ্টক," "বিষকণ্টক," "দীর্ঘমূল" "সুদূরমূল" ও "বিষম।" দাক্ষিণ আসিয়ার কোন কোন অংশে উষ্ণ রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া তত্রত্য লোকে যবাসের "টাটি" পর্দ্দার মত বাতায়নপথে স্থাপন করে। বসন্তের বারিপাতের পর যবাসক্ষুপ হইতে যে নির্য্যাস ক্ষরিত হইয়া সঞ্চিত হয় তাহার নাম "ম্যানা।" ডিমক্ বলেন কেবল মরুভূমিজ দুরালভা হইতেই ম্যানা নির্গত হইয়া থাকে। রকস্বর্গ বলেন কান্দাহার, মীরাট্ অঞ্চলের যবাস-ক্ষুপ হইতেও ম্যানা সংগৃহীত হইয়া থাকে। কর্ত্তিত যবাসক্ষুপ বস্ত্রোপরি নাড়িলে, উহা হইতে ম্যানা পতিত হয়। ম্যানা দেখিতে শুভ্রবর্ণ রেণুবৎ। বম্বে প্রদেশে ম্যানা তরঞ্জাবীন্ নামে খ্যাত। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে বম্বে নগরে ইহার আমদানী হয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের আর্দ্র বায়ুতে ইহা দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে না, সত্বর জমিয়া চট্‌চটে পিণ্ডাকৃতি প্রাপ্ত হয়। স্বাদ আদৌ মধুর পশ্চাৎ ঈষত্তিক্ত। কর্ত্তিত যবাসক্ষুপ নাড়িয়া ম্যানা পাতিত করিবার পরও ক্ষুপে কিঞ্চিৎ ম্যানা থাকিয়া যায়, এই ক্ষুপ সিদ্ধ করিয়া এক প্রকার শর্করা পাওয়া যায় তাহা অপকৃষ্ট ম্যানা। সুশ্রুত এবং চরক উভয়েই ইক্ষুবর্গে যাসশর্করার উল্লেখ করিয়াছেন। চরক বলেন—"কষায়মধুরা শীতা সতিক্তা যাসশর্করা।" সুশ্রুত বলেন—"যবাসশর্করা মধুরকষায়া তিক্তানুরসা শ্লেষ্মহরী সরাচেতি।" ডিমক বলেন—সংস্কৃতে দুরালভা ক্ষুপ হইতে ক্ষরিত ম্যানার উল্লেখ নাই। যে যাসশর্করার উল্লেখ দেখা যায়, তাহা দুরালভাক্ষুপ-জাত কাথ ঘনীভূত করিয়া প্রস্তুত। চরকটীকাকার চক্রপাণি এবং সুশ্রুতটীকাকার

ডল্লণ যাসশর্করার ঐ রূপ অর্থ ই লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু যখন নিঘণ্টুতে মরুজাত দুরালভার পৃথক্ উল্লেখ ও গুণনির্দ্দেশ দৃষ্ট হইতেছে এবং নিঘণ্টুকার ধম্বযাস ও যাসের পৃথক্ উল্লেখ করিলেও, যাস, যবাস শব্দ যখন ধম্বযাসের পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন, তখন যবাসশর্করা শব্দে যে কৃত্রিম যবাসশর্করাই আচার্য্যের অভিপ্রেত একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ ও যবাসশর্করা। অধুনা যে ক্ষুদ্র কণ্টকিত ক্ষুপ দুরালভা নামে বাজারে বিক্রীত হয় ইহা নিঘণ্টুক্ত দুরালভা নহে। ইহা নিঘণ্টুক্ত যবাস। এই সকল ক্ষুপ গঙ্গাতীরবর্ত্তী আর্দ্র ভূমিতে কুত্রাপি সজলস্থানে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। এই সকল ক্ষুপ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে—ইহারা ফলবান্ হইবার, ক্বচিৎ পুষ্পিত হইবার পূর্ব্বেই কর্ত্তিত হইয়া থাকে। ফলবান্ অন্ততঃ পুষ্পিত যবাসক্ষুপই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। দুরালভা শব্দে ম্যানাসমন্বিত মরুদেশজ দুরালভাক্ষুপ ব্যবহৃত হওয়াই শাস্ত্রানুমত। অধুনা ধম্বযবাস সুলভ নহে। অভাবে যবাস ব্যবহর্ত্তব্য।

মাত্রা—স্বরস —২ তোলা। কাথ—৫—১০ তোলা। মূলত্বক্‌চূর্ণ—½ আনা হইতে ২ আনা। যবাসশর্করা ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে দুরালভা ও যবাসের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে দুরালভা—দুরালভা ও চন্দন সমভাগে লইয়া তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক শর্করাযোগে পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। (চিঃ ৪ অঃ)। (২) নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে দুরালভা—যবাসমূলের রসের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) মদাত্যয়ে দুরালভা—মরুদেশজাত দুরালভার কাথ দোষপাচনার্থ পান করাইবে কিংবা পিপাসু মদাত্যয়রোগীকে ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত দুরালভাপানীয় পান করিতে দিবে। ইহা মদাত্যয়ের সর্ব্বাবস্থায় পেয়। এই পানীয় পিপাসা ও জ্বরনাশক। (চিঃ ১২ অঃ)। (৪) কফজবমনে দুরালভা—কফজ-বমন নিবারণার্থ দুরালভাচূর্ণ মধুযোগে লেহন করিবে। (চিঃ ২০ অঃ)।

বাগ্‌ভট—মূত্রাঘাতে দুরালভা—যাহার মূত্ররোধ হইয়াছে তাহাকে দুরালভার কাথ পান করাইবে। (চিঃ ১১ অঃ)।

চক্রদত্ত—ভ্রমরোগে দুরালভা—ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া দুরালভা কাথ পান করিলে ভ্রমরোগের শান্তি হয়। (মূর্চ্ছা—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, অর্শোঘ্ন, তৃষ্ণানিগ্রহণ, হিক্কানিগ্রহণ এবং কাসহরবর্গে দুরালভা পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—Manna contains mannite and cane-sugar.

Actions and uses.—The plant is laxative, diuretic and expectorant. The manna and the extract, cholagoque, aphrodisiac and demulcent, given in coughs. The fresh juice is diuretic and given in combination with aromatics in the suppression of urine; also used in opacities of the cornea, and snuffed up the nose in migraine. A poultice of the plant or its fumigation is used in the cure of piles. The plant is smoked with black dhatura, tobacco and bishops-weed seeds in asthma. (R. N. Khory, Part II., p. 189).

নব্যমত—দুরালভা ক্ষুপ রেচক, মূত্রপ্রদ এবং কফনিঃসারক। ম্যানা এবং যবাস-শর্করা যকৃৎ হইতে পিত্তস্রাববর্দ্ধক, বৃষ্য ও স্নিগ্ধ—ইহা কাসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুরালভার স্বরস মূত্রকরহেতু অন্য সুগন্ধি ভেষজের সহিত মূত্ররোধে সেব্য। অক্ষিরোগ বিশেষে (opacity of the cornea) স্বরস হিতকর। দুরালভা ক্ষুপের প্রলেপ কিংবা ইহার ধূম অর্শের পক্ষে হিতকর। শ্বাসরোগী কৃষ্ণধুতুরা, তামাক এবং যমানীর সহিত দুরালভা ক্ষুপ কল্কেতে সাজিয়া খায়। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ১৮৯ পৃঃ)।

दूर्वा—दूर्वा।

दूर्वा—Cynodon Dactylon, Panicum Dactylon.

तद्भेदाः—नीलदूर्व्वा, श्वेतदूर्व्वा (गोलोमी), गण्डदूर्व्वा, मालादूर्व्वा।

अन्वर्थसंज्ञा—नीलदूर्वायाः—“हरितम्,” “शतपर्वा”। **श्वेत-दूर्वायाः**—“श्वेतकाण्डा,” “सितच्छद्रा,” “सुपर्व्वा,” “कच्छान्तरुहा,” “दुर्मरा”। **मालादूर्वायाः**—“ग्रन्थिला,” “रोहत्पर्व्वा”। **गण्डदूर्वायाः**—“सूच्योपमा,” “श्यामकाण्डा,” “चित्रा”।

दूर्व्वात्रय-(नीलश्वेतगण्डदूर्वाः) **गुणाः**—दूर्वा शीता कषाया च रक्तपित्तकफापहा। मधुरा कषाया च शीतला श्लेष्मवातहा। अन्यच्च—दर्भः शरो नलश्चैव तथा दूर्वात्रयं समम्। स्वादुतिक्तकषायाणि पित्तश्लेष-

हराणि च। दाहतृष्णास्रवीसर्परक्तपित्तापहाणि च। धन्वन्तरीय-निघण्टुः।

नीलदूर्वा तु मधुरा तिक्ता शिशिररोचनी। रक्तपित्तातिसारघ्नी कफवातज्वरापहा। श्वेतदूर्वाऽति शिशिरा मधुरा वान्तिपित्तजित्। आमातीसारकासघ्नी रुच्या दाहतृषापहा। वल्लीदूर्वा (मालादूर्वा) सुमधुरा तिक्ता च शिशिरा च सा। पित्तदोषप्रशमनी कफवान्तितृषापहा। गाण्डदूर्वा तु मधुरा वातपित्तज्वरापहा। शिशिरा द्वन्द्वदोषघ्नी भ्रमतृष्णा-श्रमापहा। दूर्वासाधारणगुणाः—दूर्वाः कषायाः मधुराश्च शीताः। पित्ततृषारोचकवान्तिहन्त्रः। सदाहमूर्च्छाग्रहभूतशान्ति।—श्लेष्मश्रम-ध्वंसनतृप्तिदाश्च। राजनिघण्टुः।

नीलदूर्वा हिमा तिक्ता मधुरा तुवरा हरेत्। कफपित्तास्रवीसर्पतृष्णा-दाहत्वगामयान्। श्वेतदूर्वा कषाया स्यात् स्वाद्वी वर्ण्या च जीवनी। तिक्ता हिमा विसर्पास्रतृट्पित्तकफदाहहृत्। गाण्डदूर्वा हिमा लोह—द्राविणी ग्राहिणी लघुः। तिक्ता कषाया मधुरा वातकृत् कटुपाकिनी। दाहतृष्णाबलासास्रकुष्ठपित्तज्वरापहा। भावप्रकाशः।

दूर्वा तु रक्तपित्तघ्नी कण्डूत्वग्दोषनाशनी। राजवल्लभः।

घ्राणात् प्रवृत्ते रुधिरे दूर्वास्वरसः—"नस्यं * दूर्वास्वरसस्य चैव" (चिः ५ षः)। (२) विसर्पे दूर्वा—"दूर्वास्वरससिद्धञ्च घृतं स्याद्व्रणरोपणम्"। (चिः ११ षः)। चरकः।

रक्तपित्ते दूर्वा—'लिह्याच्च दूर्वावटजांश्च पल्लवान्। मधुद्वितीयान्"। (उः ४५ षः)। सुश्रुतः।

कच्छ्वादिषु दूर्वा—"स्वरसेन च दूर्वायाः पचेत्तैलं चतुर्गुणम्। कच्छू-विचर्चिकापामा अभ्यङ्गादेव नाशयेत्"। (कुष्ठ—चिः)। (२) पार्श्वंवला-

ভায় দূর্বা—"দূর্বায়াঃ পিষ্টকং প্রাস্য বনিতাস্রোর্স্রবং জয়েত্" (যোনিব্যাপ—চিঃ)। চক্রদত্তঃ।

মূত্রাঘাতে দূর্বা—"গোজানাল্লীমূলং দলমিশ্রং ক্বথিতশোধিতং পীতম্। ত্রিসুগা মধু চ সিতঞ্চ প্রশাদতি মূত্রস্য সংরোধম্"। (মূত্রাঘাত—চিঃ)। ভাবপ্রকাশঃ।

নীলদূর্বার ভাষানাম—বাঃ—দূর্বাঘাস। হিঃ—দুব্। মঃ—হরলী। গুঃ—ধ্রো। কঃ—হসুগরুকে। তৈঃ—দূর্বালু। তাঃ—অরুগম্ পলু। উঃ—দুব্। শ্বেতদূর্ব্বার—বাঃ—শাদাদূর্ব্বা। হিঃ—সফেদ্ দুব্। মঃ—শ্বেতহরলী। গুঃ—ধোলীধ্রো। তৈঃ—গরিকেগড্ডি। গণ্ডদূর্ব্বার—বাঃ—গেটেদূর্ব্বা। হিঃ—গাণ্ডরদুব্। মঃ—গণ্ডূরদূর্ব্বা। গুঃ—গণ্ডূরধ্রো। কঃ—হোন্নগুন্দে। তৈঃ—পোন্নগণ্ডী।

দূর্ব্বারভেদ—নীলদূর্ব্বা, শ্বেতদূর্ব্বা (গোলোমী), গণ্ডদূর্ব্বা, মালাদূর্ব্বা।

দূর্বার অন্বর্থসংজ্ঞা—নীলদূর্ব্বার—"হরিত", "শতপর্ব্বা "শ্বেতদূর্বার" শ্বেতকাণ্ডা, "সিতচ্ছদা", "সুপর্ব্বা," "কচ্ছান্তরুহা," "তুর্বরা"। মালাদূর্ব্বার—"গ্রন্থিলা", "রোহৎপর্ব্বা" গণ্ডদূর্ব্বার—সূচীপত্রা," "শ্যামকান্তা," "চিত্রা"।

বর্ণন—ইতস্ততঃ যে হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বা দেখা যায় তাহাই নীলদূর্ব্বা। নীল ও শ্বেতদূর্ব্বার কেবল বর্ণগত পার্থক্য বিদ্যমান। মালাদূর্ব্বা নীলদূর্ব্বার তুল্য কেবল উহার ব্রতর্তি মালাকৃতি। গণ্ডদূর্ব্বার ক্ষুপ হয়, ইহা কাসতৃণের তুল্য। গণ্ডদূর্ব্বায় ঘর ছাওয়া হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সমগ্র লতা বা ক্ষুপ বিশেষতঃ মূল।

মাত্রা—স্বরস ১—২ তোলা। কল্ক বা চূর্ণ ২—৪ আনা। ক্বাথ ৫—১০ তোলা (সাধারণতঃ)।

বৈদ্যকে দূর্ব্বার ব্যবহার।

চরক—নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে দূর্ব্বারস—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে দূর্ব্বা ঘাসের রসের নস্য করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) বিসর্পে দূর্ব্বা—দূর্ব্বারসে যথাবিধি পক্ক-ঘৃত বিসর্পব্রণরোপক। (চিঃ ১১ অঃ)।

সুশ্রুত—রক্তপিত্তে দূর্ব্বা—রক্তপিত্তী দূর্ব্বাপত্রচূর্ণ মধুযোগে লেহন করিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—কচ্ছুরোগে দূর্ব্বা—তৈলের চতুর্থাংশ দূর্ব্বা স্বরসের সহিত তিলতৈল যথাবিধ পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে কচ্ছু বিচর্চিকাপামাদি চর্ম্মরোগ নিবৃত্তি পায়। (কুষ্ঠঃ—চিঃ)। (২) আর্ত্তবলাভার্থ দূর্ব্বা—পিষ্টদূর্ব্বাঘাস তণ্ডুলচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। যে স্ত্রীর অধিক বয়স পর্যন্ত ঋতুদর্শন হয় নাই কিংবা যাহার রজোরোধ হইয়াছে তাহাকে এই পিষ্টক ভোজন করিতে দিবে। (যোনিব্যাপ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—মূত্রাঘাতে শ্বেতদূর্ব্বা—শ্বেতদূর্ব্বার মূল ৮ তোলা দুই সের জলে কাথ প্রস্তুত করিয়া চতুর্থাংশাবশিষ্ট রাখিবে। শীতল হইলে ইহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ পূর্ব্বক পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। (মূত্রাঘাত—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক বর্ণ্য এবং প্রজাস্থাপনবর্গে দূর্ব্বা পঠিত হইয়াছে। গর্ভাশয়ে যে সমস্ত দোষ বিদ্যমান থাকিলে মৃত বা অল্পায়ু সন্তান প্রসূত হয়, যে সকল বস্তু সেবিত হইলে এই সকল দোষ বিনাশ পায় তাহাদের নাম প্রজাস্থাপন। বর্ণ্যবর্গে "সিতালতা" পঠিত হইয়াছে। চক্রপাণি বলেন "সিতা শ্বেতদূর্ব্বা, লতা শ্যামদূর্ব্বা"। সিতালতা পৃথক্ বস্তু স্বীকার না করিলে দশ সংখ্যা পূর্ণ হয় না। আমরা যতগুলি নিঘণ্টু পাঠ করিয়াছি কুত্রাপি লতা শব্দ শ্যামদূর্ব্বার পর্য্যায়ে পঠিত হইতে দেখি নাই। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুর মতে সিতালতা শব্দ শ্বেত দূর্ব্বার পর্য্যায়। যথা—"শ্বেতদূর্ব্বা তু গোলোমী শ্বেতদণ্ডা সিতালতা"। অতএব চারক বর্ণ্যবর্গের পাঠবিশুদ্ধত্ব চিন্ত্য।

Actions and uses.—Dmulcent, astringent, and acid; used in checking vomiting. As a diuretic it is given in dysuria, and as an astringent epistaxis and to stop bleeding from wounds. It is used as a substitute for triticum repens. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory, Part II., page 640).

নব্যমত—দূর্ব্বা শীত, কষায় এবং অম্ল। ইহা বমন নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। মূত্রকরহেতু ইহা মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে সেব্য। সঙ্কোচক বলিয়া ইহা নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং শস্ত্রাদি ক্ষতের রক্তস্রাব রোধার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (আর, এন্, কোরি—২য় খণ্ড, ৬৪০ পৃঃ।)

দেবদারু—देवदारु।

देवदारु, सुराह्वम् स्निग्धदारु—Pinus Deodara, Abies Devadara. तद्भेदौ—स्निग्धदारु, काष्ठदारु।

देवदारु रसे तिक्तं स्निग्धोष्णं श्लेष्मवातजित्। आमदोषविबन्धाऽऽध्मप्रमेहविनिवर्त्तकम्। देवदार्व्वनिलं हन्ति स्निग्धोष्णं श्लेष्मपाकनः। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

देवकाष्ठन्तु तिक्तोष्णरूक्षं श्लेष्मानिलापहम्। भूतदोषापहम् धत्ते लिप्तमङ्गेषु कालिकम्। तैलगुणाः—* तीक्ष्णं कटूष्णपित्तजित्। अर्शः शुक्रक्रमिश्लेष्मकुष्ठमेदोऽनिलापहम्। राजनिघण्टुः।

देवदारु लघु स्निग्धं तिक्तोष्णं कटुपाकि च। विबन्धाऽऽध्मानशोथामतन्द्राहिक्काज्वरास्रजित्। प्रमेहपीनसश्लेष्मकासकण्डूसमीरहृत्। भावप्रकाशः।

* सरल देवदारु * * स्नेहाश्चित्ता कटुकषाया दुष्टव्रणशोधनाः क्रमिकफकुष्ठानिलहराश्च। सुश्रुतः।

हिक्काश्वासयोः देवदारु—"* क्वाथ मथवा देवदारुणः" (चिः २१ अः)। चरकः।

ज्वरे देवदारु—"* देवदारुणि। कषायं विधिवत्कृत्वा पेयमेतज्ज्वरापहम्"। (उः ३९ अः)। (२) शोथे देवदारु—"देवदारुशुण्ठीं वा मूत्रेण" (चिः २३ अः)। सुश्रुतः।

कफकासे देवदारु लेहः—"कफकासी पिवेदादौ सुरकाष्ठात् प्रदीपितात् स्नेहं परिस्रुतं व्योषयवक्षारावचूर्णितम्"। (चिः ३ अः)। वाग्भटः।

वातव्रणे सुरदारु—"सुरदारु तथा शुण्ठी लेपो वातव्रणे हितः" (चिः २५ अः)। हारीतः।

श्लीपदे देवदारु—"हितश्चालेपने नित्यं चित्रको देवदारु वा * सुखोष्णो मूत्रपेषितः"। (श्लीपद—चिः)। चक्रदत्तः।

कुब्जे वाते देवदारु—"देवदारुसमायुक्तं नागरं परिपेषितम्। कुब्जात-वेदनायुक्तः पीत्वा सुखमवाप्नुयात्"। (वातव्याधि—चिः)। भावप्रकाशः।

कफजगण्डमालायां देवदारु—"देवदारु विशाला च कफगण्डे प्रलेपनम्" (गलगण्ड—चिः)। (२) श्लीपदे देवदारु—"* देवदारु च। पिबेत् सर्षपतैलेन श्लीपदानां निवृत्तये"। (श्लीपद—चिः)। वङ्गसेनः।

দেবদারুর ভাষানাম—বাঃ—দেবদারু। হিঃ—দেবদারু। মঃ—তেল্যাদেব-দারু। গুঃ—দেবদার। কঃ—চোপড়াদেবদারু। তৈঃ—দেবদারুচেক্কা। ফাঃ—দেবদার। অঃ—শজর্ তুল্জীন্।

দেবদারুর ভেদ—দেবদারু দুই প্রকার—স্নিগ্ধদারু ও কাষ্ঠদারু। সুগন্ধি, ভারী, তৈলাক্ত, ঈষৎ পীতবর্ণের নাম স্নিগ্ধদারু। ইহা পর্ব্বতে জন্মে। কাষ্ঠদারু—নির্গন্ধ, লঘুতর, রুক্ষ। ইহা যত্রতত্র জন্মিয়া থাকে। উৎসবোপলক্ষে ভবনাদি সজ্জীকরণার্থ লোকে যে গ্রাম্যদেবদারু শাখা ব্যবহার করে তাহাই কাষ্ঠদারু। বণিক্‌গণ যে তৈলাক্ত শুষ্ক সুগন্ধি কাষ্ঠ বিক্রয় করে তাহা স্নিগ্ধদারু। বৈদ্যকে দেবদারু শব্দে স্নিগ্ধদারু গ্রাহ্য। গিরিচারী বায়ুর সৌরভ্যবর্ণনার্থ দেবদারুর উল্লেখ কাব্যপ্রসিদ্ধ। হিমগিরিবাহী বায়ু বর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন—"মুহুঃকম্পিতদেবদারুঃ"।

বর্ণন—পর্ব্বতে বহুযোজনব্যাপি দেবদারুর বন দৃষ্ট হয়। ইহার কাণ্ড ১২। ১৩ হাত উচ্চ এবং ব্যাস প্রায় তিন হাত। কাণ্ড অতি সরল এবং মাছধরা ছিপের মত অগ্রভাগে ক্রমশঃ সরু ও শাখাগুলি ভূতলাভিমুখে আনত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কাষ্ঠ, তৈল। মাত্রা—কাষ্ঠচূর্ণ—১—৪ আনা। তৈল ১০—৪০ বিন্দু।

বৈদ্যকে দেবদারুর ব্যবহার।

চরক—হিক্কাশ্বাসে দেবদারু—হিক্কাশ্বাসরোগী দেবদারু কাষ্ঠের কাথ পান করিবে। (চিঃ ২১ অঃ)।

সুশ্রুত—বিষমজ্বরে দেবদারু—বিষমজ্বররোগী ক্ষীরপরিভাষানুসারে সাধিত দেববারু কাথ পান করিবে। (উঃ ৩৯ অঃ)। (২) শোথে দেবদারু—শোথরোগী গোমূত্রপিষ্ট দেবদারু পান করিবে। (চিঃ ২৩ অঃ)।

বাগ্‌ভট—কফকাসে দেবদারুস্নেহ—দেবদারু কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে উহা হইতে যে তৈল পতিত হইবে কফকাসী ত্রিকটু ও যবক্ষারসহ সেই তৈল পান করিবে। (চিঃ ৩ অঃ)।

হারীত—বাতব্রণে দেবদারু—দেবদারু ও শুন্ঠীর প্রলেপ বাতব্রণের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ৩৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—শ্লীপদে দেবদারু—গোমূত্রপিষ্ট ঈষদুষ্ণ দেবদারুর প্রলেপ শ্লীপদে হিতকর। (শ্লীপদ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—বায়ু হৃদয়গত হইলে দেবদারু—দুষ্টবায়ু হৃদয় আশ্রয় করিলে (যাহাকে লোকে প্যাল্‌পিটেশন্ অভ্‌ দি হার্ট বলে) দেবদারু ও শুন্ঠী পেষণপূর্ব্বক উষ্ণোদকের সহিত পান করিবে। (বাতব্যাধি—চিঃ)।

বঙ্গসেন—কফজগণ্ডমালায় দেবদারু—দেবদারু ও বিশালার (মাখাল) প্রলেপ কফজগণ্ডমালায় হিতকর। (গলগণ্ড - চিঃ)। (২) শ্লীপদে দেবদারু—দেবদারুচূর্ণ সার্ষপ তৈলের সহিত পান করিলে শ্লীপদ নিবৃত্তি পায়। (শ্লীপদ - চিঃ)।

বক্তব্য—চরকোক্ত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে দেবদারুর উল্লেখ নাই। সুশ্রুত ও নরহরি কথিত দেবদারু তৈলের গুণ এই প্রবন্ধের শিরোদেশে উক্ত হইয়াছে। অচির-কর্ত্তিত দেবদারুসার এতাদৃশ স্নিগ্ধ থাকে যে উহা অঙ্গুলিস্পৃষ্ট হইলে চট্‌চট্ করে। বণিকগণ সচরাচর যে দেবদারু কাষ্ঠ বিক্রয় করে তাহা অতি পুরাণ বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প স্নেহান্বিত।

Constituents.—An acid resin.

Actions and uses.—The wood is carminative, diaphoretic and diuretic ; given in fever, flatulence, dropsy and urinary diseases as gravel. In ascites it is given in combination with shegata chhâla and aghâdo. In gonorrhœa, syphilis, gout and rheumatism, the decoction (Devdari Kvatha) is given as a powerful alterative. With halada and gugala its paste is applied to indolent swellings. The tar is used as a favourite

alterative and given in chronic skin diseases and in large doses, given in leprosy and also applied externally to ulcers. (R. N. Khory, Part II., p. 578).

নব্যমত—দেবদারু কাষ্ঠ, বায়ুনাশক, ঘর্ম্মকারক এবং মূত্রপ্রদ। ইহা জ্বর, উদরাধ্মান, শোথ, অশ্মরী প্রভৃতি মূত্রসম্বন্ধীয় পীড়ায় সেব্য। দ্রব্যান্তরের সহিত উদররোগে প্রযোজ্য। দেবদারু কাথ গণোরিয়া ফিরঙ্গ, বাত এবং আমবাতে বীর্য্যবান্ রসায়ন (alterative) রূপে প্রযোজ্য। হরিদ্রা এবং গুগ্গুলুসহ ইহার প্রলেপ বেদনাহীন শোথের পক্ষে হিতকর। দেবদারুর তৈল—জনপ্রিয় রসায়ন। ইহা পুরাতন চর্ম্ম রোগে এবং অধিক মাত্রায় কুষ্ঠে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষতেও ইহা প্রলেপার্থ প্রয়োগ করা হয়। (আর, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ৫৭৮ পৃঃ)।

দ্রাক্ষা—द्राक्षा।

द्राक्षा—Vitis Vinifera.

तद्भेदाः—(१) **द्राक्षा**—Grapes, **पक्वशुष्का द्राक्षा**—Sultanas. (२) **कपिलद्राक्षा**—Black large grapes. (३) **क्षुद्रद्राक्षा**, **निर्बीजा**—Muscateles. (४) **गोस्तनी, मृद्वीका**—Raisians (Monakha).

अन्वर्थसंज्ञाः—द्राक्षायाः—"गुच्छफला," "चारुफला," "तापसप्रिया," "रसाला," "काश्मीरिका"। कपिलद्राक्षायाः—उत्पत्तिबोधिका—"उत्तरापथिका"।

द्राक्षा स्वादुरसा रुच्या मधुरा स्निग्धशीतला। रक्तपित्तज्वरश्वासतृष्णादाहक्षयापहा। मृद्वीका मधुरा स्निग्धा शीता हृद्या तु लोमनी। रक्तानिलश्वासकासभ्रमतृष्णाज्वरापहा। धन्वन्तरीयनिघण्टुः।

द्राक्षातिमधुराम्ला च शीता पित्तार्त्तिदाहजित्। मूत्रदोषहरा रुच्या वृष्या सन्तर्पणी परा। गोस्तनी मधुरा शीता हृद्या च मदहर्षिणी। दाहमूर्च्छाज्वरश्वासतृष्णाहृल्लासनाशिनी। शिशिरा श्वासतृष्णासनाशिनी

अमवल्लभा। द्राक्षाविशेषगुणाः—द्राक्षा बालफलं कटूष्णविवर्द्ध पित्तास्रदोषप्रदम्। मध्यं चाम्लरसं रसान्तरगते तृष्णातिदाहप्रदम्। पक्वं चेन्मधुरं तथाम्लसहितं तृष्णास्रपित्तापहं। पक्वं शुष्कतमं श्रमार्त्तिशमनं सन्तर्पणं पुष्टिदम्। अपरञ्च—शीता पित्तास्रदोषं शमयति मधुरा स्निग्ध-पाकातिरुच्या। चक्षुष्या श्वासकासश्रमवमिशमनी शोफतृष्णाज्वरघ्नी। दाहाध्मानभ्रमादीनपनयति परा तर्पणी पक्वशुष्का। द्राक्षा सुशीत-वीर्य्यानपि मदनकलाकेलिदक्षान् विधत्ते। राजनिघण्टुः।

द्राक्षा पक्वा सरा शीता चक्षुष्या वृंहणी गुरुः। स्वादुपाकरसा स्वर्य्या तुवरा सृष्टमूत्रविट्। कोष्ठमारुतकृद्वृष्या कफपुष्टिरुचिप्रदा। हन्ति तृष्णा-ज्वरश्वासवातवातास्रकामलाः। कृच्छ्रास्रपित्तसंमोहदाहशोषमदात्ययान्। आमा स्वल्पगुणा गुर्व्वी सैवाम्ला रक्तपित्तकृत्। वृष्या स्याद्गोस्तनी द्राक्षा गुर्व्वी च कफपित्तनुत्। अवीजाऽन्या स्वल्पतरा गोस्तनी सदृशी गुणैः। द्राक्षा पर्व्वतजा यादृक् तादृशी करमर्द्दिका। भावप्रकाशः।

द्राक्षा तु मधुरा स्निग्धा हृद्या शीतानुलोमनी। बल्या वृष्या क्षतक्षीण-तृषावातास्रपित्तजित्। राजवल्लभः।

तृष्णादाहज्वरश्वासरक्तपित्तक्षतक्षयान्। वातपित्तमुदावर्त्तं स्वरभेदं मदात्ययम्। तिक्तास्यता मास्यशोषं कासञ्चाशु व्यपोहति। मृद्वीका वृंहणी हृष्या मधुरस्निग्धशीतला। चरकः—सू: २७ अ:।

तेषां द्राक्षा सरा स्वर्य्या मधुरा स्निग्धशीतला। रक्तपित्तज्वरश्वास-तृष्णादाहक्षयापहा। सुश्रुतः।

मूत्ररोधज उदावर्त्ते द्राक्षा—"* द्राक्षारसमथापि वा"। (उः ५५ अः)। सुश्रुतः।

मदात्ययस्य पिपासायां द्राक्षा—"तृष्यति चातिबलवद्वातपित्ते समुद्धते।

দ্যাদ্দ্রাক্ষারসং পানং প্রীতং দোষানুলোমনম্” (চি: ৩ অ:)। (২) মূত্র-কৃচ্ছ্রে দ্রাক্ষা—“তোয়েন কল্কং দ্রাক্ষায়াঃ পিবেৎ পর্য্যুষিতেন বা” (চি: ১১ অ:)। বাগ্ভটঃ।

রক্তপিত্তে দ্রাক্ষা—“পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থো দ্রাক্ষার্দ্ধপ্রস্থসাধিতঃ। কামলা-গুল্মপাণ্ডুর্ত্তিজ্বরমেহোদরাপহঃ। (রক্তপিত্ত—চি:)। চক্রদত্তঃ।

দ্রাক্ষার ভাষানাম—বাঃ—আঙ্গুর। হিঃ—আঙ্গুর। মঃ—কাঠেদ্রাক্ষ। গুঃ—ধরাখ। কঃ—বেডগণদ্রাক্ষে। তৈঃ—দ্রাক্ষা। তাঃ—কোডিমণ্ডি। ফাঃ—আঙ্গুর। অঃ—কার্ম। কপিলদ্রাক্ষা—হিঃ—কালীদাখ্। নির্বিজা ক্ষুদ্রদ্রাক্ষা—অঃ—কীস্মীস্। গোস্তনী—ফাঃ—মুনক্কা।

দ্রাক্ষার ভেদ—দ্রাক্ষা (আঙ্গুর), কপিলদ্রাক্ষা (কালীদাখ), ক্ষুদ্রদ্রাক্ষা (কীস্মীস্), গোস্তনীদ্রাক্ষা (মুনেক্কা)। এতদ্ভিন্ন ভাবমিশ্র পর্ব্বতজা-দ্রাক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাপি কাশ্মীর প্রদেশ দ্রাক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ। দ্রাক্ষার একটী নাম “কাশ্মীরিকা”। কাবুল হইতেই এদেশে ভূরিপ্রমাণ আঙ্গুর আনীত হইয়া থাকে। নরহরি আম, অর্দ্ধপক্ক, পক্ক ও পক্কশুষ্ক দ্রাক্ষার গুণবিশিষ্টত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চরকে কেবল মৃদ্বীকা এবং সুশ্রুতে কেবল দ্রাক্ষার গুণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

দ্রাক্ষাদির অন্বর্থসংজ্ঞা—দ্রাক্ষার—“শুচ্ছফলা,” “চারুফলা,” “তাপসপ্রিয়া,” “রসালা,” “কাশ্মীরিকা” (উৎপত্তিবোধিকা)। কপিলদ্রাক্ষার—“উত্তরাপথিকা,” (উৎপত্তিবোধিকা) ক্ষুদ্রদ্রাক্ষার—“নির্বীজা।

ঔষধার্থ ব্যবহার—আম ও শুষ্ক ফল।

বৈদ্যকে দ্রাক্ষার ব্যবহার।

সুশ্রুত—মূত্ররোধজ উদাবর্ত্তে দ্রাক্ষা—যাহার মূত্রবেগধারণজন্য উদাবর্ত্ত হইয়াছে তাহাকে দ্রাক্ষার কাথ পান করাইবে। (উ: ৫৫ অ:)।

বাগ্ভট—মদাত্যয়ের পিপাসায় দ্রাক্ষা—তৃষিতমদাত্যয় রোগীর বাতপিত্তাধিক্য থাকিলে তাহাকে শীতল দ্রাক্ষাকাথ পান করাইবে—ঔষধ জীর্ণ হইলে মধুরাম্লরসযোগে সংস্কৃত ছাগমাংস যূষ সহ ভোজন করিতে বলিবে। (চি: ৭ অ:)। (২) মূত্রকৃচ্ছ্র

দ্রাক্ষা—দ্রাক্ষা পেষণ পূর্ব্বক বাসি জলের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হয়। (চিঃ ১১ অঃ)।

চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে দ্রাক্ষা—দশবৎসরের পুরাণ ঘৃত /৪ সের, /১ পিষ্ট দ্রাক্ষা এবং ১৬ সের জলের সহিত যথাবিধি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত রক্তপিত্ত-কামলাদির পক্ষে হিতকর। (রক্তপিত্ত—চিঃ)।

বক্তব্য—চরকে, আসবযোনিফলবর্গের শিরোদেশে মৃদ্বীকা পঠিত হইয়াছে। কেবল ব্যাধিমোচনার্থ নহে শোকবিস্মরণ এবং সংহর্ষণ লাভের জন্যও লোকে আসব পান করিত। মহর্ষি, যজ্ঞঃপুরুষীয়ে বলিয়াছেন—"মনঃশরীরাগ্নিবলপ্রদানাম্। অস্বপ্নশোকা-রুচিনাশনানাম্। সংহর্ষণানাং প্রবরাসবানাম্। অশীতিরুক্তাচতুরুত্তরৈষা"। মৃদ্বীকাজাতমদ্যের গুণবিবরণে নরহরি লিখিয়াছেন—"মার্দ্বীকং লেখনং হৃদ্যং নাত্যুষ্ণং মধুরং সরং। অল্পপিত্তানিলং পাণ্ডুমেহার্শঃকৃমিনাশনম্।

Constituents.—The pulp contains grape sugar, cream of tartar, gum and malic acid. The seeds contain a bland fixed oil and tannic acid; skin of the fruit contains tannic acid.

Actions and uses.—Skin and stones from the grapes should be removed before use. Raisins are refrigerant, demulcent, cooling and also aperient, generally used to sweeten medicinal preparations and given to relieve thirst in fever and inflammatory affections and in constipation. The leaves are astringent and used in diarrhœa. The ashes of the wood are used as prophylactic gainst stone and in uric acid diathesis. The natives apply the paste of the ashes to swellings of testicles and to piles. Black raisin is generally used as an ingredient in purgative mixtures. Kishamish is used also as an ingredient of several confections (R. N. Khory, Part II., p. 137).

নব্যমত—ঔষধার্থ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে আঙ্গুরের খোসা এবং বীজ পরিত্যাগ করিবে। মুনেক্কা, শ্রমহর, স্নিগ্ধ, শীত, মৃদুরেচক। ইহা প্রায় ভেষজ মধুরকরণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা জ্বরের পিপাসা, প্রদাহমূলক পীড়া এবং কোষ্ঠবদ্ধরোগে সেব্য। পত্র—কষায়, অতিসারে ব্যবহৃত হয়। কাষ্ঠের ভস্ম, অশ্মরীরোগের পূর্ব্বরূপে এবং শরীরে ইউরিক্ এসিড্ সঞ্চয়হেতু ভাবিরোগোৎপাদনানুকূল অবস্থায় অনাগতাবাধপ্রতি-ষেধকরূপে অর্থাৎ ভাবী ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারিবে না বলিয়া, সেবিত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোকে কোষের স্ফীতি এবং অর্শে ইহার প্রলেপ দেয়। কপিলদ্রাক্ষা

(কালীনাথ্) সচরাচর চেরক ঔষধের অন্যতম উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিস্‌মিস্, বিবিধ খণ্ডমোদকাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ)।

দ্রোণপুষ্পী—द्रोणपुष्पी।

द्रोणपुष्पी, कुतुम्बा, कुम्भयोनिः—Leucas Linifolia, L. Aspera. **महाद्रोणा, देवद्रोणी**—Leucas Caphalotes.

अन्वर्थसंज्ञा—द्रोणपुष्प्याः—"चरपत्री," "छत्रका," "फलेपुष्पा," "दीर्घपत्रा," "चित्राक्षुपः," "सुपुष्पा," "चित्रपत्रिका"। **महाद्रोणायाः**—"दिव्यपुष्पी"।

द्रोणपुष्पी कटुः सोष्णा रुच्या वातकफापहा। अग्निमान्द्यहरा चैव पथ्या वातापहारिणी। देवद्रोणी कटुस्तिक्ता मेध्या वाताग्निभूतनुत्। कफमान्द्यापहा चैव युक्त्या पारदशोधनी। **राजनिघण्टुः**।

द्रोणपुष्पी गुरुः स्वादूरुक्षोष्णा वातपित्तकृत्। सतीक्ष्णलवणस्वादुपाका कट्वी च भेदिनी। कफामकामलाशोथतमकश्वासजन्तुजित्। द्रोणपुष्पीदलं स्वादु रुच्यं गुरु च पित्तकृत्। भेदनं कामलाशोथमेहज्वरहरं कटु। **भावप्रकाशः**।

द्रोणपुष्पी कफार्शोघ्नी कामलाक्रमिशोथजित्। **राजवल्लभः**॥

द्रोणपुष्पी कटुः सोष्णा रुच्या वातकफापहा। अग्निमान्द्यहरा चैव पक्षाघातस्य नाशिनी। **शोढ़लनिघण्टुः**।

विषमज्वरे द्रोणपुष्पीरसः—"द्रोणपुष्पीरसो वापि निहन्ति विषमज्वरान्" (ज्वर—चिः)। (२) **कामलायां द्रोणपुष्पीरसः**—"अञ्जनं कामलार्त्तानां द्रोणपुष्पीरसो हितः" (कामला—चिः)। **भावप्रकाशः**।

দ্রোণপুষ্পীর ভাষানাম—বাঃ—ঘলঘসি, দণ্ডকলস। কোঃ—কাৰ্ণশিসা। হিঃ—গূমা। মঃ—কুস্তা, তুম্বা। গুঃ—কুবো। কঃ—তুম্ব। তৈঃ—মতুগতুম্মি।

দ্রোণপুষ্পীর অন্বর্থসংজ্ঞা—"কবপত্রী," "দীর্ঘপত্রা," "চিত্রপত্রিকা," "ছত্রকা," "চিত্রাক্ষুপ," "সুপুষ্পা," "ফলেপুষ্পা"। মহাদ্রোণার—"দিব্যপুষ্পী"।

বর্ণন—দ্রোণপুষ্পী ক্ষুদ্র ক্ষুপ। প্রায় হলকৃষ্ট ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে। ইহার পত্র পুষ্প স্তরে স্তরে নিহিত থাকে। পাতা—সরু লম্বা, পত্রপ্রান্ত দন্তযুক্ত, মর্দনে বিচিত্র তীব্র গন্ধযুক্ত। পুষ্প—চোঙ্গের মত অতএব দ্রোণপুষ্পী নাম, শুভ্রবর্ণ, শীতে পুষ্পিত হয়—নিদাঘের রৌদ্রে ক্ষুপ শুষ্ক হইয়া যায়। কুণ্ড—অতিসূক্ষ্ম দম্ভিত, অগ্রভাগ "কলম-কাটার" মত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, পুষ্প। মাত্রা—½-২ তোলা।

বৈদ্যকে দ্রোণপুষ্পীর ব্যবহার।

ভাবপ্রকাশ—বিষমজ্বরে দ্রোণপুষ্পীরস—মরিচচূর্ণসহ দ্রোণপুষ্পীর পত্রের রস বিষমজ্বরে হিতকর। (জ্বর—চিঃ)। (২) কামলায় দ্রোণপুষ্পীরস—কামলারোগীর নেত্রে কএক বিন্দু দ্রোণপুষ্পীপত্রের রস সেচন করিবে। (কামলা—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক শাকবর্গে কুতুম্বা (দ্রোণপুষ্পী) পঠিত হইয়াছে। "দশেমানিতে" দ্রোণপুষ্পীর উল্লেখ নাই।

Constituents.—A small quantity of essential oil and an alkaloid.

Actions and uses.—Stimulant, expectorant and aperient; given in jaundice, cough, nasal and intestinal catarrh. It is also externally applied in skin eruptions. (R. N. Khory, Part II., p. 485.)

নব্যমত—দ্রোণপুষ্পী-উষ্ণ, কফনিঃসারক এবং রেচক। ইহা কামলা, কাস, প্রতিশ্যায়, প্রবাহিকা ("আমাশয়") রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাত্রে কণ্ডু (চুলকণা) জন্মিলে ইহার রস মর্দন করা হয়। (আর্, এন, খোরি, ২য় খণ্ড, ৪৮৫ পৃঃ)

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

দ্রব্যানুসারিণী সূচী।

বক্তব্য—এই সূচীতে, অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য বৈদ্যকে তুমি প্রযুক্ত পর্য্যায় শব্দগুলিও তারকাচিহ্নবর্জ্জিত করিয়া লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীভূপবাহাদুরের প্রজাবর্গের হিতার্থে কোচবিহারের ভাষানামের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্ষকারকে কেহ ককারের মধ্যে, কেহ পৃথক্ বর্ণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। বনৌষধিদর্পণে দুই মতই স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব মূলে ইন্দ্রবারুণীর পর ইক্ষু এবং সূচীতে ইক্ষুরীর পূর্ব্বে ইক্ষু স্থাপিত হইয়াছে।

দ্রব্যানুসারিণী সূচী।

দ্রব্যানুসারিণী সূচী।

রোগানুসারিণী সূচী।

द्रव्यानुसारिणी सूची ।

अस्यां ग्रन्थोल्लिखितानां वनौषधीनां भूरिप्रयुक्ताः पर्यायशब्दा अपि लिखिताः ।
झटित्यवबोधाय ते च तारकाचिह्नचिह्निताः कृताः ।

रोगानुसारिणी सूची।

বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণে উক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম।

বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণে উক্ত ইংরাজি গ্রন্থের নাম।